শ্রীমদ্ভাগবত জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরম পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। শ্রীভগবানের পবিত্র চরিত-কথা, তাঁর পুণ্যলীলা বা মহিমা বর্ণনা করা যে গ্রন্থের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় — তাই হচ্ছে শ্রীমদ্ভাগবত। অন্যান্য পুরাণে নানা কর্মমার্গের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সরস ভক্তিধারা মধুর প্রবাহ মানবচিত্তে প্রধানভাবে সঞ্চারিত করাই — এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। সেজন্য ইহা অতি পবিত্র, অতি আদরণীয়।

এই সংসারে মানবগণ সাধারণতঃ বিষয়-সুখলাভের আশায় প্রতিনিয়ত সেদিকেই ছুটে চলেছে এবং সেজন্যই তারা পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণরূপে সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করছে। এর থেকে নিস্তারের একমাত্র উপায় — সেই পরম আনন্দময় শ্রীভগবানের শ্রীচরণে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ। শ্রীমদ্ভাগবতে সেকথাই সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই পরম পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থ অতুলনীয় ভাবসম্পদে রসাল, ভক্তিমার্গের সরলতা সম্পাদনে অদ্বিতীয় এবং সর্বসাধারণের সহজবোধ্য হওয়ায় এত প্রসিদ্ধি ও লোকপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে — "ইহা পরম পবিত্র বেদরূপ বৃক্ষের সুপক্ক রসালো ফল। পরম অমৃতময় মধুর রসে ইহা ভরপুর। হে রসিক ভক্তজন, তোমরা সেই পরমানন্দময় রসপূর্ণ ফলটি পুনঃ পুনঃ পান করে ধন্য হও।" — ভাগবত ১/১/৩

আমার স্নেহাস্পদ সঙ্ঘভ্রাতা স্বামী সারস্বতানন্দ সেই পবিত্র শ্রীমদ্ভাগবত অতি সহজবোধ্য সরল ভাষায় খুব সুন্দরভাবে রচনা করেছেন। পড়তে পড়তে মনে হয় — আমরা যেন তাঁরই লীলার সাথী হয়ে গেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে প্রার্থনা করি — তাঁর শুভ আশীর্বাদ লেখকের শিরে বর্ষিত হোক এবং এই পবিত্র ধর্মগ্রন্থ গৃহে গৃহে নিত্যপাঠ্য হোক। ইতি—

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

স্বামী প্রণবানন্দ
সম্পাদক 'প্রণব' পত্রিকা
সহ-সভাপতি
ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের

গ্রন্থকারের নিবেদন

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা মহাপুরুষ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ বলেছেন, "মনকে সর্বদা সৎচিন্তা, সৎভাবনা, সৎসঙ্কল্প ও সৎগ্রন্থ অধ্যয়ন দ্বারা ব্যাপৃত রাখিবে। প্রত্যহ গীতাদি প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিবে, কিছু কিছু শ্লোক মুখস্থ করিবে। ধর্মগ্রন্থ পাঠে মানুষের সাধুসঙ্গ হয়, শ্রীগুরুর প্রতি ভক্তিলাভ হয়, দেশ-জাতি-সমাজের কল্যাণে পরের সুখ দুঃখে তুল্যানুভূতি হয়, ক্রোধাদির উপশম হয়, ইন্দ্রিয় সংযম ও অহঙ্কারের নিবৃত্তি হয়।" আবার কোথাও ত্যাগী শিষ্যকে অনুপ্রেরণা দিয়ে লিখছেন—"দৈনিক শাস্ত্রালোচনা করিও। দৈনিক নিয়মিতভাবে গীতা, উপনিষদ্ এবং যোগবাশিষ্ঠ, বৈরাগ্যশতক ও অন্যান্য বৈরাগ্যভাবোদ্দীপক গ্রন্থ পাঠ করিও।"

বর্তমানে বৈরাগ্যভাবোদ্দীপক গ্রন্থ পাঠ করে তার রসাস্বাদনে পাঠকমণ্ডলীর সংখ্যা জগতে অত্যন্ত কম হয়ে পড়েছে। সংস্কৃতের অন্বয় এবং শব্দার্থ জানা সাধারণের পক্ষে বোঝাও খুবই কঠিন। আর মানুষের সময়ও অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে গেছে, বিশেষ করে শাস্ত্রীয় গ্রন্থ পাঠে। সামান্যতম পাঠক আছেন যা শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি পাঠ করেন। যারা পাঠ করেন তারা অনুবাদের উপর নির্ভর করে অতি সহজে প্রকৃত ঘটনাগুলি জানার চেষ্টা করে থাকেন। অন্যান্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থের তুলনায় শ্রীমদ্ভাগবত অতুলনীয়, এই গ্রন্থ পাঠ করলে বহু গ্রন্থ পাঠের ফল পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত একমাত্র গ্রন্থ যে জীবগণের জন্মমরণ প্রবাহরূপ মৃত্যু নিবারণের উপায় করে দেয় অর্থাৎ মৃত্যু পাশ হতে বিমুক্ত করে দেয়। এই গ্রন্থে মানুষের মন প্রাণ মুগ্ধ করার ভগবৎ মাহাত্ম্য বর্ণন করা হয়েছে। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয় বিশেষ করে ভক্তি ভাব জাগ্রত করার উপায় অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় অধিক অর্থাৎ ভগবৎ ভক্তি, ভগবৎপ্রেমে আপ্লুত হওয়ার একমাত্র গ্রন্থ। ভাগবত পাঠ ও শ্রবণ করে শ্রীভগবানের গুণ-কীর্তন, লীলার মাহাত্ম্য জানার ও ভক্তি জাগ্রত করার অনন্য গ্রন্থ। আঠারো হাজার শ্লোকের মাধ্যমে এই ভাগবত পুরাণ বর্ণিত।

এই ভাগবত বইটি মূল সংস্কৃতের অনুবাদের উপর নির্ভর করে গল্পাকারে অর্থাৎ ভাবার্থ দিয়ে শ্রুতিমধুর গদ্যে সহজ করার চেষ্টা করেছি। পক্ষী যেমন তার সামর্থ্যানুসারে অনন্ত আকাশে উড়ে থাকে সে রকম আমি আমার সামান্য শাস্ত্রজ্ঞান অনুসারে এ কার্য্য করেছি। আমার মতো অর্বাচীন কিই বা করতে পারে? ভাগবত পড়তে পড়তে মনে হল কিছু ভক্ত মানুষ আমার মত করে যদি সামান্য ভাগবত পাঠ করে থাকেন তবে তিনি সংসারে যে কর্ম করেন তা শ্রীগোবিন্দে অর্পণ করে করতে পারবেন, সকাম ব্যক্তিগণের কর্মের ন্যায় বিফল হবে না। কারণ শ্রীভগবানেই তো আমাদের আত্মা ও প্রিয় হিতকারী। সরল গদ্যে ভাগবত গ্রন্থটি পাঠ করে কিছু মানুষের মনে যদি ভক্তির প্রসার ঘটে, মন নির্মল

হয়, বদবুদ্ধি দূর হয়, চিত্তের শুদ্ধি সাধন হয়, সংসারের প্রতি আসক্তি দূর হয় এবং শ্রীভগবানের প্রতি আসক্তি জন্ম নেয় তবেই কষ্টসাধ্য উদ্দেশ্য সার্থক মনে করব।

এক সময় সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তাঁর মানসপুত্র দেবর্ষি নারদকে বলছেন,—"তোমার নিকট শ্রীভগবানের মায়ার স্বরূপ সংক্ষেপে বর্ণন করলাম, তুমিও জগৎবাসীর মঙ্গলসাধনে তাঁর লীলাকীর্তন কর, যাতে জীবগণ ভক্তিলাভ করতে সমর্থ হয়। কেবল তত্ত্বের ব্যাখ্যা করে রসের ব্যাঘাত করো না।"

আমি সেই কথা মনের মধ্যে রেখে ভাগবত সংক্ষেপ করেছি। মানুষ যাতে সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার পাথেয় সংগ্রহ করতে পারেন এবং শ্রীগোবিন্দে ভক্তিলাভ করে উত্তম কর্মের সন্ধান পান। এছাড়া জ্ঞান ও ভক্তি লাভ করে আজীবন আনন্দ উপভোগ করতে পারেন, তাই সামর্থ্যানুসারে সরল সহজ ভাষায় মূল ঘটনা রক্ষা করে সংক্ষিপ্ত করেছি। মানুষের জীবনে অতি প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ কিছু বাণীর মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলি পাদটীকায় লিপিবদ্ধ করেছি। এরজন্য আমার কৃতিত্ব কিছু নাই, সবই সেই ভগবান্ সর্ব্বেশ্বরের ইচ্ছা।

শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত। দ্বাপর যুগের অন্তিমকালে প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হয়। স্বীকার্য্য শ্রী রাধাবিনোদ গোস্বামী কর্তৃক (২২ খণ্ড) পণ্ডিতপ্রবর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ সম্পাদিত, শ্রীধনঞ্জয় দাস ও শ্রী নৃসিংহ দাস বসু সম্পাদিত (৫ খণ্ড), শ্রীগুণদাচরণ সেন, শ্রীতারাকান্ত কাব্যতীর্থ ভট্টাচার্য্য মহাপণ্ডিতগণের সম্পাদনায় যে বহু বিস্তৃত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ তার থেকে সংগ্রহ করেছি। তার জন্য তাঁদের নিকট চিরঋণী। পূজনীয় স্বামী যমুনানন্দের উপদেশ বইটিকে সমৃদ্ধি করেছে তার জন্য চিরকৃতজ্ঞ।

বইটি ছাপানোর ব্যয়ভার বহন করেছেন ভক্ত এবং সঙ্ঘহিতৈষী শ্রীঅশোক কুমার ধর মহাশয়। শ্রীভগবানের কৃপায় তাঁর সংসার আসক্তি দূর হউক এবং ভক্তির প্রসার আরও বৃদ্ধি হউক এই প্রার্থনা জানাই।

সর্বশেষ বলি — আমি সাহিত্যিক নই, ভাগবত পড়তে পড়তে মন হল গদ্যে এবং সংক্ষিপ্তভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরলে হয়তো বর্তমান পাঠকগণের সুবিধা হতে পারে কারণ পূর্বে ভাগবতের কয়েকটি চরিত্র নিয়ে 'ভাগবত চরিত্র' নামে একটি বই প্রকাশ করেছি তা পাঠকগণের ভাল লেগেছে। তার জন্য এই দুঃসাধ্য প্রচেষ্টা। প্রুফ সংশোধন করে নির্ভুল করার চেষ্টা করেছি, তা সত্ত্বেও হয়তো কিছু ভুল থেকেই গেছে। কারণ এটা এক দুরূহ কার্য্য। পাঠকগণ নিজগুণে মার্জনা করবেন। গ্রন্থটি শিষ্টজন কর্তৃক অনুমোদিত হলে তবেই কষ্ট সার্থক জ্ঞান করবো।

স্বামী সারদানন্দ

সূচীপত্র

মঙ্গলাচরণম্

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।। ১

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ।। ২

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণত ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।। ৩

অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমঃ শ্লোকনাম যৎ।
সঙ্কীর্ত্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ।। ৪

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গু লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্।। ৫

ভবে ভবে যথা ভক্তিঃ পাদয়োস্তব জায়তে।
তথা কুরুষ্ব দেবেশ নাথস্ত্বং নো যতঃ প্রভো।।
নামসঙ্কীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপ প্রণাশনম্।
প্রণামো দুঃখ শমনস্তং নমামি হরিং পরম্।। ৬

বঙ্গানুবাদ ঃ যাঁর দ্বারা অখণ্ডমণ্ডলাকার চরাচর জগৎ পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে, তাঁর স্বরূপ যিনি দর্শন করেছেন সেই গুরু দেবকে প্রণাম। ১

যাঁর বন্দন ও জ্ঞানে সকলের বন্দন ও বেদন সিদ্ধ হয়, শাস্ত্র প্রতিপাদ্য সেই নারায়ণ, নরশ্রেষ্ঠ, নর, সরস্বতী দেবী ও ব্যাসদেবকে নমস্কার করে অনন্তর জয়পদবাচ্য শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ উচ্চারণ করবে। ২

প্রণত জনগণের ক্লেশনাশক, বাসুদেব, শ্রীহরি, পরমাত্মা, গোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম। ৩

অগ্নি সংযোগকারী জ্ঞানীই হউক কিম্বা অজ্ঞানীই হউক, তৎ কর্তৃক সংযোজিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে দগ্ধ করে ফেলে, সেইরূপ জ্ঞাতসারেই হউক কিম্বা অজ্ঞাতসারেই হউক, ভগবানের নাম উচ্চারিত হলে নামকর্তার পাপসমূহকে দগ্ধ করে ফেলে। ৪

যাঁর কৃপায় মূককে বাচাল করে, পঙ্গুকে পর্বত অতিক্রম করায় সেই পরমানন্দ মাধবকে প্রণাম করি। ৫

হে দেবেশ্বর! জন্মে জন্মে যাতে তোমার শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি জন্মে, তুমি অনুগ্রহ করে সেরূপ বিধান কর। যেহেতু তুমিই আমাদের পরমেশ্বর। যাঁর নাম সংকীর্ত্তনে সকল পাপ বিনাশ হয় এবং যাঁকে প্রণাম করলে সকল দুঃখ নিবারিত হয়, সেই পরম দেবতা শ্রীহরিকে প্রণাম করি। ৬

শ্রীমদ্‌ভাগবত

প্রথম স্কন্ধ

অধ্যায় (১—৬)

শ্রীমদ্ভাগবত ভগবদবতার মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রণীত। দ্বাপরযুগের অন্তে প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে এই মহাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই শ্রীমদ্ভাগবত অমৃতরসে পরিপূর্ণ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি স্বরূপ। স্কন্ধপুরাণে বলা হয়েছে— শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই সচ্চিদানন্দময়। আকৃতি ও প্রকৃতি উভয়েই অভিন্ন। শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁর গূঢ়রহস্য প্রকাশ পেয়েছে। এই শাস্ত্র পাঠে ও শ্রবণমাত্র মুক্তি তার করতলগত হয়। ইহা অধ্যাত্ম রসিকজনের পথিকস্বরূপ। ইহাতে শ্রীহরির আরাধনাই পরম ধর্ম বলে কথিত হয়েছে। এই গ্রন্থ পাঠে মায়াময় জগতে কেবল জীবের মুক্তি মোক্ষ কথা নয়, ইহাতে সর্বভূতের মঙ্গল বিধান দিয়েছেন। যাঁরা জগত কল্যাণে সর্বভূতের হিত চিন্তায় থাকেন সেটাকেই পরমধর্ম বলে মনে করেন। এই গ্রন্থপাঠে শ্রীহরির যে তত্ত্ব অনুভব করা যায়, তাতেই জীবের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ তাপের উচ্ছেদকারী মুক্তিপ্রদ ভগবৎতত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। অন্যান্য শাস্ত্রপাঠে বা আলোচনায় বহু কষ্টে, ক্রমে ক্রমে শ্রীভগবানের তত্ত্ব কিছুটা জানতে পারা যায়। কিন্তু এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে অসাধারণ মাহাত্ম্য, ইহা শ্রবণে মানুষের হৃদয়ে ভক্তি জন্ম নেয় এবং শ্রীহরির মধুর লীলারস পানে অভিলাষ জন্মে। পরম পবিত্র প্রধান শাস্ত্র হল বেদ, মানুষের সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ করার শাস্ত্র, আর শ্রীমদ্ভাগবত হল তারই কল্পতরু। পৃথিবীতে ইহার ফলদাতা ব্যাসপুত্র শ্রীশুকদেব। তাঁরই মুখনির্গলিত সুধা অমৃতরস পরিপূর্ণ যা পরিত্যাগ করার কিছু নাই, ইহাতে সমগ্র সুধারস পানে উপযুক্ত।

পুরাকালে বিষ্ণুক্ষেত্র বা অনিমেষ ক্ষেত্র (অর্থাৎ শ্রীভগবানের দৃষ্টি অবিরাম বা অবিরত) নৈমিষারণ্যে একদা শৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীহরিকে লাভ করার বাসনায়

সহস্রবর্ষব্যাপী মহাযজ্ঞে ব্রতী হয়েছিলেন। এমন সময় একদিন প্রাতঃকালে রোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবা সূত তথায় এসে উপস্থিত হলেন। ঋষিগণ তাঁকে বিশেষ সমাদরে অভ্যর্থনা পূর্বক যোগ্য আসনে উপবেশন করিয়ে সাদরে জিজ্ঞাসা করলেন, — হে পুণ্যাত্মন্! আপনি তো সমগ্র পুরাণ ইতিহাস ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করে অভিজ্ঞ হয়েছেন। বেদব্যাস ও অন্যান্য মুনিগণের আশীর্বাদে গুহ্যতত্ত্ব আপনার অবিদিত কিছুই নাই। সকল শাস্ত্রের সারস্বরূপ জীবের পক্ষে একান্ত মঙ্গলপ্রদ এবং শ্রেয়স্কর আপনি ভক্তিভাবিত হয়ে যা বুঝেছেন তা দয়া করে সর্বজীবের হিতার্থে আমাদের নিকট কীর্তন করুন। হে সাধো! এই কলিকালে মানবগণ প্রায় অল্পায়ু এবং রোগব্যাধিতে আক্রান্ত, অল্পবুদ্ধি ও অলস, নানা বিঘ্নে আহত। আপনার মুখে সেইসব গুহ্যতত্ত্ব কথা শুনলে বুদ্ধির মলিনতা দূর হয়ে যাবে।

বিশেষতঃ শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, বসুদেব ও দেবকীর গৃহে জন্মগ্রহণ করে যে সমুদয় লীলা প্রকট করেছিলেন তা আপনি অবগত আছেন। তাঁর লীলাকথা শুনতে আমরা বড়ই উৎসুক। উহা প্রতিপদে মধুর লীলারসে পরিপূর্ণ। ভক্তগণের নিকট লীলারসের আস্বাদন পদে পদে মধুর হতে মধুরতর হয়ে থাকে। তাঁর নামের অপার মহিমা, এই ঘোর সংসারে পতিত হয়ে যদি তাঁর নাম শরণ নেয় তাহলে সে সদ্যঃই মুক্ত হয়ে যায়। সর্বজীবকে মুক্ত করার নিমিত্তেই তাঁর আবির্ভাব লীলা। আমরা দীর্ঘকাল যজ্ঞ করারচ্ছলে শ্রীভগবৎ কথা শ্রবণ মানসে নৈমিষারণ্যে বাস করছি। ধর্মরক্ষক শ্রীকৃষ্ণ তো ভবলীলাসাঙ্গ করে নিজ ধামে ফিরে গেছেন। তবে ধর্ম এক্ষণে কার আশ্রয়ে অবস্থান করছেন? আমাদের নিকট তাঁর সেই লীলা কথা বর্ণনা করুন। কলিযুগ পার হওয়ার নিমিত্তে উপায় অন্বেষণ করছি। এমন সময় স্বয়ং ঈশ্বর সদয় হয়ে আপনাকে আমাদের নিকট প্রেরণ করেছেন।

ঋষিগণের প্রশ্নে অতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদিগকে সাধুবাদ প্রদান করে সূত বললেন, ঋষিগণ আপনারা অতি উত্তম প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। ইহাই পৃথিবীর মঙ্গলপ্রদত্ত চিত্ত নির্মলকারী। যাঁর কর্মবন্ধন ছিন্ন হয়েছিল, সন্ন্যাসী হয়ে পথে বেরিয়েছিলেন, পিতা ব্যাসদেব হা পুত্র, হা পুত্র বলে আহ্বান করলে তিনি যোগবলে বৃক্ষের মধ্যে প্রবেশ করে উত্তর দিয়েছিলেন। সেই সর্বভূতের অন্তর্যামী মুনি শ্রীশুকদেবের চরণ বন্দনা করে বলছি — শ্রীভগবানে অহৈতুকী ভক্তিই জীবকুলের পরম ধর্ম। ভগবৎ কৃপার উপর মতি না হলে কেবল ক্রিয়া কর্মের অনুষ্ঠান বৃথাশ্রম মাত্র। ধর্মানুষ্ঠান

করলেও যদি শ্রীহরির কথায় রুচি না জন্মায় তাহলে তা পণ্ডশ্রম হয়। তাঁর নাম গুণের শ্রবণ, কীর্তন, পুজো, ধ্যান তাঁর ভক্তের সেবা ও ভক্তের নিকট ভগবৎ কথা শুনতে শুনতে কামনা-বাসনাদি দুর্বল হয়, চিত্ত নির্মল হয় ও সর্ববিধ সন্দেহ দূর হয়, এবং গোবিন্দে অচলা ভক্তি জন্মে। তখন শ্রীহরি ভক্তের সকল প্রকার দুঃখজ্বালা বিদূরিত করেন। ভক্তিবলেই সর্বসিদ্ধি হয়। শ্রীমদ্ভাগবত সকল পুরাণের অন্যতম, ইহা পাঠে বেদের সারতত্ত্ব জানতে পারা যায়। "সকল বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় বাসুদেব, সমস্ত যজ্ঞের লক্ষ্য বাসুদেব, সকল যোগের লভ্য বাসুদেব, সকল ক্রিয়ার গতি বাসুদেব। জ্ঞান তপস্যা ও ধর্ম বাসুদেবেই নিহিত। তিনি জীবের পরমাগতি।"* এই শাস্ত্রের এমনি অদ্ভুত শক্তি বিদ্যামান, অতি গূঢ়তত্ত্ব কথা প্রকাশ করে, অর্থাৎ আত্মার সূক্ষ্ম কথা প্রকাশ করে, জীব উদ্ধারকল্পে যাঁর কৃপায় এই মহাপুরাণ জগতে প্রকাশিত সেই ব্যাসপুত্র শুকদেবের চরণে প্রণাম জানাই। তত্ত্বজ্ঞগণ সচ্চিদানন্দ বস্তুকেই তত্ত্ব বলে থাকেন। এই তত্ত্ব বস্তুকেই জ্ঞানিগণ ব্রহ্ম, যোগিগণ পরমাত্মা এবং ভক্তগণ ভগবান্ বলে থাকেন।

সূত বললেন, — শ্রীভগবান্ লোকসৃষ্টির ইচ্ছায় অবতাররূপে জগতে অবতীর্ণ হন। তিনি চতুর্দ্দশ ভুবনে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে তাতে প্রবেশ করলেন। তাঁর নাভিকমল হতে লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রকট হন। ভক্তগণ ভক্তিপূত নয়নে শ্রীভগবানের অত্যাশ্চর্য্য পুরুষরূপে দর্শন করে থাকেন। এই পুরুষমূর্তি প্রকৃত নয়ন দ্বারা দেখা যায় না। এই মূর্তি প্রপঞ্চে আবির্ভূত নানা অবতারের অংশী, অক্ষয় বীজতুল্য। এই অংশকলায় দেবতা, মনুষ্য ইত্যাদি সৃষ্টি হয়ে থাকে। ব্রহ্মার মানসপুত্ররূপ আবির্ভূত হয়ে সনৎ কুমারাদি ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করে জগতে তা প্রচার করেন। জলমগ্না পৃথিবীকে উদ্ধার কল্পে শ্রীভগবান্ বরাহমূর্তি ধারণ করেন। ব্রহ্মা হতে মরীচি, অত্রি, নারদরূপে ঋষিগণ আবির্ভূত হন। শ্রীভগবান্ ঋষিরূপে ধর্মের পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে জগতকে শিক্ষা দেবার জন্য দুশ্চর তপস্যা করেন। কপিল নামে আবির্ভূত হয়ে সাংখ্য শাস্ত্র উপদেশ করেন। ষষ্ঠ অবতারে অত্রি পত্নী অনসূয়ার গর্ভে আবির্ভূত

* বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ।।
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্ম্মো বাসুদেবপরা গতিঃ।। ১/২/২৮/২৯

হয়ে অলর্ক, প্রহ্লাদ, যদু ও হৈহয়াদিকে আত্মবিদ্যা উপদেশ করেন। সপ্তম অবতারে রুচির পত্নী আকূতির গর্ভে যজ্ঞনামে আবির্ভূত হয়ে নিজপুত্র যামাদি দেবগণসহ সায়ম্ভুব মন্বন্তর পালন করেন। অষ্টম অবতারে পরমহংস পথ দেখাবার জন্য মেরুদেবীর গর্ভে ঋষভনামে আবির্ভূত হন। নবম অবতারে ঋষিগণের প্রার্থনায় কৃপার্দ্র হয়ে রাজদেহ ধারণ করে পৃথিবী হতে ঔষধি প্রভৃতি দোহন করেন। দশম অবতারে মৎস্যরূপ প্রকট করে বৈবস্বত মনুকে রক্ষা করেন। সমুদ্র মন্থনকালে তিনি কূর্ম্মরূপ ধারণ করে নিজপৃষ্ঠে মন্দর পর্বত ধারণ করেন। মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করে তিনি দেবগণকে অমৃত সুধাপান করান। নরসিংহমূর্তি ধারণ করে তিনি হিরণ্যকশিপুকে উরুর উপর ফেলে নখদ্বারা বধ করেন। বামন মূর্তি ধারণ করে তিনি দৈত্যরাজ বলির নিকট হতে স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করেন। পরশুরামরূপে একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করেন। সপ্তদশবারে পরাশর ঋষির ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে বেদ বিভাগ করেন। শ্রীরামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হয়ে দেবকার্য্য সাধন করেন। উনিশ ও কুড়িতম অবতারে রাম ও কৃষ্ণরূপে দ্বাপরে অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীর ভার গ্রহণ করেন। রাম সাক্ষাৎ সঙ্কর্ষণ এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। কলিকালে অসুরপ্রকৃতি জনসাধারণের মোহ দূর করার জন্য বুদ্ধ নামে আবির্ভূত হলেন। অনন্তর নৃপতিগণ দস্যু ভাবাপন্ন হলে কলিযুগে শ্রীভগবান্ কল্কি নাম ধারণ করে বিষ্ণুযশাঃ নামক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হন। এইভাবে গোবিন্দ অসংখ্য অবতারে আবির্ভূত হন। মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণও শ্রীভগবানের অংশ সম্ভূত। এই সমস্ত অবতারই পুরুষরূপে কেহ অংশ কেহ কলা আর শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক অবিরাম তাঁর অবতার বৃত্তান্ত কীর্তন করে সে সংসার দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করে। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রাকৃত জন্ম কর্মরহিত সর্ববুদ্ধির অগোচর, বেদগুহ্য জন্ম ও কর্মাদি অপ্রাকৃত বলে শ্রীভগবানের কীর্তন করে থাকেন। ভাগ্যবান ব্যক্তিই কামনাশূন্য হয়ে শ্রীহরির লীলা কথা জানতে বুঝতে পারেন।

হে ঋষিগণ! জীবের এই মঙ্গলপ্রদ বেদতুল্য কথা শ্রীব্যাসদেব জীব হিতার্থে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা বৃত্তান্ত এই শাস্ত্র প্রণয়ন করে নিজপুত্র শ্রীশুকদেবকে অধ্যয়ন করান। শ্রীশুকদেব গঙ্গাতীরে প্রায়োপবিষ্ট ব্রহ্মশাপগ্রস্ত মহারাজ পরীক্ষিতকে এই ভাগবত কথা কীর্তন করেন, তখন আমি এক কোণে বসে তাঁর কৃপায় কিছু শ্রবণ করেছি। তাই সম্ভব মত কীর্তন করছি — এই শাস্ত্রের এমনি অদ্ভুত শক্তি বিদ্যমান

যে অতি গূঢ় তত্ত্বকথা প্রকাশ করে অর্থাৎ আত্মার সূক্ষ্ম কথা প্রকাশ করে, জীবোদ্ধার কল্পে যাঁর কৃপায় এই মহাপুরাণ জগতে প্রকাশিত সেই ব্যাসপুত্র শুকদেবের চরণে প্রণাম জানাই। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর লীলাসাঙ্গ করে স্বধামে গমন করলে তমসাচ্ছন্ন জীবের হিতার্থে সংসারে এই ভাগবত পুরাণ সূর্য্য উদিত হয়েছেন।

সূতের বাক্য শ্রবণ করে দীর্ঘ যজ্ঞে দীক্ষিত মুনিগণের শ্রেষ্ঠ বেদাধ্যাপক ঋগ্বেদী শৌনক বললেন, — হে বাগ্মিপ্রবর মহাভাগ সূত! ভগবান্ শুকদেবের মুখে যে ভাগবতী কথা শুনেছেন তাই আমাদের নিকট কীর্তন করুন।

সূত বললেন,— হে ঋষিগণ! আপনারা শ্রীকৃষ্ণের বিষয় শুনতে চেয়ে অতি উত্তম কার্য করেছেন। ইহাতে জগতের মঙ্গল হয় এবং মন হয় সুশীতল। ইহা শ্রবণ করলে অনায়াসে সংসাররূপ গাঢ় অন্ধকার জয় করা যায়। ভগবান্ বাসুদেবের পাদপদ্মে ভক্তি জন্মে, তাঁর রূপ ও গুণের কথা অল্পমাত্র শ্রবণ করলে অপূর্ব জ্ঞান ও পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মে। বিষয় বাসনা শূন্য হয়ে যায়। শুষ্ক তর্কাদি হতে মুক্ত হওয়া যায়। ভগবানের কথা শুনে যদি প্রাণে ভক্তি না জন্মে তা হলে সেই ধর্ম বৃথাশ্রম হয়। ভক্তি বৈরাগ্য জন্মিলে আত্মা কি তা জানার আগ্রহ বাড়ে। জ্ঞানীগণ এটাকেই মুক্তি বলে থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্—অব্যর্থ লীলা-কৌশলে তিনি বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সাধন করেন, অথচ তিনি লিপ্ত হন না। ছয় ইন্দ্রিয়ের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মন এই ষড়্ গুণের নিয়ন্তারূপে সর্বভূতের অন্তরে থেকে তিনি বিষয় সমূহের আঘ্রাণ মাত্র করেন। কিন্তু বিষয় তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না, তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

শৌনক ঋষি বললেন, হে সূত! কোন্ যুগে কোন্ স্থানে কার প্রেরণায় ব্যাসদেব ভাগবত মহাপুরাণ রচনা করলেন? স্ত্রী পুরুষ ভেদাভেদ জ্ঞানরহিত, ব্রহ্মজ্ঞ, মায়ামুক্ত, মহাযোগী শুকদেব একজায়গায় গো দোহন কাল মাত্র অবস্থান করেন না, যাঁকে দেখলে জনগণ পাগল, মুক ও জড় বলে জানতেন সেই তিনি কুরুজাঙ্গলাদি দেশসমূহ অতিক্রম করে হস্তিনাপুর রাজ্যে গিয়ে কেন পাণ্ডববংশধর রাজর্ষি পরীক্ষিতের সহিত সাতদিন ধরে এই ভাগবত কথা কীর্তন করলেন? ভগবৎ ভক্ত রাজা পরীক্ষিতের আশ্চর্য্য জন্ম ও জীবন কথা, তিনি যৌবনেই কেন দুস্ত্যজা রাজলক্ষ্মীকে বিসর্জন দিয়ে লোকহিতকর নিজদেহ কেনই বা পরিত্যাগ করলেন? তাঁর পবিত্র পুণ্য জীবন কাহিনী কীর্তন করে আমাদিগকে ধন্য করুন।

সুত বললেন—দ্বাপরের তৃতীয় পাদে পরাশর ঋষির ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে ভগবানের অংশ মহাযোগী কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন জন্মগ্রহণ করেন। একদিন পুণ্য প্রভাতে সূর্য্য উদয়কালে সরস্বতী নদীর পুণ্য সলিলে স্নানাদি সমাপন করে নির্জন বদরিকাশ্রমে সমাসীন হলেন। সেই সময় তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখলেন কালবলে মনুষ্যগণের শক্তি হ্রাস ও জীবনীশক্তি ক্ষীণ হচ্ছে এবং যুগে যুগে যুগধর্মের বিপর্য্যয় হচ্ছে, শাস্ত্রবাক্যে অবিশ্বাস জন্মাচ্ছে, সকলে ধৈর্য্যশূন্য, মন্দগতি এবং সৌভাগ্যহীন হচ্ছে, এজন্য তিনি বৈদিক ক্রিয়া দ্বারা যাতে সহজে মনুষ্যগণের আত্মা দেহ ও মনের প্রসন্নতা লাভ হতে পারে তজ্জন্য তিনি সমগ্র বেদকে ঋক্, সাম, যজু, অথর্ব্ব এই চারভাগে ভাগ করলেন এবং ইতিহাস ও স্কন্দ, পদ্ম প্রভৃতি পুরাণ পঞ্চম বেদ বলে পরিগণিত হল। পৈলমুনি ঋক্, জৈমিনি সাম, বৈশম্পায়ন যজু ও সুমন্ত অথর্ব্ব বেদে পারদর্শী হলেন। আমার পিতা রোমহর্ষণ ইতিহাস ও পুরাণে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। ক্রমে বেদ শিষ্যানুক্রমে বেদচতুষ্টয় নানা শাখায় বিভক্ত হয়। তারপর বেদে অনধিকারী স্ত্রী, শূদ্র ও নিন্দিত ব্রাহ্মণগণ অর্থাৎ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের মঙ্গল বিধানার্থে কৃপাপূর্বক তিনি সুবৃহৎ মহাভারত গ্রন্থ রচনা করলেন। হে দ্বিজগণ! সর্বদা কায়মনোবাক্যে নিখিলভূতের হিতসাধনে নিরত থেকেও ব্যাসদেব চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করতে পারলেন না। তখন তিনি খিন্নমনে পবিত্র সরস্বতী তটে উপবিষ্ট হয়ে নানা চিন্তা করতে লাগলেন; আমি হয়তো ভগবৎপ্রিয় ভাগবতধর্ম উত্তমরূপে নিরূপণ করতে পারি নাই সেইজন্যই মনে এই অবসাদ। এমন সময় মহাযশাঃ বীণা হস্তে দেবর্ষি নারদ ব্যাসদেবের সামনে উপস্থিত হয়ে হাস্য সহকারে বললেন, — হে মহাভাগ পরাশর নন্দন! আপনি সর্বধর্মাদি পরিপূর্ণ অতি অদ্ভুত মহাভারত প্রণয়ন করেছেন, ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করে সনাতন ব্রহ্মতত্ত্বের বিচার ও মীমাংসা করেছেন। অতএব সর্ববিষয়ে আপনার সম্যক্ জ্ঞানলাভ হয়েছে তথাপি কি নিমিত্ত শোক প্রকাশ করছেন? ব্যাস গাত্রোত্থান করে সসম্ভ্রমে বিধিমত দেবর্ষির পুজো করে বললেন, আপনি যা বলছেন সবই সঠিক কিন্তু আমার শরীর, মন ও অন্তরাত্মা পরিতৃপ্তি লাভ হচ্ছে না। এর কারণ কি? তা বুঝতে পারছি না। আপনি স্বয়ং ব্রহ্মার দেহ হতে উৎপন্ন হয়েছেন, আপনি সর্বজ্ঞ, আপনার জ্ঞানের পরিসীমা নাই, অতএব আপনিই এর কারণ নির্ধারণ করুন। যিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করে থাকেন, সমস্ত কার্য্য কারণের নিয়ন্তা সেই পুরাণ পুরুষ ভগবানের উপাসনা করে আপনি সর্বগুহ্য বিষয়

অবগত হয়েছেন। আপনি সূর্য্যের ন্যায় ত্রিভুবন পর্য্যটন করে সর্বপ্রাণী অভ্যন্তরের বুদ্ধিবৃত্তি অবলোকন করে থাকেন। আমি সদাচার অহিংসা দ্বারা পরব্রহ্মে স্থিতি লাভ করেছি, বেদার্থের মর্ম্ম পরিগ্রহ করেছি, তথাপি আমার এই অতৃপ্তি অবস্থা কেন? তা আপনি বিচার করে বলুন।

কোন রকম ভূমিকা না করে নারদ বললেন,—হে ব্যাসদেব! আপনি কোনও গ্রন্থে শ্রীভগবানের বিমল যশঃ কীর্তন করেন নাই। আপনার শুষ্ক জ্ঞানে শ্রীভগবান্ পরিতৃপ্ত হন নাই। অতএব আপনার জ্ঞান অপূর্ণ। ব্রহ্মজ্ঞান হরি ভক্তিপূর্ণ না হলে ভগবান্ প্রীতিপদ হন নাই। আপনার এই কমতি দৃষ্ট হচ্ছে, আপনি ধর্মাদি ও তার সাধন পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন কিন্তু শ্রীগেবিন্দের মহিমা তাদৃশ বর্ণনা করেন নাই। "তাঁর লীলাকথা ব্যতীত অন্য যে কোন দিকে দৃষ্টি রেখে যখন যাই বর্ণনা করুন, তখনই সেই বিষয় উদ্ভূত নানা নামরূপাদি দ্বারা আপনার দৃষ্টি বিভ্রান্ত হবে, বাতাহত তরণীর ন্যায় বুদ্ধি কিছুতেই স্থিরতা রক্ষা করতে পারে না।"* ভক্তিবিবর্জ্জিত কেবল স্বধর্মের অনুষ্ঠান করে কে কবে কৃতার্থ হয়েছে? সুতরাং আপনি অখিল লোকের বন্ধনমুক্তি নিমিত্ত সমাধিযোগে মহামহিমাশালী শ্রীগোবিন্দের মধুর লীলাকথা পুনঃ পুনঃ বিশদ রূপে বর্ণনা করুন। তা হলে মনোদুঃখের আশঙ্কা নাই। তত্ত্বজ্ঞগণ কীর্তন করে বলেছেন যে, শ্রীগোবিন্দের গুণ বর্ণনাই জীবের তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুশাসন, মন্ত্রপাঠ, জ্ঞান ও দানের পরম ফল। আপনি তাই করুন।

হে তপোধন! আমি আমার পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত বলছি শুনুন— পূর্বকল্পে আমি এক বেদবাদী ব্রাহ্মণের দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করি। বর্ষাকালে সেই যোগিগণ চাতুর্ম্মাস্য ব্রত উপলক্ষে একত্র বাস করবার সঙ্কল্প করলেন এবং আমি বাল্যে তাঁদের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হই। মুনিগণ সমদর্শী তথাপি আমার নিষ্ঠা ও সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে বিশেষ কৃপা করেন। যদিও আমার বাল্যচপলতা ছিল না। আমি অল্পভাষী ছিলাম, সদাই তাঁদের অনুবর্তী হয়ে থাকতাম। শুশ্রূষার দ্বারা তাঁদের পরিতুষ্ট রাখতে চেষ্টা করতাম। তাঁদের অনুমতিক্রমে তাঁদের ভিক্ষাপাত্র সংলগ্ন অন্ন একবার মাত্র ভোজন করতাম। তাতেই যেন আমার সমস্ত পাপক্ষয় হয়ে চিত্ত শুদ্ধ ও ধর্মে অভিরুচি হয়েছিল। বর্ষা ও শরৎকালে প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা ঋষিগণের শ্রীমুখে পবিত্র অমৃতকথা

---

* ততোঽন্যথা কিঞ্চন যদ্বিবক্ষতঃ, পৃথগ্দৃশস্তৎকৃতরূপনামভিঃ।
ন কর্হিচিৎ ক্বাপি চ দুঃস্থিতা মতির্লভেত বাতাহত নৌরিবাস্পদম্।। ১/৫/১৪

শ্রীহরির লীলাকথা শুনতে শুনতে আমার হৃদয়ে একান্ত ভক্তি জন্ম নিল। আমি বালক হলেও আমার আচার-আচরণ, বিনীতভাব, শুদ্ধমন, শ্রদ্ধা, জিতেন্দ্রিয়, সেবাপরায়ণ দেখে ঋষিগণ স্থানান্তরে গমনকালে কৃপা করে আমাকে ভগবৎ কথার গুহ্যতম জ্ঞান শ্রীভগবানের মুখঃনিঃসৃত ভক্তিযোগ উপদেশ দিলেন। মায়াতীত পরব্রহ্ম আমার স্বরূপ বললেন এবং স্থূল সূক্ষ্ম দেহ অজ্ঞানহেতু তাঁরই উপর কল্পিত হয়েছে। হে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ব্যাসদেব! তুমি শ্রীভগবান্ শ্রীহরির নামগান মহিমা কীর্তন কর, জীবের মুক্তির দ্বিতীয় কোন পথ নাই। ইহাই জীবের ত্রিতাপ ব্যাধির পরম ঔষধিস্বরূপ। ভক্তি সমন্বিত জ্ঞান হতে মুক্তি লাভ হয় সত্য কিন্তু সেই জ্ঞানও শ্রীহরির পরিতুষ্টির নিমিত্ত অনুষ্ঠিত কর্মের অধীন। জীব ভক্তির বশেই নাম ও গুণ কীর্তন এবং তাঁর রূপ সর্বদা স্মরণ করার পরই শুদ্ধজ্ঞান লাভ করে। হে তপোধন! আমি সদাসর্বদাই তাঁদের উপদেশ পালন করছি দেখে শ্রীহরি আমাকে তত্ত্বজ্ঞান ও তাঁর শ্রীচরণে প্রেমভক্তি দান করলেন। প্রণবাত্মক ষড়ৈশ্বর্য্যশালী বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহ রূপী শ্রীহরিকে মনে মনে ধ্যান ও প্রণাম করি। আপনি বেদশাস্ত্র পারদর্শী। যা জানলে বিদ্বান্‌গণের আর কিছু জানার বাকী থাকে না। আপনি এখন শ্রীহরির লীলাকীর্তন করুন।

দেবর্ষি নারদের জন্মবৃত্তান্ত শুনে ব্যাসদেব বললেন, মুনিগণ স্থানান্তরে গমন করলে আপনি কি করলেন? কিরূপে দাসী গর্ভসম্ভূত কলেবর ত্যাগ করলেন? পূর্বের স্মৃতিই বা কিরূপে জাগ্রত থাকল? সর্ববিনাশক কালও পূর্বস্মৃতি হরণ করতে সমর্থ হয় নাই, ইহা অতি বিস্ময়কর!

নারদ বললেন, আমি মাতার একমাত্র সন্তান সুতরাং তিনি অনন্যা গতি। জননী দাসী হলেও তিনি আমায় বড়ই স্নেহ করতেন। কাষ্ঠপুত্তলিকা যেমন নিজে কিছুই করতে পারে না সেইরূপ আমার মা আমার কল্যাণ চাইলেও তিনি সফল হতেন না। আমি অত্যন্ত বালক দিক্‌দেশ কিছুই জানতাম না সুতরাং মাতার স্নেহের বন্ধনে বদ্ধ হয়ে ব্রাহ্মণ গৃহে বাস করতে লাগলাম। এইভাবেই কিছুদিন চলল। একদিন সন্ধ্যাকালীন গোদহন কালে কালপ্রেরিত এক সর্প পদসৃষ্ট হয়ে জননীকে দংশন করল। সঙ্গে সঙ্গে মাতা পরপারে গমন করলেন। আমি তখন মাত্র পাঁচ বছরের বালক, কিন্তু ঋষিপ্রসাদে মাতার আকস্মিক মৃত্যু বরণে আমি ভগবানের অযাচিত কৃপা মনে করে তখনই উত্তর মুখে চলতে লাগলাম। নানা বিচিত্র জনপদ রাজধানী,

গ্রাম, গোষ্ঠ, সুরম্য উপবন, খনি, কৃষকগ্রাম, স্নিগ্ধ জলাশয় ও পর্বতমালা দেখতে দেখতে অতি দুর্গম গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলাম। বহুদূর অতিক্রমহেতু আমার দেহ পরিশ্রান্ত তৃষ্ণার্ত, ক্ষুধার্ত হয়ে এক নদীর জলে স্নাত এবং পিপাসায় জলপান করে ক্লান্তি দূর করলাম। মুনিগণের উপদেশ অনুযায়ী এক অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে বসে স্বীয় বুদ্ধিকে সংযত করে অন্তরাত্মায় নিবিষ্ট করলাম। পরমাত্মাকে মানসে ধ্যান করতে লাগলাম। ভক্তি ভাবিত চিত্তে শ্রীগোবিন্দের ধ্যান করতে দেহ পুলকিত হল, চক্ষু অশ্রুসিক্ত হল বাহ্যিক জ্ঞান শূন্য হলাম। ক্রমে শ্রীভগবানের রূপ আমার হৃদয় মধ্যে আবির্ভূত হলেন। প্রেমভরে হৃদয় পুলকিত হল। পরমানন্দ লাভে মুর্চ্ছিত প্রায় হলাম। শ্রীভগবান্ দর্শন স্থায়ী হল না নিমিষে তা অন্তর্হিত হয়ে গেল। আমার চিত্ত ব্যাকুল হল, আসন হতে উঠে পড়লাম। মনস্থির করেও তাঁর দর্শন পেলাম না তখন আমার অতৃপ্ত হৃদয় অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ল। বাসনা পূর্ণ হল না, অতিশয় ব্যাকুল হৃদয়ে আবার বসে পড়লাম ধ্যানাসনে। সেই ভুবন মোহন অপরূপ মূর্তি দর্শনে আমার মন, প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠল। তখন আমার মনোবেদনা প্রশমিত করে স্নিগ্ধ গম্ভীর মধুর বাণী আকাশপথে ধ্বনিত হয়ে উঠল।

বৎস নারদ! তুমি আর এই সাধকদেহে আমার দর্শন পাবে না। যাদের হৃদয়ের মলিন ভাব নিঃশেষরূপে দূর হয় নাই তারা আমাকে দেখতে পায় না। হে নিষ্পাপ! তোমাকে যে একবার দর্শন দিলাম তা কেবল তোমার দর্শন লালসা বৃদ্ধি করার জন্যই। যে আমাকে দেখতে ও সেবা করতে ইচ্ছা করে জগতের তার সর্ববিধ বিষয়বাসনা দূর হয়ে যায়। কিন্তু তোমার স্মৃতি কোন সময়েও বিস্মৃত হবে না। এমনকি প্রলয়কালেও তোমার স্মৃতি আমার অনুগ্রহে অক্ষুণ্ণ থাকবে, এই বলে আকাশ পথে ধ্বনিত বাণী স্তব্ধ হল।

তার অনুকম্পা পেয়ে শির অবনত করে প্রণাম করলাম। তারপর আমি লোকলজ্জাদি বিসর্জন দিয়ে উন্মত্তের ন্যায় সর্বদা শ্রীগোবিন্দের গুণ কীর্তন ও তাঁর লীলামহিমা স্মরণ করতে করতে সমস্ত কামনা ত্যাগ করে একাগ্রচিত্তে তীর্থে তীর্থে ঘুরতে ঘুরতে সেই কালের অপেক্ষায় থাকলাম। প্রতীক্ষায় কাল হরণ করতে লাগলাম। হে ব্যাসদেব! অনাসক্ত ও নির্মল অন্তঃকরণ শ্রীহরির পাদপদ্মে সমর্পণ পূর্বক কালযাপন করতে লাগলাম। ক্রমে কালবশে কর্মের অবসানে আমার পঞ্চভূতে রচিত নশ্বরদেহ ধ্বংস হল। কল্পান্তরে মরীচি প্রভৃতি সপ্তর্ষি এবং আমি ব্রহ্মার ইন্দ্রিয়

হতে জন্মগ্রহণ করি। এবার ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ করতঃ বীণাহস্তে হরির গুণকীর্তন করে পৃথিবীময় পর্যটন করতে করতে শ্রীহরি আমার হৃদয়াসনে আবির্ভূত হয়ে আমাকে দর্শন দান করেন। সংসারী জীবগণের একমাত্র শ্রীহরির গুণানুকীর্তনই একমাত্র গতি ইহা আমি প্রত্যক্ষ করেছি। শ্রীহরির চরণ সেবাতে যেমন কাম লোভাদি ত্যাগ হয়, চিত্তের শান্তি হয়, যমনিয়মাদি যোগাঙ্গ সাধনে তেমন হয় না। হে ব্যাসদেব! আমার জন্ম ও কর্মের রহস্য বললাম এবং তা আপনার আত্মপরিতোষের কারণেই বর্ণনা করলাম। এই বলে নারদমুনি বীণা যন্ত্রে স্বরসংযোগ করে হরিগুণ গান করতে করতে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। আহা! দেবর্ষি নারদই ধন্য। পরমানন্দে বীণাযোগে শার্ঙ্গ ধন্বা শ্রীহরির গুণগান করে ত্রিতাপতপ্ত জগৎকে শীতল করে থাকেন।

অধ্যায় (৭—১১)

শৌনক ঋষি প্রশ্ন করলেন,—হে সূত! নারদ ঋষি প্রস্থান করলে বেদব্যাস কি করলেন? সূত বললেন, সরস্বতীর পশ্চিমতটে শম্যাপ্রাস নামে বহুবদরীবৃক্ষ শোভিত মহর্ষি ব্যাসদেবের একটি সুন্দর সুসজ্জিত আশ্রম ছিল। সেখানে গিয়ে নারদমুনির উপদেশানুসারে মহর্ষি আচমনান্তে নিজ আসনে উপবিষ্ট হয়ে সমাধি অবলম্বন করলেন। সমাধিতে সর্বানর্থ-বিনাশন সমর্থ ভক্তিযোগের জ্ঞান হল। তিনি অনুভব করলেন ভক্তিতে মানুষের সমস্ত মায়া দূরীভূত হয় এবং চরম সিদ্ধি প্রদান করতে পারে। তাই তিনি জীবের ভক্তি শিক্ষার নিমিত্ত ভাগবত সংহিতা নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করলেন। এই ভাগবত শ্রবণ করতে করতে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে ভক্তি উদিত হয় এবং শোক, মোহ, ভয় দূরীভূত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ প্রণয়ন করার পর বিশেষভাবে সংশোধন করে নিজ পুত্র শুকদেবকে পাঠ করালেন। শৌনক ঋষি জিজ্ঞাসা করলেন, শুকদেব তো সর্ববিষয়ে শিক্ষিত অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ, আত্মারাম শুকদেব নিবৃত্তিমার্গে বিচরণ করছিলেন তাঁর কোন বিষয়ে আসক্তি ছিল না তবে তাঁকে এত বৃহৎ গ্রন্থখানি কেন পাঠ করালেন? সূত বললেন, শ্রীহরির এমনই কৃপা যে যাঁরা সকল কামনা বাসনা হতে মুক্ত এবং অন্তরে যাঁদের তৃপ্তি মুনিগণও তাঁদের অহৈতুকী ভক্তি করে থাকেন। হরিভক্তগণ শ্রীশুকদেবের অত্যন্ত প্রিয়, শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যা উপলক্ষ্য করে তিনি তাদের সঙ্গ করতেন। এই নিমিত্ত শ্রীহরির গুণ-মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হয়ে ভাগবত সংহিতা অধ্যয়ন করেন।

হে মুনিগণ! এখন কৃষ্ণকথার সূচনায় রাজর্ষি পরীক্ষিতের জন্ম, কর্ম ও মুক্তি এবং যা হতে কৃষ্ণ কথার অবতারণা হবে সেই পাণ্ডুপুত্রগণের মহাপ্রস্থানের কথা বলব। যখন কুরুক্ষেত্রের মহারণে উভয় পক্ষের মহাবীরগণ বিনষ্ট হচ্ছেন, ভীমদ্বারা গদাঘাতে দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ হল তখন অশ্বত্থামা দ্রোপদীর পাঁচ নিদ্রিত পুত্রকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল। এই কর্মে দুর্য্যোধন প্রীত হয় নাই, নিন্দিত কর্মের নিন্দাই করেছিল। পুত্রশোকাতুরা দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য অর্জুন বললেন, পুত্র নিহন্তা ব্রাহ্মণাধম ঐ পাষণ্ডকে হত্যা করে ছিন্ন মস্তক উপহার দিব। দ্রৌপদীকে এইরূপ মধুর বাক্যে সান্ত্বনা দিয়ে কবচ ও গাণ্ডীব তুলে নিলেন। গুরুপুত্র অশ্বত্থামাকে অনুসরণ করলে প্রাণ সঙ্কটকাল উপস্থিত দেখে অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। অর্জুন সখা কৃষ্ণের স্তব ও প্রার্থনা করে তাঁর আদেশে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র নিবারণ মানসে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করে জগৎকে প্রলয়ের হাত হতে রক্ষা করলেন। কিন্তু অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রকে সম্পূর্ণ নিঃস্তেজ করতে সমর্থ হলেন না। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, যে ব্রাহ্মণাধম রজনীতে নিদ্রিত নিরাপরাধ বালকদিগকে বধ করেছে অতএব তাকে বধ কর। এরূপ ব্যক্তিকে ক্ষমা করা বিধেয় নয়। এই ব্রাহ্মণ কুলকলঙ্ক বালকদিগকে নিধন করে দুর্য্যোধনের অপ্রিয় হয়েছে। এই পাপিষ্ঠ স্বজন ঘাতককে বধ কর। গুরুপুত্র পুত্রহন্তা হলেও অর্জুন তাঁকে বধ করতে সম্মত হলেন না। অশ্বত্থামাকে পশুর ন্যায় রজ্জুদ্বারা বন্ধন করে দ্রৌপদীর সম্মুখে নিয়ে আসলেন। দ্রৌপদী বললেন, আমি ইঁহার বন্ধনদশা দেখতে পারছি না। শীঘ্রই এ কুলাঙ্গারকে মুক্ত করুন, যেহেতু ইনি ব্রাহ্মণ ও আমাদিগের গুরুপুত্র। গুরুপত্নী কৃপীদেবী এখনও জীবিত আছেন। আমি পুত্রশোকে রোদন করছি; এইরকম যেন কৃপীদেবীকেও পুত্রশোকে রোদন করতে না হয়। যাঁরা আমাদের নমস্য তাঁদের দুঃখ প্রদান করা কখনই কর্তব্য নহে। দ্রৌপদীর ধর্ম ও ন্যায়সঙ্গত, সকরুণ, সহানুভূতি ও সদুপদেশ বাক্য শুনে সকলেই সাধুবাদ জানালেও ভীম এই পাপাত্মা নিশ্চয় বধের যোগ্য বলে তেড়ে গেলেন। অর্জুন উভয় দিক বজায় রেখে অশ্বত্থামাকে মুক্ত করলেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের উপদেশানুসারে খড়্গদ্বারা অশ্বত্থামার কেশের সহিত মস্তকমণি অর্থাৎ স্ফীত মাংসখণ্ড সমূলে ছেদন করলেন। এবং শিবির হতে বিতাড়ন করলেন। মস্তক মুণ্ডন ব্রাহ্মণাধমগণের বধতুল্যদণ্ড।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা ফিরে যাবেন রথারোহণ করতে যাচ্ছেন, এমন সময় অন্দরমহল হতে অভিমুন্য-পত্নী উত্তরা কর্তৃক আর্তনাদ — রক্ষা কর প্রভু, রক্ষা

কর, তুমি ছাড়া আমার আর নিরাপদ জায়গা নাই। নিজের গর্ভকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এক উত্তপ্ত লৌহশলাকাতুল্য প্রচণ্ড শর আমার দিকে ধাবিত, প্রভু! আমার গর্ভকে রক্ষা কর। শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন, অশ্বত্থামার প্রেরিত ব্রহ্মাস্ত্র পাণ্ডবশূন্য করবার জন্য বধু উত্তরার গর্ভ ধ্বংসের উপক্রম করছে। মহাযোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ উত্তরার গর্ভে প্রবিষ্ট হয়ে মায়াবলে গর্ভদ্বার আবরণ করলেন। ব্রহ্মাস্ত্র যদিও অব্যর্থ তথাপি ভগবান্ স্বীয় অস্ত্র সুদর্শন দ্বারা আশ্রিতকে রক্ষা করলেন। কুরু বংশকে বিলুপ্ত করবার হাত হতে রক্ষা করলেন। শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় দ্বারকা গমনে উদ্যোগী হলেন। পিসিমা কুন্তী দেবী বললেন, হে গোবিন্দ! তুমি আদি পুরুষ, তুমি পূর্ণরূপে ও অলক্ষ্যভাবে সর্বজীবের অন্তরে ও বহির্ভাগে বিরাজ করছ। তুমিই বিশ্বের নিয়ন্তা, তোমার আদি ও অন্ত নাই। সেই তুমি পুত্ররূপে জন্ম নিয়ে বসুদেব ও দেবকীকে ধন্য করেছ; তোমাকে প্রণাম। তুমি তোমার মাতা দেবকী অপেক্ষা আমার প্রতি অধিক কৃপা করেছ। নটের অভিনয় দেখে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যেমন কিছুই বুঝতে পারে না, সেরকম আমি জ্ঞানহীন, অল্পবুদ্ধি স্ত্রী জাতি তোমার নরলীলাতত্ত্ব কিছুই বুঝতে পারি না। শুধু তুমি সনাতন স্বরূপ একমাত্র গতি তোমাকে কেবল বার বার প্রণাম করি। তুমি কৃপা করে পুনঃ পুনঃ বহু বিপদ হতে আমাকে ও আমার পুত্রগণকে রক্ষা করেছ। সেইসব বিপদ আমার পুনরায় আসুক তাহলে সদাসর্বদাই তোমার দর্শন পাব; যে দর্শন পেলে আর পুনরায় মায়ার সংসার দর্শন করতে হবে না। কুন্তীদেবীর মধুরপদযুক্ত ভগবানের মহিমা গুণকীর্তন করলে বৈকুণ্ঠ বিহারী কৃষ্ণ বললেন, আমার প্রতি তোমার মতি অবিচলিত থাকবে এই বলে কুন্তীদেবীর নিকট বিদায় গ্রহণ করে দ্বারকা যাবার উপক্রম করলেন কিন্তু স্বজন বিনাশকাতর মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ আরও কিছুদিন হস্তিনাপুরে থেকে গেলেন।

সূত বললেন,—হে মুনিগণ! রাজা যুধিষ্ঠিরের অন্তরে শান্তি নেই, তার শুধুই মনে হতে লাগল জ্ঞাতি, বন্ধু, পিতৃব্য, ভ্রাতা, গুরু বধের অপরাধে তিনিই একমাত্র দায়ী। তিনি অন্তরে জ্বালা অনুভব করতে লাগলেন। অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের ভাব বুঝতে পেরে পাণ্ডবদিগের পরমবন্ধু ভাগবতপুরুষ শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মদেবের নিকট নিয়ে গেলেন। সেখানে ঋষি, মহর্ষি ও সাধকগণ ভীষ্মদেবের দর্শন মানসে উপস্থিত হলেন। মহামতি ভীষ্মদেব স্বর্গচ্যুত দেবতার ন্যায় শরশয্যায় শায়িত আছেন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পাণ্ডবগণ এবং ঋষিগণকে সমবেত দেখে যথোচিত

অর্চনা করলেন। ভক্তিতে তাঁর নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। কান্না গলায় বললেন, হে ধর্মপ্রিয় পাণ্ডুপুত্রগণ! আহা! তোমাদের কি কষ্ট সহ্য করতে হল যা কিনা স্বয়ং ভগবান্ বিপদ উদ্ধারণ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ে থেকেও তোমাদের অবিরত দুঃখ ও বিপদ বরণ করতে হল। মেঘসমূহ যেমন বায়ু দ্বারা চালিত হয় সেরূপ জীবগণও কাল কর্তৃক চালিত হয়, সুতরাং তোমাদের দুঃখ কষ্ট কালকৃত বলেই মনে হয়। তোমরা বিপ্র, ধর্ম ও অচ্যুতের সেবা করেও যে কষ্টে জীবন-যাপন করেছ তা অত্যন্ত ন্যায় বিগর্হিত। এক্ষণে স্বজন হারানো যন্ত্রণা কাতর জীবন পরিচালনা করতে ইচ্ছা হচ্ছে না। "কিন্তু মহারাজ, ঈশ্বর যে কোন্ কার্য্য কোন্ উদ্দেশ্যে কখন কি করবেন কেউ তা বলতে পারে না। তাঁকে জানতে গিয়ে বিবেকী শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণও মোহগ্রস্ত হন।"* বৎস যুধিষ্ঠির, এই সমস্ত ঈশ্বরের ইচ্ছা জেনে তুমি অনাথ প্রজাকুলের হিতসাধনে লক্ষ্য রেখে রাজ্য পালন কর। স্বয়ং পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের সাথে উপস্থিত। শ্রীকৃষ্ণকে শুধুই মাতুলপুত্র হিতকারী ও পরম বান্ধব মনে করো না। ইঁনিই সর্বেশ্বর, সাক্ষাৎ আদিপুরুষ নারায়ণ। তথাপি কৃপাপূর্বক নিজ ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধনার্থ যদুকুলে জন্ম নিয়েছেন, সকলে অগোচরে নানা লীলা করছেন। স্বীয় মায়া দ্বারা জগৎকে মোহিত করে যদুগণের মধ্যে গূঢ়ভাবে বিচরণ করছেন। ইঁনার গুহ্যতম প্রভাব ভগবান্ শিব, দেবর্ষি নারদ ও ভগবান্ কপিলদেব অবগত আছেন। "ইঁনি সকলের আত্মা। ইঁনি রাগদ্বেষহীন, ভেদাভেদশূন্য, মান-অপমান শূন্য, ইঁনার উচ্চ বা নীচ কোন কর্মেই যোগ্যাযোগ্য বিচার নাই।"** তাই ইনি তোমাদের সারথ্য স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন নাই। এক্ষণে ইঁনার অনুকম্পা দর্শন কর, কৃপা করে একান্ত ভক্তকে দর্শন দিতেই এসেছেন। আমার অন্তিমকাল আসন্ন জেনে স্বদেহে উপস্থিত হয়ে আমাকে দর্শন দিলেন। ইঁনার শ্রীমুখ দর্শন করতে করতে আমি এক্ষণি কলেবর পরিত্যাগ করব। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নানা প্রশ্নের উত্তর দানে শান্তি সান্ত্বনার তত্ত্ব উপদেশ করলেন। তন্মধ্যে বিশেষতঃ দানধর্ম, রাজধর্ম, মোক্ষধর্ম, স্ত্রীধর্ম, ভগবৎধর্ম, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ও তার সাধন বিষয়। ইত্যবসরে ইচ্ছা মৃত্যু যোগিগণ

---

* নহ্যস্য কর্হিচিদ্ রাজন্ পুমান্ বেদ বিধিৎসিতম্।
যদ্ বিজিজ্ঞাসয়া যুক্তা মুহ্যন্তি কবয়োঽপি হি।। ১/৯/১৬

** সর্ব্বাত্মনঃ সমদৃশো হ্যদ্বয়স্যানহঙ্কৃতেঃ।
তৎ কৃতং মতিবৈষম্যং নিরবদ্যস্য ন ক্বচিৎ।। ১/৯/২১

যা আকাঙ্ক্ষা করে থাকেন সেই প্রকৃষ্ট উত্তরায়ণকাল এসে উপস্থিত হল। তিনি গদগদ কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করতে করতে নিজ আত্মাকে পরমাত্মায় নিবিষ্ট করলেন। যোগিগণ যে চতুর্ভুজ মূর্তির ধ্যান করে থাকেন কৃষ্ণের সেই মূর্তি অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে অন্তঃশ্বাস হয়ে চিত্ত সমর্পণ পূর্বক দেহ বিসর্জ্জনকালে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বেন্দ্রিয় বৃত্তিসহ আত্মাকে আবিষ্ট করে ভীষ্ম অন্তর্বৃত্তি হলেন। ভীষ্মকে নিরুপাধি ব্রহ্মস্বরূপে মিলিত মনে করে তদানীন্তন সমবেত সকলেই দিবাবসানে পক্ষিগণের ন্যায় নির্বাক হয়ে থাকলেন। সুরলোক ও মর্ত্যলোকে দুন্দুভি ধ্বনি হল। অন্তরীক্ষ হতে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল।

সাধুহৃদয় রাজন্যবর্গ সকলেই ভীষ্মের প্রশংসা করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির তাঁর অন্ত্যেষ্টি কর্ম করে ক্ষণকালের জন্য শোকার্ত হলেন। ঋষি, মুনিগণ ভীষ্মের গতি আনন্দিত মনে শ্রীগোবিন্দের বেদগুহ্য নাম উচ্চারণ পূর্বক স্তব করতে লাগলেন। অনন্তর নিজ নিজ আশ্রমে ফিরে গেলেন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের সাথে হস্তিনাপুরে গমন করে পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে সান্ত্বনা দান করলেন। ধৃতরাষ্ট্র ও কৃষ্ণের আজ্ঞা পেয়ে যুধিষ্ঠির বিরাট কুরুরাজ্য শাসন পালন করতে প্রবৃত্ত হলেন। ধ্বংসপ্রায় কুরুবংশ নতুন করে অঙ্কুরিত করে যুধিষ্ঠিরকে পিতৃরাজ্যে স্থাপন করে শ্রীকৃষ্ণ পরম প্রীত হলেন। একসময় যুধিষ্ঠিরের মনে হয়েছিল যে কুরুক্ষেত্রে এই বিরাট যুদ্ধ সংগঠিত হওয়ার মূলে তিনি। অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্য ও আত্মীয় স্বজন, ব্রাহ্মণগণের হন্তা তিনি। শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্মদেবের উপদেশে 'আমি' 'আমার' ভাব দূর হয়ে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হল তাঁর অন্তরে, পূর্বের ধারণা সম্পূর্ণ মুছে গেল। সকল কর্মই শ্রীভগবানের কর্মভেবে তাঁর চরণে নিজেকে সমর্পণ করে নির্বিঘ্ন চিত্তে রাজকার্য্য নির্বাহ করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে প্রজাগণের কোন রকম আধিব্যাধি অভাব-অনটন কিছু ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ কয়েকমাস সঙ্গে থাকার পর যুধিষ্ঠিরের অনুমতিক্রমে দ্বারকায় যাত্রা করলেন। তিনি রথে আরোহণ করলে অর্জুন শিরোপরি শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করলেন এবং ভক্ত উদ্ধব ও সাত্যকি তাঁকে চামর ব্যজন করতে লাগলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর সম্মান প্রদর্শনে সঙ্গে চতুরঙ্গিনী সেনা প্রেরণ করলেন। ধৃতরাষ্ট্র, যুযুৎসু, কৃপাচার্য্য, ভীম, নকুল, সহদেব, ধৌম্য এবং সুভদ্রা, দ্রৌপদী, কুন্তী, গান্ধারী, উত্তরা, সত্যবতী প্রভৃতি কুরু নারীগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণ বিরহে প্রেমবিগলিত হৃদয়ে তাঁর অনুগমন করতে লাগলেন। সকলের নয়নদ্বয় অশ্রুব্যাপ্ত হয়েছিল কিন্তু কোন অমঙ্গল

আশঙ্কায় সেই অশ্রু গোপনেই রেখেছিলেন। নানা বাদ্য বাজনা দিয়ে তাঁকে বিদায় জানালেন।

কৃষ্ণ বিরহ সন্তপ্ত প্রজাকুল মহা উৎসাহে তাঁর অনুগমন করলো। ব্রাহ্মণগণ উচ্চৈঃস্বরে আশীর্বাদ করতে লাগলেন, শ্রীকৃষ্ণ তা অবনত মস্তকে গ্রহণ করলেন। অনুগমনকারী বিরহাতুর পাণ্ডবগণকে ও প্রজাগণকে বিদায় জানিয়ে দ্বারকা অভিমুখে শ্রীকৃষ্ণ গমন করলেন। যেতে যেতে সূর্য্যও অস্তাচলে গমন করলেন। নিজ প্রভু দ্বারকায় ফিরছেন এই সংবাদে দ্বারকাবাসী তাঁকে দর্শন করবার মানসে সকলে প্রত্যুদ্‌গমন করল। রবির উদ্দেশ্যে প্রদীপ দানের ন্যায় দ্বারকার প্রতিটি গৃহ, রাজপথ, প্রাসাদ অপরূপ সজ্জায় সজ্জিত হল। প্রতিটি জনগণ উপহার প্রদান করে তাঁর সংবর্ধনা জানালো। এবং সকলে আনন্দহেতু বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তাঁর স্তুতি করতে লাগল। শ্রীকৃষ্ণের আগমন বার্তা শুনে কৃষ্ণগতপ্রাণ বসুদেব, অক্রূর, উগ্রসেন, বলদেব, প্রদ্যুম্ন, চরু, দেষ্ণ, জাম্ববতীনন্দন সাম্ব সকলেই আনন্দচিত্তে সমস্ত কাজকর্ম ত্যাগ করে তাঁর মঙ্গলার্থ সুলক্ষণ হস্তী অগ্রবতী করে পুষ্পমাল্যের সহিত শঙ্খ বাদ্য ও বেদমন্ত্র পাঠ সহকারে শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে গমন করলেন। আর সকল দ্বারকাবাসী তাঁর গুণ কীর্তন করতে লাগল। তিনি দ্বারকায় পৌঁছে পুরবাসিগণকে প্রণাম আলিঙ্গন করলেন অনন্তর পিতামাতার গৃহে প্রবেশ করে তাঁদের পাদপদ্ম বন্দনা করলেন পরে নিজ অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হলেন। এরপর সমস্ত মনুষ্যগণের সঙ্গে মিশে গিয়ে পুনরায় লীলাভিনয় আরম্ভ করলেন। দ্বারকাবাসি তাঁকে দর্শন করে নয়নের তৃপ্তি বিধান করলেন। কৃষ্ণদর্শনে কার না তৃপ্তি হতে পারে?

অধ্যায় (১২—১৫)

সুত বললেন, অনন্তর সর্বগুণযুক্ত শুভলগ্নে পাণ্ডুর বংশধর শ্রীকৃষ্ণরক্ষিত উত্তরার গর্ভে অভিমন্যুপুত্র পরীক্ষিৎ জন্মগ্রহণ করলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রীতমনে ধৌম্য, কৃপ প্রভৃতি বিপ্রগণ দ্বারা স্বস্তি বাচন করিয়ে জাতকর্ম সম্পাদন করালেন। শুভ জন্মকালে সকলের মধ্যে ভূমি, সুবর্ণ, হস্তী, গো, অশ্ব এবং উত্তম অন্ন দান করলেন। জন্ম কুণ্ডলী তৈরী করে গণনা করে জ্যোতিষ ব্রাহ্মণেরা নবজাতকের ভাবী জীবনের সমৃদ্ধি ও অন্তিম বিস্মৃত বিবরণ বলে দিলেন। তাঁরা বললেন, বালক পরম ভাগবত

এবং সদ্‌গুণসম্পন্ন হবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। বালক সিংহতুল্য পরমপরাক্রমশালী, সাধুগণের সুখসেব্য ক্ষমাশীল এবং পিতামাতার ন্যায় সহিষ্ণু হবে। আরো বললেন, এই বালক ব্রহ্মার ন্যায় সমদৃষ্টি, শিবের ন্যায় আশুতোষ এবং বিষ্ণুর ন্যায় পালনকারী হবে। এই বালককে শ্রীকৃষ্ণ অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রবাণ থেকে রক্ষা করেছিলেন বলে 'বিষ্ণুরাত' নামে অভিহিত হন। ক্রমে বালক ধর্মপ্রাণ ও স্বভাবতঃ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত এবং নানাবিধ গুণের আধার ও সর্বজীবের আনন্দপ্রদ হয়ে উঠলেন।

রাজা যুধিষ্ঠির বালকের ভবিষ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে, জ্যোতির্বিদ ব্রাহ্মণগণ বললেন, — এই বালক উত্তরকালে রাজর্ষি পূর্বপুরুষগণের ন্যায় খ্যাতি ও সাধুবাদ প্রাপ্ত হবে। মনুপুত্র ইক্ষ্বাকুর ন্যায় প্রজাগণের রক্ষক; দাশরথী শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় ব্রাহ্মণ হিতৈষী ও সত্য প্রতিজ্ঞ; শিবির ন্যায় দাতা ও শরণাগত পালক, অর্জুন ও কার্ত্তবীর্য্যের ন্যায় ধনুর্ধরগণের অগ্রগণ্য; শ্রীহরির ন্যায় সর্বভূতের আশ্রয়দাতা এরূপ সর্বগুণধারী হবেন। পৃথিবীতে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার নিমিত্ত ইনি কলির নিগ্রহ করবেন। ঋষিপুত্রের অভিশাপে তক্ষক দংশনে মৃত্যু হবে, এই অবগত হয়ে ইনি বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করে শ্রীহরির পাদপদ্ম ভজনা করবেন। ব্যাসপুত্র শ্রীশুকদেবের নিকট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে কলেবর ত্যাগ করে শ্রীহরির অভয় পদ প্রাপ্ত হবেন।

এরপর রাজা যুধিষ্ঠির তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বর হরির অর্চনা করলেন। রাজার আহ্বানে শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনায় এসে এই শুভানুষ্ঠানে যোগ দিলেন। পাণ্ডবগণের প্রীতি বর্ধন করার নিমিত্ত কতিপয় মাস তথায় বাস করলেন। অবশেষে অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

সূত বললেন, এদিকে নানাতীর্থ পরিক্রমা করে বিদুর হস্তিনায় ফিরলেন। হস্তিনাপুরবাসী সকলে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। রাজা যুধিষ্ঠির তাঁকে শ্রদ্ধাপূর্বক সম্মান প্রদর্শন করলেন। এবং বিনম্র বচনে বললেন, আর্য্য! আপনি কি তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হয়ে আমাদিগকে স্মরণ করতেন? আপনি আমাদের স্নেহচ্ছায়ায় আবৃত রেখে বিষ, অগ্নি প্রভৃতি বহুবিপদ থেকে মুক্ত করে সযত্নে প্রতিপালন করেছেন। হে বিভু! আপনাদের ন্যায় ভক্তশ্রেষ্ঠগণ তীর্থের মত পবিত্র। স্বয়ং আপনারাই তো পবিত্র তীর্থ, যাঁদের হৃদয় মধ্যে ঈশ্বর সর্বদা বিরাজিত তীর্থস্থান সকলের তীর্থত্ব বিধান করেন। হে তাত! আমাদের পরমাত্মীয় শ্রীকৃষ্ণের যদুকুল সকলে কুশলতো? আপনার সহিত তাদের দেখা হয়েছে কি? বিদুর হস্তিনার পথে উদ্ধব ও মৈত্রেয়ের

নিকট যদুবংশ ধ্বংসের বিবরণ শুনেছিলেন। কিন্তু বিদুর পাণ্ডবগণের পরম অপ্রিয় দুঃখের সংবাদটি গোপন করলেন। কারণ এই শোক সংবাদে পাণ্ডবগণের যে হৃদয়বিদারক দুঃখ উৎপন্ন হবে তা তাঁরা সহ্য করতে অসমর্থ।

একসময় মাণ্ডব্য ঋষির শাপে যম শুদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইসময় সূর্য্য কার্য্য চালাতেন। এই শাপভ্রষ্ট যমই বিদুর। তিনি কিছুদিন হস্তিনাপুরে থেকে শোকার্ত সকলকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা ও নানা তত্ত্ব উপদেশ দিয়ে বললেন, রাজন্, অচিন্ত্য প্রভাবশালী কাল আমাদের সকলের সমক্ষে উপস্থিত। কালপ্রভাবেই আপনার আত্মীয়, বন্ধু, কুটুম্ব সকলে নিহত। আপনারো পরমায়ু গতপ্রায়, দেহ জরাগ্রস্ত, ভগ্নদন্ত ও শ্লেষ্মাতে অভিভূত। পরগৃহে বাস ব্যতীত এক্ষণে আর কোন গত্যন্তর নাই। আপনি পূর্বেই অন্ধ ছিলেন এক্ষণে বধির এবং বুদ্ধিত্ব ক্ষীণ হয়েছে। যাদের যতুগৃহে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলেন, যাদের ধর্মপত্নীকে প্রকাশ্য সভাস্থলে এনে শ্লীলতাহানি করেছিলেন, তাদের অন্নে জীবন ধারণ করছেন। হে রাজন্, যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত বা পরোপদেশ প্রণোদিত হয়ে নির্বিণ্ন ও আত্মস্থ হন এবং শ্রীহরিকে হৃদয়ে ধারণ করে গৃহত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, তিনি নরোত্তম। আপনি বিবেকী ও নিস্পৃহ হয়ে শ্রীহরিকে লাভ করার উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করে উত্তরমুখে গমন করুন। বিদুরের এই কথাগুলি শুনে ধৃতরাষ্ট্র যেন আত্মস্মৃতি ফিরে পেলেন। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে সঙ্গে নিয়ে বিদুরের সহিত কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ হিমালয় অভিমুখে যাত্রা করলেন। যুদ্ধকালে তীব্র প্রহারেও বীরগণের যেমন ক্লেশ হয় না সেইরূপ যাঁরা সন্ন্যাস অবলম্বন করেন তাঁদের শীত-গ্রীষ্মাদি ক্লেশ বোধ হয় না। যুধিষ্ঠির অন্যান্য দিনের ন্যায় গুরুজনদিগকে বন্দনার নিমিত্তে ধৃতরাষ্ট্রের গৃহে প্রবেশ করে দেখলেন কেহই নাই এমনকি বিদুরও নাই। তিনি উদ্বিগ্নচিত্তে সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে মহাত্মন্! বৃদ্ধ নেত্রহীন পিতৃব্য ও পুত্রশোকাতুরা মাতা গান্ধারী ও পরম সুহৃৎ পিতৃব্য বিদুর কোথায় গেলেন? আমরা ইহাদের পুত্রগণকে বিনাশ করেছি বলে ইঁনারা কি গঙ্গাগর্ভে প্রাণ বিসর্জন দিলেন? সঞ্জয় বললেন, হে মহারাজ! আমি বুঝতে পারছি না ইঁনারা কোথায় গেলেন! আমার নিদ্রাকালে তাঁরা আমাকে পরিত্যাগ করে কোথায় চলে গেলেন!

এমন সময় নারদমুনি তুম্বুরুর সহিত তথায় আগমন করলেন। তাঁকে দর্শন করে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁকে পুজো প্রণাম পূর্বক বললেন, ভগবন্ আমার পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র

ও বিদুর এবং দুঃখিনী জননী গান্ধারী কোথায় অন্তর্হিত হলেন? তাঁদের চিন্তায় আমরা শোকার্ত হয়েছি। আপনি কর্ণধারের ন্যায় আগমন করেছেন। নারদ বললেন, "রাজন্, কারও জন্য শোক করো না, কারণ ত্রিভুবন ঈশ্বরের অধীন। তিনিই ভূতগণকে মিলিত করেন আবার তিনিই তাদের বিচ্ছিন্ন করেন। যেমন কাষ্ঠনির্মিত পুত্তলিকা সকল ক্রীড়াশীল শিশুর ইচ্ছায় ভাঙ্গাগড়া হয়ে থাকে সেইরূপ শ্রীভগবানের ইচ্ছায় জীব সকলের জন্মমৃত্যু হয়ে থাকে।"* হে মহারাজ! জগৎ ঈশ্বরাধীন, সুতরাং নিরাশ্রয় দীন পিতৃব্যদ্বয় এবং গান্ধারী আমাদের সাহায্য বিনা কেমন করে জীবন ধারণ করবেন, এই চিন্তা পরিত্যাগ করো। স্থাবর জঙ্গম তাঁরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র, অজ্ঞানতাই একমাত্র শোকের মূল। মায়াবশে জীব নানারূপ দেখে অতএব ভক্তিভাবিত চিত্তে তাঁকেই ধ্যান করো। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রয়োজনে অসুরকুল বিনাশ করে বর্তমানে দ্বারকায় অবস্থান করছেন। তিনি দেবকার্য্য সাধন করেছেন এক্ষণে তাঁর কার্য্যের অল্পই বাকী আছে। অতএব ভগবান্ পৃথিবীতে যতদিন থাকেন আপনারাও ততদিন প্রতীক্ষায় থাকুন। বর্তমানে আপনার পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর এবং গান্ধারী সঙ্গে ভাগীরথীর সপ্তধারা সেবিত হিমালয়ের দক্ষিণ ভাগস্থ ঋষিগণের আশ্রমে সর্বকামনাশূন্য হয়ে সমাধি যোগে আরূঢ় হয়ে জীবাত্মাকে উদ্ধচৈতন্য ব্রহ্মে লগ্ন করেছেন। তাঁদের জীবিকার নিমিত্ত আপনি চিন্তিত হবেন না, কারণ ভগবান্ স্বয়ং জীবগণের জীবিকার ব্যবস্থা করেন। জগতে যত ভোক্তা জীব আছে ভগবান্ সকলেরই আত্মা। অতএব আপনি তাঁদের মোক্ষপথের অন্তরায় হবেন না। অদ্য হতে পঞ্চম দিবসে তাঁদের নশ্বর দেহ যোগাগ্নিদ্বারা ভস্মীভূত হবে। ধৃতরাষ্ট্রের দেহ পর্ণশালা সহ ভস্মীভূত হলে পতিপরায়ণা গান্ধারীও পতিকে অনুসরণ করবেন। যেমন ঘট ভঙ্গ হলে ক্ষুদ্র ঘটাকাশ মহাকাশে বিলীন হয় সেরূপ জীবাত্মাও দেহান্তে পরমেশ্বরে মিলে যায়। মহাত্মা বিদুর এই পরম আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার দর্শনান্তে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উত্তম গতির নিমিত্ত হর্ষ-বিষাদযুক্ত চিত্তে তীর্থে গমন করলেন। এই কথা যুধিষ্ঠিরকে বলে

---

* মা কঞ্চন শুচো রাজন্ যদীশ্বরবশং জগৎ।
লোকাঃ সপালা যস্যেমে বহন্তি বলিমীশিতুঃ।
স সংযুনক্তি ভূতানি স এব বিযুনক্তি চ।।
যথা ক্রীড়োপস্করাণাং সংযোগবিগমাবিহ।
ইচ্ছয়া ক্রীড়িতুঃ স্যাতাং তথৈবেশেচ্ছয়া নৃণাম্।। ১/১৩/৪১/৪৩

নারদ শ্রীহরির গুণগান করতে করতে স্বর্গে প্রস্থান করলেন। যুধিষ্ঠির নারদের বাক্যানুসারে চিত্ত হতে শোক মোহ পরিত্যাগ করলেন।

সূত বললেন, শ্রীকৃষ্ণের সাথে অর্জুন দ্বারকায় গেছেন, কয়েকমাস অতিবাহিত হল। হস্তিনাপুরে প্রত্যাবৃত্ত হতে বিলম্ব হতে লাগল। রাজা যুধিষ্ঠির চতুর্দিকে নানা অশুভ লক্ষণ দেখে ঘোর চিন্তায় নিমগ্ন হলেন। অনুজ ভীমসেন বললেন, ভ্রাতঃ! সাতমাস হয়ে গেল তথাপি কি নিমিত্ত অর্জুন এলো না? নারদের নিকট শুনেছি শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্রই নরলীলা সম্বরণ করে নিজ ধামে গমন করবেন। তবে কি তিনি চলে গেলেন? আপনি একটা সংবাদ নিয়ে আসুন। এমন সময় কপিধ্বজ অর্জুন যদুপুরী দ্বারকা হতে এসে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রণাম করে দুঃখিত হৃদয়ে অধোবদনে কাতরভাবে দাঁড়ালেন। তাঁর নয়নদ্বয় হতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু বিগলিত হতে লাগল। রাজা সশঙ্কচিত্তে জিজ্ঞাসা করলেন, বৎস, তোমাকে এমন হীনপ্রভ দেখাচ্ছে কেন? দ্বারকার সর্বসংবাদ কুশল তো? ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরে বহু বন্ধুজন পরিবৃত্ত হয়ে আনন্দে বাস করছেন তো? তোমার মনস্তাপের কারণ শীঘ্রই ব্যক্ত কর। তুমি ভুলবশতঃ অনুপযুক্ত কোন নিন্দিত কর্ম কর নাই তো? অথবা তোমার পরম বন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে ছেড়ে হৃদয়হীন হয়েছ এছাড়া তো আর কোন কারণ দেখি নাই। তোমার আর সে তেজ নাই, তোমার অঙ্গকান্তি ম্লান হয়েছে, তুমি কি সেখানে যথোচিত সম্মান প্রাপ্ত হও নাই? কি কারণে তোমার মনঃপীড়া?

সূত বললেন, অগ্রজ যুধিষ্ঠিরের নানা প্রশ্নে — অর্জুন কৃষ্ণবিচ্ছেদে অতীব কাতরভাবে উচ্ছ্বলিত অশ্রুধারা ধরে রাখতে না পেরে সশ্রুনেত্রে বাষ্প গদগদ স্বরে বললেন, মহারাজ, আমাদের প্রিয় সখা বন্ধুরূপী পরম বান্ধব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের ত্যাগ করে অন্তর্হিত হয়েছেন।

আমার সমস্ত শক্তি ধৈর্য্যাদি তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই চলে গিয়েছে। যাঁর তেজ প্রভাবে—দ্রৌপদী স্বয়ম্বরে যন্ত্রোপরি পরিভ্রমণশীল মৎস্য লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীকে লাভ করেছিলাম, ইন্দ্রকে পরাজিত করে অগ্নিকে খাণ্ডবন প্রদান করেছিলাম। দশ হাজার হস্তীর ন্যায় বলশালী ভীমসেন যে কৃষ্ণের বলে বলীয়ান হয়ে জরাসন্ধকে বধ করেছিলেন। যাঁর বলে আপনার রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন হয়েছিল, দুঃশাসন কর্তৃক দ্রৌপদীর অপমানের জন্য ভীমসেন যে প্রতিশোধ নিয়েছিলেন, আর সশিষ্য দুর্বাসার জঠরানল তৃপ্তি, মহাদেব হতে পশুপাত অস্ত্র লাভ, ভীষ্ম, দ্রোণ সংহার প্রভৃতি সমস্তই

যাঁর শক্তিতে সংঘটিত হয়েছিল, সেই অসীম মহিমাশালী পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ আজ আমাদের বঞ্চিত করে জগৎ ছেড়ে চলে গেলেন। তিনি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মশাপগ্রস্ত মদিরপানে উন্মত্ত হয়ে অপরিচিতের ন্যায় যাদবগণ এরকা প্রহারে প্রাণ হারিয়েছে, সম্ভবতঃ চার পাঁচজন অবশিষ্ট আছে। আমার গাণ্ডীব, ব্রহ্মাস্ত্র, পাশুপত বাণ প্রভৃতি বিফল। আজ শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সীগণকে নিয়ে হস্তিনাপুর পথে আসবার সময় দস্যুগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে পরাজিত এবং বিধ্বস্ত হলাম। তাঁদের রক্ষা করতে পারলাম না, হায়! সেই পরমপুরুষকে আমি কিনা অশ্বচালনার বৃত্তিতে নিযুক্ত করেছিলাম। হায়! হায়! আমি কি নির্বোধ! রাজন্, তাঁর সকল বাণী, সকল কর্ম স্মরণ, পথে উদিত হয়ে আমার চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়েছে। সর্বজগন্নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণের লীলার কথা চিন্তা করতে করতে অর্জুনের গাঢ় প্রেম বিভাবিত চিত্ত হতে শোক সন্তাপ ও অস্থিরতা বিদূরিত হল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, — "অর্জুন তুমি সর্বদা আমার চিন্তা কর, আমাকেই পাইবে" এই কথার যথার্থতা অনুভব করতে লাগলেন। স্থিরচিত্ত রাজা যুধিষ্ঠির অর্জুনের মুখে শ্রীভগবানের স্বধাম গমন ও যাদবগণের নিধনবার্তা শুনে শ্রীকৃষ্ণধামে গমন করতে কৃতসঙ্কল্প হলেন। কুন্তীদেবী যদুকুল নাশ ও শ্রীকৃষ্ণের স্বধাম গমন বৃত্তান্ত শুনে একান্তভাবে নিজেকে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করলেন। সংসার হতে উপরত হলেন। যাঁর লীলা গুণ কীর্তনে জীবের অখিল বন্ধন মোচন হয় সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেদিন এই মেদিনী ত্যাগ করলেন, সে দিন হতেই মায়াবদ্ধ জীবের অনর্থপ্রদ কলিকাল আরম্ভ হল।

রাজা যুধিষ্ঠির সংসার ত্যাগ করতে ইচ্ছা করে নিজ পৌত্র পরীক্ষিৎকে হস্তিনাপুরের রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধপুত্র বজ্রনাভকে মথুরা রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন এবং নিজ আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে পরব্রহ্মে সমর্পণ করে রাজোচিত বসনভূষণ পরিত্যাগ পূর্বক নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার চিত্ত হয়ে সংসার বন্ধন ছিন্ন করলেন। রাজ্যত্যাগ করে চীরবাস পরিহিত হয়ে উত্তরাভিমুখে হিমালয় তটে প্রস্থান করলেন। অনুজগণও শ্রীকৃষ্ণ চরণপ্রান্ত প্রাপ্তি বাসনায় তাঁকে অনুসরণ করলেন। কুরু কুলদেবী দ্রৌপদী দেখলেন পতিগণ তার অপেক্ষা না করে গমন করলেন। তখন তিনি পরম সখা শ্রীকৃষ্ণে অবিচলিত ভক্তি স্থাপন পূর্বক তাঁর চরণে নিজেকে বিলীন করলেন। এদিকে বিদুর তীর্থ দর্শন করতে করতে প্রভাস তীর্থে এসে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে চিত্তসমর্পণ পূর্বক নিজদেহ পরিত্যাগ করে পিতৃপুরুষের সাথে মিলিত হলেন।

অধ্যায় (১৬—১৯)

সূত বললেন, হে শৌনক! রাজা পরীক্ষিৎ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের অনুমতিক্রমে পৃথিবী পালন করতে লাগলেন। কৃপাচার্য্যকে গুরু বরণ করে শস্ত্র, শাস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন। এরপর তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। গার্হস্থ্য ধর্মের নিয়ম রক্ষা করেন। ক্রমে তিনি চার পুত্রের জনক হলেন। পুত্রদের মধ্যে অন্যতম পুত্র জনমেজয়। রাজা পরীক্ষিৎ যেমন সিংহতুল্য পরাক্রমশালী, সর্বসদ্‌গুণসম্পন্ন তেমনি ধার্মিক ধৈর্য্যশীল হয়ে জগতে এক মহান্ পুরুষরূপে পরিচিত হলেন। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করেন। গুরুর আদেশমত তিনি রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। প্রজাবর্গ সুখে শান্তিতে মাতৃক্রোড়স্থ শিশুর ন্যায় বাস করতে লাগল। মহারাজ একদিন ছদ্মবেশে প্রজাদের সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ দেখার জন্য বাইরে গেলেন।

এক জায়গায় দেখেন, একটি শুভ্র ষাঁড় এক পায়ে দাঁড়িয়ে পার্শ্বে একটি শীর্ণকায় গাভী। গাভীটি কাঁদছে, তার পাশে এক রাজবেশধারী শূদ্র ব্যক্তি একটি লাঠি দিয়ে ষাঁড় ও গাভিটিকে অবিরাম আঘাত করছে। রাজা পরীক্ষিৎ এই দেখে রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলেন কি! নিরীহ জীবের উপর অত্যাচার! তোর বেশভূষা রাজার মত, কিন্তু ব্যবহার তো শূদ্রেরও অধম। এক্ষণি তোকে বধ করব; তোকে বধ করলে তবেই এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে। এই বলে শূদ্র পাষণ্ডকে দণ্ড দিতে উদ্যত হলেন। তখন ষাঁড়টি বলে আমি ধর্ম, সত্যযুগে তপস্যা, শুদ্ধি, দয়া ও সত্য এই চার পাদ ছিল। ক্রমে ক্রমে অহঙ্কার, পরস্ত্রীসঙ্গ, মদ্যপান জনিত তার তিন অংশ হ্রাস হয়েছে। সম্প্রতি কোন ক্রমে সত্যপ্রভাবে চারি চরণের অবশিষ্ট চতুর্থাংশ হচ্ছে — ত্রেতাযুগে তিনপাদ, দ্বাপরে দুই পাদ আর এই কলিযুগে একপাদ তাও ধূর্ত রাজবেশধারী কলি এই পা টিও ভেঙ্গে দিতে চাইছে। আর এই গাভী ধরণী দেবী। ইনি কৃষ্ণ হারা হয়ে কলির প্রভাবে লক্ষ্মীছাড়া সেই জন্য অবিরাম কেঁদে চলেছেন। কৃষ্ণ বিরহ কিছুতেই সহ্য করতে পারছেন না। সবকিছু শুনে রাজা পরীক্ষিৎ বললেন, তুমি আর রোদন করো না। হে মাতঃ! যে রাজার রাজ্যে প্রজা সকল অসাধু কর্তৃক নিপীড়িত হয়, কর্তব্য কার্যে অনবহিত সেই রাজার আয়ু, কীর্তি, যশঃ ভাগ্য ও পরলোক সমস্তই বিলুপ্ত হয়ে যায়। উৎপীড়িত প্রজাগণের উৎপীড়ন দূর করাই রাজার পরম ধর্ম। অতএব আমি এই অসাধু কলিকে বধ করব। এই বলে বাণ সংযোজন করলেন। কলি

তাড়াতাড়ি রাজবেশ পরিত্যাগ পূর্বক করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। কলি বললেন—আপনি পরম ধার্মিক ও দয়ালু আমার জীবন দান করলেন তাহলে একটু বাসস্থান করে দিন। রাজা পরীক্ষিৎ মনে মনে ভাবলেন, শরণাগত ব্যক্তির জীবন দান যেমন ধর্ম তেমনি বাসস্থান দান করাও ধর্ম। বললেন ঠিক আছে — আপনি চারটি জায়গায় বাস করতে পারেন। দ্যূত ক্রীড়া, সুরাপান, পরস্ত্রী সঙ্গ ও প্রাণি হিংসা; এই স্থান চতুষ্টয় অসত্য; অহঙ্কার, অশৌচ ও নিষ্ঠুরতা এই চারটি জায়গায় কলির নিবাস ভূমি। কদাচ অন্য স্থানে নহে। কলি আবার প্রার্থনা করায় মহারাজ তাঁকে ভগবান্‌ ভজনহীন ভক্তিহীন ধনীগৃহে থাকতে অনুমতি দিলেন। মোট পাঁচটি অর্থাৎ অসত্য, মদ, কাম, হিংসা ও কলহ জায়গা পেলেন। অধর্মরত কলি উত্তরানন্দন পরীক্ষিতের আজ্ঞাকারী হয়ে এই কয়টি স্থানে বাস করতে লাগল। তখন রাজা পরীক্ষিৎ কলির নিগ্রহ করে তপঃ, শৌচ ও দয়া লুপ্তপ্রায় তিন পাদ আবার যোজনা করে দিলেন। এবং গাভীরূপী ধরণীকে যথোচিত আশ্বস্ত করে উভয়কে সংবর্ধিত করে বিদায় দিলেন।

সূত শৌনকাদি ঋষিগণকে বললেন, — হে ঋষিগণ! সেই মহারাজ পরীক্ষিৎ নিজ পিতামহ প্রদত্ত রাজসিংহাসনে অদ্যাপি অধিষ্ঠিত আছেন। যদিও তিনি ইহধামে নাই তথাপি তাঁর প্রভাব এখনো অক্ষুণ্ণ আছে। আপনারা তাঁর রাজত্বকালে মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হয়েছেন। তাঁর পুণ্য প্রভাবেই আপনাদের সহস্র বর্ষব্যাপী যজ্ঞানুষ্ঠান করবার প্রবৃত্তি জন্মেছিল।

কলিযুগের একটি বৈশিষ্ট্য হল পুণ্য কর্মের জন্য সঙ্কল্প মাত্রই ফল লাভ হয়, পাপ কর্মের অনুষ্ঠান না করলে কেবলমাত্র সঙ্কল্পেই ফল ভোগ করতে হয় না। ব্যাঘ্র যেমন নিজে সাবধান হয়, অসাবধান ব্যক্তিকে আক্রমণ করে, কলিও সেরূপ কিন্তু ধার্মিক ব্যক্তির নিকটস্থও হয় না। এইজন্য গুণগ্রাহী সম্রাট পরীক্ষিৎ কলির প্রাণ সংহার করলেন না, মাত্র দণ্ডের বিধান করলেন। ঋষিগণ! রাজা পরীক্ষিতের বিষয় আপনারা যা জানতে চেয়েছিলেন তা বললাম।

ভগবান্‌ যে সকল মহৎ কার্য্য সম্পাদন করে থাকেন; তা মানুষমাত্রই কীর্তনযোগ্য। শৌনক ঋষি বললেন, হে সূত! তুমি অনন্ত কাল জীবিত থাকো; যেহেতু তুমি আমাদিগের ন্যায় মরণশীল জীবগণের নিকট অমৃতস্বরূপ সেই কৃষ্ণের নির্মল যশ কথা কীর্তন করছ। আমরা যে যজ্ঞের ধূমজালে স্বকীয় শরীরকে বিবর্ণ করছি, এমন সময় তুমি শ্রীহরির পাদপদ্মের মধুর মকরন্দ পান করিয়ে আমাদিগকে ধন্য করছ। শ্রীভগবানের কথা শুনতে শুনতে পিপাসা বেড়ে যায়, আশা মিটে না।

হে বিদ্বান্ সূত! ভক্তচূড়ামণি পরীক্ষিৎ শুকদেবের নিকট গোবিন্দ লীলা কথা শ্রবণ করে তাঁর শ্রীচরণ প্রাপ্তি ঘটেছিল সেই মধুর লীলা আরো বিস্তার করে বল। আমরা আরো শুনতে উৎসুক। শ্রীসূত বললেন, আমি নীচ কুলে জন্মগ্রহণ করেছি, আপনাদের কৃপায় আমার জন্ম সফল, যেহেতু আপনাদের ন্যায় মহৎ ব্যক্তিগণ আমার নিকট হরিকথা শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করছেন। হে সূর্য্যতুল্য তেজস্বী বেদমূর্তি ব্রাহ্মণগণ! আমি আমার জ্ঞানানুসারে যথাসাধ্য বলছি — যেমন পক্ষীগণ স্বীয় সামর্থ্যানুসারে অনন্ত আকাশে উড়ে থাকে, সেরূপ আমি সম্পূর্ণ অযোগ্য হলেও আমার শক্তি অনুসারে শ্রীগোবিন্দলীলা বর্ণনা করবো।

সূত বললেন, একদিন রাজা পরীক্ষিৎ হরিণ শিকারে বনে গেলেন। গভীর বনে এক হরিণকে লক্ষ্য রেখে বাণ ছুড়লেন, লক্ষ্য ভেদ হল কিন্তু হরিণ তীর বিদ্ধ অবস্থায় তীরবেগে গভীর বনে প্রবেশ করলো। রাজা হরিণ খুঁজতে খুঁজতে শ্রান্ত, ক্লান্ত, তৃষ্ণার্ত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে এক আশ্রমে প্রবেশ করে দেখলেন এক মুনি নিমীলিত নয়নে উপবিষ্ট, তাঁর মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়বর্গ হতে নিবৃত্ত হয়েছে এবং তিনি জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অর্থাৎ গাঢ় নিদ্রার অবস্থা অতিক্রম করে নির্বিকার ব্রহ্মরূপ প্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁর দেহ রুরু নামক মৃগের চর্মে আচ্ছাদিত, জটাজাল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে। মহারাজ মুনির অবস্থা সঠিক বুঝতে পারলেন না। মহারাজ তৃষ্ণার্ত হয়ে মুনির নিকট জল প্রার্থনা করলেন কিন্তু অনেক অনুনয় বিনয় করেও উত্তর পেলেন না। রাজার মনে অহঙ্কার হল — অত্যন্ত অপমানিত মনে করে ক্রুদ্ধ হলেন। ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে মুনির গলায় একটি মৃত সর্প চাপিয়ে দিলেন। অহঙ্কার বশে রাজা মহান্ পুরুষের অবমাননা করলেন সেই সুযোগে কলি প্রবেশ করল। মৃতসর্প গলায় চাপিয়ে দিয়ে মহারাজ রাজ্যে ফিরে গেলেন। মুনির গলায় সর্প তা সত্ত্বেও তাঁর ধ্যান ভাঙলো না, কারণ তিনি তখন তুরীয়পদ প্রাপ্ত ব্রহ্মভূতে অবস্থান করছেন। মুনির বালক পুত্র তপস্বী শৃঙ্গী আশ্রমে ফিরে দেখেন পিতার গলায় মরা সর্প। তপস্বী তেজস্বী শৃঙ্গী পিতার এই অবমাননা সহ্য করতে না পেরে ক্রোধে নয়নদ্বয় তাম্রবর্ণ হল। কৌশিকী নদীর জলে আচমনান্তে অভিসম্পাত করলেন। "যে পিতার অবমাননা করে তাঁর গলায় সর্প চাপিয়েছে আজ থেকে সপ্তম দিবসে বিষধর তক্ষকের দংশনে তার মৃত্যু হবে।"* এই কঠিন অভিসম্পাতে পৃথিবী কেঁপে উঠল, মুনির ধ্যান ভেঙে

---

* ইতিলঙ্ঘিতমর্য্যাদং তক্ষকঃ সপ্তমেঽহনি।
ধক্ষ্যতি স্ম কুলাঙ্গারং চোদিতো মে ততদ্রুহম্।। ১/১৮/৩৭

গেল। মুনি বললেন, ওরে অপক্কবুদ্ধি বালক রাজা বিষ্ণুর স্বরূপ, তাঁর অভাবে সংসার বিপর্যস্ত হয়। লঘুপাপে গুরুদণ্ড দিয়ে তুমি মহা অন্যায় করেছ; তোমার এই হঠকারিতায় মহাপাপ আমাদিগকে স্পর্শ করবে। যাঁর পুণ্যফলে প্রজাবৃন্দ সুরক্ষিত থাকে, তারা নির্ভয়ে সর্ববিধ সুখ সুবিধা ভোগ করে। রাজরূপী নারায়ণ যদি না থাকে তবে দস্যু তস্করাদির অত্যাচারে জগদ্বাসী অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। দেশে কলির প্রভাবে অনাচার অত্যাচার বেড়ে যাবে, ধীর ব্যক্তিও নিরাপদে সাধনা করতে পারবে না। রাজা পরীক্ষিৎ মহাভাগবত পুরুষ, ক্ষুধা পিপাসায় কাতর হয়ে হতবুদ্ধি হয়ে সহসা এই কার্য্য করেছেন। তাঁকে শাপ দেওয়া কোনমতেই কর্তব্য নহে। তিনি প্রত্যভিশাপ দিতে পারেন, কিন্তু তিনি এতটাই মহান্ যে, এ কার্য্য করবেন না। তিনি শ্রীহরির পরম ভক্ত, কদাচ কারো অপকার করেন না। শমীক মুনি পুত্রকৃত অপরাধে অনুতপ্ত হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে স্মরণ করে পুনঃ পুনঃ ক্ষমা চাইলেন। বললেন, হে ঈশ্বর! এই অবোধ বালককে তুমি ক্ষমা কর। এ অকর্তব্য কর্ম করেছে, তুমি কৃপা করে ক্ষমা কর। মনে মনে চিন্তা করলেন, দেখা যাক্ লীলাময় কি লীলা করেন? কিন্তু কি আশ্চর্য্য! রাজা তাঁর প্রতি এমন অন্যায় কর্ম করলেন। অথচ মুনিবরের মনে কোনরকম বিকার নেই, বিরূপভাব নেই। সাধুগণের স্বভাব এইরূপ। অপরের আচরিত ইষ্টানিষ্টের দ্বারা তাঁরা সুখ বা দুঃখ ভোগ করেন না। কারণ তাঁরা জানেন যে আত্মা সুখ দুঃখাদি গুণের আশ্রয় বস্তু নয়। মুনিবর অনুতপ্ত হৃদয়ে শৃঙ্গীর অভিসম্পাতের সংবাদ শিষ্যের মাধ্যমে রাজা পরীক্ষিতের নিকট পৌঁছে দিলেন, যাতে তিনি সাবধান হন।

রাজা পরীক্ষিৎ রাজ্যে ফিরে গিয়ে নিজের বিগর্হিত কার্য্যের জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে ভাবছিলেন যে নিরাপরাধ ব্রাহ্মণের সহিত নিতান্ত মূর্খের ন্যায় পাপাচরণ করা হয়েছে. তার এই কার্য্যের জন্য সমুচিত দণ্ড বিহিত হউক, যেন আমি আর এরকম কর্ম না করি। এমন সময় শমীক মুনির সংবাদ শিষ্য রাজার নিকট পৌঁছে দিলেন। রাজা শাপবৃত্তান্ত শুনে পরমানন্দে বলে উঠলেন, এ যে তাঁর অযাচিত কৃপা। আমি বিষয়ে আসক্ত হয়ে গোবিন্দচরণ ভুলে ছিলাম, তাই শাপানলে বিষয়াশক্তি নষ্ট করলেন। তিনি নিজেকে পাপী মনে করে বললেন—এই পাপাত্মার স্পর্শে পৃথিবী অপবিত্র, তা সত্ত্বেও সাতদিন সময় দিলেন। এক্ষুণি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত ছিল। এরপর রাজা কৃতসঙ্কল্প হয়ে সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করলেন। তাঁর উপযুক্ত পুত্র জনমেজয়কে রাজ্যভার অর্পণ করে সমস্ত কিছু ত্যাগ পূর্বক শ্রীকৃষ্ণ সেবাকেই পরম পুরুষার্থ

স্নান করে সুরধ্বনীর দক্ষিণতীরে কুশময় আসন বিস্তার পূর্বক উত্তর মুখে প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট হলেন। যে নদী অন্তর ও বাহির উভয়দিক পবিত্র করেন, মৃত্যু আসন্ন জেনে কোন্ ব্যক্তি তাঁর সেবা না করবে? দিব্যধামে দেবগণ তাঁর উপর পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। জগৎ পাবন মহানুভব মুনিগণ, ঋষিগণ রাজদর্শনার্থ সমাগত হলেন। মহারাজ তাঁদের চরণ বন্দনা করে কৃতাঞ্জলিপুটে শুদ্ধচিত্তে নিজের উপস্থিতি বৃত্তান্ত এবং ব্রহ্মশাপের কথা জানালেন। এবং বললেন, এই ব্রহ্মশাপও শ্রীহরির অনুগ্রহ। আমাকে আপনাদের চরণাশ্রিত করে আপনারা শ্রীগোবিন্দের নাম সংকীর্তন করুন। ব্রাহ্মণ প্রেরিত তক্ষকরূপী কোন মানুষ বা স্বয়ং তক্ষক এসে স্বচ্ছন্দে আমাকে দংশন করুক। আমি সেটাই চাই। শ্রীগোবিন্দ দয়া করে ব্রহ্মশাপরূপে আমাকে আশীর্বাদ দিয়েছেন। এছাড়া আপনাদের চরণ দর্শন ঘটতো না। আমি শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিজেকে সমর্পণ করলাম। ব্রাহ্মণ প্রেরিত মায়া বা তক্ষক আমাকে ইচ্ছানুসারে দংশন করুক। শুধু আমার একটা প্রার্থনা পরজন্মে যে যোনিতেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, যেন তাতেই আমার শ্রীগোবিন্দ পদে ভক্তি অটুট থাকে ও ভক্ত সাধুগণের সঙ্গলাভ হয় এবং সর্বজীবের প্রতি প্রীতিভাব থাকে ও সর্বজীবে সখ্য লাভ করতে পারি। স্বর্গের দেবতাগণ পরীক্ষিতের প্রশংসায় পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন এবং দুন্দুভিধ্বনি হতে লাগল। মুনিগণ সাধুবাদ জানিয়ে অভিনন্দন করে বললেন—এই ভক্তচূড়ামণি পরীক্ষিৎ যতদিন না কলেবর পরিত্যাগ করে মায়াতীত ও শোকরহিত উৎকৃষ্ট লোক প্রাপ্ত হন, ততদিন আমরা মহারাজের সহিত এইখানেই উপস্থিত থাকব। যাঁকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অশ্বত্থামার নিক্ষেপিত ব্রহ্মাস্ত্র ব্যর্থ করে প্রাণদান করেছিলেন, তাঁর ব্রহ্মশাপ মুক্ত করার জন্য নিশ্চয় তিনি এখানে আসবেন, আমরাও তাঁর দর্শন পেয়ে নিজেদের জীবনকে ধন্য করবো।

রাজা পরীক্ষিৎ ভাবলেন, আমি মুনির মর্যাদাহানি করে মহা অপরাধ করেছি তা সত্ত্বেও ঋষিগণ কৃপা করে উপস্থিত হয়েছেন। কামধেনু পেয়ে দোহন না করা বকামি হবে, তাই তিনি বললেন, হে ঋষিগণ! শুনেছি আপনাদের স্বভাবই জীবকে কৃতার্থ করা, ইহা ছাড়া আপনাদের ইহলোকে বা পরলোকে কোন কর্ম নাই। সত্যলোকে বেদ মূর্তিমান, আপনারা আমার নিকট মূর্তিমান বেদ। অতএব আপনারা বলুন মুমূর্ষুকালে মানুষের বিশুদ্ধ অনুষ্ঠেয় কার্য্য কি? আমার এখন কি করা কর্তব্য? সপ্তাহকাল আমার পরমায়ু, সেই হিসাবে আমার একটা গতি নির্ধারণ করে দিন। এই প্রশ্ন শুনে সমস্ত ঋষিগণ বিচার করতে লাগলেন — যোগ, জ্ঞান, তপস্যা প্রভৃতি

সাধনের কথা কিন্তু সপ্তাহকালে কি হবে? কোন্ সাধনের উপদেশ দেওয়া যায়? সাধন নির্ণয়ে যখন সমস্ত ঋষি ব্যস্ত ঠিক সেই সময় মূর্তিমান হলেন ব্যাসদেবের পুত্র, ষোড়শবর্ষীয় যুবার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, আজানুলম্বিত বাহু, শ্রীকৃষ্ণতুল্য শ্যামকান্ত বিশিষ্ট, নবযৌবনের ন্যায় অঙ্গকান্তি, গুপ্ত তেজ সম্পন্ন, আজন্ম সংসারমুক্ত, পরমহংস চূড়ামণি শ্রীশুকদেব। তাঁর দর্শনমাত্র ঋষিগণ স্ব স্ব আসন হতে গাত্রোত্থান পূর্বক সম্মান জানালেন। রাজা আসন হতে উঠে সমুচিত তাঁর চরণ বন্দনা করলেন। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্বক অতিথির পুজো করলেন। ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, রাজর্ষিবৃন্দের মধ্যে পরিবেষ্টিত শুকদেব পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পেতে লাগলেন। রাজা পরীক্ষিৎ বললেন, আপনার কৃপায় এই স্থান পরমতীর্থে পরিণত হল। যাঁর স্মরণ মাত্র গৃহ পবিত্র হয়, জীবন হয় ধন্য। তাঁর দর্শনে স্পর্শনে যে কি হয় তা আমি আর কি বলব? আমি সামান্য ক্ষত্রিয় হয়ে এমন সাধুসঙ্গের অধিকারী হব তা চিন্তাও করতে পারি না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের প্রেমে ভালবাসায় চিরদিন আবদ্ধ। আমি তাঁদের বংশধর। এই নিমিত্তে আমার পিতামহগণের প্রাণদেবতা, প্রাণসখা, পাণ্ডবনাথ শ্রীকৃষ্ণই কি আপনাকে এখানে প্রেরণ করেছেন? ইহা কৃষ্ণ কৃপা ব্যতীত আর কিছুই নয়; তা না হলে যাঁর কেহ কোন দিন দর্শন পায় নাই, আপনাকে গৃহস্থের গৃহে গো দহন কালের অধিক অবস্থান করতে দেখা যায় নাই, তিনি স্বয়ং এসে ম্রিয়মান ব্যক্তিকে কৃতার্থ করেন। আপনি যোগীশ্বরগণের পরম গুরু। আপনাকে জিজ্ঞাসা করি আমার ন্যায় মুমুক্ষু মুমূর্ষু ব্যক্তির এক্ষণে কি করা কর্তব্য? তা আদেশ করুন। কি করে সাধন করব? কি করলে মুক্তি পাব? আমি আপনার চরণে নিজেকে সমর্পণ করলাম, অধমকে দয়া করে কৃপা করুন। রাজা পরীক্ষিতের এই রকম বিনয়াবনত সম্ভাষণে সর্বতত্ত্বদর্শী, সর্বজ্ঞানসম্পন্ন ভগবান্ ব্যাসনন্দন প্রত্যুত্তর দিতে আরম্ভ করলেন।

—ঃঃ—

শ্রীমদ্‌ভাগবত

দ্বিতীয় স্কন্ধ

অধ্যায় (১—৩)

শ্রীশুকদেব বললেন—হে মহারাজ! আপনি অতি উত্তম প্রশ্ন করেছেন। ইহা মুক্তাত্মা জ্ঞানিগণের সম্মত এবং মনুষ্যের যা কিছু শ্রোতব্য জ্ঞাতব্য বিষয় মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মুক্ত ও মুক্তিকামী উভয়েরই পরম হিতকর। গৃহস্থ জীবগণের জ্ঞাতব্য আত্মতত্ত্ব ও ভগবৎতত্ত্ব বিষয় অনেক আছে। কিন্তু গৃহস্থের রাত্রিতে নিদ্রা ও নারীসঙ্গে এবং দিনের অর্থ উপার্জন ও পোষ্য বর্গের প্রতিপালনে পরমায়ু ব্যয়িত হয়ে যায়। স্ত্রী, পুত্র ও দেহ প্রভৃতি নশ্বর হলেও তাদের প্রতি আসক্তি বশে অন্ধ হয়ে যায়। যারা এই মরণের গতি চাহেন তাদের অন্তে শ্রীহরির স্মৃতি, তাঁর নাম শ্রবণ ও কীর্তন — বিষয়ী মানুষের একমাত্র গতি। হে রাজন্! যে সকল মুনিগণ নির্গুণ ব্রহ্মে অবস্থান করেন তাঁরা শ্রীহরির গুণ কীর্তনে আনন্দ অনুভব করে থাকেন। আমি দ্বাপর যুগের প্রারম্ভে পিতা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নিকট ইহা অধ্যয়ন করেছিলাম। আমি নির্গুণ ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করেও শ্রীহরির লীলাগুণকীর্তনে আকৃষ্ট হওয়ায় ইহা অধ্যয়ন করতে প্রবৃত্তি জন্মে। আপনি তো শ্রীহরির ভক্ত আপনার নিকট ইহা বর্ণন করব — ইহাতে শ্রদ্ধা থাকলে শ্রীগোবিন্দে একনিষ্ঠ ভক্তিলাভ হয়।

পুরাকালে রাজর্ষি খট্টাঙ্গ দেবগণের নিকট জানতে পারলেন যে তার পরমায়ু আর মুহূর্তকাল অবশিষ্ট আছে। তিনি মুহূর্তমধ্যে সমস্ত আসক্তি পরিত্যাগ করে শ্রীহরির অভয় চরণে আশ্রয় লাভ করলেন। তাঁর পরম প্রাপ্তি ঘটেছিল। হে কুরুকুলতিলক! আপনার আয়ুতো সাতদিন অবশিষ্ট আছে। অতএব আপনারও সেইরূপ করা কর্তব্য। পরলোকের হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। জীবের অন্তিমকাল উপস্থিত হলে জীব নির্ভয়চিত্তে প্রথমে বৈরাগ্যরূপ শস্ত্রদ্বারা দেহ ও তদানুষঙ্গিক

সন্তাপকর ভোগের ইচ্ছাকে ছেদন করা কর্তব্য। তৎপর গৃহত্যাগ করে ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা সংযত হয়ে পুণ্যতীর্থ জলে স্নান করবেন, তারপর নিয়ম করে শুচি ও নির্জন প্রদেশে শাস্ত্রানুসারে পবিত্র আসন রচনা করে তদুপরি উপবিষ্ট হবেন। অনন্তর প্রাণায়াম দ্বারা শ্বাস জয় করে মনকে বশীভূত করবেন। তিন অক্ষর যুক্ত বিশুদ্ধ পরম ব্রহ্মাক্ষর ওঁ (অকার, উকার ও মকার) মনের দ্বারা অভ্যাস করবেন, পরে বুদ্ধির সাহায্যে মনকে নিবৃত্ত করে কল্যাণলাভে নিয়োগ করবেন। প্রথমে পদ্মাসনাদি কোন একটি আসন অভ্যাস করে প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণবায়ু জয় ও আসক্তি ত্যাগ করে ইন্দ্রিয় সকলকে সংযত করবেন। তারপর একাগ্রচিত্তে শ্রীহরির একটি মূর্তি ধ্যান করবেন। মন বিষয় হতে সর্বতোভাবে মুক্ত হলে স্মৃতিও স্তিমিত হবে। মনের এইরূপ অবস্থা হলে পরমানন্দে স্ফূর্তি হয়ে চিত্তে পরমা শান্তির উদয় হয়, একে সমাধি বলা হয় এবং ইহাই পরমপদ বলে থাকেন। এই যে সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ড ইহা শ্রীহরির বিরাট দেহ; ইহা অতি স্থূলতর। এই বিশ্বস্রষ্টার বিরাট দেহের বিবরণ—সৃষ্টি তাঁর কটাক্ষ, প্রাণীগণের সংসার তাঁর ক্রীড়া, অনন্তশক্তি বায়ু ইঁহার শ্বাস, স্বায়ম্ভুব মনু ইঁহার বুদ্ধি, বিহঙ্গগম তাঁর শিল্প নৈপুণ্য, পর্বত ইঁহার অস্থি, নদী সকল এই বিশ্বমূর্তির নাড়ী, বৃক্ষসকল শরীরের রোমরাজি, কাল ইঁহার গমন এবং মেঘসমূহ এই ভূমা পুরুষের কেশকলাপ, সন্ধ্যা ইঁহার বস্ত্র, প্রকৃতি হল হৃদয়, এবং সকল বিকারের আশ্রয় চন্দ্রমা ইঁহার মন। এইরূপে সৃষ্টির প্রত্যেক অঙ্গ ও কার্য্য সেই বিরাট পুরুষেরই অভিব্যক্তি। মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ স্বীয়বুদ্ধি দ্বারা বিরাট পুরুষের এই স্থূলতম দেহে মনোধারণা করে থাকেন। দেহের মধ্যে অন্তর্যামী হয়ে শ্রীহরি বাস করছেন, তাঁকে বৈরাজ পুরুষ বলা হয়।

হে রাজন্! দেহ ধারণ উপযোগী মাত্র ভোগ করবেন, স্বর্গাদিও নিরর্থক কথা, উহা বুদ্ধিকে কামনায় প্ররোচিত করে। আসক্তিই জীবাত্মার সংসাররূপ নিম্নগতি হয়। ভূমিতল থাকতে অপর শয্যার প্রয়াস কেন? স্বভাবজাত বাহু থাকতে উপধ্যানে প্রয়োজন কি? অঞ্জলি থাকতে ভোজন পাত্রের আবশ্যক কেন? দিক্ আছে, বল্কল আছে তবে বস্ত্রাদি সংগ্রহের চেষ্টা কেন? পথিমধ্যে পতিত ছিন্ন বস্ত্র খণ্ড কি পাওয়া যায় না? পরের ভরণ পোষণ জন্যই তো তরুগণের সৃষ্টি, এখন বৃক্ষসকল কি ভিক্ষা দেয় না? নদীসমূহ কি শুকনো হয়ে গিয়েছে? পর্বতের গুহাগুলি কি সবই অবরুদ্ধ? শ্রীহরি কি শরণাগতের রক্ষা করেন না? সুধীগণ তবে কি হেতু ধনগর্বে অন্ধ ধনিগণের ভজনা করেন?

হে মহারাজ! মন যতক্ষণ না ধারণা দ্বারা নিশ্চলভাবে ধারণ করে ততক্ষণ এই চিন্তাময় অর্থাৎ চিন্তাতেই আবির্ভূত শ্রীহরির রূপ দর্শন করতে থাকবেন। শ্রীহরির চরণ কমল হতে আরম্ভ করে হাস্য পর্যন্ত প্রত্যেক অবয়ব ধ্যান করবেন এইরূপে মন চঞ্চলতা পরিত্যাগ করে নির্মল হয়। রাজন্, আসন্ন মৃত্যু ব্যক্তির যা কর্তব্য তা বর্ণন করলাম। যোগী যখন স্বীয় দেহ পরিত্যাগ করতে ইচ্ছা করবেন তখন তিনি পুণ্যক্ষেত্র বা উত্তরায়ণাদি কালের চিন্তা না করে স্থিরভাবে সুখকর আসনে উপবেশন পূর্বক প্রাণায়াম দ্বারা পঞ্চপ্রাণ জয় করে মনোদ্বারা ইন্দ্রিয় সকলকে সংযত করবেন। অনন্তর স্বীয় নির্মল বুদ্ধিদ্বারা মনকে নিয়ন্ত্রিত করে, সেই বুদ্ধিকে ক্ষেত্রজ্ঞে লয় করবেন। যে আত্মা বুদ্ধি প্রভৃতিকে আপনার দৃশ্য পদার্থ ও আপনাকে উহাদিগের দ্রষ্টা বলে মনে করেন তাঁকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে। যদি তিনি দেহত্যাগ করে সদ্যোমুক্ত হতে চান তাহলে প্রথমতঃ পাদমূল দ্বারা মূলাধার অর্থাৎ গুহ্যদ্বার নিরুদ্ধ করে অক্লান্ত ভাবে প্রাণ বায়ুকে নাভি প্রভৃতি ছয়টি ক্রম্মোচ স্থানে উন্নীত করবেন। যখন তিনি একদম কামনাবাসনা শূন্য হন, তখন তাঁর প্রাণ ব্রহ্মারন্ধ্র ভেদ করে দেহ ও ইন্দ্রিয়গণকে পরিত্যাগ করে পরব্রহ্মে মিলিত হবেন। হে রাজন! যোগিদের সমাধি অবস্থায় প্রাণবায়ুমধ্যে সূক্ষ্ম শরীর থাকে তদ্দ্বারা তাঁরা ভূলোক, প্রেতলোক ও স্বর্গলোক এই ত্রিভুবনের মধ্যস্থিত যে কোন লোকে অথবা অন্তরে ও বাহিরে যথেচ্ছ ভ্রমণ করতে পারেন। তাঁদের শক্তি অতুলনীয়, তাঁরা উপাসনা, তপস্যা, অষ্টাঙ্গযোগ ও সমাধিজ্ঞান দ্বারা সে সকল শক্তিলাভে সমর্থ হন। কর্মবাদিগণ কর্মদ্বারা সেরূপ গতিলাভ করতে পারে না।

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্! জীব বহু যোনি ভ্রমণ করতে করতে ভাগ্যফলে মনুষ্য জন্ম লাভ করে। যদি ভাগ্যফলে সাধু সঙ্গলাভ হয় তদ্দ্বারা ভগবানে অচলা ভক্তিভাবের উদয় হয়, তবেই জীবের পরম পুরুষার্থ লাভ হয়ে থাকে। নতুবা সমস্তই তুচ্ছ। শ্রীহরিকথা শ্রবণ করতে করতে জ্ঞানের উদয় হয়, এই জ্ঞানদ্বারা সমস্ত রাগদ্বেষ তিরোহিত হয় এবং সকলের প্রতি বৈরাগ্য জন্মে, চিত্তে প্রসন্নতা লাভ হয়; এরপর ভক্তিযোগের উদয় হয়, ইহাই শাস্ত্রে কৈবল্যপথ। মানুষের এটাই সৌভাগ্যের পথ। এই ভক্তিই পরম পুরুষার্থ।

শৌনক ঋষি বললেন, হে সূত! রাজা পরীক্ষিৎ পূর্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করে বেদজ্ঞ ও পরব্রহ্মদর্শী শ্রীশুকদেবকে পুনর্বার কি জিজ্ঞাসা করলেন তা আমরা শ্রবণেচ্ছু।

কারণ সজ্জনগণের উপস্থিতিতে যে প্রসঙ্গ আলোচনা হয় তা গ্রাম্য কথা হলেও পরিণামে হরিকথাতেই পর্যবসিত হয়। তা অমৃত সমান। রাজা পরীক্ষিৎ বাল্যকালে বাল্যক্রীড়াচ্ছলেও শ্রীকৃষ্ণের পূজা, ভোগ, আরতি প্রভৃতি করতেন আর ব্যাসনন্দন সর্বজ্ঞশিরোমণি সুতরাং এমন শ্রোতা বক্তার সমাগমে শ্রীগোবিন্দের গুণবর্ধন ছাড়া আর কি হবে? সূর্যের উদয়াস্তের সঙ্গে সঙ্গে জীবের আয়ু বৃথা চলে যায়। যিনি হরিগুণ গান-শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণ করেন, একমাত্র তাঁরই আয়ু সার্থক। গোবিন্দকথা শ্রবণে সর্বতোভাবে রাগ, দ্বেষ, মোহ নিবৃত্তি হয়, শ্রীভগবৎতত্ত্ব জ্ঞান হয়, চিত্ত প্রসন্ন হয়, সমস্ত বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মে এবং শ্রীভগবানের চরণ লাভে প্রবৃত্তি জন্মে। অতএব পুণ্যকীর্তি শ্রীহরির কথাব্যতীত অন্য প্রসঙ্গে যে ক্ষণকালমাত্র ব্যয়িত হওয়া উচিত নয়; তা যদি হয় তবে সেটা বৃথা ব্যয়িত হয়। জীবের সুখময় এবং নিরাপদ আশ্রয় গোবিন্দচরণে প্রেমলাভ। ব্রহ্ম নির্বিকার চিত্তে সমগ্রবেদ তিনবার বিচার করে যা হতে গোবিন্দ চরণে রতিলাভ হয় সেই ভক্তিযোগই পরম সাধন বলে বিহিত করেছেন। জীবাত্মা ও পরমাত্মা দুই অনুভবসিদ্ধ বস্তু, জীবাত্মা পরমাত্মার নিয়ন্তারূপে অনুভব হয়ে থাকে। শ্রীগোবিন্দ চরণেই একমাত্র গতি।

বৃক্ষসমূহ কি জীবন ধারণ করে না? কর্মকারের বায়ু পরিচালনা যন্ত্র ভস্ত্রা কি বায়ু ত্যাগ ও গ্রহণ করে না? পশুরা কি আহার বিহার করে না? কেবল জীবন ধারণ, শ্বাসক্রিয়া ও ভক্ষণাদিই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য নহে। শ্রীহরির নাম গান যার কর্ণপাত হয় না সে পশু উষ্ট্র, শূকর বা গর্দ্দভ তুল্য। যার কর্ণে হরিকথা প্রবেশ করে না তার কর্ণদ্বয় বৃথা রন্ধ্রমাত্র। যে জিহ্বা হরি গুণ গান করে না, তা ভেক জিহ্বার ন্যায় তুচ্ছ। যে মস্তক মুকুন্দের পাদপদ্মে অবনত হয় না সে মস্তক পট্ট বস্ত্রে কিরীট দ্বারা সুশোভিত হলে তা নিতান্তই দেহের ভারমাত্র। যে বাহু হরির চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে না, তা কাঞ্চন কঙ্কনে বিভূষিত হলেও শবদেহের বাহুর সহিত তার প্রভেদ লক্ষিত হয় না। যে নয়নদ্বয় শ্রী বিষ্ণুর রূপ দর্শন করে না, তা ময়ূরপুচ্ছ সদৃশ বৃথা শোভা পায় মাত্র। যে পদদ্বয় শ্রীহরির ক্ষেত্র গমন করে না তা বৃক্ষমূলতুল্য। যে মানব মুকুন্দের চরণরেণু মস্তকে ধারণ করে কৃতার্থ হয় না সে জীবিত থেকেও মৃত। যে মনুষ্য শ্রী বিষ্ণুর পাদ সমর্পিত তুলসীর আঘ্রাণ কদাপি গ্রহণ করেন না, তার শ্বাস প্রশ্বাস থাকলেও সে জীবন্মৃত। যে মনুষ্য হৃদয় শ্রীহরির মধুর নাম কীর্তনে বিগলিত হয় না, নয়নদ্বয় আনন্দাশ্রুধারা বহে না, সকল অঙ্গে পুলকের সৃষ্টি করে

না, তা পাষাণ সম। সন্দেহ নাই। অতএব রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্ন শুনে যা বলেছিলেন ভাগবত পরমহংস আত্মতত্ত্বজ্ঞ শ্রীশুকদেব, হে প্রত্যক্ষদর্শিনসূত! তুমি আমাদের নিকট সেই মধুর কথা সবিস্তারে বর্ণনা কর।

অধ্যায় (৪—৭)

সূত বললেন, মহারাজ ঔত্তরেয় শ্রীশুকদেবের এই নিশ্চয়াত্মক কথাশুনে 'কৃষ্ণই একমাত্র গতি' নিশ্চয় করলেন এবং অবিচলিতভাবে প্রাণমন সমর্পণ পূর্বক সমস্ত মায়াবন্ধন ছিন্ন করে বাসুদেবকে নিজ জন বলে ভাবিত হয়ে স্বীয় মতিকে শ্রীকৃষ্ণে একান্তভাবে আবদ্ধ করলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি সর্বজ্ঞ ও নির্মলচেতা আপনার বচন শুনতে শুনতে আমার মনের অজ্ঞানতা দূর হচ্ছে। এক্ষণে পুনরায় জিজ্ঞাসা করছি, দয়া করে উত্তর দিন। সর্বশক্তিমান প্রভু নিজ মায়াদ্বারা কিরূপে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের বিধান করেন? কিরূপে তিনি নিত্য ক্রীড়া করেন? রাজার এই প্রশ্ন শুনে শুকদেব হৃষীকেশকে স্মরণ করে স্তুতিগান করতে করতে বললেন, সেই সর্বোত্তম পুরুষের বন্দনা করি। তাঁর মহিমা অপরিমেয়, তিনি লীলা করে সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ আশ্রয় করে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপে প্রকাশিত, এবং তা হতে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় প্রাপ্ত হয়। যোগিগণেরও অলক্ষ্য, অপরিমিত মহিমাশালী ভগবানকে প্রণাম করি। রাজন্, এই প্রসঙ্গে তোমাকে পুরাকালের ব্রহ্মা—নারদ সংবাদ বলছি শুন—

নারদ ব্রহ্মাকে বললেন, হে ভূতভাবন! হে দেবদেব! আপনাকে প্রণাম। আপনি প্রাণীগণের স্রষ্টা, অনাদি, যে সাধনদ্বারা আত্মতত্ত্বের সম্যক্ উপলব্ধি হয় তা উপদেশ করুন। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব যাঁ হতে প্রকাশিত হয়, যাঁতে আশ্রিত, যাঁর সৃষ্ট, যাঁতে লয় প্রাপ্ত হয়, যাঁর অধীন এবং যা জগতের স্বরূপ, আমার নিকট তাঁর তত্ত্ব প্রকাশ করুন। আপনার জ্ঞান ও শক্তি কি আপনি অন্য কোথায় পেয়েছেন? না আপানি স্বতন্ত্র? স্বতন্ত্র যদি হন তবে আপনি তপস্যা করেন কেন? আপনার স্বরূপ কি? আপনি ব্যতীত অন্য কেহ ঈশ্বর আছেন? যেমন মাকড়সা অন্য কারো অপেক্ষা না করে জাল তৈরী করে বিস্তার করে, আপনিও কি সেরূপ নিজেই উপাদান ও নিমিত্তরূপে জগৎ সৃষ্টি করেন? হে সর্বজ্ঞ! যাতে আপনার কৃপায় এই সমস্ত তত্ত্ব

অধিগত করতে পারি সে রূপ উপদেশ করুন। ব্রহ্মা বললেন, হে বৎস নারদ। তুমি আমাকে যা বললে তা মিথ্যা নয়; কারণ আমার ঈশ্বরত্ব আছে সত্য কিন্তু আমা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ যাঁর কৃপায় আমি সৃষ্টিশক্তি লাভ করেছি, তাঁর তত্ত্ব না জেনে আমাকে সর্বশক্তিমান ভাবছ। আমারও যিনি নিয়ন্তা , তিনি সর্ববিধ যুক্তি তর্ক ও জ্ঞানের অতীত। তা তোমার পরিজ্ঞাত নয়। তাঁর বিষয় তোমাকে বলছি শ্রবণ কর। সূর্য, অগ্নি, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, তারকাগণ যেমন দৃশ্য পদার্থকে দৃষ্ট করায়, এইরূপ শ্রী ভগবান্ তাঁর চৈতন্যস্বরূপ দ্বারা নিখিল বিশ্বকে প্রকাশিত করলে আমিও তেমনি তাঁর শক্তিতে শক্তিমান হয়ে বিশ্বকে সৃষ্টরূপে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করছি মাত্র। আমি স্বতন্ত্র প্রকাশক নহি। আমি সেই বসুদেবকেই ধ্যান ও বন্দনা করি, মায়া যাঁর দৃষ্টিপথে নয়ন গোচর হতে লজ্জিত হয়, যাঁর দ্বারা মোহিত হয়ে আত্মবিস্মৃত অজ্ঞান জগৎবাসীগণ 'আমি' 'আমার' বলে সর্বদা শ্লাঘা করে। ব্রহ্মাণ্ড যাঁর সৃষ্টি আমি তাঁরই সৃষ্ট। তাঁর প্রেরণায় আমি জগতের সৃষ্টি করি। তিনি স্বয়ং বিষ্ণুরূপে মায়ার অধীশ্বর হয়ে নিখিল বিশ্বের পরিপালন করে থাকেন। তাঁর গতি সম্পূর্ণ অলক্ষিত, ত্রিগুণের দ্বারা তিনি জ্ঞাতব্য নহেন। কার্য ও কারণের সমষ্টিরূপ সৃজ্য বিশ্ব শ্রীভগবান্ হতে পৃথক নয়। বায়ু, আকাশ, তেজ, জল, গন্ধ, স্পর্শ সপ্তলোক এবং বর্ণাশ্রম ও অতলাদি সমস্তই তাঁ হতেই উদ্ভূত। হে নারদ! আমি, তুমি রুদ্রসনকাদি, বিজ্ঞান ও সত্ত্বগণ সকলই সেই পরমেশ্বরের স্বরূপ ও তাঁর আশ্রিত—যা হয়ে গিয়েছে, যা হতেছে, যা হবে সকলই সেই পরমেশ্বরের ইচ্ছায় হচ্ছে। তাঁর এই ইচ্ছার কেহ নিয়ামক নাই অর্থাৎ কখন তাঁর ইচ্ছার উদ্গম তা কেহ নির্দেশ করতে পারে না। যখন তাঁর ইচ্ছার উদ্রেক হয় তখন তিনি কাল শক্তি প্রয়োগ করে সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের সাম্য অবস্থারূপিণী প্রকৃতিকে চঞ্চল করেন। সেই বিরাট পুরুষের চিত্ত হতে ধর্মের, আমার তোমার, সনক-সনন্দনাদি কুমারদের, ঋষিগণের, রুদ্রের এবং সর্বজীবের চিত্তের উৎপত্তি হয়েছে। পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্ত বস্তু এমনকি ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান যে সমস্ত বস্তু আছে, তার কিছুই পুরুষ হতে পৃথক পদার্থ নহে। তাঁর দ্বারাই বিশ্ব আবৃত তিনি সকলের উপরে দশাঙ্গুল অর্থাৎ দশদিক বা দশভূত অতিক্রম করে তিনি আছেন। তিনি অমৃত ও অভয়ের অধিপতি। তাঁর চরণযুগল সকল মঙ্গল বিধানের একমাত্র নিদান। আমি সর্বলোক পূজিত অথচ তাঁকে সম্পূর্ণ রূপে জানতে পারিনি। দেহ মন প্রাণ সম্পূর্ণ দিয়ে নির্মল হলে তাঁকে জানার অধিকার জন্মে,

অবিশ্বাসীদের নিকট তাঁর রূপ প্রকাশিত হয় না। হে শ্রেষ্ঠ! আমি একান্তভাবে ভক্তি সহকারে হৃদয়মধ্যে শ্রীহরির চরণ ধ্যান করেছিলাম। সেই ধ্যান প্রভাবে তার ফলস্বরূপ তাঁর করুণায় আমার বাক্য কখনো মিথ্যা হয় না, চিন্তা বৃথা হয় না। মনের গতি প্রতিকূল চিন্তার অভিমুখে প্রবাহিত হয় না; আমার ইন্দ্রিয়গণ কখনও অসৎপথে গমন করে না।

যে বেদপাঠে সকলই মহাবিজ্ঞ হয়, সেই বেদ প্রথমতঃ আমার মুখ হতেই নির্গত হয়েছিল, আমি তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছি, প্রজাপতিগণ আমার বন্দনা করেন অথচ যাঁ হতে আমার জন্ম তাঁকে জানতে পারি নাই। আমি স্বয়ং সৃষ্টি কর্তা নই, আমার যা কিছু শক্তি সমস্তই শ্রীহরির দয়ায় জানবে। আমি ব্রহ্মা, শ্রীরুদ্র, তুমি ও অন্যান্য ঋষিগণ যাঁর পরমার্থ স্বরূপ অবগত নহে, অপর দেবতারা তাঁর সেই স্বরূপ কিরূপে নিরুপণ করতে সমর্থ হবেন? আমরা তাঁর মায়ায় মোহিত হয়ে তাঁরই রচিত বিশ্বকে স্ব স্ব জ্ঞানানুসারে উপলব্ধি করছি। তিনি সত্যস্বরূপ অর্থাৎ তাঁরই একমাত্র অস্তিত্ব আছে, অন্য কারও প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। আমি এক্ষণে বিরাটরূপী ভগবানের বিভূতি যে সমস্ত অবতারকে ঋষিগণ লীলাবতার বলে বর্ণনা করেছেন—যাঁদের চরিত্র শ্রবণ করলে অসৎকথা, মনের সমস্ত মলিনতা বিদূরিত হয়, সেই অবতার গণের কথা সংক্ষেপে বলছি, (কারণ বিস্তারিতরূপে বর্ণন করতে কেহই সমর্থ নহে) তা কর্ণপুট দিয়ে পান কর।

ব্রহ্মা বললেন, সেই অখিল পুরুষ বরাহরূপে মহাসমুদ্র মধ্যে উপস্থিত হলে পৃথিবীর উদ্ধারকালে দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষকে নিজের দন্ত দ্বারা বিদীর্ণ করেন। অনন্তর প্রজাপতি রুচির ঔরসে আকুতির গর্ভে সুযজ্ঞ নামে আবির্ভূত হয়ে জগতের আর্ত্তি হরণ করায় তাঁর মাতামহ স্বায়ম্ভুব মনু তাকে 'হরি' আখ্যা প্রদান করেন। অনন্তর তিনি কর্দম প্রজাপতির ঔরসে দেবহূতির গর্ভে নয়টি ভগ্নী সহ জন্ম নিয়ে কপিলরূপে বিখ্যাত হন এবং নিজ মাতাকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দেন। জননী দেবহূতি ঐ ব্রহ্মবিদ্যার ফলে মুক্তিলাভ করেছিলেন। অত্রিঋষি পুত্র কামনা করে তপস্যা করলে শ্রীহরি তুষ্ট হয়ে তাঁকে আত্মদান করেন, এই জন্য তিনি এই অবতারে দত্তাত্রেয় রূপে যদু, হৈহয়, প্রভৃতি রাজগণ দ্বারা পূজিত হন। আমি লোক সৃষ্টি মানসে তপস্যা করেছিলাম, তিনি তুষ্ট হয়ে চতঃসন রূপে সনৎকুমার , সনক, সনন্দন ও সনাতন নামে অবতীর্ণ হয়ে তিনি ঋষিদের হৃদয়ে আত্মতত্ত্ব উদ্ভাসিত করেন। ধর্মের পত্নী দক্ষকন্যা মূর্তির

গর্ভে অসাধারণ তপঃপ্রভাব সম্পন্ন নারায়ণ ও নর এই দ্বিমূর্তিতে আবির্ভূত হন, অপ্সরাগণ তাঁর তপোবিঘ্ন করতে পারে নাই—ক্রোধ উৎপত্তি ত দূরের কথা। শিব কামকে রোষ দৃষ্টিতে ভস্মীভূত করেছিলেন, কিন্তু স্বয়ং ক্রোধানলে দগ্ধ হয়েও ক্রোধ নিবারণ করতে পারেন নাই। সেই ক্রোধ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নাই। উত্তানপাদ রাজার পুত্র ধ্রব পিতার সমক্ষে বিমাতার বাক্যবাণে দুঃখ পেয়ে বাল্যকালেই তপস্যার্থে বনে গমন করেন। শ্রীভগবান্ পৃশ্নিগর্ভে অবতারে তাঁকে ধ্রুবলোক প্রদান করেন। যে পদ ভৃগুমুনি প্রভৃতি সপ্তর্ষি অদ্যাপি প্রদক্ষিণ করেন। ব্রাহ্মণগণের বাক্য বজ্রে পৌরুষ ও ঐশ্বর্য দগ্ধ হয়ে উৎপথগামী বেণ নরকগামী হলে শ্রীভগবান্ পৃথু অবতারে তাঁকে নরক হতে রক্ষা করেন। নাভির ঔরসে সুদেবীর গর্ভে জন্ম নিয়ে তিনি ঋষভ রূপে যোগচর্চা করে মুক্তসঙ্গ, সমদর্শী এবং জিতেন্দ্রিয় হয়ে পরমহংসত্ব লাভ করেন।

বৎস নারদ! একদিন আমি যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলাম। ভগবান্ সুবর্ণবর্ণ হয়গ্রীবরূপে আমার যজ্ঞে তিনি আবির্ভূত হয়ে নিঃশ্বাস ত্যাগ পূর্বক স্বীয় নাসাপুট হতে কমনীয় বেদবাক্য সমূহ প্রথম উৎপন্ন করেছিলেন। প্রলয়কালে অখিলদেবতাত্মা শ্রীহরি মৎস্যরূপে বেদধারণ , কুর্ম্মরূপে মন্দর পর্বত ধারণ করে দেবাসুরের সমুদ্র মন্থন দণ্ড ধারণ, ভয়ঙ্কর নৃসিংহ রূপ ধারণ পূর্বক হিরণ্যকশিপুকে উরুদেশে নিপাতিত করে নখদ্বারা তার বক্ষঃ বিদীর্ণ করেন। একদিন সরোবরের সলিলমধ্যে কুম্ভীরের কবল হতে হরি নামক অবতাররূপে গজপতিকে উদ্ধার, অতঃপর অদিতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে বলির যজ্ঞে বামনরূপে ভগবান্ ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিকে বলপূর্বক পথভ্রষ্ট করেন না, সে জন্যই বামন মূর্তিতে সমস্ত পদদ্বারা ত্রিভুবন দখল করেন। হে নারদ! শ্রীভগবান্ হংসাবতারে তোমাকে ভক্তিযোগ ও আত্মতত্ত্ব সমন্বিত ভাগবতজ্ঞান উপদেশ করেছিলেন। মন্বন্তরাবতার রূপে সুদর্শন চক্র তুল্য অপ্রতিহত তেজে মনুবংশ পালন ও দুষ্ট রাজগণের দমন, ধন্বন্তরিরূপে আয়ুর্বেদ প্রবর্তন করে সর্বরোগ হরণ ও দেবগণকে অমর করেন, পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হয়ে বেদবিরোধী ক্ষত্রিয়গণের একবিংশতি বার ক্ষত্রিয় নাশ করেন, শ্রীরামচন্দ্র রূপে রাবণ বধ এবং বলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীরভার হরণ, বালক মূর্তিতেই পূতনার প্রাণনাশ, শকট ভঞ্জন, (জানুচঙ্ক্রমণকালে উভয় পদের মধ্যবর্তী অত্যুচ্চ) যমলার্জ্জুনভঙ্গ, দামবন্ধন, বরুণ পাশ হতে পিতা নন্দরাজাকে মুক্তকরণ, সপ্তমবর্ষে বাম করে অবলীলাক্রমে সাতদিন গোবর্ধন ধারণ, শঙ্খচূড় বধ করে গোপিকাগণকে উদ্ধার

সাধন, রাসক্রীড়া এতদ্ব্যতীত বহু অসুরকে অন্যদের দ্বারা নিধন করে আলোক সামান্য কর্ম করেন। এছাড়া শ্রীহরি সত্যবতীর গর্ভে ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হন। কালপ্রভাবে মানবগণের বুদ্ধি সঙ্কুচিত ও পরমায়ু ক্ষীণ হলে বেদশাস্ত্র তাদের বুদ্ধির অগম্য জেনে তিনি বেদের শাখাবিভাগ করে দেন। বুদ্ধাবতারে পাষণ্ডবেশে বহুবিধ উপধর্ম উপদেশ করেন। কলির শেষভাগে সজ্জন ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিগণের গৃহেও হরির গুণ গান হবে না, ব্রাহ্মণগণ বেদবিরোধী হয়ে উঠবে, শূদ্রগণ রাজার আসন দখল করবে, মন্ত্র উচ্চারিত হবে না তখন ভগবান্ যুগান্তে কল্কিরূপে অবতীর্ণ হয়ে কলির শাসন করবেন, এই সমস্তই অখিলশক্তিধারী হরির মায়াবিভূতি। যদি জগতের কোনও জ্ঞানী ব্যক্তি পৃথিবীর রেনুসমূহ গণনা করতে সমর্থ হন, তথাপি তিনিও শ্রীহরির বিভূতি বর্ণন করতে সমর্থ হবেন না। যাঁরা নির্মল সরল চিত্তে সমগ্র আত্মা দ্বারা তাঁর চরণে আশ্রয় নেন, এবং শ্রীভগবান্ যদি তাঁর প্রতি করুণা প্রদর্শন করেন তবেই তাঁর যোগমায়াবৈভব জানতে পারে। শৃগাল, কুকুর ভক্ষ্য দেহে তাঁদের 'আমি' 'আমার' প্রভৃতি মমতা থাকে না। অতএব তাঁর করুণাই একমাত্র জীবের মুক্তিলাভের উপায়। তাঁর মায়া জানতে পারে একমাত্র যাদের জীবনে সদ্‌সঙ্গ ঘটে এবং শ্রীভগবানের রূপ মনোধারণ করতে সমর্থ হন। তবেই তাঁর মায়াবৈভব জানতে ও ভবসাগর উত্তীর্ণ হতে পারেন। ব্রহ্মরূপে মুনিগণ যে পরমতত্ত্ব প্রকাশ ও অনুভব করে থাকেন তাই পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের নির্বিশেষে প্রকাশ। কর্মকার যেমন কূপ খননান্তে সেই কূপ পরিত্যাগ করে, ব্রাহ্মণগণ সেইরূপ যতচিত্ত ও ভেদজ্ঞান রহিত হলে সাধন সমূহ ত্যাগ করেন কারণ উহা জ্ঞান ব্যতীত কোন বস্তু বিদ্যমান নাই। সমস্তই শ্রীহরি, আর কিছুই নাই। কারণ ও কার্য শ্রীহরি হতে ভিন্ন নহে অথচ শ্রীহরি কারণ স্বরূপ হওয়ায় কার্য হতে ভিন্ন। সে সকল ভূত সমষ্টির দ্বারা দেহ নির্মিত হয় সেই সকল ভূত পরস্পর বিমুক্ত হলে দেহও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তদ্দ্বারা জীবাত্মার কোন অনিষ্ট হয় না। দেহ নষ্ট হলেও জীবাত্মা বর্তমান থাকে। কারণ তিনি অজ। এই জীবাত্মাই দেহান্তে শ্রীহরির কৃপায় ফলভোগ করে থাকে। শ্রীভগবান্ জীবের মুক্তি ও ফলপ্রদাতা; তাঁর স্বরূপ বৈভব হতে ভক্তিস্বভাবযোগ্য ভাবাদি জীবে সঞ্চার করে থাকেন। হে নারদ! তোমার নিকট শ্রীভগবানের স্বরূপ ও লীলাদি সম্বন্ধে সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম। তুমি সেইভাবে সর্বত্র তাঁর লীলা গুণগান কীর্তন কর; যাতে জীব গোবিন্দে ভক্তিলাভ করতে পারে। কেবল তত্ত্বের ব্যাখ্যা করে রসের ব্যাঘাত করো না।

অধ্যায় (৮-১০)

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন, হে তত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মন্! ব্রহ্মার আদেশ নির্দেশমত নারদ যে ব্যক্তির নিকট শ্রীহরির গুণগান করে শুনিয়েছিলেন আমি সেই ভুবনমঙ্গল তত্ত্বকথা শুনতে ইচ্ছা করি—হে মহাভাগ! লোকমঙ্গল লোককল্যাণ সেই শ্রীহরির কথা আপনি বলুন, যেন আমি সর্বাত্মা বিশ্বপিতা শ্রীকৃষ্ণ চরণে চিত্ত সমর্পণ করতে পারি এবং নিরাসক্ত মনে কলেবর পরিত্যাগ করতে পারি। আপনি আমাকে তদ্‌বিষয় উপদেশ দান করুন। যেমন শরীরের উৎপত্তি আত্মার নিজের ইচ্ছায় কি অন্য কোন কারণে? অবয়ব ধারণ করলে লৌকিক পুরুষ ও অলৌকিক ঐ মহাপুরুষের মধ্যে কি প্রভেদ থাকে? ব্রহ্মা যাঁর কৃপায় ভূত সকলকে সৃষ্টি করে থাকেন এবং তাঁর দর্শন করেছিলেন, বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকারী সর্বান্তর্যামী মায়ামতি সেই ভগবান্ নিজমায়া পরিত্যাগ করে কোন্ স্বরূপ অবস্থান করে থাকেন? শ্রীভগবানের আশ্চর্যতম আচরণ সাধারণের ন্যায় ব্যবহার ও রাজধর্ম, আপদধর্ম প্রকৃতি পুরুষের তত্ত্ব, আত্মার বন্ধন, মুক্তি ও স্বরূপ স্থিতি, প্রলয়কালে মায়ার সহিত শ্রীহরি কিরূপে ক্রীড়া করেন? শুভাশুভ কর্মদ্বারা যে লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, তারা কিরূপ ও তাদিগের সংখ্যা কত? জীব কিরূপ দেহ প্রাপ্ত হলে তাতে পাপ ও পুণ্য কর্মের একত্র স্থিতি সম্ভবপর হতে পারে এবং জীবগণের মধ্যে কে কিরূপ কর্ম করে, কি গতি প্রাপ্ত হয়ে থাকে? যুগে যুগে তাঁর অত্যাশ্চর্য অবতারলীলা কীর্তন করে কৃতার্থ করুন। মনুষ্যগণের সাধারণ ধর্ম কি? তাদের স্ব স্ব বর্ণাশ্রমচিত ধর্মই বা কি? আলাদা আলাদা কর্ম করে মানবগণ জীবিকা নির্বাহ করে তাদের কাকে আশ্রয় করা উচিত? হে ব্রহ্মন্! অনশনের জন্য চিন্তা করবেন না, তার জন্য আমার চিত্ত ব্যাকুল হচ্ছে না; আপনার অমৃতময় সুধাপান করে আমার চিত্ত পরমতৃপ্তি লাভ করছে। আপনি বলুন—রাজর্ষিগণ ও বিপদ সম্মুখীন জীবগণের কিরূপ ধর্ম অনুসরণ করা কর্তব্য? প্রকৃতি-প্রভৃতি তত্ত্বসমূহের স্বরূপ কি? এবং কোন্ তত্ত্ব কারণ হয়ে কোন্ কার্য উৎপন্ন হয়ে থাকে? দেবতার সাধনা কিরূপে করতে হয়? এবং অষ্টাঙ্গ যোগের বিধি কিরূপ? প্রলয়কালে জীবগণের দেহ বিলুপ্ত হয় তারপর পুনরায় কিরূপে উৎপত্তি হয়ে থাকে এবং কিরূপেই বা পাষণ্ডগণের উৎপত্তি হয়ে থাকে? আত্মা কিরূপে বদ্ধ ও মুক্ত স্বরূপ অবস্থায় অবস্থান করে? হে মহামুনে! আমার প্রশ্নগুলি সঠিক কি না তা বুঝি

না, আমাকে চরণাশ্রিত জেনে আমার জিজ্ঞাসিত ও অজিজ্ঞাসিত সমস্ত বিষয়ের যথাযথ উত্তর দিয়ে কৃতার্থ করুন।

শ্রীসূত বললেন,—মহারাজ সভামধ্যে শুকদেবকে শ্রীভগবানের কথা বিষয়ক নানা প্রশ্ন করলে—শুকদেব পরম প্রীত হলেন এবং সে কল্পে ব্রহ্মা নারায়ণের নাভি কমল হতে উৎপন্ন হয়েছিলেন; সেই কল্পারম্ভে নারায়ণ ব্রহ্মাকে যে ভাগবত পুরাণ উপদেশ দিয়েছিলেন শুকদেব তাই বলতে লাগলেন। আত্মার দেহ-সম্বন্ধ, শ্রীহরির মায়া জনিত। এই মায়াবলেই জীব আসক্ত হয়ে 'আমি' 'আমার' বলে বন্ধন দশা প্রাপ্ত হয়। কাল ও মায়া অতিক্রম করে জীবাত্মা যখন স্বমহিমাতে ক্রীড়া করে, তখনই সে স্বরূপস্থ। আদিদেব ব্রহ্মা জগতের পরম গুরু; তিনিই ভক্তিরহস্যের প্রধান উপদেষ্টা। সৃষ্টি কামী ব্রহ্মা যখন জগত নির্মাণ বিধি সঠিক ধারণা করতে পারলেন না, তখন জল মধ্য থেকে 'তপঃ'এই বাক্যটি ধ্বনিত হয়ে উঠল। তা শুনে ব্রহ্মা সহস্রবর্ষব্যাপী তপস্যায় রত থাকলেন। ব্রহ্মার অকপট ভক্তিতে পরিতুষ্ট হয়ে শ্রীহরি তাঁকে নিজধাম ও শ্রীবিগ্রহ দর্শন করালেন। এবং জীবের তত্ত্বজ্ঞানলাভের উপায় বললেন। এই লোক নিখিল লোকের পরপারে অবস্থিত। সেটি সর্ব উৎকৃষ্ট লোক। কালগুণ বা মায়া সেখানে কিছুর স্থান নাই। সেখানে তিনি পার্ষদগণ পরিবৃত আছেন, লক্ষ্মীদেবী সেখানে তাঁর চরণ সেবা এবং গুণগানে নিরত, অপরূপ রূপ ধারণ করে তিনি আপনার স্বরূপে নিত্য ক্রীড়া করছেন। শ্রীহরি নিজ হস্তদ্বারা তত্ত্বদর্শীভক্ত ব্রহ্মার হস্ত স্পর্শ করে বললেন, হে ব্রহ্মন্! ভুক্তি মুক্তি প্রভৃতির কামনা থাকতে কেহ আমার দর্শন পায় না, সৃষ্টির জন্য নিষ্কাম ভাবে বহুকাল তপস্যা করেছ বলে আমি তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়েছি। "তপস্যা আমার সাক্ষাৎ হৃদয়, তপস্যাই আত্মা, তপস্যা দ্বারাই আমি বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করি। দুশ্চর তপস্যাই আমার বীর্য অর্থাৎ আমার মহাশক্তি।"* তুমি তোমার ইচ্ছানুসারে বর প্রার্থনা কর। আমার দর্শন লাভেই সকল সাধনার সিদ্ধি। ব্রহ্মা বললেন, আপনি সর্বভূতনিয়ন্তা এবং সর্বান্তর্যামী সুতরাং কারো মনোভাব আপনার অজানা নয়। আপনি জগৎ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াদি লীলা করে থাকেন। আপনার সঙ্কল্প অব্যর্থ। আপনি স্বয়ং ব্রহ্মাদি

---

* তপো মে হৃদয়ং সাক্ষাদাত্মাহং তপসোহনঘ।।
সৃজামি তপসৈবেদং গ্রসামি তপসা পুনঃ।
বিভর্ম্মি তপসা বিশ্বং বীর্য্যং মে দুশ্চরং তপঃ।। ২/৯/২২, ২৩

রূপ ধারণ করে ক্রীড়া করছেন। যে তত্ত্ব জ্ঞান বলে আপনি এই সমস্ত লীলাকার্য সম্পন্ন করে থাকেন তার সম্বন্ধে আমাকে বলুন। আমি যেন স্বতন্ত্রবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে উৎকট অহঙ্কার আমাকে যেন আক্রমণ না করে। আমি যেন সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপে জ্ঞান লাভ করতে পারি। ভগবান্ তখন বললেন, আমি স্বরূপতঃ যাদৃশ; আমার সত্তা যাদৃশী এবং আমার রূপ, গুণ ও কর্ম যাদৃশ এই সমস্ত বিষয়ের পরম গুহ্য তত্ত্বজ্ঞান আমার প্রসাদে তোমার অন্তঃকরণে উদিত হউক। এই বলে শ্রীহরি ব্রহ্মাকে চতুঃশ্লোকী ভাগবত উপদেশ করলেন।

মহাপ্রলয়ে একমাত্র আমিই ছিলাম। সৎ ও অসৎ বলে তখন কিছুই ছিল না। ব্রহ্মরূপ প্রকাশও আমারই, সৃষ্টির অগ্রে আমিই ছিলাম। সৃষ্টির পরও আমিই থাকব। জগৎ আমি ছাড়া নহে, বিশ্বরূপে আমিই আছি। অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে যা কিছু ছিল, বর্তমানে যা কিছু আছে, এবং বিশ্বের প্রলয় পর আমিই একমাত্র অবশিষ্ট থাকব।১

আত্মবস্তুর যে বিবেকশক্তি হয় না, এবং অবস্তুর যে ইন্দ্রিয় বোধ হয় , তা আমারই মায়া জনিত জানবে। এই বিবেকশক্তির কোন সত্তা নাই তা অগ্নিপ্রভা মাত্র। অর্থাৎ এইরূপ মনে হয় মাত্র,ইহা অন্ধকার, সত্য দৃষ্টিকে আবৃত করে রাখে। আমা ছাড়া যার অস্তিত্ব নাই, সেই বস্তু আমার মায়া। যেমন দ্বিচন্দ্র না থাকলেও কখন কখন প্রতীতি হয় এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহে বস্তু থাকলেও প্রতীতি হয় না, মায়ার কার্যও তদ্রূপ হয়ে থাকে। ভূত মাত্রের আদি কারণ যেমন সেই ভূতের অন্তরে বাহিরে অনুপ্রবিষ্ট আছে, অদৃশ্যতাবশতঃ অপ্রবিষ্ট বলে বোধ হয়। এইরূপে মহাভূত সমূহ যেমন প্রবিষ্ট অপ্রবিষ্ট বলে বোধ হয় সেইরূপ আমিও মহাভূত ও তৎদ্বারা রচিত পদার্থ সমূহে প্রবিষ্ট ও অপ্রবিষ্ট রূপে প্রতীত হয়ে থাকে। ২, ৩

---

* (১) অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্।।

(২) ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ।।

(৩) যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেম্বনু।
প্রবিষ্টান্য প্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেম্বহম্।।

(৪) এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা।। ২/৯/৩২-৩৫

যে তত্ত্ব জিজ্ঞাসু আমার তত্ত্ব অনুভব করতে ইচ্ছা করেন, তিনি যেন সদ্‌গুরুর নিকট শিক্ষা লাভ করেন; যা সর্বদা সর্বাবস্থায় অন্বয় ও ব্যতিরেক অর্থাৎ হ্যাঁ এবং না দুই চিন্তাধারা অবলম্বনে আমি লভ্য তা শিক্ষা করেন।৪

জীব যখন জাগ্রত অবস্থায় অবস্থিতি করে, তখন তার মধ্যে জ্ঞানস্বরূপ প্রকাশিত থাকি; সুতরাং সৃষ্টিকালে জগতের সহিত আমার অন্বয় থাকে, কিন্তু সমাধি অবস্থায় যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লয় হয়ে যায়, তখনও আমিই চৈতন্যস্বরূপে বর্তমান থাকি। সুতরাং অন্বয় ও ব্যতিরেক দুই অবস্থায় আমি সত্য। ইহাই সত্য আত্মা। অপর সমস্তই মিথ্যা। হে ব্রহ্মন্! তুমি পরম সমাধিযোগে এই মতের অনুষ্ঠান কর। তাহলেই কখনও মোহ বা আত্ম অভিমানে মত্ত হবে না।

শুকদেব বললেন, হে রাজন্! পরম অধিপতি ব্রহ্মাকে উপদেশ দিয়ে তাঁর সমক্ষেই অজ বিষ্ণু আত্মরূপ অন্তর্হিত করলেন। ব্রহ্মাও তপস্যার দ্বারা সৃষ্টি কার্যে প্রবৃত্ত হলেন। নারদ ভক্তিদ্বারা পিতার সেবায় প্রবৃত্ত হলেন। ব্রহ্মা তাতে সন্তুষ্ট হয়ে নারদের নিকট দশলক্ষণযুক্ত ভাগবত পুরাণ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলেন। শ্রী নারায়ণ ব্রহ্মাকে যে চতুঃশ্লোকী ভাগবত সংক্ষেপে উপদেশ করেছিলেন তাই বললেন। তারপর নারদ সরস্বতী নদীর তটে পরমব্রহ্মে মনকে নিবিষ্ট করে ধ্যানস্থ বেদব্যাসকে ভাগবত উপদেশ করলেন। তুমি আরো অন্যান্য যে প্রশ্ন করেছ, আমি তার উত্তর দিচ্ছি—

শ্রীহরির দুটি রূপ; স্থূল ও সূক্ষ্ম। তিনি প্রাকৃতগুণ সংস্পর্শে শূন্য এবং সর্বব্যাপার বিবর্জ্জিত হলেও মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি কর্তা ভগবান্ ব্রহ্মারূপে সকর্ম্মক হয়ে মায়াবলম্বনে নাম রূপ ও ক্রিয়ার সৃষ্টি করেন। ক্রিয়াশক্তি প্রয়োগ করলে তাঁর হৃদয়াকাশ হতে ইন্দ্রিয়শক্তি, মনঃশক্তি ও দেহশক্তি আবিভূর্ত হয় এবং তার ক্রিয়া শক্তিস্বরূপ সূক্ষ্ম রূপ হতে মহাপ্রাণ প্রকাশ পায়। তিনি বস্তুতঃ কর্মবিহীন হলেও মায়াদ্বারা কর্মযুক্ত হয়ে থাকেন। তিনি প্রাণী সমূহকে স্থাবর ও জঙ্গম ভেদে দ্বিবিধ; জলচর, ভূচর ও খেচর ভেদে ত্রিবিধ, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিদ ভেদে চতুর্বিধ ভাবে সৃষ্টি করে থাকেন। যে যেরূপ কর্ম আচরণ করে সে সেইরূপ গতি প্রাপ্ত হয়। তারা কেহ জলে, কেহ স্থলে, কেহ অন্তরীক্ষে বাস করে থাকে। এদের আবার উত্তম, মধ্যম, অধম ভেদে গতি হয়ে থাকে। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিবিধ গতি অনুসারে কেহ

দেবতা, কেহ মনুষ্য, কেহ অসুর যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ইহারা পরস্পর মিলিত থাকায় তাদের তারতম্য অনুসারে তিনটিগুণ প্রত্যেকে তিনভাগে বিভক্ত হয়ে নববিধ গতির সৃষ্টি করে থাকে। শ্রীহরি ধর্মরূপে অবতীর্ণ হয়ে বিশ্বের স্থাপন ও পোষণ নানা ভোগাদি দ্বারা সংবর্ধিত করে থাকেন। প্রচণ্ড বায়ু যেমন মেঘকে দূরীভূত করে সেরূপ শ্রীভগবান্ প্রলয়কালে কালাগ্নি এবং রুদ্রমূর্তিতে নিজসৃষ্ট বিশ্বকে সংহার করে থাকেন।

শৌনক বললেন—হে সূত! তুমি বলেছিলে ভক্তশ্রেষ্ঠ বিদুর দুস্ত্যজ আত্মীয় বন্ধুগণকে ত্যাগ করে পৃথিবীর সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করেছিলেন এবং সর্বজ্ঞ মহামুনি মৈত্রেয়ের সহিত আত্মজ্ঞান বিষয়ক সম্বন্ধে তাঁর কথোপকথন হয়েছিল। তুমি এক্ষণে সেই সকল কথা—বিদুরের আত্মীয়বর্গ ত্যাগ, তাঁর আচরণ এবং প্রত্যাগমন সকল বর্ণনা কর। সূত বললেন, এই বিষয়ে রাজা পরীক্ষিতের জিজ্ঞাসায় শুকদেব যে উত্তর প্রদান করেছিলেন তাই বলছি শুনুন।

—ঃঃ—

শ্রীমদ্‌ভাগবত

তৃতীয় স্কন্ধ

অধ্যায় (১—৪)

শ্রীশুকদেব বললেন,— পূর্বকালে ভগবান্ যখন আপনার পূর্বপুরুষ পাণ্ডবগণের দূতরূপে আগমন করেছিলেন তখন দুর্যোধনের অপব্যবহারে তার গৃহত্যাগ করে নিজ গৃহ মনে করে যে সুপ্রসিদ্ধ গৃহে প্রবেশ করেছিলেন, সেই সমৃদ্ধিপূর্ণ স্বীয় গৃহত্যাগ করে বিদুর যখন বনে গমন করেন, সেকালে মৈত্রেয় মুনির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। মৈত্রেয় মুনিকে তিনি কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন,—ভগবান্ মৈত্রেয়ের সঙ্গে বিদুরের কোথায় সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং কি কথা হয়েছিল তা শুনতে ইচ্ছা করছে, দয়া করে তা আমার নিকট বর্ণন করুন। সূত বললেন, বহুদর্শী সর্বজ্ঞ মহামুনি হৃষ্টচিত্তে যা বলেছিলেন তা শ্রবণ কর।

অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিজ দুষ্ট অসাধু পুত্রদের কল্যাণে কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডুর নিরাশ্রয় পুত্রদিগকে জতুগৃহে আশ্রয় দিয়ে দগ্ধ করে মারবার পরিকল্পনা করে তাতে অগ্নি সংযোগ করালেন। কুরুকুলবধু দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ করে সভামধ্যে এনে দুঃশাসন কর্তৃক লাঞ্ছিত করালেন, রাজ পুত্রদের এই ভীষণ গর্হিত কর্ম দেখেও তাদের নিবারণ করলেন না। পরে সাধুচরিত্র যুধিষ্ঠির কপট অক্ষ ক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে সত্য প্রতিজ্ঞাপালনে ১২ বছর বনবাস ও এক বছর অজ্ঞাতবাসের ক্লেশ সহ্য করে প্রত্যাগমন পূর্বক রাজ্যের প্রাপ্য ভাগ চাইলে তা দিতে অস্বীকার করলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণের দূত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ অনুনয় করলেও রাজ্য ভাগ দিলেন না। এই সময় একদিন ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রী শ্রেষ্ঠ বিদুরকে আহ্বান জানালেন। বিদুর অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, "মহারাজ অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে যে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে তা আপনার অপরাধেই এর মূল। এর নিমিত্ত মধ্য পাণ্ডব ভীষণভাবে ক্রোধে

গর্জন করছে, যে ভীমকে আপনি অত্যন্ত ভয় করেন, সেই ভীম বিষধর সর্পস্বরূপ। এতে অত্যন্ত আতঙ্ক সৃষ্টি হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীদেবীর পুত্রগণকে পরম আত্মীয় রূপে গ্রহণ করেছেন। তিনি শুধু দেব নন, প্রত্যুত ভগবান্। যদুবংশের শ্রেষ্ঠ নায়কগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে বিশেষ সম্মান করেন। তিনি নিখিল মণ্ডলেশ্বর ভূপতি গণকে পরাজিত করেছেন। সুতরাং তিনি যে পক্ষ অবলম্বন করবেন অন্যরাও সেই পক্ষ নিবেন। অতএব যুধিষ্ঠিরকে তার প্রাপ্য রাজ্য প্রদান করুন। আপনি যাকে প্রিয় পুত্র মনে করছেন সেই কৃষ্ণবিদ্বেষী মূর্তিমান দোষস্বরূপ আপন গৃহে প্রবেশ করে আছে, লক্ষ্মী আপনাকে ত্যাগ করতে বসেছেন, বংশের মঙ্গল কামনায় অমঙ্গলস্বরূপ দুর্যোধনকে ত্যাগ করে কুলরক্ষা করুন।"* বিদুরের কথায় ধৃতরাষ্ট্র কান দিলেন না। বিদুর যখন এইরূপ কল্যাণমূলক উপদেশ দিচ্ছেন সেই সময় কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনির সহিত দুর্যোধন সভায় উপস্থিত ছিল, তারা যখন ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে বিদুরকে উদ্দেশ্য করে বলল, অতি কুটিল প্রকৃতি এই দাসীপুত্রকে কে এই মন্ত্রণালয়ে আমন্ত্রণ করেছে? এই কুটিল ব্যক্তি যার অন্নে জীবন ধারণ করছে তারই বিরোধিতা করছে, তার বিরুদ্ধ হয়ে শত্রু পক্ষকে সমর্থন করছে। শীঘ্রই একে রাজ্য থেকে বিতাড়িত কর। বিদুর জেষ্ঠের সম্মুখে এই শ্রুতিকটু বাক্যবাণে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। ইহা শ্রীভগবানের লীলা মনে করে সেই ক্ষণেই তিনি হস্তিনাপুর ত্যাগ করে পুণ্য সঞ্চয় মানসে তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন। ভ্রমণকালে তিনি শ্রীহরির প্রীতিকর ব্রতসকল আচরণ করতে লাগলেন। ভূমণ্ডলে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি নানাবিধ মূর্তিতে ভগবান্ যে সকল স্থানে অধিষ্ঠান করেছেন, একমনে সে সকল তীর্থক্ষেত্রে ভ্রমণ করতে লাগলেন। তাঁর নিজের দেহ সংস্কারের দিকে লক্ষ্য ছিল না। পুণ্যার্জ্জনের জন্য তীর্থে যে কঠোরতা পালন করতেন তাতে তাঁর দেহের আকৃতি পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। ভ্রমণের পর কালক্রমে তিনি প্রভাসতীর্থে উপস্থিত হলেন। তথায় সে শুনলেন সমস্ত আত্মীয়

---

* অজাতশত্রোঃ প্রতিযচ্ছ দায়ং তিতিক্ষতো দুর্ব্বিষহং তবাগঃ।
সহানুজো যত্র বৃকোদরাহিঃ শ্বসন্ রুষা যৎ ত্বমলং বিভেষি।।
পার্থাংস্তু দেবো ভগবান্ মুকুন্দো গৃহীতবান্ সক্ষিতিদেবদেবঃ।
আস্তে স্বপুর্য্যাং যদুদেবদেবো বিনির্জ্জিতাশেষনৃদেবদেবঃ।।
স এষ দোষঃ পুরুষদ্বিড়াস্তে গৃহান্ প্রবিষ্টো যমপত্যমত্যা।
পুষ্ণাসি কৃষ্ণাদ্বিমুখো গতশ্রীস্ত্যজাশ্বশৈব্যং কুলকৌশলায়।। ৩/১/১১-১৩

কৌরবগণ ধ্বংস হয়েছে। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের সাহায্যে একছত্র ভূপতি হয়ে রাজ্য শাসন করছেন। ইহাশুনে সন্তপ্তচিত্তে তিনি এরপর মৌনাবলম্বন করে সরস্বতী নদীর উৎপত্তি স্থানের অভিমুখে যাত্রা করলেন। যাত্রা ক্রমে প্রসিদ্ধ তীর্থে স্নান করলেন। ঋষিগণ ও দেবগণ কর্তৃক নির্মিত বহুসংখ্যক বিষ্ণুক্ষেত্র দর্শন করলেন। দেশের বহু জায়গায় বহু তীর্থ পর্যটন করে যমুনাতীরে উপস্থিত হলেন। সেখানে বিদুর শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত, গুরু বৃহস্পতির শিষ্য শ্রী উদ্ধবের দেখা পেলেন। উদ্ধবও সমৃদ্ধিশালী সুরাষ্ট্র সৌবীর, মৎস্য, কুরুজাঙ্গল অতিক্রম করে সমাগত হলেন যমুনাতীরে। তিনি ছিলেন বাসুদেবের অনুচর ও প্রশান্তচিত্ত। বিদুর তাঁকে প্রগাঢ়প্রেমে আলিঙ্গন করে যদু ও কুরুকুলের প্রধানগণের কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। আর বললেন, আমার খুব দুঃখ হচ্ছে অধঃপতিত ধৃতরাষ্ট্র নিমিত্ত। তিনি মৃত ভ্রাতা পাণ্ডুর পুত্রগণকে দুঃখ দিয়ে অনিষ্ট করেছেন, শুধু তাই নয় আমি তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলাম, আমাকেও রাজ্য হতে বিতাড়িত করলেন। ইহাতে বিস্মিত হইনি কারণ ভগবান্ কৃষ্ণ তিনি মনুষ্যলীলা গোপন রেখে মনুষ্যের চিত্তে ভ্রম উৎপন্ন করছেন। তিনি যা সঙ্গে সঙ্গে করতে পারতেন কিন্তু তিনি তা করেন নি। কারণ বিদ্যা, ধন ও কুলমদেমত্ত উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে পৃথিবীকে উৎপীড়ন করলে উপযুক্ত সময়ে মনুষ্যকুলের ক্লেশহরণ করবেন, এই অভিপ্রায়ে উপেক্ষা করেছিলেন। তিনি মনুষ্যগণকে কার্যে লিপ্ত করার জন্য তিনি কর্ম করে থাকেন। সখে উদ্ধব! তুমি তাঁর যশকথা কীর্তন কর, যা শ্রবণ করলে জীব সংসার হতে উত্তীর্ণ হয়ে থাকে।

শ্রী উদ্ধব পাঁচ বছর বয়স থেকে পুত্তলিকাকে কৃষ্ণ ভেবে পূজাপাঠ করতেন। জননীর ভোজনের নিমিত্ত আহ্বানে তাঁকে কৃষ্ণ চিন্তায় ক্ষুধা ভুলিয়ে দিত। কৃষ্ণসেবা করে ক্রমে বৃদ্ধ হয়েছেন। তাঁর সেই পরমদেবতা শ্রীকৃষ্ণের কথা ও অন্যান্য প্রিয়জনবর্গের কথা বলতে গিয়ে কাঁদতে লাগলেন, তিনি ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে নয়নযুগল নিমীলিত করে বললেন, কৃষ্ণ দিনমণি অস্তমিত হয়েছেন এবং কালরূপ মহাসর্প গ্রাস করে আমাদের গৃহসকল অজগরগ্রস্ত হয়ে নিতান্ত শ্রীহীন হয়েছে। আমাদের কুশল আর কি বলব? কৃষ্ণের মায়াদ্বারা প্রভাবিত হয়ে যাদবগণ তাঁকে চিন্তে না পেরে ইনি যাদব , আমাদিগের বন্ধু, এইরূপ বলত। শিশুপালাদি মিথ্যা শত্রুতাকরে নিন্দা করত। কিন্তু আমার ন্যায় যারা তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করেছে তাদের মায়া দ্বারা মতিভ্রম উৎপন্ন করতে পারে নাই।

হে বিদুর! শ্রীকৃষ্ণ লীলাসম্বরণ করে অন্তর্হিত হয়েছেন। ভগবান্ শ্রীহরি ব্রহ্মার প্রার্থনা অনুসারে পৃথিবীর মঙ্গল সাধনেচ্ছায় কংসের কারাগারে বসুদেব পত্নী দেবকীর গর্ভে তাঁর জন্ম জীবগণের জন্মের ন্যায় নহে। যেমন মহাভূতরূপে নিত্যসিদ্ধ অগ্নি কাষ্ঠে আবির্ভূত হয়, সেইরূপ নিত্যসিদ্ধ ভগবান্ প্রকৃতিকে অবলম্বন করে আবির্ভূত হন। অনন্তবীর্য হয়েও কংসভয়ে ব্রজে বাস করেছিলেন, কাল যবনাদি শত্রুগণের ভয়ে মথুরা থেকে গোপনে পলায়ন এবং উগ্রসেনের দাসত্বের ভান করা, পূতনা, শম্বরাদি রাক্ষসাসুর, শিশুপাল প্রভৃতি দুর্জ্জন নরপতি এবং কুরুক্ষেত্রে বীরগণকে নিহত করে তাদের উদ্ধার করেছিলেন। স্বীয় মহিমা গুপ্ত রেখে এগারো বছর বয়স পর্যন্ত বলরামের সহিত তথায় বাস করেছিলেন। একদিন গো ও গোপগণ কালিয়হ্রদের বিষজল পান করে প্রাণ হারিয়েছিল, কৃষ্ণ তাদের প্রাণদান করে কালিয়দমন করেছিলেন, এইভাবে তিনি গোপকুলের কল্যাণ সাধনে গোবর্ধন ধারণ, দাবানল পান এবং ইন্দ্রের ও ব্রহ্মার গর্বচূর্ণ করেছিলেন। গোপবালকদের বেশে কত হাস্য, কত রোদন, গোধনচারণ, যমুনার বিহগ-কূজিত তীর উপবনে বয়স্যগণের সহিত লীলাচ্ছলে কত খেলা খেলেছেন; কত মধুর গান করতে করতে ক্রীড়া করেছেন।

উদ্ধব আরো বললেন,এরপর কৃষ্ণ মাতাপিতার মঙ্গলবিধানার্থে বলরামকে সঙ্গে নিয়ে মথুরায় আগমন করে রাজা কংসকে উচ্চরাজমঞ্চ থেকে বলপূর্বক ভূপাতিত করে বধ করলেন। অনন্তর সান্দীপনি মুনির একবারমাত্র উপদেশে তিনি ষড়ঙ্গ বেদ আয়ত্ত করলেন। বেদাচার্য গুরু সান্দীপনি মুনিকে গুরুদক্ষিণাদান উপলক্ষে পঞ্চজন নামক অসুরের উদরবিদারণ করে গুরুদেবের মৃতপুত্রকে যমালয় হতে আনয়ন করে গুরুদক্ষিণা প্রদান করেন। এরপর তিনি লক্ষ্মীর অংশস্বরূপা রুক্মিণীকে হরণ করে গন্ধর্ব বিধানে বিবাহ করেন। অনন্তর নরকাসুর বহু রাজ কন্যা হরণ করে এনে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ করে রাখেন; তারা শ্রীকৃষ্ণকে বিপন্নদের বন্ধু মনে করে প্রার্থনা জানায়, শ্রীকৃষ্ণ তাদের উদ্ধার করেন। একদিন কালযবন, জরাসন্ধ ও শাল্ব প্রভৃতি মথুরাপুরী অবরুদ্ধ করলে তিনি মুচুকুন্দ ও ভীমাদিকে নিমিত্ত করে স্বয়ং তাদিগকে বিনাশ করেন। তৎদ্বারা স্বীয় অনুগতজনের প্রভাব ও কীর্ত্তি বিস্তার করেন। তিনি শম্বর, দ্বিবিদ, বল্কল ও অসুরদিগকে প্রদ্যুম্ন ও বলরামাদি দ্বারা বধ করেন। এছাড়া দন্তবক্র ও মুর প্রভৃতির নিধন করেন। তাঁর নিমিত্তেই কুরুকুলের বীরগণ নিহত হন; এছাড়া

কুরুক্ষেত্র সমরে যে সমস্ত নরপতিগণ সমবেত হয়েছিলেন তাদেরও বিনাশ সাধন করেন। কিন্তু দুর্যোধনের উরু ভঙ্গে তিনি তাতেও সন্তোষ লাভ করলেন না। কারণ তখনও কিছু কর্ম বাকী ছিল। এই অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য বিনষ্ট হয়েছে তা অতি সামান্য মাত্র। অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র হতে উত্তরার গর্ভে অভিমন্যুর পুত্রকে রক্ষা করেন, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে স্বরাজ্যে প্রতিস্থাপন করেন, এবং তাঁকে দিয়ে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করান। সুহৃদগণের আনন্দ বিধান করেন। এরপর দ্বারকাধামে গমন করেন। তিন সারা বিশ্বের অর্ন্তযামী হয়েও লোকশিক্ষার নিমিত্ত লোকিক ও বৈদিক আচার আচরণ পালন পূর্বক দ্বারকায় কিছুকাল নিঃসঙ্গ ভাবে বিষয়ভোগ করেন। কিন্তু পুরুষ প্রকৃতি হতে পৃথক, এই সাংখ্যযোগ অবস্থিত থাকায় কোন বস্তুতেই তাঁর আসক্তি ছিল না, এইরূপে কিছুকাল বিহার করার পর সংসার ধর্মে ঔদাসীন্য ভাব জন্ম নিল। মুনিগণের অভিশাপের ফলে যদুকুলের ধ্বংস সাধন কল্পে বৃষ্ণি ভোজ ও অন্ধকাদি সকলেই তাঁর মায়ায় মোহিত হয়ে আনন্দে প্রভাস তীর্থে গমন করে তথায় স্নান সমাপণ করে তাঁরা তীর্থজলদ্বারা পিতৃতর্পণ ও পূজা ক্রিয়াদি করেন। অনন্তর তাঁরা নানাবিধ জিনিসও রসযুক্ত অন্ন, ধেনু, ব্রাহ্মণগণকে দান করেন এবং ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করেন। ব্রাহ্মণগণের অনুমতি ক্রমে ভোজন করলেন, তারপর সুরাপানে হতজ্ঞান হয়ে কর্কশ বাক্যে পরস্পরের মর্ম্মে আঘাত করে যদু, বৃষ্ণি, ভোজকুল সকলে পরস্পরে সংহারে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁদের ধ্বংস অনিবার্য দেখে শ্রীকৃষ্ণ সরস্বতীর সলিলে আচমন পূর্বক একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের তলদেশে গিয়ে উপবিষ্ট হলেন। হে বিদুর! তিনি প্রভাস তীর্থে গমন কালের কিছু পূর্বেই আমাকে বদরীকাধামে যেতে আদেশ করেন, কিন্তু আমি তাঁর গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে আমি প্রভুর শ্রীচরণ বিরহ সহ্য করতে অসমর্থ হয়ে তাঁরই অনুগমন করি। তাঁকে অন্বেষণ করতে করতে দেখতে পেলাম নিখিলাধার লক্ষ্মী দেবীর নিবাস ভূমি প্রিয়তমভূমি সরস্বতী তীরে একাকী আসীন রয়েছেন, তাঁর শুদ্ধসত্ত্বময় শ্রীঅঙ্গ শ্যামোজ্বল, লোচনদ্বয় প্রশান্ত ও অরুণবর্ণ চতুর্ভুজরূপে আসীন এক পুরুষকে দেখতে পেলাম। বাম উরুর উপর দক্ষিণ পাদপদ্ম স্থাপন পূর্বক আনন্দ পূর্ণভাবে বসেছেন। তখন পরাশর শিষ্য বেদব্যাস সখা যোগসিদ্ধ ভক্তবর মৈত্রেয় ঋষি ভুবন পর্যটন করতে করতে অকস্মাৎ সেখানে উপস্থিত হলেন। মৈত্রেয়মুনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। তিনি পরম ভক্তি সহকারে মস্তক অবনত করেন। শ্রীকৃষ্ণ সহাস্য দৃষ্টি দিয়ে আশীর্বাদের ভঙ্গি

প্রদর্শন করে আমাকে বললেন, হে উদ্ধব! আমি তোমার হৃদয় মধ্যে অবস্থিত থেকে তোমার মনের অভিলাষ অবগত আছি। তুমি পূর্বজন্মে একজন বসু ছিলে এবং আমাকে লাভ করার নিমিত্ত সমবেত প্রজাপতি ও বসুগণের যজ্ঞে আমার আরাধনা করেছিলে। এই একান্ত সময়ে এসে তুমি যে আমার দর্শন লাভ করলে ইহা তোমার পরম সৌভাগ্য এবং মঙ্গলজনক। আজ আমি তোমাকে দুষ্প্রাপ্য সাধন দান করব। তোমার এই জন্মই শেষ জন্ম। কারণ এই জন্মে আমার কৃপালাভ করলে। পরম পুরুষ কৃষ্ণ যখন এইরূপ সমাদর প্রদর্শন ও প্রতিক্ষণ সদয় হয়ে প্রেমভরে দৃষ্টিপাত করলেন তখন আমার অঙ্গ সকল পুলকিত রোমাঞ্চিত হল এবং কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হল। আমি সাশ্রুলোচনে কৃতাঞ্জলিপুটে বললাম, হে প্রভো! আমার কোন কামনা নেই, আমি শুধুই তোমার চরণসেবাই উৎসুক। ইহাই আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ভগবন্। তুমি যে তোমার লীলাপ্রকাশক ব্রহ্মাকে পরম জ্ঞান সম্যক্‌রূপে উপদেশ করেছিলে আমি যদি তার যোগ্য হই তবে তা দয়া করে আমাকে বল—যাতে সংসার দুঃখ অনায়াসে উত্তীর্ণ হতে পারি। আমার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ আমাকে তাঁর স্বরূপ বিষয়ে অর্থাৎ তাঁর বিচিত্র লীলারহস্য উপদেশ করলেন। তাঁর শ্রীচরণ বন্দনা করে আমি পরম আত্মজ্ঞান মার্গ লাভ করলাম। দেবদেবকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম এবং প্রদক্ষিণ করে বিরহকাতরচিত্তে এখানে উপস্থিত হয়েছি। হে বিদুর! আমার চিত্ত তাঁর দর্শনে আনন্দিত ও বিরহ কাতর হয়েছে। এক্ষণে আমি তাঁর নির্দেশমত বদরিকাশ্রমে গমন করব। এই আশ্রমে ভগবান্ নারায়ণ ও নর নামক ঋষি লোকমঙ্গলের নিমিত্ত নির্বিঘ্নে কল্পান্তকাল দুশ্চর তপস্যা করছেন।

শ্রী শুকদেব বললেন, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদের দুঃসহ মৃত্যুসংবাদ পেয়ে জ্ঞান যোগে তা প্রশমিত করে বিদুর বললেন, ওহে উদ্ধব; বিষ্ণুর ভক্তগণ স্বীয় ভক্তগণের সর্বার্থ সাধন করেই বিচরণ করেন, অতএব যোগেশ্বর শ্রীহরি তোমাকে যে স্বীয় তত্ত্বপ্রকাশক পরম জ্ঞান উপদেশ দিয়েছেন তা আমাদের প্রদান কর; ইহা তোমার কর্তব্য। উদ্ধব বললেন, তিনি মর্ত্যধামে ছেড়ে যাওয়ার আগে আপনাকে উপদেশ দেওয়ার জন্য মুনিবর মৈত্রেয়কে আদেশ করেছেন। তিনি আপনার আরাধ্য, সুতরাং আপনি তাঁর নিকট যান। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ মর্ত্যলোক হতে অন্তর্হিত হওয়ার কালে বলে গেলেন উদ্ধবই আমার জ্ঞান ধারণ করতে সমর্থ। উদ্ধব অতি শক্তিমান মায়াতীত, অধিক কি বলব? উদ্ধব আমা অপেক্ষা অনুমাত্রও ন্যূন নহে। আমার

বিষয়ে লোক সমাজে ঈশ্বর জ্ঞান উপদেশ করার নিমিত্ত ভূলোকে অবস্থান করুক। উদ্ধব সেই রাত্রি যাপন করে বদরিকাশ্রমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তথায় একাগ্রচিত্তে শ্রী হরির আরাধনায় রত হলেন। এদিকে বিদুরও ভাগীরথীর পবিত্রতটে মৈত্রেয় মুনির আশ্রমে গমন করলেন। তিনি মাঝে মাঝে কৃষ্ণের লীলা সংবরণের কথা চিন্তা করতে করতে প্রেমে বিহ্বল হয়ে রোদন করতে লাগলেন।

অধ্যায় (৫-১৯)

কুরুশ্রেষ্ঠ বিদুর মৈত্রেয় মুনির আশ্রমে উপস্থিত হয়ে দেখলেন মহাজ্ঞানী মহামুনি মৈত্রেয় উপবিষ্ট আছেন। তিনি মুনিবরকে প্রণাম করে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় অবতারের গুণ কার্য সম্বন্ধে, নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। বললেন, হে ভগবন্! মানুষ সুখ শান্তির জন্য কর্ম করে, কিন্তু তাতে সুখপ্রাপ্তি বা দুঃখনিবৃত্তি হয় না। প্রত্যুত তা হতেই পুনর্ব্বার দুঃখের উদ্ভব হয়। অতএব হে মহাত্মন্! এ বিষয়ে মানুষের কি করা উচিত? যে পথে আরাধনা করলে ভগবান্ সন্তুষ্ট হন এবং জীবের ভক্তিপূত হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে অনাদি বেদোপবিষ্ট আত্মসাক্ষাৎকার দান করে থাকেন, আপনি দয়া করে আমাকে সেই উপদেশ করুন। আরও নিবেদন ত্রিগুণের অধীশ্বর ভগবান্ অবতার হয়ে যে সকল কর্মের অনুষ্ঠান করেন, সৃষ্টিকালে বিশ্বের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে যেরূপ ব্রহ্মাদি বহুরূপে প্রকাশিত হন এবং নানাভাবে লীলা করে থাকেন তৎসমূহ বর্ণন করুন। তাঁর কথা যতই শুনি ততই আকাঙ্ক্ষা বর্ধিত হয়, মন কিছুতেই তৃপ্তিলাভ হয় না।

মুনিবর বিদুরের কথায় সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, হে ক্ষত্তা বিদুর! তোমার শ্রীহরি লীলা কথা শ্রবণে অধিকার জন্মেছে, তুমিতো শ্রীভগবান্ কৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলে। ভগবান্ বৈকুণ্ঠ গমনকালে তোমাকে জ্ঞান উপদেশ প্রদান করার নিমিত্ত আমাকে আদেশ করে গেছেন। শ্রীভগবানের আদেশমত তোমার নিকট যোগমায়াদ্বারা বিস্তারিত ভগবানের বিশ্বসৃষ্ট্যাদি লীলা কীর্তন করছি—শ্রদ্ধাপরায়ণ হয়ে কায়মনোবাক্য শ্রীগোবিন্দ কথায় বুদ্ধি ক্রমশঃ নিবেদন করতে হবে তাহলে অন্যান্য বিষয়ে বিরাগ জন্মায়। সর্বদা শ্রীভগবানের চরণ চিন্তায় পরমানন্দ জন্ম নিলে অচিরে সমস্ত দুঃখের অবসান ঘটায়। পরমেশ্বর স্বীয় শক্তিসমূহকে জগৎ রচনা কার্যে একান্তে

অসমর্থ দেখে কালনাম্নী স্বকীয় শক্তি অবলম্বন পূর্বক প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চমহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বে যুগপৎ অন্তর্যামীরূপে প্রবেশ করলেন। শ্রীভগবান্ প্রবিষ্ট হয়ে ক্রিয়াশক্তিদ্বারা তত্ত্বসমূহের ক্রিয়া জাগরিত করে সমস্ত শক্তি একত্র করলেন। ক্রিয়াশক্তিগুলি একত্র হয়ে প্রবুদ্ধ হলে ভগবৎ প্রেরিত হয়ে তারা স্ব স্ব অংশ দ্বারা অধিপুরুষ বা বিরাড়্দেহের উৎপত্তি হল। সেই দেহের অবয়ব হতে ক্রমশঃ সমস্ত সৃষ্টির প্রকাশ হল। এই নিমিত্ত তিনি সকলের গুরু, জনক ও বৃত্তিবিধান কর্তা; সুতরাং স্ব স্ব চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত সকল বর্ণেরই শ্রীভগবানের আরাধনা পরম ধর্ম। কাল, কর্ম ও স্বভাব তাঁর যোগমায়াবলে প্রকাশিত। এই বিরাটরূপ সমগ্রভাবে নিরূপণ করাও দূরের কথা, আমি ও অন্যান্য দেবতাগণ যাঁকে জানতে পারি নাই, ব্রহ্মা সহস্র বৎসর তপস্যা করে তাঁর মায়া ইয়ত্তা করতে অক্ষম হয়েছেন। সেই ঈশ্বরকে প্রণাম। ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রধান অধিপতি। শ্রীবিষ্ণু নাভিকমল হতে তাঁর উৎপত্তি। তিনি বিষ্ণুর স্তবগান করে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও শক্তি লাভ করলেন। কারণ দেহ অভিমানই বিক্ষেপ ও সর্বদুঃখের মূল। এই বলে মৈত্রেয় মুনি সৃষ্ট্যাদি বর্ণন করতে লাগলেন। হে মহাত্মন্ বিদুর! শ্রীভগবানের যে শক্তিটি কার্য্যরূপে সৎ ও কারণরূপে অসৎ বলে প্রতীয়মান হয়, তাঁরই নাম মায়া? এই মায়ার দ্বারাই তিনি বিশ্বসৃষ্টি করেছেন।

মৈত্রেয় বললেন, ব্রহ্মা প্রথমে সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার নামে চারজন উর্দ্ধরেতাঃ মুনিকে সৃষ্টি করলেন এবং তাঁদের আদেশ করলেন, পুত্রগণ, তোমরা প্রজা সৃষ্টি কর। কিন্তু তাঁরা মোক্ষনিষ্ঠ ও বাসুদেব পরায়ণ হলেন। সুতরাং তাঁরা সৃষ্টি ক্রিয়ার প্রবৃত্ত হলেন না। তাঁরা অনুশাসন অবজ্ঞা করলে ব্রহ্মার প্রচণ্ড ক্রোধ সৃষ্টি হল। ক্রোধকে দমন করার চেষ্টা করলে সেই ক্রোধ ব্রহ্মার ভ্রূদ্বয়ের মধ্য হতে নীললোহিত কুমাররূপে এক মুনির সৃষ্টি হল। ব্রহ্মা বললেন, লোকে তোমাকে রুদ্র নামে অভিহিত করবে। তুমি বহু সংখ্যক প্রজা সৃষ্টি কর। রুদ্র নিজ বল, আকৃতি ও তীব্র স্বভাবের প্রজা সৃষ্টি করলেন। তাঁরা রুদ্রমূর্তি সকল চতুর্দিকে জগৎ গ্রাস করতে লাগল। ব্রহ্মা শঙ্কিত হয়ে বললেন, এই রকম প্রজাসৃষ্টির প্রয়োজন নাই। তোমার প্রজা সকল আমাকে দগ্ধ করতে উদ্ধত হয়েছে; অতএব তুমি তপস্যা কর। তপস্যা সর্বভূতের হিতকারী, জীব তপস্যা দ্বারা পরজ্যোতিঃ অর্থাৎ সমস্ত জ্যোতিঃ পদার্থেরও প্রকাশক সর্বভূতের হৃদয়বিহারী শ্রীহরিকে সাক্ষাৎ লাভ করবে। ব্রহ্মার আদেশমত

রুদ্র তপশ্চরণের নিমিত্ত বনে গমন করলেন। পুনর্বার সৃষ্টিকল্পে ব্রহ্মা ধ্যানে নিরত হলে দশটি পুত্র উৎপন্ন হল। তাঁদিগের নাম যথাক্রমে—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ,দক্ষ ও নীরদ। ইঁহারা সকলে প্রজাসৃষ্টির জন্য উদ্ভূত হল। ব্রহ্মার দেহ ও মন হতে জগৎ সৃষ্টি হল। ব্রহ্মা একদিন স্বীয় সুন্দরী দুহিতা সরস্বতীকে দর্শন করে কামাসক্ত হলেন, ইহা নিকৃষ্ট কর্ম তাই তিনি ধর্মকে রক্ষা করার জন্য কামাসক্ত তনু পরিত্যাগ করে নতুন একটি বিশুদ্ধ তনু ধারণ করলেন। ব্রহ্মার মুখমণ্ডল হতে বেদ সমগ্র নির্গত হল এবং চতুর্হোত্র। ব্রহ্মা একদিন চিন্তিত হলেন যে সৃষ্টির জন্য দশপুত্রের সৃষ্টি করলেও তাঁদিগের সৃষ্টি কার্য বিস্তৃত হয় না, নিশ্চয় এই বিষয়ে দৈব প্রতিকুল আচরণ করছেন। দৈবের প্রতি দৃষ্টি রেখে সৃষ্টি নিমিত্ত যত্নবান হলে ব্রহ্মার তনু আশ্চর্যজনক ভাবে দ্বিধা বিভক্ত হল, তাঁর এক অংশ পুরুষ ও অন্য অংশ স্ত্রী সমুৎপন্ন হল। এই পুরুষই হল সার্বভৌম স্বায়ম্ভুব মনু এবং ঐ নারীই হল মনুর স্ত্রী শতরূপা। মনু এবং শতরূপা জন্ম নিয়ে বেদগর্ভ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে পিতঃ! আপনি সর্বভূতের পিতা ও পালন কর্তা, সকলের জন্মদাতা আমাদের সামর্থ্যানুসারে কোন্ কর্মের দ্বারা আপনার সেবা ও শুশ্রূষা করতে পারি? যদ্দ্বারা ইহলোকে সর্বত্র যশঃ ও পরলোকে সদ্গতি লাভ হয় তার বিধান করতে আজ্ঞা হয়। ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, হে পুত্র! তুমি স্বীয় পত্নীর গর্ভে স্বীয় গুণানুরূপে অপত্য উৎপাদন করে রাজধর্মদ্বারা পৃথিবী পালন এবং যজ্ঞদ্বারা শ্রীহরির অর্চনা কর। তুমি প্রজাগণকে রক্ষা করলে তবেই আমার উৎকৃষ্ট সেবা ও তোমাদের জন্ম সফল হবে। এতে শ্রীভগবান্ সন্তুষ্ট হবেন। তিনিই তো সর্বাত্মস্বরূপ তাঁর তুষ্টিতেই সর্বার্থ সিদ্ধিলাভ করবে। শ্রীমনু বললেন, হে পাপনাশন প্রভো! আমি আপনার আদশে পালন করব। মনু শতরূপার গর্ভে পঞ্চ অপত্য উৎপাদন করলেন তন্মধ্যে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ দুই পুত্র সন্তান এবং আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি নামে তিন কন্যা। মহাত্মা মনু রুচিকে আকূতি, কর্দ্দমকে দেবহূতি ও দক্ষকে প্রসূতি কন্যা সম্প্রদান করলেন। জগৎ পূর্ণ হল। সেই সৃষ্টি হতে মিথুন ধর্মের প্রবর্তন হল। মনু ব্রহ্মার নিকট বাসস্থান প্রার্থনা করলেন এবং বললেন, প্রভু! যে ধরিত্রীদেবী সর্বভূতের বাসস্থান, তিনি মহাসমুদ্রে নিমগ্না আছেন; তাঁর উদ্ধারের নিমিত্ত যত্নবান হউন। ব্রহ্মা চিন্তা করছেন—আমি যাঁর হৃদয় হতে আবির্ভূত হয়েছি, সেই করুণাসিন্ধু তীর্থকীর্তি অধোক্ষজ আমার কর্তব্য বিধান করুন এইরূপ যখন চিন্তা করছেন, এমন

সময় তাঁর নাসাবিবর হতে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ একটি বরাহমূর্তির আবির্ভাব হল। দেখতে দেখতে বরাহমূর্তি ভগবান্ বিষ্ণু পর্বতরাজের ন্যায় বিরাট আকার ধারণ করে বিস্ময় উৎপাদন করল। ব্রহ্মা সেই মূর্তিকে স্বয়ং শ্রীবিষ্ণু বলে নির্দ্ধারিত করলেন। শ্রীহরি স্বীয় গর্জন দ্বারা দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করে ব্রহ্মার ও মরীচি প্রভৃতি মুনিগণের হর্ষ উৎপাদন করলেন। মুনিগণ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে তাঁর স্তব করলেন। পৃথিবীর উদ্ধারকারী শ্রীহরির বরাহমূর্তি ছলমাত্র; তিনি স্বয়ং যজ্ঞমূর্তি। স্তবনিরত মুনিগণের প্রতি উর্দ্ধ দৃষ্টিপাত করে পশুর অনুকরণ করে ঘ্রাণদ্বারা পৃথিবীর পদবী অন্বেষণ করতে করতে জলমধ্যে প্রবেশ করলেন। সলিল রাশি বিদীর্ণ হল। সমুদ্র গর্ভ হতে মহান্ শব্দ উত্থিত হল। রসাতলে ধরণী নয়ন গোচর হল, তিনি দংষ্ট্রাদ্বারা উদ্ধৃত করে রসাতলে উত্থিত হয়ে অপূর্ব শোভাবর্ধন করলেন। সেই সলিল মধ্যে দৈত্য হিরণ্যাক্ষ গদা উত্তোলন করে তাঁকে রোধ করল। সুদর্শন চক্র বলল, ভগবান্! আমি থাকতে আপনাকে রোধ করে কোন সাহসে? যেমন সিংহ গজকে বধ করে সেইরূপ তিনি অবলীলাক্রমে হিরণ্যাক্ষকে বধ করলেন। বরাহদেবের দন্ত মুখাগ্রভাগ হিরণ্যাক্ষের রক্ত দ্বারা রঞ্জিত হল। বিশ্বপালক ভগবান্ বরাহদেব পরাক্রম প্রকাশপূর্বক শুভ্র দন্তাগ্রদ্বারা স্থাবর ও জঙ্গম ভূতগণের নিবাসস্থানের নিমিত্ত জগন্মাতা ধরিত্রীদেবীকে রসাতল হতে উদ্ধার করে সলিল রাশির উপরে সংস্থাপিত করলেন এবং তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হলেন।

বিদুর শ্রীবরাহদেবের কথা শুনে অতৃপ্তহৃদয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে পুনর্বার মৈত্রেয়মুনিকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে মুনিবর কি কারণে শ্রীভগবানের সঙ্গে আদি দৈত্যরাজের বিরোধ সৃষ্টি হল? হে মুনে! ভগবৎ প্রসঙ্গ শুনবার জন্য আমার কৌতূহল বৃদ্ধি পাচ্ছে, অতএব হিরণ্যাক্ষ জন্মাদি বৃত্তান্ত বলুন, আমি শ্রদ্ধাসহকারে তা শুনব। মৈত্রেয় মুনি বললেন, হে ভক্তপ্রবর বিদুর! হরিকথা মরণশীল জীবগণের মৃত্যুপাশ হতে বিমুক্ত করে দেয়। মহারাজ উত্তানপাদের বালক পুত্র ধ্রুব শ্রী নারদের মুখে হরিকথা শ্রবণ পূর্বক মৃত্যুকে জয় করে বিষ্ণুপদে আরোহণ করেছিলেন। বরাহদেব ও হিরণ্যাক্ষ সম্বন্ধে ব্রহ্মা এর ইতিহাস বর্ণনা করেছিলেন, আমি তা শ্রবণ করেছিলাম তাই বলছি—পদ্মযোনি ব্রহ্মাই দেবতা, গন্ধর্ব, কিন্নর, অসুরাদি নানাবিধ সৃষ্টি করেছেন। মনুকন্যা প্রসূতির গর্ভে তেরোটি কন্যার জন্ম হয়। কশ্যপ মুনির নিকট তাদের সম্প্রদান করেন। একজনের নাম দিতি, তিনি একদিন সন্ধ্যা সমাগতপ্রায় সময়ে কশ্যপ মুনি

হোম করে যজ্ঞেশ্বরের তৃপ্তি সাধন পূর্বক সমাধিস্থ হয়ে আছেন, সেইসময় কামার্ত ও সন্তানাভিলাষিণী হয়ে মুনিকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। তিনি অনেক বুঝিয়ে সময়ের অপেক্ষা করতে বললেন, কিন্তু দিতি তাঁর কথায় কান না দিয়ে কামপীড়িতা দিতি বেশ্যার ন্যায় নির্লজ্জভাবে মুনিকে রমণে বাধ্য করান। কশ্যপমুনি দিতির কুকর্মের জন্য অভিশাপ দিয়ে বলেন, তোমার দুই পুত্র দুর্জ্জয় দৈত্যরূপে জন্ম নিবে। দিতি স্বামীর বাক্যানুসারে সন্তান হতে দেবতাদিগের অনিষ্ট আশঙ্কায় ভয়ে গর্ভাবস্থায় শত বৎসর অতীত হওয়ার পর ভয় কম্পিত কলেবরে নিজ গর্ভস্থ সন্তানের ইহলোক ও পরলোক মঙ্গলকর আশীর্বাদ প্রার্থনা করলে কশ্যপ কিছুটা শান্ত হলেন। বললেন, পুত্রদ্বয় যখন ত্রিভুবনকে পুনঃপুনঃ পীড়িত করবে, স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করবে, নিরহ প্রাণিগণকে বধ করতে থাকবে তখন বিশ্বনিয়ন্তা ভগবান্ শ্রীহরি ক্রুদ্ধভাবে অবতীর্ণ হয়ে তাদের বিনষ্ট করবেন। আরও বললেন, তুমি আত্মকৃত অপরাধে শোক সন্তপ্ত হয়েছ, তোমার বিচারবুদ্ধি জন্মেছে, তুমি ভগবান্ রুদ্রদেবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছ যথেষ্ট তাঁর প্রতি ভক্তি জন্মেছে। এই সকলের জন্য তোমার প্রথম সন্তান হিরণ্যকশিপুর এক পুত্র সন্তান মহাভাগবত রূপে জন্ম নিবে। তিনি ত্রিজগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। সজ্জনগণের অতি আদরের পাত্র হবে, এবং তার যশোগাথা কীর্তন করবে। দিতি এতে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন; পরন্তু পুত্র দুটিই স্বয়ং ভগবানের হাতেই বিনষ্ট হবে শুনে বিশেষ উৎসাহিত হলেন।

ব্রহ্মার প্রথম মানসপুত্র সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার মুনি চতুষ্টয় একদা বিচরণ করতে করতে শুদ্ধসত্ত্বময় ভগবান্ শ্রীহরির বৈকুণ্ঠ ধামে উপনীত হলেন। সনকাদি ঋষিগণ যোগশক্তির প্রভাবে অপূর্ব বৈকুণ্ঠ ধাম দেখে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করলেন। ভগবদ্দর্শনের জন্য অত্যন্ত উৎসুক হয়ে তাঁরা যখন বৈকুণ্ঠের ছয়টিদ্বার অতিক্রম করে সপ্তমদ্বারে উপস্থিত হলেন তখন এই সপ্তমদ্বারে দুইজন দ্বারপাল ছিল তথাপি তাদের জিজ্ঞাসা না করে দেবতাগণ প্রবিষ্ট হলেন কারণ তাঁরা সর্বত্র সমদর্শী কখনও কোনরূপ বাধা প্রাপ্ত হন নাই। তাঁরা আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার পরায়ণ, মুনিগণের ঐরূপ নির্ভীক নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার দেখে দ্বারপালদ্বয় পরিহাস ও তিরস্কার সহকারে বেত্র দ্বারা বাধা প্রদান করল। মুনিগণ খুব অসম্মানিত বোধ করলেন। ক্রোধে আরক্তনেত্রে বললেন, তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি অত্যন্ত অসৎ, তোমরা বৈকুণ্ঠনাথের সেবার অনুপযুক্ত সুতরাং তোমরা অপকৃষ্ট জন্ম লাভ করবে। তোমাদের কাম, ক্রোধ,

লোভ প্রবলভাবে অনুসরণ করবে। দ্বারপালদ্বয় বুঝতে পারল এ যে ব্রহ্মশাপ। মহাভয়ে কাতর হয়ে মুনিগণের চরণতলে পতিত হল এবং বলল, আপনাদের অভিশাপ সফল হোক কিন্তু অধম যোনিতে জন্ম নিয়ে যাতে শ্রীহরির স্মৃতি লোপকারী মোহ এসে অভিভূত করতে না পারে। দ্বারপালদ্বয়কে অনুতপ্ত দেখে মুনিগণ তাদের ক্ষমা করে দেন। শ্রীবিষ্ণুর কৃপায় এই জয় ও বিজয় নামক দ্বারপালদ্বয় অন্যায় আচরণের দণ্ড ভোগ করে পুনরায় স্বপদে ফিরে গিয়েছিলেন। মুনিগণ নয়নের আনন্দদায়ক স্বতঃ প্রকাশমান শ্রীভগবানও তার বৈকুণ্ঠধাম দর্শন করে হৃষ্ট চিত্তে প্রভুকে প্রদক্ষিণ পূর্বক প্রণাম করে তাঁর নিকট বিদায় লয়ে তদীয় সমৃদ্ধির বিষয় কীর্তন করতে করতে তথা হতে গমন করলেন। শ্রীহরির অভিপ্রায় অনুযায়ী ব্রাহ্মণগণের ব্রহ্মঃতেজকে সফল করতে -দিতি যমজ পুত্রের জন্ম দিলেন। তারা হল হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ। তাদিগের জন্মকালে স্বর্গমর্ত্ত ও অন্তরীক্ষে নানাবিধ লোকভয়ঙ্কর উপদ্রব উদ্ভূত হল। পৃথিবী কম্পিতা হলেন, বিনা মেঘে বজ্রপাত হতে লাগল এবং গিরি গুহা হতে অদ্ভুত অদ্ভুত নিনাদ শ্রুতিগোচর হতে লাগল। আত্মতত্ত্বজ্ঞ প্রজাগণ নানাবিধ উপদ্রবচিহ্ন সকল দর্শন করে ধারণা করতে লাগলেন হয়তো প্রলয় কাল উপস্থিত। দৈত্যদ্বয় জন্মগ্রহণ করে আত্মপৌরুষ প্রকাশ করল। তাদের শরীর পাষাণের ন্যায় কঠিন ও মহাপর্বতের ন্যায় প্রতীতি হতে লাগল। জ্যেষ্ঠ হিরণ্যকশিপু ভীষণ তপস্যায় সফল হয়ে ব্রহ্মার বরে মৃত্যুভয় রহিত হয়ে লোকপালগণসহ ত্রিভুবনকে স্বীয় বশীভূত করল। কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষ সর্বদা হিরণ্যকশিপুর আদেশ পালনে উদগ্রীব থাকত। শারীরিক, মানসিক ও দৈববলে গর্বিত হয়ে সে কাউকে ভয় করত না। তার ভয়ে দেবগণ পলায়ন করত।

একদিন পাতালপুরীতে প্রবেশ করে পাতাললোকের অধিপতি বরুণদেবকে পেয়ে হিরণ্যাক্ষ তাঁকে তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে বলল। পাতালরাজ তার প্রশংসা করে বললেন, — তুমি ইহলোকে দৈত্যদানবাদি জয় করে রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলে, তোমার মত দুর্দ্ধর্ষ বীরের সঙ্গে আমি কি যুদ্ধ করতে পারি? তবে হ্যাঁ একজন আছেন তিনি যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী, যুদ্ধে তোমাকেসন্তুষ্ট করতে পারেন। তিনি হলেন সেই আদিপুরুষ ভগবান্ শ্রীহরি। তুমি তাঁর নিকট গমন কর। তিনি তোমার মনের বাসনা পূর্ণ করে অন্তরের সাধ মিটিয়ে দেবেন। উৎসাহিত হয়ে হিরণ্যাক্ষ রসাতলে গমন করল। সেখানে গিয়ে হিরণ্যাক্ষ দেখল যে ভগবান্ বরাহমূর্তিতে দন্তাগ্রদ্বারা পৃথিবীকে

উর্দ্ধে উত্তোলন করছেন। হিরণ্যাক্ষ উপহাস করে বলল, এ যে একটা বন্যবরাহ, তাঁকে নানা দুর্বাক্য বলে আস্ফালন করতে লাগল। বরাহরূপী ভগবান্ যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। অনেকদিন যুদ্ধের পর অবশেষে শ্রীভগবান্ সুদর্শনচক্র দ্বারা হিরণ্যাক্ষকে বধ করলেন।

মৈত্রেয় বললেন, বিষ্ণু বরাহরূপে অবতীর্ণ হয়ে অসত্য বিক্রমে হিরণ্যাক্ষকে বধ করে ব্রহ্মাদি দেবগণের দ্বারা স্তুত হয়ে বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করলেন। বৎস বিদুর! আমি গুরুমুখে যা শুনেছিলাম তা তোমার নিকট বর্ণন করলাম।

সূত বললেন, হে মুনিগণ! মহাভাগবত বিদুর মৈত্রেয় মুনির নিকটভগবৎ কথা শ্রবণ করে পরমানন্দ লাভ করলেন। শ্রীহরির মধুর লীলাকথাশুনে কার না পরমানন্দ লাভ হয়? যাঁরা ভগবানের এই স্বর্গাদিপ্রদ পরমপাবন, ধনাবহ, যশষ্কর, আয়ু ও মঙ্গলের আলয় এবং যুদ্ধে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের শান্তি বর্দ্ধক চরিত্র শ্রবণ করেন, তাঁরা অন্তে শ্রীহরিকে গতিরূপে প্রাপ্ত হয়ে থাকেন।

অধ্যায় (২০—২৪)

শৌনকমুনি সূতকে জিজ্ঞাসা করলেন, মহাভাগবত বিদুর শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিক ভক্ত, স্বীয় অগ্রজ অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণকে অনাদর করলেন এবং বিদুর নিজে মন্ত্রণালয়ে অপমানিত হয়ে সকলকে পরিত্যাগ করেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আত্মজ বিদুর মহিমায় দ্বৈপায়ন অপেক্ষা কম নহেন। তিনি সর্বান্তঃকরণে কৃষ্ণের আশ্রিত ভক্ত ছিলেন। তীর্থসেবাদ্বারা নির্মলচরিত্র বিদুর গঙ্গাদ্বারে উপস্থিত হয়ে মহামুনি মৈত্রেয়কে পুনর্বার কি প্রশ্ন করলেন? তা আমাদের নিকট কীর্তন কর। তোমার মঙ্গল হউক। সূত বললেন, বিদুর ভগবানের বরাহমূর্তি ধারণ রসাতলে হতে পৃথিবীকে উদ্ধারের কথা এর হিরণ্যাক্ষ বধলীলা শ্রবণ করে অতি হৃষ্টচিত্ত হলেন; অনন্তর মৈত্রেয়মুনিকে জিজ্ঞাসা করে বললেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি আমাদিগের জ্ঞানের অগোচর বস্তু সকল অবগত আছেন, সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি করে পরে কি করলেন? স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মার আদেশে কিরূপে জগৎ সৃষ্টি করলেন তা সবিস্তারে বলুন। মৈত্রেয় বললেন, জীবের অদৃষ্ট, প্রকৃতি অধিষ্ঠাতা মহাপুরুষ ও কাল অর্থাৎ ভগবানের ইচ্ছাশক্তি এই ত্রিবিধ কারণ হতে প্রধান; দৈবপ্রভাবে ঐ মহতত্ত্ব হতে অহঙ্কার তত্ত্বের

উৎপত্তি হয়। ঐ অহঙ্কারতত্ত্ব সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। ঐ অহঙ্কারতত্ত্ব হতে পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও উহাদিগকে অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগের উৎপত্তি হয়ে থাকে। ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়ে পূর্বকল্পের অনুরূপ নানারূপাদি সৃষ্টি করলেন। তিনি অবুদ্ধিদ্বারা তমঃ মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র এই পঞ্চপর্ববিশিষ্টা অবিদ্যার সৃষ্টি করলেন। অনন্তর যদ্দ্বারা অবিদ্যাসৃষ্টি করলেন, সেই তমোময় দেহ প্রশংসাযোগ্য নহে মনে করে তা পরিত্যাগ করলে উহা রাত্রিরূপ ধারণ করল। উহাই ক্ষুধা তৃষ্ণার উৎপত্তিকাল, যক্ষরাক্ষসাদি উৎপন্ন হয়ে ক্ষুধাতৃষ্ণায় অভিভূত হয়ে ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করার নিমিত্ত ধাবিত হল। ব্রহ্মা ভয়ে পলায়ন করে শ্রীহরির সমীপস্থ হয়ে বললেন, হে প্রভো পরমাত্মন্! আমি তোমার নির্দেশে প্রজা সৃষ্টি করলাম কিন্তু এই পাপিষ্ঠগণ আমাকেই রমণ করার উপক্রম করছে, আমাকে রক্ষা করুন। আপনিই একমাত্র ক্লেশহারী, অন্তর্যামী শ্রীহরি ব্রহ্মার অবস্থা অবগত হয়ে বললেন, তুমি স্বীয় কামকলুষিত ভাব ত্যাগ কর। ব্রহ্মা তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করলেন। বৎস বিদুর! এরপর ব্রহ্মা নিজ কামমলিনী ভাব ত্যাগ করে সায়ন্তনী সন্ধ্যারূপ পরিণত হল। অসুরগণ তাকে নারী মনে করে বিমোহিত হল। ব্রহ্মা স্বীয় ঐ তনুদ্বারা গন্ধর্ব ও অপ্সরা দিগের সৃষ্টি করলেন। পরে ব্রহ্মা ঐ তনু ত্যাগ করে জ্যোৎস্নারূপ ধারণ করল। অনন্তর তিনি আলস্য দেহদ্বারা ভূত ও পিশাচদিগের সৃষ্টি করলেন। এই সকল সৃষ্টি করেও ব্রহ্মা দেখলেন তাঁর সৃষ্টি বর্ধিত হচ্ছে না। অবশেষে মনের দ্বারা মনুষ্যদিগকে সৃষ্টি করলেন। যারা তৎপূর্বে সনক প্রভৃতি সৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁরা মনুদিগকে দেখে প্রজাপতি ব্রহ্মার প্রশংসা করলেন এবং বললেন, হে জগৎ বিধাতা! আপনি মনুষ্যসৃষ্টি করে অতি উত্তম কার্যটি করেছেন, ইহাদের দ্বারাই অগ্নি হোত্রাদি ক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হবে আমরাও সকলে যজ্ঞভাগ ভক্ষণ করতে পারব। ব্রহ্মা তপস্যা ও ঐশ্বর্যযুক্ত সমাধি অবলম্বন পূর্বক ইন্দ্রিয় সকলকে বশীভূত করে নিজের ইচ্ছানুরূপ প্রজা অর্থাৎ ঋষিগণকে সৃষ্টি করলেন। বিদুর বললেন, ঋষিবর! সজ্জনগণ মনুর বংশের বহু প্রশংসা করে থাকেন। এই বংশেই স্ত্রীপুংস সংযোগে প্রজাগণ উৎপন্ন হয়েছে তা বলুন। মৈত্রেয় বললেন, কর্দ্দম ঋষিকে বলেছিলেন তুমি প্রজা সৃষ্টি কর' এইরূপ আদেশ করলে মহর্ষি কর্দ্দম পুত্রকামনায় সরস্বতী তীরে দশহাজার বৎসর দুশ্চর তপস্যা করলেন। ভক্তির উদ্ভব হেতু বরদান কারী ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। শ্রীহরি তাঁর প্রতি অনুগ্রহ পরায়ণ হয়ে

বলেছিলেন, ব্রহ্মাবর্ত প্রদেশের আদিরাজ স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর দেবহুতি নামক কন্যাকে তোমায় সম্প্রদান করবেন। সেই কন্যা তোমার ঔরসে নয়টি কন্যা সন্তানের জন্ম দিবে। অন্যান্য ঋষিগণ তাদের গর্ভে বহু সন্তান উৎপাদন করবেন। আমি স্বয়ং তোমার ঔরসে দেবহূতির গর্ভে স্বীয় অংশ কলায় অবতীর্ণ হয়ে তত্ত্ব সংহিতা প্রণয়ন করব। "তুমি আমার আদেশমত সম্যক্‌রূপে কর্মকরে শুদ্ধ-সত্ত্বময়চিত্তে সকল কর্মের ফল আমাতে সমর্পণ কর, তাহলেই আমাকে প্রাপ্ত হবে। জীবে দয়া ও সর্বভূতে অভয়দান পূর্বক আত্মতত্ত্বজ্ঞ হয়ে আমাতে এই জীবাত্মা সমূহ ও জগৎ একীভূত দেখবে এবং স্বকীয় আত্মার মধ্যেও আমাকে দর্শন করবে।"* অনন্তর শ্রীহরি দৃষ্টি বহির্ভূত হয়ে ভগবান্ কর্দ্দম শ্রীহরি নির্দিষ্ট কাল অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব মনুর আগমন কাল প্রতীক্ষা করে সরস্বতী নদী বেষ্টিত বিন্দুসর আশ্রমে অবস্থান করতে থাকলেন।

হে বিদুর! কিছুকাল মধ্যেই মনু তাঁর কন্যা দেবহূতিকে সঙ্গে নিয়ে তার পতি অন্বেষণ করার নিমিত্ত পৃথিবী পর্য্যটন করতে করতে নির্দিষ্ট দিনেই কর্দ্দম মুনির আশ্রমে উপস্থিত হলেন। মুনিবর তখন হুতাশনে হোম সমাপন-করে উপবিষ্ট আছেন। তাঁর দেহে প্রকাশিত হচ্ছিল তপস্যার উপযোগ শক্তি। বিশেষ দ্যুতিসম্পন্ন দেহের তেজঃপুঞ্জে উদ্ভাসিত হচ্ছিল; তাঁর কলেবর কৃশবলে প্রতিভাত হল না, কারণ শ্রীভগবানের স্নিগ্ধ কটাক্ষপাত পতিত হয়েছিল। মুনির দেহ অতি উন্নত, নেত্রদ্বয় পদ্মদলের ন্যায় মনোহর, মস্তকে জটাজাল, পরিধানে জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড, মনু নিকটে উপস্থিত হয়ে দেখলেন মহামূল্য রত্ন ময়লা অবস্থায় যেমন মলিন দেখায় সেইরূপ ঋষিকে অতিশয় মলিন দেখা যাচ্ছিল। অনন্তর মহর্ষি কর্দ্দম স্বায়ম্ভুব মনুকে কুটীরে উপস্থিত দেখে সবই বুঝতে পারলেন। মনু মহর্ষির পাদসমীপে প্রণত হলে তিনি আশীর্বাদ দ্বারা যথোচিত সম্মান করলেন। শ্রীভগবানের আদেশ স্মরণ করে মধুববাক্যে তাঁকে প্রীত করলেন। বললেন, মহারাজ! আপনি সাধুগণের রক্ষা ও অসাধুগণের বিনাশের নিমিত্ত সূর্যের ন্যায় পর্য্যটন করছেন। আপনি শ্রীহরির পালনীশক্তি তাতে সন্দেহ নাই। আপনি সক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপ ঋষি মহারাজের এইরূপ উৎকৃষ্ট গুণ ও

---

* তঞ্চ সম্যগনুষ্ঠায় নিদেশং ম উশত্তমঃ।
ময়ি তীর্থীকৃতাশেষ-ক্রিয়ার্থো মাং প্রপৎস্যসে।।
কৃত্বা দয়াঞ্চ জীবেষু দত্ত্বা চাভয়মাত্মবান্।
ময্যাত্মানং সহজগৎ দ্রক্ষ্যস্যাত্মনি চাপি মাম্।। ৩/২১/৩০, ৩১

কর্মের প্রশংসা শুনে তিনি লজ্জিত হলেন। মনু বললেন, বেদময়ী তনুর পালন বা প্রবর্তনের নিমিত্ত মুখ হতে তপস্যা; বিদ্যা ও যোগসমন্বিত অনাসক্ত আপনাদিগের ন্যায় ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করেছেন স্বয়ং ব্রহ্মা। ব্রাহ্মণ গণের পালনের নিমিত্ত লোকপালক শ্রীহরির সহস্র বাহু হতে আমাদিগের ন্যায় ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করেছেন। আমি নারদের মুখে আপনার চরিত্র, বিদ্যা, সৌন্দর্য ও সদ্‌গুণ সমস্ত শ্রবণ করেছি। আমার গুণবতী দুহিতা আপনাকেই পতিরূপে বরণ করতে কৃত সঙ্কল্প হয়েছে। হে মুনে! আপনি দয়া করে কন্যাটিকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করুন। শ্রদ্ধাসহকারে দান করছি; গৃহস্থাশ্রমের কার্য্যকলাপ কন্যাটি সর্বতোভাবে আপনার যোগ্য হবে সন্দেহ নাই। কর্দ্দম মুনি প্রীত হয়ে মনুর মনঃকামনা পূর্ণ করলেন। শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে কর্দ্দম মুনি দেবহূতিকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করলেন। কর্দ্দম মুনিকে সম্ভাষণ করে তাঁর নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্বক মনু সস্ত্রীক ফিরে গেলেন ব্রহ্মাবর্ত প্রদেশে। যথাসময়ে দেবহূতি কয়েকটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিলেন। স্বয়ং বিষ্ণুর উপদেশ অনুসারে ঋষি মনে মনে পদ্মনাভ শ্রীহরির চিন্তা করে সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বনে উদ্যোগী হলেন। দেবহূতি পতি সন্ন্যাসাশ্রমে গমন করবেন চিন্তা করে তাঁর চিত্ত ব্যাকুল ও সন্তাপিত হল। বললেন প্রভু! আপনি বিবাহকালে যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পূর্ণ করেছেন, কিন্তু আমার প্রতি আপনার অভয় দান করা কর্তব্য। হে ভগবন! আপনি ব্রজ্যা গ্রহণ করলে কন্যাগণের পতি অন্বেষণে কি হবে? আমার তো জ্ঞান উপদেষ্টা কেহ থাকবে না। অতএব আপনি যদি আর কিছুদিন অবস্থান করেন, তা হলে আমাদের একটি ব্রহ্মজ্ঞ পুত্র সন্তান হতে পারে। হে প্রভু! এতকাল তো বৃথাই সময় ব্যয়িত হয়েছে; আমি ইন্দ্রিয়ের বশবর্তী হয়ে রূপরসাদির ভোগে আসক্ত ছিলাম, পরমাত্মাকে ভুলে তাঁর আরাধনা করি নাই। ইন্দ্রিয় সুখের নিমিত্ত আপনার সঙ্গ করেছি; কিন্তু আপনি যে ব্রহ্মজ্ঞানী আপনার সেই ভাব নিতে পারি নাই। আপনার পরম তত্ত্ব কিছুই বুঝি নাই। আপনার সঙ্গ গুণে আমার সংসার নিবৃত্তি হউক, অজ্ঞানতা দূর হউক এই প্রার্থনা করি। সাধুসঙ্গ লাভ হলে মুক্তির কারণ হয়ে থাকে। আপনার ন্যায় মুক্তিদাতাকে প্রাপ্ত হয়েও সংসার বন্ধন হতে মুক্তিলাভের আশা করি নাই। "যার কর্ম ধর্মের জন্য সাধিত হয় না, বৈরাগ্য জন্মায় না, শ্রীভগবানের সেবায় অনুষ্ঠিত

---

* নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।।৩/২৩/৫৬

হয় না, তেমন ব্যক্তি জীবিত থাকলেও মৃতের ন্যায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।"* আমি নিশ্চিত শ্রীভগবানের মায়াশক্তির দ্বারা প্রতারিত কারণ মোক্ষদান করতে পারেন এমন স্বামী পেয়েও সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করলাম না। মুনি বললেন, হে রাজপুত্রি! তোমার চরিত্র অতিব নির্মল, নিজেকে ভাগ্যহীনা মনে করে খেদ করো না। শীঘ্রই শ্রীভগবান্ স্বয়ং তোমার গর্ভে পুত্ররূপে জন্ম নিবেন, তুমি তো পূর্ব হতেই ব্রতচারিণী; এক্ষণে শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীভগবানের আরাধনা কর! তিনি সন্তুষ্ট হয়ে তোমার পুত্ররূপে জন্মে ব্রহ্ম উপদেষ্টা হয়ে তোমার মমত্বরূপ হৃদয় গ্রন্থি ছেদন করবেন, আমার যশ বিস্তৃত করবেন। ব্রহ্মাও এসে সেই একি কথা দেবহূতিকে বললেন। স্বয়ং বিষ্ণু তোমার পুত্ররূপে এসে কপিলনামে সাংখ্যাচার্য্যগণ কর্তৃক পূজিত হবেন। যথাসময়ে তিনি কর্দ্দমের গৃহে জন্ম নিলেন। শ্রীভগবানের জন্ম মুহূর্তে আকাশে বর্ষণশীল মেঘগণ নানাবিধ বাদ্যধ্বনি করতে লাগল। গন্ধর্বগণ তাঁর লীলাগান করতে লাগল এবং অপ্সরাগণ-আনন্দে নিত্য করতে লাগল। দেবগণ স্বর্গ হতে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। সকলের অন্তঃকরণ প্রসন্নতা লাভ করল। কর্দ্দম মুনি স্তবস্তুতি করে তাঁর নিকট সন্ন্যাস নেওয়ার জন্য আশীর্বাদ চাইলেন, বললেন এক্ষণে আমি সন্ন্যাসীগণের মার্গ অবলম্বন করে আপনাকে হৃদয়ে স্মরণ করতে করতে শোক রহিত হয়ে বিচরণ করব এই প্রার্থনা। ব্রহ্মার নির্দেশে কর্দ্দম ও দেবহূতি কন্যাগণকে মরীচি প্রভৃতি মুনিগণের নিকট সম্প্রদান করলেন। শ্রীভগবান্ কপিলরূপে আবির্ভূত হয়ে বললেন, জগতে যাঁরা আত্মদর্শন করার নিমিত্ত লিঙ্গশরীর হতে মুক্তি আকাঙ্ক্ষা করেন সেই মুনিগণের উপযোগী প্রকৃতি পুরুষ প্রভৃতি তত্ত্ব সকলের সম্যক্ নির্দ্দেশের নিমিত্তই আমার জন্ম। আত্মজ্ঞান মার্গ কালক্রমে বিনষ্ট হয়েছে আমি তা পুনঃ প্রবর্তন করার জন্যই আমার এই দেহধারণ। তুমি এক্ষণে যেখানে ইচ্ছা গমন কর। আমাতে কর্ম সমর্পণ করে দুর্জয় মৃত্যুজয় করে অমৃতত্ব অর্থাৎ পরমানন্দ লাভের নিমিত্ত আমার ভজনা করো। তাহলেই স্ব প্রকাশ সর্বভূত অন্তর্যামী আমাতে আত্মাদ্বারা নিজ আত্মাকে অবলোকন করে নির্ভয় ও বীতশোক হবে, অর্থাৎ মোক্ষলাভ করবে। যথাসময়ে আমি মাতাকেও আত্মবিদ্যা প্রদান করব যাতে সমস্ত কর্মবন্ধন দূরীভূত হয়ে থাকে সুতরাং, মাতা চিরদিনের জন্য ভববন্ধন ভয় হতে নিষ্কৃতি লাভ করবেন। এবং মৃত্যুভয় অতিক্রম করে পরমানন্দ প্রাপ্ত হবেন। কর্দ্দম এই কথা শুনে সমস্ত কিছু ত্যাগ করে বনে গমন করলেন। অতঃপর মুনি পরমাত্মার শরণাপন্ন হয়ে মৌনব্রত

অবলম্বন করে তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করতে লাগলেন। সুতরাং, নির্গুণ মহর্ষি কর্দ্দম অবিচলিত ভক্তি সহকারে ব্রহ্মাকে উপলব্ধি করলেন। তিনি অজ্ঞানরূপ বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে জীবের আত্মস্বরূপ সর্বজ্ঞ ভগবান্ বাসুদেবে পরম ভক্তিভাবে চিত্ত সমাহিত করলেন। এইভাবে তিনি ভাগবতী গতি প্রাপ্ত হলেন।

অধ্যায় (২৫—৩৩)

ভগবান্ কপিল মাতা দেবহূতির প্রিয় কর্তব্য সম্পাদনের জন্য বিন্দুসরোবরেই বাস করতে লাগলেন। একদিন দেবহূতি ব্রহ্মার কথা স্মরণ করে কপিলের নিকট এসে বললেন, হে প্রভো পরমেশ্বর! আমি ইন্দ্রিয় অভিলাষী হয়ে মোহে আবদ্ধ ছিলাম। তুমি জীবগণের নিয়ন্তা, অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন জীবলোকের চক্ষুঃস্বরূপ সূর্যের ন্যায় উদিত হয়েছ। অতএব হে ভূমন! আমার এই মোহ অন্ধকার দূর করে দাও। আমি তোমার শরণাপন্ন হলাম। তুমিইতো শরণাগতের আশ্রয়, তোমার চরণে প্রণাম করি। মাতার এই কথাশুনে কপিল ঈষৎ হাস্য করে বললেন, "মাতঃ! চিত্তই আত্মার বন্ধন ও মুক্তির একমাত্র হেতু। চিত্ত বিষয়ে আসক্ত হলে বন্ধন আর পরম পুরুষে অনুরক্ত হলেই মুক্তির কারণ হয়। জ্ঞানীগণ বলেন, অসৎসঙ্গই জীবের বন্ধন; আর সাধু সঙ্গই মুক্তির উন্মুক্ত দ্বারস্বরূপ।"* সাধুগণের লক্ষ্মণ বলছি শুন—"সাধুগণ সহিষ্ণু, সর্বভূতের সুহৃৎ, ক্ষমাশীল, দয়ালু, অজাতশত্রু, শান্ত, ধীর, স্থির, শাস্তানুবর্তী, সচ্চরিত্র ভূষণে অলঙ্কৃত, অচলা ভক্তিপরায়ণ এবং আমারই জন্য সর্বকর্ম,সমস্ত আত্মীয়, বন্ধু বান্ধব ত্যাগ করেছেন তাঁরাই সাধু।"** মাতঃ, তোমার এইরূপ সাধুসঙ্গ প্রয়োজন কারণ এইরূপ সঙ্গ হলে নিখিল দোষ দূরীভূত হয়। এই সঙ্গই ভক্তির অঙ্গ।

---

* চেতঃ খল্বস্য বন্ধায় মুক্তয়ে চাত্মনো মতম্।
গুণেষু সক্তং বন্ধায় রতং বা পুংসি মুক্তয়ে।।
প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ।
স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্।। ৩/২৫/১৫, ২০

** তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাতম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ।।
ময্যনন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্ব্বন্তি যে দৃঢ়াম্।
মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণস্ত্যক্ত স্বজন বান্ধবাঃ।। ৩/২৫/২১, ২২

যোগের দ্বারা অহংকার অভিমান দূর হলেই চিত্ত শুদ্ধ ও প্রকৃতি হীনতেজ হয়, এবং পরমাত্মা অখণ্ড জ্যোতি স্বরূপে প্রকাশিত হন। যাঁরা সঙ্গমুক্ত সকল জীবের সুহৃদ, আমার কথা শ্রবণ কীর্তন ও আমাতে দৃঢ়াভক্তি করেন সেই সকল ভক্তের সঙ্গ করলেও সকল বন্ধন ছিন্ন ও সকল সন্তাপ দূরীভত হয়। তাঁদের সঙ্গ বাঞ্ছনীয়—সাধুদিগের সৎসর্গে আমার মাহাত্ম্যের প্রকাশক হৃদয় ও কর্ণের সুখদায়ক প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। সেই সমস্ত কথার শ্রবণাদি দ্বারা অবিদ্যা নিবৃত্তির পথস্বরূপ শ্রীভগবানের শীঘ্রই শ্রদ্ধা রতি ও ভক্তি জন্মে থাকে। অনাসক্তি, বৈরাগ্য, পরিবর্দ্ধিত জ্ঞান, যোগ ও আমার প্রতি ভক্তি, জীব এই সকল উপায়ে ঐহিক শরীরেই সকলের অন্তর্যামী স্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হয়ে থাকে। দেবহূতি জিজ্ঞাসা করলেন, কি প্রকার ভক্তি আশ্রয় করলে তোমার নির্ব্বাণপদ অনায়াসে পাব? যা থেকে তত্ত্বসকলের জ্ঞান হয়ে থাকে, এইরকম যে যোগ তুমি পূর্বে উপদেশ করেছিলে সেই যোগেই বা কিরূপ? আমি অল্পবুদ্ধি সম্পন্না, আমার পক্ষেই বা কিরূপ ভক্তি উপযুক্ত তা সহজ করে বলতে আজ্ঞা হয়। কপিল বললেন, যাঁরা বেদ বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করে থাকেন এবং যাঁদের মন বিকার রহিত তাঁদিগের শুদ্ধ সত্ত্বময় শ্রীভগবানের প্রতি তাঁদের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহের যে নিষ্কাম স্বাভাবিক বৃত্তি তাকেই ভাগবতী ভক্তি বলে। ইহা মুক্তি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। যেমন জঠরানল ভুক্ত বস্তুকে জীর্ণ করে থাকে, তাতে জীবের কোন প্রযত্ন করতে হয় না সেইরূপ এই ভক্তি লিঙ্গ শরীরকে জীর্ণ করে থাকে। যাঁরা প্রকৃত ভগবদ্‌ভক্ত তাঁরা আমার চরণ সেবাতেই অনুরক্ত, সমস্ত কর্ম আমাকে নিবেদন করে এবং পরস্পর মিলিত হয়ে আমার প্রভাবের প্রশংসা করে থাকেন, কিন্তু মুক্তিলাভে কেহই আগ্রহী নয়। যাঁরা আমাকে এইরূপ ভক্তি করেন—মাতঃ, তাঁরা আমার সুন্দর প্রসন্নমুখ ও অরুণলোচন বিশিষ্ট রমণীয় বরপ্রদ আমার দিব্যরূপ সকল দর্শন করেন এবং ইচ্ছামত বাক্যালাপ করেন। সেই সকল মূর্তি দ্বারা ভক্তগণের ইন্দ্রিয় ও মন একান্ত আকৃষ্ট হয়, তখন তারা মুক্তি ইচ্ছা না করলেও ভক্তিই তাদিগকে ব্রহ্মানন্দ লাভ করান। মাতঃ, ভক্তিই জীবের পরমপদলাভের একমাত্র উপায়। যেমন গঙ্গাধারা অবিচ্ছিন্ন গতিতে সাগরের অভিমুখে প্রবাহিত হয় সেরূপ আমার গুণাবলী কীর্তন এবং শ্রবণ মাত্র সর্বান্তর্যামী আমার প্রতি যে মনের অবিছিন্নাগতি উহাই প্রকৃত নির্গুণ ভক্তিযোগ। মাতঃ, নিষ্কাম ধর্মাচরণ; নির্মল হৃদয়, নিরন্তর আমার কথা শ্রবণ দ্বারা সুদৃঢ় ভক্তি, তত্ত্বদর্শন জন্য

জ্ঞান, তীব্র বৈরাগ্য, তপস্যা সমন্বিত যোগ ও তীব্র আত্মসমাধি দ্বারা প্রকৃতি অহোরাত্র দগ্ধ হতে হতে অবশেষে তিরোহিতা হয়; যেমন কাষ্ঠ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হতে হতে ক্রমে তিরোভূত হয় সেইরূপ প্রকৃতিরও অবস্থা ঘটে থাকে। জীব যখন আত্মনিষ্ঠ হয়ে আব্রহ্ম নিখিল ভুবনে বৈরাগ্য মুক্ত হয় তখন তিনি আত্মতত্ত্ব অবগত হয়ে আমার প্রতি ভক্তিমান এবং কৈবল্যনামক স্বরূপ আমার পরমানন্দ অনায়াসে প্রাপ্ত হয়ে ধীরতা লাভ করে থাকে। এইরূপ যোগী পুনর্ব্বার সংসারে জন্ম গ্রহণ করে না। চিরদিনের জন্য মুক্তি লাভ করে থাকে। ধীর ব্যক্তি জীবের গতি অবগত হয়ে আসক্তি ত্যাগ করে সংসারে বিচরণ করে। বুদ্ধি দ্বারা সম্যক্ বিচার করে বুদ্ধিকে যোগ ও বৈরাগ্যযুক্ত করে এবং মায়াবিরচিত এই জগতে শরীরে আসক্তি ত্যাগ করে বিচরণ করে। এরপর কপিলরূপী ভগবান্ যোগের কথা বললেন। সাংখ্যতত্ত্ব সকলের পৃথক পৃথক লক্ষ্মণ যা জানলে মানুষ প্রকৃতির গুণ হতে মুক্ত হয়, পুরুষ-প্রকৃতির জ্ঞান দ্বারা কিরূপে মোক্ষলাভ হয়, অষ্টাঙ্গ যোগে যোগীর মন অবিলম্বে নির্ম্মল হয়ে চঞ্চলতা দূর হয়ে থাকে? কিরূপে নিরূপাধি স্বরূপের জ্ঞান হয়, কালের প্রভাব ও সংসারের ঘোরত্ব, অধার্মিকদের তামসীগতি, নরযোনিপ্রাপ্তি, জীবের উর্দ্ধগতি ও পুনরাবৃত্তি এইসব তত্ত্বের ব্যাখ্যা করলেন।

কপিল বললেন, মাতঃ! ভেদবুদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন উপাধি অবলম্বনে ঘটে কিন্তু সর্ব উপাধি পরিত্যাগ করে আত্মা সর্বভূতের কারণ বলে সর্ব্বভূতে আত্মাকে ও আত্মা সর্বভূতের লয় স্থান বলে আত্মাকে সর্ব্বভূতকে অভিন্নভাবে দর্শন করবে। আমি সর্বদা সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী রূপে বিরাজ করি। শ্রদ্ধা, ভক্তি ও নিত্য যোগাভ্যাস দ্বারা যাঁর আত্মা সমাহিত হয়; যিনি নিঃসঙ্গ ও বৈরাগ্যযুক্ত তিনিই ব্রহ্মাকে দর্শন করেন। যোগিগণ আত্যন্তিক মঙ্গল লাভের জন্য জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিদ্বারা আমারই সর্বভয়হারী পাদমূলে আশ্রয়লাভ করে থাকেন। একান্ত ভক্তিসহকারে আমার প্রতি মন নিবিষ্ট করে স্থিরভাবে রাখা যায়, তবেই ইহ সংসারে লোকের পরম পুরুষার্থ। ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে স্বধর্ম অনুষ্ঠান, চিত্তের নির্মলতা সম্পাদন, আমার নাম লীলাদি শ্রবণ দ্বারা আমার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি অবলম্বন, তত্ত্বজ্ঞান; প্রবল বৈরাগ্য, শমদমাদি সহকৃত ধ্যান, চিত্তের দৃঢ় একাগ্রতা দ্বারা প্রকৃতি পরাভূত হয়ে তিরোহিত হতে বাধ্য হবে। কপিলের শ্রীমুখ হতে ভক্তি ও যোগতত্ত্বের কথা শুনে দেবহূতি বললেন, হে ভগবান্ কপিল! তত্ত্বের স্বরূপ জ্ঞান করতে হলে যে ভক্তিযোগ মূল

বলে কথিত হয়েছে, সেই ভক্তিযোগের পন্থা আমার নিকট সহজ করে বর্ণনা কর। যা শুনলে লোক সংসারের আসক্তি ত্যাগ করে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হতে পারে।

ভগবান্ কপিল বললেন, মাতঃ! বিভিন্ন লোকের প্রকার ভেদে ভক্তিযোগ নানাভাবে প্রকাশ পায়; যেহেতু তমঃ প্রভৃতি যে সকল স্বভাবসিদ্ধ গুণ তাদের অবস্থা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন তামসিক ভক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ক্রোধী ও ভেদবুদ্ধি সম্পন্ন , হিংসা, দম্ভ অথবা বৈরিভাব উদ্দেশ্য করে আমার প্রতি ভক্তিমান হয়। রাজসিক্ ভক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন রূপাদি বিষয় কিংবা যশ অথবা ঐশ্বর্য কামনা করে প্রতিমাদিতে আমার অর্চনা করে। সাত্ত্বিক ভক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ভেদবুদ্ধি সম্পন্ন পাপক্ষয় কিংবা পরমেশ্বরে কর্মফল সমর্পণ অর্থাৎ ভগবৎ প্রীতি উদ্দেশ্য করে অথবা শাস্ত্র বিধান অনুসারে আমার কর্তব্য কার্য মনে করে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করে। আমার প্রতি নিষ্কামভাবে ভেদবুদ্ধি শূন্য অবস্থায় মনের যে অবিরাম গতি তাই ভক্তি। ইহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ বলে কথিত হল। যে ভক্তিযোগের ফলে ত্রিগুণজনিত সংসার বন্ধন অতিক্রম করে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই উত্তম ভক্তিযোগ। আমার প্রতিমাদি দর্শন, পূজন, স্তবস্তুতি, বন্দনা, সর্বভূতে আমার ভাব চিন্তা করা, সাধুজনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, দীনের প্রতি দয়া করা, আত্মতুল্য ব্যক্তির প্রতি সৌহার্দ; বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়কে সংযত করা ইহা বৈরাগ্য। দেবহূতির সমস্ত সংশয় সন্দেহ দূর হল। তখন তিনি শ্রীভগবানের স্তব করে বললেন, হে পরব্রহ্মস্বরূপ কপিল! এই জগৎ তোমার শরণাপন্ন, তুমি নানারূপে আবির্ভূত হয়ে জগৎ রক্ষার নিমিত্ত ভূলোকে বিচরণ করে থাক। আমি তোমার শরণাপন্ন হলাম। তোমার চরণ আশ্রয় করলেই সর্বভয় বিদূরিত হয়। তোমার নাম যার জিহ্বাগ্রে থাকে, সে চণ্ডাল হলেও শ্রেষ্ঠ জীব, যাঁরা তোমার নামগান করে তাঁরাই প্রকৃত তপস্যা, হোম, বেদাধ্যয়ন, তীর্থস্নান করে থাকেন, তাঁরাই প্রকৃত সদাচারী ও প্রকৃত বেদধ্যায়ী।*

কপিল বললেন, মাতঃ, আমার উপদেশ সম্যক্ পালন করলেই অগৌণই আপনি পরাগতি লাভ করতে পারবেন। নির্মল মন যখন যোগের দ্বারা সম্যক্ স্থিরতা লাভ করবে, তখন নিজ নাসিকাগ্রে দৃষ্টি রেখে শ্রীভগবানের মূর্তি ধ্যান করবেন।

---

* অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সসুরার্য্যা ব্রহ্মানুচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ।।৩/৩৩/৭

শ্রীভগবানের যে কোন অবস্থা মনে করে তাঁকে বিশুদ্ধচিত্তে ধ্যান করবেন। অতঃপর কপিলদেব মাতাকে এইরূপে কমনীয় সহজ আত্মতত্ত্ব উপদেশ করে ব্রহ্মবাদিনী জননীর অনুমতি লয়ে সেখান হতে উত্তরাভিমুখে গমন করলেন। তিনি অদ্যাপি ত্রিলোকের কল্যাণে যোগসমাহিত হয়ে আছেন,এখনও সাংখ্যাচার্য্যগণ তাঁর স্তব করেন। দেবহূতি ভগবান্ কপিলের নির্দেশমত যোগযুক্ত হয়ে আশ্রমে বসে যোগাভ্যাস করতে লাগলেন। তিনি উগ্র তপস্যায় ও যোগ প্রভাবে সুখ সমৃদ্ধিতে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হলেন বটে, কিন্তু পুত্ররূপী ঈশ্বর বিরহে তাঁর বদন অনির্বচনীয় শোকে আকুল হল। তত্ত্বসমূহ অবগত হয়েও পুত্রের জন্য বৎস হারা ধেনুর ন্যায় আকুল হলেন। পুত্ররূপী শ্রীহরি কপিলের উপদেশ অনুসারে তাঁর ধ্যান করতে করতে গৃহসুখে নিস্পৃহা হলেন। যা হতে ব্রহ্মলাভ হয় সেই জ্ঞানদ্বারা বিশুদ্ধ হলেন। তিনি বিশুদ্ধ হৃদয়ে বিগ্রহ ও অবয়ব উভয় রূপেই ধ্যান করতে লাগলেন। ধ্যান করতে করতে দ্বৈতভাব তিরোভূত হল। তখন সর্বগত আত্মা তার ধ্যান গোচর হলেন। এইভাবে তাঁর জীবভাব নিবৃত্ত হওয়ায় ক্লেশনিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি হল। কপিলের মার্গ অবলম্বন করে অচিরকাল মধ্যে তিনি নিত্যমুক্ত পরমাত্মস্বরূপ শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হলেন।

হে বীর বিদুর! যে স্থানে দেবহূতি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, সেই স্থানটি ত্রিভুবনবিখ্যাত সিদ্ধিপদনামে পুণ্যক্ষেত্র হয়ে রয়েছে। তাঁর শরীর সাধনবলে নির্মল হয়েছিল, তা একটি নদী হয়ে স্রোতস্বতীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সিদ্ধিদায়িনী, দেবতা, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সিদ্ধগণ তাকে সাদরে সেবা করে থাকেন।

—ঃঃ—

শ্রীমদ্‌ভাগবত

চতুর্থ স্কন্ধ

অধ্যায় (১—৭)

শ্রী মৈত্রেয় বললেন—সায়ম্ভুব মনু ও শতরূপার তিনকন্যা আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি। ছোট কন্যা প্রসূতিকে প্রজাপতি দক্ষের হাতে সম্প্রদান করেন। দক্ষ ও প্রসূতির এক কন্যা সতী, তাঁকে সম্প্রদান করেন দেবাদিদেব শঙ্করের নিকট। বিদুর জিজ্ঞাসা করলেন—প্রজাপতি দক্ষ অত্যন্ত কন্যা বৎসল, অথচ কেন জামাতা ও শ্বশুরে বিদ্বেষ উৎপন্ন হয়েছিল? তাতে সতী দুস্ত্যজ পর্যন্ত ত্যাগ করেছিলেন। দয়া করে তা বর্ণনা করুন। মৈত্রেয় বললেন—পুরাকালে একদা বিশ্বসৃষ্টিকারী এক মহাযজ্ঞে দেবতা, ঋষি, মহর্ষি, ও মুনিগণ সকলে আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত হলেন। সূর্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জে দীপ্যমান প্রজাপতি দক্ষও নিমন্ত্রিত হয়ে ঐ সভায় উপস্থিত হলেন। সভায় প্রবেশ করলে সম্পূর্ণ সভা আলোকিত হয়ে উঠল, তখন সকলে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান জানালেন, কিন্তু দেবদেব মহাদেব ও ব্রহ্মা তাঁরা আসন থেকে উঠেননি। এতে দক্ষ শিবের প্রতি রুষ্ট হয়ে কুটিল দৃষ্টিপাত করলেন আর ব্রহ্মাকে প্রণাম করে তাঁর অনুমতি অনুসারে উপবেশন করে বললেন, দেখুন, ঐ শ্মশানচারী শিব আমার জামাতা অথচ একটু সম্মান প্রদর্শন করলো না। যা কিনা তার শিষ্যস্থানীয়। দক্ষ এই অনাদর সহ্য করতে না পেরে বক্রদৃষ্টিতে কটুবাক্য প্রয়োগ করতে লাগলেন। দক্ষ বললেন, এই শঙ্কর কর্তব্য আচরণে সাধুজনের পথ কলুষিত করল, সুতরাং এই নির্লজ্জ হতে লোকপালদিগের যশ বিনষ্ট হল। জানি ইহার স্বভাব রাত্রিদিন ভূতপ্রেতসহ ওঠাবসা। উন্মত্তের ন্যায় উলঙ্গ দেহে আলুলায়িত কেশে কখনও হাস্য কখনও ক্রন্দন করতে করতে শ্মশানে বিচরণ করে। চিতাভস্মই ইহার ভূষণ। মাদক দ্রব্যাদি সেবনে সদাই মত্ত এবং মত্তগণের নেতা। ইহার নাম কেবল শিব বাস্তবিক নিতান্ত অশিব। এই বলে তিনি শিবকে অভিশাপ গ্রস্ত করলেন, যে

সে কোনদিন দেবগণের সহিত যজ্ঞ ভাগ পাবে না। উপস্থিত সকলের মধ্যে কেহ কোন প্রতিবাদ করলেন না। একমাত্র শিবের অনুচর নন্দীশ্বর তা শুনে দক্ষকে প্রতি অভিশাপ দিলেন, দেহ অভিমানী দক্ষ ছাগমণ্ডু প্রাপ্ত হউক, আর শিবদ্বেষী বেদবাদী ব্রাহ্মণগণ ভিক্ষাদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করুক। ভৃগুমুনি এই অভিশাপ শুনে অলঙ্ঘ্য শাপরূপ ব্রহ্মদণ্ড প্রদান করলেন, শঙ্করের অনুচরগণকে অভিশাপ করলেন—সর্বমঙ্গলকারী সনাতন বেদপন্থার নিন্দুকগণ সুরাসক্ত ও পাষণ্ডাশ্রিত হউক। শঙ্কর এই সকল শুনে অনুচরদের নিয়ে সে জায়গা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেলেন।

প্রজাপতি দক্ষ জগৎসৃষ্টিকারী ব্রহ্মা কর্তৃক বৃত হয়ে মহাগর্বিত হলেন। তিনি বৃহস্পতি নামে একটি মহাযজ্ঞ করার সঙ্কল্প করলেন। সেই যজ্ঞে সমস্ত দেবতা, ঋষি, মহর্ষিকে এমনকি তাঁদের পত্নীগণকে আমন্ত্রণ করলেন শুধু বাদ গেলেন শিব ও সতী। সতী তখন স্বামীকে বললেন, দেব! পিতৃগৃহে কন্যার নিমন্ত্রণ দরকার কি? স্বজনের গৃহে বিনা আহ্বানে গমন করা যায়। আমার আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য মন বড়ই ব্যাকুল হয়েছে, আমি ঔৎসুক্যবশতঃ অত্যন্ত কাতর চিত্তে আমার জন্মভূমি দেখতে ইচ্ছা করি। আপতিতে সর্বত্যাগী এসব কোনদিন অনুভব করেননি। আপনি অনুমতি করুন আমি পিতৃগৃহে যাই। সকল রমণীগণ যাদের কোনও সম্পর্ক নাই তারাও সুসজ্জিত হয়ে নিজ নিজ পতিসহ দলে দলে তথায় যাচ্ছে? পিতার গৃহে উৎসবের কথা শুনলে কন্যার দেহ কি স্থির থাকতে পারে? জন্মদাতা পিতৃগৃহ বিনা নিমন্ত্রণে যাওয়া যায় না? শিব সামান্য হাস্য করে বললেন, হে সুশোভন! যার চিত্ত দেহাভিমানে কলুষিত হয় নাই, আমন্ত্রিত না হয়েও এমন আত্মীয় গৃহে যাওয়া দোষ নাই। বিদ্যা, তপস্যা, বিত্ত, দেহ, বয়স ও বংশ এই ছয়টি সাধুজনের পক্ষে গুণ; কিন্তু অসাধু ব্যক্তির উহারই দোষরূপে পরিণত হয়ে বিবেক নষ্ট করে দেয়। দেখ, প্রাজ্ঞব্যক্তিদের পরমপুরুষ ভগবান্ অভিবাদন করেন কিন্তু দেহাভিমান ব্যক্তিদের কোনদিন্ অভিবাদন করেন না। আমিও দক্ষের প্রতি তাই করেছি। কিন্তু মহতের তেজ তাঁর নিকট অসহ্য। আমার সম্পর্কবশতঃ তুমি তোমার পিতার নিকটে স্নেহ লাভ করতে পারবে না। যেহেতু দক্ষ আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন। এইরকম আত্মীয়ের নিকট দুর্বাক্য বড়ই কষ্টকর। যদি তুমি আমার কথা অমান্য করে যেতে চাও, তবে যাও, কিন্তু তোমার মঙ্গল হবে না। সমাজে সম্মানিত ব্যক্তির কখনও যদি স্বজন হতে অপমান ঘটে; তবে তার পক্ষে মৃত্যু তুল্য হয়। সতী নিতান্ত অধীরা হয়ে উঠে পরিশেষে ক্রুদ্ধা হয়ে কান্না করতে লাগলেন। অতঃপর সতীর

চিত্ত নিতান্ত মোহাচ্ছন্ন হওয়ায়, শোকে ও ক্রোধে তাঁর অন্তর অত্যন্ত দুঃখিত হল। তিনি বুদ্ধি ভ্রষ্টা হয়ে শিবলোক ত্যাগ করে পিতৃগৃহের উদ্দেশ্যে গমন করলেন। শিবের অনুচরবর্গ তা দেখে সতী মায়ের অনুসরণ করে তাঁকে বৃষের উপর আরোহণ করালেন এবং নানা বাদ্য, বাজনা সহ অনুগমন করলেন। সতীমা পিতৃগৃহে গিয়ে উপস্থিত হলেন কিন্তু ভগিনীগণ ও মা ছাড়া অন্য কেহই কোন ভাবেই আপ্যায়িত করলেন না। মাতা ও ভগিনীগণ তাঁকে আদর করে সানন্দে আলিঙ্গন করলেন। পিতা তাঁকে কিছুমাত্র সমাদর করলেন না। সতী দেখলেন, শিবের জন্য কোনও যজ্ঞ ভাগ নাই। তাঁর অনুচরগণ এতে ক্রুদ্ধ হয়ে যজ্ঞভণ্ডুল করতে উদ্যত হলে সতীমা তাদের নিবারণ করলেন। পিতাকে বললেন, "ইহলোকে যিনি সকলের প্রিয় আত্মস্বরূপ, যাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, যাঁর প্রিয় বা অপ্রিয় কেহ নাই, কারও সাথে যাঁর বৈরিতা নাই, সেই সর্বাত্মক মহাদেবের প্রতি আপনি ভিন্ন অন্য কে তাঁর প্রতিকূলাচরণ করবে?"* আপনার ঐশ্বর্য এই যজ্ঞশালায় আবদ্ধ, ভোজনপ্রিয় দেবতা ও মানবগণই তাতে তৃপ্ত থাকেন এবং এইরূপ ঐশ্বর্যকে বহুমান করেন। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি উভয় ধর্মই তার অনুগত, আপনি এই তুচ্ছ অসুয়াপরবশ হয়ে দেবদেব মহাদেবের সকল রকম গুণই দোষ দেখছেন, তা দেখেই আপনি দ্বেষ করছেন। ইহা অসাধু ব্যক্তিগণই করে থাকে। উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি যদি ধর্মরক্ষক নিজ প্রভুর নিন্দা করে, তবে সামর্থ্য থাকলে নিন্দাকারীর কুবাক্যবাদিনী জিহ্বা ছেদন করা উচিত নচেৎ নিজের প্রাণত্যাগ করবে, তাও যদি সমর্থ না হও তবে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন পূর্বক তথা হতে চলে যাবে, ইহাই ধর্ম। অতএব আপনার দেহ হতে উৎপন্ন এই ঘৃণিত দেহ আর ধারণ করব না, এখনই ত্যাগ করব এই দেহ। সতী এইরূপে যজ্ঞসভামধ্যে দক্ষকে তিরস্কার করে মৌনাবলম্বন পুর্বক উত্তরমুখী হয়ে ভূতলে উপবেশন করলেন এবং আচমন পূর্বক পীতবসনে শরীর আবৃত করে নয়ন মুদ্রিত পূর্বক যোগপথ অবলম্বন করলেন। অনন্তর ত্রিলোকপূজ্য নিজপতি শঙ্করের মূর্তি চিন্তা করতে করতে সতী আর অন্য কিছুই দেখতে পেলেন না। প্রাণ ও অপান বায়ু নিরোধ দ্বারা নাভিচক্রে সমান অবস্থায় আনয়ন করে নাভিচক্র হতে উদান বায়ুকে ধীরে ধীরে উর্দ্ধে সঞ্চালিত করে বুদ্ধির সহিত তাকে হৃদয়মধ্যে সংস্থাপিত করে হৃদয়স্থ সেই বায়ুকে কণ্ঠনালিকা দ্বারা ক্রমশঃ ভ্রূযুগলের মধ্যে আনয়ন করলেন। দক্ষের প্রতি ক্রোধবশতঃ প্রশস্ত

---

* ন যস্য লোকেঽস্ত্যতিশায়নঃ প্রিয়স্তথাঽপ্রিয়ো দেহভৃতাং প্রিয়াত্মনঃ।
তস্মিন্ সমস্তাত্মনি মুক্তবৈরকে ঋতে ভবন্তং কতমঃ প্রতীপয়েৎ।। ৪/৪/১১

হৃদয়া সতী এইরূপ যোগপথ অবলম্বন করে সমাধিজাত অগ্নিদ্বারা তাঁর দেহ প্রজ্বলিত হল। এইরূপ অত্যাশ্চর্য ঘটনা দর্শনে আকাশে ও ভূমিতলে বিপুল হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হল। হায়! সর্বদা সম্মান পাওয়ার উপযুক্তা, প্রশস্তহৃদয়া সতী দক্ষকন্যা অথচ তাঁর দ্বারা অসম্মানিত হয়ে প্রাণ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। তখন দেবী সতীর অনুচরবর্গ অস্ত্রধারণ পূর্বক দক্ষকে বিনাশে উদ্যত হল। তখন ভৃগুমুনি যজ্ঞবিঘ্নকারীদের বিনাশ উপযোগী মন্ত্র উচ্চারণ করে যজ্ঞানলে আহুতি প্রদান করলেন। তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মতেজে দীপ্যমান ঋভু নামক সহস্র সহস্র দেবগণ অগ্নি হতে উত্থিত হয়ে শিব অনুচরবর্গকে প্রহার দিয়ে বিতাড়িত করল।

মৈত্রেয় বললেন, —ভগবান্ শঙ্কর নারদের মুখে সতীর দেহত্যাগের কথা ও ঋভুগণ দ্বারা স্বীয় অনুচরবর্গ পরাভূত হয়েছে শুনে তিনি অত্যন্ত কুপিত হলেন। শঙ্কর অতি ভয়ঙ্কর মূর্তিতে দণ্ডায়মান হয়ে গম্ভীর গর্জন ও অট্টহাস্য করে নিজ মস্তক হতে জটা উৎপাটিত করে ভূমিতলে নিক্ষেপ করলেন। তা হতে তৎক্ষণাৎ বীরভদ্র নামক এক অতিকায় ভীষণ দর্শন এক বিশাল মূর্তির আবির্ভাব হল। বীরভদ্র কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, "প্রভো! আমি কার্য সাধন করব?" তখন ভগবান্ ভূতনাথ বললেন, আমার অনুচরবর্গের অগ্রগণ্য হয়ে যজ্ঞ সহ দক্ষকে বিনষ্ট কর। গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করে মহাবেগে দক্ষের যজ্ঞশালায় প্রবেশ করে পশুমারণ অস্ত্রের দ্বারা দক্ষের মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করলেন, এবং দক্ষের মস্তক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করে কৈলাসে প্রত্যাগমন করলেন। এই সময় রুদ্রানুচরগণ অস্ত্র উত্তোলন পূর্বক চতুর্দিকে হতে বেগে আগমন করে দক্ষের মহাযজ্ঞ অবরোধ করল। কেহ সভামণ্ডপ, কেহ হোতৃগৃহ, কেহ যজমানের গৃহ, কেহ পাক গৃহ, ভগ্ন করল, মহাপ্রলয় কাণ্ড বাঁধিয়ে দিল। রুদ্রানুচর মণিমান ভৃগুমুনিকে বন্ধন করল, কেহ দেবগণকে বন্ধন করল, কেহ নানাভাবে ভয় দেখাতে লাগল। যজ্ঞসভায় ভৃগু শ্মশ্রু দেখিয়ে শঙ্করকে উপহাস করেছিলেন সেই জন্যই বীরভদ্র তাঁর শ্মশ্রু উৎপাটন করল। দেবতাগণ সন্ত্রস্ত হয়ে ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্বক তাঁকে প্রণাম করে যজ্ঞ সম্পর্কিত সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করলেন। ব্রহ্মা ও অন্তর্যামী শ্রীহরি পূর্বেই ইহা বুঝেছিলেন সেই জন্য তাঁরা যজ্ঞে যান নি। ব্রহ্মা দেবতাগণকে বললেন, শঙ্করের প্রতি বঞ্চনা করা হয়েছে, তাঁর নিকট গিয়ে পাদপদ্মধারণ পূর্বক প্রসন্ন করার চেষ্টা কর। যিনি কুপিত হলে লোকপালগণ সমস্ত নষ্ট হয়ে যায়, সেই মহাদেবের হৃদয় দক্ষ কর্তৃক দুর্বাক্যে নিতান্ত ব্যথিত তার উপর তাঁর প্রিয়তমার বিয়োগ ঘটেছে, এ অবস্থায় শীঘ্র তোমরা যজ্ঞের পুনরুদ্ধার

করে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। দেবতাগণকে এইরকম আদেশ করে স্বয়ং দেবগণকে সঙ্গে লয়ে শিবকে সন্তুষ্ট করার জন্য কৈলাস গমন করলেন। এই পর্বতে নানা প্রকার মণিশোভিত বিবিধ ধাতুদ্বারা চিত্রিত বহুতর শৃঙ্গ ছিল, তাতে বৃক্ষ, লতা, গুল্ম,নানাবিধ মৃগ, নির্মল প্রস্রবণ নানারূপ গহ্বর ও উচ্চপ্রদেশ বিরাজমান সেই জন্য ঐ পর্বতটি শিবের প্রিয় ছিল। সেখানে দেবগণ সহ ব্রহ্মা উপস্থিত হয়ে পর্বতে অলকানামে একটি মনোরম পুরী এবং সৌগন্ধিকী নামে একটি বন দেখতে পেলেন। এই বনে সৌগন্ধিক নামে পদ্ম উৎপন্ন হয়। অলকাপুরীর বর্হিভাগে দুটি পবিত্র নদী প্রবাহিত নন্দা ও অলকানন্দা। দেবগণ সেখানেই কৈলাস পতিকে বীরাসনে উপবিষ্ট দেখলেন, তাঁকে দেখে বোধ হল যেন স্বয়ং যম ক্রোধশূন্য হয়ে অবস্থান করছেন। বহুতর শ্রোতৃবর্গের মধ্যে জিজ্ঞাসু নারদকে সনাতন বেদ উপদেশ দিতে দেখতে পেলেন। ব্রহ্মা ও মহেশ্বর মস্তক অবনত করে পরস্পরকে প্রণাম করলেন। ব্রহ্মা দেবদেবের স্তব করে বললেন, আপনিই বিশ্বের অধিপতি, প্রকৃতি ও জগতের বীজ যে শিব অর্থাৎ পুরুষ, এই উভয়েরই আপনি নিয়ন্তা এবং নির্বিকার যে ব্রহ্ম তাও আপনিই। আপনি একাধারে শিব ও শক্তিরূপে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সাধন করে থাকেন। আপনিই দক্ষের সূত্রমাত্র করে বর্ণাশ্রমে সেতু স্বরূপে যজ্ঞের ও জীবের সর্বপ্রকার শুভাশুভের বিধান করেছেন। আপনি পুণ্য কর্মকারী গণের সম্বন্ধে শিবলোক, স্বর্গলোক অথবা মোক্ষ বিধান করে থাকেন। দুষ্কর্মকারীদের সম্বন্ধে তীব্র নরক বিধান করেন। তথাপি এ বিপর্যয় কেন? দেব , এক্ষণে প্রসন্ন হয়ে যজ্ঞের ও দক্ষাদি সকলের নষ্ট অঙ্গ ও দেহের উদ্ধার সাধন করুন এবং নিজ যজ্ঞভাগ গ্রহণ করুন।

মৈত্রেয় বললেন, হে মহাবাহো বিদুর! ব্রহ্মার ঐ সানুনয় প্রার্থনায় মহাদেব প্রসন্ন হয়ে বললেন, ব্রহ্মন্, মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমাকে এই দণ্ডের বিধান করতে হয়েছিল। প্রজাপতি দক্ষের মস্তক দগ্ধ হয়েছে এইজন্য এক্ষণে তার ছাগ মুণ্ডু ও ভৃগুমুনির ছাগ শ্মশ্রু প্রাপ্ত হউক এবং অন্যান্য দেবতা ও মুনিগণের অঙ্গ বৈকল্য দূরীভূত হউক। অনন্তর মুনিগণ সহ দেবতাগণ মহাদেবকে আহ্বান করে তাঁকে ও ব্রহ্মাকে সঙ্গে লয়ে আবার দক্ষের যজ্ঞস্থলে গমন করলেন। দক্ষ পুনর্জীবন লাভ করে শিবের প্রতি অত্যন্ত প্রীতি পরায়ণ হয়ে অকপট ভাবে স্তবাদি দ্বারা মহাদেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, শিক্ষাস্বরূপ উপযুক্ত দণ্ড বিধান হয়েছে এক্ষণে আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। অনন্তর ব্রহ্মার উপদেশে গুরু ও পুরোহিতবর্গের দ্বারা

পুনরায় যজ্ঞ আরম্ভ হল। দোষ শুদ্ধির জন্য ব্রাহ্মণগণ-শ্রী বিষ্ণু সম্বন্ধীয় যজ্ঞ করলেন। যজ্ঞেশ্বর শ্রী নারায়ণ তখন স্বীয় প্রভায় দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত করে গরুড় পৃষ্ঠে উপবিষ্ট হয়ে যজ্ঞস্থলে উদিত হলেন। তাঁকে দেখে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, মহাদেব প্রমুখ দেবগণ সকলে উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম করলেন এবং সকলে তাঁর স্তবাদি করতে লাগলেন। ভগবান্ শ্রীহরি বললেন, "আমি এই জগতের প্রধান কারণ, সর্বজীবের সাক্ষিস্বরূপ, স্বপ্রকাশ পরমাত্মস্বরূপ ঈশ্বর, ব্রহ্মা, শিব আমারই রূপ স্বতন্ত্র সত্তা নহে। ব্রহ্মন্! সর্বভূতের আত্মাস্বরূপ এক ভাবাপন্ন স্বরূপত্রয়কে যিনি ভেদদৃষ্টিতে না দেখেন, তিনিই শান্তি লাভ করেন।"* দক্ষ ভগবান্ নারায়ণের অর্চনা করে শিবকে যজ্ঞ ভাগ দিলেন; ঋত্বিকগণ নারায়ণকে বললেন,-আপনিই যজ্ঞ হরি, অগ্নি, মন্ত্র; যজ্ঞকাষ্ঠ, কুশ ও যজ্ঞীয়পাত্র, যজ্ঞের অধিপতি দেবতা, যজ্ঞের পুরোহিত এবং সদস্য প্রভৃতি সকলই আপনি। হে যজ্ঞেশ্বর! আপনার গুণগান কীর্তন করলেও নানাবিঘ্ন বিদূরিত হয়, আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। ভগবান্ শ্রীহরি দক্ষের প্রতি পরিতুষ্ট হয়ে বললেন, সেই আমিই ব্রহ্মা এবং আমিই শঙ্কর। আমিই ত্রিগুণাত্মক স্বীয় মায়াশক্তি অবলম্বন করে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করে থাকি; এজন্য কার্যভেদ অনুসারে পৃথক পৃথক সংজ্ঞা ধারণ করি। অতঃপর পুরোহিত বর্গ যজ্ঞ সমাপনসূচক অবভৃথ স্নান করলেন। দেবগণ দক্ষকে 'ধর্মে মতি হউক' এই বরদান করে নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করলেন। দক্ষনন্দিনী সতী এইভাবে পূর্বদেহ ত্যাগ করে হিমালয়ের পত্নী মেনকার গর্ভে পার্ব্বতী নামে জন্ম গ্রহণ করে অনন্যমনা সতী জন্মান্তরে সেই মহাদেবকেই জীবনের একমাত্র আশ্রয় প্রিয়তম পতিরূপে প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্রী মৈত্রেয় বললেন, হে বিদুর! দক্ষযজ্ঞবিনাশকারী শঙ্করের এই কার্যবৃত্তান্ত ভগবদ্ভক্ত উদ্ধবের নিকট হতে শুনেছি-ভগবান্ শঙ্করের এই চরিতকথা পরম পবিত্র, যশস্কর ও আয়ুবৃদ্ধিকারী ও পাপনাশক। যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করে ভক্তি সহকারে কীর্তন করে সে ব্যক্তির সংসার দুঃখ দূর হয়।

---

* অহং ব্রহ্মা চ শর্ব্বশ্চ জগতঃ কারণং পরম্।
আত্মেশ্বর উপদ্রষ্টা স্বয়ং দৃগবিশেষণঃ।।
ত্রয়াণামেকভাবানাং যো ন পশ্যতি বৈ ভিদাম্।
সর্ব্বভূতাত্মনাং ব্রহ্মন্ স শান্তিমধিগচ্ছতি।। ৪/৭/৫০, ৫৪

অধ্যায় (৮—১২)

মহামুনি মৈত্রেয় বললেন, হে বিদুর! মনুর বংশবিস্তার বর্ণনা করতে প্রবৃত্ত হয়ে তাঁর তিনকন্যা সম্বন্ধে বলেছি। ব্রহ্মার অন্য পুত্র সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার এবং ঋভু, হংস, অরুণি, যতি ও নারদ ইঁহারা সকলেই উর্দ্ধরেতা অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন, কেহই বিবাহ করেননি। ব্রহ্মার আর এক পুত্র অধর্ম, তার স্ত্রী মিথ্যা; তিন দম্ভ ও মায়া নামে দুই সন্তানের জন্ম দেন। কালক্রমে দাম্পত্য ভাবাপন্ন হয়েছিল, নৈঋতকোণের অধিপতি নির্ঋতি নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি ঐ দম্ভ ও মায়াকে সন্তানরূপে গ্রহণ করেন। এদের লোভ নামে একটি পুত্র ও নিকৃতি (শঠতা) নামে একটি কন্যা জন্মেছিল। সেই যুগল হতে ক্রোধ ও হিংসা জন্ম নিল। ক্রোধ ও হিংসা হতে কলি ও তার ভগিনী দুরুক্তি জন্মে ছিল। কলির ঔরসে দুরুক্তির গর্ভে ভীতিনাম্নী কন্যা ও মৃত্যু নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল, এই ভীতি ও মৃত্যু হতে যাতনা নাম্নী কন্যা ও নিরয় নামক পুত্র জন্ম নিল। এই হল অধর্ম বংশ। মিথ্যা, দম্ভ, কপটতা লোভ, শঠতা, ক্রোধ,হিংসা ও কলহ প্রভৃতি অধর্মের পরিজনভুক্ত অর্থাৎ অধর্মপরায়ণ ব্যক্তির এই সকল দোষ উৎপন্ন হয় এবং উহা হতে নানাবিধ ভয় এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। সুতরাং ইহাদিগকে বর্জন করতে হবে, তা হলে অন্তরে কোনরূপ পাপ থাকতে পারবে না।

হে কুরুবংশাবতংস বিদুর! মনুর শতরূপানাম্নী পত্নীর গর্ভে বিষ্ণুর অংশে দুই পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন—প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। উভয়েই জগতের রক্ষা কার্যে ব্যাপৃত হয়েছিলেন। উত্তানপাদের দুই স্ত্রী; সুরুচি ও সুনীতি। সুরুচির গর্ভে উত্তম ও সুনীতির গর্ভে ধ্রুব নামে পুত্রের জন্ম হয়। সুনীতি অপেক্ষা সুরুচি রাজার প্রিয় ছিলেন। একদিন উত্তমকে রাজক্রোড়ে উপবিষ্ট দেখে ধ্রুবও পিতার ক্রোড়ে উঠতে চায়। সুরুচি ধ্রুবকে মহারাজের কোলে উঠবার জন্য ইচ্ছুক দেখে রাজার সমক্ষেই ঈর্ষা প্রকাশ করে বললেন, ধ্রুব তুমি আমার সতীনের গর্ভজাত সুতরাং রাজসিংহাসনে তোমার অধিকার নাই। তুমি যদি রাজসিংহাসনে বসতে ইচ্ছা কর তবে শ্রীহরির তপস্যা করে আমার গর্ভে জন্ম নিলে রাজাসিংহাসনে বসতে পারবে। বালক ধ্রুব বিমাতার নিষ্ঠুর বাক্যবাণে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে মাতার নিকট গিয়ে বলল। মাতা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে বললেন, বৎস! তুমি নিতান্ত রাজার অপ্রিয় স্ত্রীর গর্ভে জন্মেছ। তুমি কিছু মনে করো না, যে ব্যক্তি অপরকে দুঃখ দেয়, সে দুঃখ

তার জীবনে ফিরে আসে। বিমাতা তোমাকে ঠিকই বলেছেন, তুমি শ্রীহরির তপস্যা ছাড়া রাজসিংহাসনে বসা তোমার আর অন্য কোন উপায় নাই। তিনি পরমসত্য ভগবদারাধনার কথা বলেছেন। তুমি অন্য ভাবনা ত্যাগ করে নিজধর্ম দ্বারা মনকে নির্মল করে ভক্তবৎসল শ্রীহরির পাদপদ্ম আরাধনা কর। এই পাদপদ্ম আরাধনা করেই ব্রহ্মা ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েছেন। ধ্রুব মাতার নিকট এই কথা শুনে নিজের মন সংযত করে পিতৃগৃহ ত্যাগ করে বনে গমন করলেন। ধ্রুবের তখন অন্তরে এক চিন্তা শ্রীহরি লাভ। সেখানে হঠাৎ নারদমুনি এসে উপস্থিত হলেন। পঞ্চম বর্ষীয় বালক ধ্রুবের নিকট বললেন, বৎস! তুমিতো নিতান্তই বালক তোমার আবার মান-সম্মান কি? অসন্তোষের কারণ অপমানাদি লোকের মোহ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কর্মই সুখ দুঃখের বীজ, দৈব যা দেন তা নিয়েই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। শ্রীহরির তপস্যা সে তো অত্যন্ত কঠিন। শ্রীহরিকে লাভ করা আরও কঠিন, অতীব দুর্লভ। সুতরাং, তুমি মাতৃক্রোড়ে ফিরে যাও। মোক্ষের কাল উপস্থিত হলে তখন আবার যত্ন করো। বালক ধ্রুব বলল, প্রভো! আমি ক্ষত্রিয়বংশজাত, যে মহান্ সঙ্কল্প গ্রহণ করেছি; তা পরিত্যাগ করা সম্ভব নহে। আপনার উপদেশ আমি মানতে পারলাম না। দয়া করে আপনি আমাকে সেই পথ বলে দিন যাতে করে শ্রীহরিকে লাভ করতে পারি। যা ত্রিভুবন মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট অতএব আপনি তদুপযোগী উত্তম পথ উপদেশ করুন। নারদ বললেন, বৎস! আমি তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম। শ্রীহরির পদসেবাই একমাত্র পথ। তুমি বিনম্রচিত্তে তাঁরই আরাধনা কর। তুমি যমুনার পবিত্রতটে মধুবন নামক যে নির্মল স্থান আছে সেখানে গমন কর। সেখানেই তুমি শ্রীহরির দর্শনলাভ করতে পারবে। তিনি নিত্য ওখানে থেকেই ভক্তগণকে নিয়ত কৃপা করেন। আমি তোমাকে একটি সিদ্ধ মহামন্ত্র দান করছি, এই মন্ত্রটি নিত্যই একাগ্রচিত্তে তাঁর আরাধনা করবে। যা সপ্তরাত্র জপ করলে লোকগগনচারী দেবতা প্রভৃতিকেও দেখতে সমর্থ হয়। 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" এই মন্ত্রটি প্রদান করে নারদ মুনি আরো বললেন—নির্মল জল, মাল্য,বন্য ফল-মূলাদি প্রভৃতি দূর্বা ও শ্রীভগবানের অতীব প্রিয় তুলসী প্রদান করে শ্রীহরির পুজো করবে। অতঃপর নারদমুনি সেখান থেকে চলে গিয়ে রাজা উত্তানপাদকে আশ্বস্ত করে বললেন, হে রাজন্! আপনার পুত্রকে দেবতারা রক্ষা করছেন। আপনি ধ্রুবের জন্য চিন্তা করবেন না। নিশ্চিত সে একদিন শ্রীহরিকে লাভ করে ফিরবে। আপনি কোনরকম শোক করবেন না। তার যশে একদিন জগৎ পূর্ণ হবে। বালক ধ্রুব নারদের দেওয়া মন্ত্র জপ করতে করতে মধুবনে প্রবেশ করলেন।

ধ্রুব যমুনার পবিত্র জলে স্নান করে প্রথম পাঁচমাস কঠোর হতে কঠোরতর তপস্যা করলেন ক্রমে আরও অতীব তীব্র কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হলেন। বালকের কঠোর তপস্যায় দেবগণের ভয় উপস্থিত হল। তাঁরা শ্রীহরির শরণাপন্ন হলেন।

শ্রীভগবান্ তাঁদিগকে আশ্বস্ত করে বললেন, আপনাদের ভয়ের কোন কারণ নাই। সে আমার দর্শনের জন্য কঠিন তপস্যায় নিরত। শ্রীহরি মধুবনে বালক ধ্রুবকে দর্শন দিলেন। ধ্রুব সহসা হৃদয় মধ্যে অবস্থিত সেই মনোমোহন রূপ উপস্থিত দেখে প্রথমে প্রণাম পরে সে চক্ষু দ্বারা পান, মুখ দ্বারা চুম্বন ও বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করলেন। শ্রীহরি বেদময় শঙ্খদ্বারা ধ্রুবের কপোলদেশ স্পর্শ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুখ হতে স্তব বেরিয়ে এল যা কিনা জীব ও ঈশ্বরের তত্ত্ব নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়। ভক্তি গদগদ চিত্তে শ্রীহরির অসংখ্য স্তবের দ্বারা স্তুতি করতে লাগলেন। শ্রীহরি ঐ স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, হে সুব্রত! তোমার পিতা উত্তানপাদ তোমার হস্তে পৃথিবীর ভার অর্পণ করে বনে গমন করলে তুমি ধর্মপথ অবলম্বন করে বহুকাল রাজ্য শাসন করবে। তোমার ভ্রাতা মৃগয়ায় গিয়ে নিরুদ্দেশ হবে, বিমাতা সুরুচি তার অনুসন্ধানে গিয়ে বনে অগ্নিদগ্ধ হয়ে পরলোক গমন করবে। যজ্ঞ আমার অত্যন্ত প্রিয়, তুমি প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞের দ্বারা আমার আরাধনা পূর্বক ইহলোকেই আমার কৃপায় নানা প্রকার কাম্যফল ভোগ করে অন্তকালে আমাকে স্মরণ করতে পারবে। তোমাকে 'ধ্রুবলোক' নামে একটি লোক দান করছি, তুমি অন্তিমকালে আমার স্মরণ করে সেই লোকে গিয়ে নিজধামে প্রবিষ্ট হবে। এই বলে শ্রীহরি নিজপদ দান করে অন্তর্হিত হলেন। ধ্রুব শ্রীহরির নির্দেশমত পিতৃগৃহে প্রত্যাগমন করলেন।

মৈত্রেয় মুনি বিদুরকে বললেন, তোমার ন্যায় যাঁরা মুকুন্দের পদরজের ভজনা করেন,তাঁরা তাঁর দাস্যভাব ছাড়া কিছুই চাহে না। যা কিছু সৎ ইচ্ছায় আসে, তাতেই তাঁরা প্রসন্ন থাকেন। রাজা উত্তানপাদ পুত্র ধ্রুবের সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রের মাঙ্গলিক শব্দ ও বেদধ্বনি করতে করতে সকলকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ধ্রুবকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসলেন। অনন্তর উত্তানপাদ যখন দেখলেন পুত্র ধ্রুব যৌবন প্রাপ্ত হয়েছে তখন ধ্রুবকে স্বরাজ্যে অভিষিক্ত করে তিনি তপস্যার উদ্দেশ্যে বনে গমন করলেন। ভ্রাতা উত্তম মৃগয়ায় বনে গিয়ে যক্ষ দ্বারা নিহত হলেন; মাতা সুরুচি পুত্রের অনুসন্ধানে গিয়ে নিহত হয়েছেন শুনে মহারাজ ধ্রুব দুষ্কৃতী যক্ষদের দণ্ডদানে সৈন্য সামন্ত সহ গিয়ে যক্ষদের কুবের পুরী অলকা আক্রমণ করলেন। তুমুল যুদ্ধে প্রবল পরাক্রমশালী যক্ষবীরগণ ধ্রুবের বাণে নিহত হতে লাগল সঙ্গে বহু

সংখ্যক সৈন্য সামন্ত নিহত, আহত হতে লাগল। ব্রহ্মার পুত্র মনু এই যুদ্ধ দেখে মুনি ঋষিদের সঙ্গে নিয়ে ধ্রুবের নিকট উপস্থিত হলেন। ধ্রুবকে বললেন, আত্মাকে এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান জড়দেহ স্বরূপ জ্ঞান করে পরস্পরকে হত্যা করা পশুর কার্য, ভগবৎসেবী সাধুজনের পক্ষে এই পথ নহে। বৎস ধ্রুব! এই কুবেরানুচরগণ তোমার ভ্রাতৃহন্তা নহে, দৈবই জীবের সৃষ্টি ও নাশের কারণ। তুমি নিরপরাধ যক্ষদিগকে বধ করতে আরম্ভ করেছ, এরূপ সজ্জনবিগর্হিত কার্য আমাদের বংশের উপযুক্ত নহে। তুমি আত্মদর্শী হয়ে সেই অদ্বিতীয় নির্গুণ নিত্যমুক্ত স্বরূপ অদ্বিতীয় পরমাত্মার অন্বেষণ কর। তিনি নির্ব্বিরোধ অন্তঃকরণে বাস করেন; তাকে উপলব্ধি করতে পারলে সর্বপ্রকার ভেদজ্ঞান মিথ্যা বলে প্রতীত হয়। সেই অনন্ত সর্বান্তর্যামী শুদ্ধ আনন্দস্বরূপ সর্বশক্তিমান ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি দ্বারা তুমি তখনই 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি মোহবন্ধন ক্রমে ছিন্ন করতে সমর্থ হবে।

"হে ধ্রুব! ক্রোধ সকল মঙ্গলের প্রতিকূল; লোক যেমন ঔষধ দ্বারা রোগ প্রশমিত করে তুমিও সেই রূপ শাস্ত্রজ্ঞানরূপ ঔষধ দ্বারা স্বীয় ক্রোধ সংযত কর।"* ক্রোধী ব্যক্তিকে লোক অত্যন্ত ভয় করে, বিজ্ঞ ব্যক্তির ক্রোধ পরবশ হওয়া সমুচিত নহে। তোমার মঙ্গল হউক। ধ্রুব পিতামহকে প্রণাম করে যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত হলেন। শিব সখা কুবেরকে অবজ্ঞা করে যক্ষ সম্প্রদায়কে ভ্রাতৃহন্তা মনে করে ক্রোধবশতঃ তাদেরকে হত্যা করেছ, কিন্তু সকল প্রাণীর অন্তর্যামী সকলের নিয়ন্তা ও সকলের উৎপাদক শ্রীহরি স্বকীয় মায়াশক্তিকে আশ্রয় করে সৃষ্টি, পালন ও সংহার করে থাকেন। সেহেতু বৎস! তুমি সত্বর কুবেরের নিকট নতি স্বীকার করে স্তবাদি দ্বারা প্রসন্ন করে বন্ধুত্ব স্থাপন কর। মনু পৌত্র ধ্রুবকে এই উপদেশ দিয়ে মুনিগণ সহ স্বস্থানে প্রস্থান করলেন।

কুবের বললেন, হে নিষ্পাপ ক্ষত্রিয় কুমার! তুমি পিতামহ মনুর উপদেশ মতো হিংসা ত্যাগ করেছ , তাতেই আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। পরস্পর কেউ কাউকে বধ করে নাই, কালই এর বিধান কর্তা। তুমি সংসার বন্ধন হতে মুক্ত হওয়ার জন্য সর্বজীবে সমদর্শীরূপে বন্ধন ছেদনকারী শ্রীহরির ভজনা কর। তিনি সগুণ অবস্থায় ত্রিগুণাত্মক মায়াশক্তি যুক্ত, আর নির্গুণ অবস্থায় তার অতীত, অতএব তাঁর পদ সেবাই একমাত্র কর্তব্য। ধ্রুবকে আরো বললেন—হে উত্তানপাদনন্দন! তুমি বর প্রার্থনা কর। ধ্রুব

---

* সংযচ্ছ রোষং ভদ্রং তে প্রতীপং শ্রেয়সাং পরম্।
শ্রুতেন ভূয়সা রাজন্ন গদেন যথাময়ম্।। ৪/১১/৩১

বললেন, প্রভু বর যদি দিতে চান তবে আমাকে এই বর দান করুন—যাতে শ্রীহরির প্রতি আমার অচলা স্মৃতি থাকে, কারণ তাঁর স্মৃতিদ্বারা অনায়াসে দুস্তর সংসার সমুদ্র পার হওয়া যায়। বর দান করে ধ্রুবের সমক্ষেই অন্তর্হিত হলেন। অতঃপর ধ্রুব নিজপুরীতে প্রত্যাগমন করে শ্রীহরিকে আপনাতে ও সর্বভূতে দর্শন করতে করতে ছত্রিশ হাজার বৎসর রাজ্য শাসন করলেন। ধ্রুব সৎস্বভাব, ভাগবতপরায়ণ, দরিদ্রবৎসল, ধর্ম মর্যাদা রক্ষক ছিলেন প্রজাপুঞ্জ পিতার ন্যায় মনে করত। অবশেষে ধ্রুব ধর্ম, অর্থ ও কাম — এই ত্রিবর্গকেই জিতেন্দ্রিয়ভাবে অনাসক্ত চিত্তে সেবা করে কালক্রমে পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করলেন। সসাগরা পৃথিবী সকলই অনিত্য বিবেচনাপূর্বক সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে মহাত্মা ধ্রুব বদরিকাশ্রমে গমন করলেন। বদরিকাশ্রমে বিশুদ্ধ জলে অবগাহন পূর্বক ইন্দ্রিয়বর্গকে সংযত করে প্রাণবায়ুকে বশীভূত করে ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি অবিচ্ছিন্ন ভক্তিধারা বহন করতে করতে ভক্তি বেগে পুলকাশ্রুপূরিত হয়ে অভিভূত হতে লাগলেন। তাঁর সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হল। চিত্ত দ্রবীভূত হল; দেহাভিমান দূরীভূত হয়ে গেল, তাঁর 'আমি' বলে চিন্তা হল না। অন্তিমে ভগবান্ শ্রীহরির অতি প্রিয়পাত্র সুনন্দ ও নন্দ নামক দেবতাদ্বয় তাঁর সম্মুখে এসে বললেন, শ্রীহরির আদেশে আপনাকে নিতে এসেছি কারণ পাঁচ বৎসর বয়সে আপনি সাধনা করে শ্রীহরিকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। সেই সর্বজগৎ পরিপালক শ্রীহরির আমরা অনুচর আপনাকে ভগবানের স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি। এই বলে মহাত্মা ধ্রুবকে শ্রীহরির প্রেরিত বিমানে করে তাঁকে পূর্বনির্দিষ্ট ধ্রুব লোকে নিয়ে গেলেন। ধ্রুবের এই সকল চরিত্রকথা শ্রদ্ধাসহকারে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করলে শ্রীহরির প্রতি ভক্তি জন্মে এবং সকল দুঃখ দূর হয়ে যায়। সকল পাপ বিনষ্ট হয়।

অধ্যায় (১৩—৩১)

শ্রীসূত বললেন, ধ্রুবের ভগবৎস্থান প্রাপ্তি সম্বন্ধে মৈত্রেয়মুনি যা বর্ণনা করলেন, তা শুনে বিদুর ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি অধিক ভক্তিসম্পন্ন হয়ে পুনর্বার জিজ্ঞাসা করলেন,—হে মুনিবর! আপনি যে প্রচেতাদিগের কথা বললেন, সেই প্রচেতাগণ কারা? কোন বংশে তাঁরা খ্যাতি লাভ করেছিলেন? আমি তো নারদ মুনিকেই শ্রীভগবানের একজন পরম ভক্ত মনে করি; তিনি শাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করে শ্রীহরির উপাসনা পদ্ধতিরূপে ক্রিয়াযোগ উপদেশ দিয়েছেন। নারদ যে সকল ভগবৎকথা

বলেছেন তা শুনতে ইচ্ছা করি। শ্রীমৈত্রেয় বললেন—ধ্রুব বনে গমন করলেন। এরপর ধ্রুবের জ্যেষ্ঠ পুত্র উৎকল শান্ত, অনাসক্ত ও সমদর্শী ছিলেন; পিতার ন্যায় সর্বভূতে পরমাত্মাকে এবং পরমাত্মায় সর্বভূতকে দর্শন করতেন; উৎকল পিতৃরাজ্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। মন্ত্রী ও কুলবৃদ্ধগণ মিলে ধ্রুবের ছোট পুত্র বৎসরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। অনন্তর তার বংশে অঙ্গ নামে এক রাজা হন। অঙ্গের পত্নী সুনীথা বেন নামক এক পুত্র লাভ করেন। বেন বাল্যেই অতি দুর্বৃত্ত হয়ে উঠল। রাজা অঙ্গ তাকে কিছুতেই শিক্ষা-দীক্ষা দিতে পারলেন না। একদিন বেন নিজ গৃহ ত্যাগ করে চলে গেলেন। বহু চেষ্টা করেও তার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। রক্ষকের অভাবে রাজ্যে প্রজাগণ দস্যুগণ কর্তৃক প্রপীড়িত হতে লাগল। ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ এইসব দেখে বেনকে ফিরে নিয়ে এসে রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। তাতে বেন আরও উদ্ধত হয়ে মুনি ঋষিদের অপমান অত্যাচার আরম্ভ করে দিল। মুনি ঋষিদের অভিশাপগ্রস্ত হয়ে বেন মৃত্যুমুখে পতিত হল। তখন রাজ্য নৃপতিশূন্য হল আবার দুষ্ট দুর্বৃত্তদের অত্যাচার আরম্ভ হল। মুনিগণ মৃত বেনের দক্ষিণহস্ত মন্থন করলেন সেই মথিত হস্ত হতে স্বয়ং ভগবানের অংশে আদি রাজা পৃথু জন্মগ্রহণ করলেন। ইহার প্রভাবে রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা ফিরে এল। এইজন্য পৃথুকে আদ্যঃ ক্ষিতিশ্বরঃ অর্থাৎ আদিরাজ বলে বিখ্যাত হয়ে উঠলেন। পৃথুর চরিত্রে বহুবিধ ঘটনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। পৃথুকে কুবের আসন, বরুণ ছত্র, বায়ু চামর, ধর্ম মাল্য, ইন্দ্র কিরীট, যম দণ্ড, ব্রহ্মা বর্ম্ম, সরস্বতী হার, নারায়ণ সুদর্শনচক্র, লক্ষ্মী শ্রী, রুদ্র অসি, পার্বতী চর্ম, মিত্র অশ্ব, বিশ্বকর্মা রথ, অগ্নি ধনু, সূর্য্য বাণ, পৃথিবী পাদুকা, স্বর্গ পুষ্পাঞ্জলি, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণ সঙ্গীতবাদ্য, মুনিঋষিগণ আশীর্বাদ ও সমুদ্র শঙ্খ উপহার দিলেন। সমুদ্র নদী ও পর্বত রথমার্গ প্রদান করলেন। সূত মাগধ ও বন্দিগণ তাঁর স্তব করতে উদ্যত হল। তখন পৃথু বললেন, আমি তো তোমাদের স্তবের যোগ্য কিছুই করি নাই। জগতে আমার কোন গুণ প্রকাশিত হয় নাই। তোমরা তবে কি কারণে আমার প্রতি স্তব প্রয়োগ করবে? অতএব অন্য কোনও যোগ্যব্যক্তির প্রতি এই শ্রুতিবাক্য প্রয়োগ কর, আমার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করে তোমাদের বাক্যগুলি যেন মিথ্যা না হয়। পুণ্য কীর্তি শ্রীভগবানের গুণকীর্তন কার্য্য বিদ্যমান থাকতে আমার মত অর্বাচীনের স্তব করা কোনও শিষ্টজনের অনুমোদিত হতে পারে না। অত্যন্ত উদারচিত্ত ব্যক্তিগণ ক্ষমতাশালী এবং খ্যাতিসম্পন্ন হলেও নিজের প্রশংসাবাদকে নিন্দিত পুরুষাকারের ন্যায় অতি লজ্জিত মনে নিন্দাই করে থাকেন। এই অবস্থায়

আমার প্রতি গুণকীর্তন করলে আমি অতি লজ্জিত হব। তখন সমবেত সকলে তাঁকে অভিনন্দিত করে ধর্ম উদ্দেশ্যে রাজ্য শাসনে উদ্বুদ্ধ করলেন। এইভাবে পৃথু রাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ার পর ক্ষুধায় কাতর প্রজাগণ তাঁর নিকট এসে অন্ন প্রার্থনা করল। তারা বলল, আপনিই আমাদের রক্ষক এবং আপনিই রাজ্যের কর্তা। পৃথু বুঝতে পারলেন পৃথিবী, ওষধি ও বীজ সকল গ্রাস করেছে এজন্য প্রজাদের এই দুর্দশা হয়েছে। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি মহাদেবের ন্যায় পৃথিবীর প্রতি স্বরসন্ধানে উদ্যত হলেন। পৃথিবী বললেন, হে ধর্মজ্ঞ বিপন্ন বৎসল মহাত্মন্! আপনি জীবগণের রক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন; সুতরাং আপনি আমাকেও রক্ষা করুন। এই বিশ্ব আমাকে অবলম্বন করে অবস্থান করছে, সুতরাং আমি দৃঢ় নৌকাস্বরূপ আমাকে বিনষ্ট করলে জলরাশিমধ্যে আপনি নিজেকে এবং প্রজাবর্গকে কিরূপে ধারণ করবেন? পৃথু বললেন, হে পৃথিবী! আমি রাজ্য পালন করছি অথচ তুমি আমাকে সাহায্য করছ না। শস্যবীজ তুমি নিজ দেহে রুদ্ধ করে রেখেছ। আমাকে অবজ্ঞা করে সে সকল পরিত্যাগ করছ না। তাই তোমাকে বাণ দ্বারা হত্যা করে প্রজাগণকে পালন করব। পৃথুর ক্রোধমূর্তিতে পৃথিবী ভয় পেয়ে পৃথুর স্তব করে বললেন, রাজন্! লোকপালগণ বহুকাল রাজ্য শাসন করেন নাই। দুষ্ট দুর্বৃত্তগণ আমার সমস্ত ধন লুণ্ঠন করছে দেখে যজ্ঞ রক্ষার্থ আমি বীজ সকল গ্রাস করেছি। এক্ষণে সেই সকল শস্যবীজ সুদীর্ঘ কালক্রমে নিশ্চয়ই আমাতে উহারা জীর্ণ হয়ে গেছে। অতএব আপনি মুনিগণ প্রদর্শিত উপায়ে আবার তা পাওয়ার চেষ্টা করুন। হে লোকপালবীর! প্রাণীদিগের অভিপ্রেত বলকর অন্ন যদি পেতে ইচ্ছা করেন তবে আমার উপযুক্ত বৎস দোগ্ধা ও দোহনপাত্র নিয়ে সকলে আমার ক্ষীররূপ অন্ন দোহন করুন। আর আপনি আমাকে এরূপ সমতল করুন, যেন বর্ষার জল সর্বত্র সমভাবে আমার পৃষ্টে অবস্থান করতে পারে। নরপতি পৃথু পৃথিবীর হিতকর বাক্য যুক্তিযুক্ত বলে মেনে নিলেন। মনুকে বৎস করে নিজ হস্তরূপ পাত্রে পৃথিবী হতে সকল প্রকার শস্যের বীজরূপ দুগ্ধ দোহন করে নিলেন। অনন্তর ঋষিগণ বৃহস্পতি দ্বারা বেদ, দেবগণ ইন্দ্রদ্বারা মন ইন্দ্রিয় ও দেহশক্তি, অসুরগণ প্রহ্লাদ দ্বারা সুরা ও আসব, গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ বিশ্বাবসু দ্বারা সঙ্গীত ও সৌন্দর্য্য, পিতৃগণ অর্য্যমা দ্বারা তাঁদিগকে উপযোগী অন্ন, কপিলদেব দ্বারা সিদ্ধগণ অনিমাদি সিদ্ধি ও বিদ্যাধর প্রমুখরাও খেচর বিদ্যা, কিম্পুরুষাদি ময়দানব দ্বারা মায়াবিদ্যা, যক্ষরাক্ষসাদি রুদ্রদ্বারা রুধিরাসব, সর্বগণ তক্ষক দ্বারা বিষ, পশুমধ্যে তৃণভোজীগণ বৃষ দ্বারা তৃণ ও মাংসাশীগণ সিংহ দ্বারা মাংস, বৃক্ষগণ বট বৃক্ষকে

বৎস করে রসরূপ দুগ্ধ এবং ভূধরগণ হিমালয়কে বৎস করে নিজ নিজ সানুদেশে বহুপ্রকার ধাতু দ্রব্যরূপ দুগ্ধ দোহন করেছিল। পৃথু স্বীয় ধনু দ্বারা পর্বতশৃঙ্গ সকল চূর্ণ করে পৃথিবীকে সমতল করলেন এবং তাতে ধরণী পৃষ্ঠে ক্রমে পুরপত্তন দুগ্ধাদি নির্ম্মিত্ত হল। পূর্বে ঐ সকল কিছুই ছিল না। প্রজাগণ সুখে ও নির্ভয়ে বাস করতে লাগল। অনন্তর সন্তুষ্ট চিত্ত রাজা পৃথু পৃথিবীর প্রতি নিজ সন্তানতুল্য মনে করে সকলের কাম্যফলদাত্রী ধরণীকে স্নেহপূর্বক স্বীয় কন্যার ন্যায় আচরণ করলেন।

শ্রী মৈত্রেয় বললেন, অনন্তর রাজর্ষিপৃথু ব্রহ্মবর্ত নামক দেশের যে স্থানে সরস্বতী পূর্বমুখে প্রবাহিতা সেখানে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করবার জন্য দীক্ষিত হলেন। ইন্দ্র যজ্ঞোৎসব দেখে মনে করলেন আমার কর্মকেও অতিক্রম করেছে তাই তিনি সহ্য করতে না পেরে ঈর্ষাবশতঃ নানারূপ ছদ্মবেশ ধারণ পূর্বক রাজর্ষি পৃথুর শততম অশ্বমেধের অশ্ব পুনঃ পুনঃ অপহরণ করতে লাগলেন। যে পাষণ্ড বেশ, পাপ কার্য্য করা সত্ত্বেও এ ব্যক্তি ধর্মই করছে বলে ভ্রান্তি হতে লাগল, সেই পাষণ্ডবেশকে বর্মের ন্যায় ধারণ করে ইন্দ্র আকাশপথে দ্রুত চলে যেতে সমর্থ হচ্ছিলেন; মুনি অত্রি তা দেখতে পেলেন। মহাবীর পৃথু-পুত্র অত্রির বাক্যে প্রণোদিত হয়ে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে ইন্দ্রকে বধ করবার জন্য তাঁর পিছনে পিছনে ধাওয়া করলেন, পৃথুর পুত্র ইন্দ্রের ছদ্মবেশ মূর্তি দেখে মূর্তিমান ধর্ম বলে মনে করে তাঁর প্রতি বাণ নিক্ষেপ করলেন না। কিন্তু অত্রি উৎসাহিত করে বললেন, বৎস, এই দেবাধম ইন্দ্র তোমার পিতৃযজ্ঞ নষ্ট করছে, ইহাকে বধ কর। পৃথু-পুত্র পিছনে ধাবিত হলে অবশেষে ইন্দ্র অশ্ব প্রত্যর্পণ করে এবং কপটবেশ পরিত্যাগ করে অন্তর্হিত হলেন। পৃথু-পুত্র অশ্ব নিয়ে ফিরে এলেন। পৃথুতনয়ের এই অদ্ভুত কার্য্য দেখে অত্রি প্রভৃতি মহর্ষিগণ অকে "বিজিতাশ্ব' নাম দিলেন।

শক্তিধারী ইন্দ্র ঘোর অন্ধকার সৃষ্টি করে আপন শরীর আচ্ছন্ন করে কাষ্ঠকটকে শোভিত যুপকাষ্ঠ হতে অশ্বটিকে আবার অপহরণ করলেন। অত্রিমুনি জানতে পেরে বিজিতাশ্বকে দেখিয়ে দিলেন। বিজিতাশ্ব আর তাঁর পশ্চাৎ ধাবিত হলেন না, তিনি বাণ সংযোজন করলেন এতে ইন্দ্র ভয় পেয়ে অশ্ব ছেড়ে দিয়ে পলায়ন করলেন। ইন্দ্রের পরিত্যক্ত সেই সকল কপট রূপ অজ্ঞ ব্যক্তিরা গ্রহণ করলেন। জৈন, বৌদ্ধ, কাপালিক ও নাস্তিক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মরূপে প্রচলিত হয়েছিল। অধিকাংশ লোকের বুদ্ধি ধর্মভ্রমে আকৃষ্ট হতে লাগল। পৃথু লোকের এই অধঃপতন দেখে ইন্দ্রের প্রতি অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন, তাঁকে বধ করার নিমিত্ত ধনুর্বাণ তুলে নিলেন। তখন

যজ্ঞের পুরোহিতগণ তাঁকে নিষেধ করে বললেন, এই সময় পশুবধ ছাড়া অন্য কিছু বধ করা আপনার পক্ষে সমুচিত নয়। আমরা অক্ষুণ্ন শক্তিশালী আহ্বান মন্ত্রদ্বারা তাঁকে এই স্থানে আহ্বান করি, পরে বলপূর্বক শক্রকে যজ্ঞে আহুতি দিব। উক্ত প্রকারে পুরোহিতগণ ক্রোধভরে স্রুক (অক্ষুণ্ন শক্তিশালী আহ্বান মন্ত্র) হস্তে নিয়ে ইন্দ্রকে সম্বোধন পূর্বক অগ্নিতে আহুতি দিতে উদ্যত, এমন সময় ব্রহ্মা এবং পরে বিষ্ণু এসে পৃথুকে নিবৃত্ত করলেন। বিষ্ণু বললেন, "তুমি দেহাসক্তি ত্যাগ কর, হে বীর পৃথু! তুমি সুখ দুঃখকে সমান এবং উত্তম অধম মধ্যম সমবুদ্ধি ও জিতেন্দ্রিয় হয়ে আমার বিধান অনুযায়ী সমস্ত প্রজাপুঞ্জের পালন ও রক্ষণ কর। তোমার মঙ্গল হউক।"* ইন্দ্র তোমার আত্মতুল্য, তাঁর প্রতি তোমার ক্রোধ করা উচিত নয়, যেহেতু তোমরা আমারই অংশ। এই যজ্ঞ হতে বিরত হও, কারণ যজ্ঞে বিঘ্ন হয়েছে, তাতে বহুবিধ ধর্মগ্লানি উপস্থিত হয়েছে। হে নরপতি পৃথু! তোমার গুণে ও স্বভাবে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি; তুমি বর প্রার্থনা কর। যাদের অন্তঃকরণ সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন, নিরাসক্ত, নির্লিপ্ত, আমি তাদের অন্তরে অবস্থান করি। যজ্ঞ তপস্যা অথবা যোগবলে আমাকে পাওয়া অতটা সহজ নহে। বিশ্বজয়ী পৃথু ত্রিলোকপূজ্য বিষ্ণু কর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে অবনত মস্তকে আদেশ গ্রহণ করলেন। পৃথু বললেন, হে প্রভো! ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতা যে সকল বরদান করে থাকেন তাঁদের আপনি অধিপতি। হে মুক্তিপতি! সে সকল বর নরকবাসী প্রাণিদিগের কাম্য, আমি অজ্ঞ হলেও তা প্রার্থনা করি না। আপনি আমার অসংখ্য শ্রবণ ইন্দ্রিয় সৃষ্টি করুন যাতে প্রাণ ভরে আপনার গুণকীর্তন শুনতে পারি। ইহাই আমার উপযুক্ত বর প্রার্থনা। হে ভগবান্! আপনি দীনবৎসল, মায়াজনিত অহঙ্কারের কার্য্য আপনাতে কিছুই নাই। এইজন্য সাধু মহাত্মারা আপনার ভজনা করে থাকেন। এইরূপ পৃথু সর্বজ্ঞ ভগবানের স্তব করতে লাগলেন। শ্রীভগবান্ বললেন—হে রাজন্! আমার প্রতি তোমার অচলা ভক্তি হউক। বহুপুণ্য হেতু তুমি আমার প্রতি এইরূপ বুদ্ধি করেছ; এই প্রকার বুদ্ধিতে জ্ঞানিগণ দুস্তর আমার মায়াকে অতিক্রম করে থাকেন। তুমি আমার আদেশ অনুযায়ী কার্য্যকর। মঙ্গলময় ভগবান্ জগতের মঙ্গলার্থ পৃথুরাজকে পালক নিযুক্ত করে, অন্যান্য যত প্রকার লোক যজ্ঞক্ষেত্রে এসেছিলেন সকলে পৃথু কর্তৃক পূজিত হয়ে সকলেই পৃথুকে আশীর্বাদ করে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করলেন। পৃথুও রাজপুরীত প্রবেশ করলেন।

---

* সমঃ সমানোত্তমমধ্যমাধমঃ সুখে চ দুঃখে চ জিতেন্দ্রিয়াশয়ঃ।
মহোপক্৯প্তাখিল লোকসংযুতো বিধৎস্ব বীরাখিললোকরক্ষণম্।। ৪/২০/১৩

মহারাজ পৃথু গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী ভূমিতে বাস করতেন, একদিন তিনি নিজ প্রজাগণকে একত্রে আহ্বান করে তাদের স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত করার নিমিত্তে বললেন হে প্রজাগণ! তোমরা শ্রীহরির চরণকমলে স্থির মতি রেখে নিজ নিজ কর্তব্যের অনুষ্ঠান কর। তাহলেই তোমাদের ভরণ কর্তা আমার পিণ্ডদান ও পরলোকের হিতসাধন করা যাবে। তোমরা সরল চিত্তে সিদ্ধিলাভে কৃতনিশ্চয় হয়ে স্ব স্ব অধিকার অনুযায়ী নিজ নিজ বৃত্তিগত কর্ম দ্বারা সর্বাভীষ্টপ্রদ তাঁর শ্রীপাদপদ্ম ভজনা কর। এই পৃথিবীতে পরমেশ্বর আমাকে প্রজাপালনের জন্য রাজা নিযুক্ত করেছেন। আমি যথাযথভাবে সকল কর্তব্য সম্পাদন করতে পারলে আমার পুণ্যলোক প্রাপ্তি ঘটবে। যে সকল রাজা স্ব স্ব ধর্মশিক্ষা প্রদান করেন না, অথচ কর গ্রহণ করেন তিনি প্রজাদিগের পাপ ভোগ করেন এবং নিজ ঐশ্বর্য্য হতে বঞ্চিত হন। আদিরাজ মনু, উত্তানপাদ, ধ্রুব, প্রিয়ব্রত, রাজর্ষি অঙ্গ এবং আরো যে সকল মহাপুরুষ আছেন তাঁদের সকলের মতেই ধর্ম, অর্থ, কাম, স্বর্গসুখ, মোক্ষ প্রভৃতি কর্মফলদাতা শ্রীভগবান্ নিশ্চয় একজন আছেন, তিনিই গদাধর নারায়ণ। বেন প্রভৃতি মোহমুগ্ধ কতিপয় অধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ইহা স্বীকার করেন না, তাঁরা শোচ্য। তোমরা ব্রহ্মকুলের সেবাদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ কর এবং অবিলম্বে পরম শান্তি লাভ কর। যে সকল সাধুজন একাগ্রমনে যজ্ঞভাগী দেবগণের অধিপতি শ্রীহরিকে সর্বদা নিজ নিজ অধিকার অনুষ্ঠান দ্বারা আরাধনা করেন তাঁরা আমার অত্যন্ত আত্মীয় এবং আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ বিতরণ করছেন। নরপতি পৃথু এইরূপ বললে পিতৃগণ, দেবগণ, ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য সাধুপুরুষগণ হৃষ্টচিত্তে সকলে পৃথুকে সাধুবাদ প্রয়োগ করে প্রশংসা করতে লাগলেন। 'পুত্রদ্বারা লোক সকল জয় করা যায়। এইরূপ যে কথা আছে তা সত্য কারণ অধর্মপরায়ণ বেন ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হয়েও নরক অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছিল। হিরণ্যকশিপুও ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ করে নরকে যাবার যোগ্য হয়েছিল কিন্তু পুত্রের মাহাত্ম্যে পরিত্রাণ লাভ করেছিল।

শ্রীমৈত্রেয় বললেন, মহাবীরশালী পৃথুকে যখন প্রশংসায় ভরে তুলেছিল সেই সময় সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী সনৎ কুমারাদি চারজন মুনি পৃথুর নিকট উপস্থিত হলেন। পৃথু বিনীতভাবে মস্তক অবনত করে মুনিগণের যথাবিধি পূজা করলেন। অভিষেকের জলে নিজ কেশরাশি ধৌত করলেন। শ্রদ্ধা ও সংযম সহকারে প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁদিগকে বলতে লাগলেন, হে মুনিগণ! আপনাদের গতি হয় মঙ্গলময় স্থানেই।

আপনাদের দর্শন যোগীদের দুর্লভ, আমার ভাগ্যে সেই দর্শন ঘটেছে। "যাদের গৃহে পূজনীয় সাধুগণের গ্রহণযোগ্য জল, তৃণাসন, ভূমি এবং সেবক গৃহস্বামী ও পুত্রভৃত্যাদি বর্তমান থাকে, সে সকল সাধু গৃহস্থ দরিদ্র হলেও ধন্য। যে গৃহ তীর্থতুল্য সাধুগণের পদলাভে বঞ্চিত, সকল সম্পদে পরিপূর্ণ হলেও সে গৃহ সর্পগণের আবাসগৃহের তুল্য।"* হে মুনিগণ! আপনাদের কুশল জিজ্ঞাসা করা বিফল মনে করি, কারণ আপনারা সর্বদা পরমাত্মধ্যানেই ব্যাপৃত থাকেন। আপনারা সংসারবস্তু ব্যক্তিদিগের পরম হিতৈষী, দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে জিজ্ঞাসা করছি যে — এ সংসারে কি উপায়ে অনায়াসে মঙ্গল লাভ হতে পারে? পৃথুর যুক্তিপূর্ণ অর্থগৌরব সম্পন্ন সংক্ষিপ্তভাবে শ্রুতিমধুর জিজ্ঞাসাতে সনৎকুমারগণ আনন্দে মৃদুহাস্য করে বললেন, হে মহারাজ! আপনি স্বয়ং জ্ঞানবান্ হয়ে সর্বজীবের মঙ্গলের নিমিত্ত যে প্রশ্ন করেছেন তা উত্তম প্রশ্ন। সাধুলোকের বুদ্ধিবৃত্তি এইরূপই হয়ে থাকে। হে মহারাজ! শ্রীহরির চরণে একনিষ্ঠ দুর্লভ মতি অন্তরের কামনারূপে মনকে বিধৌত করে। আত্মা ভিন্ন অন্য সমস্ত পদার্থে বৈরাগ্য, অনাসক্তি এবং গুণাতীত ব্রহ্মে প্রগাঢ় অনুরাগ ইহাই সম্যক্ বিচারযুক্ত শাস্ত্রে জীবের কল্যাণ লাভের হেতু বলে নিশ্চিত হয়েছে। শ্রদ্ধা এবং তাঁর প্রীতিজনক ধর্মানুষ্ঠান, জাগতিক তত্ত্ব বুঝবার আগ্রহ, শ্রীহরির আরাধনা এবং সর্বদা পুণ্যকীর্তি আলোচনা ইত্যাদি দ্বারা সেই নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাতে গাঢ় অনুরাগ ও দেহাদিতে অনাসক্তি এই কারণ জন্মে থাকে। সাধকের যখন পরমাত্মায় ঐকান্তিক রতি জন্মে তখন তিনি জ্ঞান ও বৈরাগ্যের তাড়নায় সদ্‌গুরুর আশ্রয় লয়ে থাকেন। শ্রীহরির চরণকমলে ভক্তিদ্বারা সাধুগণ যেমন সহজে অহঙ্কাররূপ হৃদয়গ্রন্থিকে ছিন্ন করে ফেলেন; বিষয় নির্লিপ্ত ইন্দ্রিয়নিরোধী যতিগণও তেমন ভাবে পারে না। অতএব আপনি সেই শরণাগত বৎসল ভগবান্ বাসুদেবের ভজনা করুন। তাঁর সর্বারাধ্য পাদপদ্ম ভেল স্বরূপ অবলম্বন করে দুস্তর সংসার সাগর পার হউন। আদিরাজ পৃথু কর্তৃক সম্যক্‌রূপে পূজিত হয়ে মহর্ষিগণ সকলে আকাশ পথে প্রস্থান করলেন। পৃথু যোগযুক্ত হয়ে পরব্রহ্মে সমর্পণ পূর্বক কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হলেন। উদার হৃদয়; প্রিয়

---

* অধনা অপি তে ধন্যাঃ সাধবো গৃহমেধিনঃ।
যদ্‌গৃহা হ্যর্হবর্য্যাম্বু-তৃণভূমীশ্বরাবরাঃ।।
ব্যালালয়দ্রুমা বৈ তেঽপ্যরিক্তাখিলসম্পদঃ।
যদ্ গৃহাস্তীর্থপাদীয়-পাদতীর্থ বিবর্জ্জিতাঃ।। ৪/২২/১০, ১১

ও হিতকর বাক্য এবং উত্তম গুণরাশি দ্বারা প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জনকারী পৃথু যেন দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় 'রাজা' এই সার্থক নাম ধারণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন সূর্য্যের মত তেজস্বী, অগ্নির ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ আর ইন্দ্রের ন্যায় দুর্জয়। রাজা পৃথু নানাবিধ গুণে সকলেই আকৃষ্ট হয়েছিল। গো, ব্রাহ্মণ ও গুরুজনে যথাযোগ্য ভক্তি, স্নেহ ও প্রণয় প্রদর্শন করতেন। তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না, সকলে তাঁকে শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় পূজা করতো। বার্ধক্য উপনীত হলে তিনি পুত্র হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করে সস্ত্রীক বনে গমন করলেন। সেখানে তিনি উগ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হলেন। তিনি নিজ আত্মাকে পরমাত্মাতে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করে স্বীয় কলেবর ত্যাগ করলেন। তাঁর পত্নী অর্চ্চি সদাসর্বদা পরিতুষ্ট থেকে স্বামীর আচরিত সকল কর্ম, ব্রত ও ভজন কীর্তনাদি অতি নিষ্ঠা সহকারে করতেন। স্বামীর দেহত্যাগের পর তিনি পর্বতের সানু প্রদেশে দেহ চিতায় সমর্পণ করেন।

শ্রীমৈত্রেয় বললেন, পৃথুর পুত্র বিজিতাস্ব সম্রাট হয়েছিলেন। শিখণ্ডী নাম্নী পত্নীর গর্ভে তিন পুত্র পাবক, পবমান ও শুচি। এই অগ্নিত্রয় উত্তমগুণশালী ছিলেন। অপর পত্নীর গর্ভে হবির্ধাম নামক পুত্র লাভ করেন। বিজিতাশ্ব পিতার অশ্বমেধ যজ্ঞকালে অশ্বরক্ষার সময়ে ইন্দ্রের নিকট হতে অন্তর্ধান বিদ্যা লাভ করে 'অন্তর্ধান' সংজ্ঞা লাভ করেছিলেন। বিজিতাশ্ব কর গ্রহণ, দণ্ডবিধান ও শুল্কাদি গ্রহণ হেতু রাজগণের বৃত্তি অত্যন্ত পীড়াদায়ক মনে করে রাজবৃত্তি পরিত্যাগ করেন। তিনি এক সুবৃহৎ যজ্ঞে সর্বস্ব ব্যয় করে পুরুষোত্তমের অর্চনা দ্বারা নিপুণভাবে সমাধির অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মদর্শন লাভ করে ভগবৎলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন। হে বিদুর! তৎপুত্র হবির্ধানের পুত্র বর্হিষৎ বা প্রাচীন বর্হি ক্রিয়াকাণ্ডে ও যোগ ব্যাপারে অত্যন্ত নিপুণতা লাভ করেছিলেন, এবং বহু পশু হত্যা করেন। বর্হিষৎ এক যজ্ঞের নিকট অপর যজ্ঞ করতে করতে প্রাচীনাগ্র কুশ দ্বারা সমগ্র ভূমণ্ডলকে পরিব্যাপ্ত করেছিলেন এই জন্যই তাঁর প্রাচীনবর্হি বলা হত। একদিন দেবর্ষি নারদ এসে তাকে আত্মতত্ত্ব বিষয়ে বললেন, হে রাজন্! তোমার এই সকল কর্ম দ্বারা দুঃখ নিবৃত্তি বা সুখপ্রাপ্তি কিছুই হবে না। কারণ তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ কর্মে ঐ পুরুষার্থ স্বীকার করেন না। যেহেতু কর্ম হতে সুখ হয় তা দুঃখমিশ্রিত। হে প্রজাপতে রাজন্! তুমি নির্দয় হয়ে যজ্ঞে যে সহস্র সহস্র পশুরূপী প্রাণী বধ করেছ সেই মৃত পশুরা তোমার মৃত্যুর অপেক্ষা করছে, মৃত্যু হলেই পশুদের লৌহময় শৃঙ্গ দ্বারা তোমাকে ছিন্ন ভিন্ন করবে। রাজা প্রাচীনবর্হি

বললেন, হে প্রভু! আমার অন্তঃকরণ কর্ম দ্বারা বিক্ষিপ্ত হওয়ায় উৎকৃষ্ট শ্রেয় বা শ্রেয়ের উপায় বুঝতে পারছি না, অতএব আপনি আমাকে নির্মল জ্ঞানের উপদেশ দান করে মুক্তি লাভের পথ বলে দিন। তখন শ্রীনারদমুনি তাকে একটি আখ্যান বললেন— মহান্ কীর্তি সম্পন্ন পুরঞ্জন নামে এক বীর রাজা ছিলেন। তাঁর একজন সখা ছিল তাঁর নাম ও তাঁর ক্রিয়াকলাপ কেহ কিছুই জানত না। প্রভাবসম্পন্ন রাজা যোগ্য বাসস্থানের অন্বেষণে বিষয়ভোগ কামনা করে সেই স্বাভীষ্ট ভোগের সাধনযোগ্য ভূতলে যত পুরী ছিল সব খোঁজ করেও তাঁর কোনটিই পছন্দ হল না। একদা হিমালয়ের দক্ষিণ সানুদেশে সুন্দর পুরীটি দেখে সন্তুষ্ট হয়ে ভাবলেন, ইহাই আমার পক্ষে সুযোগ্য। পুরঞ্জন পুরীর বহির্ভাগে একটি উপবন দেখতে পেলেন। এখানে বাহ্য ভোগ্য বিষয়গুলিকে উপবন বলা হয়েছে। তথা যদৃচ্ছাক্রমে তিনি একটি রমণী এবং সঙ্গে একাদশ সেনাপতি ও একটি পঞ্চশীর্ষ সর্প রক্ষিত নবদ্বার বিশিষ্ট পুরীটি দেখলেন। পুরঞ্জন বাহিরের উদ্যানে রমণীকে অকস্মাৎ দেখে মুগ্ধ হলেন এবং পরিচয় জিজ্ঞাসা করে বললেন—হে সুন্দরি! তোমার যেরূপ লাবণ্য ও দেহসংস্থান দেখছি তাতে তোমাকে দেবী বলেই মনে হচ্ছে। তুমি কি হ্রী বা ভবানী, সরস্বতী বা লক্ষ্মী, তুমি কি নিজ পতির খোঁজ করছ? আর তুমি যদি মানবী হও তবে আমি মানব হয়ে তোমাকে কামনা করতে পারি। আমি বীর, স্বীয় প্রভাব দ্বারাই সকলকে পরাভূত করতে সমর্থ, অতএব তুমি নিশ্চিন্তে আমাকে বরণ করতে পার। আমি তোমার প্রতি আসক্ত হয়েছি। তোমার সলজ্জভাব আমাকে আকৃষ্ট করেছে। তুমি অনুগ্রহ করে আমাকে কৃতার্থ কর। অনন্তর রমণীও পুরঞ্জনের প্রতি আকৃষ্ট বোধ করে হাস্য সহকারে অভিনন্দিত করলেন। বললেন, হে বীর! আমার এই আত্মাকে কে সৃষ্টি করেছে, এই পুরী কে নির্মাণ করেছে? তাও জানি না, যা দেখেছ তাও কিছুই জানি না। এই যে সঙ্গে নরসমূহকে দেখছ ইহারা আমার সখা; নারীগণ সখী, আমি যখন নিদ্রিত থাকি তখন ইহারা জেগে আমাকে পালন করে। হে অরিন্দম্! তুমি ভাগ্য বশে এই পুরীতে এসেছ। তোমার কল্যাণ হউক। পুরঞ্জন উপস্থাপিত ভোগ্য বস্তুসমূহ উপভোগ করে শত বৎসর যাবৎ নবদ্বার যুক্ত পুরীতে অধিষ্ঠান করলেন। সর্বদা সর্বপ্রকারে রমণীর অনুকরণ ও অনুসরণ করে নানা ভোগ্য বিষয়ে মত্ত হলেন।

রাজা পুরঞ্জন একদিন ধনু ধারণ করে দ্বিচক্র পঞ্চাশ্ব যোজিত রথে মৃগয়া করতে

গেলেন, বহু পশু হত্যা করলেন। বাড়ি ফিরে তিনি অত্যন্ত শ্রান্ত ক্লান্ত বোধ করলেন। পুরঞ্জন নিজ মহিষীকেই পরমার্থ মনে করতে লাগলেন। আত্মপর বুঝবার ক্ষমতা বিলুপ্ত হল। কারণ তমোগুণের আবির্ভাব হেতু তাঁকে মোহ এসে আশ্রয় করেছিল। ভোগেই ব্যাপৃত থেকে দিবারাত্রি ভেদে কালের গতিও লক্ষ্য করেন নি। পুরঞ্জনীর গর্ভে বহু কন্যা ও পুত্রের জন্ম দিলেন। কালের প্রভাবে ক্রমে জরা ভোগের সময় এসে উপস্থিত হল। তারপর একদিন চন্দ্রবেগ নামে খ্যাত এক দুর্বৃত্ত ৩৬০ জন গন্ধর্ব সমসংখ্যক গন্ধর্বী এসে পুরী বিধ্বস্ত করল এবং পুরঞ্জনকে বন্ধন করে নিয়ে গেল।

অন্তঃসারশূন্য দুঃখে মগ্ন আত্মবিস্মৃতি হয়ে পুরঞ্জন বহু বৎসর যাবৎ কষ্ট ভোগ করে নিজ ভার্যার প্রতি মরণকালেও গভীর আসক্তি সহকারে তাকে মনে চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করাতে পরজন্মে স্ত্রীরূপে জন্ম হল। নিজ ধর্মপত্নীর চিন্তা করেই মৃত্যু হয়েছিল সেইজন্য ধার্মিক বিদর্ভরাজের গৃহে জন্মলাভ করেছিলেন। শত্রুবিজেতা পণ্ডদেশীয় নরপতি মলয়ধ্বজ যুদ্ধে ক্ষত্রিয় সমূহকে পরাভূত করে বিদর্ভরাজ কন্যাকে বিবাহ করেন। রাজর্ষি মলয়ধ্বজ পুত্রদিগকে রাজ্য ভাগ করে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করার ইচ্ছায় বনে গমন করেন। স্ত্রী বৈদর্ভী গৃহ সন্তান-সন্ততি পরিত্যাগ করে মলয়ধ্বজের অনুগামিনী হলেন। মলয়ধ্বজ সমদৃষ্টি হয়ে শীত-গ্রীষ্ম,বায়ু, বর্ষা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, প্রিয়-অপ্রিয়, সুখ-দুঃখ সকলকে একীভূত করেছিলেন। প্রাণায়ামাদি উপায় অবলম্বন করে পরমব্রহ্ম বাসুদেবে অন্তঃকরণ সমাহিত করলেন। ক্রমে জ্ঞানও পরিত্যাগ করলেন। পতিব্রতা বৈদর্ভী সমস্ত ভোগ পরিত্যাগ করে পরমধর্মজ্ঞ পতির আন্তরিকতার সহিত পরিচর্যা করেছিলেন। রাজার দেহাতে শোকগ্রস্ত হয়ে সহমরণে উদ্যত হলে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তথায় উপনীত হয়ে তাকে বললেন, তুমি কে এবং কার ভার্যা? এই মৃত শায়িত পুরুষটি বা কে? তুমি ও আমি মানস সরোবরচারী দুটি ছিলাম, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করে স্থান অন্বেষণ করতে করতে পার্থিব বিষয়সুখ মনে বাসনা নিয়ে রাজা হলে, আমাকে চিনতে পারলে না। উহা কেবল মৎসৃষ্ট মায়াবলে তুমি উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছিলে। তখন পুরঞ্জন পূর্বস্মৃতি ফিরে পেলেন। রাজা প্রাচীনবর্হি বললেন, হে ভগবন্‌! আমি আপনার বাক্য বুঝতে অক্ষম।এই বলে নিজ অজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন তখন নারদ করুণা-পরবশ হয়ে প্রশ্নের উত্তর দানে প্রবৃত্ত হলেন। বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করে বললেন, মহারাজ এ

জগতে জীবগণের মধ্যে যে যেরূপ কার্য্য করে, সে সেইরূপ ফল পায়। পুণ্যকার্য্য ও পাপকার্য্য এই দুই প্রকার কার্য্য। যে কার্য্যে পুণ্য হয় তাকে পুণ্য কার্য্য বলে আর যে কার্য্যে পাপ হয় তাকে পাপকার্য্য বলে। পুণ্যকার্য্যের ফলে সুখ ভোগ করে আর পাপ কার্য্যের ফলে অদৃষ্টের উৎপত্তি হয়। যেমন—কেহ বা শকটে আরূঢ় হয়ে চলে, আবার কেহ শকট চালিয়ে চলে। কেহ বা ভোগ্য বস্তু শিরে বহন করে স্বামীর চরণ প্রান্তে দেয়, কেহ আবার সেই ভোগ্য বস্তু সুখে উপভোগ করে, কাজেই বুঝতে হবে যে, জীব নিজ কর্মের গুরুত্ব ও লঘুত্ব বশতঃ পুণ্যের ও পাপের অধিকারী হয়। জগতে জীবের দেহ নানাপ্রকার দেখা যায়। কোন জীব ক্রিমিদেহ, কোন জীব মনুষ্যদেহ, আবার কেহ হস্তী দেহ প্রভৃতি দেহে প্রবেশ করে। জীবের নিজ কর্মের সৃষ্টির ফলে বিভিন্নাকার দেহ সৃজন হয়ে থাকে। এইজন্য জীবকে আমি 'পুরঞ্জন' নামে অভিহিত করেছি। আমার কথিত পুরঞ্জন রাজা নহে, জীবাত্মা নিজ কর্মানুসারে মনুষ্যাদি শরীর উৎপাদন করে বলেই এই জীবাত্মাকেই 'পুর' অর্থাৎ শরীরকে নিজ কর্মানুসারে যে উৎপাদন করে; এই অর্থে পুরঞ্জন বলে প্রতিপাদন করেছি—পুরুষরূপীই পুরঞ্জন, মিত্র ঈশ্বর; রমণী বুদ্ধি, একাদশ সেনাপতি মন প্রভৃতি, দুই দ্বার চক্ষুরাদি; রথ দেহ, অশ্ব ইন্দ্রিয়, দ্বিচক্র পাপ পুণ্য, রশ্মি মন, সারথি বুদ্ধি, মৃগয়া মৃগতৃষ্ণা, চণ্ডবেগ সংবৎসর, ৩৬০ গন্ধর্ব-গন্ধর্বী দিন-রাত্রি, চণ্ডবেগকন্যা জরা, যবনেশ্বর মৃত্যু এবং হংসদ্বয় জীবাত্মা ও পরমাত্মা।

রাজন্! অহং মম বোধ কর্মবন্ধন দুঃখ ও নানা জন্মের কারণ। দুঃস্বপ্নের প্রতিকার যেমন জাগরণ; তেমনি সকল দুঃখের প্রতিকার অবিদ্যাপ্রসূত সংসারাসক্তি হতে নিবৃত্তি। পুরুষ পুষ্প উদ্যানে বিচরণশীল হরিণীতে আসক্ত মৃগস্বরূপ। পুত্রকন্যারূপ সংসারে তার চিত্ত নিরন্তর মুগ্ধ। একদিকে নিত্যক্ষীয়মান আয়ুরূপ বৃক। অপর দিকে মৃত্যুরূপ ব্যাধ যুগপৎ সেই মৃগের বিনাশ সাধনে উদ্যত; রমণী মৃগীলুব্ধ ঐ পুরুষ মৃগ তা জেনেও জানছে না। রাজন্! তুমি ঐ বৃত্তি পরিত্যাগ কর, সকল কামনা-বাসনা হতে বিরত হও। ভগবান্ বাসুদেবের পরাভক্তিই এই নিবৃত্তি লাভের একমাত্র উপায়। ব্যগ্রচিত্তে নির্মল অন্তঃকরণে শ্রবণ কীর্তন জ্ঞান ও বৈরাগ্য জন্মায়; ভয় শোক মোহ আসক্তি সমস্ত দূর করে। জীবন স্বপ্রকাশ স্বভাব হলেও যতক্ষণ না সে পরমাত্মারূপে জানতে পারে না ততক্ষণ প্রকৃতির গুণে মুগ্ধ হয়ে থাকে, প্রকৃতির গুণে অভিমান হেতু অবশভাবে কর্ম করে এবং সত্ত্ব, রজ ও তমো গুণ যেরূপ ভাবে কর্ম করে সেরূপ বিভিন্ন লোকে জন্মলাভ করে থাকে।

শব্দ বিস্তৃত ও অর্থ বিস্তৃতি দুস্তর বেদমন্ত্র মধ্যে বিচরণ করে মন্ত্র আলোচনা পূর্বক দেবতার ভজনা করেন তাঁরা পরমেশ্বর তত্ত্ব জানতে পারে না। ভক্ত কর্তৃক অন্তঃকরণে স্থাপিত ভগবান্ যাকে কৃপা করেন, তখন সেই ভক্তই লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারে দৃঢ়মতি পরিত্যাগ করে থাকেন। হে রাজন্! অজ্ঞান প্রযুক্ত যে কর্মগুলি অর্থের ন্যায় প্রতীত হয়, যার কথা অতি রমণীয় বস্তুত যাতে কোন পরমার্থ নেই, সেই কর্মসমূহে পুরুষার্থ বুদ্ধি পরিত্যাগ কর। তুমি কুশাগ্র দ্বারা ক্ষিতি মণ্ডল আচ্ছন্ন করে বহু পশু বধ করে আপনাকে মহাকর্মী বলে অভিমান করছ, কিন্তু যা পরম কর্ম তা বুঝতে পারছ না। "সেই কর্মই উত্তম কর্ম যা শ্রীহরির পরিতোষ হয়, যে বিদ্যা শ্রীহরি বিষয়ে অন্তঃকরণে রতি জন্মায় তাই পরবিদ্যা। শ্রীহরিই সর্বশক্তির আধার দেহীগণের আত্মা ও নিয়ন্তা; তিনি জগতের উপাদান কারণ, তাঁর কোনও কারণ নাই; তাঁর পদমূলই মানুষের একমাত্র আশ্রয়, তাই লোকের একমাত্র কল্যাণ। তিনিই জীবের প্রিয়তম ও আত্মা, তা হতে ভয়ের লেশমাত্র নাই, ইহা যিনি বুঝেন তিনিই প্রকৃত বিদ্বান্, তিনিই গুরু; তিনিই স্বয়ং শ্রীহরি নারায়ণ।"* হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই সকল বলে আমি তোমার প্রশ্নের নিবৃত্তি করলাম। এরপর গুহ্য বিষয় শ্রবণ কর।

হে রাজন্! তুমি নিজেকে মৃগতুল্য অবস্থা বিবেচনা করে চিত্তকে হৃদয়ে অভ্যন্তরে নিরুদ্ধ কর। কর্ণধুনী এবং বহিরিন্দ্রিয়ের বৃত্তিগুলিকে অন্তর্মুখী করে চিত্তে সংযত কর। অসজ্জনের বার্তাযুক্ত গৃহ ত্যাগ কর। যতিগণ যাকে একমাত্র আশ্রয় ভেবে গ্রহণ করেন, সেই শ্রীভগবানকে প্রীত কর এবং বৈষয়িক আনন্দ হতে বিরত হও।

রাজা শ্রীপ্রাচীনবর্হি বললেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি যা বললেন তা আমি শ্রবণ করেছি; কিন্তু যদ্বিষয়ে ঋষিগণ প্রাজ্ঞ নহেন, সেই বিষয়ে সংশয় আছে, আপনার নিকট কিঞ্চিৎ প্রশ্ন করছি—সংশয় ছিন্ন করুন। ভগবন্ পণ্ডিতেরা বলে থাকেন, পুরুষ দেহ দ্বারা কর্মের অনুষ্ঠান করে, তা ত্যাগ করে পরলোকে অন্য এক দেহ অবলম্বন পূর্বক তা দ্বারা ঐ কর্মের ফল ভোগ করে। কিন্তু জনগণ বেদোক্ত যে কার্য্য করে উহা ক্ষণকাল পরই অদৃশ্য হয়ে যায়। কারণ কর্ম ক্ষণস্থায়ী, উহা ক্ষণকাল

---

* হরির্দেহভৃতামাত্মা স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরং।
তৎপাদমূলং শরণং যতঃ ক্ষেমো নৃণামিহ।।
স বৈ প্রিয়তমশ্চাত্মা যতো ন ভয়মণ্বপি।
ইতি বেদ স বৈ বিদ্বান্ যো বিদ্বান্ স গুরুর্হরিঃ।। ৪/২৯/৫০, ৫১

পরেই স্বভাবতঃ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তবে ঐ বিনষ্ট কার্য্যের ফল কিরূপে ভোগ করা সম্ভবপর হয়? নারদ বললেন, পুরুষ ইহলোকে যে মনঃ প্রধান দ্বারা কার্য্য করে থাকে। পরলোকে লিঙ্গ দেহের লিঙ্গ শরীর ধ্বংস হয় না; তা দ্বারাই কর্মফল ভোগ হয়। লিঙ্গ দেহের সাহায্যেই পুরুষ পুনরায় স্থূল দেহ গ্রহণ করে যা দ্বারা হর্ষ, ভয়, দুঃখ ও সুখ অনুভব হয়। অর্থাৎ ইহলোক পরলোক স্থূলদেহ পৃথক হলেও সূক্ষ্ম শরীর এক থাকায় কোন অসঙ্গতি হয় না, সূক্ষ্ম শরীরকে ফল ভোগের কারণ স্বীকার করলেই আর কোন দোষ হয় না।

হে রাজন্! মনই বর্তমান ভবিষ্যৎ মানুষের ভাবী শরীরাদি সূচনা করে থাকে সেরূপ আবার জন্মগ্রহণ করবে না অর্থাৎ মুক্তি লাভ করবে তারও সূচনা করে দেয়। অতএব সেই বন্ধনের নিবৃত্তির জন্য সকল বিশ্বকে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারের একমাত্র কারণ পরমাত্মাস্বরূপ ভেবে সর্বান্তঃকরণে পরমেশ্বরের আরাধনা কর। শ্রীমৈত্রেয় বললেন, ভাগবত প্রধান দেবর্ষি নারদ রাজা প্রাচীনবর্হির নিকট জীব ও ঈশ্বরের গতি বর্ণনা করে তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে সিদ্ধলোকে পাড়ি দিলেন। রাজা প্রজাসৃষ্টি রক্ষণ বিষয়ে পুত্রগণকে আদেশ করে নিঃসঙ্গ চিত্তে একান্ত মনে ব্যগ্রচিত্তে কপিলাশ্রমে শ্রীহরির ভজনা করতে করতে তদীয় সারূপ্য লাভ করলেন।

প্রাচীনবর্হির দশ পুত্র প্রচেতা নামে খ্যাত ছিলেন। পিতার আদেশ পেয়ে প্রজা সৃষ্টির জন্য তপস্যার্থে পশ্চিম দিকে গমনকালে তাঁরা এক সুরম্য সরোবর হতে নীলকণ্ঠ মহাদেবকে উঠতে দেখে অবাক হয়ে তাঁকে প্রণাম করে বললেন, হে ভগবন্! তোমার অনাদর করলে শরীর ধারণ নিষ্ফল হয়। হে জ্ঞানীগণের পরমাত্মা ব্রহ্মস্বরূপ ভগবন্! সমগ্র বিশ্বই কাল ভয়ে বিব্রত, তুমি আমাদের অকুতোভয় আশ্রয়। মহাদেব বললেন, হে রাজপুত্রগণ! তোমরা নিজ ধর্মের অনুষ্ঠান করতঃ শ্রীভগবানে চিত্ত সমর্পণ পূর্বক মন্ত্র নিয়ে জপ করে তপস্যায় প্রবৃত্ত হও।

ঐ মন্ত্র রুদ্রগীত বলে বিখ্যাত। সর্বভূতে অবস্থিত আত্মস্বরূপ সেই ভগবান্ বিষ্ণুকেই বারবার ধ্যান ও জপবিধি দ্বারা পূজা করতে থাক। তোমরা সকলে মুনিব্রতধারী হয়ে সমাহিত চিত্তে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে যোগাদেশ নামক স্তোত্র পাঠ করে পুনঃ পুনঃ জপ করবে। পূর্বকালে ভগবান্ ব্রহ্মা বিস্তৃতরূপে সৃষ্টিকার্য্য করতে ইচ্ছা করে সৃষ্টিকার্য্যে অভিলাষী ভৃগু প্রভৃতি স্বীয় পুত্রগণের নিকট আমাকে সেই স্তোত্র বলেছিলেন। অতএব একাগ্রচিত্তে অবহিত হয়ে বাসুদেব পরায়ণ হয়ে নিরন্তর এই

স্তোত্র জপ করতে থাকলে শ্রেয় লাভ হবে। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে ভগবানের স্তোত্র পাঠ পূর্বক স্থিরভাবে দুরারাধ্য ভগবান্ বিষ্ণুকে আরাধনা করে সে ব্যক্তি যা ইচ্ছা করেন তাই লাভ করে থাকেন। এবং সমস্ত কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি লাভ ঘটে। আমি যে পরমপুরুষ পরমেশ্বরের কথা বললাম স্থিরচিত্তে এই মহৎ অনুষ্ঠান কর, তবে ইপ্সিত ফল লাভ করবে। এরপর তাঁরা সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করে জপের দ্বারা দশ সহস্র বৎসর তপস্যা করে শ্রীভগবানকে প্রীত করলেন। বিষ্ণু স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে বর দিলেন তোমরা একধর্মা একটি কন্যাকে বিবাহ করে পত্নীরূপে গ্রহণ কর। সকলে মিলে কন্যাটি বিবাহ করলেও বিরোধের কোনও আশঙ্কা নাই। যেহেতু তোমাদের সকলের ধর্ম ও স্বভাব অভিন্ন প্রকার, কন্যাটিও তোমাদের সহিত অভিন্ন ধর্ম ও চরিত্র আশ্রয় করে সকলের প্রতি তুল্যরূপে অন্তঃকরণ স্থাপন করে সহধর্মচারিণী হবে। ইহাতে অনুমাত্রও সংশয় নাই। আমার আশীর্বাদে তোমাদের কোনও রূপ দৃষ্টা দৃষ্টবিরোধ উৎপন্ন হবে না। বহু সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া অপ্রতিহত শক্তিসহকারে ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগ করবে। অনন্তর আমার প্রতি তোমাদের স্থিরভক্তি বলে সমস্ত কামনা বাসনা ভুলে নির্বিঘ্ন হয়ে মদীয় ধাম বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হবে। "যারা সর্বদা আমার কর্মে ব্যাপৃত থাকে আমারই কাহিনী শ্রবণ ও কীর্তনাদি করে সমস্ত সময় অতিবাহিত করে, তারা গৃহে থেকেও গৃহ তাদের কোনরূপ বন্ধনের হেতু হয় না। ইহা আমার অভিমত। আমি নিত্য নব নব রূপে তাঁদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে থাকি। কাজেই আমি হৃদয়ে আবির্ভূত হলে জীবের ব্রহ্মজ্ঞান আবির্ভূত হয়। সকল বন্ধন ছিন্ন হয়। আমাকে প্রাপ্ত হলে মানুষের মোহ, শোক বা হর্ষ কিছুই থাকতে পারে না। ব্রহ্মবাদিগণ এইরূপ লোককে মুক্ত অবস্থা বলে থাকেন।"* শ্রীহরি আরও বললেন, গুণে ব্রহ্মা অপেক্ষা অন্যূন তোমাদের একটি কীর্তিমান পুত্র হবে। তার সন্তানসন্ততি দ্বারা ত্রিভুবন পরিপূর্ণ হবে। এইরূপে তোমরা পিতার আদেশ সার্থক করতে পারবে। এই বলে শ্রীহরি অন্তর্হিত হলেন। প্রচেতাগণ মারিষা নাম্নী এক কন্যাকে বিবাহ করলেন। মহাদেবের অবমাননাপরাধে দক্ষ মারিষার গর্ভে পুনঃ

* গৃহেষ্বাবিশতাঞ্চাপি পুংসাং কুশলকর্ম্মণাম্।
মদ্বার্ত্তাযাতযামানাং ন বন্ধায় গৃহা মতাঃ।।
নব্যবদ্ধৃদয়ে যজ্ঞো ব্রহ্মৈতদ্ব্রহ্মবাদিভিঃ।
ন মুহ্যন্তি ন শোচন্তি ন হৃষ্যন্তি যতো গতাঃ।। ৪/৩০/১৯, ২০

জন্মগ্রহণ করে আবার প্রজাপতি রূপে বহু প্রজা সৃষ্টি করলেন। সহস্র বৎসর পরে প্রচেতাদের বিবেকজ্ঞানের উদয় হল। পুত্রহস্তে সংসারের সমস্ত ভার দিয়ে যে স্থানে জাজলি নামক ঋষি তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তাঁরাও সমুদ্রতটে গিয়ে বসে বিষয় হতে মনকে উপরত করে আত্মস্থ হলেন। এমন সময় নারদ সেখানে উপস্থিত হলেন। প্রচেতাগণ তাঁকে প্রণাম করে বললেন, হে প্রভো! আমরা এতকাল গৃহস্থাশ্রমে আসক্ত হয়ে ভগবান্ নারায়ণের পূর্বের উপদেশ আত্মবিস্মৃতি হয়েছি অতএব আমরা যেন এই দুস্তর সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে মোক্ষ লাভ করতে পারি তাই উপদেশ করুন।

শ্রীমৈত্রেয় বললেন, এইরূপে প্রচেতাগণ বললে ভগবান্ নারদ ঋষি ভগবান্ নারায়ণে নিবিষ্ট চিত্ত হয়ে নৃপগণকে বললেন—হে নৃপগণ! "মানুষের যে জন্ম, কর্ম, আয়ু, মন ও বল দ্বারা স্বয়ং বিশ্বাত্মা ঈশ্বর শ্রীহরির আরাধনা করা হয়; সেই জন্মই জন্ম, সেই কর্মই কর্ম, সেই আয়ুই আয়ু, সেই মনই মন ও সেই বাক্যই বাক্য এবং ইহা উৎকৃষ্ট বলে জানবে।"* শুক্রশোনিতসম্ভূত উপনয়ন সংস্কার জন্য ও যজ্ঞদীক্ষাজনিত যে তিনটি জন্ম আছে তা ভগবৎ সেবা-বিহীন অপর সমস্তই ব্যর্থ; বেদোক্ত ক্রিয়াসকলে, দেবতাদের ন্যায় দীর্ঘ আয়ুতে, বেদপাঠে, তপস্যায়, বাকচাতুর্য্যে, শাস্ত্রাদির ধারণা শক্তিতে, বল বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়ের কর্মপটুতায় ফল কি? শ্রীহরি যেখানে আপনাকে দান না করেন, সেই যোগ, সাংখ্য, জ্ঞান, সন্ন্যাস, বেদপাঠ কিংবা অন্যান্য শ্রেয় সাধক কর্মেই বা কি ফল? যতরকম শ্রেয়োনুষ্ঠান আছে, শ্রীহরিকে লাভ করাই সকলের শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান। তিনি সকলের প্রিয় এবং আপনাকে সর্বদা অকাতরে দান করে থাকেন।

বৃক্ষের মূলদেশে জলসেচ করলে তার স্কন্ধ, শাখা ও উপশাখাগুলি যেমন সেই জলদ্বারা পরিপুষ্ট হয়, সেইরূপ নারায়ণকে পুজো করলেই সকল দেবতা পরিতুষ্ট হয়ে থাকেন। তাঁর পুজোয় সর্বদেবতার পুজো করা হয়। যেরূপ বর্ষাকালে সূর্য্য হতেই বৃষ্টির জল উৎপন্ন হয়। আবার গ্রীষ্মকালে সূর্য্যের কিরণ হতেই সূর্য্যেই গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে; এই প্রপঞ্চ প্রবাহ শ্রীভগবান্ হতে সৃষ্টিকালে উৎপন্ন হয়ে প্রলয়কালে আবার তাতে প্রবিষ্ট হয়। বিশ্ব জগন্ময় পরব্রহ্ম হতে ভিন্ন বোধ হয়।

---

* তজ্জন্ম তানি কর্ম্মাণি তদায়ুস্তন্মনো বচঃ।
নৃণাং যেন হি বিশ্বাত্মা সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ।। ৪/৩১/৯

কিন্তু এই ভ্রম শ্রীভগবানের আরাধনা দ্বারাই নিরস্ত হয়। তিনিই নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ ও পরমৈশ্বর্য্যশালী কর্তভূত পুরুষ। তিনিই নিজ আত্মার প্রকাশ সম্পাদন করে কালক্রমে এই প্রপঞ্চপ্রবাহ উচ্ছেদ সাধন করে থাকেন। অতএব তাঁকে জীবাত্মার সহিত অভিন্ন বোধে ভজনা কর। সর্বভূতে দয়া, যে কোন ক্ষুদ্র বস্তু লাভেই সন্তোষ এবং সকল ইন্দি‍্যের সংযম দ্বারাই জনার্দ্দন শ্রীহরি সত্বর পরিতুষ্ট হয়ে থাকেন। যে সকল সাধু ব্যক্তির হৃদয়ের মালিন্য দূর হয়ে থাকে, তাঁর নির্মল অন্তঃকরণে নিরন্তর শ্রীভগবানের চিন্তা করে থাকেন, ভগবান্ শ্রীহরি তাঁদিগকে নিজ ভক্তের অনুগত বুঝে আকাশের ন্যায় তাঁর হৃদয় হতে কখনও অপসৃত হন না। যে সকল ব্যক্তি ভগবানের অনুবৃত্তি কার্য্যে ব্যাপৃত রয়েছে সেই সকল ভক্তগণকে অবহেলা উপেক্ষা করে থাকে শ্রীভগবান্ কোনদিনই সেই দুষ্ট মতি জনের পূজা গ্রহণ করেন না।

শ্রী মৈত্রেয় বললেন, হে বিদুর! ব্রহ্মার পুত্র নারদ ঋষি প্রচেতাদিগের নিকট ভগবৎ সম্বন্ধীয় নানা কথা বলে ব্রহ্মলোকে গমন করলেন। প্রচেতারাও নারদের মুখনিঃসৃত শ্রীহরির যশোগাথা শুনে শ্রীহরির পাদপদ্ম চিন্তা করতে করতে বিষ্ণুলোক লাভ করলেন। হে বিদুর, তুমি আমার নিকট যে যে বিষয়ে প্রশ্ন করেছ তা সমস্তই তোমার নিকট ব্যক্ত করলাম। বিদুর প্রেমাশ্রুব্যাকুল হয়ে শ্রীমৈত্রেয়ের চরণ মস্তকে ধারণ করলেন এবং অন্তরে শ্রীহরির চরণ ধারণ করলেন। বিদুর বললেন, হে মহাযোগিন্! আপনি করুণাপূর্বক আমাকে তত্ত্বজ্ঞান দান করেছেন আমি সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে অজ্ঞানের উচ্ছেদ সাধনে সমর্থ হয়েছি।

শ্রীশুকদেব বললেন, বিদুর এইরূপে মৈত্রেয় ঋষিকে সম্ভাষণ করে প্রণাম পূর্বক পরিতৃপ্ত চিত্তে নিজ জ্ঞাতিগণের দর্শন কামনায় হস্তিনাপুরে প্রস্থান করলেন।

—ঃঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত

পঞ্চম স্কন্ধ

অধ্যায় (১—৩)

মহারাজ পরীক্ষিৎ মুনিবরকে বললেন,—হে মুনিবর। কর্মবন্ধন ফলে নিজের স্বরূপ জ্ঞান তিরোহিত হয়, পরম ভাগবত মনুর অপর পুত্র প্রিয়ব্রত পুনরায় কি রূপে সেই গৃহাশ্রমে আসক্ত হয়েছিলেন? যাঁরা আত্মজ্ঞ, তাঁদের মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত হয়ে যাওয়ায় মিথ্যাজ্ঞান জন্য কোন প্রবৃত্তিই তাঁদের থাকতে পারে না। অতএব গৃহাসক্তি তাঁদের পক্ষে একান্তই অসম্ভব। তিনি আর কেনই বা হিংসা-দ্বেষ পূর্ণ দুঃখময় সংসার পঙ্কে লিপ্ত হবেন?

শ্রীশুকদেব বললেন,—হে রাজন্! আপনি যে সন্দেহ করেছেন তা সত্য বটে, কিন্তু শ্রীভগবানের মকরন্দরসে যাঁদের চিত্ত আবিষ্ট হয়, তাঁরা পরম ভাগবতগণের অতি প্রিয় শ্রীবাসুদেবের কথাকেই সর্বোৎকৃষ্ট কল্যাণকর মার্গ বলে গ্রহণ করে থাকেন। কদাচিৎ কোন বিঘ্নবশতঃ তা প্রতিহত হলেও তাকে একবারেই পরিত্যাগ করেন না। অভ্যাস বলে সেই জ্ঞান পুনঃ উদিত হয়। রাজপুত্র প্রিয়ব্রত ভাগবত পুরুষ ছিলেন; নারদের চরণসেবায় তিনি অনায়াসে আত্মতত্ত্ব আয়ত্তে এনেছিলেন। ভাগবৎ ইচ্ছা হেতু যে বিঘ্ন ঘটে, তা শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তের প্রীতি বর্দ্ধনার্থই হয়ে থাকে। শ্রীভগবান্ ভক্তগণকে ও ভক্তের জনগণকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। বাস্তবিক প্রিয়ব্রতের কোনই অপরাধ ছিল না। নারদের চরণসেবায় যখন প্রিয়ব্রত পরমার্থতত্ত্ব যথার্থরূপে অবগত হয়ে ধ্যানযোগে তদ্বস্তু অনুভব করার জন্য সঙ্কল্প করছিলেন সেই সময় মনু পরম ভাগবত পুত্রকে ধরণীতলে পরিপালনার্থ আদেশ করেন। কিন্তু প্রিয়ব্রত নির্বেদবশতঃ প্রথমে রাজ্য গ্রহণে সম্মত হন নাই। তখন ব্রহ্মা, মরীচি আদি মুনিসহ তাঁর নিকট এসে উপস্থিত হলেন। নারদ তখন সেখানেই ছিলেন। ব্রহ্মা বললেন, বৎস, দেহ-যোগ সকলেই ধারণ করে, অন্যথা করার শক্তি কারো নাই। পরমেশ্বরের ইচ্ছায় তাঁর নিমিত্তই আমরা কর্ম করে থাকি। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি যেমন অন্ধকে যে

পথেই নিয়ে যায় অন্ধ সেই পথই যেতে বাধ্য হয়; সেরূপ সত্ত্বাদিগুণ ও তদনুরূপ কর্মানুসারে দেব-তির্য্যগাদি যে কোনও দেহ, ঈশ্বর আমাদিগকে প্রতিদান করেন, আমরা ঈশ্বরদত্ত সে সকল দেহ স্বীকার করেই অস্বতন্ত্রভাবে সুখ-দুঃখের ভোগ করে থাকি। মুক্ত ব্যক্তিও দেহ ধারণ করে থাকেন; কিন্তু তাঁর আসক্তি থাকে না। তুমি আসক্তি ত্যাগ করে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকলাপ শ্রীবাসুদেবে অর্পণ করে যা ইচ্ছা বিষয় উপভোগ কর। পিতার বাক্য প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়। গৃহস্থাশ্রম জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির অনিষ্ট সাধন করতে পারে না। "যে ব্যক্তি অজিতেন্দ্রিয় সে ব্যক্তি সঙ্গ ভয়ে বন হতে বনান্তরে গমন করলেও তার সংসার ভয় বা নরক ভয় দূরীভূত হয় না। কারণ বনবাসকালেও ছয় ইন্দ্রিয়রূপ শত্রু জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চক—(চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক) ও মন তার দেহের সঙ্গেই বিদ্যমান থাকে। আর যাঁরা বিবেকসম্পন্ন আত্মারাম এবং জিতেন্দ্রিয়, তাঁদের পক্ষে বন ও গৃহ উভয়ই তুল্য, অতএব গৃহাশ্রম তাঁদের কি ক্ষতি করবে?"* তুমি সত্যস্বরূপ অনন্ত ভগবানের প্রতি অসূয়া করো না। হে প্রিয়ব্রত! জন্ম, মৃত্যু, কর্ম, শোক, মোহ, ভয়, দুঃখ ও দুঃখের নিমিত্ত জীব যে সর্বদা দেহ সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয়, তাও ঈশ্বরের দান। জীব তা অন্যথা করতে পারে না। আমরা গুণ, কর্ম ও নামরূপ সুদৃঢ় বন্ধনে বেদরজ্জুতে নিবদ্ধ থেকে আমরা সকলেই ইচ্ছানুসারে কর্ম করে থাকি। এ বিষয়ে আমাদের স্বতন্ত্রতা নাই। বলির্বদ নাসিকাতে নিবদ্ধ থেকে মনুষ্যের আজ্ঞা প্রতিপলন করে, আমাদের অবস্থাও তদ্রূপ। আমাদের গুণ ও কর্মই ভিন্ন ভিন্ন দেহ প্রাপ্তির হেতু। পুর্বোক্ত ভোগ যে শুধু অজ্ঞান ব্যক্তিরই হয়ে থাকে তা নয় উহা আত্মজ্ঞানীরও হয়ে থাকে। কর্ম ও বাসনা না থাকলে পুনর্জন্ম হয় না। গৃহে থাকলে বন্ধন এবং বনে বাস করলেই মুক্তি হয়, এরূপ মনে করো না। বলিষ্ঠ রিপুকুলকে জয় করতে চেষ্টা কর, ষড়রিপু দুর্বল হয়ে পড়লে গৃহে বা বনে যথেচ্ছ বিচরণ করতে পার। তুমি ঈশ্বর প্রদত্ত ভোগ সকলের উপভোগান্তর বিমুক্ত সঙ্গ হয়ে আত্মনিষ্ঠ হবে। মহাভাগবত প্রিয়ব্রত তাই অঙ্গীকার করলেন। ব্রহ্মার আদেশ পালন করতে দেখে সায়ম্ভূব মনু অতিশয় সন্তুষ্ট হলেন। বাক্য ও মনের অগোচর সর্বব্যবহার অতীত পরমাত্মার স্বরূপ হৃদয়ে ধারণা করে সত্যলোকে গমন করলেন। ব্রহ্মার অনুগ্রহে মনুর মনোরথ সম্পাদিত হল। প্রিয়ব্রত ভগবান্ শ্রীহরির চরণযুগল অনবরত ধ্যান করতে করতে আন্তরিক রাগাদি মন দূরীভূত হয়েছিল। ঈশ্বরের ইচ্ছায়

---

* ভয়ং প্রমত্তস্য বনেষ্বপি স্যাদ্, যতঃ স আস্তে সহষট্‌সপত্নঃ।
জিতেন্দ্রিয়স্যাত্মরতের্বুধস্য, গৃহাশ্রমঃ কি নু করোত্যবদ্যম্।। ৫/১/১৭

রাজ্য অধিকার প্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মাদির সম্মান রক্ষার্থ পৃথিবী পালন করেছিলেন। রাজ্যাধিকার স্বীকার করে বিশ্বকর্মার দুহিতা বর্হিষ্মতীর গর্ভে তাঁর আগ্নীধ্রাদি দশ পুত্র ও উর্জ্জস্বতী নামে এক কন্যার জন্ম হয়। তিন পুত্র পরমহংসব্রত অবলম্বন করে। উর্জ্জস্বতীর সঙ্গে শুক্রাচার্য্যের বিবাহ হয়। দেবযানী নামে তাঁদের এক কন্যা হয়। রাজা প্রিয়ব্রত একদিকে যেমন অসীম প্রভাবে রাজ্য শাসন করতেন, অপরদিকে তেমনই বিলাস লীলাময়ী ললনার সহিত কৌতুকে সময় কাটাতেন। তাঁর কার্য্য দেখে সকলে মনে করতো রাজা প্রিয়ব্রত সংসারে আসক্ত হয়ে পড়েছেন। পদ্মপত্রের বারিবিন্দুর ন্যায় সংসারে একান্ত সংসক্ত থেকেও তিনি সর্বদা অনাসক্ত ছিলেন। সাংসারিক কাজকর্মে নিযুক্ত থেকেও শ্রীভগবানের চরণ স্মরণে বিন্দু মাত্র ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে নাই। তাঁর দুর্বিতর্ক চরিত্র কে অবধারণ করতে পারে?

একদিন রথারোহণে সুমেরু পর্বত প্রদক্ষিণ করার সময় প্রিয়ব্রত দেখলেন, আদিত্য পৃথিবীর সকল ভাগ আলোকিত করছেন না; ইহাতে তিনি পরিতৃপ্ত না হতে পেরে "আমি রজনীকেও দিন করিব" মনে করে সূর্য্যরথতুল্য বেগশালী জ্যোতির্ময় রথে আরোহণ পূর্বক সূর্যকে আক্রমণের জন্য চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করেন। তাঁর রথচক্রাগ্রভাগ দ্বারা যে সাতটি গর্ত হয়েছিল তা সপ্ত সমুদ্ররূপে পরিণত হয়েছে। ঐ সমুদ্রে জম্বাদি সাতটি দ্বীপের উৎপত্তি হয়। এইগুলি হল—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর। অনন্তর হৃদয়ে নির্বেদ ও মনোমধ্যে শ্রীহরির লীলা স্মরণহেতু ত্যাগ সামর্থ্য সঞ্জাত হওয়ায় উপভুক্তা মহিষী ও সাম্রাজ্য সম্পদকে মৃত শরীরের ন্যায় ত্যাগ করে ভগবান্ নারদের উপদিষ্ট মার্গ পুনর্বার অনুসরণ করলেন। স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতালের সম্পদকে নরকের ন্যায় অনুভব করেন। প্রিয়ব্রত শ্রীহরির প্রসাদে বিবেক প্রাপ্ত হয়ে অনুগত স্বীয় পুত্রগণকে যথাযোগ্য ভাগ করে দিলেন। জ্যেষ্ঠ আগ্নীধ্র জম্বুদ্বীপ প্রাপ্ত হন। আগ্নীধ্র ধর্মের প্রতি সতত দৃষ্টি রেখে জম্বুদ্বীপবাসী প্রজাবর্গকে পুত্রবৎ পালন করতে লাগলেন। তিনি পুত্রকামী হয়ে মন্দর পর্বতের এক গুহায় কঠিন তপস্যায় নিমগ্ন হন। ভগবান্ ব্রহ্মা আগ্নীধ্রের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে তার পুত্র উৎপাদনার্থ স্বকীয় অমরসভার গায়িকা 'পূর্বচিতি' নাম্নী অপ্সরাকে তথায় প্রেরণ করেন। উভয়ের মিলনে নাভি প্রভৃতি নয়টি পুত্রের জন্ম হল। অনন্তর পূর্বচিতি পুত্রদের রাজভবনেই পরিত্যাগ করে পুনর্বার ব্রহ্মার সেবায় নিমিত্ত ব্রহ্মলোকে গমন করেন। আগ্নীধ্র জম্বুদীপকে নয়টি বর্ষে ভাগ করে পুত্রগণের নামানুসারে এক এক পুত্রকে অভিষিক্ত করলেন। পুত্রগণ সেই সকল বর্ষের অধিপতি হয়ে রাজত্ব শাসন করতে লাগলেন। আগ্নীধ্র বিষয়-পরতন্ত্র হয়ে নিরন্তর অপ্সরাকেই

সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় বস্তু মনে করতেন। তিনি বেদোক্ত কর্মানুষ্ঠান দ্বারা অপ্সরার সমান লোক প্রাপ্ত অর্থাৎ আগ্নীধ্র মৃত্যুর সময় পিতৃলোক প্রাপ্ত হলেন। পিতৃযান মার্গে গমন করলে পুণ্যভোগান্তে পুনরায় সংসারে ফিরে আসতে হয়।

আগ্নীধ্র পরলোক গমনের পর তার পুত্র নাভি প্রমুখ নয় ভ্রাতা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। রাজর্ষি নাভি পুত্রার্থী কামনায় যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব যজ্ঞ পুরুষের অর্চনা করেছিলেন। আগ্নীধ্রের পুত্র সকলেই প্রজাপতি তুল্য প্রভাবশালী ছিলেন। রাজা নাভি, দিলীপ, ভাগীরথ, জনক প্রমুখের ন্যায় ঋষি তুল্য ছিলেন। তিনি যে কার্য্য করতেন রাজ্যশুদ্ধ সকলেরই তা আচরণীয় হতো, সেকালে যজ্ঞানুষ্ঠানে অধিক ধর্মসঞ্চয় হতো এরূপ অনুমিত হয়। যজ্ঞদ্বারা যে যজ্ঞ পুরুষের অর্চনা করেছিলেন; সেই যজ্ঞপুরুষ ছিলেন স্বয়ং 'বিষ্ণু'। ভগবান্ বিষ্ণু তাঁদিগকে দর্শন দিলে তাঁরা ভগবৎ সদৃশ পুত্র প্রার্থনা করেন। শ্রীভগবান্ বললেন, আমার সদৃশ অতীব দুর্লভ। আমার সদৃশ আমিই আছি। যেহেতু আমি বরদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তখন আমিই স্বকীয় অংশে পুত্ররূপে তোমাদের গৃহে জন্মগ্রহণ করব। শ্রীশুকদেব বললেন, শ্রীবিষ্ণু এইরূপে নাভির সম্মুখে মেরুদেবীর শ্রুতিগোচর করে অন্তর্হিত হলেন। বিষ্ণু ভগবান্ নাভির প্রিয়চিকীর্ষায় এবং দিগ্বসন তপস্বী উর্দ্ধরেতা ঋষিগণের ধর্ম প্রদর্শন মানসে শুদ্ধ সত্ত্ব মূর্তিতে অন্তঃপুরে মেরুদেবীর গর্ভে শুদ্ধতনু ধারণ করে ঋষভ নামে আবির্ভূত হলেন।

অধ্যায় (৪—৬)

ঋষভ যোগ্য হলে রাজা নাভি তাঁকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে মেরুদেবীসহ বদরিকাশ্রমে গমন পূর্বক একাগ্রচিত্তে সর্বসুখপ্রদ নিপুণ তপস্যা দ্বারা নরনারায়ণের আরাধনায় নিরত হয়ে কালক্রমে ভগবানের কৃপায় বৈকুণ্ঠলোক লাভ করলেন। ঋষভদেব ছিলেন স্বয়ং শুদ্ধচিদানন্দ স্বতন্ত্র্য ঈশ্বর। তথাপি তিনি স্বয়ং আচরণ করে অজ্ঞ জনগণকে কালক্রমে উৎপন্ন ধর্মশিক্ষা দেবার নিমিত্তে জীবের ন্যায় কর্ম সকল অনুষ্ঠান করলেন। ঋষভদেবরূপী ভগবান্ নিজ বর্ষকে কর্মক্ষেত্র মনে করে গুরুগৃহে বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্তে বাস করতে লাগলেন। বিদ্যা শিক্ষার শেষে গুরুদক্ষিণা দিয়ে অনুমতি ক্রমে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশপূর্বক লোকদিগকে শিক্ষা দিতে লাগলেন। ইন্দ্রদেব এতে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে জয়ন্তীনাম্নী একটি কন্যা দান করলেন। ব্রাহ্মণগণের উপদেশক্রমে শ্রুতি-স্মৃতির নিয়মে ধর্মকর্মের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। ক্রমে নিজতুল্য গুণসম্পন্ন একশত পুত্র উৎপাদন করেন। শ্রীঋষভদেব

পুত্রগণকে বললেন—হে পুত্রগণ! বিষয়-আশয় সকলেই দুঃখপ্রদ, বিষ্ঠাভোজী শুকরাদিও বিষয় ভোগ করে, এই নরলোকে মনুষ্যদেহ বিষয় ভোগের যোগ্য নহে, এই দেহ মন উৎকৃষ্ট তপস্যার যোগ্য। এই তপস্যা হতে চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি হতে অনন্ত ব্রহ্মসুখ লাভ হয়ে থাকে। সাধুসেবা বিমুক্তির দ্বার ও নারীর সঙ্গ তমোদ্বার অর্থাৎ সংসারের নিদান বলে কথিত হয়ে থাকে। সর্বজ্যেষ্ঠ ভরত মহাযোগী হয়ে উঠেছিলেন। যাঁর নামে ভারতবর্ষ হয়েছিল। ভরতের অনুগত কনিষ্ঠ নয়জন ভ্রাতা ছিলেন— কুশাবর্ত্ত, ইলাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত, মলয়, কেতু, ভদ্রসেন, ইন্দ্রস্পৃক, বিদর্ভ ও কীকট। এঁরা আর নব্বই জন ভ্রাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভাগবতধর্ম প্রদর্শক ছিলেন। পরবর্তী ভ্রাতাদের চরিত্র ভগবানের মাহাত্ম্যে পরিতুষ্ট ছিলেন। ভগবানের নামগানের মাধ্যমে তাঁদের মনকে আবিষ্ট রাখতেন। সকলেই ঋষভদেবের আজ্ঞাপালক অতিবিনীত, বেদজ্ঞ বিশুদ্ধকর্মা ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। ভগবান্ ঋষভদেব যদিও বিষয়ের অধীন ছিলেন না তবু পুত্রদের সংসারধর্ম বিষয়ে শিক্ষা দেবার নিমিত্তে নানা কর্মের অনুষ্ঠান করতঃ ধর্ম, অর্থ, যশ, সন্ততি, সুখভোগ ও মোক্ষ সংগ্রহ দ্বারা গৃহস্থাশ্রমে অভিজ্ঞ করলেন। এবং প্রজাদিগকে শিক্ষাদান ও শাসন করতেন। প্রজারা কেহ কখনও কারও নিকট কিছু প্রার্থনা করতেন না। তাদের লক্ষ্য ছিল রাজার প্রতি নিরন্তর প্রীতি সম্পাদন করা। আকাশ কুসুম কল্পনা দ্বারা অন্য কোন বস্তু চাওয়া তো দূরস্ত, দৃষ্টিপাত করতো না।

রাজা ঋষভদেব একদিন দেশ পরিভ্রমণে বহির্গত হয়ে নানাস্থানে ঘুরে অবশেষে ব্রহ্মাবর্ত্তদেশে ব্রহ্মর্ষিগণের সভায় উপস্থিত হয়ে দেখলেন—তথায় তাঁর পুত্রগণ উপস্থিত আছেন। তা দেখে তিনি পরম পরিতৃপ্ত হলেন। যদিও তারা বিনয় ও প্রণয়ভরে সুনিয়মিত এবং সংযতচিত্ত ও নানা সদ্গুণে ভূষিত তবু তিনি তাদের উদ্দেশ্যে শিক্ষা দেবার নিমিত্তে বক্ষ্যমান বাক্য বলতে লাগলেন। হে প্রিয়পুত্রগণ! "নরলোক জন্মগ্রহণ করে বিষ্ঠাভোজী শূকরাদি পশুসমূহও বিষয়সমূহ ভোগ করে থাকে। নরদেহধারী জীবের দেহ অতি তুচ্ছ বিষয়ভোগ যোগ্য নহে, অপ্রাকৃত তপস্যা দ্বারা অন্তঃকরণ বিশুদ্ধতা অবলম্বন করে অসীম ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি হয় সেই দিব্য তপস্যাই স্বর্গ।"* জ্ঞানীগণ মহদ্ব্যক্তির সেবাকে মুক্তির দ্বার এবং কামিনী সমাসক্ত ব্যক্তির সহিত সংসর্গকে জন্মমরণ প্রবাহরূপ সংসারের দ্বার বলে থাকেন। কর্মাত্মক

* নায়ং দেহো দেহভাজাং নৃলোকে, কষ্টান্ কামানর্হতে বিড়্ভুজাং যে।
তপো দিব্যং পুত্রকা যেন সত্ত্বং, শুধ্যেদ্যস্মাদ্ ব্রহ্মসৌখ্যন্ত্বনন্তম্।। ৫/৫/১

মনই দেহ বন্ধের কারণ। যে পর্যন্ত জীব আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভ না করে। সেই পর্যন্ত অজ্ঞানহেতু দেহাদি দ্বারা আত্মার স্বরূপ তিরোহিত থাকে। আত্মস্বরূপ বাসুদেবরূপী আমাতে ভক্তিযোগ উৎপন্ন না হয়; তাবৎ শরীর সম্পর্ক জীবকে পরিত্যাগ করে না। অর্থাৎ আমাতে প্রীতি ভিন্ন বন্ধন হতে মুক্তি হয় না। পুরুষ ও স্ত্রী এই মিথুন ভাব হতেই লোকের গৃহ, কলত্র সন্তান, বন্ধু-বান্ধব ও বিত্ত বিষয়ে। অহঙ্কার ও মমকার' রূপ মহা অভিমান উৎপন্ন হয়ে থাকে। "পুত্রগণ, আমার প্রীতির জন্য কর্ম করা, কথা বলা, আমার ভক্তগণে সঙ্গ, আমার গুণকীর্তন, কাকেও শত্রু মনে না করা, সকলের প্রীতি সমভাব অর্থাৎ পরের সুখে বা দুঃখে তুল্যানুভূতি, ক্রোধাদির উপশম, ইন্দ্রিয় সংযম, দেহে ও গৃহে 'আমি ও আমার' ভাব ত্যাগ করা অধ্যাত্মশাস্ত্রের অনুশীলন নির্জন পবিত্র স্থান আশ্রয়, সাধুব্যক্তি ও সাধুবিষয়ে শ্রদ্ধা, ব্রহ্মচর্য্য এই সকলের দ্বারা অহঙ্কারের নিবৃত্তি হয়।*

যে সকল ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান শূন্য কর্মমূঢ় অর্থাৎ কল্যাণকর কর্মে সংযুক্ত নহে এরকম ব্যক্তিকে কর্মে নিয়োগ করবে না। কোন্ দয়ালু ব্যক্তি বিপথগত অন্ধকে বিপথেই যেতে উপদেশ দিবেন? স্থাবর ও জঙ্গম যা কিছু আছে, সে সকল পদার্থেই আমার অধিষ্ঠান জেনে পবিত্র দৃষ্টিতে সতত তাদের সম্মান করো তাতেই আমার পূজা করা হবে। এই সংসারে যিনি জন্মমরণ প্রবাহরূপ মৃত্যু নিবারণের উপায় না করে দেন তিনি শিক্ষা বা দীক্ষা দান করলেও গুরু নহেন। জন্ম দিলেই পিতা নহে, গর্ভে ধারণ করলেই মাতা নহেন। যাঁরা সংসার বন্ধন হতে মুক্তি লাভের উপায় করেছেন তারাই প্রকৃত আত্মীয়। পুত্রগণ, তোমরা সকলেই শুদ্ধসত্ত্বময় হৃদয় লয়ে জন্মগ্রহণ করেছ, অতএব ক্লেশশূন্য বুদ্ধি অবলম্বন পূর্বক হিংসা-দ্বেষ রহিত হয়ে মহামতি ভরতের অনুগত থেকো। তার সেবাশুশ্রূষা দ্বারাই আমার সেবা ও প্রজাপালন এই উভয় কার্য্য সম্পাদিত হবে। যারা আমার প্রতি ভক্তিমান্ হয়ে আমাতেই সকল সমর্পণ করে থাকে, তারা আমা অপেক্ষা অনন্তর ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। স্বর্গ ও মোক্ষের প্রভু, উৎকৃষ্ট হতে উৎকৃষ্টতর। তারা নিঃস্পৃহ হয়ে আমার নিকট কিছুই কামনা করে না। রাজ্যাদি দ্বারা তাদের কি হবে? হে পুত্রগণ! আমি তোমাদের

---

* মৎ কর্ম্মভির্মৎকথয়া চ নিত্যং, মদ্দেবসঙ্গাদ্‌গুণকীর্ত্তনান্মে।
নির্ব্বৈরসাম্যোপশমেন পুত্রা, জিহাসয়া দেহগেহাত্মবুদ্ধেঃ।।
অধ্যাত্মযোগেন বিবিক্তসেবয়া, প্রাণেন্দ্রিয়াত্মাভিজয়েন সধ্রক্।
সচ্ছ্রদ্ধয়া ব্রহ্মচর্যেণ শশ্ব, দসম্প্রমাদেন যমেন বাচাম্।। ৫/৫/১১, ১২

পিতা ও পরমেশ্বর; আমাকেই তোমরা ভজনা করবে, তোমরা ভক্তি পূর্বক যদি ভরতের সেবা করতে থাক, তবেই আমার সেবা করা হবে। তোমাদের কল্যাণ হবে, ইহা অনুমাত্র অবিশ্বাস করো না। ঋষভদেব লোকশিক্ষার্থ তাদিগকে এই উপদেশ দিয়ে তিনি পরম ভাগবত ভরতকে রাজ্য প্রদান করে তথা হতেই দিগম্বর ও মুক্তকেশ হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। এরপর তিনি গো, মৃগ কাকের ন্যায় গমন, অবস্থান, উপবেশন ও শয়ান করে তাদের চরিত্র অনুকরণ করে পান, ভোজন ও মুত্রত্যাগ প্রভৃতি ক্রিয়া করতে লাগলেন। এইরূপে তিনি যোগচর্য্যার আচরণ করে প্রদর্শন করলেন যে, লোকযাত্রা পরিহারের নিমিত্ত যোগিগণের এইরূপ আচরণ করা বিধেয়। সর্বভূতের আত্মা সর্বব্যাপক ভগবান্ বাসুদেব তাঁর মধ্যে দেহোপাধির ব্যবধান ছিল না। অবধূতজনের ন্যায় জড়, মূক, অন্ধ, বধির ও উন্মাদের ন্যায় কারো কোন প্রশ্নের উত্তর দিতেন না। এইভাবে যদৃচ্ছা পরিভ্রমণ কালে দূরাত্মাগণ তাঁকে ভয়প্রদর্শন; প্রহার, নানাভাবে নির্য্যাতন করতে লাগল, কিন্তু কিছুতেই তাঁর মনে কোন সময়ের জন্যও কোন বিকার উপস্থিত হল না। পরিশেষে তিনি অজগর ব্রত অবলম্বন পূর্বক শয়ান করেই ভোজন, পান, চর্বণ ও মূত্র পুরীষ ত্যাগ করতে লাগলেন। নিজ পরিত্যাগ পুরীষে লুণ্ঠিত হয়ে শরীর প্রদেশগুলিকে পুরীষ লিপ্ত থাকতেন। অর্থাৎ তাঁর আচরণ গো-মৃগাদির তুল্য হল। যোগৈশ্বর্য্যকে তিনি বিন্দুমাত্র আদর করতেন না। তাঁর পুরীষ গন্ধে বায়ু সুগন্ধযুক্ত হয়ে সেই স্থানের চরিদিকের দশযোজন পর্যন্ত স্থান সুবাসিত হয়ে উঠল। এইরূপে সমাধিমগ্ন হয়ে কাল কাটাতে লাগলেন। এতে জনগণের নেত্রের বহির্ভূত থাকায় লোকের নিকট হতে আত্মরক্ষায় সমর্থ হলেন। ঋষভদেব শ্রীভগবানের অবতার, কাজেই কার্যানুষ্ঠান হেতু স্বতঃসিদ্ধ বিভূতি সমূহের সময়ে সময়ে প্রকাশ দেখতে পেয়েও তাঁর কোনওরূপ বিস্ময় হতো না এবং আসক্ত হতেন না। এবং উহাকে সমাদরও করতেন না। পরন্তু একমাত্র পরমপুরুষের স্বরূপ উপলব্ধি বিষয়ে আত্মনিয়োগ করে ধ্যানস্থ হতেন। তিনি পূর্বেই রাজ্যমায়া মোহত্যাগ এবং শরীরের ভালোবাসা হতে বিরত হয়েছিলেন। যোগসিদ্ধ হয়েও তিনি কখনো যোগ প্রভাব খাটাতেন না। তিনি একমাত্র পরমাত্মায় লীন হয়ে থাকতেন।

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভগবন্! যোগ হতে জ্ঞানাগ্নি তো রাগাদি কর্মবীজ সকল দগ্ধ করে দেয়, তবে ঋষভদেব যোগৈশ্বর্য্য লাভ করেও তার প্রতি বিমুখ হলেন কেন? শ্রীশুকদেব বললেন, হে মহারাজ! আপনি যা বললেন তা সঠিক কথা, কিন্তু এই সংসারে চতুর ব্যাধ যেমন ধৃত মৃগকেও বিশ্বাস করে না; সেইরূপ

বুদ্ধিমান ব্যক্তিও চঞ্চলস্বভাব মন সম্বন্ধে সম্যক্ বিশ্বাস করেন না। কারণ মন চঞ্চলস্বভাব সে একবার বিশুদ্ধতা লাভ করলেও পুনরায় বিষয় সংসর্গে অকস্মাৎ অবিশুদ্ধ হয়ে পড়তে পারে, কাজেই তাঁরা প্রাপ্ত যৌগৈশ্বর্য্যের প্রতি আদর করেন না। জ্ঞানীগণ বলে থাকেন, "মন চঞ্চল থাকতে কারো সাথে সখ্য করবে না; মনকে বিশ্বাস করে যে যোগী কামাদিকে সুযোগ প্রদান করে, অসতী স্ত্রীর পতির ন্যায় সে বিনষ্ট হয়। চিত্তের উপর বিশ্বাস হেতু মহাদেবেরও বিষ্ণুর মোহিনীরূপ দর্শনে বহুকাল সঞ্চিত তপস্যা লয় হয়েছিল। অথবা সৌভরি প্রমুখ মহর্ষিগণেরও মীন সংসারাদি দর্শনে বহুকাল সঞ্চিত তপস্যা বিলয় ঘটেছিল।"* যে চিত্তই একমাত্র কাম, ক্রোধ, মদ, লোভ, শোক, মোহ ও ভয়াদি এবং কর্মবন্ধনের নিমিত্ত তাকে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বাধীন মনে করতে পারেন? দেহ অভিমান শূন্য ঋষভদেব যদৃচ্ছাক্রমে কোঙ্ক, বেঙ্কট, কূটক এবং দক্ষিণ কর্ণাটকে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কূটকাচলের উপবনে প্রস্তরখণ্ড মুখে দিয়ে তিনি উন্মাদের ন্যায় বিচরণ করতে লাগলেন। তখন ঐ বনে সহসা এক প্রবল দাবাগ্নি উত্থিত হয়ে তাঁর দেহকে ভস্মীভূত করল।

পরমগুরু ভগবান্ ঋষভদেবের চরিত্র কথনে মনুষ্যগণের সমস্ত মন্দবুদ্ধি হরণ পূর্বক পরম মঙ্গল দান করে থাকেন। যিনি ইহা অবহিত হয়ে শ্রবণ, কীর্তন করেন তার ভগবান্ বাসুদেবের একান্ত ভক্তি হয়। কোঙ্ক, বেঙ্কট, কূটকদেশে অর্হন নামে এক মন্দবুদ্ধি রাজা তিচনি দেশের জনগণের মুখে ঋষভদেবের চরিত্র শ্রবণ করে তার মন্দবুদ্ধি পরিত্যাগ করেছিলেন। তার বেদ, ও যজ্ঞপুরুষে বিশ্বাস ও সর্বভূতে ভক্তি জন্মেছিল। বস্তুতঃ রজোগুণে আচ্ছন্ন জনগণকে মোক্ষধর্ম শিক্ষা দেওয়ার জন্য শ্রীহরি ঋষভরূপে এই মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। শ্রীভগবান্ তাঁর ভজনাকারীদিগকে কখনও মুক্তি দেন কিন্তু ভক্তি সহজে দেন না। কারণ ভক্তিযোগ মুক্তি অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট, উহা সাধারণের সহজ প্রাপ্য নহে। ভক্তিকামী অবিরত ভক্তিরসেই বিবিধপাপময় সংসারতাপে তাপ্যমান স্বীয় অন্তঃকরণকে ভগবৎ সম্বন্ধবশতঃ সর্বপ্রয়োজন সমাপ্ত মনে করে থাকেন; মুক্তি স্বয়ং এসে উপস্থিত হলেও ভক্তিকামী আদর করেন না। শ্রীশুকদেব বললেন, হে রাজন! তুমি সেই পরমপুরুষ ঋষভদেবের চরণে প্রণত হও।

---

* ন কুর্য্যাৎ কর্হিচিৎ সখ্যং মনসি হ্যনবস্থিতে,
যদ্বিশ্রম্ভাচ্চিরাচ্চীর্ণং চস্কন্দ তপ ঐশ্বরম্।।
নিত্যং দদাতি কামস্য ছিদ্রং তমনু যেঽরয়ঃ।
যোগিনঃ কৃতমৈত্রস্য পত্যুর্জায়েব পুংশ্চলী।। ৫/৬/৩, ৪

অধ্যায় (৭—১৪)

শ্রীশুকদেব বললেন, ভগবান্ ঋষভদেবের আদেশ মত পরমভাগবত ভরত পৃথিবী পালনের জন্য রাজ্যে অভিষিক্ত হলেন। পিতার আজ্ঞাপালনে তৎপর হয়ে বিশ্বরূপ দুহিতা পঞ্চজনী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করলেন। ভূতাদি অর্থাৎ অহঙ্কার যেমন সূক্ষ্মভূত, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ তন্মাত্র উৎপাদন করে সেইরূপে ভরতের ঔরসে পঞ্চজনীর গর্ভে নিজের তুল্য পাঁচটি পুত্রের জন্ম দিলেন। এরপর মহারাজ ভরত বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাতে তাঁর রাগাদি ক্ষীণ ও সত্ত্ব শুদ্ধ হয় এবং ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি মহতী ভক্তির উদয় হয়।

রাজা ভরত পূর্ববর্তি রাজগণের ন্যায় প্রজাবৎসল হয়ে বহুকাল প্রজাদিগকে পুত্রাধিক স্নেহ করে পালন করতে লাগলেন। অজনাভ-বর্ব মহারাজ ভরতের রাজ্য কাল হতে প্রচলন। প্রজাগণ তাঁর গুণগরিমায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'ভারতবর্ষ' নামে আখ্যাত করে। আজ পর্যন্ত সেই ভারতবর্ষ নামেই এই বর্ষ আখ্যাত হচ্ছে। রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধনে তিনি নানাপ্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠিত করতে লাগলেন। যজ্ঞভাগের অধিকারী ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে যজ্ঞপুরুষ পরমদেবতা ভগবান্ বাসুদেবের অবয়বরূপে ভাবনা করে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানাবিধ যজ্ঞ শ্রদ্ধাপূর্বক কোন ফলের ভাবনা না করে বাসুদেবকে সমর্পণ করে করতে লাগলেন। বাসুদেবেই সর্বকামনার ফল এইরূপ চিন্তা করতেন এমনিভাবে বাসুদেবের প্রতি সাতিশয় ভক্তিমান্ হওয়ায় নিরন্তর তাঁর অন্তরে ভক্তির ধারা শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল। এইরূপ কর্ম সকাম কর্ম নহে, ইহা নিষ্কাম কর্ম। এই কার্য্যের ফল নিজের জন্য নহে, ইহা ভগবান্ বাসুদেবের প্রীতির জন্য, তাঁর উদ্দেশ্যেই সমর্পিত। সমস্ত কর্মফল ভগবানে অর্পণ করে নিষ্কামভাবে কর্ম করাই মহাজনের কর্তব্য; ইহাই রাজা ভরতের পরম কৌশল ছিল। নারদাদিগণ ভগবদ ভক্তগণ ভক্তিবলে ভগবানে যে অপূর্ব শ্রীবৎস, কৌস্তুভ ও বনমালাদি কোমল উপকরণ ও গদা প্রভৃতি শত্রুভয়প্রদ উপকরণে শোভিত মহাপুরুষ রূপচিত্তে নিরন্তর স্থাপন করে চিন্তা করেন। রাজা ভরতও সেই অপূর্ব রূপের প্রতি চিত্ত স্থাপন পূর্বক আত্মপ্রকাশ সম্পাদন করতেন। স্বয়ং বাসুদেব তাঁর হৃদয়ে জাগরূক রেখে তাঁর অন্তরের অন্ধকার তিরোহিত করেছিলেন। রাজা ভরত সহস্রাযুত বর্ষ পর্যন্ত রাজ্য ভোগ করে তিনি তা নিজ পুত্রগণ মধ্যে বিভাগ করে দিয়ে স্বয়ং সকল সম্পদের আশ্রয়ভূত নিজ গৃহস্থাশ্রম হতে বহির্গত হয়ে পুলহ ঋষির আশ্রয়ে গিয়ে প্রব্রজ্যা

অবলম্বন করলেন। যে আশ্রয়ে ভগবান্ নারায়ণ বাৎসল্যহেতু স্বীয় ভক্তগণের অভিমতরূপ গ্রহণ করে ভক্তগণকে দেখা দিয়ে থাকেন। পুলহাশ্রম ভগবদ্ আরাধনার পবিত্র দুর্লভ ক্ষেত্র। ঐ আশ্রমের উত্তরে সারিৎশ্রেষ্ঠা শালগ্রাম শিলার উৎপত্তি ভূমি গণ্ডকী নদী প্রবাহিতা। যে শালগ্রাম শিলার একটিমাত্র দর্শনে বা অর্চনা করলে জীবের সর্বপ্রকার আধিব্যাধি প্রশমিত হয়। এবং বিষয়াভিলাষ নিবৃত্ত, শমগুণ, প্রবৃদ্ধ ভক্তিবেগে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। এই প্রকারে স্বীয় প্রীতি প্রদানকারী নারায়ণের নিরন্তর ধ্যানবশতঃ তাঁর ভক্তিযোগ উদ্‌বুদ্ধ হল। পরমপুরুষ ভগবানের পরিচর্য্যা দ্বারা তাঁর প্রতি অনুরাগধারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে লাগল। ক্ষণকালের জন্যও তাঁর চিত্ত পরিত্যক্ত বিষয় বাসনা স্থান লাভ করত না। ভগবানের প্রীতি সম্পাদনই তাঁর জীবনে পরম লক্ষ্য, কিসে ভগবান্ তুষ্ট হবেন, কি উপকরণে পুজো করলে তাঁর কৃপাদৃষ্টি লাভ করা যাবে। এই সকল বিষয় নির্ধারণ করার জন্যই তাঁর বুদ্ধি ব্যাপৃত থাকত, অন্য কোন বিষয়ে তাঁর চিন্তনীয় ছিল না। শ্রীভগবানের চিন্তা ও তদীয় সেবাজনিত অপূর্ব আনন্দে তাঁর শরীর ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত হত, সর্বদা নেত্রযুগলে অশ্রুবিন্দু প্রবাহিত হত। তাঁর হৃদয় প্রগাঢ় ভক্তিরসের প্লাবনে আপ্লুত হয়ে পড়ত; বাহ্য কোন বিষয়ে জ্ঞান থাকত না, তাঁর সকল প্রকার জ্ঞানই শ্রীভগবান্ লীন হয়ে থাকত। ভরত মৃগচর্ম পরিধান করে ভগবদ্‌ব্রত ধারণ করতেন। নিয়মিতভাবে গণ্ডকী নদীতে স্নান করে পরম পুরুষের ধ্যান করতেন; এই সকলের মধ্যে তাঁর কাম্য কিছুই ছিল না।

শ্রীশুকদেব বললেন — একদিন মহারাজ ভরত নদীতে স্নান ও নিত্যকর্ম ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করে নদীতীরে উপবিষ্ট হয়ে প্রণবমন্ত্র জপ করছেন, এমন সময় অনতিদূরে এক সিংহ গর্জন করলো। জলপাননিরতা এক গর্ভিণী হরিণী ঐ শব্দে আক্রমণের ভয়ে ভীতা হয়ে তৃষ্ণানিবৃত্তি না করে সহসা প্রবাহিতা নদীর জলে বেগে লম্ফ দিল। তখন গুরুতর ভয়ে তার গর্ভস্থ শিশু জলমধ্যে পতিত হয়ে স্রোতোবেগে ভেসে চলল। হরিণী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হল। রাজর্ষি দেখলেন, মাতৃহীন শিশুটিও ভেসে যাচ্ছে। তিনি দয়ার্দ্রচিত্তে প্রাণ রক্ষার্থ হরিণ শাবটিকে তুলে নিয়ে আশ্রমে গেলেন। অহরহ হরিণ শাবটির পালন পোষণ ও বৃকাদি হতে রক্ষণজনিত আসক্তি উৎপন্ন হয়ে রাজার ভগবৎ সেবায় আগ্রহ ও নিয়মাদি একে একে সকলই ক্রমে শিথিল হতে লাগল। হরিণ শাবটির সেবাযত্নে যেন কোন ত্রুটি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে সেবা করতে লাগলেন। শাবকটি কখনও স্কন্ধে কখনও ক্রোড়ে রেখে সুকোমল

তৃণাদি আহরণ করে আহার করাতেন। ভোজনে শয়নে উপবেশনে সবসময় সঙ্গী করে রাখতে লাগলেন। শাবকটি বাইরে গেলে তার অনিষ্ট শঙ্কায় রাজার হৃদয় আকুল ব্যাকুল হতে লাগল। কারণ তার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, জ্ঞাতি বলতে রাজর্ষি ভরত পরম আশ্রয়। এইরূপে আসক্তি নিবন্ধন রাজার হৃদয় উপবেশন, শয়ন, ভ্রমণ, স্নান ও ভোজনাদি ব্যাপারে মৃগ শাবকটির স্নেহে অন্ধ বদ্ধ হলেন। রাজা ভগবৎ উপাসনা ক্রিয়াকলাপ সমস্ত ভুলে গেলেন। ক্রমে এমন মোহগ্রস্ত হলেন যে শাবকটিকে ক্ষণমাত্র না দেখা গেলে রাজার হৃদয় চঞ্চল হয়ে উঠত। জগৎ অসার বোধ হত, চক্ষুতে অন্ধকার দেখতেন, চারিদিকে শূন্য মনে হত। বিধাতার ইচ্ছা কে বুঝতে পারে? সংসার বিবাগী রাজর্ষি ভরত এ যাবৎকাল একান্ত মনে ভগবৎ উপাসনা করছিলেন। সংসারের কোন আসক্তি তাঁর ছিল না। দৃঢ়তাযুক্ত চিত্তে সকল বস্তুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে নির্জনে ভগবৎ আরাধনায় একান্তভাবে মগ্ন ছিলেন, হঠাৎ বিধাতা একটি পশুর প্রতি অনুরাগে আবদ্ধ করলেন। তাঁর সাধনায় আসক্তি থাকল না। হরিণ শাবকটির সেবা করে ভালবেসে অসীম আনন্দ লাভ করতে লাগলেন। তার পরিচর্চা ছাড়া আর অন্য কোন অনুমাত্র তৎপরতা ছিল না। নিত্যনৈমিত্তিক সকল কার্য্যই বিস্মৃত হলেন। যে হরিণ শাবকটির জন্য তাঁর এত ব্যাকুলতা, আসক্তি জন্মেছিল একদিন সে হরিণ শাবকটি রাজাকে পরিত্যাগ করে অন্য জ্ঞাতিদের সাথে পলায়ন করল। ধনশালী ব্যক্তির ধন নষ্ট হলে যেমন শোক করতে থাকে রাজাও সেরূপ শোক করতে লাগলেন। হয়তো অন্য কোন হিংস্র জন্তু তাকে ভক্ষণ করেছে, হয়তো বা ফিরে আসবে এইরূপ নানা চিন্তার মধ্যে রাজার দীন কাটতে লাগল। রাজা সমস্ত যোগানুষ্ঠান ও আরাধনা হতে একেবারে ভ্রষ্ট হয়ে পড়লেন। ক্রমে দুরতিক্রম কাল আসন্ন হল। মৃগশিশুর চিন্তা করতে করতে তাঁর কলেবর ধ্বংস হল। যেমন সর্প মুষিকবিলে উপস্থিত হয় সেরূপ মৃত্যু তাঁর সম্মুখীন হল। যেহেতু মৃগশিশুটির চিন্তায় মৃত্যু হল সেহেতু তিনি জন্মান্তরে মৃগশরীর প্রাপ্ত হলেন। কিন্তু পূর্বের যোগবলে তাঁর স্মৃতি অব্যাহত থাকল। মৃগজন্ম লাভ করে তিনি পূর্বকৃত অপরাধের জন্য অনুতাপ করতে লাগলেন। নিজ মূর্খতাবশতঃ হরিণশাবকটিকে স্নেহ করে আসক্তি হেতু অধঃপতিত হলাম। নিয়তির প্রভাবে শ্রীভগবানের কথা ভুলে মৃগশাবকের অনুবর্তন করতে গিয়ে কাচ মূল্যে চিন্তামণি বিক্রয় করলাম। হায়! হায়! আমি কি দুর্ভাগা! এইভাবে অনুশোচনা করে সহসা একদিন গর্ভধারিণী হরিণীর মায়া ত্যাগ করে পুণ্যবান্‌দিগের অভিমত পুলস্ত্যাশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কিছুকাল পুণ্যবান্‌দিগের

নিকট বাস করে সেই তীর্থ সলিলে মৃগশরীর ত্যাগ করলেন।

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্! রাজা ভরত এরপর এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম লাভ করলেন। ব্রাহ্মণ ছিলেন আত্মজ্ঞানী ও আনন্দযুক্ত। তাঁর প্রথম পত্নীর গর্ভে নয়টি পুত্র, কনিষ্ঠ পত্নীর গর্ভে এক পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। পরম ভাগবত রাজর্ষি ভরত মৃগশরীর ত্যাগ করে অবশিষ্ট কর্মপ্রভাবে ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠ পত্নীর গর্ভে জন্ম লাভ করলেন। রাজর্ষি বিপ্রদেহ লাভ করে ভগবদ কৃপায় পূর্ব তপস্যার ফলে এ জন্মেও তাঁর পূর্ব স্মৃতি সজাগ থাকল। সেইজন্য পুনরায় স্বজনসঙ্গ এবং বিষয়াসক্তির হাত হতে নিজেকে বাঁচাতে উন্মত্ত, জড় ও বধির রূপে প্রতিপন্ন করতে লাগলেন। জনগণ তাঁকে উন্মাদিগ্রস্ত অব্যবহার্য্য মনে করে ব্যতিব্যস্ত করতে না আসে। এ জন্মেও ভগবানের কৃপায় তার নাম ভরত রাখা হল। পিতা ইন্দ্রচূড় পুত্রস্নেহের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে পুত্র জড় প্রকৃতির হলেও যথাবিধি অনুসারে উপনয়ন দিয়ে কিছু উপদেশ দান করলেন। তাঁকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বহু চেষ্টা যত্ন করতে লাগলেন কিন্তু তিনি সবরকম চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। কারণ তিনি কেবল বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে অভিজ্ঞ ছিলেন কিন্তু আত্মবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন না। সুতরাং, তাঁর প্রভাব অবগত হলেন না। এরপর পিতার ভবলীলা সাঙ্গ হল। মাতাও সহমৃতা হলেন। জড় ভরত বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদিগের অবজ্ঞাদত্ত কদন্নে বা কখনও উদরান্নের জন্য শ্রম করে কোনরূপে জীবিকা নির্বাহ করতে লাগলেন। প্রাকৃত অজ্ঞান মনুষ্যগণ নিজ অজ্ঞতাহেতু তাঁকে জড়, বধির ও মূক বলে ব্যবহার করত, কেহ কার্য্যের জন্য খাদ্য দিত, কেহ বা জোর করে কার্য্য সমাধা করে নিত। কেউবা দয়ার চক্ষে দেখত কেউ তার নির্বিকার চিত্ত দেখে সংসারের সুখ দুঃখ বিমোহিত হত। কেউ কেউ কঠিন কাজ দিয়ে সমাধা করে নিত। সামান্য উল্টোপাল্টা হলেই প্রহারের দ্বারা তা শোধ করে নিত। কিন্তু জড়ভরত সবসময় নির্বিকার নিরাসক্ত থাকতেন। কারণ যিনি নিত্যই কারণরহিত, স্বতঃসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ, কেবল চিদানন্দরূপ আত্মা, তাঁকে তিনি স্বীয় স্বরূপ বলে বুঝতে পেরেছিলেন। এবং দ্বন্দ্ব অর্থাৎ সম্মান ও অবমানাদি হতে যে সুখ দুঃখের উৎপত্তি হয়, তা তাঁকে স্পর্শ করত না। যেহেতু তিনি দেহাভিমানে আবদ্ধ ছিলেন না। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সকল অবস্থাতেই ভরত বৃষের ন্যায় অনাবৃতদেহে থাকতেন। তাঁর শরীর ছিল সুন্দর সুঠাম। তিনি ভূমিতলে শয়ন করতেন, কুৎসিৎ শতছিন্ন জীর্ণ মলিন বস্ত্রদ্বারা কটিমাত্র আববণ করে রাখতেন। যজ্ঞোপবীত ছিল অত্যাধিক মলিন তা দেখে অনেকে মনে করতেন এ কোন দ্বিজাধম। তিনি লোকের

সামনে অবজ্ঞাত হয়ে বিচরণ করতেন। অজ্ঞ লোকসকল তাঁর মহিমা না জেনে তাঁকে সামান্য ব্রাহ্মণ বা পতিত ব্রাহ্মণ বলে অবমাননা করত, তিনি তাতে ভ্রূক্ষেপও করতেন না।

একদিন ভরতের বড় ভাই মুক্তিকাম কার্য্য উদ্দেশ্যে বাড়ির বাইরে গেছেন। বৌদি অনসূয়া জড় ভরতকে বলেন তুমি যদি মঞ্চে বসে ধানক্ষেতগুলি পাহারা দাও তবে পাকা ধান গুলি চুরি হবার ভয় থাকে না। ঈশ্বরের আদেশ মনে করে ভরত তাই করতে থাকল। একদিন অমাবস্যার রাত্রি মশাল জ্বলছে জড় ভরত বসে আছেন। এদিকে দস্যুপতি পুত্র কামনায় মা ভদ্রকালীর প্রীতি সম্পাদনের জন্য নরবলির উদ্দেশ্যে একটি বাচ্চা ছেলেকে ধরে এনেছে। বলি দিবে সময় আগত কিন্তু ছেলেটি সুযোগ বুঝে বন্ধন মুক্ত করে পলায়ন করেছে। দস্যুপতির লোকের চারিদিকের সন্ধান করেও পায়নি কিন্তু দেখে ধান্যক্ষেত্রের মঞ্চে একজন যুবক বসে আছে। তারা তাঁকে দেখে মনে করল এর দ্বারাই কার্য্য সমাধা হতে পারে। এই মনে করে তাঁকে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করে ধরে নিয়ে গেল। দস্যুপতি তাঁকে দেখে খুবই আনন্দিত হল। বলি দেবার জন্য সব ব্যবস্থা তৈরী ছিল। জড় ভরত বুঝতে পেরে নির্বিকার চিত্তে নিঃসহায়ভাবে শ্রীভগবানের চরণে নিজেকে সমর্পণ করলেন। তিনি জন্মে জন্মে কঠোর তপস্যা করেছেন তার ফলেই এই সমর্পণ সম্ভব হয়েছে। ঢাক, ঢোল, মন্দিরা, কাসর, ঘণ্টা, শঙ্খ একত্রে বেজে উঠল। পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে নেচে নেচে আরতি করতে লাগল। সঙ্গে অন্য দস্যুরা উদ্দাম নাচে মন্দির এক ভয়াবহ পরিবেশ সৃষ্টি হল। জড় ভরতকে স্নান করিয়ে গলায় মালা, কপালে সিঁদুর লাগিয়ে যুপকাষ্ঠের ভিতর মাথা গলিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তাঁর প্রাণে কোন বিকার নাই। এই ক্ষণস্থায়ী দেহ থাকলেই কি? গেলেই কি? তিনি সবসময় ঈশ্বরের সঙ্গে যোগযুক্ত। ভক্তের ভগবান্ সর্বদাই ভক্তকে রক্ষা করে থাকেন এবং আসুরিক শক্তিকে বিনাশ করেন। মা ভদ্রকালী ভক্ত ভরতের প্রতি নিরর্থক অত্যাচার দেবী সহ্য করতে পারলেন না। মায়ের ক্রোধ এক ভয়াবহ ভূমিকম্প হল। মন্দির ধ্বংস হল, দস্যুপতি, পুরোহিত, অপরাধীরা সকলে প্রাণ হারাল। অবশিষ্ট যারা বেঁচে ছিল তারা আতঙ্কিত হয়ে জড় ভরতকে মুক্ত করে দিল। এবং পূর্বের জায়গায় বসিয়ে দিয়ে এল। তিনি পূর্বের ন্যায় সেখানে বসে থাকলেন। অনসূয়া বৌদি দেখলো ঠাকুরপো ভাল দায়িত্ব পালন করছে, তবে তো দুমুঠো ভাত দেওয়াই যায়।

এরপর একদিন জড় ভরত আপন মনে ঘুরতে ঘুরতে ইক্ষুমতী নদীর তীরে

উপস্থিত হলেন। নদীর তীরের সৌন্দর্য্য কার না ভালো লাগে? সৌন্দর্য্যে মোহিত হয়ে তীরে বসে ভগবৎ চরণে মনকে নিবিষ্ট করে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। সেই সময় সিন্ধু ও সৌবীর রাজ্যের অধিপতি রাজা রহূগণ যখন ঐ তীর দিয়ে পাল্কী যোগে সঙ্গে কয়েক শত সৈন্যসামন্ত নিয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে ইচ্ছা করে কপিলাশ্রমে যাচ্ছিলেন। তখন তাঁর শিবিকা বাহক পুরুষগণের অধ্যক্ষ শিবিকাবাহনের জন্য লোক অন্বেষণ করছিলেন। দৈবযোগে দ্বিজশ্রেষ্ঠ বলিষ্ঠ যুবককে বসে থাকতে দেখে সৈন্যরা তাকে বলপূর্বক ধরে নিয়ে শিবিকা বাহকের কাছে নিযুক্ত করল। শ্রীভগবানের আজ্ঞা মনে করে জড় ভরত নির্দ্বিধায় বিনা বাক্যব্যয়ে শিবিকা বহন করতে আরম্ভ করলেন। সকলের ধারণা হল যুবকটি বুঝি একাজে অভ্যস্ত। কিন্তু রাস্তায় পোকামাকড় বাঁচিয়ে পা ফেলতে গিয়ে অর্থাৎ প্রাণিহিংসা পরিহারের জন্য শিবিকার সমতা নষ্ট হতে লাগল। রাজার জিজ্ঞাসা বাহকগণকে কি ব্যাপার হল? তারাদণ্ডের ভয়ে ভীত হয়ে প্রভুর নিকট জানালো যে এইমাত্র নিযুক্ত যুবকটি ঠিক মতো পা ফেলছে না। রাজা উঁকি মেরে দেখলেন যুবকটি বেশ বলিষ্ঠ হৃষ্টপুষ্ট। তিনি ব্যঙ্গের সুরে বললেন শরীরটি তো বেশ বানিয়েছ, তবে এই সামান্য ভারে কাতর হচ্ছ কেন? সাবধানে চল্। কথা শুনে জড় ভরতের কোন বিকার নাই। আবার সমতা নষ্ট। শিবিকা বিষম বিষম হয়ে চলতে লাগল। রাজা আঘাত পেলেন। এবার রাগতস্বরে বললেন, তুই কি জীবন্মৃত? রাজাদেশ লঙ্ঘন করিতেছিস্, গর্দভ বলে কটুবাক্য প্রয়োগ করলেন, এবং ভয় দেখালেন; যে তোর দেহ খণ্ড বিখণ্ড করা হবে, তুই রাজার আদেশ অবজ্ঞা করেছিস্, তোর ক্ষমা নাই। কঠোর দণ্ড তোকে দিব তবেই তুই প্রকৃতিস্থ হবি। এইভাবে রাজা রহূগণ রাজত্বের অভিমানে; রজোগুণ ও তমোগুণের প্রভাবে নিজেকে বিজ্ঞ মনে করে নানা অসংবদ্ধ বাক্যে তিরস্কার করলেন। তখন জড় ভরত ইহ জীবনে প্রথম বাক্য হাস্য-সহকারে বললেন, "হে রাজন্! ভারবাহী গর্দভ আমি না আপনি? আপনি যথার্থ বলেছেন, দেহই ভার বহন করে আর যদি ঐ ভার আত্মা বহন করে তবে আপনার কথা অযথার্থ হত। আমি যদিও উন্মত্ত ও জড়ের ন্যায় ইহা আপনি স্থূল দৃষ্টিতে দেখছেন, কারণ জ্ঞানিগণ এই ভূতরাশি দেহকেই স্থূল বলে থাকেন। কিন্তু চৈতন্যে স্থূল কথা ব্যবহৃত হয় না।"* দেহাভিমানী হয়ে যে জন্মগ্রহণ করেছে, তারই স্থূলতা, কৃশতা, মনোব্যাথা,

---

* ত্বয়োদিতং ব্যক্তমবিপ্রলব্ধং ভর্ত্তুঃ স মে স্যাদ্ যদি বীর! ভারঃ।
গন্তুর্যদি স্যাদধিগম্যমধ্বা পীবেতি রাশৌ ন বিদাং প্রবাদঃ।। ৫/১০/৯

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, কলহ, ইচ্ছা, অনিচ্ছা, জরা, আধি, ব্যাধি, নিদ্রা, রতি, ক্রোধ, অহংকার নিবন্ধন মত্ততা ও শোক হয়ে থাকে, এই সকল আমার নাই। আপনি কঠোর দণ্ডের কথা বলছেন? আমার দেহবোধ নাই দেহের প্রতিটি অংশ কেটে নিলেও আমার কিছু যায় আসে না। অতএব আমার প্রতি দণ্ডবিধান নিরর্থক। যদিও আমি জড়ের ন্যায় কিন্তু আমি ব্রহ্মভাবে অবস্থান করি। শিবিকা দেহের ত্বকে স্পর্শ করে আছে ইহা আমার ভার নয়। হে রাজন্! আমি যে পরিশ্রান্ত নই এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। অবিদ্যা হতেই দেহকে আত্মা বলে বোধ হয়। অহং বা আমি পদের অর্থ আত্মা সে নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ও নিরাকার। তার ক্রিয়া ও গুণের কথিত কোন সম্বন্ধ নাই। আপনি নিজের দিকে তাকান। তাহলে দেখতে পাবেন অহঙ্কার বশে ক্ষণস্থায়ী দেহকে চিরস্থায়ী ভেবে মোহ হেতু সংসারের ভারে প্রপীড়িত। আপনি অজ্ঞান, রাজা বলে অহঙ্কার করলেন কিন্তু ভৃত্য ও রাজার মধ্যে বিচার করলে দেখতে পাবেন অনুমাত্রও ভেদ নাই। যদি তাই হয় তবে কে প্রভু আর কে ভৃত্য? এই প্রভু ভৃত্য ভাব এই মিথ্যাজ্ঞান যতদিন অপসারিত না হবে ততদিন কোন উপদেশেই ফল হবে না। আর একটি নিরীহ লোককে ধরে এনে প্রভাব ঘাটিয়ে জোর করে কাজে নিয়োগ করেছেন। আপনি নির্দয়, নিষ্ঠুর, অত্যাচারী আবার রাজা বলে গর্ব করছেন? জড় ভরতের তত্ত্বপূর্ণ অমৃত বাক্য শুনে রাজা রহুগণের চৈতন্য হল এবং লজ্জিত ও দুঃখিত হৃদয়ে শিবিকা হতে অবতরণ করলেন। রাজ অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্বক ক্ষমা পাওয়ার জন্য ভরতের পাদমূলে সাষ্টাঙ্গে ভক্তিভরে প্রণত হলেন। বললেন, প্রভু, আপনি কে? নিশ্চয় কোন মহাপুরুষ? কেন এমন নিগূঢ়বেশে বিচরণ করছেন? লোকশিক্ষার নিমিত্তে এইরূপ হীনবেশে বিচরণ করছেন? ব্রহ্মন্! কৃপা করে আমার সন্দেহ নিরসন করুন। আমি অজ্ঞান আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি তত্ত্বজ্ঞান অর্জনের জন্য কপিলাশ্রমের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি। যিনি যোগেশ্বর, আত্মতত্ত্বজ্ঞ, মুনিগণের শ্রেষ্ঠ, স্বয়ং শ্রীহরি সেই কপিলদেব আমার গুরু। আপনি কি কপিলমুনি? আমি গৃহে আবদ্ধ, অন্ধবুদ্ধি, যোগেশ্বরদিগের তত্ত্ব কিরূপে বুঝব? আপনার মহিমা অসীম, অনন্ত, কি করে জানবো।

হে রাজন্! ক্ষেত্রজ্ঞ দ্বিবিধ জীব ও ঈশ্বর; যাঁকে 'ত্বং' পদের দ্বারা নির্দেশ করা যায়, তিনিই জীব এবং যাঁকে 'তৎ' পদের দ্বারা নির্দেশ করা যায়, তিনিই ঈশ্বর। ঈশ্বর আত্মা অর্থাৎ সর্বব্যাপী, জগতের কারণ, পূর্ণ, অপরোক্ষ ও স্বয়ং জ্যোতি অর্থাৎ

স্ব প্রকাশ। তিনি জ্ঞানের গণ্য নহেন এবং গুণ যেরূপ দ্রব্যকে আশ্রয় করে, জ্ঞান সেরূপ তাঁকে আশ্রয় করে না। তিনি জন্মাদিশূন্য ও ব্রহ্মাদিরও প্রভু তিনি নারায়ণ।

জড় ভরত বললেন, হে মহারাজ! "জীব যতদিন না বুঝবে যে বিষয় অনুরক্ত মনই সকল অনর্থের মূল, ততদিন সংসারে যাতায়াত করতে হয়। এই প্রকার মনকে আগে বশ করার চেষ্টা করুন। মনকে বশ করাই সাধনার মূল। ষড়্‌রিপুকে জয় না করা পর্যন্ত আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়।"* প্রতিটি জীবের মধ্যে ঈশ্বরের স্পর্শ বর্তমান। আপনি সর্বজীবে হিংসা ত্যাগ করুন; সকল প্রাণীর সহিত সমভাব প্রদর্শন করুন। অনাসক্ত হয়ে কামরূপ তীক্ষ্ণ অসি দ্বারা সকল মায়াকে নিরস্ত করে ভবসাগর উত্তীর্ণ হউন।

রাজা বললেন, হে প্রভো! আপনার কথা অমৃতের ন্যায় কর্ণে অনুভব হচ্ছে। আপনি আমার প্রতি স্নেহ দৃষ্টি স্থাপন করে আমার অন্তরের সমস্ত মায়া মোহ নষ্ট করুন। আপনি অসীম শক্তি সম্পন্ন আমাকে ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ করুন। কাষ্ঠ শুষ্ক থাকলে যেমন অগ্নি সংযোগে সহজেই প্রজ্বলিত হয় সেইরূপ জড় ভরতের উপদেশ বাণী রাজার হৃদয়ে স্থান পেয়েছে। জড় ভরত বললেন — ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে আপনাকে কি বলব? এক কঠিন রোগগ্রস্ত ব্যক্তি ব্যাধি থেকে মুক্তি হলে যেমন আনন্দ হয়; যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তি যখন মুক্তি পায় তখন তার যেমন আনন্দ হয়; মরুভূমি পার হয়ে যখন এক ব্যক্তি লোকালয়ে পৌঁছে তখন তার যেমন আনন্দ হয় তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি আনন্দ অনুভূত হয়, তা কি করে আপনাকে বুঝাবো? তবে হ্যাঁ একটা কথা বলতে পারি যে উচ্চশিখরে উঠে নিম্নে নির্মল জলস্রোতের দিকে তাকালে যেমন জলের নীচে কি আছে তা পরিষ্কার দেখা যায়, সেইরকম ব্রহ্মজ্ঞানী মায়াবদ্ধ জীবের যাবতীয় দুঃখ কষ্ট দেখতে পান। ব্রহ্মজ্ঞান কখনো উচ্ছিষ্ট হয় না, শাস্ত্রে তা বলা হয়েছে। বিশুদ্ধ জ্ঞানই 'ভগবৎ' পণ্ডিতেরা একে বলেন 'বাসুদেব'। বেদাভ্যাস বা বৈদিক ক্রিয়া উপাসনা, তপস্যা, পরোপকার ইত্যাদি দ্বারা বাসুদেবকে লাভ করা দুরূহ। বেদান্ত শ্রবণে তত্ত্বজ্ঞান হলেও মুক্তি হয় না কারণ বেদান্ত শ্রবণে সংসার অসার বলে প্রতিপন্ন হয় না।

আমি পূর্বে একজন্মে ভরত নামে রাজা ছিলাম। সংস্কার নিবৃত্ত হয়ে অরণ্যে আশ্রমে সতত শ্রীহরির আরাধনা করতাম। দৈববশে এক মৃগ শাবকে আসক্ত হয়ে

---

* ন যাবদেতাং তনুভৃন্নরেন্দ্র! বিধূয় মায়াং বয়ুনোদয়েন।
বিমুক্তসঙ্গো জিতষট্‌সপত্নো, বেদাত্মতত্ত্বং ভ্রমতীহ তাবৎ।। ৫/১১/১৫

মৃগত্ব প্রাপ্ত হই। এক্ষণে পুনরায় দ্বিজদেহ লাভ করেছি এবং সঙ্গ জনিত আসক্তি ভয়ে প্রচ্ছন্নভাবে পর্যটন করছি। রাজন্, এই সংসার এক গহন অরণ্য। দেহী বণিক, বুদ্ধি নায়ক। দুষ্ট নায়কের অসতর্কতাবশতঃ ছয় ইন্দ্রিয় ছয়টি দস্যুরূপে সর্বদা ঐ বণিকের পুণ্যধন লুণ্ঠন করছে। তাকে কখনও লতা গুল্মাদি বেষ্টিত ঘোর অন্ধকার গহ্বরে ফেলছে, কখনো কণ্টকাকীর্ণ বর্ত্ম দিয়ে পর্বতোপরি তুলছে, আবার পুত্র কলত্রাদিরূপ শিবাগণ তার চিত্ত সর্বদা হরণ করে নিচ্ছে। এই শোচনীয় অবস্থার আরও বিস্তারিত বর্ণনা করে বললেন, সাধুকৃপা ব্যতীত কেহ এই জগৎ সংসারে যে অরণ্য তা হতে মুক্ত হতে পারে না। যে মহাজনগণ মধুসূদনের সেবায় অনুরক্ত তাঁদের নিকট মোক্ষও তুচ্ছ।

রাজা রহূগণ বললেন, হে যোগেশ্বর! ঈশ্বর লোকরক্ষার্থ মনুষ্য শরীর পরিগ্রহ করে থাকেন, সেইরূপ আপনি লোকরক্ষার্থ শরীর ধারণ করেছেন। আপনি ব্রহ্মরূপের অনুভব করেও নিকৃষ্ট একজন ব্রাহ্মণের বেশাদি পরিগ্রহ করে নিত্য ব্রহ্মানুভূতিতে লোকের অগোচরে আছেন। আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি। যে ব্যক্তি দুরারোগ্য ব্যাধিতে অবসন্ন হয়ে পড়ে সে যেমন উপযুক্ত ঔষধ সেবন করে নীরোগ হয়, গ্রীষ্মে তপ্ত ব্যক্তি যেমন শীতল জল সেবা করে তৃপ্তি পায়, সেইরূপ এই নিকৃষ্ট দেহে অহঙ্কার বৃত্তিরূপ ভুজঙ্গের দ্বারা ক্ষতস্থান আমার পক্ষে আপনার উপদেশবাণী অমৃততুল্য ঔষধের কার্য্য করেছে, আমার জ্ঞান লাভ হয়েছে, মোহ নষ্ট হয়েছে।

জড় ভরত রাজাকে বললেন, যদি মোহচ্ছেদন ব্যক্তি আত্মমুক্তি কামনা করে, তবে তাকে শ্রীভগবানের গুণগান কীর্তন ও শ্রবণ করতে হয়। মহাজনের সঙ্গই একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত। মহাজনের সঙ্গ এমনই প্রভাব যে স্বতঃই সে মনের মালিন্য অপসৃত করে। বিশেষতঃ মহাজনগণের প্রতি জিজ্ঞাসু ভাব জাগ্রত হলে তাঁর সদুপদেশ দ্বারা চিত্তের মালিন্য বিদূরিত হয়ে থাকে। হে রাজন্! যদি শ্রীভগবানের অনুগ্রহ আত্মমুক্তি সাধন করতে কামনা করে থাকেন তবে মহাজনের সঙ্গলাভে যত্নবান হউন। আপনি সাত্ত্বিকভাব অবলম্বন করে একাকী ভারতবর্ষে যত পবিত্র তীর্থস্থান আছে তা দর্শন করুন। সবসময় সৎ চিন্তা, সৎ ভাবনা, সৎ সঙ্কল্প করে কাজ করবেন আর সাধুসঙ্গ লাভে চেষ্টিত হবেন। সম্পূর্ণ নিরাসক্তভাবে চলবেন, তাহলে আপনার মনের কামনা পূর্ণ হবে। জড় ভারত আরো বললেন,—এক্ষণে আপনি সর্বজীবে হিংসা ত্যাগ করুন, সকল প্রাণীর সহিত মিত্রতা করুন। বিষয়ে অনাসক্ত হয়ে জ্ঞানরূপ তীক্ষ্ণ অসি দ্বারা সকল বন্ধন ছিন্ন পূর্বক সংসার অরণ্যে

প্রবৃত্তি মার্গের পথ অতিক্রম করে যান। অর্থাৎ সংসার অতিক্রম করে শ্রীহরিকে লাভ করুন।*

রাজা রহূগণ পরমতত্ত্বজ্ঞান লাভ করে তৎক্ষণাৎ দেহে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করলেন। ব্রহ্মজ্ঞ ভরত রহূগণ কর্তৃক বন্দিত হয়ে হিমালয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

অধ্যায় (১৫—২৬)

শ্রীশুকদেব বললেন, হে রাজন্! ভরতের ভগবদ্ভক্তি প্রভৃতি বিষয়ে বলেছি এখন তাঁর বংশের কথা শ্রবণ কর ঃ— ভরতের সুমতি নামে যে পুত্র ছিল তাঁকে ঋষভদেবের তুল্য জীবন্মুক্ত মার্গ অনুবর্তী দেখে তাঁকে কলিকালে অপ্রতিপাদিত দেবতা বলে কল্পনা করেছিলেন। সেই সুমতির একপুত্র উৎপন্ন হয় তার নাম দেবতাজিৎ। তার পুত্র দেবদ্যুন্ন। তার পুত্র পরমেষ্ঠী তার পুত্র প্রতীহ। তিনি জ্ঞানমার্গে উন্নীত হয়ে আত্মশুদ্ধি লাভ করেছিলেন। এর বহুকাল পর ঐ বংশে গয় নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্রহ্মজ্ঞগণের সেবা করে ভক্তিযোগ লাভ করেছিলেন। এই রাজর্ষি প্রজাদিগকে পুত্রবৎ পালন, পোষণ, প্রীতি সম্পাদন, অনুশাসন ও যজ্ঞাদি ক্রিয়া দ্বারা ভগবান্ বাসুদেবের চরণে নিজেকে সমর্পণ করে তিনি ব্রহ্মের অনুভব লাভে কৃতার্থতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অহংভাবকে সম্পূর্ণ পরাস্ত পূর্বক সর্বদা ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন থাকতেন। তিনি নিরাভিমানে প্রজাপালন ও অন্যান্য সমস্ত রাজকার্য্য নির্বাহ করতেন। ভগবান্ বাসুদেব গয়ের যজ্ঞে প্রত্যক্ষীভূত হয়ে তাঁকে আশীর্বাদ দান করতেন। তাঁর সম্বন্ধে গাথা প্রচলিত আছে — শ্রদ্ধা, দয়া, মৈত্রী, স্বয়ং এসে গয় রাজাকে অভিষিক্ত করেছিলেন। বসুন্ধরা আকৃষ্ট হয়ে বৎসরে আকর্ষণে গো যেরূপ দুগ্ধ ক্ষরণ করে, সেইরূপ রাজা গয়ের কামনা ব্যতিরেকেও প্রজাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত ধন রত্নাদি প্রসব করতেন। নৃপগণ রণক্ষেত্রে বাণ দ্বারা অর্চিত হয়ে রাজা গয়কে কর প্রদান করতেন, বিপ্রগণ পালন ও দক্ষিণাদি দ্বারা পূজিত হয়ে তাঁকে ধর্মফল আহরণ করে দিতেন। গয়রাজার যজ্ঞে বিষ্ণু পূজিত হয়ে বলেছিলেন বিশ্বজীবের সহিত প্রীত হলাম। পৃথিবীতে তাঁর তুল্য রাজর্ষি দ্বিতীয় সুদুর্লভ। রাজা গয়ের সন্তান সন্ততি ক্রমে বংশ বৃদ্ধির পর ঐ বংশে বিরজ নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করে বংশকে সমুজ্জ্বল করেছিলেন। প্রিয়ব্রতের বংশে শেষ রাজা বিরজ বলে কথিত আছে।

---

* রহূগণ ত্বমপি হ্যধ্বনোঽস্য সন্ন্যস্তদণ্ডঃ কৃতভূতমৈত্রঃ।
অসজ্জিতাত্মা হরি সেবয়া শিতং, জ্ঞানাসিমাদায় তরাতি পারম্।। ৫/১৩/২০

মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে বললেন, হে ভগবন্! ভরতের বংশবিস্তার বর্ণনা শুনে পরিতৃপ্ত লাভ করেছি। কিন্তু প্রিয়ব্রতের উপাখ্যান এবং সুবিস্তৃত ভূমণ্ডল প্রসঙ্গে অতি সংক্ষেপে বলেছেন, যে পর্যন্ত সূর্য্যদেবের কিরণ যায় এবং গ্রহ নক্ষত্রাদি চন্দ্রের সঙ্গে মিলিত কিরণ যায় সেই পর্যন্ত ভূমণ্ডলের বিষয়ে আমি পরিমাণ ও স্বরূপ অবলম্বনে সম্পূর্ণরূপে জানতে ইচ্ছা করি। কারণ জগতে স্থাবর-জঙ্গমাদি যত কিছু বস্তু আছে, সকলেই ঈশ্বর শক্তি মায়ার বিভূতি। ঈশ্বরের স্থূলরূপ জানতে না পারলে সূক্ষ্মরূপ অন্তঃকরণে আবিষ্ট হতে পারে না। ভগবানের গুণময় স্থূলরূপে আবেশিত হলে মন তাঁর সূক্ষ্মতম স্বরূপকে প্রাপ্ত হতে সমর্থ হয়। অতএব হে গুরো! ভগবানের সেই স্থূলরূপ বর্ণনা করে ধন্য করুন। যাতে সূক্ষ্মতত্ত্ব জানতে পারি। শ্রীশুকদেব বললেন,—হে রাজন্! ভগবানের মায়া গুণবিভূতির মধ্যে পৃথিবীতে যে সকল বিশেষ বিশেষ স্থান আছে তার নাম, রূপ, অন্ত সন্নিবেশ ও লক্ষণ নির্দেশ করা কার সাধ্য? কোন পুরুষের পক্ষে দেবতার ন্যায় অনন্তকাল আয়ু পেলেও তা বাক্য ও মনের দ্বারা ধারণা করা অসম্ভব। অতএব জগতের সকল ভূগোল প্রমাণাদি বর্ণনা করতে গেলে আমিও বিফলকাম হব তুমিও হবে। সেইজন্য প্রধান প্রধান অংশের বিবরণ করব তাতেই ধারণা করে নিতে হবে। এই বলে শুকদেব প্রথমে সন্নিহিত জম্বুদ্বীপ হতে আরম্ভ করে বর্ণনা করতে লাগলেন।

জম্বুদ্বীপে ইলাবৃত প্রভৃতি নয়টি বর্ষ বর্তমান আছে। ঐ বর্ষগুলি প্রত্যেকটি নবযোজন সহস্র পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত। ইহার আকার পদ্মপত্রের ন্যায় সমবর্ত্তুল। এই জম্বুদ্বীপে আটটি মর্য্যাদা পর্বত বা কুলাচল আছে, উহা চারা নয়টি বর্ষ সম্যক্ বিভক্ত রয়েছে। ঐ বর্ষসমূহের মধ্যে ইলাবৃত নামে যে অভ্যন্তরবর্ষ বর্তমান আছে, উহার নাভিস্থানে কুলাচলগণের শ্রেষ্ঠ সুমেরুপর্বত আছে। তাঁর সকল অংশই সুবর্ণময়। পর্বত সম্বন্ধে যে বর্ণনা পাওয়া যা তা অতি বিস্ময়জনক। প্রত্যেকটির এক একটি অলৌকিক গুণ নির্দিষ্ট আছে। এই পর্বতে যে চারটি হ্রদের কথা বর্ণিত হয়েছে তাও অলৌকিক। ঐ হ্রদগুলি যেমন সলিলাংশে সাধারণ হ্রদ অপেক্ষা বিলক্ষণ গুণসম্পন্ন, সেইরূপ আধ্যাত্মিক ভাবের উন্নতি সাধনেও তার শক্তি অপরিসীম। সেই হ্রদের উৎকর্ষ জেনে যক্ষ গন্ধর্বাদি দেবযোনি সমুৎপন্ন প্রাণিগণ তথায় স্নানাদি ক্রিয়া সমাধান করে প্রভূত ঐশ্বর্য্য লাভ করে থাকেন এছাড়া যোগশক্তি আবির্ভূত হয়ে থাকে; যোগিগণ ঐশ্বর্য্য লাভ করে আত্মোন্নতি সাধনে সমর্থ হন। সেখানে দেবতাগণের বিহার যোগ্য বহু উপবন আছে, দেবদেবীগণ মিলিত হয়ে অপূর্ব আনন্দরসের অনুভূতি লাভ করে থাকেন।

সুমেরু পর্বতের পাদদেশে সকল দিক্ ব্যাপিয়া কুরঙ্গ প্রভৃতি কতিপয় পর্বত বর্তমান আছে। সুমেরুর পূর্বদিকে অষ্টাদশ সহস্র যোজন পর্য্যন্ত উত্তরদিকে বিস্তৃত দুটি পর্বত আছে; উহাদের সংজ্ঞা জঠর ও দেবকূট। এই পর্বতগুলি দুই সহস্র যোজন পৃথু ও উন্নত। পশ্চিমদিকে পবন ও পারিপাত্র নামে দুটি পর্বত আছে, অষ্টাদশ সহস্র যোজন পর্য্যন্ত উত্তরদিকে বিস্তৃত এবং দুই সহস্র যোজন পর্য্যন্ত পৃথু ও উন্নত। এইরূপে দক্ষিণদিকে কৈলাস ও করবীর নামে দুটি পর্বত আছে, উহাও অষ্টাদশ সহস্র যোজন পর্য্যন্ত পূর্বদিকে বিস্তৃত ও দু' সহস্র যোজন পর্য্যন্ত পৃথু ও উন্নত। উত্তরদিকে ত্রিশৃঙ্গ ও মগর নামে দুটি পর্বত উহাও অষ্টাদশ সহস্র যোজন পর্য্যন্ত পূর্বদিকে বিস্তৃত এবং দু'সহস্র যোজন পর্য্যন্ত পৃথু ও উন্নত। এইরূপে সুন্দর পরিবেশে অবস্থিত সুমেরু পর্বতের উপরিভাগ ঠিক মধ্যস্থানে একটি সুবর্ণপুরী উহাই ব্রহ্মার পুরী। এর পরিমাণ—অযুত সহস্র যোজন বিস্তৃত; এই সুমেরু পর্বতের অতি উচ্চদেশে নয়টি পুরী বর্তমান। এইগুলি পর্বতের মধ্য ভাগে ভগবান্ আত্মযোনি ভবন রচিত আছে এইগুলি বিশেষভাবে সুখভোগের ক্ষেত্র; লোকিক অবস্থা সেখানে সচরাচর দুঃখাদি উৎপাদন করে না ও উহা সত্যই অপূর্ব সুন্দর রমণীয় স্থান।

শ্রীশুকদেব ব্রহ্মপুরী বর্ণনা প্রসঙ্গে বললেন, হে পরমভাগবত পরীক্ষিৎ! তুমি বর্তমানে যে নদীর তীরে মোক্ষকামী হয়েছ তা ব্রহ্মপুরী প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তা শ্রবণ কর ঃ— যখন অসুররাজ বলি নিজ প্রতাপে সমস্ত দেবতাগণকে পরাভূত করে ইন্দ্রদেবকে ভীতিবিহ্বল করেছিল তখন দেবতাদিগের অনুরোধে ভগবান্ বিষ্ণু কাশ্যপের গৃহে বামনরূপে জন্মগ্রহণ করলেন। বলির শক্তি খর্ব করার উদ্দেশ্যে ছলনা পূর্বক বামনরূপ ধারণ করে বলি যজ্ঞে উপস্থিত হলেন। তাঁর প্রয়োজনমত ত্রিপাদ পরিমিত ভূমি ভিক্ষা করলেন। তিনপাদভূমি ভিক্ষা ভগবানের অভিনয় বুঝতে পেরেও বলি রাজি হলেন। এরপর বামনরূপী বিষ্ণু তিনপাদ দ্বারা ত্রিভুবন আচ্ছাদিত করে বলিকে বদ্ধ করে রাখলেন। সেই সময় তাঁর চরণ অন্তরীক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করে সেই চরণের নখাঘাতে উর্দ্ধবর্তী ব্রহ্মাণ্ড কটাহ বিদীর্ণ হল তা হতে একটি পবিত্র জলধারা প্রবাহিত হতে লাগল। সেই জলধারা জগতের সমস্ত পাপতাপ ধৌত হতে লাগল। জাহ্নমুনি এই পবিত্র জলধারা পান করার জন্য তার নাম হয় জাহ্নবী এবং ভগীরথ উহাকে পৃথিবীতে সঞ্চারিত করার পরই ভাগীরথী নাম হয়। এই জলধারার সঙ্গে ভগবান্ বিষ্ণুর চরণ বিন্যাস ঘটেছিল বলে পরম ভগবদ্ ভক্তগণ পরম সমাদার করেন। রাজা উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তিযোগ অবলম্বন করে ভাবমুগ্ধতা আশ্রয় করে ঐ পবিত্র জলধারায় স্নান করতেন; ঐ জল

পান করতেন আর ভক্তির অশ্রুধারা বিসর্জন করতেন। ভগবানকে স্মরণ করতে করতে তাঁর শরীর রোমাঞ্চিত হত। ক্রমে সপ্তর্ষিগণ যখন জলধারার মাহাত্ম্য জানতে পারলেন তখন তাঁরা ঐ জলধারাতে স্নান এবং পান করে কৃতার্থ হতে লাগলেন। তাঁদের জটাজুটে ঐ সলিলধারা ধারণ করে পরম ভাগ্যবান মনে করতেন। তাঁরা অসাধারণ ভগবদভক্তি লাভ করে মোক্ষমুক্ত হলেন।

মেরু শিখরস্থিত ব্রহ্মভবনে পতিত ঐ জলধারা চারটি ধারায় বিভক্ত হল—সীতা, অলকানন্দা, বংক্ষু ও ভদ্রা। এইরকম বহু নদ ও নদী মেরু প্রভৃত্তি পর্বতের শিখরদেশ থেকে উৎপন্ন হয়েছে, কিন্তু উহাদের বৈশিষ্ট্য গঙ্গার পবিত্র জলধারার ন্যায় নহে। পূর্বে যে সকল বর্ষের কথা বলা হয়েছে তন্মধ্যে ভারতবর্ষকেই কর্মক্ষেত্র বলা হয়। শ্রীভগবান্ পরমেশ্বর বহুবার অবতীর্ণ হয়ে এই ভারতবর্ষের মনুষ্যকুলকে কর্মের উপদেশ করে অনুগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

শ্রীশুকদেব বললেন, হে রাজন্! সহস্রশীর্ষ ভগবানের একটি মাত্র শীর্ষে স্থাপিত গিরি, সরিৎ, সমুদ্র ও প্রাণিবিশিষ্ট ভূমণ্ডল অনুবৎ প্রতীয়মান হয়ে থাকে, অতএব সহস্র সহস্র প্রাপ্ত হলেও কোন্ ব্যক্তি অমিত বিক্রম ভূমা পুরুষের অনন্ত রূপ, গুণ গণনা করতে সমর্থ হবে? শ্রীভগবান্ পৃথিবীর স্থিতির নিমিত্ত ইহার মূলদেশে থেকে অবলীলাক্রমে ধারণ করে আছেন। এই ভগবান্ আত্মতন্ত্র অর্থাৎ নিজেই নিজের আধার। হে রাজন্! যে সকল মনুষ্য কাম্য পদার্থ কামনা করে থাকে তাদিগের স্ব স্ব কর্মানুসারে নানা প্রকারের গতি হয়ে থাকে। কারণ কর্ম একরূপ নহে। যিনি কর্মানুষ্ঠান করেন, সেই কর্তা সাত্ত্বিক, রাজস ও তামসভেদে ত্রিবিধ সুতরাং, তাঁর শ্রদ্ধা ত্রিবিধ। সাত্ত্বিক শ্রদ্ধার সহিত কর্ম অনুষ্ঠিত হলে ফল হয় সুখ; রাজসী শ্রদ্ধার সহিত ফল হয় সুখ দুঃখ, এবং তামসী শ্রদ্ধার সহিত কর্মানুষ্ঠিত হলে ফল হয় দুঃখ ও মোহ। সেই সঙ্গে একই ব্যক্তির সকল সময়ে শ্রদ্ধা একই রকম থাকে না। তারতম্যহেতু কর্মফল ভোগ করতে হয়। শাস্ত্রানুযায়ী কর্মানুষ্ঠানই কর্ম নচেৎ অকর্ম হয়ে থাকে।

যে মূর্খ ব্যক্তি ঐহিক ও পারলৌকিক কাম্য পদার্থে আসক্ত, সে পুত্র, কলত্র ও ধনসম্পদে চিন্তাগ্রস্ত হয়, সে মনে করে আমার মৃত্যুর পর ইহাদিগের কি অবস্থা হবে? এই ভেবে সে মৃত্যু হতে ভীত হয়ে থাকে। যদি যোগাভ্যাসী বিদ্বান্ ব্যক্তিও এই কুৎসিত দেহ পরিত্যাগ করতে ভীত হয় তা হলে আর শাস্ত্রাভ্যাসাদি সবই বিফল হয়ে থাকে। প্রকৃত যোগী দুর্ভেদ্য মমতাকে শীঘ্র ছেদন করতে সমর্থ হয়।

বর্ষসমূহের মধ্যে ইলাবৃতবর্ষের ন্যায় এই ভারতবর্ষের বহু নদী ও পর্বত আছে। কিন্তু ইলাবৃতবর্ষের একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে, তথায় ভগবান্ শঙ্কর ব্যতীত

অন্য কোন পুরুষের প্রবেশ নিষেধ, তার কারণ একবার শঙ্কর পার্বতীর সহিত সেখানে বিলাস ক্রীড়ায় রত ছিলেন; এই অবস্থায় ব্রতধারী ঋষিগণ তথায় উপস্থিত হলে পার্বতী চমকিত হয়ে উঠে পড়লে তৎ দৃষ্টে বিলাসভোগের ভঙ্গ হেতু শঙ্কর শাপ দিয়েছিলেন যে এ স্থানে অন্য কোন পুরুষ প্রবেশ করলে নারীত্ব প্রাপ্ত হবে। অজ্ঞানতা বশতঃ কেহ ভুল করেও প্রবেশ করলে নারীত্ব প্রাপ্ত হয়ে পার্বতীর সখীদের সহিত সেখানে বাস করবে। এই হল সেই স্থানের পরম বৈশিষ্ট্য। তথায় শঙ্কর সমাধিতে মগ্ন হয়ে বক্ষ্যমাণ স্তোত্র বাক্য পাঠ করে নিরন্তরই পরমপুরুষের ধ্যান করেন। ইলাবর্তবর্ষে বর্তমান থেকে ভগবান্ শঙ্কর সঙ্কর্ষণরূপী শ্রীভগবানের কিভাবে স্তুতি করেন, তা শ্রীশুকদেব প্রকাশ করেছেন। ভগবান্ সঙ্কর্ষণ বাসুদেবেরই রূপ বিশেষ মাত্র, এইজন্য পরমাত্মরূপী ভগবানের যত গুণ যত সামর্থ্য ও যত উৎকর্ষ আছে তা ব্যক্ত করে স্তুতিসমূহ প্রযুক্ত হয়েছে।

শ্রীভগবান্ স্বয়ং সংসারের উচ্ছেদ সাধন করেন আবার স্থিতি সাধনও করেন। ভক্তিযোগে যাঁরা সফল হয়েছে তাঁদের সংসার দুঃখরাশি স্পর্শ করতে পারে না। যারা সংসারে বিষয়সুখকেই পরমার্থ বলে ধারণ করে তারা দুঃখতাপ সংসারে পুনঃ পুনঃ পতিত হয়। নানাবিধ দুঃখ জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করেই তাদের জীবন অতিবাহিত হয়। কোন একটি পক্ষীকে সূত্রবদ্ধ করে আকাশে ছেড়ে দিয়ে যে দিকে চালনা করা যায় সে সেদিকে চলে। অন্যদিকে চলার ইচ্ছা থাকলেও স্বেচ্ছায় চলতে সমর্থ থাকে না। শ্রীভগবান্ ইচ্ছাশক্তি অনুবর্তন ব্যতীত ব্রহ্মাদিরও অন্য কিছু করার শক্তি থাকে না। মূঢ় ব্যক্তিরা মনে করে ব্রহ্মাদিরা ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সকল করতে পারেন। যদি কারও মায়ার বন্ধন পরিত্যাগ করার বাসনা থাকে তাহলে একমাত্র সেই শ্রীহরির চরণে আত্মসমর্পণ করতে হবে, তাঁকেই একমাত্র উপাস্যরূপে কল্পনা করে ধ্যানে নিযুক্ত হতে হবে। তাঁরই সেবায় আত্মাকে নিযুক্ত করে দেহাদিকে চরিতার্থ করতে হবে। তাহলে অনায়াসে ভববন্ধন ছিন্ন হবে। অতএব তাঁরই ভজনা করা কর্তব্য। এইভাবে পরমেশ্বরের নানাবিধ স্তুতি করে শ্রীশঙ্কর ইলাবৃতবর্ষে কালাতিপাত করে।

যোগী ব্যক্তি শ্রীভগবানের স্থূলরূপ ও সূক্ষ্মরূপের বিষয় গুরুর নিকট সম্পূর্ণরূপে জেনে স্থূলরূপ আত্মাকে জয় করে ক্রমে বুদ্ধি দ্বারা আত্মাকে সূক্ষ্মরূপে সংলগ্ন করে থাকেন। হে রাজন্! পৃথিবী, দ্বীপ, বর্ষ, নদী, পর্বত, উপবন, বৃক্ষ, আকাশ, সমুদ্র, পাতাল, দিক, গ্রহ নক্ষত্রাদি, জ্যোতিষ্ক ও নরকাদি লোক সংস্থান সবই সর্বজীবের আশ্রয়ভূত শ্রীভগবানের বিচিত্র স্থূলরূপ বলে জানব।

—ঃঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত

ষষ্ঠ স্কন্ধ

অধ্যায় (১—৩)

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন,—হে ভগবন্! আপনি ক্রমিক যোগানুষ্ঠান দ্বারা যে উপায়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে সেই নিবৃত্তিমার্গ বর্ণনা করেছেন, স্বর্গাদি সুখই চরম ফল এবং প্রকৃতি লয়প্রাপ্ত না হওয়ায় সংসারী জীবের পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহই যার স্বরূপ সেই প্রবৃত্তিমার্গও বর্ণনা করেছেন। অধর্ম লক্ষ্মণযুক্ত নানাবিধ নরক এবং যে মন্বন্তরে সায়ম্ভুব মনুর আধিপত্য; সেই প্রথম মন্বন্তরও আপনি বর্ণনা করেছেন এবং প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামক মনুপুত্রদ্বয়ের বংশ পরিচয় সকলই বর্ণনা করেছেন এবং দ্বীপ, বর্ষ, সমুদ্র, পর্বত, গ্রহনক্ষত্রাদির অবস্থা সকলই যেরূপ ভাবে শ্রীভগবান্ সৃষ্টি করেছেন সে সমস্তই বর্ণনা করেছেন। আমি তা অবহিত চিত্তে শ্রবণ করেছি; হে মহাত্মন্! এক্ষণে বলুন, মানবগণকে যাতে নরক গমন করতে না হয় তার উপায় কি? সেই উপদেশই দিন।

শ্রীশুকদেব বললেন, মানুষ শরীর, মন ও বাক্য দ্বারা যে সকল পাপ অনুষ্ঠান করে তার যদি উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান না করে তবে আমার বর্ণনা অনুযায়ী তীব্র যাতনাময় নরক প্রাপ্ত হয়ে থাকে। অতএব বিজ্ঞ চিকিৎসক যেমন রোগ নির্ণয় করে রোগ অনুসারে ঔষধ প্রয়োগ করে থাকেন সেইরূপ পাপের গুরুত্ব ও লঘুত্ব বুঝে মৃত্যুর পূর্বে পাপক্ষয় উপযোগী প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হবে। তাতে কালবিলম্ব করা বিধেয় নহে।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, পাপ করলে রাজ দণ্ড হয়, পরলোকে নরক যন্ত্রণা ভুগতে হয় তা শ্রুত হচ্ছে। কিন্তু মানুষ বিবশ হয়ে স্বভাবের বশে প্রায়শ্চিত্তের পরও পুনঃ পুনঃ পাপকর্ম করে সুতরাং, প্রায়শ্চিত্তের কি ফল? তা প্রায়শ্চিত্ত বা

কিরূপ হল? তা হস্তি স্নানের ন্যায় নিরর্থক। শুকদেব বললেন, অবিদ্যা নাশ না হওয়াই বারংবার পাপকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। তপস্যা, শম, দম, যম, নিময়মাদি কৃচ্ছ্রাদি দ্বারা অবিদ্যাজনিত পাপ প্রবৃত্তি বিনষ্ট হয়। অতএব জ্ঞানই প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত। প্রত্যহ যে ব্যক্তি সুখাদ্য ভক্ষণ করে তাকে যেমন ব্যাধিতে আক্রমণ করতে পারে না সেইরূপ নিয়মাদি প্রতিপালনে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হয়। এই অনুষ্ঠান দ্বারাই কায়িক, বাচিক ও মানসিক সকল প্রকার পাপ বিনষ্ট হয়। কোন কোন ভক্ত কেবল ভক্তিদ্বারা বাসুদেব পরায়ণ হয়ে সমস্ত পাপ বিনাশ করেন, সূর্য্য যেমন তুষার সমূহকে বিনাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণে মনপ্রাণ সমর্পণ পূর্বক শুদ্ধভক্তি দ্বারা পাপরাশিকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে। পাপী ব্যক্তি ভক্তগণের সেবা শুশ্রূষাদি দ্বারা ভগবানের প্রতি মনঃ সমর্পণ করলে তাতে যেমন পবিত্রতা লাভ হয়। তপস্যা বা ব্রহ্মচর্য্যাদি দ্বারা তদ্রূপ হয় না। ভক্তিপথেই একমাত্র জগতে সর্ব উৎকৃষ্ট। কেহ কেহ এইপথ অবলম্বন করে বাসুদেবপরায়ণ হন; তাঁরা তপস্যাদি অপেক্ষা করেন না। কেবল ভক্তিকেই অবলম্বন করেন। যেমন ভাস্কর নীহাররাশিকে সর্বতভাবে বিনাশ করেন, সেইরূপ তাঁরাও ভক্তিকে সম্বল করে পাপসমূহে সমূলে বিনাশ করে থাকেন। ভক্তিহীন ব্যক্তিকে কোন প্রায়শ্চিত্ত পবিত্র করতে পারে না। যাঁরা বিশুদ্ধ ভক্তিভরে ভগবানের চরণযুগলে চিত্তকে একবার স্থাপিত করতে পারেন তাতেই তাঁর প্রায়শ্চিত্ত সম্পন্ন হয়ে যায়, নরকযন্ত্রণা ভয় থাকে না তাকে যম কিংবা যমদূতগণকে স্বপ্নেও দর্শন করতে হয় না। এ বিষয়ে বিষ্ণুদূত ও যমদূতের ঘটনা নিয়ে একটি পুরাতন আখ্যায়িকা শ্রবণ কর—

কান্যকুব্জদেশে অজামিল নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মে সর্বগুণে গুণান্বিত হয়েও এক দাসীর সংসর্গদোষে তার চিত্তবৃত্তি অত্যধিক কলুষিত হয়েছিল। তিনি পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হচ্ছে জেনেও স্বভাবের বশে পাপকার্য্যে নিরত হতেন। যেমন পণপূর্বক অক্ষক্রীড়া, প্রবঞ্চনা ও চৌর্য্যবৃত্তি প্রভৃতি দ্বারা কুৎসিত জীবিকা অবলম্বনে পোষ্যবর্গের ভরণ পোষণ করতেন, অন্য ব্যক্তিদের পীড়িত করে পোষ্যদের লালন পালন করতে করতে তাঁর জীবনের দীর্ঘ অষ্টাশী বৎসর অতিক্রান্ত হল।

অজামিল যখন বৃদ্ধ হল তখন সে দশটি পুত্রের জনক। পুত্রদের মধ্যে যে সর্বকনিষ্ঠ, তার নাম নারায়ণ। সে পিতা মাতার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিল। ছেলেটি

যেমন মধুরভাষী তেমনি তার সুন্দর অবয়ব। তার অশন বসন প্রভৃতি সকল বিষয়ে তারা স্বামী-স্ত্রী সাতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। ছেলেটির খেলাধুলা, হাটাচলা, ঘোরাফেরা দেখে অজামিল অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করতেন, মোহাচ্ছন্ন হয়ে তিনি তাকে খাইয়ে পরিয়ে স্নান করিয়ে জীবনের সময় কাটাতেন। সামান্য সময় তার অদর্শনে তাঁর মনপ্রাণ আকুল ব্যাকুল হয়ে নারায়ণ নারায়ণ বলে উচ্চৈঃস্বরে ডাকতেন। এইভাবে জীবনযাপন করতে করতে যখন তাঁর মৃত্যুকাল উপস্থিত হল তখন তিনি নারায়ণ নামের শিশু পুত্রের প্রতি সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করলেন। অষ্টাশীতি বয়ঃ কালে কাল এসে তাকে গ্রাস করতে উদ্যত হল। অতি দারুণ বক্রমুখ উর্দ্ধরোমা ভয়ঙ্কর মূর্তি তিনজন যমদূত (অর্থাৎ অজামিল জীবনে কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ পাপ করেছিল) বন্ধনপাস হস্তে তাঁকে নিতে এসেছে দেখে তাঁর অন্তঃ করণ ভয়ে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠল, ভয়ে অভ্যাসবশতঃ উচ্চৈঃস্বরে 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' বলে ডাকলেন। অনুরাগবশতঃ ডাকে শ্রীভগবান্ নারায়ণ বাঁধা পড়ে গেলেন। আসন্ন মৃত্যুর সময় শ্রীহরির নাম শুনে বিষ্ণুদূতগণ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন কারণ তাঁদের প্রভুর ঐ নাম। তাঁরা সকলেই শ্রীহরি বিগ্রহের অনুরূপ চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারী মূর্তিতে উপস্থিত হলেন। যমদূতগণ দাসীপতি অজামিলের হৃদয়াভ্যন্তরে হতে তাঁর সূক্ষ্ম দেহাশ্রিত জীবাত্মাকে হরণ করার চেষ্টা করছেন, ঐ সময় বিষ্ণুদূতগণ অতি তেজস্বিতা সহকারে তাদের নিষেধ করলেন। যমদূতগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ধর্মরাজের শাসনে বাধা প্রদান করছ, তোমরা কে? কার লোক? কোথা হতে এসেছ? এই অধার্মিক পাষণ্ড অজামিলকে নিতে কেনই বা বাধা দিচ্ছ? তোমরা কোন দেবতা না কোন উপদেবতা? কিংবা সিদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন প্রধান ব্যক্তি? তোমাদের পরিধানে পীত কৌশেয় বস্ত্র, গলদেশে পুষ্কর মালা বিকসিত হচ্ছে, দেখতে দেবতা বলেই মনে হচ্ছে। তোমাদের স্ব স্ব দেহ প্রভায় দিঙ্‌মণ্ডলের অন্ধকার বিদূরিত হয়েছে এবং আমাদের তেজ পরাভূত হয়েছে। আমরা ধর্মরাজের ভৃত্য। আমাদিগকে তোমরা নিষেধ করছ কেন?

যমদূতগণ এইরূপ বললে, বিষ্ণুদূতগণ বললেন, তোমরা যদি ধর্মরাজের আজ্ঞাবহ তবে ধর্মের স্বরূপ প্রমাণ কর। কি প্রকারে দণ্ড ধারণ করতে হয়? দণ্ডের উপযুক্ত বিষয় কি? কর্মপথে প্রবৃত্ত সকল মানুষই কি দণ্ডের উপযুক্ত না কেহ কেহ? যমদূতগণ বললেন, বেদবিহিত কর্মই ধর্ম। অতএব বেদ যার প্রমাণ তাই ধর্মের স্বরূপ।

তদ্‌বিপরীত অধর্ম। ধর্মানুষ্ঠানে সুখ ও অধর্মানুষ্ঠানে দণ্ড। যিনি নিজের স্বরূপে অবস্থিত থেকেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিবিধ গুণই প্রাণিবর্গের গুণ, নাম, ক্রিয়া এবং আচার সহকারে বিবিধ প্রকারে সৃষ্টি করে থাকেন। জীবের সকল কর্মের সাক্ষী হল সূর্য্য, অগ্নি, আকাশ, বায়ু, চন্দ্র, সন্ধ্যা, দিন, রাত্রি, দিক্‌সমূহ, জল, পৃথিবী এবং স্বয়ং ধর্ম। এই সাক্ষী দ্বারাই যা অধর্ম বলে জানা যায়। অধর্মকারিদের অপরাধে তারতম্য অনুসারে তারা লঘু বা গুরু দণ্ডের যোগ্য হয়ে থাকে। ইহজন্মে যে যে ভাবে যে পরিমাণে ধর্ম ও অধর্ম আচরণ করে সে সেই ভাবে ফল ভোগ করে। শ্রেষ্ঠদেবগণ! যিনি স্বীয় স্বরূপে এই সকল সত্ত্বময়, রজোময় ও তমোময় ইহজন্মে প্রাণিবর্গের শান্তত্ব, খোরত্ব ও মূঢ়ত্ব প্রভৃতি গুণভেদ বশতঃ যেমন তিন প্রকার ভেদ ভাব পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ জন্মান্তরেও ঐ প্রকার ভেদ আছে ইহা অনুমান সিদ্ধ।

ধর্মরাজ নিজ বাসস্থানে থেকে জীবের সকল কর্মের ফল জানতে পারেন এবং তার ফলাফল বিচার করে থাকেন। তিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মার তুল্য ও সর্বজ্ঞ। জীব অবিদ্যাচ্ছন্ন হয়ে জন্মের পূর্বাপর কোনও বিষয়ই অনুভব করতে পারে না। জন্মের দ্বারাই পূর্ব স্মৃতি লুপ্ত হয়। তখন বর্তমান দেহাদিকেই সর্বস্ব বলে মনে করে, পূর্ব বা পরজন্মের কিছুই বুঝতে সমর্থ হয় না। জীব পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় — বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ অঙ্গগুলির দ্বারা কর্ম করে। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ দ্বারাই বাহ্য বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে। কর্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনের বিষয় সকলকে ভোগ করে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণত্রয় জনিত ষোড়শ কলাবিশিষ্ট জীবের হর্ষ, শোক, ভয় ও পীড়াজনক সংসারে অবস্থান করে। অনভিজ্ঞ জীব কামাদি ষড়্‌রিপুকে জয় করতে না পেরে স্বকর্মজনিত পাপ ভোগ করে। কোন কোন পোকামাকড় যেমন বাসা প্রস্তুত করে তৎদ্বারা নিজেকে ঢাকিয়া ফেলে, জীবও সেরূপ স্বকর্মজনিত আবরণে নিজেকে আচ্ছন্ন করে মুগ্ধ হয়ে থাকে। প্রত্যেক জীব প্রকৃতির বশে কর্ম করতে বাধ্য হয় আর সেই কর্ম বাসনা অনুসারে শরীর উৎপন্ন হয়ে থাকে; সাংসারিক বিষয় ভোগ করে এবং প্রকৃতির সঙ্গহেতু জীবের বন্ধন ঘটে থাকে। আবার পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তিসহকারে ভজন করলে অল্পকালের মধ্যে জীব সংসার বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে পরমানন্দ লাভ করে থাকে।

ব্রাহ্মণপুত্র অজামিল পূর্বে বেদাধ্যায়ী সম্পন্ন সুস্বভাব ও সর্বপ্রকার সদাচারসম্পন্ন, গুণবান, সংযমী, বিনয়ী, সত্যবাদী নানা গুণের আলয় ছিলেন। ইনি গুরু, অগ্নি,

অতিথি ও বৃদ্ধগণের সেবা করতেন। পিতৃ আদেশে ফলমূলাদি আহরণে একদিন বনে গিয়েছিলেন। তথা হতে প্রত্যাবর্তন কালে পথিমধ্যে এক কামুক শূদ্র এক দাসীর সহিত নির্লজ্জভাবে বিহার করেছে দেখে কামমোহিত হয়ে সেই দাসীর প্রতি আসক্ত হলেন। ধৈর্য্য ও জ্ঞান অনুসারে নিজেকে সংযত করতে যত্নবান্ হয়েও কামাসক্ত মনকে দমন করতে পারলেন না। দাসীটিকে মনে মনে চিন্তা করতে করতে স্বধর্ম হতে বিচ্যুত হয়ে পড়লেন। সদাই দাসীটিকে সন্তুষ্ট করতে যত্নবান হলেন। নিজ ধর্মপত্নীকে ত্যাগ করে অধর্মার্জ্জিত অর্থ দ্বারা দাসীর আত্মীয়বর্গকে পালন করতে লাগলেন; সুতরাং এই দুরাচার অজামিলের জীবন অতি পাপময়, শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে গর্হিতভাবে স্বেচ্ছাচারে দিন যাপন করেছে, এবং আত্মকৃত পাপকার্য্যের জন্য কোনদিন কোন প্রায়শ্চিত্ত করতে চেষ্টা করে নাই। অতএব এই পাপিষ্ঠকে ধর্মরাজের নিকট লয়ে যাব যেখানে দণ্ড ভোগ দ্বারা নিষ্কৃতি লাভ করে।

শ্রীশুকদেব বললেন, — হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! নীতিজ্ঞ বিষ্ণুদূতগণ তাঁদিগকে প্রত্যুত্তর দিতে আরম্ভ করলেন। বললেন, অহো! কি দুঃখ দেখছি, ধর্মদর্শীগণের সমাজে এক্ষণে অধর্ম প্রবেশ করল — শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেমন আচরণ করেন, অন্যেরা তেমন করতে চেষ্টা করে এবং তাঁরই সিদ্ধান্ত মেনে চলে। এই ব্যক্তি কোটি জন্মার্জিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে, যেহেতু বিবশ প্রাণেও ভববন্ধন মোচনকারী পরম স্বস্তিপ্রদ শ্রীভগবানের নাম উচ্চারণ করেছে। শ্রীভগবানের নামের চারটি অক্ষর 'নারায়ণ' বলায় পাপী অজামিলের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গিয়েছে। যে কোন প্রকারে পাপে যুক্ত ব্যক্তির ভগবানের এই নাম উচ্চারণই কোটি জন্মের পাপ শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত; নামেই শ্রীভগবানের মমত্ববুদ্ধি জন্মে থাকে। অন্য কোন যুক্তিবাদী পাপক্ষয়ের বিধান দেন না কেন, তপস্যা, দান ও ব্রতাদি স্বরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ সকল বিনষ্ট হয় বটে, কিন্তু পাপজনিত সংস্কার তাতে নষ্ট হয় না। ভগবানের নাম অক্ষর উচ্চারণে পাপীগণ যেমন শুদ্ধ হয় নানাবিধ ব্রতানুষ্ঠানের বা অন্য উপায়ে তেমন ভাবে শুদ্ধিলাভ করতে পারে না। নাম উচ্চারণেই শ্রীভগবানের গুণরাশিও ক্রমশঃ উপলব্ধি করতে পারা যায়। অতএব আসন্ন মৃত্যুকালে তাঁর নাম নিয়েছে সুতরাং, ইহার সকল পাপ বিনষ্ট হয়ে গেছে, কিছুতেই তোমরা ইঁহাকে যমালয়ে নিতে পারবে না।

সংকেতে, পরিহাসচ্ছলে, গীতে বা আলাপে, বাক্যের পূরণ স্বরূপ অথবা অবহেলাক্রমে যে কোনও ভাবেই হোক, ভগবানের নাম উচ্চারণে সকল পাপ ক্ষয়

হয়ে যায়। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে কীর্তিত তাঁর নাম অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে দহন করে, সেইরূপ সমস্ত পাপ ধ্বংস করে। শক্তিশালী ঔষধের ন্যায় মন্ত্র অজানিত হয়েও আপন গুণেই নিজ কার্য্য করে। সেরূপ শ্রীভগবানের নাম পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করলে অন্য পাপ উৎপন্ন হতে পারে না। এইরূপ বলে বিষ্ণুপার্ষদগণ অজামিলকে যমদূতের বন্ধন ও মৃত্যু হতে মুক্ত করে দিলেন। বন্ধন হতে মুক্ত হওয়ায় অজামিল পরমানন্দ চিত্তে বিষ্ণুদূতকে মস্তক অবনত করে চরণ বন্দনা করলেন। তাঁরা ঐ স্থান হতে অন্তর্হিত হলেন। অজামিল তখন শ্রীহরির মাহাত্ম্য শ্রবণ করে তাতে প্রগাঢ় ভক্তিমান হলেন এবং আপনকৃত পূর্ব দুষ্কর্ম সকল স্মরণ করে তার অত্যন্ত অনুতাপ হল। হায়! আমাকে শতধিক্ আমি আত্মসংযম রক্ষা করতে না পারায় আমার পাপ হয়েছে। দাসী গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে স্বীয় ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট করেছি। ব্রাহ্মণকুলের জাতি নাশ করেছি, বৃদ্ধ পিতামাতা ও পরিণীতা ভার্য্যাকে ত্যাগ করেছি, দুশ্চরিত্রকে সঙ্গিনী করেছি, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! অত্যন্ত দুষ্কর্মচারী ও বংশের কলঙ্কস্বরূপ; আমি পাশবদ্ধ হয়ে নারায়ণকে ডাকলাম, আর সেই চারজন সৌম্যমূর্তি সিদ্ধ পুরুষগণ এসে আমাকে মুক্ত করে দিলেন। তাঁরাই বা কোথায় গেলেন? যা হউক, সেই দেবগণের দর্শনে অন্তঃকরণ আমার প্রসন্ন হয়েছে। আমার পূর্বের পুণ্যবল না থাকলে মুমূর্ষু অবস্থায় আমার জিহ্বা কিছুতেই ভগবানের নামরূপ বাক্য উচ্চারণ করতে পারত না। যা হউক — আমি এক্ষণে ইন্দ্রিয় ও প্রাণকে সংযত করে এই প্রকার যত্ন করব যাতে আমাকে আর পুনরায় ঘোর পাপ অন্ধকারে নিমগ্ন হতে না হয়। আমি এই অবিদ্যা বন্ধন ছিন্ন করে আত্মবান্ ও সর্বপ্রাণীর সহানুভূতিসম্পন্ন, শান্ত, প্রেমযুক্ত মিথ্যা দয়াশীল ও প্রশস্তচিত্ত হয়ে পদার্থ 'অহং' 'মম' বোধ ত্যাগ করে ভগবৎ কীর্তনাদি দ্বারা বিশুদ্ধ হয়ে তাতেই চিত্ত সমাহিত করব। হে রাজন্! ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গের গুণে অজামিল তৎক্ষণাৎ সমস্ত মায়া-মমতা পরিত্যাগ করে সর্ববন্ধন মুক্ত হয়ে হরিদ্বারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে এক দেবালয়ে আসীন হয়ে ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হতে প্রত্যাহৃত করে আত্মাতে মনকে যুক্ত করলেন। কিছুকাল পরে যখন তাঁর বুদ্ধি শ্রীভগবানের পাদপদ্মে স্থির হল, তখন অজামিল পূর্ব দৃষ্ট সেই চারজন বিষ্ণুদেবকে দেখতে পেলেন। তাঁদিগকে দেখার পর সেই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে গঙ্গাগর্ভে দেহত্যাগ করে তৎক্ষণাৎ ভগবানের পার্ষদগণের অনুরূপ মূর্তি প্রাপ্ত হলেন এবং বিষ্ণুদূতগণের সহিত স্বর্ণরথে আরোপণ করে শ্রীহরির ধামে চলে গেলেন।

অধ্যায় (৪—৫)

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন, হে ভগবন্! আপনি সায়ম্ভুব মন্বন্তরে দেবতা, অসুর, মানুষ, নাগ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি দৃষ্টির বৃত্তান্ত তৃতীয় স্কন্ধে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন তা আরও বিস্তারিত বিবরণ আপনার নিকট জানতে ইচ্ছা করি—শ্রীসূত বললেন, হে মহর্ষিগণ। পরীক্ষিতের এই কথা শুনে শ্রীশুকদেব আনন্দ চিত্তে বললেন—যখন প্রাচীনবর্হির দশ পুত্র প্রচেতাগণ সমুদ্র হতে উত্থিত হয়ে দেখলেন— পৃথিবী বৃক্ষাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে, তখন তপস্যাহেতু তাঁদিগের ক্রোধ উদ্দীপিত হওয়ায় তাঁরা বৃক্ষ সকলকে দগ্ধ করার জন্য মুখ হতে বায়ু ও অগ্নি সৃষ্টি করলেন। বৃক্ষ সকলকে দগ্ধ হতে দেখে বনস্পতিগণের রাজা সোম তাঁদিগের কোপ প্রশমিত করার জন্য বললেন — সর্বভূতগণ শ্রীহরির দেহমধ্যে আত্মরূপে বিরাজমান। সর্বভূতকে তাঁর নিলয় বলে জানবেন তাহলে শ্রীহরি আপনাদের প্রতি প্রীত হবেন। এই দীন তরুদিগকে দগ্ধ করে লাভ কি? অবশিষ্ট তরুগণকে রক্ষা করুন। আপনাদের মঙ্গল হবে। আমার কন্যাকে আপনারা পত্নীরূপে গ্রহণ করুন। এইরূপে রাজা সোম সেই উত্তম কন্যাকে সম্প্রদান করলেন। তাঁদিগের ঔরসে দক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রাচেতস বলে প্রসিদ্ধ। ইঁহার সৃষ্টি প্রজাবর্গে ত্রিভুবন আপূরিত হয়েছে। তিনি যখন দেখলেন তাঁর সৃষ্ট প্রজাসকল সম্যক্ বর্দ্ধিত হচ্ছে না, তখন তিনি বিন্ধ্য পর্বতের সন্নিহিত পর্বত সমূহে গিয়ে দুষ্কর তপস্যা আরম্ভ করলেন। তথায় অঘমর্ষণ নামে পাপহর পরম তীর্থে তপস্যা দ্বারা শ্রীহরিকে প্রীত করতে যত্নবান হলেন। দক্ষ হংসগুহ্যনামক স্তোত্র দ্বারা অধোক্ষজ ভগবানের স্তবদ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট করলেন। শ্রীহরি আবির্ভূত হয়ে বললেন, হে প্রজাপতি দক্ষ! তোমার এই তপস্যা বিশ্বের মঙ্গলজনক, ইহাতে আমি পরম তুষ্ট হয়েছি। ব্রহ্মা, শিব, মনুগণ, শ্রেষ্ঠ দেবগণ এবং আপনারা প্রজাপতিগণ যাঁরা বিশ্বের উন্নতিকারী, ইহারা সকলেই আমার বিভূতি। যজ্ঞভূক্ দেবতাসকল আমার প্রাণ, কারণ তাঁদিগের তৃপ্তির বিধানে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। সৃষ্টির পূর্বে আমিই একমাত্র বিদ্যমান ছিলাম; তখন অন্য কোন ক্রিয়া ছিল না। গ্রাহক ও গ্রাহ্য কোন পদার্থই ছিল না। আমি কেবল চৈতন্যরূপে বিদ্যমান ছিলাম। উহা অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তির দ্বারা অভিব্যক্ত ছিল না, অতএব যে সর্বত্র সুষুপ্তি বিরাজ করছিল। আমি স্বয়ং অনন্ত ও গণসকলও অনন্ত। যখন আমার মায়া হতে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয়, তৎকালেই তোমাদিগের আদ্য আযোনিজ স্বয়ম্ভুব উৎপন্ন হন। তিনি আমার বীর্য্যে বর্দ্ধিত হয়ে

সৃষ্টিকার্য্য করতে অসমর্থ বলে বোধ করলেন, তখন আমিই তপস্যা করতে বলেছিলাম। ব্রহ্মা তপস্যা করে নয়জন প্রজাপতিকে সৃষ্টি করেছিলেন। পঞ্চজন নামক প্রজাপতির কন্যা এখানে আছেন, এঁর নাম অসিক্নী, এঁকে তুমি পত্নীরূপে গ্রহণ কর। স্ত্রী পুরুষের রতিক্রিয়ারূপ যে ধর্ম, তুমি সেই ধর্ম অবলম্বন করে তাদৃশ ধর্মশালিনী এই পত্নীতে ব্রহ্মার আরব্ধ লোকসৃষ্টি কার্য্য আবার বহুল পরিমাণে সম্পাদন করতে পারবে। এরপর জগৎকর্তা ভগবান্ শ্রীহরি দক্ষের সমক্ষেই স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় অন্তর্হিত হলেন। অসিক্নীর গর্ভে দক্ষের হর্য্যশ্ব নামে অযুত পুত্র হল। তাঁর পিতা কর্তৃক প্রজা সৃষ্টি করতে আদিষ্ট হয়ে সিন্ধু নদ ও সাগরের সঙ্গম স্থানে নারায়ণ সরোবর নামক তীর্থে উগ্র তপস্যায় ব্রতী হলেন। এমন উন্নতচেতা ব্যক্তিগণ নিরর্থক কর্মবন্ধনে জড়িত হয়ে আবার অধঃপতনের দিকে চলেছে ইহাতে নারদ ব্যথিত হলেন। তিনি তাঁদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, সেই একেশ্বর অর্থাৎ বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ হতে যিনি স্বতন্ত্র, সর্বপ্রধান, সর্বশক্তিমান অন্য আশ্রয় নিরূপেক্ষ সর্বসাক্ষী শ্রীহরিকে না জেনে তুচ্ছ কতকগুলি অনুষ্ঠান করলে কি ফল?*

তোমাদের পিতা সর্বজ্ঞ, তাঁর আদেশ অনুরূপভাবে না বুঝে, তোমরা অনভিজ্ঞভাবে কিরূপে সৃষ্টি করবে। হর্য্যশ্বগণ নারদের বাক্য শুনে নিজেদের স্বাভাবিক বিচার প্রতি ভাবলেই নিজ নিজ বুদ্ধি দ্বারা তার কুটার্থ তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন। 'ভূ' শব্দের অর্থ ক্ষেত্র অর্থাৎ জীবনামক লিঙ্গ শরীর, যা জীবাত্মার অনাদিসিদ্ধ বন্ধের কারণ তার 'অন্ত' অর্থাৎ নাশ চিন্তা না করে বৃথা অসৎ কর্মদ্বারা কি হবে? যে পরমধাম প্রাপ্ত হলে লোক আর প্রত্যাবর্তন করে না, সেই জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্ম পদার্থ না জেনে শুধু অসৎ কর্ম দ্বারা কি ফল হবে? এইরূপ আরও নানা উপদেশ দ্বারা নিবৃত্ত হয়ে হর্য্যশ্বগণ নারদকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে তথা হতে নিরুদ্দেশে প্রস্থান করলেন। দক্ষ তা শুনে শোকে আকুলচিত্তে অনুতাপ করলেন এবং ব্রহ্মার সান্ত্বনায় আশ্বস্ত হয়ে পুনরায় সবলাশ্ব নামে সহস্র পুত্র উৎপন্ন করলেন। তারাও পিতার আদেশে পুত্রার্থে নারায়ণ সরোবরে তপস্যায় নিযুক্ত হলে দেবর্ষি নারদ পুনরায় এসে তাদিগকেও কূট বাক্য বলে নিবৃত্ত করলেন। তাদের বললেন, হে দক্ষপুত্র সবলাশ্বগণ! তোমাদের ভ্রাতারা যে প্রকৃষ্ট পথের অনুসরণ করেছেন—তোমরাও সেই পথে গমন কর; ধর্ম ও দেবগণের সহিত মিলিত হয়ে আনন্দ অনুভব কর।

---

* এক এবেশ্বরস্তুর্য্যো ভগবান্ স্বাশ্রয়ঃ পরঃ।
তমদৃষ্ট্বাভবং পুংসে কিমসৎ কর্মভির্ভবেৎ।।৬/৫/১২

সবলাশ্বগণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণের পথই অনুসরণ করলেন। প্রজাপতি দক্ষ এই ব্যাপার শুনে রাগান্বিত হয়ে দুষ্ট, মূর্খ, নির্দয়, নির্লজ্জ এইভাবে নানা কটূবাক্য প্রয়োগ করে নারদকে অভিশাপ গ্রস্ত করলেন। বললেন, তুমি বারংবার আমাদের প্রতি যে অনিষ্ট আচরণ করে চলেছ, সেইজন্য তুমি ত্রিভুবনে যেখানেই বিচরণ করবে; কোথাও তোমার স্থান হবে না। তোমাকে কেবলই ভ্রমণ করে বেড়াতে হবে। নারদমুনি ঐ অভিশাপ স্বীকার করে নিলেন, তাঁর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, প্রতি কোন অভিশাপ দিলেন না। সেটাই সাধুতার প্রকৃত লক্ষণ। কারণ বিরুদ্ধ বাদীকে দণ্ড দেবার শক্তি থাকা সত্ত্বেও যদি সহ্য করা যায় তবে সেটা সহিষ্ণুতার প্রকৃত পরিচয় বলে গণ্য হয়।*

অধ্যায় (৬—৯)

শ্রীশুকদেব বললেন, অনন্তর দক্ষ, ব্রহ্মা কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে অসিক্নী নামক পত্নীর গর্ভে ষাট্‌টি কন্যা সন্তানের জন্ম দিলেন। তন্মধ্যে ধর্মকে দশটি, কশ্যপকে তেরটি, চন্দ্রকে সাতাশটি, ভূত, অঙ্গিরা ও কৃশাশ্ব প্রত্যেককে দুটি করে আর তার্ক্ষকে অবশিষ্ট চারটি কন্যা সম্প্রদান করলেন। কশ্যপকে তেরটির মধ্যে একটি অদিতি। অদিতির গর্ভে যে সকল পুত্র হয়, তারমধ্যে একটির নাম ত্বষ্টা। একদিন দেবরাজ ইন্দ্র ত্রিজগতের আধিপত্য বশতঃ গর্বিত হয়ে স্ত্রী শচীসহ সিংহাসনে অন্যান্য দেবগণসহ পরিব্যাপ্ত হয়ে বসে আছেন সে সময় সেখানে উপস্থিত হলেন দেবগুরু বৃহস্পতি, কিন্তু ইন্দ্র তাঁকে দেখে আসন প্রদানাদি দ্বারা তাঁর অভিনন্দন বা আসন হতে উঠে কিছু সম্মানার্থ প্রদর্শন করলেন না। ইন্দ্রের এইরূপ চিত্তবিকার দেখে মহাপ্রাজ্ঞ প্রভাসম্পন্ন দেবগুরু এতে অসন্তুষ্ট হয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে সত্বর সভাক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে গেলেন। যোগবলে তিনি অদৃশ্য অবস্থায় থাকলেন। ইন্দ্র বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হৃদয়ে দেবগুরুকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর দর্শন পেলেন না। অসুরেরা সুযোগ বুঝে স্বর্গ আক্রমণ করে দেবতাদিগকে পরাস্ত করল। দেবতারা ব্রহ্মার নিকট গেলে তিনি দয়ার্দ্রচিত্তে বললেন, হে দেবগণ! তোমরা বড়ই অন্যায্য আচরণ করেছ, ব্রহ্মনিষ্ঠ, সংযমশীল ব্রাহ্মণকে অভিবাদন কর নাই। ইহা তোমাদের

---

* প্রতিজগাহ তদ্বাঢ়ং নারদঃ সাধুসম্মতঃ।
এতাবান্ সাধুবাদো হি তিতিক্ষেতেশ্বরঃ স্বয়ম্।।৬/৫/৪৪

অন্যার্য্য আচরণের ফল। তোমরা শীঘ্রই ত্বষ্টাপুত্র বিশ্বরূপকে গুরুরূপে বরণ কর, তিনি ব্যতীত অন্য কেহ তোমাদিগকে রক্ষা করতে পারবে না। বিশ্বরূপকে গুরুরূপে বরণ করলেন, ত্বষ্টাপুত্র বিশ্বরূপ দেবতাদিগের যজ্ঞে পৌরহিত্যে বৃত হয়ে উদ্যম সহকারে তা সম্পাদন করতে লাগলেন।

বিশ্বরূপের তিনটি মস্তক ছিল। একটিতে সোমরস পান, দ্বিতীয়টিতে সুরাপান এবং তৃতীয়টিতে অন্নাদি গ্রহণ করতেন। তিনি যজ্ঞকালে দেবগণকে যে যজ্ঞীয় ভাগ দিতেন তা সর্বলোকের সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে দেবতাদের নাম উল্লেখ করতেন। দেবতাদের গোপন করে তিনি মাতামহ বংশের প্রতি অনুরাগবশতঃ অসুরদিগকেও যজ্ঞভাগ প্রদান করতেন। দেবগণকে অবজ্ঞাসূচক ধর্ম সম্বন্ধীয় কপট ব্যবহার দর্শন করে দেবরাজ ইন্দ্র ভয় পেয়ে ক্রোধবশে দ্রুতবেগে বিশ্বরূপের শিরচ্ছেদ করলেন। বিশ্বরূপের মস্তক ছেদন করলে পর সোমরস পানকারী মস্তকটি কপিঞ্জল পক্ষী, সুরাপায়ী মস্তকটি কলবিঙ্ক পক্ষী, অন্ন ভক্ষণকারী মস্তকটি তিত্তির পক্ষী হয়েছিল। বিশ্বরূপ বধের সংবাদ পিতা ত্বষ্টা কাণে গেল। ত্বষ্টা উত্তেজিত হয়ে ইন্দ্রকে বধ করার জন্য যজ্ঞে আহুতি দিয়ে বৃত্রাসুর নামে যমের ন্যায় এক অসাধারণ অসুর উৎপন্ন করলেন। তিনি বললেন, 'শত্রু বিনাশ কর'। এই ভীষণ মূর্তি দর্শনে লোকসকল ভীত হয়ে দশদিকে পলায়ন করতে লাগল। দেবতারা বৃত্রাসুরের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু কোন বাণই কাজ হলো না। দেবতারা ভীত হয়ে একাগ্রচিত্তে সর্বান্তর্যামী ভগবান্ বিষ্ণুর স্তব করতে লাগলেন। বিষ্ণু আবির্ভূত হয়ে বললেন, ইন্দ্র তোমার মঙ্গল হউক। তোমরা শীঘ্রই ঋষিশ্রেষ্ঠ দধীচির নিকট গিয়ে বিদ্যা ব্রত ও তপস্যা দ্বারা সুদৃঢ়, তাঁর অস্থিসকল প্রার্থনা কর।

দধীচি মুনি বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন, পরে তা অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে দান করেন। এই ব্রহ্মবিদ্যাই অশ্বশিরঃ নামে প্রসিদ্ধ হয় এবং কুমারদ্বয়ের জীবন্মুক্তি ঘটে। অথর্ব্বা নামক মুনির পুত্র দধীচি শ্রীশ্রীনারায়ণ কবচ প্রাপ্ত হন। তিনি ত্বষ্টাকে এবং ত্বষ্টা বিশ্বরূপকে প্রদান করেছিলেন তাই তুমি বিশ্বরূপের নিকট পেয়েছ। ধার্মিক মুনিবরের নিকট প্রার্থনা করলে তিনি তোমাদিগকে নিজ অঙ্গ প্রদান করবেন। তৎ দ্বারা বিশ্বকর্মা আয়ুধশ্রেষ্ঠ বজ্র প্রস্তুত করে দেবেন এবং তুমি আমার তেজে প্রভাবান্বিত সেই বজ্রদ্বারা বৃত্রাসুরের মস্তক ছেদন করতে পারবে। বৃত্রাসুর নিহত হলে তোমরা আবার নিজ নিজ তেজ অস্ত্র, শস্ত্র ও সম্পদ সকলেই ফিরে পাবে। তোমাদের মঙ্গল হউক।

অধ্যায় (১০—১৩)

শ্রীভগবান্ ইন্দ্রকে এইরূপ আদেশ করে দেবগণের সমক্ষে তথায় অন্তর্হিত হলেন। দেবতারা মহর্ষি দধীচির নিকট উপস্থিত হয়ে কাতরভাবে তাঁর অস্থি সকল প্রার্থনা জানালেন। মহর্ষি কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে বললেন, মৃত্যুর যাতনা দুঃসহ দুঃখ জন্মে, দেহও জীবগণের অতিশয় প্রিয়, তোমরা কি তা জান না? আমি কেন তা তোমাদিগকে দান করব? দেবতারা বললেন, হে মুনিবর! আপনার ন্যায় দয়াবান মহর্ষির পরহিতের জন্য অপরিত্যজ্য বস্তু কি আছে? স্বার্থপর লোক অন্যের সঙ্কট অন্যের দুঃখে, যাতনা বুঝতে পারে না। ইহা সত্য; প্রার্থনাকারী যদি দাতার সঙ্কট বুঝে, তবে সে প্রার্থনাই করতে পারে না। আবার বিবেকবান দাতা যদি যাচকের অবস্থা বুঝেন, তবে তিনিও দিতে পারব না, কেন দিব বলে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না। দধীচি মুনি বললেন, আপনাদের নিকট ধর্মতত্ত্ব শুনবার ইচ্ছায় প্রত্যাখ্যান সূচক বাক্য বলেছি, এই দেহ আমার যতই প্রিয় হউক, এই দেহ একদিন আমাকে ত্যাগ করে যাবেই, সুতরাং, আমি এক্ষণেই ইহাকে তোমাদের জন্য পরিত্যাগ করছি। হে দেবগণ! "কি দৈন্যের, কি কষ্টের কথা যদি ক্ষণভঙ্গুর দেহ দ্বারা মানুষ ধর্ম ও যশ উপার্জন করতে চেষ্টা না করে, বা কোন নশ্বর পদার্থাদি দ্বারা লোকের উপকার না হয় তবে তা বড়ই দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় হয়। যে ব্যক্তি জীবগণের শোকে শোক ও আনন্দে আনন্দ অনুভব করে থাকেন তবে তাঁর সেই সমবেদনারূপ ধর্মই অক্ষয় হয়ে থাকে এইজন্য পুণ্যবান ব্যক্তিগণ ধর্মের সেবা করে থাকেন। ধন-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন ও নশ্বর দেহ এই সকল কিছুই প্রকৃত স্বার্থসিদ্ধির উপযোগী নহে, এই নশ্বর দেহ শৃগাল কুক্কুরাদির ভক্ষ্য। পুণ্যকীর্তি অর্জনের জন্য যদি এদেহ মানুষে উপকার না লাগে তবেই বড়ই দুঃখ ও অনুশোচনার বিষয় হয়।"* দধীচি মুনি এই বলে স্বীয় আত্মাকে পরব্রহ্মে স্থাপন করে নিজ কলেবর ত্যাগ করলেন। তাঁর ইন্দ্রিয়,

---

* যোঽধ্রুবেণাত্মনা নাথা ন ধর্ম্মং ন যশঃ পুমান্।
ঈহেত ভূতদয়য়া স শোচ্যঃ স্থাবরৈরপি।।
এতাবানব্যয়ো ধর্ম্মঃ পুণ্যশ্লোকৈরুপাসিতঃ।
যো ভূতশোকহর্ষাভ্যামাত্মা শোচতি হৃষ্যতি।।
অহো দৈন্যমহো কষ্টং পারক্যৈঃ ক্ষণভঙ্গুরৈঃ।
যন্নোপকুর্য্যাদস্বার্থৈর্মর্ত্ত্যঃ স্বজ্ঞাতিবিগ্রহৈঃ।। ৬/১০/৮, ৯, ১০

প্রাণ, মন ও বুদ্ধি সংযত ছিল, তিনি তত্ত্বদর্শী ছিলেন তাই তাঁর দেহ চলে গেল অথচ তিনি জানতেও পারলেন না। অতঃপর বিশ্বকর্মা মুনির ত্যাগ করা অস্থিদ্বারা এক বজ্রনির্মাণ করলেন। সেই বজ্রধারণ পূর্বক শ্রীহরির তেজে উদ্দীপিত হয়ে দেবরাজ ত্রিভুবনকে যেন হর্ষান্বিত করলেন। ত্রেতাযুগের প্রাক্‌কালে সত্যযুগের শেষভাগে নর্মদানদীর তীরে দেবাসুরের এক অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়েছিল। অবশেষে যুদ্ধক্ষেত্রে অসুরগণকে পলায়ন ক্‌রতে দেখে বৃত্রাসুর বলল, "জন্ম নিলেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ইহার কোনও প্রতিকারও সম্ভবপর নহে। এই মৃত্যু হতে যদি ইহলোকে যশ বা পরলোকে স্বর্গলাভে সম্ভাবনা থাকে, তবে কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি চেষ্টা না করে?* ভাই সকল শাস্ত্রকারগণ বলে থাকেন, জগতে দুই প্রকার মৃত্যু দুর্লভ—যোগরত অবস্থায়, আর যুদ্ধক্ষেত্রে সেনার অগ্রভাগে থেকে। এইসব বাক্য বলা সত্ত্বেও সৈন্যরা পলায়ন পর দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে বৃত্রাসুর বলল, যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়নকারী সৈন্যরা মাতার বিষ্ঠাতুল্য। এদের বধ করে কোন ফল হবে না। মহাপরাক্রমশালী বৃত্রাসুর এইভাবে ক্রোধ প্রকাশ পূর্বক বিকট গর্জন করতে লাগল, এবং দেবরাজের উদ্দেশ্যে বৃত্রাসুর বলল, তুমি তোমার গুরু, আমার ভ্রাতা ত্বষ্টাপুত্র বিশ্বরূপকে হত্যা করেছ, আজ এই শূলদ্বারা ভ্রাতৃহত্যাকারীর হৃদয় ছিন্নভিন্ন করে ভ্রাতৃঋণ পরিশোধ করব। ইহা আমার সৌভাগ্য মনে করব। অথবা তুমিই যদি এখন বজ্রের দ্বারা আমার শিরশ্ছেদ কর তবে আমি স্বীয় দেহ দ্বারা শৃগাল কুক্কুরদির উপহার বিধান করে ভক্তগণের পদধুলি লাভ করতে পারব। হে শক্র! তোমার বজ্র শ্রীহরির তেজ ও দধীচির কঠোর তপস্যা দ্বারা অত্যন্ত তীক্ষ্ণীকৃত হয়ে আছে, ইহা দ্বারা আপন শত্রু বধ করছ না কেন? তুমি বিষ্ণু কর্তৃক প্রেরিত, যেখানে শ্রীহরি, সেখানেই বিজয়, শ্রী ও সকল গুণ বর্তমান। আমাদের প্রভু সঙ্কর্ষণদেব যেমন উপদেশ করেছেন সেরূপ আমি তাঁরই পাদপদ্মে মন সংস্থাপিত করে তোমার বজ্রবলে বিষয়রূপ পাশ ছিন্ন করে যোগিজনোচিত গতি লাভ করব। তাঁর একান্ত ভক্তগণকে তিনি কখনও স্বর্গ মর্ত্য রসাতলের কোন সম্পদ দেন না। সম্পদ, দ্বেষ, উদ্বেগ, মত্ততা, বিষাদ মনঃ পীড়ারই কারণ। বৃত্রাসুর সম্প্রতি শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে বলতে লাগল, হে ভগবন্! তোমাকে ত্যাগ করে স্বর্গ ধ্রুব লোক ব্রহ্মার পদ সার্বভৌমত্ব রসাতলের আধিপত্য যোগসিদ্ধি এমন কি মোক্ষও আকাঙ্ক্ষা করি না। অজাতপক্ষ বিহঙ্গ বা ক্ষুদ্র বৎসগণ

---

* জাতস্য মৃত্যুর্ধ্রুব এব সর্ব্বতঃ, প্রতিক্রিয়া যস্য ন চেহ ক্‌ৢপ্তা।
লোকো যশশ্চাথ ততো যদি হ্যমুং, কো নাম মৃত্যুং ন বৃণীত যুক্তম্।। ৬/১০/৩২

ক্ষুধার্ত হয়ে মাতার জন্য, বা পতি বিরহিণী স্ত্রী প্রবাসগত পতির জন্য, যেমন অত্যন্ত ব্যগ্র হয়। হে পদ্মপলাশলোচন হরি! তোমাকে দেখবার জন্য আমি তেমনই উৎকণ্ঠিত হয়েছি। এই বলে বৃত্রাসুর অগ্নি সদৃশ নিজ শূল প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণিত করে ইন্দ্রের দিকে নিক্ষেপ করে উচ্চৈঃস্বরে গর্জন পূর্বক সক্রোধে বলল—"রে পাপিষ্ঠ! তুই মরিলি।" ইন্দ্র তখন নিজ শতপর্ব্বযুক্ত বজ্রদ্বারা শূল এবং সর্পরাজ বাসুকির ন্যায় সুবিশাল তার বাহু ছিন্ন করলেন। কিন্তু শূলের বেগে ইন্দ্রের বজ্র হস্তচ্যুত হল। ঐ বজ্র তুলে নিতে ইন্দ্র লজ্জিত বোধ করছেন দেখে বৃত্রাসুর বললে, হে ইন্দ্র! তুমি নিজ বজ্র তুলে নিয়ে শত্রুকে বধ কর, এখন লজ্জিত হওয়ার সময় নয়। "এই জড়দেহ জয় পরাজয়ের কারণ নহে। কালস্বরূপ ভগবান্ই জয় ও পরাজয়ের কারণ। সমস্ত লোক জালবদ্ধ বিবশপক্ষী। কাষ্ঠ নির্মিত নারী প্রতিমা যেমন পরাধীন, অথবা পত্রনির্মিত মৃগ যেমন পরাধীন, সেরূপ প্রাণীগণ কালস্বরূপ ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন।"* অতএব অকীর্ত্তি অযশ জয়-পরাজয়, সুখ-দুঃখ জীবন মৃত্যুতে সমভাব হবে। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, প্রভৃতির গুণ, আত্মার নহে, আত্মা তার সাক্ষিমাত্র, এইভাব যে জানে সে বদ্ধ হয় না। আমাদের এই যুদ্ধ দ্যূতক্রীড়ার তুল্য, প্রাণ ইহাতে পণ, বাণগুলি পাশক,. আর হস্তী, অশ্বাদি বাহনগণ ইহার ফলক। কখন কার জয় পরাজয় হবে কিছুই জানা যায় না। সৃষ্টি তত্ত্বে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিই ঈশ্বরনিরপেক্ষভাবে কেবল জীবকে স্বাধীনকর্তা বলে মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবান্ই ভূতের দ্বারা ভূত সৃষ্টি করেন এবং ভূতের দ্বারাই তাদিগকে বিনষ্ট করেন। "সকলই যখন ঈশ্বরাধীন, তখন নিন্দা, যশ, জয়, পরাজয়, সুখ, দুঃখ, জীবন, মরণ প্রভৃতি সকলই সমান অর্থাৎ হর্ষবিষাদশূন্য থাকা উচিত।"**

দেবরাজ ইন্দ্র দৈত্যরাজের এই কথাতে কিছুটা আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে তাকে প্রশংসা করলেন এবং হাস্য পূর্বক পুনরায় বজ্রগ্রহণ করে বললেন, হে দানব! তুমি সিদ্ধ হয়েছ, কারণ, তোমার শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে। তুমি আসুরিক ভাব ত্যাগ করে

---

* লোকাঃ সপালা যস্যেমে শ্বসন্তি বিবশা বশে।
দ্বিজা ইব শিচা বদ্ধাঃ স কাল ইহ কারণম্।।
যথা দারুময়ী নারী যথা পত্রময়ো মৃগঃ।
এবম্ভূতানি মঘবন্নীশতন্ত্রাণি বিদ্ধি ভোঃ!'।। ৬/১২/৮, ১০

** তস্মাদকীর্ত্তিযশসোর্জয়াপজয়য়োরপি।
সমঃ স্যাৎ সুখদুঃখাভ্যাং মৃত্যুজীবিতয়োস্তথা।। ৬/১২/১৪

মহাপুরুষভাব প্রাপ্ত হয়েছ। সকল ভূতের আত্মা ও সুহৃদ জগদীশ্বরে তুমি অনুরক্ত হয়েছ। মুক্তির অধিপতি শ্রীহরিতে যার ভক্তি, সে অমৃত সমুদ্রে বিহার করে, ক্ষুদ্র গর্তস্থ জলরূপ স্বর্গাদিতে কি বা তার প্রয়োজন? ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি যেরূপ প্রগাঢ় ভক্তিসম্পন্ন, তাতে তোমার পক্ষে স্বর্গাদি সুখও নিতান্ত তুচ্ছ মনে হবে। ইন্দ্রের বজ্রপ্রহারে বৃত্রাসুরের দুই বাহু ছিন্ন হল। বৃত্রাসুর তখন দুই চোয়াল দ্বারা ভূতলে বসে ভীষণ মুখ ব্যাদান করে ঐরাবত সহ দেবরাজকে উদরস্থ করে ফেলল। ইন্দ্র নারায়ণ কবচ শক্তি বলে দানবরাজের কুক্ষিদেশ বিদীর্ণ করে বাহির হয়ে এসে শত্রুর মস্তক ছেদন করলেন। বৃত্রাসুরের দেহ নিষ্ক্রান্ত প্রাণ শ্রীভগবানে গিয়ে মিলে গেল।

দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, ভূতবর্গ, দৈত্যগণ প্রভৃতি সকলে নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে স্ব স্ব স্থানে চলে গেলেন। সকলেই শান্তি অনুভব করলেন কিন্তু ইন্দ্রের মনে শান্তি হল না। তিনি পূর্বেই বিশ্বরূপকে হত্যা করে ব্রহ্মহত্যা পাপে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন। এখন বৃত্রকে বধ করে ব্রহ্মহত্যা পাপ পুনরায় অর্জন করলেন। দেবরাজ ব্রহ্ম হত্যার পাপের ভয়ে ভীত হয়ে স্বর্গত্যাগ করে পলায়ন পূর্বক দ্রুতবেগে ঈশানকোণে ধাবিত হয়ে মানস সরোবরে এক পদ্মতন্তু মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে থাকলেন। ইন্দ্রের অনুপস্থিতে বিদ্যা, তপস্যা ও যোগবলে উপযুক্ত হয়ে নহুষ ততদিন স্বর্গরাজ্য শাসন করেন, কিন্তু সম্পদ ও আধিপত্য গর্বে তাঁর বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন হওয়ায় কোন গুরুতর অপরাধে তিনি অগস্ত্য শাপে স্বর্গ হতে ভূতলে পতিত হয়ে অজগর সর্পত্ব প্রাপ্ত হন। দেবতারা তখন ইন্দ্রকে অভয় দিয়ে নিয়ে আসেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ করে তিনি ব্রহ্মহত্যা পাপ হতে মুক্ত হন। কারণ অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা পরমাত্মস্বরূপ ভগবান্ শ্রীনারায়ণ দেবের আরাধনা করলে সমগ্র জগতের বধজনিত পাপ হতে মুক্ত হওয়া যায়। তিনি ব্রহ্মহত্যা পাপ হতে মুক্ত হয়ে আবার লোকসমাজে পূর্ববৎ সম্মান প্রাপ্ত হলেন।

অধ্যায় (১৪—১৯)

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবন্, পাপাত্মা বৃত্রাসুর রজঃ এবং তমো গুণ স্বভাবসম্পন্ন ছিল। অথচ শ্রীভগবানের প্রতি তার প্রগাঢ় ভক্তি হল কিরূপে? শ্রীশুকদেব বললেন—হে মহারাজ! ব্যাসদেব, নারদ ও দেবল এর নিকট আমি বৃত্রের ইতিহাস জেনেছি তা আপনাকে বলছি, শুনুন ঃ— শূরসেন দেশে চিত্রকেতু নামে এক সার্ব্বভৌম রাজা ছিলেন. পৃথিবী দেবী স্বয়ং তাঁর অভিলষিত ফল প্রদান করতেন।

তাঁর বহু পত্নী ছিল, তথাপি তিনি অপুত্রক ছিলেন। রাজার রূপ, যৌবন, ঔদার্য্য, সৎকুলে জন্ম, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য ও শ্রী প্রভৃতি, সর্বগুণসম্পন্ন হয়েও বন্ধ্যাপতি বলে চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। একদিন মহর্ষি অঙ্গিরা ঘুরতে ঘুরতে যদৃচ্ছাক্রমে চিত্রকেতুর ভবনে এসে উপস্থিত হলেন। রাজা তাঁকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করলেন। মহর্ষি অঙ্গিরা বিনয়াবনত রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মহারাজ! আপনার সকল মঙ্গল তো? আপনার মুখমণ্ডল চিন্তায় বিবর্ণ দেখে মনে হচ্ছে আপনি নিজের বিষয়ে সন্তুষ্ট নহেন। রাজা বললেন, মহর্ষি, আপনি তো অন্তর্যামী, সবই জানেন তবু আমি উত্তর দিচ্ছি। যে ব্যক্তি ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে অন্ন ও জলের জন্য ব্যাকুল, তার জন্য মাল্য, চন্দন প্রভৃতি অপর ভোগ্য সামগ্রী সুখের হয় না। যদিও লোকপালদিগেরও স্পৃহনীয় রাজ্য, ঐশ্বর্য্য এবং সম্পদ আছে তথাপি পুত্রহীনতাবশতঃ আমাকে ধন, ঐশ্বর্য্য, খ্যাতি কিছুই শান্তি দিচ্ছে না। হে প্রভু! আপনি আমাকে এই নরক যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করুন। পুত্রের অভাব পূরণ করুন। রাজার প্রার্থনায় মহর্ষি একটি যজ্ঞের আয়োজন করলেন। ঐ যজ্ঞের শেষে রাজার প্রধান মহিষী কৃতদ্যুতিকে হোম অবশিষ্ট চরু দান করলেন। অনন্তর অঙ্গিরা চিত্রকেতুকে বললেন, রাজন্, আপনার একটি পুত্র জন্মাবে, সে পুত্র আপনাকে আনন্দ ও শোক দুইই দান করবে। এই বলে মহর্ষি চলে গেলেন। কালপূর্ণ হলে যথাযথ সময়ে কৃতদ্যুতি এক পুত্রের জন্ম দিলেন। শূরসেনবাসীরা এই সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। চিত্রকেতু আনন্দচিত্তে স্নান করে পবিত্র ও অলঙ্কৃত হয়ে ব্রাহ্মণগণের দ্বারা নবজাতকের প্রতি আশীর্বাদ ও জাত কর্ম সম্পাদন করালেন। মেঘ যেমন প্রাণীদিগের প্রতি জল বর্ষণ করে সেরূপ উদারচিত্ত রাজা অকাতরে লোকদিগকেও ইচ্ছানুরূপ বস্তু দান করলেন। যাতে পুত্রের যশ ও আয়ু বৃদ্ধি হয়। একদিন মহিষীর সপত্নীগণ ঈর্ষ্যাবশতঃ ঐ পুত্রকে গোপনে বিষ দিয়ে হত্যা করল। সমস্ত অন্তঃপুরবাসী স্ত্রীলোক ও পুরুষগণ সকলেই তথায় আগমন পূর্বক রাজা ও রাণীর বিপদে নিজেদের বিপদ মনে করে অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে রোদন করতে লাগল। কৃতদ্যুতির সঙ্গে অন্যান্য সপত্নীরাও কপট রোদন করতে লাগল। পুত্রের মৃত্যু হয়েছে জেনে রাজার দৃষ্টি শক্তি লোপ হল, পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা যেতে লাগলেন। তাঁর বাক্‌রুদ্ধ হল, গুরুতর শোকাকুল হয়ে রাজা ও রানী দু'জনে নানাপ্রকার বিলাপ করে রোদন করতে লাগলেন। হে বৎস! তুমি আমাদের ছেড়ে যেও না, নির্দয় যমের সহিত দূরে চলে যেও না, কারণ পুত্রহীন ব্যক্তির পক্ষে নরক উত্তীর্ণ হওয়া যে অসম্ভব, আমরা আশা করেছিলাম তোমার দ্বারাই সেই নরক

উত্তীর্ণ হব, কিন্তু হায়! এক্ষণে আমাদের কে উদ্ধার করবে? এইভাবে রোদনের ফলে নগরটি সম্পূর্ণ চেতনা হীন হয়ে পড়ল। তাঁদের শোক দূর করার কোন উপযুক্ত সহায় নাই। এমন সময় মহর্ষি অঙ্গিরা শ্রীনারদকে নিয়ে অবধূতবেশে পুনরায় এসে রাজপুরীতে উপস্থিত হলেন। তখন রাজা স্বীয় মৃত পুত্রের নিকটে মৃতের ন্যায় পড়েছিলেন। মহর্ষি ও নারদ নানাপ্রকার সৎ কথা দ্বারা তাঁকে প্রবোধ দিতে লাগলেন। "হে মহারাজ! আপনি যার জন্য শোক করছেন, সে আপনার কে? পূর্বজন্মে বর্তমানে কিংবা ভবিষ্যৎ জন্মে সৃষ্টি বিষয়ে আপনিই বা ইহার কে? স্রোতের বেগে বালুকারাশি যেমন কোথা থেকে সরে আবার কোথাও সংযুক্ত হয়, জীবগণও সেইরূপে কালের গতিতে মিলিত হয় আবার সরে যায়। চিরদিনের জন্য কারও নিজস্ব হয়ে থাকে না।"* সুতরাং ইহার জন্য দুঃখ কেন? সকলই শ্রীহরির মায়াশক্তি দ্বারা পরিচালিত। হে রাজন্! আমি তোমাকে পরম জ্ঞানপ্রদান করতে ইচ্ছুক হয়ে তোমার গৃহে এসেছিলাম। কিন্তু তখন তুমি পুত্র প্রার্থনা করলে তাই আমি এক পুত্র সন্তান দান করেছিলাম। রাজন্, এখন তো বুঝলে স্ত্রী পুত্রাদি সকলই কেবল সন্তাপদায়ক—অতি চঞ্চল, গন্ধর্ব্বনগরতুল্য একবার দেখা দেয়, আবার চলে যায়। স্বপ্নে দেখা বা ইন্দ্রজালে দেখা, মিথ্যাভূত। এরা শোক, মোহ, ভয় ও দুঃখ দান করে থাকে। ইহাদের পরমার্থিক অস্তিত্ব নাই।

মহর্ষি অঙ্গিরা ও নারদ মুনির উপদেশবাক্য শ্রবণ করে রাজা সান্ত্বনা প্রাপ্ত হলেন। এবং বললেন, আপনারা বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন এবং মহৎ ব্যক্তি অপেক্ষাও মহত্তম। আমি নিতান্ত নির্বোধ, অজ্ঞান, আপনারা আমার প্রভু। অতএব আপনারা আমার জন্য জ্ঞানরূপ প্রদীপ প্রজ্বলিত করুন। মহারাজ, আমি অঙ্গিরা ঋষি আর ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র নারদ মুনি আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি। আপনি পুত্রশোকে মগ্ন কিন্তু আপনি ভগবানের ভক্ত, এরূপ শোকাচ্ছন্ন হওয়া উচিত নয়। অতএব আপনি সুস্থচিত্তে আত্মতত্ত্ব বিচার করে শ্রীভগবান্ ব্যতীত অন্য কোন বস্তু সত্য হতে পারে না। এটি হৃদয়ে সর্বদা প্রতিষ্ঠিত করুন, তাতেই শান্তি লাভ করতে পারবেন।

---

* কোহয়ং স্যাৎ তব রাজেন্দ্র! ভবান্ যমনুশোচতি।
ত্বঞ্চাস্য কতমঃ সৃষ্টৌ পুরেদানীমতঃ পরম্।।
যথা প্রযান্তি সংযান্তি স্রোতোবেগেন বালুকাঃ।
সংযুজ্যন্তে বিযুজ্যন্তে তথা কালেন দেহিনঃ।। ৬/১৫/২, ৩

অনন্তর দেবর্ষি নারদ যোগবলে শোককারী জ্ঞাতিগণকে দর্শন করার জন্য মৃত পুত্রকে সম্বোধন করে বললেন, হে জীবাত্মন্! তোমার মঙ্গল হউক, দেখ, তোমার পিতামাতা বান্ধবগণ তোমার দেহত্যাগে শোকে অত্যন্ত সন্তপ্ত হয়েছেন। ইঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তুমি এই পরিত্যক্ত দেহে প্রবেশ করে পিতার রাজসম্পদ ভোগ কর এবং রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হও। জীবাত্মা বলল, কর্মবশে আমি তো বহু যোনি ভোগ করলাম। ইঁহারা আমার কোন্ জন্মের পিতামাতা ছিলেন? বিভিন্ন বিভিন্ন জন্মানুসারে সকলেই সকলের আত্মীয়, জ্ঞাতি, ঘাতক, বন্ধু হতে পারেন। জীবাত্মা যতদিন দেহে থাকে, ততদিনই মাত্র দেহের উৎপাদনকারীর সঙ্গে তার একটা দৈহিক সম্পর্ক থাকে। জীবাত্মার প্রিয় বা অপ্রিয় নাই, আত্মীয় বা শত্রু নাই; আপন বা পর কেহ নাই। সে একক, কারও সাথে লিপ্ত নহে, গুণ দোষকারীদিগের বিবিধ বুদ্ধির সাক্ষী মাত্র। আত্মা সুখ-দুঃখ অথবা ক্রিয়াফল রাজ্যাদি ভোগ করে না। সে ভোগের সাক্ষী মাত্র। ভোক্তার নহে। ইনি দেহাদির অধীন নহেন। যখন আমার স্বরূপ ঈদৃশ, তখন আমার সহিত আপনাদের কি সম্বন্ধ আছে? অতএব শোক-মোহ করা বিধেয় নহে। এই বলে জীবাত্মা প্রস্থান করল। বিস্ময়ান্বিতচিত্তে চিত্রকেতু এইসব দেখে শুনে সমস্ত শোক ত্যাগ করলেন। অনন্তর চিত্রকেতু প্রভৃতি সপিণ্ডগণ মৃত বালকের দেহ দগ্ধ করে শোক, মোহ, ভয় ও পীড়ার হেতুভূত দুস্ত্যজ স্নেহ পরিত্যাগ করলেন, এবং কালিন্দীর জলে স্নান করে তর্পণাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করে সংযতচিত্তে মৌনব্রত অবলম্বন করে নারদ ও অঙ্গিরাকে বন্দনা করলেন। অনন্তর নারদ মুনি তাঁকে এক মন্ত্রবিদ্যা প্রদান করলেন। এরপর অঙ্গিরা ও নারদমুনি ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করলেন। সাতদিন ঐ মন্ত্রবিদ্যা একাগ্রচিত্তে অভ্যাস করে চিত্রকেতু বিদ্যাধরত্ব লাভ করলেন। মনোগতি লাভ করে রাজা ভগবান্ শেষদেবের নিকট গিয়ে তাঁর দর্শন লাভ করলেন। তাঁর দর্শনে চিত্রকেতুর সকল পাপ বিনষ্ট হল। অন্তঃকরণ শান্ত ও নির্মল হল। তিনি সেই আদি পুরুষের শরণাপন্ন হয়ে ভক্তিবশতঃ তাঁর লোচন প্রেমাশ্রু বিগলিত হতে লাগল এবং দেহ রোমাঞ্চিত হল, তাঁর পাদপদ্মে প্রণত হয়ে শ্রীভগবানের স্তুতি করতে লাগলেন। স্তুতিতে ভগবান্ সন্তুষ্ট হয়ে প্রীতিসহকারে বললেন, নারদ ও আঙ্গিরা তোমাকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তুমি সেই বিদ্যা দ্বারা আমার দর্শন লাভ করে সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হয়েছ। আমি সর্বভূতস্বরূপ, ভোক্তাও আমিই; আমিই সর্বভূতের আত্মা ও সর্বভূতের উৎপাদক। শব্দব্রহ্ম এই উভয়ই আমার নিত্য মূর্তি। আমাতেই ভোক্তা ও ভোগ্য পদার্থ নিহিত আছে। হে রাজন্! শ্রদ্ধা সহকারে ও অবহিত হয়ে আমার বাক্য ধারণা কর। শীঘ্র জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পন্ন হয়ে সিদ্ধিলাভ

করবে। এই বলে অন্তর্হিত হলেন। অনন্তদেব যে দিকে অন্তর্ধান করলেন, বিদ্যাধর চিত্রকেতু সেই দিক্‌কে নমস্কার করে গগনচারী হয়ে বিচরণ করতে লাগলেন। মুনি, সিদ্ধ ও চারণগণ, মহাযোগী চিত্রকেতু দর্শন করলে তাঁর স্তব করতেন। রাজা চিত্রকেতুর স্বর্গধামে ইচ্ছামত ভ্রমণ করতে করতে একদিন কৈলাসপতি মহেশ্বরকে দেখলেন, দেবতা ও ঋষিগণ পরিবৃত হয়ে পার্বতীকে বামক্রোড়ে ধারণ করে বসে আছেন। গর্ব্বমত্ত বিদ্যাধর চিত্রকেতু শিব পার্বতীকে দেখে বললেন, কি পরিতাপ, ইনি লোকগুরু অথচ নির্লজ্জের ন্যায় সর্বসমক্ষে স্বীয় পত্নীকে ক্রোড়ে নিয়ে বসে আছেন। দেবী পার্বতী যাতে শুনতে পান এমনভাবে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করে বললেন। অতি গম্ভীর বুদ্ধিসম্পন্ন ভগবান্ মহাদেব চিত্রকেতুর বাক্য শুনেও সহাস্যে নীরব থাকলেন এবং সভামধ্যে যাঁরা ছিলেন সকলে চুপ করে থাকলেন। দেবী পার্বতী এই কথা শুনে তার প্রতি কুপিতা হয়ে অভিশাপ দিলেন, 'তুমি অত্যন্ত পাপময়, তুমি অসুরযোনি প্রাপ্ত হও।' চিত্রকেতু বিমান হতে অবতরণ করে অবনতমস্তকে বললেন, হে দেবি! আপনার অভিশাপ আমি সযতনে গ্রহণ করলাম। দেবতাগণ মানুষকে যা বলেন, তা সেই মানুষেরই প্রাক্তন কর্ম অনুসারে অর্জ্জিত। অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীব সর্বদা সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করে সুখ দুঃখ ভোগ করে থাকে। সংসার গুণ সকলের ধারাবাহী প্রবাহ মাত্র। ইহাতে শাপই বা কি? আর অনুগ্রহই বা কি? স্বর্গই বা কি? আর নরকই বা কি? সুখই বা কি? আর দুঃখই বা কি?

তখন মহেশ্বর বললেন, "দেবি, বিষ্ণুভক্তগণের মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ করলে তো! যাঁরা অদ্ভুতকর্মা হরির দাসানুদাস তাঁরা অতি নিস্পৃহ ও মহাত্মা, তাদের কামনা বাসনা নাই। তাঁর প্রিয় অপ্রিয় আপনপর এইরূপ কোন ভেদবুদ্ধি নাই। কারণ আত্মা সর্বভূতেই আছেন এবং শ্রীভগবান্ সর্বভূতেরই প্রিয়। এই মহাভাগ চিত্রকেতু সেই শ্রীহরির প্রিয় অনুচর। ইনি সর্বত্র সমদৃষ্টি ও শান্ত।"* আমিও অচ্যুতের প্রিয় এই নিমিত্ত ইহার প্রতি আমার ক্রোধের উদ্রেক হয় নাই। অতএব যারা মহাত্মা মহাপুরুষের ভক্ত, শান্ত ও সমর্থ সেই সকল পুরুষের কার্য্য বিস্ময় প্রকাশ করবার কিছুই নাই। মহাদেবের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করে উমাদেবী শান্তবুদ্ধি ও বিস্ময় বর্জ্জিত হলেন।

---

* দৃষ্টবত্যসি সুশ্রোণি! হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
মাহাত্ম্যং ভৃত্যভৃত্যানাং নিস্পৃহাণাং মহাত্মনাম্।।
নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ।। ৬/১৭/২৭, ২৮

অনন্তর চিত্রকেতু দানবযোনি আশ্রয় করে ত্বষ্টার যজ্ঞে উৎপন্ন হয়ে 'বৃত্রাসুর' আখ্যায় বিখ্যাত হন। দেবীর অভিশাপ মহাত্মা চিত্রকেতু বৃত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে আসুরভাব প্রাপ্ত হয়েছিলেন সত্য কিন্তু অঙ্গিরা, নারদ এমন কি স্বয়ং ভগবান্ সঙ্কর্ষণ পর্যন্ত তাঁকে অনুগ্রহ দৃষ্টিতে দেখতেন, তার ফলে তাঁর সেই বৃত্রাসুর অবস্থাতেও পূর্বতন ভক্তিভাব অক্ষুণ্ণভাবেই বিরাজমান ছিল। এই পবিত্র ইতিহাস বিষ্ণুভক্তগণের মাহাত্ম্য প্রকাশক, ইহা শ্রবণ করলে জীব-সংসার বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে থাকে।

শ্রী শুকদেব বললেন, হে রাজন! সবিতার পত্নী পৃশ্নি — সাবিত্রী, ব্যাহৃতি, ত্রয়ী, অগ্নিহোত্র পশুযাগ, সোমযাগ, চাতুর্ম্মাস্য এবং পঞ্চমহাযজ্ঞ এই কয়েকটি সন্তান প্রসব করেছিলেন। ভগের পত্নী সিদ্ধি — মহিমা, বিভু ও প্রভু নামক তিনটি পুত্র এবং আশিষ নামে একটি উত্তম কন্যা প্রসব করেছিলেন। ধাতার চারটি পত্নী চারটি পুত্র প্রসব করেছিলেন। বরুণের পুত্ররূপে পুনরায় ভৃগুমুনি জন্মগ্রহণ করেন। মহাযোগী বাল্মীকি, যিনি বল্মীক হতে উৎপন্ন তিনিও বরুণের পুত্র; অগস্ত্য ও বশিষ্ঠ এই মুনিদ্বয় মিত্র ও বরুণের সাধারণ পুত্র।

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—হে গুরুদেব! ইন্দ্র মরুদ্‌গণের জন্মলব্ধ আসুরভাব দূর করে কি কারণে তাঁদিগকে দেবত্ব প্রাপ্ত করলেন? তাঁরা এমন কি সৎকাজ করেছিলেন? হে ভগবন্! মুনিগণও এই সব জানতে চান। দয়া করে তা বর্ণনা করুন। এই বাক্য শ্রবণ করে শ্রীশুকদেব বলতে লাগলেন — পরোক্ষভাবে বিষ্ণুর সহয়তাপ্রাপ্ত ইন্দ্র, দিতির পুত্রগণকে নিহত করলে শোকোদ্দীপ্ত ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন। ভ্রাতৃহত্যাকারী ইন্দ্রিয়পরায়ণ কুটিল প্রকৃতি কঠিন হৃদয় পাপিষ্ঠ ইন্দ্রকে হত্যা করে কত দিনে নিশ্চিন্তে শয়ন করব। "যে দেহ প্রভু বলে কথিত হলেও মৃত্যুর পর কৃমি বা ভস্ম নামে পরিণত হয়, সেই দেহের জন্য যে ব্যক্তি প্রাণিহত্যা করে, সে কি স্বার্থ বুঝে? যেহেতু প্রাণিহত্যা দ্বারা নরকই লাভ হয়ে থাকে।"*

হে রাজন্! দিতির মনের ভাব কশ্যপ বুঝতে পেরে বললেন, তোমার অন্তরের প্রার্থনা অবশ্য পূরণ করব। তুমি বর প্রার্থনা কর। হে ভদ্রে! তুমি ঈদৃশ ভক্তি ও প্রেমদ্বারা আমার সেবা করেছ, আমি তোমাকে একান্ত দুর্লভ বস্তু প্রদান করব। পতিই

---

* কৃমিবিড় ভস্মসংজ্ঞাসীদ্ যশ্যেশাভিহিতস্য চ।
ভূতধ্রুক্ তৎকৃতে স্বার্থং কিং বেদ নিরয়ো যতঃ।। ৬/১৮/২৫

নারীর পরম দৈবত বলে শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে। দিতি বললেন, হে মুনিবর! আপনি যদি সত্যিই সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন তবে পুত্রবিয়োগে কাতরা আমি, মৃত্যুরহিত একটি ইন্দ্রঘাতী পুত্র আপনার নিকট প্রার্থনা করি, কারণ ইন্দ্র বিষ্ণুদ্বারা আমার দুটি পুত্র বিনাশ করেছেন। কশ্যপ দুঃখিত চিত্তে বললেন, হায়! আমি ইন্দ্রিয়সুখে রত হয়েছি, আমার চিত্ত অভিভূত হয়েছে, বিবেকহীন হয়েছি, নিশ্চয়ই আমি নরকে পতিত হব। কারণ স্ত্রীলোকদিগের আচরণ বুঝতে পারি নাই। কয়জনই বা বুঝে? তাদের হৃদয় খানি ক্ষুরধারের ন্যায় তীব্র। তারা স্বার্থসিদ্ধির জন্য পতি, পুত্র, ভ্রাতা কিংবা নিজেকে হত্যা করতে পারে। আমি বর দিব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। প্রতিশ্রুতি যাতে মিথ্যা না হয় আবার ইন্দ্রকেও বিনষ্টের হাত হতে রক্ষা করতে হবে। কশ্যপ বললেন, হে ভদ্রে! তুমি যদি একবৎসর কাল পর্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে ব্রত পালন কর তবে ইন্দ্রঘাতক ও অসুরবান্ধব একটি পুত্র জন্ম দিতে পারবে। দিতি রাজী হলেন। যা অবশ্য কর্তব্য, যা অনাবশ্যক অথচ নিষিদ্ধ নহে এবং যা নিষিদ্ধ তৎসমুদয় উপদেশ করুন। কশ্যপ বললেন, প্রাণীবর্গের প্রতি হিংসা ও আক্রোশ করবে না, শাপ প্রদান করবে না, মিথ্যা কথা বলবে না, নখ রোমাদি কর্তন করবে না, অমঙ্গল বস্তু স্পর্শ করবে না। জলে নেমে স্নান করবে না, ক্রুদ্ধ হবে না, দুর্জনের সঙ্গে আলাপ করবে না, অধৌত বস্ত্র পরিধান করবে না, ধারণ করা মালা পুনরায় ধারণ করবে না, উচ্ছিষ্ট, নিবেদিত অথবা পিপীলিকা দ্বারা দূষিত, সামিষ শূদ্র কর্তৃক আনীত এবং রজস্বলা কর্তৃক দৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করবে না, আর অঞ্জলি দ্বারা জলপান করবে না। উচ্ছিষ্ট স্পর্শকরে জল না দিয়ে, সন্ধ্যাকালে মুক্তকেশ ও ভূষণহীন হয়ে বাক্য সংযত এবং শরীর আবৃত না করে বাইরে বিচরণ করবে না। নিত্য ধৌত বসনা;শুচি শুদ্ধভাবে গো, ব্রাহ্মণ; লক্ষ্মী ও বিষ্ণুর পূজা করবে। পাদদ্বয় ধৌত না করে, অপবিত্রা হয়ে, আর্দ্রপথে, উত্তর বা পশ্চিম দিকে মস্তক করে শয়ন করবে না, অন্যের সহিত বিবস্ত্রা হয়ে অথবা উভয় সন্ধ্যাকালে শয়ন করবে না। মাল্য; গন্ধ; উপহার ও ভূষণদ্বারা সধবা স্ত্রীগণের অর্চনা করবে এবং পতির অর্চনা করে তিনি প্রকোষ্ঠমধ্যে বর্তমান আছেন এইরূপ ধ্যান করবে। এইরূপে নানাবিধ আচার আচরণ মেনে পুত্র উৎপাদক ব্রত এক বৎসর কাল আচরণ করতে পার, তবে তোমার ইন্দ্রহন্তা পুত্র উৎপন্ন হবে।

হে রাজন্! অদিতি সকল ব্রত স্বীকার করে কশ্যপ হতে পুত্রধারণ করলেন এবং যথার্থভাবে ব্রতপালন করতে আরম্ভ করলেন। চতুর বুদ্ধিমান ইন্দ্র অদিতির অভিপ্রায়

বুঝতে পেরে নানাভাবে শুশ্রূষা করতে লাগলেন। ব্যাধ যেমন মৃগগণকে বধ করার জন্য মৃগরূপ ধারণ করে, দৈত্যরূপ ইন্দ্র ও ব্রতপরায়ণা দিতির ব্রতে ত্রুটি ধরার জন্য সেবা করতে লাগলেন। কিন্তু দিতির নিষ্ঠায় কোন ত্রুটি পেলেন না তখন ইন্দ্র চিন্তায় পড়লেন, কি উপায় করা যায়? এইরকম যখন চিন্তাগ্রস্ত ঠিক সেই সময় একদিন ব্রতক্লান্তা দৈবচক্রে দিতি উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করে হাত ধৌত না করে এবং সন্ধ্যাকালে পা ধৌত না করে নিদ্রা গিয়েছিলেন। যোগসিদ্ধ ইন্দ্র এই সুযোগে যোগমায়া প্রভাবে নিদ্রায় অচৈতন্য দিতির উদর মধ্যে প্রবেশ করলেন। গর্ভস্থ সন্তানকে ইন্দ্রের বজ্রদ্বারা খণ্ডবিখণ্ড করলেন। কিন্তু বিষ্ণুর কৃপায় গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যু হল না। যেহেতু দিতি নিষ্ঠা সহকারে একবৎসর কাল শ্রীহরির আরাধনা করেছিলেন। দিতির গর্ভে যথাসময়ে পুত্র সন্তানদের জন্ম হয় উনপঞ্চাশটি ভাগে। একদিন দিতি ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে বৎস! তুমি কি জান? যদি জান তবে সত্যিকথা বল। আমি চেয়েছিলাম একটি পুত্র অথচ উনপঞ্চাশটি হল কেন? ইন্দ্র সব সত্যি ঘটনা বললেন। ইহা শ্রীভগবানের সেবার আনুষঙ্গিক ফল। হে মহত্বশালিনিজননী! আমি অজ্ঞ, আমার কী অনার্য্য আচরণ তুমি ক্ষমা করে দাও। ভাগ্যক্রমে তোমার সন্তানরা বেঁচে উঠেছে। দেবরাজ ইন্দ্রকে অকপটে দিতি ক্ষমা করে দিলেন। ইন্দ্র মরুৎগণকে সঙ্গে নিয়ে স্বর্গধামে গমন করলেন। পরীক্ষিৎ বললেন, রাজন্, মরুৎগণের জন্মবৃতান্ত সকলই বললাম।

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন, হে গুরুদেব! পুত্র উৎপাদক ব্রত থেকে বিষ্ণু সুপ্রসন্ন হলেন কি ভাবে? তা আমি বিস্তৃতভাবে সেই ব্রতের কথা জানতে চাই।

শ্রীশুকদেব বললেন, স্ত্রী লোকের পতির অনুমতি লয়ে অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদ তিথিতে সর্ব কামপ্রদ ব্রত আরম্ভ করবে। প্রার্থনা করতে হবে—"হে পূর্ণমনোরথ ভগবন্! হে জগদীশ্বর! তুমি কৃপা, ঐশ্বর্য্য, তেজ, মহিমা, সামর্থ্য ও সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি সমস্ত গুণের অধিকারী তাই সকলের নিকট ভগবান্ বলে খ্যাত।"*

হে মহামায়ে বিষ্ণুপতি লক্ষ্মী! আমার প্রতি প্রীতা হও, আমার প্রতি প্রসন্না হও, তোমাকে বারবার প্রণাম করি। অতুল ঐশ্বর্যশালী ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বরাত্মক ভগবান্

---

* যথা ত্বং কৃপয়া ভূত্যা তেজসা মহিমৌজসা।
জুষ্ট ঈশ! গুণৈঃ সর্ব্বৈস্ততোঽসি ভগবান্ প্রভুঃ।। ৬।১৯।৫

পুরুষোত্তমকে বার বার প্রণাম জানাই। এই প্রকার মন্ত্রদ্বারা একাগ্রচিত্তে বিষ্ণুর আবাহন করবে এবং পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়াদি নৈবেদ্য প্রভৃতি উপচার প্রদান করবে। ভক্তি পূর্বক লক্ষ্মী ও বিষ্ণুকে সম্যক্ প্রকারে পূজা করবে। কারণ তাঁরা সকল প্রকার বরপ্রদানে সমর্থ। এইভাবে দশবার মন্ত্রজপ করবে, অনন্তর স্তব পাঠ করবে। যেহেতু বিষ্ণু ও লক্ষ্মী দেবী ত্রিভুবনের ঈশ্বর অতএব আমার যেন চিরস্থায়ী উত্তম ফল লাভ হয়। পরমভক্তি সহকারে পতিকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলে জ্ঞান করে সেবা করবে। এই রকম পূজাবিধি অনুসারে একবৎসর কাল ব্রত উদ্‌যাপন করার পর কার্তিকমাসের শেষদিনে উপবাস করবে। পরদিন বিধি অনুসারে যজ্ঞে আহুতি প্রদান করবে। যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণ আশীর্বাদ করলে অবনত মস্তকে তা গ্রহণ পূর্বক ভক্তিসহকারে তাঁদের অনুমতি লয়ে হোমবিশিষ্ট চরু ভোজন করবে। এই চরুদ্বারা সৌভাগ্য ও সুপুত্র লাভ হয়ে থাকে। এছাড়া অবিবাহিতা রমণী এই ব্রত করলে গুণসম্পন্ন পতিলাভ করতে পারবে, পতি পুত্র হীনা রমণী সর্বপাপক্ষয় করে শুভগতি লাভ করতে পারবে, রুগ্ন ব্যক্তি সুস্থ হতে পারবে, কুরূপা রমণী সুন্দরী হতে পারবে, ধনবতী হতে পারবে আরো নানা কার্যফল লাভ করতে পারবেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! পবনগণের জন্মবৃত্তান্ত এবং দিতির মাহাত্ম্য পূর্ণ ব্রতের কথা কীর্তন করলাম।

—ঃঃ—

শ্রীমদ্‌ভাগবত

সপ্তম স্কন্ধ

অধ্যায় (১—৭)

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন, হে ব্রহ্মন্‌, শ্রীভগবান্‌ সর্বভূতের প্রিয় ও বন্ধু অথচ তিনি ভেদবুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে ইন্দ্রের নিমিত্ত হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতি দৈত্যগণকে বধ করেছিলেন কেন? এই কারণে সুদৃঢ় সংশয় উপস্থিত হয়েছে। আপনি এই সংশয় ছেদন করুন। আপনিতো সর্বতত্ত্বদর্শী মহর্ষি যে কোন সংশয় ছেদন করতে পারেন। ঋষিবর বললেন, রাজন্‌, তুমি উত্তম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছ। কারণ ভগবান্‌ বিষ্ণুর চরিত্র অতি অদ্ভুত। তিনি সত্ত্বগুণ প্রধান দেবতা ও ঋষিগণের দেহে অধিষ্ঠান করে তাঁদিগকে বর্দ্ধিত করেন; রজঃ তমঃ প্রধান অসুরগণকে বিনাশ করেন। একজন বাধ্য ও অপরে বাধক হয়ে থাকে ইহা ভগবানের স্বেচ্ছাকৃত নহে। ইহাতে প্রকৃতপক্ষে তাঁর দেবপ্রীতি বা অসুরদ্বেষ নাই। কাষ্ঠে যেমন অগ্নি, পাত্রে যেমন জল, ঘটাদিতে আকাশ, ক্ষুদ্রে ক্ষুদ্র ও বৃহতে বৃহৎ প্রতীত হলেও বস্তুতঃ কোন বৈষম্য নাই, ভগবান্‌ অনাদি এবং নির্গুণ তথাপি তাঁকে যে বাধ্য ও বাধক বলে দেখা যায়, উহা প্রতীতি মাত্র। বাস্তবিধ তিনি কারও বাধক বা বাধ্য নহেন। হে রাজন্‌, রাজসূয় নামক মহাযজ্ঞে চেদিরাজ শিশুপালকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত অদ্ভুত সাযুজ্য মুক্তি দর্শন করে মহারাজ যুধিষ্ঠির নারদকে বললেন, হে মহর্ষে! অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, শিশুপাল চিরকাল ভগবানের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করেছে, অথচ সেই শিশুপাল পরমতত্ত্ব বাসুদেবের সাযুজ্য লাভ হল। অথচ রাজা বেণ একদা ভগবানের নিন্দা করায় ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে নরকে পাতিত করেছিলেন ইহার কারণ জানতে ইচ্ছা করি। নারদ যা বলেছিলেন এখন তোমাকে তাই বলব। নারদ বললেন, রাজন্‌, নিন্দা, স্তুতি, সৎকার ও তিরস্কার, বৈষম্যজ্ঞান এবং অহং মমত্ব রূপ অভিমান এই দেহেই নিবদ্ধ। অখিলাত্মা পরমেশ্বরের ঐরূপ কোন ভেদজ্ঞান নাই। তিনি জীবের হিতার্থে তাকে দণ্ড দেন।

বৈরিতা, ভয়, ভক্তি, স্নেহ, কাম দ্বারা বা অন্য যে কোন উপায়েই হউক, তাঁতে যুক্ত হবে। কোন এক উপায় অন্য উপায় বিরোধী এরূপ মনে করবে না। "নিরন্তর শ্রীভগবানের প্রতি শত্রুতার পোষণ দ্বারা মানুষ যেমন তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়, এমন কি ভক্তিযোগ দ্বারাও তেমন হয় না, ইহা আমার নিশ্চিত ধারণা। ভিত্তি ছিদ্রে ভ্রমর কর্তৃক অবরুদ্ধ তৈলপায়ী কীট ভয়বশতঃ একান্ত মনে নিয়ত ভ্রমরকে স্মরণ করতে করতে সেই ভ্রমরের রূপ প্রাপ্ত হয়।"* সেইরূপ যারা নিজ স্বরূপ শক্তিপ্রভাবে নিত্য পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৈরবুদ্ধি পোষণ করতে করতে নিরন্তর তাঁরই চিন্তা করে তার ফলেই শ্রীভগবানকে লাভ করে থাকে। হে রাজন্! গোপীগণ-প্রণয়হেতু, কংস ভয়হেতু, শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণ দ্বেষহেতু, বৃষ্ণিগণ সম্বন্ধ, তোমরা স্নেহহেতু, এবং আমরা ভক্তি দ্বারা চিত্তসন্নিবেশহেতু তাঁকে প্রাপ্ত হয়েছি। বেণ রাজা উহার মধ্যে কোনও প্রকারেই ভগবানের চিন্তা করে নাই কাজেই তার নরকপাত হয়েছে। শত্রুতাবশতঃ প্রতিক্ষণ তাঁর অনুচিন্তন দ্বারা, আবার ভয় বল, স্নেহ বল, ভক্তি বল, এইসব ভাবের দ্বারা, তাঁতে মন আবিষ্ট করে, তৎফল সর্বপাপ হতে মুক্ত হয়ে অনেকে তাঁর গতি প্রাপ্ত হয়েছেন। অতএব যে কোন উপায়ে শ্রীকৃষ্ণে মন নিবিষ্ট করবে। শিশুপাল ও দন্তবক্র তোমাদের মাতৃস্বসার পুত্র বিষ্ণুর পার্ষদ ছিল, ব্রহ্মশাপে আবদ্ধ হয়েছিল। একদা ব্রহ্মার পুত্র সনন্দন প্রমুখ মহর্ষিগণ ইচ্ছামত ত্রিভুবন পর্য্যটন করতে করতে বিষ্ণুলোকে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁরা মরীচি প্রভৃতিরও অগ্রজ। তথাপি দেখতে পঞ্চ বা ষড়বর্ষ বালকের ন্যায়; তাঁরা দিগম্বর, তাদিগকে শিশুমনে করে দ্বারপালদ্বয় জয়ও বিজয় তাঁদের বাধা দেয়। মহর্ষিগণ রেগে গিয়ে তাদের অভিশাপ দেন "তোরা অবিলম্বে পাপবহুল অসুরযোনি লাভ কর।" এইরূপ অভিশপ্ত হয়ে তাঁরা যখন স্বীয় ভবন হতে পতিত হচ্ছিলেন তখন কৃপালু ঋষিগণ কৃপাপরবশ হয়ে বললেন যে, তিন জন্ম অসুরযোনি ভ্রমণ করে আবার তোমাদের বৈকুণ্ঠপুরী লাভ হবে। এই হল শাপ। ঐ পার্ষদদ্বয় প্রথম জন্মে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ, দ্বিতীয় জন্মে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ এবং তৃতীয় বা শেষ জন্মে শিশুপাল ও দন্তবক্র তোমাদের দুই মাতৃস্বসেয়রূপে জন্ম লাভ করে। শত্রুতাবশতঃ নিয়ত তীব্র মনন দ্বারা তারা

---

* যথা বৈরাণুবন্ধেন মর্ত্ত্যস্তন্ময়তামিয়াৎ।
ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ।।
কীটঃ পেশস্কৃতা রুদ্ধঃ কুড্যায়াং তমনুস্মরন্।
সংরম্ভভয়যোগেন বিন্দতে তৎস্বরূপতাম্।। ৭/১/২৬,২৭

পরিশেষে বিষ্ণু সমীপে পুনরায় নীত হয়। যুধিষ্ঠির নারদকে বললেন, ভগবান্ দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর উদ্ধার বৃত্তান্ত বিস্তৃতরূপে বলুন।

নারদ বললেন, শ্রীহরি ধরা উদ্ধার কালে বরাহবপু ধারণ করে হিরণ্যাক্ষের বধ সাধন করেন। তখন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু রোষানলে প্রদীপ্ত হয়ে ভীষণ অনুচর গণের সাহায্যে স্বর্গ মর্ত্য মুহুর্মুহুঃ অত্যন্ত উপদ্রব করতে লাগল। হিরণ্যকশিপু তার অনুচরবর্গকে বলল, তোমরা পৃথিবীতে যাও, সেখানে গিয়ে দেখ যাঁরা তপস্যা, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, ব্রত ও দানে রত তাদিগকে বধ কর। কারণ বিষ্ণু ধর্ম্মময় পুরুষ ও যজ্ঞস্বরূপ অতএব দ্বিজ গণের ক্রিয়ানুষ্ঠানে তাঁর মূল, সেই বিষ্ণুদেব, ঋষি, পিতৃ ও ভূতগণের এবং ধর্মের পরমাশ্রয়। যে যে স্থানে দ্বিজ, গো, বেদ ও বর্ণাশ্রম ক্রিয়া চলছে, তোমরা সেই সেই জনপদে গিয়ে তৎসমুদয় দগ্ধ ও ছেদন কর। অনুচরগণ তাই করতে লাগল। নিজ জননী দিতি, ভ্রাতৃবধূ ও ভ্রাতৃ পুত্রগণকে ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষের শোকে রোদন করতে দেখে হিরণ্যকশিপু মৃদু স্বরে মধুরবাক্যে বলতে লাগল—হে জননী! হে মাতঃ! ভ্রাতৃবধূ! পুত্রগণ! তোমরা শোক করো না কারণ শত্রুর সহিত সম্মুখ রণে মৃত্যু বীরের পক্ষে অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং কাম্য বস্তু। তবে তোমরা কেন শোক করছ? "হে সুব্রতে! এই সংসারে ভূতগণের অবস্থান পথিকগণ পথিমধ্যে যেতে যেতে পানীয়শালায় অবস্থানের ন্যায়; প্রাক্তন কর্মবশে জীবগণ দেহলাভ করে, দৈবের দ্বারা একত্র মিলিত হয়, আবার পূর্বজন্মকৃত অদৃষ্ট বশেই অন্যত্র নীত হয়।"* আত্মা উৎপত্তি ও বিনাশরহিত, নির্মল, সর্বব্যাপী নিত্য অব্যয় শুদ্ধ সর্বগত সর্বজ্ঞ দেহাতীত। আত্মা মায়াবশে সুখ দুঃখাদি গুণ সকল স্বীকার করে দেহ ধারণ করেন। জল চঞ্চল হলে তাতে প্রতিবিম্বিত বৃক্ষ সকলও চঞ্চল বলে মনে হয়। চক্ষু ভ্রাম্যমাণ হলে ভূমিও ভ্রমণ করছে বলে অনুভূত হয়। মন সুখ দুঃখাদি গুণদ্বারা বিক্ষিপ্ত হলে অশরীরি আত্মাকে মনের ন্যায় বিক্ষেপগ্রস্ত শরীরী বলে বোধ হয়। আত্মা দেহ অতিরিক্ত হয়েও তার যে দেহাভিমান হয়। উহাই আত্মার বিপর্যয়ের মূল। উহাই প্রিয় অপ্রিয়ের যোগ বিয়োগ ও সংসারের কারণ। উহা হইতেই জন্ম মৃত্যু রোগ শোক অবিবেক চিন্তা ও বিবেকের বিস্মৃতি হয়ে থাকে।

অতঃপর বললেন, এ বিষয়ে তোমাদের একটি প্রাচীন গল্প কাহিনী শুনাব — উশীনর দেশে সুযজ্ঞ নামে এক বিখ্যাত রাজা শত্রুগণ কর্তৃক যুদ্ধে নিহত হলেন।

---

* ভূতানামিহ সংবাসঃ প্রপায়ামিব সুব্রতে!।
দৈবেনৈকত্র নীতানামুন্নীতানাং স্বকর্মভিঃ।। ৭/২/২১

আত্মীয়েরা তাঁর মৃতদেহ বেষ্টন করে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে রোদন করতে আরম্ভ করছিল। তারা কিছুতেই রাজার দেহ দাহ করবার জন্য নিয়ে যেতে সম্মত হচ্ছিল না। তখন যমরাজ ছদ্মবেশ ধারণ করে এক বালকরূপে এসে বয়স্ক লোকজনকে বললেন, কি আশ্চর্য! লোকের জন্মমরণাদিরূপ ব্যাপার অনবরত প্রত্যক্ষ করতে থেকেও কিরূপ অসাধারণ মোহপ্রাপ্ত! কারণ এ ব্যক্তি যেখান হতে এসেছিল সেখানেই পুনরায় ফিরে গেছে। মনুষ্য যে অব্যক্ত হতে আগমন করে, তাতেই লয়প্রাপ্ত হয়; তবে ঈদৃশ মনুষ্যের জন্য কেন অনর্থক শোক করছেন? অহো! আমি বালক হয়েও ধন্যতম! আমার পিতা ও মাতা আমাকে ত্যাগ করে পরলোকে গিয়েছেন, তথাপি আমি চিন্তিত নহি। আমি দুর্বল হলেও বৃকাদি আমাকে ভক্ষণ করে নাই। কারণ যিনি গর্ভে রক্ষা করেন, সেই বিশ্বপিতা আমায় রক্ষা করছেন। যে অব্যয় ঈশ্বর ইচ্ছায় এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করেন, হে অবলাগণ! এই চরাচর বিশ্ব তাঁরই ক্রীড়নক মাত্র, তিনিই পালনের ও সংহারের প্রভু। "সকল প্রাণীই নিজকৃত কর্মানুসারে কালে উৎপন্ন হয় বিনাশপ্রাপ্ত হয়। পরমেশ্বর রক্ষা করলে পথে পতিত বস্তুও রক্ষিত হয়, আবার গৃহে রাখা সুরক্ষিত বস্তুও দৈবহত হয়ে বিনষ্ট হয়। অরণ্যস্থিত অসহায় ব্যক্তিও তিনি ইচ্ছা করলে বাঁচে, আর বিনাশ করতে চাইলে গৃহের অন্দরে সুরক্ষিত ব্যক্তিরও মৃত্যু হয়।"* অগ্নি যেমন কাষ্ঠের অভ্যন্তরে থাকলেও স্বতন্ত্র সত্ত্বান্বিত, বায়ু যেমন দেহের অন্তরে থেকেও দেহ হতে পৃথক, আকাশ যেমন সর্বতঃ ব্যাপ্ত থেকেও কোনও বস্তুর সহিত সম্বন্ধ নহে; সেইরূপ দেহগত আত্মা সকলগুণের আশ্রয় হয়েও গুণাতীত থাকেন।

যম আরও বললেন, আমি তোমাদিগকে একটি কাহিনী বলছি শুন—এক বনে একসময় কুলিঙ্গ নামক এক পক্ষী ও তদীয় ভার্য্যা কুলিঙ্গী বিচরণ করছিল। কুলিঙ্গী এক কালান্তক ব্যাধের ফাঁদে আবদ্ধ হল। কুলিঙ্গ তার নিকটস্থ হয়ে বিলাপ করতে লাগল। সেই সময় ব্যাধ ঐ কুলিঙ্গকে শরাঘাত করে নিহত করল। তোমরা সেইরূপ যম কর্তৃক আবদ্ধ এই রাজার জন্য রোদন করছ। জান না যে মৃত্যু তোমাদের প্রতিও সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করতে সর্বদা উদ্যত হয়ে আছে। এই কথা শুনে সকলেই সচকিত হয়ে শোকত্যাগ করে সেই রাজার প্রেতকৃত্যাদি সম্পন্ন করল। বালকবেশী যমরাজ অন্তর্হিত হলেন। হিরণ্যকশিপু বললেন, "তোমরা আত্মা বা দেহেন্দ্রিয়াদি অপর বস্তুর

---

* পথি চ্যুতং তিষ্ঠতি দিষ্টরক্ষিতং গৃহে স্থিতং তদ্বিহতং বিনশ্যতি।
জীবত্যনাথোঽপি তদীক্ষিতো বনে গৃহেঽভিগুপ্তোঽস্য হতো ন জীবতি।। ৭/২/৪০

জন্য শোক করো না। অজ্ঞান ব্যতিরেকে এ জগতে দেহিগণের আত্মাই বা কে? পরই বা কে? আত্মীয়ই বা কে এবং পরকীয়ই বা কে? অজ্ঞানতা ব্যতীত দেহীর 'আপন' 'পর' এইরূপ নির্দ্ধারিত হতে পারে না।"* মাতা দিতি ও অন্য সকলেই শোকত্যাগ করে পরমাত্মাতত্ত্বে চিত্ত স্থির করলেন।

নারদ বললেন, হে রাজন! হিরণ্যকশিপু নিজেকে অজেয় অজর ও অমর হতে ইচ্ছা করে মন্দর গুহায় বাহুদ্বয় উর্দ্ধে তুলে আকাশে দৃষ্টি স্থাপন করে পাদাঙ্গুঠ দ্বারা পৃথিবীকে আশ্রয় করে অতিকঠিন তপস্যা আরম্ভ করলেন। দেবগণ সন্ত্রস্ত হয়ে ব্রহ্মার শরণ নিলেন। ব্রহ্মা, ভৃগু ও দক্ষ প্রভৃতি পরিবেষ্টিত হয়ে দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর তপস্যাস্থলে আসলেন। সেখানে এসে তার দেহ দেখতে পেলেন না। তার দেহ বল্মীক স্তুপ তৃণাদি দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে, পিঁপড়ে পোকা মাকড় তার দেহের মেদ মাংস ভক্ষণ করেছে। ব্রহ্মা বললেন, দৈত্যরাজ, আমি তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়েছি। হে কশ্যপ পুত্র হিরণ্যকশিপু! উঠ, উঠ। তোমার মঙ্গল হউক। তুমি তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছ। আমি তোমার সকল কামনা পূরণ করব। ব্রহ্মা স্বীয় কমণ্ডুলুর জল ছিটিয়ে দিলেন। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু পূর্বের বলিষ্ঠ দেহ ফিরে পেলেন। বল্মীকাদির মধ্য হতে উঠে এসে কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মার স্তব করতে করতে গদগদ বাক্যে বলল, প্রভু! আপনি তো সমস্ত প্রাণীর কামনা বাসনা সমূহের পূরণ করার একমাত্র ঈশ্বর। যদি আমার কামনা পূরণ করতে এসেছেন হে বরদ শ্রেষ্ঠ! হে প্রভো! তবে আমাকে এই বর দিন যে আপনার সৃষ্ট কোন প্রাণী হতে দিবসে বা রাত্রিতে, ভিতরে বা বাহিরে, ভূমিতে বা আকাশে, কোন নর বা পশু আমাকে বধ করতে পারবে না। কোনও অস্ত্র দ্বারা আমার মরণ না হয়। অচেতন বা সচেতন কোনও প্রাণী হতে মরণ না হয়, দেব, দৈত্য বা মহাসর্প হতে আমার মরণ না হয়। যুদ্ধে আমার প্রতিপক্ষ থাকবে না। প্রাণীগণের উপর একাধিপত্যও যেন আমার অনুষ্ঠিত তপস্যার প্রভাব অটুট থাকে।

ব্রহ্মা নিজের প্রতিশ্রুতি অনুসারে তার কামনা পূরণ করতে বাধ্য হলেন। দৈত্যরাজ এই বর পেয়ে সুবর্ণবর্ণ দেহ ধারণ পূর্বক ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষের বিনাশ স্মরণ করে পরমেশ্বর বিষ্ণুর প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করতে লাগল। ব্রহ্মতেজে দৃপ্ত হয়ে দশ দিক ও

---

* অতঃ শোচত মা যূয়ং পরঞ্চাত্মানমেব বা।
ক আত্মা কঃ পরো বাত্র স্বীয়ঃ পারক্য এব বা।
স্বপরাভিনিবেশেন বিনাজ্ঞানেন দেহিনাম্।। ৭/২/৬০

তিন লোক স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল জয় করল। প্রাণীর অধিপতিকে পরাভূত করে বিশ্বজেতারূপে ইন্দ্রাদি লোকপাল গণের তেজ গ্রহণ পূর্বক তাঁর বাসভবনাদি অধিকার করল। ইন্দ্রের বাসভবনে বাস করতে লাগল। লোকপাল ও দেবগণ দ্বারা স্তুত হতে লাগল। পৃথিবী কামদুঘা হলেন, সাগর ও নদী রত্ন সকল উপহার দিতে লাগল. দেবগণকে বঞ্চিত করে সমস্ত হবির্ভাগ গ্রহণ করতে লাগল। সনকাদিশাপে দানবযোনি প্রাপ্ত, শাস্ত্র মর্যাদা লঙ্ঘনকারী;গর্বিত ও ঐশ্বর্যমত্ত দৈত্যরাজের এইভাবে বহুশতাব্দী কাল অতিক্রান্ত হল। তাঁর কঠোর শাসনে লোকপালগণ ভীত হয়ে প্রতিকারের উপায় না পেয়ে অনন্যগতি হয়ে বিষ্ণুর শরণ নিলেন। শ্রীভগবান্ বিষ্ণু বললেন, হে দেবশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা ভীত হও না। দৈত্যকুলাধর্মের দৌরাত্ম আমি জ্ঞাত হয়েছি। তোমাদের মঙ্গল হউক, আমার দর্শন সকল প্রাণীর পক্ষেই মঙ্গল কর। হে দেবগণ! শীঘ্রই আমি উহার বিধান করব। তোমরা কাল প্রতীক্ষাকর। "যখন যে ব্যক্তি দেবতায়, বেদে, গোতে, বিপ্রে, সাধুতে, ধর্মে এবং আমাতে যে বিদ্বেষ ভাব পোষণ করে সে শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।"* নিজ কনিষ্ঠ পুত্র মহাত্মা প্রহ্লাদকে যখন সে দ্বেষ করবে, তখনই বরমত্ত দৈত্যবরকে আমি বধ করব। দৈত্যরাজের চার পুত্র তারমধ্যে প্রহ্লাদ সর্বকনিষ্ঠ। সে জিতেন্দ্রিয়, চরিত্র সম্পন্ন; সত্যপ্রতিজ্ঞ, নানাবিধগুণে ভূষিত। বাসুদেবে তার স্বাভাবিকী রতি ছিল। বাল্যাবধি তার ক্রীড়াদিতে আসক্তি ছিল না। ভগবৎচিন্তনে কখনো রোমাঞ্চিত শরীর হয়ে তুষ্ণীভাব অবলম্বন করতো। কখনও বা প্রেমাশ্রুসিক্ত হয়ে নিমীলিত নেত্রে বসে থাকতেন। হিরণ্যকশিপু এই মহাভাগবত মহাত্মা পুত্রকে নানারূপে দ্বেষ করতে লাগল।

যুধিষ্ঠির বললেন—হে দেবর্ষে! সচ্চরিত্র শুদ্ধান্তঃকরণ নিজ পুত্রের প্রতি পিতা যে দ্বেষ করেছিলেন, তার কারণ আপনার নিকট শুনতে ইচ্ছা করি—প্রহ্লাদতুল্য পুত্র, যে পিতাকে দেবতা বলে জানেন, তাদৃশ পুত্রের প্রতি পিতা যে দ্বেষ করেন পিতা হয়ে বিদ্বেষবশতঃ যে পুত্রের মরণের আয়োজন করে, ইহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। হে প্রভো! পিতা পুত্রকে দ্বেষ করল সেই দ্বেষেই পিতার মৃত্যু ঘটল ইহা অতি সন্দেহজনক, সুতরাং, কৃপাপূর্বক আমাদের এই সন্দেহ দূর করুন।

শ্রীনারদ বললেন, ভগবান্ শুক্রাচার্য অসুররাজ কর্তৃক পুরোহিতরূপে বৃত হয়েছিলেন, তাঁর দুইপুত্র ষণ্ড ও অমর্ক। প্রহ্লাদ ও অন্যান্য অসুর বালকদিগকে ষণ্ড

---

* যদা দেবেষু বেদেষু গোষু বিপ্রেষু সাধুষু।
ধর্ম্মে ময়ি চ বিদ্বেষঃ স বা আশু বিনশ্যতি।। ৭/৪/২৭

ও অমর্ক দণ্ডনীতি প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন। গুরুদ্বয় যা শিক্ষা দিতেন তা প্রহ্লাদ পড়তেন ও শুনতেন কিন্তু নীতিশাস্ত্রকে শ্রদ্ধা করতেন না। একদিন গৃহাগত পুত্রকে দৈত্যরাজ ক্রোড়ে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বৎস! তুমি যা উত্তমরূপে শিক্ষা লাভ করেছ। তন্মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ বলে মনে কর। তা আমাকে বল।

প্রহ্লাদ বললেন, "হে অসুরশ্রেষ্ঠ পিতঃ! 'আমি আমার' এই মিথ্যা অভিনিবেশ হতে দেহিগণের বুদ্ধি সম্যক্ উদ্বিগ্ন হয়ে থাকে, অন্ধকূপতুল্য তাদৃশ গৃহ মোহজনক, অধঃপতনের নিদানস্বরূপ গৃহত্যাগ করে অরণ্যে গিয়ে গৃহিগণের শ্রীহরির চরণ সেবাকেই শ্রেষ্ঠ আশ্রয় গ্রহণ করা বিধেয়। আমি অসৎবুদ্ধি বশতঃ সর্বদা উদ্বিগ্নচিত্ত দেহিগণের পক্ষে উত্তম মনে করি।"* দৈত্যপতি শিশুপুত্রের মুখে শত্রু বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিযুক্ত বাক্য শুনে হাস্য করে বললেন, বালকের বুদ্ধি শত্রুপক্ষ দ্বারা বিপর্যয় ঘটেছে। ব্রাহ্মণগণ এই বালককে যত্নপূর্বক রক্ষা করুন। ছদ্মবেশী বৈষ্ণবেরা যেন ইহার বুদ্ধিভেদ জন্মাতে না পারে। যাতে প্রজন্ম বিষ্ণুভক্ত দ্বিজাতিগণ বালকের বুদ্ধি বিপর্যয় না জন্মায়। গুরুদ্বয় তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, বৎস, তুমি নিজ বুদ্ধি বলে দৈত্যরাজকে এইরূপ বললে না অপর কেহ তোমাকে এইরূপ বুদ্ধি দিয়েছে? কেন তোমার এরূপ মতিভ্রম হল? তোমার এই বুদ্ধিভেদ কি নিজ হতেই হল, আমরা তোমার গুরু আমাদের সত্য করে তা বল। প্রহ্লাদ বললেন, এই ব্যক্তি আমার পর বা আমার নিজের, এই মিথ্যা অভিনিবেশ যে শ্রীহরির মায়ায় উৎপন্ন হয়। সেই পরমাত্মা আমার এই ভেদবুদ্ধি জন্ম দিয়েছেন। তাঁর আকর্ষণে আমার এই মতি হয়েছে, অন্য কারো প্রেরণায় নহে। "হে গুরুদ্বয়! অয়স্কান্ত মণির নিকটে যেরূপ লৌহপিণ্ড আপনিই বিচরণ করে, সেই চিত্ত চক্রপাণি বিষ্ণুর ইচ্ছাক্রমেই রূপ আমার স্বয়ংই তৎসন্নিধানে বিচরণ করছে।"** গুরুগণ তখন প্রহ্লাদকে নানা ভৎর্সনা ও তর্জ্জন করে বেত্রঘাত করার ভয় দেখিয়ে ধর্ম, অর্থ, কামরূপ ত্রিবর্গফল সাধন শাস্ত্র পাঠ করাতে লাগলেন। অতঃপর কিছুদিন এইভাবে গত হলে প্রহ্লাদকে সাম, দান, ভেদ, দণ্ডরূপ শাস্ত্রে সুনিপুণ জেনে পুরস্কার প্রত্যাশায় আচার্যগণ দৈত্যরাজের নিকট প্রহ্লাদকে নিয়ে গেলেন। প্রহ্লাদ পিতাকে ভূলণ্ঠিতভাবে প্রণাম করলে পিতা তাঁকে 'দীর্ঘজীবী হও'

* তৎ সাধু মন্যেঽসুরবর্য্য! দেহিনাং সদা সমুদ্বিগ্নধিয়ামসদ্ গ্রহাৎ।
হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত।। ৭/৫/৫

** যথা ভ্রাম্যত্যয়ো ব্রহ্মন্! স্বয়মাকর্ষসন্নিধৌ।
তথা মে ভিদ্যতে চেতশ্চক্রপাণের্যদৃচ্ছয়া।। ৭/৫/১৪

ইত্যাদি আশীর্বাদ আলিঙ্গনাদি দ্বারা অভিনন্দিত করে পরম প্রীতি অনুভব করলেন। দৈত্যরাজ জিজ্ঞেস করলেন, আয়ুস্মন্ তুমি এখানে গুরুর নিকট যে বিদ্যা সম্যক্‌রূপে অভ্যাস করেছ, তার উত্তম কোনও অংশ আমাকে বল। প্রহ্লাদ বললেন; "বিষ্ণুর নাম রূপ গুণ মাহাত্ম্য — শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ পাদসেবন, অর্থাৎ (পরিচর্য্যা), অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন প্রভৃতি। যেমন গবাদি বিক্রয় করে দিলে তাদিগের ভরণ পোষণ চিন্তা করতে হয় না, সেইরূপ ভগবানকে দেহ সমর্পণ করে ভরণ পোষণের চিন্তা বর্জন। এই নয় প্রকার লক্ষণযুক্ত ভক্তি বিষ্ণুতে অর্পিত হয় আমি তাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যয়ন মনে করি।"* দৈত্যরাজ ক্রোধে অধীর হয়ে ব্রাহ্মণদ্বয়কে বললেন, রে ব্রাহ্মণাধম! তোমাদের কি আস্পর্ধা, আমাকে অগ্রাহ্য করে ইহাকে তোমরা আমার বিরুদ্ধভাব দেবপক্ষ গ্রহণে শিক্ষা দিয়েছ? তাঁরা বলল, প্রভু, আমাদের প্রতি দোষারোপ করবেন না। আপনার এই পুত্র যে এরূপ বিষ্ণুভক্তি কথা বলে তা আমাদের কর্তৃক বা অন্য কারো দ্বারা নহে; ইহা উহার স্বভাবজ বুদ্ধি, আমাদের প্রতি দয়া করে ক্রোধ সংবরণ করুন। গুরুদ্বয় এইরূপ বললে, দৈত্যরাজ পুনর্বার পুত্রকে জিজ্ঞেস করলেন, রে দুষ্ট! যদি তুই গুরুমুখে এই সকল শিক্ষা করিস্ নাই; তবে তোর এই দুষ্ট বুদ্ধি কোথা হতে জন্মাল?

প্রহ্লাদ বললেন, হে পিতঃ! যে সমস্ত বিষয়াসক্ত স্বয়ংবদ্ধ ইন্দ্রিয় সংযত না হওয়ায় যারা সংসারে প্রবেশ করে পুনঃ পুনঃ চর্বিত চর্বন করে থাকে, তাদিগের গুরু হতে বা স্বভাবতঃ অথবা পরস্পর হতে কোন প্রকারেই শ্রীহরির প্রতি মতি জন্মাতে পারে না। তাঁর প্রতি প্রীতির সম্ভাবনা নাই। একজন অন্ধ ব্যক্তি যেমন অন্য আর একজন অন্ধকে নিয়ে গেলে উভয়েই নিপতিত হয়। জীবগণ বিষয় বাসনা শূন্য মহৎ ব্যক্তিগণের পদধূলি যতদিন গ্রহণ না করে, ততদিন সকল অনর্থের দূরকারী শ্রীহরির চরণে মতি জন্মে না। তখন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ক্রোধে বিবেকশূন্য হৃদয় হয়ে ক্রোড়স্থ প্রহ্লাদকে ভূমিতলে সজোরে নিক্ষেপ করলো। এবং বলল, হে অসুরগণ! এই পাপাত্মাকে শীঘ্র দূরে নিয়ে যাও, এই বধার্হ দুর্মতিকে এক্ষণে বধ কর। এ আমার ভ্রাতৃহন্তাকারী বিষ্ণুর ভৃত্যের ন্যায় পদসেবা করে। পঞ্চম বর্ষীয় বালক পিতামাতার

---

* শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম নিবেদনম্।।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্।। ৭/৫/২৩, ২৪

সৌহার্দ পরিত্যাগ করতে পারে, এইরূপ কৃতঘ্ন দুর্বিনীত বালক বিষ্ণুর কি উপকার করবে? পাঁচ বৎসর বয়সে পিতার নিকট প্রহ্লাদ শত্রু হয়ে উঠল। কোন অঙ্গ যদি দুষ্ট ব্রণ দ্বারা বিষাক্ত হয়, তবে তা অতি যত্নের সহিত অবশ্যই পরিত্যাগ করা উচিত। যার বর্জনে অবশিষ্ট অঙ্গ সুখে জীবিত থাকে। তখনই অদ্ভুত দর্শনের অসুরগণ প্রহ্লাদকে বধ করার জন্য নানা অস্ত্র দ্বারা আঘাত করতে লাগল। পরব্রহ্মে সমাহিত চিত্ত প্রহ্লাদের উপর সমস্ত আঘাত নিষ্ফল হল। তারপর আঘাতের পরিমাণ আরো বর্ধিত হল। হস্তী, সর্প, বিষ প্রয়োগ, উপবাস, পর্ব্বতশৃঙ্গ হতে ছুঁড়িয়া ফেলা, প্রজ্বলিত অগ্নিতে নিক্ষেপ ইত্যাদি নানাবিধ উপায়ে বধ করার চেষ্টা নিষ্ফল হল। হিরণ্যকশিপু বালকের এই অবস্থা লক্ষ্য করে বিস্মিত হল এবং নিজেকে বিপন্ন মনে করতে লাগল। চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে অধোমুখ হয়ে বসে থাকল। এই অবস্থা দেখে শুক্রাচার্যের পুত্র ষণ্ড ও অমর্ক বললেন, হে নাথ! আপনি ত্রিভুবন জয়ী বীর আপনার চিন্তার বিষয় কি আছে; তা আমরা দেখি না। শিশুদিগের চরিত্রের দোষ গুণ বিচার্য নহে। হে দৈত্যবর! পিতা শুক্রাচার্য না আসা পর্যন্ত প্রহ্লাদকে পাশবদ্ধ করে আমাদের নিকট রাখুন, আমরা আর একবার চেষ্টা করে দেখি। পুরুষের বুদ্ধি স্থিরতার দুটি লক্ষণ—এক বয়ঃক্রম অন্যটি সাধুসঙ্গ। প্রহ্লাদ একে বালক তাতে সাধুসঙ্গের অভাব, সুতরাং বুদ্ধি বিপর্যয় হবে তাতে আশ্চর্য কি? হিরণ্যকশিপু গুরুপুত্র দ্বয়ের বাক্য সমর্থন করে রাজগণের উপযুক্ত ধর্ম উপদেশ করতে বললো। প্রহ্লাদকে ক্রমে ধর্ম, অর্থ ও কাম সম্বন্ধে গুরুপুত্রদ্বয় উপদেশে করতে লাগলেন।

গুরুগণ সাংসারিক কর্মে যখন অধ্যাপনায় বিরত থাকতেন, তখন সমবয়স্ক বালকগণ ক্রীড়ার জন্য প্রহ্লাদকে আহ্বান করত। প্রহ্লাদ তাদিগকে মধুর বাক্যে সম্বোধন করে হাস্যমুখে জন্ম মরণ বিষয়ক বৃত্তান্ত বলতে লাগলেন—"মনুষ্য জন্ম অতি দুর্লভ, ইহাতে পুরুষার্থ সাধিত হয়,কিন্তু ইহা নশ্বর, অতএব এই মনুষ্যজন্মই বিষ্ণুর আরাধনা করা উচিত, তিনিই পরমার্থ দাতা। যদি শীঘ্রই মৃত্যু হয় তবে আর বিষ্ণুর উপাসনা করার সুযোগ হবে না। মানুষের বিষ্ণুর পাদপদ্মে শরণাগতিই একমাত্র মঙ্গলকর। বিষ্ণু সর্বভূতের আশ্রয়, প্রিয়, হিতকারী ও ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ন্তা।"* আয়ু শতবৎসর

---

* কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্।।
যথা হি পুরুষস্যেহ বিষ্ণোঃ পাদোপসর্পণম্।
যদেষ সর্ব্বভূতানাং প্রিয় আত্মেশ্বরঃ সুহৃৎ।। ৭/৬/১, ২

মাত্র, অর্ধেক নিদ্রায়, বিংশতি বৎসর যায় বাল্য ও কৈশোরে ক্রীড়ায়, বিংশতি বৎসর জরার জন্য অক্ষমতায় ব্যয়িত হয়, অবশিষ্ট কাল ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা নিয়ে বিষয়ভোগে আসক্ত হয়ে কোশকারী কীটের ন্যায় স্বরচিত গৃহেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে, দুরন্ত মোহপরবশ হয়ে ত্রিতাপে জর্জরিত হয়, কখন কখন কুটুম্ব ভরণ পোষণই করে থাকে, ভগবৎ চিন্তা কখনও করে না—'আমি' ও 'আমার' সতত এই ভেবে কামিনীদের ক্রীড়ামৃগস্বরূপ ও সন্তান সন্ততি দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে থাকে। হে দৈত্য বালকগণ! বিষ্ণুর শ্রীচরণ আশ্রয় করা জীবের একান্ত কর্তব্য, যেহেতু তিনি সর্বভূতের প্রিয়, আত্মা, ঈশ্বরও সুহৃৎ। সেহেতু তাঁর পদসেবাই পরম ক্লেশকর অবস্থা হতে মুক্তির ও মঙ্গল লাভের একমাত্র উপায়। হে অসুর বালকগণ! শ্রীভগবানকে প্রীত করতে খুব বেশি পরিশ্রম নাই, কারণ তিনি সকল ভূতের আত্মা, এবং সর্বত্র বর্তমান। অতএব তাঁর অন্বেষণে শ্রম নাই,তাঁকে প্রীত করতেও ক্লেশ নাই, মানসিক উপচার দ্বারাই তাঁর সেবা করতে পারেন। সেই আদি, অনন্ত পুরুষ তুষ্ট হলে কিছু অলভ্য থাকতে পারে না। অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বশতঃ বিনাযত্নে যা সিদ্ধ হয়, সেই সকল ধর্মের চেষ্টায় কি ফল? সেই শ্রেষ্ঠতমের চরণধ্যানকারী আমাদের মোক্ষেরই বা প্রয়োজন কি? বয়স্কগণ এই নির্মল জ্ঞানের কথা নরসখা ভগবান্ নারায়ণ নারদকে বলেছিলেন—যে ভাগরতধর্ম তোমাদিগকে বললাম, তা আমি নারদের মুখে শুনেছি। বয়স্যগণ জিজ্ঞেস করল, প্রহ্লাদ! আমরাতো আর অন্য গুরু কোন দিন দেখি নাই। আমরা অতিশিশু অবস্থাতেই এই গুরুদ্বয়কে শিক্ষকরূপে পেয়েছি। তবে তুমি কিরূপে নারদের নিকট শিক্ষালাভ করলে? হে সৌম্য! যদি ইহার কোন বিশ্বাস যোগ্য কারণ থাকে তবে তা বলে আমাদের সংশয় দূর কর। ভাগবতশ্রেষ্ঠ অসুর প্রহ্লাদ বললেন, আমার পিতা যখন মন্দর পর্বতে তপস্যায় নিরত ছিলেন, তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ বলতে লাগলেন, এই অসুর লোক সকলকে তাপ দিতেছিল, যেমন পিপীলিকাগণ সর্পকে ভক্ষণ করে, সেইরূপ এতদিনে সৌভাগ্যক্রমে তার স্বকৃত পাপ পাপিষ্ঠকে ভক্ষণ করেছে এই বলে দেবগণ দৈত্যরাজ্য ও রাজপুরী আক্রমণ করেছিলেন। দৈত্যগণ স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত, পশু ও অন্যান্য ভোগ্য উপকরণ সামগ্রী উপেক্ষা করে প্রাণমাত্র রক্ষার মানসে সকলে চতুর্দিকে পলায়ন করল। আমি তখন মাতৃগর্ভে। দেবরাজ ইন্দ্র আমার অনাথা মাতাকে বন্ধন করে আকাশপথে নিয়ে গেলেন। ঐ সময়ে দৈবক্রমে দেবর্ষি নারদের আগমন ঘটল। তিনি বললেন, হে দেবরাজ! নিরপরাধ ও পরস্ত্রী ইহাকে এইরূপ ভাবে নিয়ে আসা আপনার অকর্তব্য। এই সতী রাজমহিষীকে শীঘ্র পরিত্যাগ করুন। দেবরাজ বললেন, দেবর্ষি, এর গর্ভে আমার

শত্রু দৈত্যরাজের পুত্র সন্তান আছে, ঐ পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র আমি তাকে বধ করে ইহাকে মুক্ত করে দিব। নারদ বললেন, এর গর্ভস্থ শিশু নিষ্পাপ পরম ভাগবত অনন্তের অনুচর ও মহাবলী, আপনি উহাকে বধ করতে পারবেন না। গর্ভস্থ বালক আপনার বধ্য নহে। আর ঐ পুত্র হতে আপনার কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই। ইন্দ্র নারদের কথা শুনে আমার মাতাকে প্রদক্ষিণ পূর্বক পরিত্যাগ করে, তৎপরে নিজ নিকেতন স্বর্গপুরীতে ফিরে গেলেন। নারদ আমার মাতাকে বললেন, মাতঃ, তোমার পতির প্রত্যাগমনকাল পর্যন্ত তুমি আমার আশ্রমেই থাকবে। মাতা সম্মতা হয়ে অকুতোভয়ে দেবর্ষি সমীপে বাস করতে লাগলেন। নারদ ঋষির আশ্রমে সতত মাতার পরিচর্য্যার ব্রতী হলেন। পিতার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত যেন তাঁর প্রসব না হয়, মাতার প্রার্থনায় ঋষি তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। নারদ সুদীর্ঘকাল প্রতিদিন গর্ভস্থ আমাকে উদ্দেশ্য করে মাতার শোক শান্তির জন্য নির্মল ভক্তি লক্ষণযুক্ত ধর্মতত্ত্ব ও আত্মানাত্ম বিবেকরূপজ্ঞান এবং ভক্তিতত্ত্ব উপদেশ দিতেন। ঋষির কৃপায় আমি তা সমস্তই শুনেছিলাম। ঋষির অনুগ্রহে সেই স্মৃতি এখনও আমার লুপ্ত হয় নাই। প্রিয় বয়স্যগণ, তোমাদিগকে আমি ঋষি উপদিষ্ট তত্ত্বকথাই বলছি; যদি তোমাদের শ্রদ্ধা হয় এবং প্রণিধান পূর্বক ঋষি কথিত বৃত্তান্ত শ্রবণ কর, তবে তোমারাও অনায়াসে নির্মল জ্ঞান ও ভক্তিলাভ করবে সন্দেহ নাই। তোমরা আমার বাক্য বিশ্বাস কর। বিকার দেহেরই গুণ, আত্মার নহে। "ঈশ্বরের অভিন্ন-মূর্তি কালের প্রভাবে যেমন বৃক্ষের ফলসমূহে জন্ম, বৃদ্ধি, পক্কাবস্থা ও পতনাদি ভাব প্রতিবর্ষেই পরিদৃষ্ট হয়, অথচ বৃক্ষে তা দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণাম অপক্ষয় ও নাশরূপ ষড়্ভাব দেহেই দৃষ্ট হয় কিন্তু আত্মার ঐরূপ বিকার ভাব দৃষ্ট হয় না।"* আত্মা নিত্য, অবিনাশী, অপক্ষয়শূন্য, প্রাকৃত রাগাদিরহিত, অদ্বিতীয় সর্বজ্ঞ, সর্বাশ্রয়, নির্ব্বিকার স্বপ্রকাশ সর্বব্যাপী অসঙ্গ এবং আবরণ শূন্য। স্বর্ণ ও তা প্রাপ্তির উপায়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি যেমন নানা ক্রিয়া দ্বারা খনি হতে স্বর্ণ উদ্ধার করে, আত্মবিদ তেমন এই দেহক্ষেত্রেই চিন্তনাদি দ্বারা অর্থাৎ আত্মযোগের দ্বারা তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করতে পারেন। বিবেকশুদ্ধ যে মন, তৎদ্বারা সৃষ্টি স্থিতি সংহার বিষয়ক বেদবাক্যের সাহায্যে অব্যয়রূপে আত্মার অনুসন্ধান করবে। আত্মার ধর্ম হল স্পর্শগুণ বায়ু যেমন পুষ্পের গন্ধে মিলিত হয়ে গন্ধবান বায়ু বলে প্রতীতি হয়, সেইরূপ আত্মা নির্গুণ হলেও বুদ্ধির অবস্থা স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও জাগরণাদি দ্বারা মিলিত হন বলে গুণবান্ রূপে প্রতীত

* জন্মাদ্যাঃ ষড়িমে ভাবা দৃষ্টা দেহস্য নাত্মনঃ।
ফলানামিব বৃক্ষস্য কালেনেশ্বরমূর্ত্তিনা।। ৭/৭/১৮

হন। নির্গুণ হয়েও যা অপরের সহিত মিলে গুণবান্ রূপে প্রতীয়মান হয় তাই আত্মার স্বরূপ বলে জানবে।

যোগাগ্নি অজ্ঞানের দাহক পুরুষের এই মিথ্যাভূত জন্ম মরণ প্রবাহরূপ সংসার স্বপ্নের ন্যায় আরোপিত হয়। সুতরাং হে বয়স্যগণ! বুদ্ধির জাগরণাদিভাব বিনাশী ভক্তিযোগ আশ্রয় করে সর্বদা শ্রীভগবানে যুক্ত হয়ে থাকতে অভ্যাস কর। ভক্তিযোগদ্বারা শ্রীভগবানে ফলানুসন্ধান রহিত প্রীতি জন্মে। গুরুশুশ্রূষা, ভক্তি, সকল লাভ তাতে সমর্পণ, সাধু ভক্তদের সঙ্গ, ঈশ্বরের আরাধনা, তাঁর কথায় শ্রদ্ধা, তাঁর গুণ ও কর্মের কীর্তন, তাঁর চরণকমলের ধ্যান, তাঁর বিগ্রহের দর্শন ও পূজা বা করবে এবং তিনি সর্বভূতে বিরাজমান, এইরূপ মনে রেখে অভিলষিত বস্তুপ্রদান দ্বারা সর্বভূতের সম্মান, এই সকল অন্তরঙ্গ ধর্ম। এইরূপে যারা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ছয় রিপুজয় করে পরমেশ্বর ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিমান্ হন; তারা সেই ভক্তিদ্বারা রতি লাভ করে থাকেন। এবং তাঁর চরণে চিত্ত সমর্পণের ক্ষমতা লাভ হয়। এই অবস্থায় প্রবল ভক্তিযোগ ইন্দ্রিয়ের অগচোর শ্রীভগবানকে লাভ হবে।

সুহৃদ্‌গণ, শ্রীভগবানের আরাধনা কোনরূপেই দুরূহ নহে, অতএব তোমরা হৃদয়ের মধ্যে সেই অন্তর্যামী ঈশ্বর শ্রীভগবান্ বিষ্ণুকে ভজনা কর।

হে অসুরবালকগণ, নিজ হৃদয়াকাশে সর্বদা বিদ্যমান জীবের পরম হিতকর নিজ ও সর্বজীবের সখা শ্রীহরির উপাসনায় এমন কি পরিশ্রম? কিছুই নহে। শূকর প্রভৃতিও ভোগ্য বস্তু উপভোগ করার জন্য সর্বদা ব্যগ্র, সুতরাং বিষয়সুখ অর্জন করে কি লাভ? কামনারহিত হয়ে সর্বভূতের অন্তরস্থ সুর নর অসুর সকলেরই প্রিয়। শ্রীহরিতে অনুরক্ত হয়ে সকল শ্রেয় লাভ কর। "দান, তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ; ব্রত এ সকলের দ্বারা শ্রীহরি প্রীত হন না। কেবল শুদ্ধা ভক্তিই একমাত্র শ্রীহরিপ্রীতির সম্বল। ভক্তি ব্যতিরেকে সমস্তই বিড়ম্বনা। সুতরাং সকল জীবের আত্মস্বরূপ শ্রীগোবিন্দে ভক্তি কর। যে ভক্তি তাঁকে দর্শন করাই ইহলোকে পুরুষের পরম স্বার্থ।" তাই মনুষ্যজীবনে একমাত্র অনুষ্ঠেয়* ধর্ম, অর্থ ও কাম যাঁর অধীন সেই পূর্ণকাম আত্মস্বরূপ পরমেশ্বর শ্রীভগবানকে নিষ্কামভাবে ভজনা কর।

---

* ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরণ্যদ্বিড়ম্বনম্।।
এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসঃ স্বার্থ পরঃ স্মৃতঃ।
একান্তভক্তির্গোবিন্দে যৎ সর্বত্র তদীক্ষণম্।। ৭/৭/৫২, ৫৫

অধ্যায় (৮—১০)

নারদ বললেন, প্রহ্লাদের উপদেশ শুনে দৈত্যবালকগণ সকলই আচার্য উপদেশ ত্যাগ করে বিষ্ণুর পরম ভক্ত হল। যণ্ড ও অমর্ক ভীত হয়ে দৈত্যরাজকে সংবাদ দিলেন। দৈত্যরাজ ক্রোধবশে কম্পিত হল, পদাহত সর্পের ন্যায় ঘন ঘন শ্বাস পরিত্যাগ করতে করতে প্রহ্লাদকে বলল, রে দুর্বিনীত, কুলাধম, মন্দ মতে! তুই কার বলে আমার শাসন অমান্য করে বিরুদ্ধাচরণ করছিস্? তোর ন্যায় অবাধ্যপুত্রকে এক্ষণে যমালয়ে প্রেরণ করব। রে মূর্খ! আমি ক্রুদ্ধ হলে লোকপালের সহিত স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল কম্পিত হয়;তুই নির্ভয় চিত্তে আমার শাসন অতিক্রম করেছিস্। কৃতাঞ্জলিবদ্ধ বিনয়াবনত প্রহ্লাদ বললেন, রাজন্! শ্রীহরি সবার শক্তির উৎস। তাঁর বলেই সকলেই বলীয়ান। আমার আপনার ও অন্যান্য সকলের বল। "আপনি এই অসুর ভাব পরিত্যাগ করুন, অসংযত মনই পরম শত্রু। মনের অহংভাব পরিত্যাগ করে সমভাব ধারণ করুন, বিপথে পরিচালিত অসংযত নিজ মন ছাড়া আপনার কোন শত্রু নাই। সর্বত্র সমদর্শনই সেই অনন্তের শ্রেষ্ঠ পূজা। সর্বস্ব লুণ্ঠনকারী কামাদি ছয় রিপুকে জয় না করে কেহ কেহ অবোধের ন্যায় মনে করে আমি দশদিক্ জয় করেছি। দেহিগণের শত্রু নিজ মোহ হতে উৎপন্ন হয়। যিনি ইন্দ্রিয়জয়ী তাঁর সমস্তই ভগবদাত্মক। আত্মজ্ঞানী, সমদর্শী সাধুগণের শত্রু কোথায়?"* ক্রোধে উন্মত্ত অসুররাজ বলল, রে অবোধবালক; তুই বড়ই শ্লাঘা করছিস্ আমি এক্ষণই তোর শিরচ্ছেদ করব। কারণ তুই নির্বোধের ন্যায় প্রলাপ বকছিস্। আমি ছাড়া আবার শ্রীহরি কোথায়? তুই যাঁকে সর্বত্র দেখছিস্ তোর সেই শ্রীহরি অদ্য তোকে রক্ষা করুক। যদি তোর শ্রীহরি সর্বত্র বিদ্যমান তবে এই স্তম্ভের ভিতর নিশ্চয় তোর শ্রীহরি বর্তমান আছে তা তুই দেখছিস্। প্রহ্লাদ বললেন, নিশ্চয় এই স্তম্ভের ভিতরও তিনি বিদ্যমান। দৈত্যরাজ বলল, যে প্রকৃত ঈশ্বর, সেই আমি তোর অহঙ্কার চূর্ণ করে শিরশ্ছেদ করব, তোর রক্ষক শ্রীহরি আজ তোকে রক্ষা করুক। এই বলে দৈত্যরাজ দুর্বাক্য বলতে বলতে খড়্গ গ্রহণ পূর্বক অতিবেগে সিংহাসন হতে উঠে সেই স্তম্ভে সজোরে

---

* জহ্যাসুরং ভাবমিমং ত্বমাত্মনঃ সমং মনো ধৎস্ব ন সন্তি বিদ্বিষঃ।
ঋতেঽজিতাদাত্মন উৎপথে স্থিতাৎ তদ্ধি হ্যনন্তস্য মহৎ সমর্হণম্।।
দস্যূন্ পুরা ষণ্ ন বিজিত্য লুম্পতো মন্যন্ত একে স্বজিতা দিশো দশ।
জিতাত্মনো জ্ঞস্য সমস্য দেহিনাং, সাধোঃ স্বমোহপ্রভবাঃ কুতঃপরে।। ৭/৮/১০, ১১

এক মুষ্ট্যাঘাত করল। তখন সেই স্তম্ভ হতে এক অদ্ভুত আওয়াজ প্রকাশ হল, সেই আওয়াজে ব্রহ্মাণ্ডরূপ কটাহ যেন ভগ্ন হল। সেই ভীষণ শব্দে ব্রহ্মাদি দেবগণ মনে করলেন যে, ব্রহ্মলোক বুঝি নাশ প্রাপ্ত হল। হিরণ্যকশিপু সেই শব্দ কোথায় তা বুঝতে পারল না। সেই স্তম্ভ হতে "পশুও নয় মানুষও নয়" এই রকম এক অদ্ভুতরূপে এক প্রকাণ্ড নৃসিংহ মূর্তি (অৰ্দ্ধ নর অৰ্দ্ধ পশু) বহির্গত হল। দৈত্যরাজ গদাহস্তে প্রবলবেগে যুদ্ধার্থ সেই মূর্তির দিকে অগ্রসর হল। গরুড় যেমন অনায়াসে মহাসর্পকে গ্রহণ করে, গদাধর শ্রীহরিও তেমনি প্রবল বেগধারী দৈত্যরাজকে মহাশব্দে অট্টহাস্য করে অনায়াসে ধরে ফেললেন। দৈত্যরাজ নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেও বিফল হল, সর্পের নিকট মুষিকের চেষ্টা যেমন নিষ্ফল হয়। নৃসিংহ মূর্তিধারী শ্রীহরি দৈত্যরাজকে কোলের উপর রেখে অর্থাৎ উরুর উপর স্থাপন করে অবলীলাক্রমে স্বীয় নখের দ্বারা উদর বিদীর্ণ করে ফেললেন। দৈত্যরাজের মৃত্যু হলে নৃসিংহ মূর্তিধারী তার অনুচর বর্গকে বহু বাহু প্রসারিত করে ধরে ধরে নখাস্ত্রদ্বারা সকলকে বধ করলেন। তারপর শ্রীহরি ঐরূপে রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হলেন। স্বর্গের দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। গন্ধর্বগণ গান আরম্ভ করল এবং অপ্সরাগণ নৃত্যগীত করতে লাগল। সকল দেবগণ শ্রীবিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর স্তব করতে লাগলেন।

ব্রহ্মাদি ও সকল ঋষিগণ ত্রিলোক রক্ষার জন্য নরসিংহমূর্তিরূপী নারায়ণকে বারবার প্রণাম জানালেন। এবং সকলে দূর হতে নানা গুণ কীর্তন ও স্তব করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর সেই ক্রোধবেশে দুদ্ধর্ষ নৃসিংহ রূপের নিকট সমীপবর্তী হতে কারও সাহস হচ্ছিল না। সেই ক্রোধ নিবারণের জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণ সাক্ষাৎ লক্ষ্মীকে প্রেরণ করলেন, কিন্তু তিনি সেই অদ্ভুতরূপ দেখে ভয়ে তাঁর নিকটে যেতে সাহস করলেন না। অবশেষে ব্রহ্মাদি সকলে প্রহ্লাদকে বললেন, বৎস! তোমার পিতার উপর রুষ্ট শ্রীহরিকে এক্ষণে তুমি প্রসন্ন কর। প্রহ্লাদ ব্রহ্মবাক্য শিরোধার্য করে ধীরে ধীরে কৃতাঞ্জলিপুটে নৃসিংহ দেবের নিকট উপনীত হয়ে ভূমিতে নিপতিত হলেন। নৃংসিহ দেব প্রহ্লাদকে চরণতলে নিপতিত দেখে দয়ার্দ্রহৃদয়ে মস্তকে শ্রীকরদ্বয় রেখে আশীর্বাদ করলেন। নৃসিংহদেবের করস্পর্শে প্রহ্লাদের হৃদয়মধ্যে বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান অভিব্যক্ত হল। তাঁর শরীর রোমাঞ্চিত কণ্টকিত, নয়ন যুগল প্রেমাশ্রুধারায় পরিপূর্ণ হল। আনন্দিত চিত্তে তিনি নৃসিংহদেবের চরণ যুগলদ্বয় হৃদয়ে ধারণ করলেন। রোমাঞ্চিতদেহে ও অশ্রুপূর্ণ লোচনে ভক্তিতে গদগদ বাক্যে প্রহ্লাদ শ্রীহরির স্তব করতে লাগলেন। প্রহ্লাদ বললেন—হে পরমেশ্বর! আপনার করুণায় কিঞ্চিৎমাত্র

বিবেক লাভ করেছি। বিনাশ্যমান অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য এই সকল আমি ইচ্ছা করি না। আমি ঐ কাম ভয়েই ভীত হয়ে মুক্তি কামনায় আপনার শরণ নিয়েছি। আপনার কৃপা পেয়েছি, যা ব্রহ্মা, শিব ও লক্ষ্মী পর্যন্ত লাভ করতে সমর্থ হন নাই। যে ব্যক্তি আপনার নিকট সাংসারিক মঙ্গল কামনার আকাঙ্ক্ষা করে সে আপনার ভৃত্য নয়, সে একজন বণিক। আমি আপনার নিষ্কাম ভক্ত, আপনার ভৃত্য। আপনিও সকল প্রকার অভিসন্ধি ছাড়া প্রভু।

হে পরমেশ্বর! এই পরিদৃশ্যমান্ কার্য কারণাত্মক জগৎ আপনা হতে ভিন্ন নহে, আপনার বন্ধু স্বরূপ, কিন্তু আপনি এ জগৎ হতে ভিন্ন যেহেতু কার্যের উৎপত্তি ও বিনাশের পরেও আপনার স্থিতি আছে; সুতরাং জীবের আত্মপরবুদ্ধি মায়ামাত্র। উহা যথার্থ নহে। এজগতও আপনারই স্বরূপ। হে অচ্যুত! আমার যে মন তা আপনার কথায় প্রীত হয় না। ভোগ্য বিষয়ে আকৃষ্ট হয়, আপনার সেবায় আকৃষ্ট হয় না। সেই মন দিয়ে আমি কিরূপে আপনার তত্ত্ব বিচার করব। হে আর্তবন্ধো! মূঢ়জনের প্রতিও আপনার মহান্ অনুগ্রহ আছে। কারণ আপনিই এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কার্য করে থাকেন। হে সর্বান্তর্যামী! কাষ্ঠঘর্ষণে দারু হতে যে রূপ অগ্নি নির্গত হয়, সেইরূপ সংযত পুরুষগণ কেবল ভক্তিযোগ আশ্রয় করেই কার্যে ও কারণে আপনাকে অনুগত প্রত্যক্ষ করেন, অন্য কোন প্রকারে তাঁদের সেই জ্ঞান হয় না।

নারদ বললেন—ভক্ত প্রহ্লাদ ভক্তিপূর্বক এই প্রকার প্রাকৃত গুণরহিত ভগবান্ শ্রীহরির গুণবর্ণনা করলে নৃসিংহদেব ক্রোধ সংবরণ করলেন, এবং প্রীত হয়ে প্রহ্লাদকে বলতে লাগলেন—হে ভক্ত প্রহ্লাদ! আমি প্রীত হয়েছি, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি তোমার অভিলষিত বর গ্রহণ কর। আমি সকল কল্যাণের অধিপতি। ভক্ত চূড়ামণি বালক প্রহ্লাদ বললেন, "হে অভয়দাতাগণের সর্বশ্রেষ্ঠ ঈশ! আমাকে যদি বর দিতে চান তবে এই বরদিন যেন আমার হৃদয়মধ্যে কোন দিন কোন কামনার অঙ্কুর সঞ্জাত না হয়। কারণ কামনা ইন্দ্রিয়বৃত্তি, বিশেষতঃ মনকে দূষিত করে এবং প্রাণ, আত্মা, ধর্ম, ধৈর্য্য, বুদ্ধি লজ্জা, শোভা, তেজ, স্মৃতি ও সত্যকে বিনষ্ট করে।* হে পুণ্ডরীকাক্ষ! যখন মানব মনোমধ্যে স্থিত বিশেষরূপে কামকে পরিত্যাগ করে, তখন সে ব্যক্তি ভগবত্ব অর্থাৎ আপনার সমান ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়। আপনি পরমপুরুষ শ্রীহরি, মহাত্মা

---

* যদি রাসীশ! মে কামান্ বরাংস্ত্বং বরদর্ষভ।।
কামানাং হৃদ্যসংরোহং ভবতস্তু বৃণে বরম্।।
ইন্দ্রিয়াণি মনঃ প্রাণ আত্মা ধর্ম্মো ধৃতির্মতিঃ।
হ্রীঃ শ্রীস্তেজঃ স্মৃতিঃ সত্যং যস্য নশ্যান্তি জন্মনা।। ৭/১০/৭, ৮

অদ্ভুতসিংহ; ব্রহ্ম, পরমাত্মা আপনাকে নমস্কার করি। আমাকে আপনার ভৃত্যগণের পার্শ্বে নিয়ে চলুন। শ্রীহরি বললেন—তোমার ন্যায় নিষ্কাম ভক্ত কখনও ইহকাল বা পরকালের জন্য আমার নিকট কিছু যাঞ্জা করে না। তবুও তুমি এক মন্বন্তর কাল এই জগতে থেকে আমাকে সমস্ত কর্ম অর্পণ করে এই দৈত্যরাজ্য ভোগ কর। আমি সর্বভূতে বিদ্যমান অদ্বিতীয় যজ্ঞাধিষ্ঠাতা ঈশ্বর, তুমি এইরূপ ভাবনা করে আমার কথা শ্রবণ করবে। পুণ্য আচরণ দ্বারা পাপ, ভোগসুখানুভব দ্বারা প্রারব্ধ পুণ্য এবং কালবেগে শরীরকে ত্যাগ করে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হবে, কোন সন্দেহ নাই। সুরলোকে তোমার কীর্তি গীত হবে। প্রহ্লাদ বললেন, প্রভু, আমার পিতা আপনার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করে যে অপরাধ করেছেন, আপনার দয়ায় তিনি যেন মুক্তি লাভ করেন। শ্রীহরি বললেন, তুমি আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত; হে নিষ্পাপ, তুমি আমার ভক্তগণের মধ্যে উপমাস্থল। তোমার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তোমার পিতা উর্দ্ধতন একবিংশতি পুরুষ সহ পূত হয়েছেন। আমার ভক্তগণ যেখানেই থাকুক না কেন সেই দেশ বা সেই কুল যতই নীচ হউক না কেন, তাঁরা নিশ্চিত শুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়ে যান। বিশেষতঃ তোমার পিতা আমার অঙ্গ স্পর্শে শুদ্ধ পবিত্র হয়ে গেছেন। তুমি এক্ষণে কেবল লৌকিক নিয়মরক্ষার্থে তাঁর শ্রাদ্ধ ক্রিয়াকর্ম সকল সম্পন্ন কর। তিনি উত্তম গতি প্রাপ্ত হবেন কোন সন্দেহ নাই। হে বৎস! তুমি আমাতে মন নিবিষ্ট করে মৎপরায়ণ হয়ে সকল কর্ম কর।

শ্রীহরি ব্রহ্মা কর্তৃক স্তুত হয়ে বললেন, হে পদ্মযোনি! হে বিভো! অসুর সকল সর্পের ন্যায় স্বভাবতঃ ক্রুর স্বভাব, সর্পকে ক্ষীর প্রদান করলে তার বিষ বর্দ্ধিত হয়। সেইরূপ অসুরদিগকে বর প্রদান করলে তারাও গর্বিত হয়ে থাকে; অতএব আপনি কখনও অসুরগণকে এই রকম বর প্রদান করবেন না। অতঃপর শ্রীহরি অন্তর্হিত হলেন।

ব্রহ্মা শুক্রাচার্য প্রভৃতি মুনিগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রহ্লাদকে দৈত্য ও দানবগণকে অধিপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁকে আশীর্বাদ প্রদান করে তদীয় পূজা গ্রহণ পূর্বক স্ব স্ব ধামে প্রত্যাগমন করলেন। এইরূপে বিপ্রশাপে দিতির পুত্রদ্বয় বৈরভাবে তাঁকে হৃদয়ে চিন্তা করতে করতে শ্রীহরি কর্তৃক হত হয়েছিল। তাঁরাই পুনর্বার রাবণ ও কুম্ভকর্ণ হয়ে রাক্ষসকুলে জন্মগ্রহণ করে শ্রীরামচন্দ্রের বিক্রমে নিহত হয়। পরের জন্মে তাঁরাই পুনর্বার শিশুপাল ও দন্তবক্র হয়েছিল এবং শ্রীহরির প্রতি বৈরানুবন্ধ করে তাতে সাযুজ্য লাভ করেছে; ইহা আপনি প্রত্যক্ষ করেছেন।

অধ্যায় (১১—১৫)

শ্রী শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে বললেন, প্রহ্লাদ শ্রীহরিতে আত্মসমর্পণ করে দৈত্যপতি হয়ে কর্ম করতে লাগলেন। তাঁর পবিত্র চরিত্র কথা শ্রবণে রাজা যুধিষ্ঠির আনন্দ সহকারে ব্রহ্মাপুত্র নারদকে বললেন, হে ভগবন্! মনুষ্যদিগের বর্ণ ও আশ্রমগত আচার সম্পন্ন অনাদি কালসিদ্ধ সনাতন ধর্ম, যা আশ্রয় করলে জ্ঞান ও ভক্তি লাভ করেন, তা শুনতে ইচ্ছা করি। আপনার মতো করুণাপরায়ণ, শান্ত, সাধু ও নারায়ণ পরায়ণ এবং গূঢ় ধর্ম অবগত আছেন এইরূপ আর কাকেও দেখা যায় না। নারদ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, আমি নারায়ণ মুখে সনাতন ধর্ম যেমন শুনেছি তাই বলছি শ্রবণ কর—মানুষের সাধারণ ধর্ম — সত্য, দয়া, তপস্যা, শৌচ, তিতিক্ষা, বিবেক, ত্যাগেচ্ছা, মনঃসংযম, বাহ্যেন্দ্রিয়-নিগ্রহ, বাকসংযম, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য, ত্যাগ, স্বাধ্যায়, আর্জ্জব, সন্তোষ, সেবা নিবৃত্তি, সকল প্রাণির উদ্দেশে অন্নাদি দান, দেহে অনাত্মবুদ্ধি, সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন। শ্রীবিষ্ণুর নাম শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ ও তাঁর সেবা, অর্চনা, প্রণাম, দাস্য, সখ্য ও আত্মসমর্পণ এইগুলি সকলের সম্বন্ধেই পরম ধর্ম। চারিবর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণের লক্ষণ—শম, দম, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, দয়া, বিষ্ণু মনস্কত্ব ও সত্য। তার বিশেষ ধর্ম–অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন-যাজন, দান, প্রতিগ্রহ। ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ—শৌর্য, বীর্য, তেজঃ ধৈর্য, দান, ত্যাগ, আত্মজয়, ক্ষমা, ব্রহ্মণ্যতা, সত্য এবং বিশেষ ধর্ম প্রজাপালন, প্রতিগ্রহ এবং ব্রাহ্মণছাড়া বর্ণত্রয়ের নিকট হতে কর গ্রহণ জীবিকারূপে বিহিত আছে। বৈশ্যের লক্ষণ—সর্বদা ব্রাহ্মণানুগ, দেবতা, গুরু ও বিষ্ণুতে ভক্তি। ধর্ম, অর্থ ও কামের পরিপোষণ, আস্তিক্য, নিত্য উদ্যম, নৈপুণ্য, তাঁর বিশেষ ধর্ম-কৃষি ও বাণিজ্যাদি। শূদ্রের লক্ষণ — প্রণাম, শৌচ, নিরাভিমান, প্রভুর সেবা, মন্ত্রবর্জিত যজ্ঞানুষ্ঠান, আস্তেয়তা, সত্য, গো-ব্রাহ্মণ রক্ষা; তার বিশেষ ধর্ম—সকলের সেবা শুশ্রূষা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা। শূদ্রেরা আপৎকাল ব্যতীত অধ্যাপনাদি, উত্তমা বৃত্তি অবলম্বন করবে না। ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য সকলেই আপৎকালে সকল বৃত্তিই অবলম্বন করবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়গণ সর্বদা নিন্দিত নীচসেবা ত্যাগ করবেন; কারণ ব্রাহ্মণ সর্বদেবময় ও রাজা সকল দেবস্বরূপ। স্ত্রী ধর্ম—পতির শুশ্রূষা ও হিত আচরণ, আনুকুল্যে বাস করা, বিনয়ের সহিত সত্য অথচ প্রিয় বাক্য ও প্রেমদ্বারা পতি সেবা, ভোগে নিস্পৃহা এবং আলস্য শূন্যা হয়ে থাকা। প্রেম

পবিত্রতার সহিত লক্ষ্মীর ন্যায়, পতিপরায়ণ হয়ে হরিরূপ পতিকে ভজনা করা, সে হরিলোকে আনন্দে বাস করে। ব্রহ্মচারীর কর্তব্য—গুরুকুলে বাসের সময় গুরুর আদেশ উপদেশ মত কর্মকরা, জিতেন্দ্রিয় হয়ে ভৃত্যবৎ থেকে হিত আচরণ করা, প্রাতে গুরু, অগ্নি, সূর্য ও দেবগণের উপাসনা এবং সন্ধ্যায় গায়ত্রী জপ, বেদাধ্যয়ন, প্রাতঃ ও সায়ং ভিক্ষাচরণ ও ভিক্ষালব্ধ বস্তু গুরুর নিকট নিবেদন ও গুরুর আদেশমত ভোজন, ভজন, বাক্য সংযম, আহার সংযম এইভাবে সাধন করা।

"বিবাগী বিশেষতঃ ব্রতচারী ব্রহ্মচারী স্ত্রী বিষয়ক সঙ্গীত বর্জন করবে; স্ত্রী বিষয়ক আলাপ পরিত্যাগ করবে। কারণ ইন্দ্রিয় সকল অতি বলবান্, ইন্দ্রিয়সমূহ মুনিজনেরও মন হরণ করে। গাত্রমর্দন, স্নান ও তৈলাভ্যঙ্গ প্রভৃতি কদাচ যুবতী গুরুপত্নী দ্বারা করাবে না। স্ত্রী লোক অগ্নির ন্যায় এবং পুরুষ ঘৃতকুম্ভ স্বরূপ। অতএব আপন কন্যার সহিতও নির্জনে অবস্থান করবে না। সজন স্থানে ও প্রয়োজন কাল মাত্র থাকবে।"* যে পর্যন্ত স্বরূপ সাক্ষাৎকার দ্বার-"এই দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি মিথ্যামাত্র" এইরূপে নিশ্চয়ে জীবের ভেদবুদ্ধি তিরোহিত না হয়, তাবৎকাল আমি পুরুষ ও এই স্ত্রী এইরূপ ভেদবুদ্ধি অন্তরে বর্তমান থাকে সুতরাং ভোগবুদ্ধিও বর্তমান থকে। পৃথক থাকা কর্তব্য। যাঁরা ব্রহ্মচারী তাঁরা আমিষ, মধু, মাল্য, অনুলেপন ও বেশভূষা ত্যাগ করবে। বাণপ্রস্থ—শস্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ, মাত্র সূর্য পক্ব অর্থাৎ মহাকালে পক্ব ফলাদি আহার করবে। অগ্নি স্থাপনের জন্য গৃহ বা পর্বতগুহা আশ্রয় করবে। কিন্তু স্বয়ং হিম, বায়ু, অগ্নি, বর্ষা ও সূর্য তাপাদি সহ্য করবে; নখ, লোম, শ্মশ্রু ও গাত্রমলাদি ধারণে এবং কমণ্ডুলে অজিন অগ্নি, বিহিত পরিচ্ছদ ধারণ করবে। চিৎস্বরূপ পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার অভেদজ্ঞান করে নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থিত হবে। তাঁকে অবিনাশী জেনে ভেদ জ্ঞান রহিত হবে, যেমন কাষ্ঠ সম্পূর্ণ দগ্ধ হলে অগ্নি ক্ষান্ত হয়; সেইরূপ সর্বকর্ম হতে বিরত হবে। ব্রহ্মচারী, বাণপ্রস্থী, সন্ন্যাসী ও গৃহী এরা পূর্বোক্ত ধর্ম আচরণ করে তত্ত্বজ্ঞান লাভপূর্বক পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়ে থাকেন।

---

* বর্জ্জয়েৎ প্রমদাগাথামগৃহস্থো বৃহদ্‌ব্রতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্ত্যপি যতের্মনঃ।।
কেশ প্রসাধনোন্মর্দ্দনস্নপনা ভ্যঞ্জনাদিকম্।
গুরুস্ত্রীভির্যুবতিভিঃ কারয়েন্নাত্মনো যুবা।।
নন্বগ্নি প্রমদা নাম ঘৃতকুম্ভসমঃ পুমান্।
সুতামপি রহো জহ্যাদন্যদা যাবদর্থকৃৎ।। ৭।১২।৭-৯

যতিধর্ম—সর্বত্র ভ্রমণ, কৌপীন, আশ্রম চিহ্ন দণ্ডাদি ধারণ, আত্মারাম, পরমাত্মচিন্তানিরত, সকল ভূতের সুহৃৎ, বিষ্ণুভক্ত হয়ে একাকীই বিচরণ, নিশ্চিতমৃত্যু বা দেহের অনিশ্চিত জীবিত অবস্থা। কোনটির বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করবে না। কালকে জন্ম ও মৃত্যু কারণ স্বরূপ জানবে। প্রলোভনাদি দ্বারা শিষ্যভক্ত করবে না; বহুগ্রন্থ পড়বে না; শাস্ত্র ব্যাখ্যাকে উপজীবিকা করবে না, মঠ নির্মাণও নিষিদ্ধ।

পরমহংসধর্ম—ইচ্ছা হলে লোক শিক্ষার্থে যম, নিয়ম, ধারণ, নতুবা পরিত্যাগ। বালক, উন্মত্ত ও মূকের ন্যায় থাকবে। অজগর ব্রত এক মুনির সংবাদ বললেন—দৈত্যপতি, বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদ একদিন অমাত্য পরিবৃত হয়ে লোকতত্ত্ব জানবার ইচ্ছায় ভ্রমণ করতে করতে কাবেরী নদীর তটে সহ্য পর্বতের তটদেশে ধূলি-ধূসরিতাঙ্গ গুপ্ত তেজাঃ অজগর ব্রতা অবলম্বি ভূতলে শয়ন এক মুনিকে দেখলেন। তাঁর কার্য, আচরণ, বাক্য ও বর্ণাশ্রমাদি চিহ্নদ্বারা তিনি মুনি কি অন্যকেহ লোকে তা জানতে পারে না। মহাভাগবত প্রহ্লাদ মুনিকে পদদ্বয় স্পর্শ পূর্বক প্রণাম করে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি উদ্যমশীল ভোগীব্যক্তির ন্যায় কি প্রকারের স্থূল দেহ হল? এবং জগতের সর্ব মানুষ কর্মে লিপ্ত দেখেও আপনি কেন সর্বকর্মে নিরুদ্যম হলেন? তার কারণ যদি বক্তব্য হয়; তবে আমাদের নিকট প্রকাশ করুন। নারদ বললেন —ভক্ত প্রহ্লাদ কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত এবং তাঁর মধুরবচনে বশীভূত হয়ে মহামুনি ঈষৎ হাস্য সহকারে বললেন, তুমি জ্ঞানীগণের সমান্বিত, তোমার জ্ঞানদৃষ্টিতে নিশ্চয় জানতে পার। তবু উত্তর দিচ্ছি—হে অসুরশ্রেষ্ঠ! তৃষ্ণা কর্তৃক নানা কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে আমি নানা যোনিতে ভ্রমণ করে এখন কর্মানুসারে ইচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করতে করতে আমি পুনরায় স্বর্গ, মুক্তি; তির্য্যক্‌যোনি ও মনুষ্যত্ব লাভের দ্বারস্বরূপ মনুষ্যদেহ ধারণ করেছি। এই দেহ ধর্মাচরণ দ্বারা স্বর্গের, অধর্মের দ্বারা নীচ যোনিতে জন্ম প্রাপ্তির, ধর্মাধর্ম উভয় দ্বারা মনুষ্যত্বের এবং নিবৃত্তি দ্বারা মোক্ষের দ্বার। কর্মনিরত স্ত্রী পুরুষ সুখও পায় না। দুঃখেরও নিবৃত্তি হয় না। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখ হতে একান্ত অবিমুক্ত মরণধর্ম মনুষ্যগণের কষ্ট লব্ধ অর্থ বা কাম দ্বারা কি প্রয়োজন সাধিত হয়? সংযতহীন, ভয়বশতঃ অনিদ্র, সর্ববিষয়ে শঙ্কযুক্ত, লোভী ধনীগণের ক্লেশ দেখছি; তারা লুব্ধ ও অজিতেন্দ্রিয়, তারা সর্বত্র ধনহানির আশঙ্কা করতে থাকে, এমন কি ভয়ে নিদ্রা হয় না। মনুষ্যের প্রাণ ও অর্থ। নিবন্ধন সর্বদাভয় হয়ে থাকে। রাজা, চৌর, শত্রু, স্বজন, পশু, পক্ষী, যাচক ও কাল ইহাদিগের ভয়ে সর্বদা সশঙ্ক,

সবসময় আপনার ভয়ে আপনি ভীত হয়ে থাকে। এজন্যই আমি নিবৃত্তির পথ নিয়েছি। রাজন্! আত্মস্বরূপের উপলব্ধিই জীবের সুখ। ধনীদিগের সর্বদা অর্থহানির আশঙ্কা ও প্রাণীদিগের সর্বদা প্রাণহানির আশঙ্কা প্রত্যক্ষ করেছি। রাজন্! মধুকর কত কষ্ট করে মধু সংগ্রহ করে, কিন্তু অপরে তা হরণ করে নেয়, মধুকর তাতে বিচলিত হয় না, নিয়তই মধু সংগ্রহ করতে থাকে। আমি মধুকর হতে সর্ববিষয়ে বৈরাগ্য শিক্ষা পেয়েছি। অজগর কখনও প্রচুর ভোজন করে কখনও কিছুই পায় না; তথাপি সদা শয়নই থাকে। অজগর সর্প আমার শ্রেষ্ঠ গুরু; যার নিকট হতে আমি বৈরাগ্য ও সন্তোষ শিক্ষা পেয়েছি। আমি অট্টালিকা মধ্যে কখনও পালঙ্কে উত্তম শয্যায় শায়িত কখনও বা ভূপতিত থাকি;কখনও সুন্দর বসনালঙ্কারে দেহ আবৃত করে হস্ত্যশ্বারোহণে ভ্রমণ করি, সন্তুষ্ট চিত্ত হয়ে ক্ষৌমবস্ত্র, মৃগচর্ম, ছিন্নবস্ত্র, বা অন্য যা কিছু পাই তাই পরিবর্তন করে থাকি। আবার কখনও গ্রহের ন্যায় দিগম্বর হয়ে বিচরণ করি। কারো নিন্দা বা স্তুতি কোনটাই করি না, সকলেরই মঙ্গল এবং নারায়ণে একাত্মভাবের কামনা করি। আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা পরমেশ্বর বিষ্ণুর সহিত ঐকাত্ম্যলাভ। তুমিও নিশ্চেষ্ট হয়ে আত্মানুভব দ্বারা পরমাত্মায় অবস্থিত হয়ে সর্ববিধ ব্যাপার হতে বিরত হও। লোকতঃ এবং শাস্ত্রতঃ উভয়থা হেয় স্বকীয় চরিত্র সুগুপ্ত হলেও আমি তোমার নিকট বর্ণন করলাম; যেহেতু তুমিও ভগবদ্ভক্ত। মুনির নিকট হতে পরমহংস গণের অনুষ্ঠেয় ধর্ম শ্রবণ করে প্রহ্লাদ প্রীত হলেন এবং আমন্ত্রণ পূর্বক মুনিকে প্রণাম জানিয়ে তথা হতে চলে গেলেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, হে দেবর্ষে! আমার ন্যায় গৃহস্থের কোন্ নিয়মের দ্বারা অনায়াসে মুক্ত হতে পারে তা বলুন। নারদ বললেন, হে রাজন্! গৃহে অবস্থিত ব্যক্তি যথাকর্তব্য ক্রিয়াসকল বাসুদেবে সমর্পণ করে নির্বাহ করবেন এবং মহামুনিদিগের উপাসনা করবেন। বুদ্ধিমান গৃহস্থ ব্যক্তি প্রয়োজন সিদ্ধ পর্যন্তই দেহ-গেহাদিতে অনুরক্ত হবে। অন্তরে অনাসক্ত অথচ বাহিরে আসক্তির ভাব প্রকট করে লোকমধ্যে স্বীয় মনুষ্যত্ব প্রকাশ করবে। আপনার সুহৃদবর্গ যা বলেন তাই নিরাভিমানী হয়ে তার অনুমোদন করবে। "যে পরিমাণ ধন দ্বারা উদর পূর্তি হয়, তাবৎ ধনমাত্রেই দেহিগণের স্বত্ব। তদপেক্ষা অধিক ধন আকাঙ্ক্ষা করে, সে চোর দণ্ডনীয়। কৃমি, বিষ্ঠা ও ভস্মাদিতে পর্য্যবসিত এই তুচ্ছ শরীর কোথায়? ও তার

রতিজনক ভার্য্যাই বা কোথায়? আর গগন মণ্ডলচ্ছেদী পরমাত্মাই বা কোথায়।"* যে পুরুষ দৈবলব্ধ অর্থ দ্বারা পঞ্চযজ্ঞাবশিষ্ট অন্নাদি দ্বারা স্বীয় জীবিকা নির্বাহ করেন এবং অবশিষ্ট অর্থে স্বত্ব ত্যাগ করেন; তিনিই প্রাজ্ঞ, তিনিই মহাপুরুষ বলে গণ্য হন।

অনন্তর পুণ্যময় দেশসমূহ বলছি— যে স্থানে সমস্ত চরাচরাত্মক ভগবানের ভক্ত, যেখানে তপস্বী, বিদ্বান্ ও দয়াবান্ ব্রাহ্মণ সমূহ বাস করেন তাই পুণ্যতম দেশ। যে যে স্থানে শ্রীহরির অর্চনা হয়, সেই সেই দেশ মঙ্গলের নিলয়। দেবতা, ঋষি, মনুষ্য ভূতবর্গ, পিতৃবর্গ এবং আত্মা পঞ্চযজ্ঞের দেবতা—ইহাদিগকে সেবা করবে। শ্রেয়োজনক শ্রাদ্ধকার্য্য করবে। যেখানে গঙ্গাদি নদী, পুষ্করাদি, সরোবর, কুরুক্ষেত্র, গয়া, প্রয়াগ, পুলহাশ্রম, নৈমিষারণ্য, ফলগুতীর্থ, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, প্রভাস, দ্বারকা, বারাণসী, মথুরা পম্পাসরোবর, বিন্দুসরোবর, বদারিকাশ্রম, অলকানন্দা, রাম ও সীতার আশ্রম, মহেন্দ্র মলয়াদি অষ্টকুলপর্বত এবং যে দেশে শ্রীহরির মূর্তি আছে, অর্থাৎ পুরী প্রকৃতি কুলাচল—এই সকল স্থানে বাস পরম মঙ্গলকর জানবে। হে রাজন্! রাজসূয় যজ্ঞস্থলে দেবতা, ঋষি তপস্বিগণ এবং সনকাদি মহর্ষি বিদ্যমান থাকতেও তুমি অচ্যুতকে সর্ব্বাপেক্ষা পূজার্হ স্থির করেছ, তাঁর পূজাই সর্বজীবের নিজ তৃপ্তি সাধন। রাজন্, মনুষ্যেরা পরস্পর অবজ্ঞা করছে দেখে পণ্ডিতেরা ত্রেতা যুগে উপাসনার নিমিত্ত প্রতিমা সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু দ্বেষ পরিত্যাগ করে পূজা না করলে কোন ফল না। প্রকৃত ব্রাহ্মণ তপস্যা বিদ্যা ও তুষ্টি দ্বারা ভগবান্ শ্রীহরির মূর্তি ধারণ করেন, এই হরি নিজ সৃষ্টি দেব, ঋষি, মনুষ্য ও তির্য্যগাদিরূপে উৎকৃষ্ট পুরমধ্যে অন্তর্যামী 'পুরুষ' নামে অভিহিত হয়েছেন। অতএব এই পুরুষই পাত্র। তন্মধ্যেও যে যে জ্ঞানাংশ তপস্যাদি দ্বারা যে যে স্থানে যুক্ত হয়। তা সৎপাত্র রূপে পরিগণিত হয়। মনুষ্যগণকে পরস্পর অবজ্ঞাত হতে দেখে মনীষিগণ ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে নারায়ণের পূজার নিমিত্ত প্রতিমার ব্যবস্থা করেছেন। তখন হতে কেহ কেহ শ্রদ্ধা সহকারে প্রতিমা পূজা দ্বারা শ্রীহরির সাধনা করে থাকেন। মনুষ্যগণের

---

* যাবদ্‌ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্।
অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি।। ৮।।
কৃমি বিড়্ভস্মনিষ্ঠান্তং ক্বেদংতুচ্ছং কলেবরম্।
ক্ব তদীয়রতির্ভার্য্যা ক্বায়মাত্মা নভশ্ছদিঃ।। ৭/১৪/৮, ১৩

মধ্যে ব্রাহ্মণগণকে পণ্ডিতগণ সুপাত্র বলে জানেন। ইঁহারা তপস্যা, বিদ্যা এবং সন্তোষ দ্বারা শ্রীহরির অঙ্গস্বরূপ বেদকে ধারণ করে আছেন। ব্রাহ্মণগণকে জগতাত্মা কৃষ্ণের মহাবিভূতি স্বরূপ বলে জানবে।

নারদ আরও বললেন, —জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে, সেরূপ না পেলে যোগ্য ব্রাহ্মণকে, কব্য ও হব্য দান করবে। শ্রাদ্ধে দৈবে দুই ও পিতৃপক্ষে তিনটি ব্রাহ্মণকে ভোজন করাবে। দেবতা ঋষি পিতৃগণ আত্মীয়গণকে যথাযোগ্য অন্ন ভাগ করে দিবে।। সর্ব্বভূতকে ঈশ্বররূপে দেখবে। শ্রাদ্ধে আমিষ দেবে না। নিরামিষ দ্বারা যেমন প্রীত হয়, আমিষ দ্বারা সেরূপ হয় না। সন্তোষ অভ্যাস করবে—সন্তুষ্ট নিশ্চেষ্ট এবং আত্মারাম ব্যক্তিগণ যে সুখ পেয়ে থাকেন, কাম ও লোভের বশবর্তী হয়ে অর্থচেষ্টায় চতুর্দিকে ধাবমান ব্যক্তির সে সুখ কোথায়?

"কাম ক্রোধের অন্ত হতে পারে কিন্তু লোভের কোন অন্ত হয় না। ইন্দ্রিয় চালনা তেজ, বিদ্যা, যশ সব নষ্ট করে দেয়। সঙ্কল্প ত্যাগ দ্বারা কামকে, কাম বর্জন দ্বারা ক্রোধকে, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সংসার ভয়কে, অর্থে অনর্থ দর্শন দ্বারা লোভকে জয় করবে। সংশয়চ্ছেত্তা অভিজ্ঞ বহুপীড়িত অসন্তোষের জন্যই অধঃপতিত হয়ে থাকেন। আত্মানাত্মবিবেক দ্বারা শোক ও মোহকে, সাত্ত্বিক লোকের সেবা দ্বারা দম্ভকে, মৌন দ্বারা যোগের বাধাগুলিকে, এবং কামনা বিষয়ে চেষ্টাপরিত্যাগ দ্বারা হিংসাকে জয় করবে।"* যে সকল প্রাণী হতে ভয় জন্মে, তাদের হিতাচরণ দ্বারা সেই ভয় বা দুঃখ নিবারণ করবে। মনঃপীড়াদি দুঃখকে সমাধি দ্বারা, আত্মাজনিত দুঃখকে যোগের দ্বারা, আর নিদ্রাকে সত্ত্বগুণ দ্বারা দূর করবে, প্রাণায়ামাদি দ্বারা আধ্যাত্মিক দুঃখকে, সাত্ত্বিক আহার দ্বারা নিদ্রাকে, সত্ত্বগুণে রজঃ ও তমোগুণকে উপশম অর্থাৎ ঔদাসীন্য প্রকাশে সত্ত্বগুণকে এবং গুরুভক্তি দ্বারা সমস্তকে অনায়াসে জয় করবে। গুরুতে ভগবান্ বুদ্ধি করবে, কখনও মনুষ্য জ্ঞান করবে না। ঈশ্বর স্বরূপ গুরুর প্রতি যার মনুষ্যবুদ্ধি হয়, তার শাস্ত্রজ্ঞান হস্তিস্থানের ন্যায় ব্যর্থ হয়। যিনি চিত্তবিজয়ে যত্নবান্ তিনি নিঃসঙ্গ ও অপরিগ্রহ হবেন, একাকী নির্জনে বাস করবেন ও ভিক্ষালব্ধ পরিমিত অন্নাদি আহার করে একাকী হয়ে সন্ন্যাস অবলম্বন করবেন। পবিত্রস্থানে স্থির সুখকর

---

* অসঙ্কল্পাজ্জয়েৎ কামং ক্রোধং কামবিবর্জ্জনাৎ।
অর্থনর্থেক্ষয়া লোভং ভয়ং তত্ত্বাবমর্ষণাৎ।।
আন্বীক্ষিক্যা শোকমোহৌ দম্ভং মহদুপাসয়া।
যোগান্তরায়ান্ মৌনেন হিংসাং কামাদ্যনীহয়া।। ৭/১৫/২২, ২৩

ও সমতল আসন স্থাপন করে তাতে ঋজুকায় হয়ে উপবেশ করবেন এবং 'ওম' এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে স্বীয় নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টিস্থাপন পূর্বক পূরক, কুম্ভক ও রেচক দ্বারা প্রাণ ও অপাণ বায়ুর নিরোধরূপ প্রাণায়াম করবেন। যে পর্যন্ত মন থাকবে, সে পর্যন্ত কামসমূহ পরিত্যাগ করবেন। মন কামনাসক্ত হয়ে যে যে স্থান হতে বাহিত হয়ে যায় তখনই তাকে সেই স্থান হতে এনে হৃদয়মধ্যে নিরুদ্ধ করে রাখবে।

অনন্তর এইভাবে অভ্যাস দ্বারা যতির চিত্ত কাষ্ঠশূন্য বহ্নির ন্যায় অল্পকাল মধ্যেই নির্বাণ প্রাপ্ত হয়। কামনা দ্বারা অদূষিত সর্ববৃত্তি তিরোহিত চিত্ত ব্রহ্মসুখ লাভ করে। সেই চিত্ত কখনও বিক্ষিপ্ত হয় না। অচ্যুতকে আশ্রয় না করলে ইন্দ্রিয়-অশ্ব জীবকে বিষয়-দস্যু মধ্যে ও মৃত্যুময় সংসারকূপে নিক্ষেপ করে। অর্থাৎ সন্ন্যাসী পুনরায় ত্রিবর্গের সাধনে যত্নবান হয় তবে সে নির্লজ্জ ও বমিভোজী। এই দেহকে কৃমি, বিষ্ঠা ও ভস্মতুল্য জ্ঞান করেও পরে দেহকে আত্মজ্ঞানে প্রশংসা করে থাকে, তারা অবশ্যই অসাধু। গৃহস্থের ক্রিয়াত্যাগ, ব্রহ্মচারীর ব্রতত্যাগ, বানপ্রস্থার গ্রামসেবা ও সন্ন্যাসীর ইন্দ্রিয় পরায়ণতা এগুলি আশ্রমের কলঙ্ক। যার জ্ঞান দ্বারা বাসনার ক্ষয় হয়, সে দেহও পরমাত্মাকে জেনেছে সে ব্যক্তি কি কারণে দেহ পোষণ করে? বৈদিক কর্ম প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত ভেদে দুই প্রকার—প্রবৃত্ত কর্মদ্বারা জীবের পুনর্জন্ম ও নিবৃত্ত কর্মদ্বারা মোক্ষলাভ হয়। যে ব্যক্তি শাস্ত্ররূপ চক্ষুদ্বারা বেদবিহিত এই পিতৃযান ও দেবযান অবগত হন, তিনি দেহস্থ হলেও বিমূঢ় হন না।

জীবে পরমাত্মার ভাবাদ্বৈত, ক্রিয়াদ্বৈত ও দ্রব্যাদ্বৈত আলোচনা করে মননশীল সাধক, আত্মতত্ত্বানুভব দ্বারা জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের নিবারণ করেন। ভেদের অসত্যত্বহেতু বস্ত্র ও সূত্রের ন্যায় কাম্য ও কারণের সমদর্শনকে ভাবাদ্বৈত বলে। কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধভাবে সাক্ষাৎ পরব্রহ্মে যে সর্বকর্ম সমর্পণ তাই ক্রিয়াদ্বৈত কথিত। অর্থ ও কামের ঐক্য দর্শনকে ক্রিয়াদ্বৈত বলে। যে দ্রব্য যে উপায়ে, যে কালে যা হতে যে ব্যক্তির সম্বন্ধে অনিষিদ্ধ সেই ব্যক্তি সেই অনিষিদ্ধ দ্রব্যদ্বারা কার্য্যসমূহের চেষ্টা করাকে দ্রব্যাদ্বৈত বলা হয়।

পূর্বকালে অতীত মহা কল্পে আমি উপবর্হণ নামে সম্মানিত, রূপ, চার্তুয্য, মাধুর্য্য ও সৌগন্ধে প্রিয়দর্শন, স্ত্রীগণের প্রিয়তম কিন্তু সদা মদমত্ত ও লম্পট প্রকৃতির এক গন্ধর্ব ছিলাম। একদিন দেবগণের যজ্ঞে হরিগুণ গাণের নিমিত্ত গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ

নিমন্ত্রিত হন। আমি মত্ত অবস্থায় স্ত্রীগণ পরিবেষ্টিত হয়ে গান করতে করতে সেখানে যাই। এই অবস্থায় আমাকে দেবগণ অভিশাপ করে বললেন, যেহেতু তুমি দেবগণের অতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছ, অতএব শ্রীভ্রষ্ট হয়ে শীঘ্রই তুমি শূদ্র যোনিতে জন্মগ্রহণ কর। এই অভিশাপে আমি এক দাসীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করি। ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের সঙ্গ ও শুশ্রূষা প্রভাবে আমি ব্রহ্মার পুত্রত্ব লাভ করতে পেরেছি। গৃহস্থ ধর্ম অনুষ্ঠান দ্বারা সত্য সত্যই সন্ন্যাসিগণের পদবী লাভ করতে পারে। রাজন্, আপনি বিশেষ ভাগ্যবান্ যেহেতু জ্ঞাননিষ্ঠ সাধক সতত যে ব্রহ্মসুখ লাভের নিমিত্ত লালায়িত হয়ে থাকেন সেই পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ গুপ্তভাবে মনুষ্যবেশে আপনাদের গৃহে বসবাস করেন। এই পরমব্রহ্মই আপনাদের মাতুলপুত্র। প্রিয়, সুহৃৎ, পুণ্য ও পরামর্শদাতা, পুজনীয়, বিধিদাতা ও উপদেষ্টা গুরু। সাক্ষাৎ শিব ও ব্রহ্মাদি দেবগণও জ্ঞানবলে যথার্থ রূপে তাঁর রূপ বর্ণনা করতে পারেন নাই, সেই শ্রীকৃষ্ণ যিনি মৌন, ভক্তি ও উপশম দ্বারা অভ্যর্চ্চিত হয়ে সকলের প্রতি প্রসন্ন থাকুন। শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! যুধিষ্ঠির নারদের নিকট কৃষ্ণই পরব্রহ্ম, এই কথা শ্রবণ করে তাঁর বিস্ময়ের শেষ নাই। তিনি পরম প্রীত ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও নারদের পূজা করলেন। নারদ পূজিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও পার্থকে স্মরণ করতে করতে স্বস্থানে প্রস্থান করলেন।

—ঃঃ—

শ্রীমদ্‌ভাগবত

অষ্টম স্কন্ধ

অধ্যায় (১—৪)

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন, হে গুরো! মরীচ্যাদি মুনিগণের সৃষ্টি বর্ণিত হয়েছে পূর্বোক্ত সেই সায়ম্ভুব মনুর বংশ বিবরণ বিস্তৃতরূপে শুনলাম। এক্ষণে অন্যান্য মনুগণের কথা ও সেই মন্বন্তরে সর্বোত্তম শ্রীহরির জন্ম ও কর্মসমূহ পণ্ডিতগণ যেরূপ কীর্তন করেছেন বা করবেন এবং বর্তমান সময়ে করছেন তা আমাকে দয়া করে বলুন।

মহর্ষি শ্রীশুকদেব বললেন, হে রাজন্! এই কল্পে পরপর ছয়টি মনু অতীত হয়েছেন। তন্মধ্যে যা হতে দেবগণের উৎপত্তি হয়েছে সেই প্রথম মনুর বিষয় বলছি—ধর্ম, জ্ঞান প্রভৃতি উপদেশ দেবার জন্য সেই সায়ম্ভুর মনুর কথা আকূতির গর্ভে যজ্ঞ ও দেবহূতির গর্ভে কপিল নামে শ্রীহরি ভগবান্ অবতীর্ণ হন। পূর্বেই কপিলের কথা তোমাকে বলেছি। সম্প্রতি যজ্ঞরূপী ভগবানের আচরণ পরে বলব। শতরূপার স্বামী সায়ম্ভুব মনু, কাম ও ভোগে বিরক্ত হয়ে রাজ্য পরিত্যাগ পূর্বক তপস্যার জন্য স্বীয় ভার্য্যার সহিত বনে গমন করেছিলেন। সুনন্দা নাম্নী নদীর তীরে একপদে ভূমিস্পর্শকরে শতবৎসর ব্যাপী শ্রীহরির স্তব ও উৎকট তপস্যা করতে করতে বলেন—যে চিদাত্মা দ্বারা এই বিশ্ব চেতনা যুক্ত হয়, কিন্তু বিশ্ব যাঁকে চেতন করতে পারে না, জীব নিদ্রিত হলেও তিনি সদা সাক্ষীরূপে জাগ্রত থাকেন। অথচ এই জগৎ তাঁকে জানতে পারে না, কিন্তু তিনি জগৎকে জানেন। যে ভগবানের আদি, অন্ত এবং মধ্য নাই, যাঁর আপন-পর, অন্তর-বাহির নাই এবং বিশ্বের আদি ও অন্ত প্রভৃতি যাঁ হতে সৃষ্ট হয়েছে—এই বিশ্ব যাঁর স্বরূপ তিনিই সত্য এবং পরব্রহ্ম। তাঁর নিজের মায়াশক্তি দ্বারা তিনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও নাশ করেন, আবার মায়া শক্তি ত্যাগ দ্বারা নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকেন। পূর্ণকাম ভগবান্ কর্ম করলেও সেই কর্মে আসক্ত হন না সেই রূপে সকল মনুষ্য তাঁকে অনুসরণ করেন। সেই সর্বকর্মকারী, আত্মভাবে অবস্থিত ও সর্বকর্ম প্রবর্তক ভগবানের শরণ গ্রহণ করি।

শ্রী শুকদেব বললেন—মনুকে অবলোকন করে অসুর ও রাক্ষসগণ ক্ষুধার্ত হয়ে তাঁকে ভক্ষণ-করতে উদ্যত হলে যজ্ঞরূপী ভগবান্ তাদের বধ করেন, স্বয়ং ইন্দ্র হয়ে স্বর্গরাজ্য শাসন করতে লাগলেন। দ্বিতীয় মনু অগ্নিপুত্র স্বারোচিষ, তৃতীয় মনু প্রিয়ব্রত পুত্র উত্তম, তাঁর ভ্রাতা তামস চতুর্থ মনু। তাঁর পৃথ, খ্যাতি, নর ও কেতু প্রমুখ দশটি পুত্র হয়। এই তামস মন্বন্তরে বিধৃতির পুত্র বৈধৃতি নামক দেবগণ জন্ম গ্রহণ করেন।। কালক্রমে বেদসকল বিনষ্ট হলে স্বীয় তেজে তা পুনঃ উদ্ধার করেন। সেই মন্বন্তরেই হরিমেধা হতে হরিণীর গর্ভে ভগবান্ বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করেন, হরি নামে খ্যাত হন। ঐ হরি গ্রাহ হতে গজেন্দ্রকে মুক্ত করেন। আমি এক্ষণে তোমাকে সেই বিচিত্র কাহিনী বলব।

শ্রীসূত বললেন, হে ব্রাহ্মণগণ! শ্রী শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্তৃক প্রণোদিত হয়ে আনন্দের সহিত রাজাকে প্রশংসা করে শ্রবণকারী মুনিগণের নিকট বলতে আরম্ভ করলেন—

ত্রিকূট নামে লৌহ রৌপ্য ও স্বর্ণময় তিনটি শৃঙ্গা বিশিষ্ট অযুতযোজন অত্যুচ্চ এক সাগরবেষ্টিত শ্রেষ্ঠপর্বত ছিল। ঐ পর্বতের গুহায় দেবাঙ্গনাগণের ক্রীড়াভূমি ঋতুমৎ নামে মহাত্মা ভগবান্ বরুণের একটি সুরম্য উদ্যান তাতে বিপুলায়তন শতপত্র প্রভৃতির শোভায় সুশোভিত একটি সরোবর ছিল। ঐ পর্বতের গুহা নানাপ্রকার অরণ্যচারী পশুসমূহে সুশোভিত, বিবিধ বৃক্ষযুক্ত উপবনস্থ মধুর শব্দকারী পক্ষিগণের মধুর রব এবং সরোবরের সুনির্মল জল, মণিরন্যায় বালুকা বিশিষ্ট পুলিন ভূমি, অপরাপর সকল ঋতুজাত ফল ও পুষ্পে সুশোভিত এবং তীরস্থ বৃক্ষসমূহ দ্বারা পরিবৃত্ত। একদা এক যুথপতি হস্তী হস্তিণীগণের সহিত কন্টকযুক্ত হস্তিশাবকগণে পরিবৃত হয়ে অরণ্যস্থ বৃক্ষাদি দলিত ও পশুগণকে প্রকম্পিত করে দ্রুতপদে ঐ সরোবরের নিকট এসে উপস্থিত হল। সে সরোবরের ভগবন্মায়া দ্বারা মুগ্ধ, ঐ দুর্দান্ত হস্তী মোহিত পুরুষের ন্যায় নিজ শুণ্ড দ্বারা জল নিয়ে স্ত্রী ও পুত্র সকলকে পান ও স্নান করাতে থাকল। অকস্মাৎ ঐ জল মধ্যে এক বলবান কুম্ভীর এসে অতি ভীষণ বেগে ঐ গজের পা ধরে ফেলল। সহসা এইরূপ বিপদগ্রস্থ হয়ে মহাবলবান হস্তী মুক্ত হওয়ার জন্য যথা সাধ্য নিজ বিক্রম প্রকাশ করল। কুম্ভীর কর্তৃক বেগে আকৃষ্ট হস্তী দেখে কাতরচিত্তে হস্তিনী ও হস্তিশাবকগণ চীৎকার করতে লাগল। সঙ্গী হস্তীগণ উহার পদধারণ পূর্বক আকর্ষণ করতে লাগল। কিন্তু ঐ দুরন্ত নক্রের আক্রমণ কিছুতেই বিন্দুমাত্রও শিথিল হল না। এইরূপে গজ ও কুম্ভীরের পরস্পর আক্রমণ ও নিষ্ক্রমণ

চেষ্টায় পূর্ণ এক সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হল। উহা দর্শন করে দেবগণ অতিশয় আশ্চর্য বোধ করলেন। গজেন্দ্র ক্রমে অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল, তার উৎসাহ শক্তি, শারীরিক শক্তি ও ইন্দ্রিয়শক্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হল। কিন্তু জলমধ্যে আকর্ষণকারী কুম্ভীরের ঐ শক্তি ও আক্রমণের তীব্রতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হতে লাগল। গজেন্দ্র যখন এইরূপ প্রাণ নাশকর বিপদ প্রাপ্ত হল তখন আত্মামোচনে অসমর্থ হওয়ায় অতিকাতর হয়ে চিন্তা করল যে আমার বন্ধুগণ চেষ্টা করেও মুক্ত করতে পারল না। সুতরাং নিশ্চয় ঐ অধিক বলশালী শক্তি বিধাতার পাশ স্বরূপ প্রেরিত। সকল অগতির গতি পরমেশ্বর। এক্ষণে আমি সেই সর্বভয়হারী সনাতন বিপদবরণ শ্রীমধুসূদনের শরণাপন্ন হই। এছাড়া বিপদে উদ্ধারকর্তা আর কেহ নাই। এই ভেবে বুদ্ধিবলে কৃতনিশ্চয় হয়ে স্থিরচিত্তে পূর্বাজন্মার্জিত শিক্ষাবলে পবিত্র স্তব "ওঁ নমো ভগবতে তস্মৈ" করতে আরম্ভ করল। গজেন্দ্র বলল, ভগবান্ বাসুদেব দ্বারা দেহাদি চৈতন্য প্রাপ্ত সমস্ত জীবদেহে কারণরূপে প্রবিষ্ট, যিনি আদি কারণ সর্বেশ্বরকে প্রণাম করি। সেই আদিপুরুষ পরমেশ্বরকে একান্ত মনে ধ্যান করি। সমগ্র সত্তা যা হতে উদ্ভূত, যাঁ দ্বারা ধৃত বা যাতে স্থিত, যিনি নিজেই এই সমগ্র সত্তারূপী, অথচ যিনি 'ইহা' 'উহা' সংজ্ঞার অতীত এবং স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ আমি পরমেশ্বরকে আশ্রয় করলাম। সেই স্বপ্রকাশ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়াতীত ভগবান্ আমাকে রক্ষা করুন। বাহ্যিক রূপাদি দ্বারা অভিনেতার স্বরূপ জানতে পারা যায় না, সেইরূপ দেবগণ ও ঋষিগণ যাঁর স্বরূপ অবগত হতে পারে না, আমার মত অর্বাচীন জীব তাঁকে জানতে ও স্তবাদি করতে সমর্থ হবে না তা আর আশ্চর্য কি? দুর্জ্ঞেয় চরিত সেই ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন। এরপর গজেন্দ্র ঈশ্বরের নানা গুণগান করে প্রণাম জানালো। এবং বললো—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চতুবর্গ কামনা পূর্বক যাঁর আরাধনা করে অভীষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হন সেই পরমদয়ালু, পরম করুণাময় ভগবান্ আমাকে মুক্ত করুন।

হে রাজন্! গজেন্দ্র মূর্তিভেদ বর্ণনা না করে তাঁর অপ্রাকৃত নির্বিশেষ স্বরূপের স্তব করতে থাকলে বিবিধ মূর্তির অভিমানী ব্রহ্মাদি দেবগণ যখন আসলেন না, তখন অখিলাত্মা সর্বদেবময় মূর্তি শ্রীহরি স্বয়ং এসে সেই গজপতির নিকট আবির্ভূত হলেন! গরুড়ে আরোহণ পূর্বক চক্রায়ুধধারী জগনিবাসকে দেখে সরোবরের অভ্যন্তর মহাবলমান্ গ্রাহ কর্তৃক গৃহীত অতি কাতর গজেন্দ্র একটি জলপদ্ম সহ তার শুণ্ড উত্তোলন পূর্বক অতিকষ্টে "হে অখিলগুরো! হে নারায়ণ! হে ভগবান্"! আপনাকে প্রণাম, এই বাক্য কয়টি উচ্চারণ করল। শ্রীহরি গজেন্দ্রকে পীড়িত দেখে সহসা গরুড়

স্কন্ধ হতে অবতরণ পূর্বক অবলীলাক্রমে দুষ্টগ্রাহের সহিত গজেন্দ্রকে সরোবর হতে উপরে উঠালেন এবং দর্শনকারী দেবগণের সমক্ষে নিজ চক্রদ্বারা গ্রাহের মুখ বিদারিত করে গজরাজকে মুক্ত করে দিলেন।

তখন ব্রহ্মা, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ, ঋষিগণ ও গন্ধর্বগণ শ্রীহরির এই অদ্ভুত কর্মের প্রশংসা করে—স্বর্গ হতে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। দুন্দুভি সকল বেজে উঠল গন্ধর্বগণ জয়গান করতে লাগল। ঋষিগণ সকলে সেই পুরুষোত্তমের স্তব গান করতে লাগলেন। মহারাজ, এই গ্রাহ পূর্বজন্মে হূ হু নামে গন্ধর্বরাজ ছিলেন। ইনি একদিন স্ত্রীগণের সহিত জল ক্রীড়ায় মত্ত হয়ে জলে প্রবৃষ্ট দেবলমুনির পা ধরে টেনে ছিলেন, মুনিবর কুপিত হয়ে 'গ্রাহ হও' বলে অভিশাপ প্রদান করেন। গন্ধর্বরাজ অনুনয় করলে মুনিবর প্রসন্ন হয়ে বলেন, তুমি এই রূপেই গজেন্দ্রকে আক্রমণ করবে, শ্রীহরি তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে তোমাকে উদ্ধার করবেন। এক্ষণে গর্ন্ধবরাজ মুক্ত হয়ে শ্রীহরিকে প্রণাম পূর্বক দর্শনকারী সকলের সমক্ষে পরমাশ্চর্য রূপ ধারণ পূর্বক দেবল শাপ হতে মুক্ত হয়ে গন্ধর্বপতি হূ হূ হল। গজেন্দ্র শ্রীহরির স্পর্শে অজ্ঞান বন্ধন হতে মুক্ত হল এবং পীতাম্বর ও চতুর্ভুজ রূপ প্রাপ্ত হয়ে ভগবানের সারূপ্য মুক্তি লাভ করল। ইনি পূর্বজন্মে পাণ্ড্যদেশের অধিপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে রাজা ছিলেন; দ্রাবিড়গণের শ্রেষ্ঠ ও বিষ্ণু ব্রত পরায়ণ ছিলেন। রাজা একদিন স্নান করে মলয়া চলস্থিত আশ্রমে আরাধনাকালে আত্মসংযম, তপস্যা ও মৌনব্রত অবলম্বন করে অব্যয় শ্রীহরির আরাধানা করছিলেন। এমন সময় সেই স্থানে মহাযশস্বী অগস্ত্যমুনি সশিষ্য পরিবৃত হয়ে তার আর্শ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। রাজা তখন মৌনী হয়ে একান্তে উপবিষ্ট ছিলেন, সুতরাং মুনিবরের কোনরূপ অতিথি-সৎকার না করে রাজাকে নির্জন নিঃশব্দে উপবিষ্ট দেখে মুনি ক্রোধিত হলেন। অভিসম্পাত করলেন—এই রাজা অসাধু দুরাত্মা; অসদ্‌বুদ্ধি এবং ব্রাহ্মণের অবমাননাকারী, সুতরাং এই ব্যক্তি এক্ষুণি ঘোর অন্ধকারে পতিত হউক অর্থাৎ নিকৃষ্ট হস্তীযোনি প্রাপ্ত হউক। অগস্ত্যমুনি এই প্রকার অভিসম্পাত করে চলে গেলেন। রাজা ইহাকে দৈবঘটনা নিশ্চয় করে কুঞ্জর দেহ প্রাপ্ত হলেন। কিন্তু হস্তীযোনি প্রাপ্ত হয়েও শ্রীহরির অর্চনা প্রভাবে তাঁর পূর্বস্মৃতি লুপ্ত হয় নাই। ইন্দ্রদ্যুম্ন শ্রীহরিকে প্রশংসা বাক্যে বললেন, হে প্রভো! যে সকল কর্ম আপনাতে অর্পিত হয়, সেই সকল কর্ম সকাম ব্যক্তিগণের কর্মের ন্যায় কখনও বিফল হয় না। কারণ তিনি জীবের আত্মা, অতএব প্রিয় ও হিতকারী। যেমন তরুর মূলে জল সেচন করে স্কন্ধে ও শাখাসকলের সেচন হয়ে থাকে। সেইরূপ

বিষ্ণুর আরাধনা করলে স্বীয় আত্মার ও সর্বভূতের আরাধনা হয়ে থাকে। আপনি অনন্ত; আপনার স্বরূপ ও কর্ম তর্কাতীত। আপনি নির্গুণ অথচ গুণাধীশ। আপনাকে প্রণাম করি। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এইরূপে শ্রীহরির স্পর্শে শাপ মুক্ত হয়ে উভয় জন্মের পুণ্যবলে শ্রীভগবানের পার্ষদরূপে পরম গতি লাভ করলেন। পদ্মনাভ শ্রীহরি গজেন্দ্রকে মুক্ত করে তার সহিত গরুড়াসনে উপবেশন পূর্বক সকলের দ্বারা স্তুত হয়ে নিজ ভবনে গমন করলেন।

অধ্যায় (৫—১১)

শ্রী শুকদেব বললেন, হে রাজন! গজেন্দ্র মোক্ষনরূপ শ্রীহরির লীলা তোমার নিকট বর্ণন করলাম এক্ষণে রৈবত মনুর বৃত্তান্ত বলছি— চতুর্থ মনু তামসের সহোদর ভ্রাতা পঞ্চম মনু রৈবত। রৈবত মন্বন্তরে বিভুনামক ইন্দ্র, ভূতরয়াদি দেবগণ এবং হিরণ্যরোমা, বেদশিরা ও উর্দ্ধবাহু প্রভৃতি ঋষি ছিলেন। শুভ্রের ঔরসে ও বৈকুণ্ঠার গর্ভে ভগবান্ বৈকুণ্ঠ স্বীয় অংশে বৈকুণ্ঠবাসী দেবগণের সহিত স্বয়ং জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রমাদেবীর প্রার্থনায় তিনিই সর্বলোক পূজ্য বৈকুণ্ঠলোক নির্মাণ করেন। চক্ষুষের পুত্র ষষ্ঠ মনু চাক্ষুষ। ঐ চাক্ষুষ মনুর পুরু, পূরুষ ও সুদ্যুম্ন নামে পুত্রগণ ছিলেন। হে রাজন! সেই জগৎপতি মন্বন্তরে বৈরাজের ঔরসে দেব সম্ভূতির গর্ভে ভগবান্ জগৎপতি বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করে অজিত নামে খ্যাত হন। তিনিই সমুদ্রমন্থন করে দেবগণের জন্য অমৃত সংগ্রহ করেছিলেন। রাজা পরীক্ষিৎ বললেন, ভগবন্, সাগরমন্থন ও সেই উপলক্ষে শ্রীভগবানের লীলাকথা সকল শুনতে আমার বড়ই কৌতূহল বেড়েই চলেছে। ভগবানের লীলাকথা গুণ মাহাত্ম্য সুদীর্ঘকাল শ্রবণ করেও ত্রিতাপে সন্তপ আমার চিত্ত পরিতৃপ্ত হচ্ছে না অর্থাৎ বার বার শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে। শ্রীশুকদেব বললেন, হে রাজন! অসুরসহ যুদ্ধে বহু দেবসৈন্য নিহত হল, যখন মহামুনির দুর্বাসার অভিশাপে স্বর্গ শ্রীহীন হয়ে যাগযজ্ঞ লুপ্ত হল তখন দেবতারা সকলে সুমেরু পর্বতের শিখরে ব্রহ্মার সভায় এসে তাঁর শরণ নিল। ব্রহ্মা তখন তাদেরকে নিয়ে ক্ষীরোদসাগর তীরে বিষ্ণুর নিকট গমন করলেন এবং বিষ্ণুর স্তব করতে লাগলেন। হে ঈশ্বর, আপনি তো জীবের আত্মা, প্রিয় এবং হিতকারী। আপনি অনন্ত এবং আপনার কর্ম অচিন্ত্যনীয় ও সকলের অজ্ঞেয়। আপনি নির্গুণ ও গুণের আশ্রয় স্বরূপ, সম্প্রতি সত্ত্বগুণ অবলম্বন পূর্বক প্রকাশ পাচ্ছেন আপনাকে নমস্কার।

অপানি প্রসন্ন হউন। ইত্যাদি ইত্যাদি ভাবে স্তব ও গুণগান করলেন। বিষ্ণু সহস্র সূর্য্যসম দ্যুতি বিশিষ্ট হয়ে দেবগণের সমক্ষে আবির্ভূত হয়ে বললেন, হে ব্রহ্মন্! হে শম্ভো! হে দেবগণ! তোমরা সকলে স্থিরচিত্ত হয়ে আমার বাক্য শ্রবণ কর। তোমাদের মঙ্গল হবে। তোমরা এখন যাও। যে পর্যন্ত আপনা হতে বৃদ্ধি তোমাদের সম্ভাবনা না হয় তাবৎ শুক্রাচার্য্যের সহিত সন্ধি কর। গুরুতর কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত শত্রুর সহিত সন্ধি করা কর্তব্য। কার্যসিদ্ধি হলে সর্প ও মুষিকের ন্যায় বধ্য-ঘাতকভাবে ধারণ করতে পারবে। সত্বর অমৃত উৎপাদনের নিমিত্ত চেষ্টা কর, যে অমৃত পান করলে মৃত্যুগ্রস্ত জীবও অমর হয়। তোমরা মন্দর পর্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকিকে রজ্জু করে সমুদ্র হতে অমৃত উৎপাদনের চেষ্টা কর। সমুদ্র হতে কালকূট নামক বিষ উঠবে তাতেও ভয় পাবে না। সে সকল লোভনীয় বস্তু উঠবে তাতে লোভ, ক্রোধ বা কাম প্রকাশ করিও না। এরপর ভগবান্ পুরুষোত্তম বিষ্ণু দেবগণের সমক্ষে অন্তর্হিত হলেন।

দেবগণ অসুরপতি বলির নিকট গিয়ে সন্ধির প্রস্তাব করলেন। বলি সম্মত হলেন। অনন্তর দেবগণ ও অসুরগণ পরস্পর সৌহার্দ সহকারে প্রতিজ্ঞাপূর্বক অমৃত মন্থনের নিমিত্ত চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলেন। অতি কষ্টে মন্দর পর্বত সাগরতীরে আনীত হল। সর্পরাজ বাসুকিকে মন্দর পর্বতের বেষ্টন রজ্জু করে অতিশয় যত্ন সহকারে সমুদ্রমন্থন করতে লাগলেন। ভগবান্ শ্রীহরি বাসুকির মুখের দিকে ধারণ করলেন, দেবগণও তাই করলেন কিন্তু অসুরগণ বাসুকির মুখের দিকে ধারণ অতিশয় পৌরুষের মনে করে দেবগণকে মুখের দিক হতে বিতাড়ন করল। ভগবান্ ঈষৎ হাস্য পূর্বক বাসুকির অগ্রভাগ ত্যাগ করে পুচ্ছদেশ ধারণ করলেন। এইরূপে অতিশয় যত্নসহকারে সমুদ্র মন্থন করতে লাগলেন। কিন্তু সলিলে প্রবেশ মাত্র ধারণ না পেয়ে মন্দর পর্বত জলমগ্ন হল। শ্রীভগবান্ তখন কচ্ছপ শরীর ধারণ করে জল মধ্যে প্রবেশ করে দ্বীপের ন্যায় লক্ষযোজন বিস্তৃত নিজপৃষ্ঠের উপর পর্বতকে তুলে ধরলেন। এই মন্থনে মীন, মকর, সর্প, কচ্ছপ, তিমি সকল জীব সন্ত্রস্ত হল। প্রথমেই উগ্র হলাহল নামক বিষ উত্থিত হল। দেবতারা ভীত হয়ে সদাশিবের শরণ নিলেন এবং স্তব দ্বারা তাঁকে প্রীত করলেন। সর্ব দেবগণ প্রার্থনা করে বললেন, প্রভু, ত্রিলোক দগ্ধকারক বিষ হতে রক্ষা করুন। আপনিই সকল জগতের বন্ধন ও মোচনের প্রভু। হে ভূমন! আপনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন নাম ধারণ করে থাকেন। আপনিই আত্মা, সর্বব্যাপী, জগদীশ্বর। বেদের কারণ, আপনিই। নির্লজ মূর্খগণ আপনার লীলা বুঝতে পারে না। এরপর

কৃপাপরবশ হয়ে সর্ব জীববন্ধু মহেশ্বর বললেন, সকলের মঙ্গল হউক। এই বলে বিষপানে প্রবৃত্ত হলেন। ভবানী শঙ্করের প্রভাব জানতেন। তাই তিনিও বিষপানে, অনুমোদন করলেন। ঐ বিষ পান করে মহাদেবের প্রতিও নিজ বীর্য্য প্রকাশ করল, যাতে শিবের কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু কৃপালু শিবের উহা ভূষণস্বরূপ হল।

মহাদেবের এই বিষপান কালে করতল হতে যে সামান্য বিষ গলিত হয়ে ভূমিতে পড়ে ছিল তা বৃশ্চিক, সর্প, বিষময় ওষধি সকল, দ্বন্দ শূক এবং অপরাপর বিষযুক্ত জীবগণ পান করেছিল তার জন্য সেই জীব তীব্র বিষযুক্ত আছে। তদবধি তিনি নীলকণ্ঠ। রাজন্! প্রায়শ সাধুগণ লোকদুঃখে সন্তপ হয়ে থাকেন। অপরের দুঃখে দুঃখ বোধ করাই অখিলাত্মা পরম পুরুষের আরাধনা।

শিব বিষপান করলে দেবগণ ও অসুরগণ বেগে সমুদ্র মন্থন করতে লাগলেন, তার প্রভাবে ক্রমে সুরভি-নাম্নী গাভী, উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব, ঐরাবত নামে হস্তিশ্রেষ্ঠ আর্বিভূত হল, ঐরাবতাদি অষ্টদিগ্ গজ এবং অভ্রসু প্রভৃতি অষ্ট হস্তিনী উত্থিত হল। অনন্তর কৌস্তভ নামে পদ্মরাগ মণি, পারিজাত নামে সর্বকামনা প্রদানকারী তরুরাজ উৎপন্ন হল, অতপর সুবর্ণ কণ্ঠভরণা উত্তমবস্ত্রে পরিশোভিতা হয়ে প্রীতিপদা অপ্সরাগণ আবির্ভূতা হলেন এরপর ভগবৎপরায়ণা শ্রীরূপা লক্ষীদেবী আবির্ভূতা হলেন। লক্ষীর অপরূপ দ্বারা আকৃষ্টচিত্ত হয়ে দেব অসুর এবং মানবগণ সকলেই লাভ করতে ইচ্ছা করলেন। সকল দেবগণ ও অসুরগণ, ব্রাহ্মণগণ দ্বারা নানাভাবে সতী লক্ষীদেবীকে অভিষেক করতে লাগলেন। লক্ষীদেবী নিজের জন্য নির্দোষ, নিশ্চল এবং নিত্যসদ্‌গুণশালী আশ্রয় নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। কিন্তু গন্ধর্ব সিদ্ধ, অসুর, যক্ষ, চারণ এবং স্বর্গবাসী দেবগণের মধ্যে অদৃশ গুণসম্পন্ন কাকেও দেখতে পেলেন না। চিন্তা করে দেখলেন—দুর্বাসা প্রমুখ যাঁদের তপস্যা আছে কিন্তু ক্রোধজয়ী নয়, গুরু শুক্রাদির জ্ঞান আছে, নাই অনাসক্তি, ব্রাহ্ম ও চন্দ্রে মহত্ব আছে নাই কামজয়, ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রভুত্ব আছে কিন্তু তা পরাধীনতা রহিত নয় সুতরাং তাঁরা কি ঈশ্বর? কোন ব্যাক্তিতে ধর্ম আছে নাই সর্বভূতে দয়া, কোন কোন রাজার দান আছে, কিন্তু তা নিষ্কাম নয়, কোন কোন পুরুষের বীর্য্য আছে, তা কালভয়রহিত নয়, আর সনকাদি গুণসঙ্গ বিবর্জিত কিন্তু সমাধি নিষ্ঠা তারজন্য আমার আশ্রয় হতে পারে না। মার্কণ্ডেয় মুনির চিরায়ু আছে, নাই শীলমঙ্গল, হিরণ্যকশিপু প্রমুখের শীলমঙ্গল আছে, নাই আয়ু, স্থিরতা, আর যিনি সর্বগুণসম্পন্ন তিনি আমাকে কামনা করেন না কারণ তিনি আত্মারাম বিষ্ণু। লক্ষী নিরপক্ষ বিচার করে ভগবান্ মুকুন্দকেই স্বামিত্বে বরণ করলেন।

ত্রিজগতের জনক বিষ্ণু স্বীয় বক্ষঃস্থলে সর্ব ঐশ্বর্য্যশালনী লক্ষীদেবীকে আশ্রয় দিলেন। তখন সকল দেবগণ গান ও নিত্য করতে আরম্ভ করলেন। বিশ্বস্রষ্টৃগণ পুষ্পবৃষ্টি করে স্তব করতে লাগলেন। অনন্তর সমুদ্র মন্থন হতে কন্যাবস্থাপন্না বারুণী দেবী উৎপন্ন হলে বিষ্ণুর অনুমতি ক্রমে অসুরগণ উহা গ্রহণ করল। সর্বশেষে মথ্যমান সমুদ্র হতে অমৃত কুম্ভহস্তে অতাশ্চর্য্য রূপধারী এক পুরুষ উত্থিত হলেন, তা ভগবান্ বিষ্ণুর অংশ সম্ভূত, সর্বগুণশালী ধন্বন্তরি নামে বিখ্যাত, আয়ুরবেদশাস্ত্রী পারদর্শী এবং যজ্ঞভাগ ভোক্তা। অমৃতকুম্ভ হস্তে তাঁকে দেখে অসুরেরা অমৃত লাভের কামনায় বলপূর্বক হরণ করল। দেবগণ বিষণ্ণ হয়ে বিষ্ণুর শারণাপন্ন হলেন। ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণের দুঃখের বিষয় অবগত হয়ে বললেন, তোমরা চিন্তা করো না, আমি মায়াবলে অসুরগণকে মোহিত করে তাদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করব। অমৃতপাত্র নিয়ে অসুরগণ পরস্পরের সৌহৃদ্য ভাব পরিত্যাগ পূর্বক দস্যুর ন্যায় অধর্মপরায়ণ হয়ে পরস্পরে দুর্বাক্য বলতে আরম্ভ করল। সেই অবসরে স্বয়ং বিষ্ণু এক পরমাশ্চর্য্য রমণীরূপ ধারণ করে অসুরগণের নজরে এলেন। সুন্দরী রমণীকে দেখে তারা কামভাবাপন্ন হয়ে তাঁর পরিচয় জানতে চাইল। হে ভামিনী! তুমি যেখানে থেকেই আস না কেন, তুমি আমাদের জ্ঞাতিগণের বিবাদ মিটিয়ে এই যে অমৃতকুম্ভ পৌরুষদ্বারা এনেছি তা আমাদের পরস্পরের মধ্যে ন্যায়ানুসারে ভাগ করে দাও, যাতে কোনরূপ কলহ না থাকে। স্ত্রীরূপধারী বিষ্ণু দৈতগণের কথা শুনে হ্যস্যপূর্বক মনোহর কটাক্ষ দ্বারা বললেন—হে কাশ্যপপুত্রগণ! কামিনীকে কখনও বিশ্বাস করো না কারণ পণ্ডিতগণ বলে থাকেন কুক্কুর এবং ভ্রষ্টা স্ত্রীগণকে কখনও বিশ্বাস করবে না। কামিনীর এইরূপ পরিহাস বচন শুনে দৈত্যগণ আশ্বস্তচিত্ত হয়ে ভাব গম্ভীরভাবে হাস্য করল এবং তাঁকে অমৃত পাত্র প্রদান করল। কামিনীরূপী শ্রী ভগবান্ বললেন—আচ্ছা, তোমরা যদি আমার উপর বিশ্বাস কর, তবে অঙ্গীকার বদ্ধ হও, আমি যেমন ভাল মন্দ বুঝব সেই ভাবে অমৃত ভাণ্ড ভাগ করব। দৈত্যশ্রেষ্ঠগণ তাতে অনুমোদন দিল। অনন্তর সকলে উপবাস ও স্নান করে যজ্ঞে আহুতি প্রদান পূর্বক যথাযোগ্য তৈরী হয়ে এসে সুশাসনে পূর্বমুখে উপবশন করল। এরপর রমণী নূপুর দ্বারা মধুর শব্দ করতে করতে অমৃতকুম্ভ হাতে নিয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করল। তাঁকে দেখে দেবতা ও অসুরগণ সকলে সহাস্য নিরীক্ষণে সম্পূর্ণরূপে মোহিত হল। দেব দৈত্যগণকে পৃথক শ্রেণীতে বসিয়ে অমৃত কুম্ভ নিয়ে নানাঅঙ্গ ভঙ্গিতে মোহিত করে অসুরগণকে

বঞ্চিত করে দেবগণকে জরামরণ হারিণী সুধাপান করালেন। মোহিনীর কথা বিশ্বাস এবং অতিশয় আকৃষ্ট দৈত্যগণ প্রণয় ভঙ্গ হবে ভেবে তাঁকে কোন অপ্রিয় বাক্য বলতে পারল না।। সুচতুর অসুর রাহুদেবচিহ্ন ধারণ করে দেব পঙ্‌ক্তিতে বসেছিল, সে অমৃত পান করল। দেবগণ মধ্যে চন্দ্র ও সূর্য্য রাহুকে চিনতে পেরে চক্রদ্বারা তার মস্তক ছেদন করে ফেলল কিন্তু যেহেতু সে অমৃত পান করেছিল, তার মস্তক অমৃতপানের ফলে অমর হয়ে রয়ে গেল। ব্রহ্মা তখন ঐ মস্তকটি রাহুগ্রহ বলে কল্পনা করলেন। ঐ রাহু আক্রোশ বসে পর্বে পর্বে চন্দ্র ও সূর্য্যকে আক্রমণ করে থাকে।

অমৃত পান শেষ পর্বে শ্রীহরি অসুরাধিপতিগণের সমক্ষেই নিজরূপ ধারণ করলেন। "দেবগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন ফলেই অমৃত প্রাপ্ত হলেন আর দৈত্যগণ সমান পরিশ্রম করেও ফলপ্রাপ্তি বিপরীত হল। মনুষ্যগণ শ্রীভগবানে অর্পণ না করে প্রাণ, ধন, কর্ম ও বাক্যাদি দ্বারা যা কিছু করে তা সবই বিফল অর্থাৎ বৃক্ষের মূলদেশে জল সেচন করলে যেরূপ গাছের উপকার তদ্রূপ শ্রীভগবানে অর্পণ করে শারীরিক বা মানসিক যা কর্ম করে তাতেই সুফল পাওয়া যায়। নচেৎ নয়। কারণ ঈশ্বর সর্বত্র সততসম্বন্ধ হয়ে বিরাজ করছেন।"*

হে রাজন্, তদনন্তর দেবাসুরে এক ভীষণ সংগ্রাম শুরু হল। বহু অসুর নিহত হল। বিরোচনপুত্র দানবরাজ বলি অসুরগণের সেনাপতি রূপে দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে তুমুল দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। ইন্দ্র শতপর্ব্ব বজ্র উত্থিত করে বললেন, রে মদাত্মন্, এই বজ্রের দ্বারা তোর শিরশ্ছেদ করছি তোর ক্ষমতা থাকলে প্রতিকার কর। বলি বললেন,—হে মহেন্দ্র! কালপ্রেরিতকর্মা যুদ্ধার্থীদিগের সকলেই দৈবের অধীন, দৈববশত, সকলেই কীর্ত্তি জয় পরাজয় মৃত্যুক্রম অনুসারে হয়ে থাকে। জ্ঞানীগণ এই জগৎকে কালের বশ মনে করে হর্ষ শোকের অধীন হন না। তোমরা এই বিষয়ে অনভিজ্ঞ তোমাদের বিবেক জ্ঞানহীন মর্ম্মপীড়া দায়ক বাক্য সকলে আমরা গ্রাহ্য করি না। কারণ আমরা নিজদিগকে জয় পরাজয়ের কর্তা বলে মনে করি না। এই রূপে মহাবীর বলি ইন্দ্রকে তিরস্কার রূপ বাক্যবাণ দ্বারা আহত করল। দেবরাজ ইন্দ্র তিরস্কৃত হয়ে সহ্য করতে না পেরে বলির প্রতি শত্রু সংহারক অমোঘ বজ্র নিক্ষেপ করলেন। বলি তখন ছিন্নপক্ষ পর্বতের ন্যায় বাহনের সহিত ভূতলে পতিত হল।

---

* এবং সুরাসুরগণাঃ সমদেশকাল—হেত্বর্থকর্ম্মমতয়োঽপি ফলে বিকল্পাঃ।
তত্রামৃতং সুরগণাঃ ফলমঞ্জসাপু-র্যৎ পাদপঙ্কজরজঃশ্রয়ণান্ন দৈত্যাঃ।। ৮/৯/২৮

এরপর বহু দানবগণকে ইন্দ্র বধ করলেন। তখন দানবগণের প্রভূতক্ষয় দর্শন করে ব্রহ্মা প্রেরিত নারদ এসে দেবগণকে নিবৃত্ত করলেন। নারদ দেবগণকে বললেন, হে দেবগণ! ভগবান্ বিষ্ণুর বলে বলীয়ান আপনারা অত্যন্ত শ্রীসম্পন্ন হয়েছেন, সুতরাং এক্ষণে যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত হউন। দেবগণ নারদের বাক্যকে শিরোধার্য্য করে ক্রোধ পরিত্যাগ করে স্বর্গে গমন করলেন।

অসুরগণ বলিকে নিয়ে অস্তপর্বতে চলে গেল। সেখানে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য সঞ্জীবনী বিদ্যাদ্বারা তাকে জীবিত ও সবল করলেন। লোকতত্ত্ব বিচক্ষণ বলি পরাজয়েও কিছুমাত্র দুঃখ প্রকাশ করল না।

অধ্যায় (১২)

শ্রী শুকদেব বললেন—হে রাজন্! সমুদ্রমন্থনে অমৃত উঠেছিল তা দেবগণ ও অসুরগণ মধ্যে বন্টন করার জন্য শ্রীভগবান্ বিষ্ণু মোহিনীরূপ ধারণ পূর্বক দানবগণকে মোহিত করে দেবগণকে অমৃত পান করিয়েছেন, বৃষধ্বজ শিব এই বৃতান্ত শুনে মধুসূদনকে দেখার জন্য দেবীকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে গমন করলেন, সেখানে বিষ্ণু তাঁকে অভিবাদন করে সম্মান প্রদর্শন করলে প্রত্যাভিবাদন করে মহাদেব বললেন, হে দেবদেব! হে জগদ্ব্যাপিন! হে জগদীশ্বর! আপনিই সকল বস্তুর কারণ, চৈতন্যস্বরূপ এবং নিয়ন্তা। আপনি সত্যস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ও বিকারশূন্য, বিশ্বের আত্মাস্বরূপ। মুনিগণ আপনাকেই ঐহিক ও পারত্রিক সম্যক্‌রূপে চিন্তা করেন। অজ্ঞানবশতঃ মানবগণ ভেদ কল্পনা করে থাকে। বৈদান্তিকগণ, মীমাংসকগণ, সাংখ্যশাস্ত্র বিদ্‌গণ, পঞ্চরাত্র বেত্তাগণ, পাতঞ্জল বেত্তাগণ এঁরা কেহই আপনার সম্যক্ তত্ত্ব অবগত নহেন। হে ভগবন্! আপনার সৃষ্টি এই বিশ্বের তত্ত্ব ব্রহ্মা ও আমি শিব জানি না, এমনকি ঋষিগণও জানতে পারেন না। আপনার মায়া দ্বারা বিমুগ্ধচিত্ত দৈত্য ও মনুষ্যগণ কি করে জানবে? আপনি ক্রীড়া পূর্বক যে যে অবতার রূপলীলা করেছেন, তা আমি দেখেছি এক্ষণে যে স্ত্রীমূর্তি ধারণ করেছিলেন তা আমি দেখতে ইচ্ছা করি— আমার কৌতূহল হয়েছে।

ভগবান্ বিষ্ণু শিব কর্তৃক এরূপ প্রার্থিত হয়ে হাস্য পূর্বক বললেন, আমি অসুরগণের মনোমোহন কামের উদ্দীপক সেই স্ত্রী রূপ আপনাকে দেখাব বলে অন্তর্হিত হলেন। শিব পার্বতী এদিক ওদিক দেখতে লাগলেন—কিছুক্ষণের মধ্যে

একটি পরমাসুন্দরী স্ত্রী মূর্তি দর্শন করলেন। তাঁর মুখমণ্ডল অতিশয় মনোমুগ্ধ কর, যেন জগৎকে মোহিত করছিলেন। মহাদেব ঐ রূপবতী রমণীদর্শনে বিমুগ্ধ হলেন। তাঁর নিকটস্থ দেবী ও সহচরগণ বিস্মৃত হলেন। রমণীর প্রতি আকৃষ্ট হলেন।। কামাসক্ত হয়ে নিলর্জভাবে তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলেন। মহাদেবের এই অবস্থা দেখে মোহিনীরূপী অতিশয় লজ্জিত হলেন। হস্তী যেমন হস্তিনীর প্রতি ধাবিত হয় সেইরূপ মহাদেব রমণীর প্রতি ধাবিত হয়ে নিকটবর্তী হলে রমণীর কেশাকর্ষণ পূর্বক বাহুদ্বয় দ্বারা আলিঙ্গন করলেন। হে রাজন্! বিষ্ণু কর্তৃক মায়াময়ী রমণী মহাদেবের নিকট নিজেকে মুক্ত করে দ্রুতবেগে পলায়ন করলেন। অতিশয় আসক্ত হয়ে মহাদেব লীলাময়ী বিষ্ণুর অনুসরণ করতে লাগলেন। মহাবীর্য সম্পন্ন মহাদেবের রেত, পথিমধ্যে স্খলিত হতে লাগল এবং যেখানে যেখানে রেত, স্খলিত হল সেখানে রৌপ্য ও সুবর্ণের ক্ষেত্র হল। রেতঃ বিচ্যুত হওয়ার পর মহাদেবের মোহরূপ পাপকর্ম হতে নিবৃত্ত হলেন। ইহা বিষ্ণুর মায়া অবগত হয়ে আশ্চর্য্য বোধ করলেন না, কারণ বিষ্ণুর মায়া কে বুঝতে পারে। বিষ্ণু স্বীয় মূর্তি ধারণ করে প্রীতি সহকারে বললেন, স্ত্রীরূপিণী আমার মায়া দ্বারা বিমুগ্ধ হয়েও প্রকৃতিস্থ আছেন, ইহা পরম ভাগ্যের বিষয়। আপনি ছাড়া আমার মায়াকে কে অতিক্রম করতে পারে! শঙ্কর বিষ্ণুকে সম্ভাষণ ও প্রদক্ষিণ করে স্বধামে গমন করলেন। শঙ্কর দেবিকে বললেন, বিষ্ণুর মায়া দেখলে তো? যে মায়া দ্বারা আমি কলা অর্থাৎ অংশসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়েও মোহিত হলাম অপরের কথা কি বলব? হে দেবি! বহু সহস্র বৎসর আগে আমি যোগ হতে নিবৃত্ত হলে তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে, ইনি সেই সাক্ষাৎ পরমপুরুষ বিষ্ণু। সকল বিষয় জেনেও বেদ ইঁহাকে জানতে পারে না, শরণাগতের কামনাপূরক বিষ্ণুকে প্রণাম করি।

অধ্যায় (১৩—১৪)

বিবস্বানের পুত্র শ্রাদ্ধদেব নামক সপ্তম মনু বর্তমান তা আগেই বলেছি — শ্রাদ্ধদেব মনুর দশটি পুত্র। এই সপ্তম মন্বন্তরেই প্রজাপতি কশ্যপ হতে অদিতির গর্ভে শ্রী ভগবান্ জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অদিতি পুত্রগণের সর্বকনিষ্ঠ বামনরূপধারী বিষ্ণু। ইনিই ত্রিপাদ ভূমি যাজ্ঞাচ্ছলে অসুরপতি বলিকে নিগৃহীত করে পরে তাকে কৃপা করেন। অষ্টম মন্বন্তরে সাবর্ণি মনু হবেন। নির্মোক, বিরজস্ক প্রভৃতি সাবর্ণির পুত্র। শ্রীশুকদেব বললেন, রাজন্! গালব, দীপ্তিমান, পরশুরাম,

অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, ঋষ্যশৃঙ্গ ও আমার পিতা ব্যাসদেব ইঁহারা অষ্টম মন্বন্তরে সপ্তর্ষি হবেন। এখানে ইঁহারা যোগ অবলম্বন করে নিজ নিজ আশ্রমে আছেন। দেবগুহ্য হতে সরস্বতীর ভগবান্ অবতীর্ণ হয়ে সর্বেভৌম নামে বিখ্যাত হবেন। ইন্দ্রের নিকট হতে স্বর্গহরণ করে বলিকে প্রদান করবেন। বরণ-পুত্র দক্ষসাবর্ণি নবম মনু, ভূতকেতু, দীপ্তকেতু ইঁহার পত্র। ঐ মন্বন্তরে আয়ুষ্মান হতে অম্বুধারার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে ভগবান্ ঋষভদেব নামে পরিচিত হবেন। উপশ্লোকের পুত্র ব্রহ্মসাবর্ণি দশম মনু, ভুরিষেণ প্রভৃতি তাঁর পুত্র। দশম মন্বন্তরে বিশ্বসৃজের গৃহে বিষুচীর গর্ভে নিজের অংশে জন্ম নিয়ে বিষ্বক্সেন নাম ধারণ করবেন। একাদশ মন্বন্তরে পরমাত্মানিষ্ঠ ধর্মসাবর্ণি একাদশ মনু হবেন। সত্য, ধর্মাদি প্রভৃতি তাঁর দশপুত্র। শ্রীভগবান্ একাংশে আর্য্যকের গৃহে বৈধৃতার গর্ভে জন্ম নিয়ে ধর্মসেতু নামে অভিহিত হয়ে ত্রিভুবন পালন করবেন। দ্বাদশ মনু রুদ্র সাবর্নির সময় সত্যসহার ঔরসে সুনৃতার গর্ভে জন্মে শ্রীহরি স্বধামা নামে খ্যাত হবেন। আত্মবান্ দেবসাবর্ণি ত্রয়োদশ মনু হবেন। যোগেশ্বর হরির অংশ দেবহোত্রের গৃহে বৃহতীর গর্ভে, তিনি জন্মগ্রহণ করেন। চিত্রসেন, বিচিত্র প্রভৃতি তাঁর পুত্র। ইন্দ্রসাবর্ণি চতুর্দশ মনু হবেন। শ্রীহরির অংশে সত্রায়ণের ঔরসে বিতানার গর্ভে অবতীর্ণ হয়ে বৃষদ ভানুরূপে জন্ম নিয়ে ক্রিয়াকলাপ বিস্তার করেন। উরু, গম্ভীর, বুধ প্রভৃতি ইহার পুত্র। এই চোদ্দটি মনুর কাল এক কল্প। মনুগণ তত্তৎ মন্বন্তরের অবতারগণ কর্তৃক নিয়োজিত হয়ে জগতের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। চতুর্যুগান্তে অর্থাৎ সত্যযুগ প্রারম্ভে কালবশতঃ লুপ্তপ্রায় শ্রুতিগণকে তপস্যা দ্বারা পুনরুদ্ধার ও ধর্মের প্রবর্ত্তন করেন। ভগবান্ বিষ্ণুর আদেশে মনুগণ চতুষ্পদ সনাতন ধর্ম পৃথিবীতে প্রচার করেন।

প্রতি মন্বন্তরে ইন্দ্র ত্রিভুবন পালন ও অভিলাষ পূর্ণ করতে পর্যাপ্ত বারি বর্ষণ করেন। শ্রীভগবান প্রতিযুগে সনকাদি সিদ্ধরূপ ধারণ করে জ্ঞান, যাক বল্ক্যাদি ঋষিরূপে কর্ম ও দত্তাত্রেয়াদি যোগেশরূপে যোগ শিক্ষা প্রদান করেন। তিনিই প্রজা পতিরূপ ধারণ করে সৃষ্টি, রাজমূর্তি ধারণ করে দস্যুদিগের সংহার করে প্রজাপালন এবং কালরূপী হয়ে প্রাণি সমূহকে সংহার করেন। বুদ্ধি বিভ্রষ্ট মনুষ্য দ্বারা নানাভাবে স্তুত হয়ে তিনি সন্তুষ্ট হন না।

অধ্যায় (১৫—২৩)

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি বলির নিকট শ্রীহরির ভূমি প্রার্থনা বিষয় যে বলেছেন, সেই অতিশয় আশ্চর্য্য ব্যাপার বিস্তারিত ভাবে জানতে ইচ্ছা হয়। শুকদেব বললেন, রাজন্! সমুদ্রমন্থন লব্ধ অমৃতবণ্টনের পর দেবাসুরের তুমুল সংগ্রামে বলি প্রাণহীন হয়ে ভৃগুবংশীয় শুক্রাচার্য্যের বিদ্যাপ্রভাবে পুনর্জীবন লাভ হল, একথা পূর্বেই বলেছি, বিরোচনপুত্র বলি সেই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হয়ে ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণ দ্বারা বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। সেই যজ্ঞের অগ্নিহতে দিব্যরথ, অশ্ব সকল ধ্বজ, দিব্যধনুঃ, তূণীর, এবং দিব্যকবচ উত্থিত হল। পিতামহ প্রহ্লাদ আবির্ভূত হয়ে তাঁকে অম্লান পুষ্পমালা এবং দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য তাঁকে এক দিব্য শঙ্খ প্রদান করলেন, বলি ব্রাহ্মণগণকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম পূর্বক পিতামহের পাদ গ্রহণ করে প্রণাম করলেন। তারপর সেই যজ্ঞাগ্নি হতে উদ্ভূত— ভৃগুদত্ত দিব্য রথে আরোহণ করলেন। দিব্যাস্ত্রসমূহ দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে বিপুল অসুর সেনাচালন পূর্বক স্বর্গ ও পৃথিবীকে কম্পিত করে সমৃদ্ধিশালিনী ইন্দ্রপুরী আক্রমণ করলেন। ফল ও ফুলাদি উপবনাদিযুক্ত সুশোভিত ইন্দ্রপুরীতে সৈন্যদ্বারা সকল দিক হতে অবরোধ করলেন। শুক্রাচার্য প্রদত্ত মহানাদযুক্ত শঙ্খ বাজালেন। ইন্দ্রপুরীর সকলের ভীতি সঞ্চার হল। ইন্দ্র সকল দেবগুরুর নিকট গমন করলেন। দেবগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রকে বললেন, ব্রহ্মজ্ঞ ভৃগুবংশীয় শুক্রচার্যাদি ব্রাহ্মণগণ ভক্ত শিষ্যকে তেজঃ প্রদান করেছেন। বলিকে একমাত্র শ্রীহরি ব্যতীত অন্য কেহ এখন জয় করতে পারবে না। অতএব তোমরা সকলে স্বর্গধাম পরিত্যাগ পূর্বক অদৃশ্য থেকে কাল প্রতীক্ষা কর। দেবগণ আর কোন উপায় না দেখে উপয়ান্তর না পেয়ে শ্রীগুরুর আদেশ পালন করলেন। তাঁরা ইচ্ছাময় রূপ ধারণ করে স্বর্গ হতে অন্যত্র চলে গেলেন। বলি দেবরাজধানী অধিকার করে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। দেবমাতা অদিতি স্বামী ত্যক্ত আশ্রমে অনাথার ন্যায় পরিতৃপ্তা হয়ে বাস করতে লাগলেন। একদা ভগবান্ কশ্যপ সমাধি হতে উত্থিত হয়ে অদিতির আশ্রমে উপস্থিত হলেন। তিনি পত্নীকে দীনমনে উপবিষ্টা ও আশ্রমকে নিরানন্দ দেখে পত্নীকে বললেন, ভদ্রে, বিপ্রগণের কোনও অমঙ্গল হয় নাইতো? তোমার পুত্রগণের কুশলতো? কোন অতিথি আশ্রমে এসে কি অনাদৃত হয়ে চলে গিয়েছেন? এবম্বিধ গৃহে ধর্ম, অর্থ, কামের কোন অমঙ্গল ঘটে নাইতো? কারণ যে সকল গৃহে অতিথিগণ এলে জলদ্বারাও

অভ্যর্থিত না হয়ে ফিরে যান, সেই সকল গৃহ শৃগালের গৃহের তুল্য। অদিতি বললেন, হে সুব্রত! সপত্নীগণ আমার পুত্রগণের সমস্ত সম্পদ এবং রাজ্য অধিকার করে নিয়েছে, আপনি তাদিগকে রক্ষা করুন।

হে রাজন্! অদিতি এইরূপ বললে প্রজাপতি কশ্যপ যেন ঈশৎ হাস্য করে বললেন, অহো! বিষ্ণু মায়ার কি মোহিনী শক্তি যে সেই মায়াশক্তির প্রভাবে এই জগৎ স্নেহে বদ্ধ। কি আশ্চর্যজনক মায়ার বল! এই ভূতাদি নির্মিত দেহই বা কোথায় আর প্রকৃতির অতীত আত্মাই বা কোথায়? পতি পুত্র্যাদি কে কার? মোহই এই সকলের একমাত্র কারণ।

ভদ্রে, সর্বভূতাত্মা জগৎপিতা, জগদগুরু পরমপুরুষ বাসুদেবের আরাধনা কর— কারণ ভগবৎসেবা অব্যর্থ, ভগবদ্ ভক্তিই নিশ্চিত ফলপ্রদ, আর সকলই বৃথা, ইহাই আমার ধারণা। অদিতি বললেন, হে ব্রহ্মন্! আমি কোন্ বিধি অনুসারে উপাসনা করব? যাতে আমার মনোরথ পূর্ণ করবেন। সে রকম আমাকে উপদেশ করুন। কশ্যপ বললেন — হে অদিতি! ভগবান্ পদ্মযোনি ব্রহ্মা আমা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে যে ব্রত উপদেশ দিয়েছিলেন তাই আমি তোমাকে বলছি—একাগ্রচিত্ত হয়ে নিষ্ঠার সহিত ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে প্রতিপদ হতে দ্বাদশী পর্যন্ত দ্বাদশ দিবস পয়োব্রত আচরণ পূর্বক বিষ্ণুর অর্চনা করবে। কর্ম সমাপনান্তে গুরুতে কিম্বা ভগবান্ বিষ্ণুর অর্চনা করবে — হে ভগবন্! আপনি সকলের আধারস্বরূপ, সর্বজ্ঞ, আপনি অব্যক্ত, সূক্ষ্ম ও প্রধান পুরুষ, আপনি সর্বভূতের অধিপতি, জগতের জীবন স্বরূপ, যৌগৈশ্বর্য্যময়, দেহধারী যোগের প্রবর্তক। আপনি আদিদেব, আপনি নর ও হরি, সর্বদুঃখ হরণকারী আপনাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার। আমার প্রতি আপনি প্রসন্ন হউন। এই বলে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে হৃষীকেশকে পূজা করবে। এবং দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র অষ্টোত্তর শতবার জপ করে বিবিধ স্তুতিবাক্যে স্তব করবে ও সাটাঙ্গে প্রণাম করবে। এই প্রকার দ্বাদশদিন যাবৎ এই পয়োব্রতের অনুষ্ঠান করবে এবং হরির অর্চনা, হোম, পূজা এবং ব্রাহ্মণ ভোজনাদি করবে। ইহাও বললেন যে, অসদালাপ এবং উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট উভয়বিধ ভোগ পরিত্যাগ করবে। সর্বভূতে অহিংস ও বাসুদেব পরায়ণ হবে। পিতামহ ব্রহ্মা যা বলেছিলেন তা তোমাকে বললাম। হে ভাগ্যবতি! তুমি সম্যক্‌রূপে শুদ্ধচিত্তে সেই অব্যয় ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা কর।

এই সকল ব্রত সর্ববিধ ফলদায়ক এবং ভগবান্ বিষ্ণুর অতি প্রীতিকর জানবে। যে কর্ম দ্বারা তিনি সন্তুষ্ট থাকেন তাই যম, নিয়ম, দান, ব্রত এবং উত্তম যজ্ঞ।

এইরূপে তাঁর পূজা করলে শ্রীভগবান্ নিশ্চয় তোমার অভীষ্ট ফল পূরণ করবেন। অদিতি ভগবান্ বিষ্ণুকে চিন্তা করতে করতে মন সমর্পণ পূর্বক অখিলাত্মা বাসুদেবে সমাহিত করে নিষ্ঠার সহিত ঐ ব্রত আচরণ করলেন। হে তাত! শ্রীহরি আদিপুরুষ তখন অদিতি কর্তৃক স্তুত হয়ে অন্তর্যামী ভগবান্ বিষ্ণু প্রাদুর্ভূত হলেন। অদিতি— তাঁকে সম্মুখে দেখে সাদরে সহসা গাত্রোত্থান করলেন এবং প্রীতিবিহ্বল হয়ে শরীর দ্বারা দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন।

তিনি কৃতাঞ্জলি হয়ে দণ্ডায়মান হলেন। তাঁর সর্বশরীর রোমাঞ্চিত ও কম্পিত হতে লাগল। আনন্দাশ্রুতে নেত্রদ্বয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। অতিকষ্টে নয়ন ধারা রুদ্র করে সমীপস্থ সেই জগৎপতির অপরূপ রূপরাশি পান করতে করতে অদিতি প্রীতি গদগদ বাক্যে ধীরে ধীরে তাঁর স্তব করলেন। পদ্ম পলাশলোচন শ্রীহরি বললেন, হে দেবমাত! তোমার কি প্রার্থনীয় তা আমি জানি তোমার পুত্রদিগের জন্য ব্যথিত হয়েছ। বিক্রম প্রকাশ দ্বারা অসুরগণ এখন পরাজিত হবে না। আমি অংশে তোমার পুত্রত্ব গ্রহণ করে তোমার পুত্রগণকে রক্ষা করব। এই দেবগুহ্য বৃত্তান্ত কারও নিকট প্রকাশ করো না। দেবগুহ্য বিষয়সমূহ উত্তমরূপে গোপন রাখতে পারলে তাতে সিদ্ধি লাভ হয়ে থাকে। এই বলে শ্রীহরি অন্তর্হিত হলেন।

পীতাম্বর ভগবান্ বিষ্ণু, কশ্যপের গৃহে অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন। অদিতি পরমপুরুষ বিষ্ণুকে নিজগর্ভে আবির্ভূত দেখে খুবই আনন্দিত হলেন। কশ্যপও জয়ধ্বনি করতে লাগলেন। তিনি পিতামাতার সমক্ষে নটের ন্যায় রূপ পরিবর্তন করে বামন হলেন। মহর্ষিগণ সেই বামনরূপী বটুকে দর্শন করে অতিশয় আনন্দিত হলেন। উপনয়ন কালে সূর্য্যদেব তাঁকে সাবিত্রী মন্ত্র বললেন, বৃহস্পতি যজ্ঞোপবীত, পিতা কশ্যপ মেঘলা, ভূমি কৃষ্ণাজিন, সোমদণ্ড, মাতা অদিতি কৌপীন, স্বর্গছত্র, বেদগর্ভ ব্রহ্মা কমণ্ডলু, সপ্তর্ষিগণ কুশ, সরস্বতী অক্ষমালা, কুবের ভিক্ষাপাত্র, ও ভগবতী উমা ভিক্ষা প্রদান করলেন। সেই বামদেব সজল কমণ্ডলু ও ছত্র ধারণ করে পৃথিবীকে অবনমিত করে নর্মদা নদীর উত্তরতটে ভৃগুকচ্ছ নামক বলির যজ্ঞক্ষেত্রে উদিত হলেন। যজ্ঞ প্রবর্তনকারী ভৃগুবংশীয় শুক্রাচার্য্যাদি বলিরাজের ঋত্বিক্‌গণ বামনরূপী বিষ্ণুকে উদিত সূর্য্যের ন্যায় দেখতে লাগলেন। সকলে চিন্তা করতে লাগলেন যে, যজ্ঞদর্শনার্থ কি সূর্য্যদেব আগমন করলেন বা অন্য কোন দেবতা? এমন সময় বামনদেব দণ্ড, ছত্র এবং জলপূর্ণ কমণ্ডলু ধারণ করে অশ্বমেধ

যজ্ঞের স্থলে প্রবেশ করলেন। তেজোদীপ্ত এবং সর্বাঙ্গসুন্দর বামন রূপী বিষ্ণুকে দর্শন করে যজমান বলি প্রীত হয়ে আসন প্রদান করলেন।

অনন্তর দানবরাজ বলি তাঁর পাদদ্বয় স্বয়ং ধৌত করে দিয়ে চরণোদক জল মস্তকে ধারণ করলেন এবং বললেন—হে ব্রহ্মন্! অদ্য আমার পিতৃগণ তৃপ্ত হলেন, অদ্য আমার কুল পবিত্র হল। অদ্য আমার এই অশ্বমেধযজ্ঞ সুসম্পন্ন হল। যেহেতু আপনি আমার গৃহে আগমন করেছেন। আপনার কি কার্য্য করব? অদ্য আমার অগ্নিসমূহ যথাবিধি হত হয়েছে। আপনার পাদোদক স্পর্শে আমি পাপশূন্য হলাম।। আপনার পবিত্র ক্ষুদ্র চরণ স্পর্শ করে পৃথিবী পবিত্র হয়েছেন। হে বামন! হে বিপ্রনন্দন! আপনি যা যা ইচ্ছা করেন, তা আমার নিকট গ্রহণ করুন। আপনাকে প্রার্থী বলে মনে হচ্ছে। হে পূজ্যতম! গো, সুবর্ণ, সর্বগুণ সম্পন্ন গৃহ, উৎকৃষ্ট অন্ন, বিপ্রকন্যা, ভূরি ভূরি সমৃদ্ধি সম্পন্ন গ্রাম, অশ্ব, হস্তী, অথবা রথ যা আপনার অভিপ্রেত, তাই আমার নিকট গ্রহণ করুন।

শ্রীশুকদেব বললেন, হে রাজন্! বলি প্রদত্ত ধর্মযুক্ত প্রীতিকর বাক্য গ্রহণ করে বামনদেব প্রীত হয়ে বললেন, আপনার প্রীতিকর বাক্য আপনার বংশের অনুরূপ হয়েছে, আপনার কুলবৃদ্ধ প্রশান্ত চিত্ত পিতামহ প্রহ্লাদই তার দৃষ্টান্ত। যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি হয়ে 'দিব না' দান করতে অসমর্থ হয়েছে, এই বংশে সেরকম কৃপণ পুরুষ বা অজ্ঞ জন্মগ্রহণ করে নাই। ব্রাহ্মণ প্রিয় প্রহ্লাদের পুত্র আপনার পিতা বিরোচন, প্রার্থী ব্রাহ্মণ বেশধারী দেবগণকে চিনতে পেরেও তাঁর নিজের পরমায়ু প্রদান করেছিলেন। আপনার পূর্বপুরুষগণ ও অন্যান্য বিপুল কীর্তিশালী মহাবীরগণ কর্তৃক আচরিত ধর্ম আপনি অবলম্বন করেছেন অতএব হে দানবেন্দ্র বলি! আপনার নিকট আমার পাদপরিমিত তিনপাদ ভূমি আমি প্রার্থনা করি। হে কীর্তিশালী রাজেন্দ্র! আমি ত্রিপাদ ভূমি ব্যতীত অন্য কিছু যাচ্‌ঞা করি না। বলি হাস্য করে বললেন, হে ব্রাহ্মণ কুমার! তুমি নিতান্ত বালক, নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, মুর্খের ন্যায় তোমার বুদ্ধি। আমি ত্রিলোকের একমাত্র অধীশ্বর, সেই আমার নিকট নির্বোধের ন্যায় তুমি ত্রিপাদ ভুমি প্রার্থনা করছ? আমার নিকট দান গ্রহণ করে মনুষ্য কৃতার্থ হয়, যা তাকে আর অন্যের নিকট কোনদিন কিছু চাইতে না হয়। তুমি অনন্ত জীবিকাপালনের জন্য কিছু প্রার্থনা কর। বামনদেব বললেন, "হে রাজেন্দ্র! ত্রিভুবনের যত সম্পদ আছে তা একজন অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের কামনা পূরণ করতে পারে না। যথালাভে

সন্তুষ্ট অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়, আত্মজয়ী ব্যক্তিই সুখে অবস্থান করে থাকে। আর অজিতেন্দ্রিয়, অসন্তুষ্ট ব্যক্তি ত্রিভুবন প্রাপ্ত হলেও সুখী হতে পারে না।"* অর্থ ও কামনাবিষয়ে যে অসন্তোষ তাই সংসারে পুনঃ পুনঃ গমনাগমনের কারণ। সামান্য লাভে সন্তুষ্ট ব্রাহ্মণের তেজ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু জলের দ্বারা যেমন অগ্নি নির্বাপিত হয় সেইরূপ অসন্তোষ দ্বারা ব্রহ্মতেজঃ নষ্ট হয়ে থাকে। সুতরাং, হে বরদশ্রেষ্ঠ, আপনার নিকট হতে ত্রিপদ ভূমিই প্রার্থনা করি, এতে আমি কৃতার্থ হব।

রাজা বলি বামনদেবের এই সব কথা শুনে হাসতে হাসতে বললেন—তোমার যেরূপ অভিরুচি তাই গ্রহণ কর। এই বলে ভূমিদানের জন্য জলপাত্র গ্রহণ করলেন এবং বামনদেবকে ত্রিপাদ ভূমি দানে উদ্যত হলেন ঠিক সময়ে জ্ঞানী শুক্রাচার্য বিষ্ণুর অভিপ্রায় জানতে পেরে রাজাকে বাধা দিয়ে বললেন, মহারাজ এই বামনরূপী ব্রাহ্মণ স্বয়ং বিষ্ণু, মায়াবলে তোমার স্থান, ঐশ্বর্য্য, শ্রী, যশ, তেজঃ এবং শ্রুত অর্থাৎ বিদ্যা সমস্ত আক্রমণ পূর্বক গ্রহণ করে ইন্দ্রকে সমর্পণ করবেন। ইনি বিশ্বকায়, ত্রিপাদ দ্বারা ত্রিলোক আক্রমণ করবেন। হে মূঢ়, বিষ্ণুকে সর্বস্ব দান করে তুমি কিরূপে জীবন ধারণ করবে? নিশ্চয়ই সমগ্র দানবকুলের মহা অনর্থ উপস্থিত হল। আর, তিন লোক অর্থাৎ একটি পদ দ্বারা পৃথিবী, দ্বিতীয়পদ দ্বারা স্বর্গ এবং বিশাল শরীর দ্বারা অন্তরীক্ষ আক্রমণকারী বিশ্বরূপ ভগবানের তৃতীয় পদ পরিমিত স্থান কোথায় পাবে? বিষ্ণুর ত্রিপাদ পূরণ করতে অক্ষম হয়ে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অপরাধে তুমি নিরয়গামী হবে। আরো দেখ—যে দানে দাতার জীবিকা বিপন্ন হয়, পণ্ডিতেরা সেরূপ দানের প্রশংসা করেন না। সম্পূর্ণ দান করতে না পারার জন্য তোমার নরকবাস হবে। দান, যজ্ঞ, তপস্যা পূজাদি বৃত্তিমান লোকেরাই করতে পারেন। ধর্ম, যশ, অর্থ, কাম ও স্বজন এই পাঁচভাগে বিত্তকে বিভক্ত করলে ইহালোকও পরলোকে সুখ লাভ করতে পারে।

"সর্বদা সত্য কথা বলবে, কিন্তু কোন কোন স্থলে মিথ্যা কথাও বলতে পারা যায়, সেই সকল স্থল বলছি—উৎসাহ প্রদান দ্বারা স্ত্রী লোককে বশীভূত করবার

---

* যাবন্তো বিষয়াঃ প্রেষ্ঠাস্ত্রিলোক্যাম জিতেন্দ্রিয়ম্।
ন শক্নুবন্তি তে সর্ব্বে প্রতি পূরয়িতুং নৃপ।।
যদৃচ্ছয়োপপন্নেন সন্তুষ্টো বর্ত্ততে সুখম্।
নাসন্তুষ্ট স্ত্রিভির্লোকৈ রজিতাত্মোপসাদিতৈঃ।।৮/১৯/২১, ২৪

কালে, পরিহাসকালে, বিবাহে বরাদির গুণকীর্তনে, জীবিকার নিমিত্ত, প্রাণসঙ্কটে, গো ও ব্রাহ্মণের হিতার্থে এবং কারও প্রাণ নাশের সম্ভবনা হলে তাকে রক্ষা করবার নিমিত্ত মিথ্যাবাক্য বলা তত নিন্দনীয় নহে অর্থাৎ দোষাবহ নহে।"*

শ্রী শুকদেব বললেন— হে রাজন্! দানবরাজ বলি গুরু শুক্রচার্য্যের কথা শুনে ক্ষণকাল নীরব ও শান্ত হয়ে থাকলেন। পরে বললেন, হে আচার্য্য! গৃহস্থের যে ধর্ম আপনি যা বললেন তা অতি সত্য, যে ধর্মের অনুষ্ঠানে ধর্ম, অর্থ, কাম ও যশ এবং জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, উহাই গৃহস্থের ধর্ম। কিন্তু প্রহ্লাদের বংশধর আমি কপট ব্যক্তির ন্যায় কিরূপে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করি? অসত্য ভাষণের ন্যায় অধর্ম কিছু নাই। পৃথিবীদেবী বলেছেন—সত্যই হল ধর্ম। আমি সকলকে বহন করতে পারি, কিন্তু মিথ্যাবাদীকে নরকে বহন করতে পারি না। আমি ব্রাহ্মণকে বঞ্চনা দ্বারা অধর্মকে যেরূপ ভয় করি, নরক হতে, দারিদ্র্য হতে, দুঃখসাগর হতে, স্থানচ্যুত হতে এবং মৃত্যু হতেও সেরূপ ভয় পাই না। যে দানে ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হন না, সে দানেই বিফল। অতএব এই ব্রাহ্মণের প্রার্থিত সকল দানই আমার কর্তব্য। দধীচি, শিবি প্রভৃতি সাধু ব্যক্তিগণ দুস্ত্যজ প্রাণের দ্বারা প্রাণীগণের উপকার করেছেন। সামান্য ভূমির কি কথা। দুরন্ত কাল আমার পূর্ববর্তী দৈত্যগণের সকলকেই নিঃশেষে গ্রাস করেছে, কিন্তু তাঁদের অর্জিত কীর্তিরাশিকে কিঞ্চিৎ মাত্র ম্লান করতে পারে নাই। যুদ্ধে প্রাণত্যাগ বীরসুলভ, কিন্তু সৎপাত্র গৃহে উপস্থিত হলে শ্রদ্ধাসহকারে তাঁকে দান করেন, এমন দাতা পুরুষ দুর্লভ। সামান্য যাচকের অভিলাষ পূরণ দৈন্য দশা হলেও তা দানবীর ব্যক্তির পক্ষে তা শোভন হয়। আপনাদের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির কামনা পূর্ণ করার জন্য যদি দৈন্য দশা হয় তবে মহাসৌভাগ্য। সুতরাং, এই ব্রাহ্মণের বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করব। ইনি বিষ্ণু হউন, আর আমার প্রতি বরদাতা হউন, অথবা শত্রু হউন, আমি এই বামনের প্রার্থিব ভূমি দান করব।

"নিরপরাধ আমাকে যদি ইনি অধর্মপূর্বক বন্ধনও করেন, তথাপি আমি ব্রাহ্মণরূপী এই যাচক শত্রুকে হিংসা করব না।" দৈবপ্রেরিত বুদ্ধি শুক্রাচার্য্য, শ্রদ্ধাহীন, আদেশলঙ্ঘনকারী, সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ মনস্বী স্বীয় শিষ্য বলিকে অভিশাপ দিলেন— তুমি মূর্খ, আমার শাসন অতিক্রম করলে, সুতরাং, অচিরেই শ্রীভ্রষ্ট হবে। এই রূপে স্বীয় গুরুর দ্বারা অভিশপ্ত হয়েও মহামনা বলি সত্য হতে বিচলিত হলেন না, অর্চনা

---

* স্ত্রীষু নর্মবিবাহে চ বৃত্ত্যর্থে প্রাণসঙ্কটে।
গোব্রাহ্মণার্থে হিংসায়াং নানৃতং স্যাজ্জুগুপ্সিতম্।।৮/১৯/৪৩

পূর্বক বামনদেবকে ভূমি দান করতে উদ্যত হলেন। তখন মুক্তাভরণ ভূষিতা বলিপত্নী বিন্ধ্যাবলী স্বামীর বাসনা পুরণের জন্য জলপূর্ণ একটি সুবর্ণকুম্ভ তথায় আনয়ন করলেন। তখন যজমান বলি নিজে সেই বামনদেবের চরণযুগল সানন্দে প্রক্ষালিত করে পাদধৌত জল মস্তকে ধারণ করলেন। তখন স্বর্গে দেব, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, বিদ্যাধর চারণগণ সকলেই বলির কর্মকে প্রশংসা করে অসুররাজ বলির উপর পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। সহস্র সহস্র দুন্দুভি একই সঙ্গে নিনাদিত হয়ে উঠল, কিন্নরগণ গান করতে লাগলেন। এবং বলতে লাগলেন, মহামনাবলি জেনে শুনে শত্রুকে ত্রিলোক দান করে, আজ কি সুদুষ্কর কাজ করলেন। বলি ঋত্বিক সদস্যগণ তখন সেই মহাঐশ্বর্য্যশালী বামনরূপ দেহে ত্রিগুণাত্মক বিশ্ব দেখতে লাগলেন। সেই পরমপুরুষের বাক্যে ছন্দঃ সকল অর্থাৎ বেদসমূহ তাঁর মস্তকে স্বর্গ, কেশে মেঘসকল, নাসিকাতে বায়ু, বদনে অগ্নি, কর্ণসমূহে দিক্‌সমূহ, চক্ষুদ্বয়ে সূর্য্য, ভ্রূদ্বয়ে নিষেধ ও বিধি, দুই পক্ষে দিবা ও রাত্রি, কণ্ঠদেশে সামবেদাদি সমস্ত শব্দ, ললাটে মন্যু, রসনাতে জলাধিপতি বরুণ, অধরে লোভ, হাস্যে মায়া, গাত্রে স্থাবর জঙ্গম ভূতসমূহ, রোম সকলে ঔষধিগণ, ইন্দ্রিয়সমূহে দেবগণ ও ঋষিগণ এবং গাত্রে স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সকলকে দর্শন করলেন। শ্রীহরি মধুকর নিকরযুক্ত বনমালায় বিভূষিত হয়ে অতিশয় দীপ্তি পেতে লাগল। তারপর এক পদে বলির সমুদয় ভূভাগ, শরীর দ্বারা আকাশ ও বাহুসমূহ দ্বারা দিক্‌সকল আক্রমণ করলেন। হে রাজন্! বামনদেব যখন দ্বিতীয়পদ ক্ষেপণ করলেন, তখন স্বর্গ পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তৃতীয় পদের জন্য অনুমাত্র জায়গা থাকল না। ঐ দ্বিতীয় পদ মহর্লোক জনলোক ও তপলোকের অতীত সত্যলোক স্পর্শ করল। এইভাবে বামনদেব বলির সর্বস্ব হরণ করলেন।

বামনদেবের দ্বিতীয় চরণ সত্যলোকে উপস্থিত হলে ব্রহ্মাদি দেবগণ নানা উপহার দ্বারা দুন্দুভি বাদ্য নৃত্যগীত সহকারে যে চরণ কর্মদ্বারা লাভ করতে পারা যায় না, সেই চরণ বন্দনা করতে লাগলেন। ভক্তি সহকারে অর্চনা করে স্তব করতে লাগলেন। এদিকে অসুরগণ তাদের প্রভুকে এভাবে নিমজ্জিত হতে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে তারা নানা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বামনদেবকে আক্রমণ করতে গেল। অসুর সেনাপতিগণকে অতিশয় বেগে আসতে দেখে বিষ্ণুর অনুচরগণ তাদের বধ করে ফেলল। তখন বলিরাজ সৈন্যগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা নিরস্ত হও, কাল আমাদের প্রতিকুল। তোমরা আমার বাক্য শ্রবণ কর, যুদ্ধ করো না, নিবৃত্ত হও। বিষ্ণুর অনুচরগণ কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে রসাতলে প্রবেশ করল। পক্ষীরাজ গরুড় প্রভুর

অভিপ্রায় বুঝে বলিকে বরুণ পাশে বদ্ধ করল। স্বর্গ ও পৃথিবীতে সকল দিকে অতিশয় হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হল। বামনদেব বললেন, হে দৈত্যরাজ! তুমি আমাকে ত্রিপাদ ভূমি প্রদান করতে প্রতিশ্রুত হয়েছ, আমার দুই পদেই সকলস্থান পরিব্যাপ্ত হয়েছে, তৃতীয় পদের জন্য স্থান প্রদান কর। তুমি নিজেকে আঢ্য মনে করে ত্রিপাদ ভূমি দিব এই অঙ্গীকার করেছ। সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে পারলে না। সুতরাং প্রতারণ করলে, তোমার গুরু শুক্রাচার্য্যের কর্তৃক অনুমোদিত নরকেই প্রবেশ কর। কারণ প্রতিশ্রুত বস্তু দান না করে যে প্রার্থীকে বঞ্চনা করে তার মনোরথ বৃথা, তার স্বর্গ দূরগত, তার অধঃপতন হয়। বলি বামনরূপী বিষ্ণুকে বললেন, হে দেবশ্রেষ্ঠ, হে উত্তমশ্লোক! আমার বাক্য কদাপি মিথ্যা হবে না। আপনি আপনার তৃতীয় পদ আমার মস্তকে স্থাপন করুন। ঐশ্বর্য্য ভ্রষ্ট হলেও আমি অপকীর্তি হতে যেরূপ ভয় পাই, পাশবন্ধন বা নরককেও আমি ভয় করি না। কারণ মাতা, পিতা, ভ্রাতা ও সুহৃদগণও ঈদৃশ দণ্ড বিধান করে না। নিশ্চয় আপনি আমাদিগের পরম গুরু। আপনি এই দণ্ডের দ্বারা মদমত্ত দৈত্যগণের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করে আমাদের অসুরগণের পরম গুরুর কার্য্য করলেন। আপনার প্রতি শত্রুতার ভাব দ্বারা যে সিদ্ধিলাভ করা যায় অসুরগণ অদ্য তা প্রাপ্ত হল। আমি বরুণ পাশে আবদ্ধ হয়েছি তথাপি এ বিষয়ে আমার কোনরূপ লজ্জা বা ব্যথা বোধ করছি না। একান্ত অনুগত প্রহ্লাদ তাঁর নিজ পিতা কর্তৃক নানাবিধ দুঃখ প্রাপ্ত হলেও আপনিই তাঁর একমাত্র আশ্রয় ছিলেন। আয়ুর অবসানে যে দেহ অবশ্য ত্যাগ করে, তাতে কি প্রয়োজন? বিত্তাপহারী স্বজনরূপ দস্যুগণেই বা কি প্রয়োজন? যে স্ত্রী সংসারের হেতুস্বরূপ, তাতেই বা কি প্রয়োজন? সর্বদা মরণশীল জীবের গৃহেই বা কি হবে? উহাতে কেবল আয়ুরই ক্ষয় হয়। হে ভগবন্! এই প্রকার নিশ্চয়করে আমার মহাজ্ঞানী পিতামহ অধার্মিক জনসঙ্গে ভীত হয়ে নিজকুলের বিনাশকারী হলেও আপনার অকুতোভয় আপনার পাদপদ্মে প্রপন্ন হয়েছিলেন। যে সম্পদে জীব মুগ্ধ হয়ে মৃত্যুর সমীপবর্তী জেনেও জানতে পারে না। আমি আপনার দ্বারা বলপূর্বক সেই সম্পদ হতে ভ্রষ্ট হয়ে আপনার নৈকট্য প্রাপ্ত হলাম, এ আমার কি সৌভাগ্য।

শ্রীশুকদেব বললেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! উদিত চন্দ্রের ন্যায় ভগবৎ প্রিয় প্রহ্লাদ তাঁর সমক্ষে এসে উপস্থিত হলেন। পাশবদ্ধ ইন্দ্রসেন বলি তখন অপূর্ব কান্তি বিশিষ্ট, পদ্মনেত্র, অত্যুন্নত শরীর, পীতাম্বর, শ্যামাঙ্গ এবং ভাগ্যবানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পিতামহকে

দেখেও পুজোপহার দিতে সমর্থ হলেন না। কেবল মস্তক দ্বারা প্রণাম করে অশ্রুপূর্ণলোচনে সলজ্জভাবে অধোমুখে অবস্থান করে থাকলেন। পুলকাশ্রু বিহ্বল মহামনা প্রহ্লাদ, ভূলুণ্ঠিত মস্তকে শ্রীহরির নিকট নিবেদন করলেন। বললেন হে ভগবান্! আপনিই বলিকে এই ইন্দ্রপদ দিয়েছিলেন, আপনিই আজ এই মোহকর সম্পদ প্রত্যাহার করলেন, ইহা অপেক্ষা উহার সৌভাগ্য আর কি হতে পারে? ইহা আপনার বিশেষ অনুগ্রহ, যেহেতু আত্মমোহনকারী সম্পদ হতে ইহাকে ভ্রষ্ট করলেন।

যে সম্পদ দ্বারা অতি জ্ঞানী ব্যক্তিও মুগ্ধ হন, সে সম্পদ ভোগ দ্বারা কোন ব্যক্তিই আত্মদর্শন করতে পারে না। সুতরাং বলির প্রতি আপনি অনুগ্রহ করলেন, আপনি সর্বান্তর্যামী জগদীশ্বর আপনাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম জানাই। বলীপত্নী বিন্ধ্যাবলী কৃতাঞ্জলি পুটে প্রণাম করে অধোবদন বামনদেবকে বললেন—"হে ভগবন্! আপনি নিজ ক্রীড়ার্থ এই ত্রিভুবন সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু অপর অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ ইহার উপর প্রভুত্বের অভিমান করে। সেই নির্লজ্জগণ আপনার কর্তৃত্ব না মেনে নিজেদের কর্তা ভেবে অহঙ্কার করে, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কর্তাকে ভূমি প্রভৃতি প্রদান করতে উদ্যত হয়।"*

ব্রহ্মা বললেন, হে ভূতেশ! হে দেবদেব! হে জগদীশ্বর! এই হৃতসর্বস্ব বলিকে মোচন করুন। সর্বস্বদাতা বলি নিগ্রহের যোগ্য নহে, সত্যরক্ষার জন্য অকাতরে কর্মার্জ্জিত স্বর্গাদিলোক সহ নিজেকে পর্যন্ত দান করেছে। নির্বিকার চিত্তে আপনাকে ত্রিভুবন দান করেও প্রকারে দণ্ড ভোগ করবে? শ্রীভগবান্ বিষ্ণু বললেন—

"হে ব্রহ্মন্! আমি যাকে অনুগ্রহ করি, তার ধনৈশ্বর্য্য সকল অপহরণ করে থাকি, কারণ পুরুষ সম্পদে মত্ত ও অবিনীত হয়ে সমস্ত লোককে এমন কি আমাকেও অবজ্ঞা করে।"**

ব্রহ্মন্ দৈত্যদানবকুলের কীর্তিবর্ধন বলি আমার দুর্জয়া মায়াকে জয় করেছে। বিপদাপন্ন হয়েও মুগ্ধ হচ্ছে না, ধন নষ্ট হল, স্থানচ্যুত হল, তিরস্কৃত হল, বরুণপাশে বদ্ধ হল, জ্ঞাতিগণ পরিত্যাগ করল, ইহার গুরু ক্রুদ্ধ হয়ে অভিসম্পাত করল, তথাপি

---

* ক্রীড়ার্থমাত্মন ইদং ত্রিজগৎ কৃতং তে, স্বাম্যন্তু তত্র কুধিয়োঽপর ঈশ! কুর্য্যুঃ।
কর্ত্তুঃ প্রভোস্তব কিমস্যত আবহন্তি, ত্যক্ত হ্রিয়স্ত্বদবরোপিতকর্ত্তৃবাদাঃ।। ৮/২২/২০

** ব্রহ্মন্! যমনুগৃহ্নামি তদ্বিশো বিধুনোম্যহম্।
যন্মদঃ পুরুষঃ স্তব্ধো লোকং মাঞ্চাবমন্যতে।। ৮/২২/২৪

বলি অবসন্ন হল না। দৃঢ় সঙ্কল্প বলি আমরা ছলনা বুঝতে পেরেও সত্যবাদী বলি সত্যধর্ম পরিত্যাগ করে নাই। আমি ইহাকে দেবগণের দুর্লভ স্থান প্রদান করলাম। আমা কর্তৃক পরিরক্ষিত হয়ে বলি পুনর্বার সাবর্ণি মন্বন্তরে স্বর্গের অধিপতি ইন্দ্র হবে। তাবৎকালে পর্য্যন্ত বিশ্বকর্মা নির্মিত সুতলে বাস করবে। হে বলি! সেখানে দেব, মানব কেহ তোমাকে অতিক্রম করতে পারবে না। সেখানে আমার সুদর্শন চক্র সর্বদা রক্ষা করবে। তুমি সতত আমাকে সেই স্থানে সন্নিহিত দেখতে পাবে। তোমার মঙ্গল হউক। সুতলে দানব ও দৈত্যাদির সংসর্গজনিত তোমার আসুরিক ভাব আমার দর্শন প্রভাবে সবই ক্ষয় হবে।

মহামনস্বী ও নিখিল সাধুগণের প্রশংসনীয় পাশমুক্ত আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলি বিষ্ণুকে বললেন, আপনি লোকপাল অমরগণের অবলব্ধপূর্ব অনুগ্রহে এই নীচ অসুরের প্রতি অর্পণ করলেন। এই রূপ বলে বামনরূপী বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও মহাদেবকে অবনত মস্তকে প্রণাম করে বরুণ-পাশ হতে মুক্ত হয়ে বলি অনুচরবর্গ সহ সুতলে প্রবেশ করলেন। বামনরূপী ভগবান্ বলির নিকট স্বর্গরাজ্য হরণ করে তা ইন্দ্রকে প্রত্যর্পণ পূর্বক অদিতির অভিলাষ পূর্ণ করলেন। ভক্তিপ্রবণ চিত্ত প্রহ্লাদ বললেন, প্রভু! আপনি এই খলযোনি অসুরগণের দ্বার রক্ষক হলেন। আপনার এই অনুগ্রহ ব্রহ্মা লক্ষী বা দেবাদিদেব মহাদেবও লাভ করতে পারেন নাই। আপনার ভক্ত বৎসল্যের কি অপূর্ব মহিমা। শ্রীভগবান্ বললেন, ভক্তবৎস প্রহ্লাদ! তোমার মঙ্গল হউক। তুমি নিজ পৌত্র বলির সহিত আনন্দে সুতলস্থ আলয়ে গিয়ে বাস কর। সেখানে গদাহস্তে নিয়ত আমাকে অবস্থিত দেখতে পাবে। প্রহ্লাদ ভগবানের অনুমতি লয়ে ভূতলে প্রস্থান করলেন। শ্রীভগবান্ শুক্রাচার্যকে বললেন, হে ব্রহ্মন্! যজ্ঞানুষ্ঠানকারী আপনার শিষ্যের যজ্ঞে যা অস্পূর্ণ আছে তা আপনি পূর্ণ করে দিন। শুক্রাচর্য বললেন, আপনার আজ্ঞা পালনেই পুরুষের ধর্ম। আপনার আজ্ঞা পালন করব। আপনিইতো যজ্ঞময় মহাপুরুষ। শুক্রাচর্য সসম্মানে শ্রীহরির আদেশ স্বীকার করে যজ্ঞের অসম্পূর্ণ ক্রিয়া অনুষ্ঠান করে পূরণ করলেন। তখন ব্রহ্মা কশ্যপ ও অদিতির প্রীতির জন্য নিখিল লোকের মঙ্গলার্থ দেবর্ষিগণ ও অন্যান্য সকলে মিলিত হয়ে বামনদেবকে সকল লোক ও লোকপালগণের অধিপতিত্বে অভিষিক্ত করলেন। প্রাণিগণ অতিশয় আনন্দিত হল। অনন্তর ব্রহ্মা কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে ইন্দ্র লোকপালগণের সহিত দেবযানে আরোহণ পূর্বক বামনদেবকে অগ্রে নিয়ে স্বর্গধামে গমন করলেন।

অধ্যায় (২৪)

রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে বললেন, হে ভগবন্! শ্রীভগবান্ প্রথমে যে মৎস্যরূপ ধারণ করেছিলেন আমি সেই মৎস্য অবতারের কথা শুনতে ইচ্ছা করি লোকনিন্দিত তমঃ প্রকৃতি দুঃসহ রূপ ধারণ করেছিলেন কি জন্য? শুকদেব বললেন, শ্রীভগবান্ গো, বিপ্র, দেবতা, সাধু, বেদ, ধর্ম ও অর্থের রক্ষার্থে অবতার রূপে শরীর ধারণ করে থাকেন। ঈশ্বর বায়ুর ন্যায় বিচরণ করলেও তিনি স্বয়ং নির্গুণ বলে সাধারণ বুদ্ধির বিষয়ীভূত প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মার নিদ্রাকালীন যখন নৈমিত্তিক প্রলয় হল, তখন ভূরাদি লোক সমূহ সমুদ্রজলে নিমগ্ন হল। ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত বেদসকল হয়-গ্রীব নামক অসুর অপহরণ করেছিল। দানবরাজের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে শ্রীভগবান্ শফরী মৎসের রূপ ধারণ করেছিলেন। সেই সময় ভক্ত সত্যব্রত জলের উপর তপস্যা করতেন। একদিন সত্যব্রত রাজর্ষি জলতর্পণ করছিলেন। এমন সময় অঞ্জলিস্থ জলে একটি শফরীমৎস্য দৃষ্ট হল। রাজা তাকে নদীর জলে বিসর্জ্জন করতে উদ্যত হলে সে বলল, হে দীনবৎসল মহারাজ, আমি বিপন্ন, আমাকে আশ্রয় দিন। রাজর্ষি তার করুণবাক্য শুনে দয়া পরবশ হয়ে তাকে কমণ্ডলুতে রেখে আশ্রমে নিয়ে গেলেন। ক্রমশঃ বর্ধিত হলে, রাজা তাকে প্রথমে কমণ্ডলু পরে জালা, তারপর সরোবর, হ্রদ তারপর সমুদ্রে নিক্ষেপ করবেন তখন মৎস্যরূপী বললেন, হে বীরবর! আমাকে সমুদ্র জলে নিক্ষেপ করবেন না কারণ সমুদ্রে মহাবলবান জলচর আমাকে ভক্ষণ করবে। এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা দেখে রাজা ঐ শরীফকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে? নিশ্চয়ই আপনি সকল জীবের মঙ্গলকামানায় মৎস্যরূপ ধারণ করেছেন, অবশ্যই আপনি শ্রীহরি। রাজা অবনত মস্তকে স্তব করে বললেন, প্রভু, আপনি কেন এই রূপ ধারণ করলেন? দয়া করে বলুন। মৎস্যরূপী শ্রীহরি বললেন, রাজন্, অদ্য হতে সপ্তম দিবসে ভূর্ভুবাদি লোকত্রয় প্রলয়ার্ণবে নিমগ্ন হবে। তখন আমার প্রলয় সাগরে ত্রিলোক নিমগ্ন হতে থাকলে আমা কর্তৃক প্রেরিত এক বৃহৎ তরণী তোমার নিকট আসবে। তুমি সর্বপ্রকার ঔষধি ছোট বড় বীজ সকল গ্রহণ করে প্রধান প্রধান প্রাণিগণ এবং মনু কশ্যপাদির সহিত সপ্তর্ষিগণের পরিবৃত্ত হয়ে সেই বিশাল নৌকায় উঠবে। সেই অর্ণবে আলোক থাকবে না। বিনা ক্লেশে সপ্তর্ষিগণের তেজে উহা আলোকিত হবে। প্রবল ঝড়ে ঐ নৌকা যখন অতিশয় কম্পিত হতে

থাকবে, তখন আমি সেখানে এসে উপস্থিত হব। তুমি মহাসর্পকে রজ্জু করে আমার শৃঙ্গে ঐ নৌকা বন্ধন করে দিবে। যাবৎ প্রলয়কাল থাকবে তাবৎকাল পর্য্যন্ত ঋষিগণের সহিত সেই প্রলয় সমুদ্রে তুমি বিচরণ করবে। তৎকালে আমার দ্বারা উপদিষ্ট মদীয় মহিমাও তুমি অবগত হবে। এবং তা হৃদয়ে উপলব্ধি করতে পারবে। এই বলে মৎস্যরূপী ভগবান্ শ্রীহরি অন্তর্হিত হলেন।

অনন্তর মহামেঘ বর্ষণ করতে লাগল, সমুদ্র ক্রমশ: স্ফীত হয়ে সমগ্র পৃথিবীকে প্লাবিত করে ফেলল, শ্রীভগবান্ যেমন বলেছেন, ঐরূপ সবই ঘটল। মৎস্যরূপী শ্রীহরি হয়গ্রীব নামক দৈত্যকে সংহার করে অতীত কল্পের অবসানে নিদ্রোত্থিত ব্রহ্মাকে বেদসকল উদ্ধার করে প্রত্যর্পণ করেছিলেন। মহারাজ সত্যব্রত ও ঋষিগণ বিষ্ণুর অনুগ্রহে জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পন্ন হয়ে এক্ষণে বৈবস্বত মনু হয়েছেন। রাজর্ষি সত্যব্রতের এবং মায়া-মৎস্যরূপী শ্রীহরির এই মহৎ চরিত্র শ্রবণ করলে জীব সকল পাপ হতে মুক্ত হবে এবং পরমাগতি লাভ করবে। মায়া-মৎস্যরূপধারী শ্রীহরিকে প্রণাম করি।

—ঃঃ—

শ্রীমদ্‌ভাগবত

নবম স্কন্ধ

অধ্যায় (১—৩)

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন, হে ভগবন্! আপনি মৎস্য অবতার বিষয়ে রাজর্ষি সত্যব্রতের কথা বলেছেন এবং তিনিই শ্রাদ্ধদেব নামে জন্ম নিয়ে শ্রীহরির বরে বৈবস্বত মনু হয়েছেন তাও শ্রবণ করেছি। শুনেছি তাঁর বংশে ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ রাজগণ জন্মগ্রহণ করেন। আমাদের নিকটে ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি নৃপতির বংশ সমূহ পৃথকরূপে বর্ণনা করে কৃতার্থ করুন। এইরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে পরমধর্মার্থবেত্তা শুকদেব বললেন, হে রাজন্! প্রধান প্রধান রূপে বংশ বর্ণনা করছি শ্রবণ করুন। সবিস্তারে বললে শতবর্ষেও শেষ করা যাবে না তাই সংক্ষেপে বলছি—কল্পান্তে যখন কিছুই ছিল না। সেই পরমপুরুষের নাভি হতে নির্গত হিরন্ময় পদ্মকোষে চতুর্মুখ ব্রহ্মার জন্ম, তাঁর মানসপুত্র মরীচি জন্ম গ্রহণ করলেন। মরীচির পুত্র কশ্যপ তাঁর স্ত্রী দক্ষকন্যা অদিতির গর্ভে সূর্য্য জন্মগ্রহণ করেন। এই সবকথা তোমাকে বলেছি। কশ্যপ ও অদিতির অন্যান্য পুত্রের কথা বলেছি, এখানে তাঁদের অপর এক পুত্রের কথা বলছি শুন—তাঁর নাম বিবস্বান্। বিবস্বানের ঔরসে ও সংজ্ঞাদেবীর গর্ভে শ্রাদ্ধদেব মনু জন্ম নেন। আত্মবান্ শ্রাদ্ধদেব শ্রদ্ধাদেবীর গর্ভে দশ পুত্র লাভ করলেন। তাদিগের নাম—ইক্ষ্বাকু, নৃগ, শর্য্যাতি, দিষ্ট, ধৃষ্ট, করূষক, নবিষ্যন্ত, পৃষধ্র, নভগ ও কবি। এঁদের মধ্যে নভগের পুত্র নাভাগ। ইনি কর্মদ্বারা বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হন। ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি জন্মের পূর্বে ভগবান্ বশিষ্ঠ অপুত্রক মনুর পুত্র উৎপত্তির জন্য এক যজ্ঞ করেন। মনুপত্নী শ্রদ্ধা পয়োব্রতা হয়ে অর্থাৎ নিয়ত পয়ঃপান করে জীবন ধারণরূপ ব্রত অবলম্বন পূর্বক সেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়ে হোতাকে প্রণিপাত করে সম্যক প্রার্থনা করলেন। যাতে আমার একটি কন্যা হয় সেইরূপ আহুতি প্রদান করুন। তাতে ইলা নামে এক কন্যা উৎপন্ন হল।

কিন্তু কন্যাকে দেখে মনু সন্তুষ্ট হলেন না। বশিষ্ঠদেব ইলাকে পুরুষ করার কামনায় শ্রীহরির স্তব করলেন। ভগবান্ শ্রীহরি প্রসন্ন হয়ে ইলাকে উৎকৃষ্ট পুরুষ রূপে পরিণত করলেন, তিনি সুদ্যুম্ন নামে প্রসিদ্ধ হলেন। সুদ্যুম্ন একদিন মৃগয়ায় গিয়ে এক বনে প্রবেশ করলেন। এই বনে প্রবেশ করা মাত্র তিনি স্ত্রীমূর্তি হয়ে গেলেন এবং তাঁর সঙ্গী সকলে স্ত্রীরূপী হয়ে গেল।

রাজা পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করলেন—হে ভগবন্! ঐ রূপ হল কেন? তা জানতে কৌতুহল হয়েছে দয়া করে বলুন। শ্রীশুকদেব বললেন—একদা ব্রতধারী ঋষিগণ গিরিশকে দর্শন করার জন্য ঐ বনে গমন করেছিলেন। তাঁদিগের তেজে সেখানের অন্ধকার দূর হয়। বিবসনা দেবী অম্বিকা তাঁদিগকে দেখে অত্যন্ত লজ্জিতা হলেন এবং ভর্ত্তার অঙ্ক হতে সমুত্থান করে শীঘ্র বস্ত্র পরিধান করলেন। ঋষিগণও তাঁদিগকে দেখে কলুষিত চিত্ত হলেন এবং স্ত্রী প্রসঙ্গ শূন্য নর-নারায়ণাশ্রমে গমন করলেন।। তখন প্রিয়ার সন্তোষ—সম্পাদনের নিমিত্ত ভগবান্ রুদ্র বললেন, যে ব্যক্তি এই স্থানে প্রবেশ করবে সেই স্ত্রীমূর্তি ধারণ করবে। তদবধি পুরুষগণ এই বন বর্জন করে থাকেন।

হে রাজন্! সুদ্যুম্ন ও তাঁর সঙ্গী সকলেই স্ত্রীরূপ ধারণ করে বনে বিচরণ করতে লাগল, একদিন যখন ভগবান্ বুধের আশ্রমের সমীপে বিচরণ করছিলেন, তখন তাঁকে দেখে কামাসক্ত হলেন, সেই সুন্দরীও সোমপুত্রকে পতিরূপে প্রাপ্ত হওয়ার নিমিত্ত অভিলাষ করলেন। বুধের ঔরসে সুদ্যুম্নের গর্ভে পুরুরবার জন্ম হল। সুদ্যুম্ন স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হয়ে একদিন কুলাচার্য বশিষ্ঠকে স্মরণ করলেন। বশিষ্ঠদেব সুদ্যুম্নের অবস্থা দেখে খুবই দয়ার্দ হলেন। তিনি শঙ্করের আরাধনায় প্রবৃত্ত হলেন। ভগবান্ রুদ্র বশিষ্ঠকে সন্তুষ্ট করে বললেন, প্রদ্যুম্ন একমাস পুরুষ ও একমাস স্ত্রী হবেন। সুদ্যুম্ন এই ব্যবস্থা অনুযায়ী রাজ্যে ফিরে রাজত্ব করতে লাগলেন। কিন্তু যখন তিনি স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন তখন তিনি লজ্জাবশতঃ অন্দর মহলেই থাকতেন, ইহা প্রজাগণের পছন্দ হল না। সুদ্যুম্নের তিন পুত্রলাভ হল—উৎকল, গয় ও বিমল নামে। তাঁরা দক্ষিণাপথে ধর্ম বৎসল রাজা হলেন। অনন্তর বয়প্রাপ্ত হয়ে রাজা সুদ্যুম্ন পুত্র পুরূরবাকে পৃথিবী ভার অর্পণ করে সাধন উদ্দেশ্যে বনে গমন করলেন।

অধ্যায় (৪—৫)

নাভাগ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালনের উদ্দেশ্যে গুরুকুলে গমন করেন। দীর্ঘকাল গুরুকুলে বাস করায় ভ্রাতাগণ পিতৃধন বিভাগ সময়ে সমস্ত সম্পত্তি নিজেরা ভাগ করে নেয়। কনিষ্ঠ নাভাগ যখন গুরুগৃহ হতে ফিরে আসলেন, তিনি ভ্রাতাদের জিজ্ঞাসা করলেন, আমার পৈতৃকধনের কি ভাগ রেখেছ? ভ্রাতারা তার ভাগরূপে পিতাকে দেখিয়ে দেয়। পিতাকেই তোমার ভাগ স্বরূপ দিয়েছি। তুমি তাঁর নিকটে যাও। পিতা তাকে বলল, মানুষ কি দায়যোগ্য সম্পত্তি হতে পারে? নাভাগ পিতাকে বলল, হে পিতঃ! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ তোমাকে আমার ভাগরূপে ব্যবস্থা করেছে। পিতা বললেন, তারা তোমায় প্রতারণার্থ এই রূপ বলেছে। আমি কোন ভোগ্য বস্তু নই। তারা তোমাকে প্রতারণা করেছে, তাদিগের কথায় বিশ্বাস করো না। যে ধনদ্বারা জীবিকা নির্বাহ হয়, আমাদ্বারা সেরূপ সম্ভাবনা নাই, তথাপি তোমার ভ্রাতৃগণ বলেছে তখন আমি তোমার জীবিকার উপায় বলে দিচ্ছি—সম্প্রতি আঙ্গিরস প্রভৃতি মুনি গণ যজ্ঞকার্য্যে ব্যাপৃত হয়েছেন। যদিও তাঁরা তীক্ষ্ণধী সম্পন্ন তথাপি তাঁদের সেই ক্রিয়ানুষ্ঠানে একটি বিচ্যুতি হচ্ছে। হে পুত্র! তুমি বিদ্বান্ তাঁরা মহাত্মা হলেও তুমি গিয়ে তাঁদিগকে বিশ্বদেবের উদ্দেশে যে দুটি সুক্ত আছে, তা পাঠ করাও। কর্ম সমাপ্ত হলে তাঁরা প্রীত হয়ে স্বর্গে গমন সময়ে যজ্ঞাবশিষ্ট সমুদয় ধনরত্ন তোমাকে দান করবে। শীঘ্রই তুমি সেখানে যাও। নাভাগ পিতার পরামর্শ মত তাই করলেন এবং ঐ মুনিগণের ত্যক্ত সমস্ত ধন পেলেন। এমন সময় উত্তরদিক হতে কৃষ্ণকায় এক পুরুষ এসে উপস্থিত হয়ে যজ্ঞাবশিষ্ট ধন আমার বলে দাবি করল। তুমি ইহা পাবে না। নাভাগ বলল, ঋষিদত্ত সমস্ত ধন আমার। শ্রীরুদ্র বলল, ঠিক আছে তোমার পিতার নিকট জিজ্ঞাসা কর এই ধন কার? নাভাগ পিতার নিকট বললে নভাগ বললেন, হ্যাঁ এই ধন রুদ্রেরই প্রাপ্য। নাভাগ রুদ্রের নিকট এসে তাঁকে প্রণাম করে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং পিতার বিচার মেনে ধনের আশা ত্যাগ করলেন। নাভাগের সত্য কথায় রুদ্র সন্তুষ্ট হয়ে ঐ ধন নাভাগকেই দিয়ে দিলেন। এবং ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করলেন। এরপর রুদ্রদেব অন্তর্হিত হলেন। নাভাগের পুত্র মহাভাগবত পুণ্যবান অম্বরীষ।

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন, হে ভগবন্! ধীমান রাজর্ষি অম্বরীষের চরিত্রকথা শুনতে ইচ্ছা করি। শুকদেব বললেন, পুরুষের পক্ষে দুর্লভ মহাভাগবত অম্বরীষ

ধরাতলে সপ্তদ্বীপবর্তী পৃথিবী, অতুল বৈভবলাভ করেও সম্পদকে স্বপ্নতুল্য অনিত্য মনে করতেন, তিনি জানতেন সকল বিভবের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। মনুষ্য বিষয়ে আসক্ত হয়ে মোহ সাগরে নিমজ্জিত হয়ে থাকে। তিনি ভগবান্ বাসুদেবে পরমভক্তি লাভ করেছিলেন, সুতরাং ঐ ভাবের ফলে সর্বপ্রকার ভোগ সুখকে তিনি লোষ্ট্রবৎ অতিতুচ্ছ জ্ঞান করতেন। "প্রসিদ্ধ ভগবদ্ভক্ত অম্বরীষ মনকে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে, বাক্যকে বৈকুণ্ঠনাথের গুণকীর্তনে, হস্ত যুগল হরির মন্দির মার্জনার কার্য্যে, কর্ণদ্বয়কে সৎকথা শ্রবণে, চক্ষুকে মুকুন্দের মূর্তি দর্শনে, স্পর্শকে ভগবদ্‌ভক্তের গাত্রস্পর্শে, ঘ্রাণকে তাঁর পাদপদ্মে লগ্ন তুলসীর সৌরভ আঘ্রাণে, ভগবৎ উদ্দেশে নিবেদিত মহাপ্রসাদাদিতে রসনা, পাদদ্বয়কে হরিক্ষেত্রসমূহের বিচরণে, মস্তককে শ্রীকৃষ্ণের পাদবন্দনায়, কেবল শ্রীকৃষ্ণের দাস্যভাব লাভে কামনা ছিল।"* কোন ইতর কাম্য বস্তুতে তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল না। ভগবদ্ ভক্তগণের প্রতি যাতে নিষ্কাম রতিই উৎপন্ন হয়, সেই রকম কর্মই করতেন। নিজকর্মসমূহ যাতে আত্মভাব প্রাপ্তি ঘটে সেইরূপ কর্মসমর্পণ করে পরমভাগবত ব্রাহ্মণ গণের উপদেশ অনুসারে মহারাজ অম্বরীষ পৃথিবী পালন করতেন।

তিনি বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ বশিষ্ঠ, অসিত, গৌতমাদি মহর্ষিগণ দ্বারা সমাধা করে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর উপাসনা করেছিলেন। তাঁর অনুগত জনগণও শ্রীভগবানের নামগুণ শ্রবণ কীর্তনে সতত রত থাকতেন। তারাও অমরগণ পূজিত স্বর্গও বাঞ্ছা করতেন না। রাজা অম্বরীষ এইরূপ তপস্যাযুক্ত ভক্তিযোগ ও স্বধর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা শ্রীহরিকে প্রীত করে সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করেছিলেন। গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু-বান্ধব, সকল বস্তুতে এমনকি অক্ষয় রাজকোষও অনীহা হল এই ভাবে তিনি সবরকম বাসনা উপেক্ষা করতেন। তাঁর একান্তভক্তি ভাবে প্রীত হয়ে শ্রীহরি স্বয়ং তাঁকে একটি চক্র প্রদান করেছিলেন।

---

* স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্ম্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু, শ্রুতিং চকারাচ্যুত সৎকথোদয়ে।।
মুকুন্দলিঙ্গালয় দর্শনে দৃশৌ, তদ্‌ভৃত্য গাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদ সরোজ সৌরভে, শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে।।
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্র পদানুসর্পণে, শিরো হৃষীকেশ পদাভিনন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া, যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ।। ৯/৪/১৮, ১৯, ২০

একদিন রাজা অম্বরীষ কৃষ্ণের আরাধনার্থে সম্বৎসর ব্যাপী নিজ তুল্য গুণবতী মহিষীসহ দ্বাদশী ব্রত ধারণ করেছিলেন। ব্রতাবসানে কার্তিক মাসে ত্রিরাত্রি উপবাসে থেকে তিনি কালিন্দী সলিলে স্নান করে মধুবনে শ্রীহরির অর্চনা করতে আরম্ভ করেছিলেন। অনন্তর সাধুগণকে পর্য্যাপ্ত দান ভোজনাদি করিয়ে ব্রাহ্মণগণের অনুমতিক্রমে রাজা অম্বরীষ যখন ব্রতপারণের উপক্রম করছেন। সেই সময় ঋষি দুর্বাসা তথায় অতিথি রূপে উপস্থিত হলেন। রাজা সেই মহাভাগ অতিথির অভ্যর্থনা ও পুজো করে তাঁর পাদমূলে পতিত হয়ে ভোজনার্থ প্রার্থনা করলেন। অম্বরীষের সেই প্রার্থনা ঋষি স্বীকার করে মধ্যাহ্ন কৃত্য সমাধান করতে যমুনা নদীতে গমন করলেন এবং ব্রহ্মধ্যান পূর্বক পবিত্র জলে নিমগ্ন হলেন। তাঁর প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব হচ্ছে, দ্বাদশীও অতিক্রান্ত প্রায় অথচ মহর্ষির কথা চিন্তা করে পারণের জন্য অন্ন গ্রহণ করতে পারছেন না। তিনি মহাবিপদে পড়লেন। এই প্রকার ধর্মসঙ্কট বিষয়ে ব্রাহ্মণগণের সহিত বিচার করতে লাগলেন। উভয় সঙ্কট সময়ে ব্রাহ্মণগণ বিচার করে স্থির করলেন, যে কেবলমাত্র জল পানকে ভোজন এবং অভোজন বলে বেদে নিরূপিত হয়েছে। অতএব জলপান করা যায়। শেষ মুহূর্তে রাজা শ্রীহরির চিন্তা করতে করতে কিঞ্চিৎ জলপান করে নিজ ব্রত ও অতিথির প্রতি কর্তব্য রক্ষা করলেন। রাজার জলপান শেষ হওয়া মাত্র দুর্বাসা ঋষি এসে উপস্থিত হলেন। তিনি জ্ঞাননেত্র দ্বারা রাজার জলপান জানতে পারেন। রাজা জলপান করে পারণ ভঙ্গ করেছেন অথচ নিমন্ত্রিত অতিথি অভুক্ত ক্ষুধার্ত। ঋষি দুর্বাসা ক্রোধে কম্পিত কলেবর রাজাকে লক্ষ্য করে বললেন, অহো! বিষ্ণুর অভক্ত এবং নিজেকেই ঈশ্বর বলে অভিমানকারী ঐশ্বর্য্যমত্ত রাজার ধৃতষ্টা দেখ! আমন্ত্রণ করে আমাকে ভোজন প্রদান না করে অগ্রেই তিনি ভোজন করে নিলেন। আমি অদ্যই ইহার ফল প্রদান করছি, এই বলে ঋষি অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর স্বীয় মাথা থেকে একটি জটা উৎপাটন করে অম্বরীষের বিনাশের জন্য কালানল তুল্য কৃত্যা অর্থাৎ অপদেবতা সৃষ্টি করলেন। সেই কৃত্যা ভীষণ বেগে রাজার দিকে ধাবিত হল, কিন্তু রাজা স্বস্থান হতে একপদও বিচলিত হলেন না। তখন ভগবদ, আদিষ্ট সুদর্শন চক্র সহসা তথায় আবির্ভূত হয়ে, দাবানল যেমন ক্রুদ্ধ সর্পকে দগ্ধ করে, ভক্ত রক্ষার্থ পরম পুরুষ বিষ্ণুর আদিষ্ট চক্রও তদ্রূপ ঐ কৃত্যাকে নিঃশেষে দগ্ধ করে ফেলল। এরপর ভগবৎচক্র বেগে দুর্বাসা ঋষির দিকে ধাবিত হল। ঋষি প্রাণ ভয়ে ভীত হয়ে চতুর্দ্দিকে দৌড়তে লাগলেন, তখন উর্দ্ধমুখী শিখালয়ে দাবানল যেমন সর্পের পশ্চাতে ধাবিত হয়, শ্রীহরির চক্র সেরূপ

দুর্বাসা ঋষির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হল। তিনি সেই চক্রকে তাঁর পশ্চাদনুসরণ করতে দেখে সুমেরু পর্বতের গুহায় প্রবেশ করলেন। বিষ্ণুর চক্রও সেদিকে বেগে ধাবিত হল। তিনি দিক্‌সকলে আকাশে পৃথিবীতে পাতালে সমুদ্রে লোকপালদিগের অধিকৃত লোকসমূহে এমন কি স্বর্গেও গমন করলেন। কিন্তু যেখানেই যাচ্ছেন সেখানেই তাঁর পশ্চাদ ধাবমান সুদর্শন চক্রকে দেখতে পেলেন।

ঋষি আপন পরিত্রাতা কাকেও পেলেন না। সন্ত্রস্তচিত্তে প্রথম ব্রহ্মার নিকটে গেলেন। তাঁর নিকটে বললেন, হে আত্মযোনে! হে বিধাতঃ! বিষ্ণুর চক্র হতে আমাকে রক্ষা করুন। ব্রহ্মা বললেন, সর্বনাশ! আমি এ বিষয়ে কিছুই করতে পারব না। এরপর ঋষি কৈলাসপতি শঙ্করের শরণ নিলেন। তিনি বললেন, এতো সেই ভূমার কার্য্য। হে তাত! এই শক্তির নিকট আমাদের কোন প্রভাব চলবে না। ইহাতে আমার কিছু করার শক্তি নাই। অতএব তুমি গিয়ে তাঁরই শরণ লও। তিনিই তোমার মঙ্গল বিধান দিবেন। অনন্তর ঋষি বৈকুণ্ঠে গমন করে ভীত কম্পিত কলেবরে শ্রীহরির পাদমূলে পতিত হয়ে বললেন, হে বিশ্বপতি প্রভু! হে অচ্যুত! হে অনন্ত! আমি অপরাধ করেছি, এখন সুদর্শন চক্র হতে আমাকে রক্ষা করুন। আমি আপনার পরমানুভব জানতে না পেরে আপনার ভক্তের প্রতি অন্যায় আচরণ করেছি, আমাকে পাপ হতে নিষ্কৃতি প্রদান করুন।

শ্রীহরি বললেন, হে ব্রহ্মন্! "আমি ভক্তের অধীন, সুতরাং আমি স্বাধীন নহি। আমি ভক্ত জনপ্রিয়, ভক্তেরা আমার হৃদয় সর্বদা গ্রাস করে রয়েছেন। আমি যাঁদের পরমাগতি সেই সাধু ভক্তজন বিনা আত্যন্তিকী শ্রীকেও আমি প্রীতি করি না। যাঁরা স্ত্রী-পুত্র, গৃহ, স্বজন, ধন, প্রাণ প্রভৃতি পরিত্যাগ করে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে আমাকেই আশ্রয় করেছে। আমি কি করে তাঁদিগকে পরিত্যাগ করতে পারি?"* সতী স্ত্রী যেমন সৎপতিকে যেরূপ বাধ্য করে থাকে, আমাতে সমর্পিত মন সর্বত্র সমদৃষ্টি সম্পন্ন সাধুগণ ভক্তিদ্বারা আমাকে সেরূপ বাধ্য করেন। আমার সেবায় যাঁদের চিত্তপূর্ণ,

---

* অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্ত জনপ্রিয়:।।
নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈ: সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা।।
যে দারগার পুত্রাপ্ত-প্রাণান্ বিত্তমিম্ পরম।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে।। ৯/৪/৬৩-৬৫

তাঁরা সেই সেবাতেই তৃপ্ত হয়ে নশ্বর কোন বস্তুতো দূরের কথা, সালোক্যাদি চতুর্বিধ মুক্তিও আকাঙ্ক্ষা করেন না। সাধুগণ আমার হৃদয়স্বরূপ, আমিও তাঁদের হৃদয় স্বরূপ, আমাকে ছাড়া তাঁরা কিছু জানেন না। আমিও তাঁদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করে ক্ষণকালেও থাকতে পারি না। ব্রহ্মন্, তোমার এই বিপদ তোমার নিজের দোষে, সুতরাং যে অম্বরীষ হতে চক্র এসেছে, শীঘ্রই সেই মহাভক্ত অম্বরীষের নিকট গমন কর।

"তপস্যা ও বিদ্যা উভয়ই ব্রাহ্মণের পরম মঙ্গলকর সত্য, কিন্তু তপস্যাও বিদ্যার অনুষ্ঠানকর্তা দুর্ব্বিনীত হলে দুটিই বিপরীত ফল জন্মায়।"* সুতরাং তাঁর নিকট গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা কর, তাঁকে প্রসন্ন কর। তবে অপরাধের শান্তি হবে, অন্য কোন উপায় নাই। শ্রীভগবান্ দুর্বাসাকে অম্বরীষের নিকট পাঠিয়ে নিজ বক্তব্য শেষ করলেন।

দুর্বাসা অম্বরীষের চরণদ্বয় স্পর্শ করে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। রাজা অম্বরীষ অতিশয় লজ্জিত হয়ে অত্যন্ত দয়ার্দ্র ভাব শ্রীহরির সেই সুদর্শন চক্রের বহুস্তব করে তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। হে সুদর্শন,—তুমি অগ্নি, তুমি সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র গণের অধিপতি, তুমি জল, তুমি ক্ষিতি, তুমিই ত্রিভুবনের সর্ব্বস্ব। তোমাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম, তুমি ব্রাহ্মণের প্রতি প্রসন্ন হও, ব্রাহ্মণের মঙ্গলবিধান কর, অনুগ্রহ কর। অবশেষে সর্বদা দগ্ধ করতে উদ্যত বিষ্ণুচক্র সুদর্শন রাজার প্রার্থনায় শান্ত হল। দুর্বাসা তখন স্বস্তিলাভ করে রাজাকে বহু প্রশংসা ও আশীর্বাদ করলেন।

দুর্বাসা বললেন, হে রাজন্! শ্রীভগবানের ভক্তের প্রতি মাহাত্ম্য আমি আজ প্রত্যক্ষ করলাম। আমি অন্যায়কারী অথচ আমার মঙ্গল চিন্তা করলেন। আমার অপরাধ গণনা না করে আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন। যাঁরা ভক্তি দ্বারা শ্রীভগবানকে তুষ্ট করেছেন সেই মহাত্মা সাধুগণের কিছুই দুষ্কর বা দুস্ত্যজ নাই। অনন্তর রাজা গমনোদ্যত দুর্বাসার চরণদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক তাঁকে প্রসন্ন করে ভোজনাদি করালেন। দুর্বাসা অতিশয় আদৃত হয়ে আতিথ্য স্বীকার করে পরিতৃপ্ত হৃদয়ে রাজাকে 'ভোজন করুন' বলে অনুমতি প্রদান করলেন। এবং বললেন, আপনার এই পবিত্র কর্ম দেবাঙ্গনাসকল বার বার গুণকীর্তন করবেন মানবগণ আপনার এই পরম পুণ্যকর কীর্তি কীর্তন করবেন। এই রূপ গুণকীর্তন করে দুর্বাসা আকাশমার্গে পবিত্র ব্রহ্মলোকে গমন করলেন।

---

* তপো বিদ্যা চ বিপ্রাণাং নিঃশ্রেয়সকরে উভে।
তে এব দুর্ব্বিনীতস্য কল্পতে কর্ত্তুরন্যথা।। ৯/৪/৭০

চক্রভয়ে পলায়িত মুনিবরের প্রত্যাগমন করতে একবৎসর লেগেছিল। রাজা অম্বরীষ দুর্বাসা প্রত্যাগত না হওয়া পর্যন্ত সম্বৎসরকাল তাঁর দর্শন বাসনার জলমাত্র পান করে অপেক্ষায় ছিলেন। দুর্বাসা সম্বৎসরান্তে প্রত্যাগত হলে তিনি ব্রাহ্মণের পবিত্র ভোজ্য দ্রব্য আহার করলেন। এইরূপ বিবিধ ক্রিয়াকলাপ দ্বারা পরমাত্মা শ্রীহরির প্রতি ভক্তি লাভ করেছিলেন। অম্বরীষ ভোগকে নরকতুল্য মনে করতেন। তিনি যথাকালে নিজতুল্য গুণসম্পন্ন ভক্ত পুত্রের রাজ্যভার অর্পণ করে বাসুদেবে চিত্ত সমর্পণ পূর্বক বনে গমন করলেন। যিনি রাজা অম্বরীষের এই পবিত্র চরিত্র কীর্তন এবং স্মরণ করবেন, তিনি ভগবদ্ভক্তি লাভ করবেন।

অধ্যায় (৬–১২)

বৈবস্বত মনুর পুত্র নভাগের বংশজ অম্বরীষের কথা বললাম। এখনই বৈবস্বত মনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র লোকপ্রসিদ্ধ রাজা ইক্ষ্বাকুর বংশ বিবরণ বলব। রাজা ইক্ষ্বাকু বশিষ্ঠের নিকট আত্মজ্ঞান লাভ করে যোগ অবলম্বন পূর্বক দেহত্যাগ করে পরতত্ত্ব ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। পিতার মৃত্যু হলে জ্যেষ্ঠপুত্র বিকুক্ষি প্রত্যাগমন করে পৃথিবী পালন করতে লাগলেন এবং 'শশাদ' নামে খ্যাত হয়ে বহুযজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞেশ্বর হরির অর্চনা করলেন। শশাদের পুত্র পুরঞ্জয় ইন্দ্রবাহ খ্যাত হয়েন এবং কুকুৎস্থ এই নামেও খ্যাত ছিলেন। তিনি যে যে কর্ম দ্বারা খ্যাত হয়েছিলেন তাই বলছি— দেবগণের সহিত দানবগণের সর্বনাশকর যুদ্ধে দৈত্যগণ দ্বারা দেবগণ পরাজিত হলে ঐ বীরকে সহায়রূপে বরণ করেন। বিষ্ণুর আদেশে বাহনরূপে বৃত ইন্দ্র পুরঞ্জয়ের বাহনরূপী মহাবৃষ হলেন। দেবগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয়ে ইন্দ্রবাহ এবং বৃষের ককুদের উপর আরোহণ করে দানবগণের সহিত তুমুল সংগ্রামে দৈত্যগণকে ধ্বংস করলেন। বৃষের ককুদে অবস্থান করেন বলে ককুৎস্থ আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন। হে রাজা অনন্তর বহু কাল পরে ইন্দ্র যাঁর নাম ত্রসদ্দস্যু রেখেছিলেন এবং যে ত্রসদ্দস্যু বা মান্ধাতা হতে রাবণাদি দস্যুগণ ত্রাস প্রাপ্ত হতো। যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা সমস্ত মণ্ডলের অধীশ্বর এবং সামর্থশালী হয়ে পৃথিবী শাসন করতে লাগলেন। তিনি শশবিন্দুর কন্যা ইন্দুমতীর গর্ভে পুরুকুৎস, অম্বরীষ ও মহাযোগী মুচুকুন্দ নামক তিনটি পুত্র ও পঞ্চশৎ সংখ্যক কন্যা উৎপাদন করেছিলেন। ঐ কন্যা সকলেই ঋষি সৌভরিকে পতিত্বে বরণ করেছিলেন।

শ্রীশুকদেব বললেন, সৌভরি ঋষি যমুনার জলে নিমগ্ন হয়ে একাকী তপস্যা করতে করতে মৈথুন পরায়ণ মৎসরাজের সুখ সন্দর্শনে অতিশয় আসক্ত হয়ে ব্রাহ্মণ মহাযোগী সৌভরি মান্ধাতার নিকট গিয়ে প্রার্থনা জানালেন যে, সে একটি কন্যাকে বিবাহ করতে চান। মান্ধাতা বললেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি স্বয়ম্বর বিধানে কন্যা গ্রহণ করুন। তখন সৌভরি চিন্তা করলেন, আমি বৃদ্ধ, শিথিল ধর্ম, পক্বকেশ ও আমার মস্তক সতত কম্পমানা, সুতরাং আমাকে কে পছন্দ করবে? এই ভেবে যোগবলে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সুঠাম করে নিলেন। এই সৌন্দর্য্যের প্রভাবে মান্ধাতার পঞ্চাশৎ কন্যাই সৌভরি মুনিকে স্বামীত্বে বরণ করলেন। মুনিবরে আকৃষ্টচিত্ত কন্যাগণ পরস্পরের মধ্যে কলহ উপস্থিত হল। সৌভরি ঋষি ঐ সকল কন্যাদিগের সহিত মিলিত হয়ে অতিশয় তপঃপ্রভাবে তাঁদের কোন অভাব রাখলেন না। সপ্তদ্বীপবর্তী পৃথিবীর অধীশ্বর মান্ধাতা ঋষির গৃহস্থধর্ম দর্শনে বিস্মিত হল। তাঁর একটা গর্ববোধ ছিল তা পরিত্যাগ করলেন। ঋষি গৃহে আসক্ত হয়ে সন্তুষ্টী লাভ করতে পারলেন না। বিবিধ সুখজনক দ্রব্য দ্বারা বিষয় ভোগ করেও ঘৃত বিন্দু দ্বারা যেরূপ অগ্নি প্রশমিত হয় না, সেরূপ হল। মুনি পঞ্চাশৎ কন্যার সংসর্গে প্রত্যেক কন্যার গর্ভে শতপুত্র জন্ম দিয়ে পঞ্চ সহস্র সংখ্যক হয়েছে। ঐহিক ও পারত্রিক সুখ কল্পনা বিষয়ে অভিলাষের অন্ত পাচ্ছেন না কারণ মায়াগুণে বুদ্ধি অপহৃত হয়েছে। একদিন নির্জনে চিন্তা করে বুঝতে পারলেন যে তাঁর এই আত্মপতনের নিদানরূপ তপোহানি সংঘটিত হয়েছে। তিনি চিন্তা করে ঠিক করলেন যে দাম্পত্য ধর্ম সর্বান্তঃকরণে পরিত্যাগ করে ইন্দ্রিয় যাতে আসক্ত না হয় তা করবেন। একমাত্র পরমেশ্বরে চিত্ত নিয়োগ করবেন। যদি সঙ্গ করতে হয় তবে ভগবৎধর্ম পরায়ণ সাধুদিগের সঙ্গই করবেন। এরপর কিছুকাল পরে সকল রকম সঙ্গ ত্যাগ করে বনে গমন করলেন। পতিপরায়ণ হয়ে পত্নীসকলও তাঁর অনুগমন করলেন। মুনি কঠোর তপস্যা করে অগ্নিত্রয়ের সহিত নিজ নিযুক্ত আত্মাকে পরমাত্মাতে লীন করলেন। ভার্য্যাগণও তাঁর সহগামিনী হলেন। সঙ্গদোষই জগতে সকল অনিষ্টের মূল কারণ। ঋষি সৌভরি জলমধ্যে একাকী তপস্যায়রত ছিলেন কিন্তু সঙ্গ দোষে দারপরিগ্রহ করে পঞ্চাশৎ হয়ে পঞ্চসহস্র হলেন এই ভাবে মায়ার কুহকে তাঁর বিবেক নষ্ট হয়ে ক্রমে অধঃপতন হল।

ত্রিবন্ধনের পুত্র সত্যব্রত, যিনি ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। সত্যব্রত বিপ্রকন্যা হরণ করায় বশিষ্ঠের শাপে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন। তারপর বিশ্বামিত্রের প্রভাবে

তিনি সশরীরে স্বর্গে গমন করেন। কিন্তু দেবগণ তাঁকে অধোমস্তক করে স্বর্গ হতে ফেলে দেবার উপক্রম করলে বিশ্বামিত্র তাঁকে নিজতেজে অন্তরীক্ষে স্তম্ভিত করে রক্ষা করেছিলেন। ত্রিশঙ্কু অদ্যাপি অন্তরীক্ষে অধোমস্তক অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকেন। ত্রিশঙ্কুর পুত্র রাজা হরিশ্চন্দ্র, যে হরিশ্চন্দ্রের নিমিত্ত পরস্পরের অভিশম্পাতে পক্ষিত্ব প্রাপ্ত বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের বহু বৎসর যাবৎ যুদ্ধ চলেছিল।

সেই হরিশ্চন্দ্র নিঃসন্তান হওয়ায় দুঃখিত ছিলেন। অতঃপর নারদের পরামর্শে বরুণের শরণাপন্ন হয়ে বলেন, হে প্রভো! আমার একটি পুত্র হউক। যদি আমার পুত্র হয় তবে সেই পুত্র দ্বারা আপনার পুজো করব। বরুণ বললেন, 'তথাস্তু'। যথাসময়ে হরিশ্চন্দ্রের পুত্র হয়। তার নাম হয় রোহিত। বরুণ এসে বললেন, মহারাজ পুত্র হয়েছে এবার আমার যজ্ঞ কর। হরিশ্চন্দ্র বলেন, দশদিন অতিক্রান্ত হউক তারপর যজ্ঞ করব। এরপর নানা বাহানা—দন্ত হউক, দন্ত পতিত হউক, এইসব করতে লাগলেন। রোহিত পিতার অভিপ্রায় জানতে পেরে নিজ প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত বনে গমন করলেন। রোহিতকে ইন্দ্র সাহায্য করেন, নানা তীর্থক্ষেত্র ভ্রমণ করতে উপদেশ দিলেন। একবৎসর কাল অতিক্রান্ত হল। ষষ্ঠ বৎসর যাবৎ বনে বিচরণ করে গৃহে ফেরার সময় আজীগর্ত্তের নিকট হতে তার মধ্যম পুত্র শুনঃশেফকে ক্রয় করে পিতাকে বরুণ যজ্ঞার্থ সমর্পণ পূর্বক বন্দনা করলেন। যজ্ঞ সমাপণ করলেন। বরুণদেব সন্তুষ্ট হয়ে হরিশ্চন্দ্রের উদরপীড়া হতে রক্ষা করলেন। এই যজ্ঞে বিশ্বামিত্র হোতা, আত্মতত্ত্বজ্ঞ জমদগ্নি, অধ্বর্য্যু, বশিষ্ঠ, ব্রহ্মা এবং অয়াস্য মুনি উদ্‌গাতা হয়েছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ইন্দ্র তাঁর সুবর্ণময় রথ প্রদান করেন। সস্ত্রীক রাজা হরিশ্চন্দ্রের সত্য, সামর্থ্য ও ধৈর্য্য দর্শনে বিশ্বামিত্র মুনি অতিশয় প্রীত হয়ে তাঁকে পরমজ্ঞান প্রদান করেন। ইহার বংশধর সগর রাজা ঔর্ব্ব ঋষির উপদেশ অনুসারে অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা সর্ববেদ ও দেবময় পরমাত্মা পরমেশ্বর শ্রীহরির অর্চনা করলেন। সেই অশ্বমেধ যজ্ঞের উৎসৃষ্ট অশ্ব ইন্দ্র হরণ করেন। সগরের পুত্রগণ ঐ অশ্ব অনুসন্ধান করতে করতে পৃথিবী খনন করলে সাগরের উৎপত্তি হয়। অনন্তর পূর্ব-উত্তরদিকে ভগবান্ কপিলের নিকট সেই অশ্ব দেখতে পেয়ে, তাঁকে চোর সন্দেহে বধ করতে উদ্যত হলে ষাট হাজার সগর তনয় কপিল মুনির তেজে ভস্মসাৎ হয়। সগরের অপর এক পুত্র অসমঞ্জস নামে কথিত হতেন, তার পুত্র অংশুমান পিতামহ সগরের আদেশে অশ্ব অন্বেষণে গমন করলেন। পিতৃব্যগণের খনন পথে গমন করে

ভস্মের নিকট তিনি অশ্ব দেখতে পেলেন। কপিলমুনির দর্শন পেয়ে অংশুমান কপিলের স্তুতি দ্বারা ঐ অশ্ব উদ্ধার করে পিতামহের যজ্ঞ সমাপ্ত করেন। অংশুমান পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হওয়ার পর তাঁর পুত্র দিলীপ পিতার ন্যায় বহুকাল তপস্যা করেও গঙ্গা আনতে সমর্থ হন না। তাঁর মৃত্যু হওয়ার পর তাঁর পুত্র ভগীরথ বহুকাল তপস্যা করে গঙ্গা আনয়ন করে কপিল শাপে ভস্মীভূত পূর্বপুরুষগণের উদ্ধার সাধন করেন। গঙ্গার প্রবলবেগ ধারণ করেন স্বয়ং মহাদেব। ভগীরথের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে গঙ্গাকে ধারণ করতে রাজী হয়েছিলেন। ভগীরথের পর বহুকাল অতিক্রমের পর এই বংশে সুদাসের পুত্র সৌদাস বশিষ্ঠমুনির অভিশাপে সন্তানহীন ও রাক্ষস ভাবাপন্ন হয়েছিলেন।

রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, যে সৌদাস কেন অভিশাপ গ্রস্ত হলেন তা দয়া করে বর্ণনা করুন। শ্রীশুকদেব বললেন, সৌদাস মৃগয়া করতে গিয়ে একটি রাক্ষসকে বধ করেন, কিন্তু তার ভ্রাতাকে ছেড়ে দেন। ঐ রাক্ষস প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে রাজা সৌদাসের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে পাচকের রূপ ধারণ করে তাঁর গৃহে প্রবেশ করে। অনন্তর একদিন বশিষ্ঠ ভোজন করার নিমিত্তে সেই স্থানে উপস্থিত হলেন, ঐ পাচক নরমাংস রান্না করে বশিষ্ঠকে প্রদান করে। যোগবলে বশিষ্ঠ তা জানতে পেরে রাজাকে অভিশাপ দিয়ে বসলেন কিন্তু রাজা সৌদাস সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিলেন। বশিষ্ঠদেব রাজাকে অকারণে শাপ দেবার জন্য পাপক্ষয়ার্থ দ্বাদশবার্ষিক ব্রত পালন করেন। রাজাও অকারণে অভিসম্পাত প্রদানকারী গুরুকে শাপ দেবার জন্য জলগণ্ডুষ নিতে উদ্যত হলে রাজার স্ত্রী মদয়ন্তী কর্তৃক নিবারিত হয়ে ক্রোধাগ্নিরূপ সেই জল নিজ পায়ে নিক্ষেপ করলেন। এই কারণে তিনি কৃষবর্ণপাদ বা কল্মষপাদ হলেন। অনন্তর রাক্ষস হয়ে বনে বনে বিচরণ করতে লাগলেন, এমন সময় বনচারী এক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী রতিক্রীড়ায় নিযুক্ত অবস্থায় ক্ষুধার্ত থাকার জন্য ব্রাহ্মণকে ধরে নিলেন। ব্রাহ্মণীর অনেক অনুরোধ অগ্রাহ্য করে ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করলেন। পতিপরায়ণা ব্রাহ্মণী শোক করতে করতে ক্রোধে রাজাকে অভিসম্পাত করলেন। রে পাপিষ্ঠ! আমার অপূর্ণ কাম অবস্থায় পতিকে ভক্ষণ করলি সেই হেতু তোর মৃতুতে রতিক্রীড়া সময়ে হবে। এই বলে ব্রাহ্মণী প্রজ্বলিত অগ্নিতে দেহ বিসর্জন করলেন। দ্বাদশ বৎসর পরে শাপমুক্ত রাজা সৌদাস পত্নীর সহিত রতিক্রীড়া করতে গেলে পত্নী তাঁকে অভিশাপের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রাজা সৌদাস বিরত হন।

অতএব তিনি নিঃস্তান হলেন। রাজার অনুমতি অনুসারে বশিষ্ঠ রাজপত্নী মদয়ন্তীর গর্ভধান করেছিলেন। মদয়ন্তী সাত বৎসর কাল গর্ভধান অবস্থায় ছিলেন শেষে বশিষ্ঠ তার উদরে প্রস্তর দ্বারা আঘাত করায় প্রসব হয়। এই জন্য ঐ সন্তান অশ্মক নামে খ্যাত হন। অশ্মকের পুত্র বালিক তাঁকে স্ত্রীগণ বেষ্টন করে রেখে পরশুরামের কোপ হতে রক্ষা করেছিলেন। এইজন্য তার নাম হয় নারীকবচ। পরশুরাম কর্তৃক ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস হলে ঐ বালিক হতে ক্ষত্রিয় বংশ পুনর্জীবিত হয়। এইজন্য তার নাম হয় মূলক। এই বংশে রাজচক্রবর্তী খট্বাঙ্গ জন্মগ্রহণ করেন। মহাবীর খট্বাঙ্গ দেবগণ কর্তৃক প্রার্থিত হয়ে যুদ্ধে দৈত্যগণকে পরাস্ত করেন। তখন দেবগণ বর দিতে চাইলে তিনি তাঁর পরমায়ুকাল জানতে চাইলেন। দেবগণ তার পরমায়ু মুহূর্তকাল আছে জানান। খট্বাঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে নিজরাজ্য, ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী, পুত্র, সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে পরমেশ্বরে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করলেন ও দেহাদিতে অভিমান স্বরূপ অজ্ঞান পরিত্যাগ পূর্বক দেহত্যাগ করায় পরব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হলেন। খট্বাঙ্গের পুত্র দীর্ঘবাহু, তাঁর পুত্র মহাযশস্বী রঘু, রঘুর পুত্র অজ, অজের পুত্র দশরথ, দশরথের পুত্র ত্রিলোকপাবন পূর্ণব্রহ্ম হরি অংশাংশরূপে রাম, লক্ষণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন নামে চারি অংশে বিভক্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। যে রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে নিকটবর্তী শ্রেষ্ঠ রাক্ষসগণকে বধ করেন। পিতৃসত্য পালনের জন্য চৌদ্দ বৎসর বনে বনে ঘুরেছেন, হরধনু ভঙ্গ করে সীতাকে স্ত্রীরূপে লাভ করেছেন। যে পরশুরাম একুশবার নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন, তাঁর দর্প চূর্ণ করেছেন। দুষ্টস্বভাব রাবণের ভগ্নী সূর্পনখার নাসিকা ছেদন করে তার রূপ বিকৃত করেছিলেন, এবং খর, ত্রিশির ও দূষণ, মারীচ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে বিনাশ করেছিলেন। মহাবীর বালীকে বধ করেন। ত্রিলোকের দুঃখপ্রদ রাবণকে বধ করেন। বিভীষণকে লঙ্কার অধিপতি ও কল্‌পান্ত আয়ুপ্রদান করেন। সমুদ্রে সেতুবন্ধন করে অপহৃত সীতাকে উদ্ধার করেন, অযোধ্যার রাজা হন এবং স্বধর্ম নিরত ও বর্ণাশ্রম গুণযুক্ত প্রজাবর্গকে পিতার ন্যায় পালন করেছেন। আচার্য্যের অনুগত হয়ে উত্তম যজ্ঞসমূহ দ্বারা সর্বদেবময় নিজেরই আত্মস্বরূপ বিষ্ণুকে আরাধনা করেছিলেন। বিষয় আসক্তি রহিত হয়ে সমস্ত কিছু আচার্য্যকে দান করেছিলেন। রামচন্দ্র কর্তৃক পরিত্যক্তা সীতা পুত্রদ্বয়কে রেখে পাতালে প্রবেশ করেন। সেই থেকে তিনি ব্রহ্মচর্য্য ধারণ পূর্বক ত্রয়োদশসহস্র বৎসর যাবৎ অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করেছিলেন। ইক্ষ্বাকুগণের এই বংশে সুমিত্র শেষ রাজা হয়েছিলেন।

অধ্যায় (১৩—১৮)

শ্রীশুকদেব বললেন, হে রাজন্! এক্ষণে ইক্ষ্বাকুর অপর একপুত্র নিমির বংশ বলব। বশিষ্ঠ শাপে রাজা নিমির দেহ পতন হয়। ইক্ষ্বাকুপুত্র নিমি যজ্ঞ করতে প্রবৃত্ত হয়ে বশিষ্ঠকে ঋত্বিক পদে বরণ করতে অভিলাষী হলে ইন্দ্রযজ্ঞে অভিষিক্ত বশিষ্ঠ নিমিকে অপেক্ষা করতে বললেন। কিন্তু নিমি জীবন অনিত্য ভেবে আর অপেক্ষা না করে অপর ঋত্বিক দিয়ে যজ্ঞ করালেন। বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলেন, 'তোমার দেহ নিপাত হউক'। নিমিও ক্রুদ্ধ হয়ে বশিষ্ঠকে অনুরূপ অভিশাপ দিলেন। ফলে উভয়েরই দেহের পতন হল। বশিষ্ঠ মিত্রা বরুণের ঔরসে উর্বশীর গর্ভে পুনরুৎপন্ন হন, আর যজ্ঞশেষে মুনিগণ দেবগণকে পরিতুষ্ট করে গন্ধবস্তু মধ্যে রক্ষিত ঐ নিমিরাজার দেহকে জীবিত করেন কিন্তু নূতন জীবন প্রাপ্ত নিমি ঐ গন্ধবস্তু হতেই বললেন, "আমার যেন আর দেহবন্ধন না হয়, কারণ—হরিভক্ত মুনিগণ জন্ম-মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে দেহের সহিত সম্বন্ধ করতে আকাঙ্ক্ষা করেন না, কেবল মোক্ষের নিমিত্তই হরিপাদপদ্ম ভজনা করেন। সুতরাং, দুঃখ শোক ভয়ের উৎপাদক এবং জলমধ্যে মৎস্যগণের ন্যায় যার সর্ব্বত্রই কেবল মৃত্যু এমন দেহ ধারণ করতে আমি আর বাসনা করি না।"*

অরাজকতার ভয়ে তখন মুনিগণ নিমি রাজের দেহ মন্থন করে এক সুকুমার কুমার উৎপন্ন করলেন। ঐ ভাবে জাত বলে তাঁর নাম বৈদেহ জনক। মন্থন হতে জন্ম বলে মিথিলা নাম হল। ঐ কুমারই মিথিলাপুরী নির্ম্মাণ করেন। তাঁর বংশে শীরধ্বজ জনকের জন্ম। ইনি একদা যজ্ঞের নিমিত্ত ভূমি কর্ষণ করছিলেন, তখন তাঁর হলের অগ্রভাগে শ্রীরামপত্নী সীতাদেবী উৎপন্না হন। এই বংশীয় রাজগণ মিথিলায় বহুকাল রাজত্ব করেন। ইহাদের অনেকে যোগেশ্বর প্রসাদে আত্মবিদ্যায় সুপণ্ডিত এবং গৃহস্থ হয়েও সুখ দুঃখাদি-দ্বন্দ্ববিমুক্ত হয়েছিলেন।

শ্রীশুকদেব বললেন, এখন চন্দ্রবংশ কীর্তন করব। ব্রহ্মার একপুত্র অত্রির বংশে পুরুরবা। তিনি উর্ব্বশীর গর্ভে ছয়টি পুত্র উৎপাদন করেন, তাদের একটির বংশে

---

* যস্য যোগং ন বাঞ্ছন্তি বিয়োগভয়কাতরাঃ।
ভজন্তি চরণাম্ভোজং মুনয়ো হরিমেধসঃ।।
দেহং নাবরুরুৎসেঽহং দুঃখশোকভয়াবহম্।
সর্ব্বত্রাস্য যতো মৃত্যুর্মৎস্যানামুদকে যথা।। ৯/১৩/ ৯,১০

শৌনক ঋষি হন, আর এক বংশে জহ্নু, যিনি গঙ্গাকে এক গণ্ডুষে পান করেছিলেন। সেই বংশে কুশ, কুশের বংশে গাধি, গাধির কন্যা সত্যবতী তাঁর পতি ঋচীক। ইহাদের পুত্র জমদগ্নি রেনুকাকে বিবাহ করেন, তাঁদের অনেক পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র পরশুরাম।

হৈহয় কুলান্তকারী ঐ পরশুরামকে বাসুদেবের অংশ বলে পাণ্ডবগণ কীর্ত্তন করে থাকেন। হৈহয় বংশের অধিপতি ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ কার্তবীর্য্যার্জুন পরিচর্য্যা প্রভৃতি কর্মদ্বারা নারায়ণের অংশাবতার দত্তাত্রেয়কে আরাধনা করে দশশত বাহু লাভ করেছিলেন। তিনি শত্রুদিগের দুর্জয় হয়েছিলেন, তাঁর সর্বত্র অপ্রতিহত গতি ছিল। একবার নর্মদা জলে ক্রীড়া করতে করতে বাহু সকল দ্বারা নর্মদা নদীর স্রোত রুদ্ধ করে ফেলেছিলেন। সেই সময় রাবণ নর্মদা তীরে দেবার্চনা করছিলেন। জল প্রবাহঃ রুদ্ধ হয়ে প্রতিকুল ভাবে প্রবাহিত হয়ে তটভূমি প্লাবিত করল রাবণ সেই দৃশ্য দেখে সহ্য করতে না পেরে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হতে লাগল। কার্তবীর্য্যার্জুন সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীগণের সমক্ষেই ধরে নিয়ে নিজ পুরীতে বানরের ন্যায় বদ্ধ করে রেখেছিল। কিছুদিন পরে অবজ্ঞার সহিত ছেড়ে দিয়েছিলেন। একদিন কার্তবীর্য্যার্জুন মৃগয়ার নিমিত্ত অরণ্যে এসে বিচরণ করতে করতে যদৃচ্ছা ক্রমে সসৈন্য জমদগ্নির আশ্রমে অতিথি হলে ঐ মুনির কামধেনু গাভী দ্বারা প্রচুর অন্ন উৎপাদন করে তাঁদিগকে ভোজন করান। রাজা সেই বিস্ময়কর ঘটনা দেখে আকর্ষিত হয়ে অহঙ্কার হেতু বলপূর্বক ঐ গাভীকে নিয়ে গেল। পরশুরাম আশ্রমে এসে রাজার অন্যায় আচরণের বিষয় জেনে আহত সর্পের ন্যায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সিংহ যেরূপ হস্তীকে আক্রমণ করে সেইরূপ পরশুরাম ভয়ঙ্কর কুঠার হস্তে রাজার পশ্চাৎ ধাবিত হলেন। কার্তবীর্য্যার্জুনের সমস্ত ক্ষমতা পরশুরাম সর্পের ফণার ন্যায় অতিশয় কুঠার দ্বারা সবলে ছিন্ন করে পর্বতের শৃঙ্গের ন্যায় মস্তক ছিন্ন করে ফেললেন। এবং কামধেনুটিকে নিয়ে আশ্রমে ফিরে পিতাকে তা সমর্পণ করে সমস্ত বৃত্তান্ত বললেন। জমদগ্নি তা শুনে বললেন, হে রাম! হে মহাবীর! তুমি অতিশয় পাপকার্য করেছ, যেহেতু সামান্য কারণে সর্বদেবময় রাজাকে নিহত করেছ, আমরা ব্রাহ্মণ "ক্ষমা ও সহিষ্ণুতাই ব্রাহ্মণের ধর্ম"। ক্ষমাগুণ দ্বারাই সকলের পূজ্য হয়েছি, এই ক্ষমাগুণ দ্বারাই ব্রহ্মা ব্রহ্মপদ লাভ করেছেন। ভগবান্ পরমেশ্বর হরি ক্ষমাশীল জনগণের প্রতি শীঘ্র প্রসন্ন হন। সার্বভৌম রাজার বধ, ব্রাহ্মণ বধের অপেক্ষাও গুরুতর। হে রাম, তুমি পাপ ক্ষয়ের জন্য তুমি তীর্থ ভ্রমণ এবং যমাদি দ্বারা হরিগত চিত্ত হয়ে সারা পৃথিবী পর্য্যটন কর।

পরশুরাম তীর্থযাত্রায় গেলেন। সেই সুযোগে কার্তবীর্য্যার্জুনের পুত্রগণ জমদগ্নির আশ্রমে উপস্থিত হল, তখন উত্তমশ্লোকঃ ভগবান্ নারায়ণে নিবিষ্ট চিত্ত ধ্যানে নিমগ্ন জমদগ্নি মুনির শিরশ্ছেদ করল। পরশুরাম মাতার হা রাম, হা রাম, কাতর ক্রন্দন শ্রবণ করে অতি দ্রুতবেগে আশ্রমে এসে নিহত পিতাকে দর্শন করেন। পরশুরাম কুঠার হস্তে ক্ষত্রিয় বংশ নাশের জন্য কঠিন প্রতিজ্ঞা করলেন। হৈহয় বংশ ধ্বংস করেন। তিনি একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেন। পরশুরাম কর্তৃক বিবিধ যজ্ঞের দ্বারা পরমাত্মার আরাধনা করলে তাঁর পিতা জমদগ্নি সপ্তর্ষি মণ্ডলে সপ্তম ঋষিত্ব প্রাপ্ত হন। এবং পরশুরাম সরস্বতী নাম্নী মহানদীতে অবভৃথ নামক যজ্ঞশেষ বিহিত স্নান দ্বারা নিষ্পাপ হয়ে মেঘশূন্য সূর্য্যের ন্যায় শোভা পেতে লাগলেন, বেদপ্রবর্তক সপ্তর্ষিগণের একজন হবেন।

গাধি হতে প্রজ্জলিত অগ্নির ন্যায় অতি তেজস্বী বিশ্বামিত্র জন্মগ্রহণ করেন। যিনি তপস্যা দ্বারা ক্ষত্রিয়ত্ব পরিত্যাগ করে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্রীশুকদেব বললেন, পুরুরবার যে পুত্র আয়ু, তাঁর পাঁচ পুত্রের মধ্যে নহুষ হল জ্যেষ্ঠ। নহুষের ছয়টি পুত্র—যতি, যযাতি, সংযাতি, আয়তি, বিয়তি ও কৃতি। যখন ব্রহ্ম হত্যার ভয়ে দেবরাজ ইন্দ্র তপস্যা করতে গিয়েছিলেন তখন নহুষ স্বর্গের রাজত্বলাভ করেন। নহুষ কামনাসক্ত হয়ে ইন্দ্রের স্ত্রী শচীদেবীর প্রতি আকৃষ্ট হন, তারজন্য অগস্ত্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ নহুষকে অভিশাপ দেন তার ফলে তিনি স্বর্গ হতে ভূতলে পতিত হন এবং অজগর সর্পে প্রাপ্ত হন। তারপর নহুষের পুত্র যযাতি রাজা হলেন। তিনি দৈত্য গুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীকে বিবাহ করেন। দানবাধিপতি বৃষপর্বার অতিকোপনা স্বভাবা শর্মিষ্ঠা নামে এক কন্যা ছিল। গুরুপুত্রী দেবযানীর প্রতি গুরুতর অপরাধের জন্য শমিষ্ঠা আজীবন তার দাসীত্বে অভিশপ্ত হন। বৃষপর্বা কন্যা শর্মিষ্ঠাকে দেবযানীর হস্তে সমর্পণ করলেন। শর্মিষ্ঠা সহস্রদাসীর সহিত সেবিকার ন্যায় দেবযানীর পরিচর্য্যা করতে লাগল। গুরু শুক্রাচার্য্য রাজা যযাতিকে সাবধান বাণী দিয়েছিলেন, যে শর্মিষ্ঠার সহিত কোনদিন ঘনিষ্ঠ হবে না। যখন দেবযানী যদু ও তুর্ব্বসু দুই পুত্রের মা হলেন তখন শর্মিষ্ঠা ঋতুমতী হয়ে যযাতির নিকট পুত্রলাভার্থ প্রার্থনা করেন। ধর্মজ্ঞ যযাতি পুত্রলাভার্থ রাজকন্যা শমিষ্ঠা কর্তৃক প্রার্থিত হয়ে ধর্মসঙ্গত মনে করে শর্মিষ্ঠার ঋতু রক্ষা করেন। তার ফলে শমিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্য, অনু এবং পুরু তিনটি পুত্র হয়। দেবযানী তা জানতে পেরে ক্রোধপূর্ণ হৃদয়ে ক্রন্দন করতে করতে পিতৃগৃহে গমন করেন। রাজা যযাতি তার পাদস্পর্শাদিতে

ক্ষমা চাইলেও তিনি সন্তুষ্ট হন নাই। দেবযানীর মুখে সবশুনে পিতা শুক্রাচার্য ক্রুদ্ধ হয়ে যযাতিকে অভিশাপ দিলেন—"মনুষ্যগণের বিরূপকারিণী জরা তোমাকে আশ্রয় করুক।" যযাতি ক্ষমা প্রার্থনা চাইলে প্রতিবিধানার্থে গুরু শুক্রাচার্য বললেন— "যদি তোমার জরা কেহ গ্রহণ করে, তবে তার যৌবন দ্বারা তুমি যথেষ্ট উপভোগ করতে পারবে।" যযাতি তার পুত্রদের নিকট আবেদন করলে কেহই রাজি হলেন না একমাত্র সর্বকনিষ্ঠ পুত্র পুরু সম্মত হয়ে তার যৌবন পিতাকে দান করে পিতার জরা নিলেন, বললেন—যে পুত্র পিতার আজ্ঞা পালন করে না সে পিতার মলমূত্রের তুল্য। রাজা যযাতি পুরুর যৌবন লাভ করে দেবযানী সহ পুনরায় যথেচ্ছভাবে সুখ ভোগ করতে লাগলেন। সপ্তদ্বীপাধিপতি যযাতি পিতার ন্যায় প্রজাপালন করতে লাগলেন। বহুসংখ্যক যজ্ঞদ্বারা সর্বদেবময় ও সর্ববেদময় যজ্ঞেশ্বর ভগবান্ শ্রীহরির অর্চনা করতে লাগলেন। এইরূপ সহস্র বৎসর যাবৎ পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ে ও মন দিয়ে বিষয়ভোগ করেও পরিতৃপ্ত হলেন না।

অধ্যায় (১৯—২০)

অতঃপর রাজা যযাতির অধঃপতনের বিষয় বুঝতে পারলেন। তাঁর ভোগে বিতৃষ্ণা জন্মিল এবং শ্রীহরির প্রতি বিশুদ্ধ অনুরাগের উদয় হল। একদা যযাতি পত্নী দেবযানীকে বললেন, হে সুলোচনে, তোমার প্রণয়ে বদ্ধ হয়ে আমি অতিশয় দীন হয়ে পড়েছি, তোমার মায়ায় মোহিত হয়ে আমার আত্মজ্ঞান একে বারে অন্তর্হিত হয়েছে।

"পৃথিবীতে যত ধান্যযবাদি শস্য, সুবর্ণ, পশু ও রমণী প্রভৃতি যত প্রকারের ভোগ্য বিষয় আছে। তার সমস্ত পেলেও কামমুগ্ধ পুরুষের মন তৃপ্ত হয় না। উপভোগের দ্বারা কামনার কখনও তৃপ্তি হয় না, বরং ঘৃতাহুতি অগ্নির ন্যায় উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেতে থাকে।"* পুরুষ যখন সর্বভূতে মঙ্গলভাব পোষণ করে সমদৃষ্টি হন, তখনই তার সকল দিক্ই সুখময় হয়ে ওঠে। যে তৃষ্ণা দুর্মতিগণের

---

* যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
ন দুহ্যন্তি মনঃপ্রীতিং পুংসঃ কামহতস্য তে।।
ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।। ৯/১৯/১৩, ১৪

পক্ষে ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন, শরীর জীর্ণ হলেও যা জীর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় না, কল্যাণকামী মানব সতত দুঃখপ্রদ সেই তৃষ্ণাকে অতি দ্রুত পরিত্যাগ করবেন। মাতা, ভগিনী ও কন্যার সঙ্গেও কখনও নির্জনে একাসনে উপবেশন করবে না। কেননা ইন্দ্রিয়সমূহ অতিশয় বলবান, উহা বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করে। নিরন্তর বিষয় ভোগ করতে করতে আমার এক সহস্র বৎসর কাল অতীত হয়ে গেল, তথাপি সেই সকল রূপরসাদি বিষয়ে অণুক্ষণ আমার তৃষ্ণা জন্মিতেছে। বিষয়ের যখন এতই দোষ, তখন আমি এই সকল বিষয় ত্যাগ করে মনকে পরব্রহ্মে নিবিষ্ট করব এব নির্দ্বন্দ্ব ও নিরহঙ্কার হয়ে অরণ্যবাসী মৃগগণের ন্যায় যথেচ্ছ বিচরণ করব।

যিনি বিষয়ভোগে সংসার বন্ধন ও নিজের অধঃপতন জেনে বিষয়ভোগ ত্যাগ করেন তিনিই আত্মদর্শী। রাজা যযাতি বিগতস্পৃহ হয়ে স্ত্রী দেবযানীকে এই কথা বলে পুত্র পুরুকে তার যৌবন ফেরৎ দিয়ে পূর্বপ্রদত্ত নিজ জরা গ্রহণ করলেন। যযাতি নিজ রাজ্য পুত্রের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। মনের সর্ব আসক্তি ত্যাগ করে যোগ্যতম পুত্র পুরুকে রাজ্য অভিষিক্ত করেন। যযাতি বিষয়সুখ সমস্ত কিছু ত্যাগ করে অক্লেশে জাতপক্ষ নীড়ত্যাগী বিহঙ্গের ন্যায় নির্বিঘ্ন ও নিস্পৃহ চিত্তে বনে গমন করলেন। অতঃপর তিনি নিষ্কাম হয়ে নির্মল পরব্রহ্মে বাসুদেবে গতি প্রাপ্ত হলেন। দেবযানীও এই সকল কর্ম ভগবান্ নিয়ন্ত্রিত এবং তাঁরই মায়া দ্বারা রচিত বিষয়সঙ্গ স্বপ্নতুল্য, কারও কোন স্বাতন্ত্র্য নাই, সংসারে সুহৃৎসঙ্গে বাস পানীয় শালায় আগত বিভিন্ন লোকের সঙ্গে ক্ষণকালের মিলন। ভৃগুনন্দিনী ইহা বুঝে শ্রীকৃষ্ণে মন সমাহিত পূর্বক সমস্ত কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে স্বীয় দেহত্যাগ করলেন। দেহত্যাগের পূর্বে শ্রীভগবান্ বাসুদেবের উদ্দেশ্যে পুনঃপুনঃ প্রণাম জানালেন।

শ্রীশুকদেব বললেন, হে রাজন্! তুমি যে বংশে জন্মেছ, ঐ কুলে বহু রাজর্ষি ও ব্রহ্মজ্ঞ নৃপতি জন্ম নিয়েছেন, প্রসিদ্ধ রাজা পুরুর সেই বংশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলছি— পুরু হতে জনমেজয় জন্মগ্রহণ করেন। যযাতির পুত্র পুরুর অধঃস্তন এক বংশধর সুমতির পুত্র রভি, তাঁর পুত্র সর্বমান্য রাজা দুষ্মন্ত। তিনি একদিন মৃগয়ার্থ বহির্গত হয়ে বনে প্রবেশ পূর্বক মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে উপনীত হন। সেখানে ঐ ঋষি কর্তৃক পালিতা বিশ্বামিত্রের ঔরসে মেনকার গর্ভজাত ও মাতা কর্তৃক ঐ আশ্রমে পরিত্যক্তা শকুন্তলা নাম্নী দেবমায়া সদৃশী এক কন্যাকে দেখে বাজা তৎক্ষণাৎ মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েন। আলাপ করেন, মধুর বাক্যে রাজা তার পরিচয় নেন এবং বলেন এই নির্জন

বনমধ্যে তুমি কোথা থেকে এলে? সমস্ত জেনে উভয়ের পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন। ঐ আশ্রম কাননেই গান্ধর্ব বিধানে তাঁদের বিবাহ হয়। রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার গর্ভধান করে পরদিন রাজধানীতে ফিরে যান। শকুন্তলার গর্ভে ভরত নামে দুষ্মন্তের এক মহাবলশালী পুত্র জন্ম নেয়। রাজা শকুন্তলাকে ঐ আশ্রমেই পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন, শকুন্তলা পুত্রসহ রাজপুরীতে আগমন করলে রাজা প্রথমে নিষ্পাপ পত্নী ও পুত্রকে চিনতেই পারলেন না; তখন সকলের উপস্থিতিতে শূন্যমার্গে এক আকাশবাণী দ্বারা আশ্বস্ত হয়ে পশ্চাৎ তাঁকে মহিষীরূপে গ্রহণ করেন। পরে পিতা দুষ্মন্ত পরলোকে গমন করলে কীর্তিমান পুত্র ভরত রাজ্য লাভ করে রাজচক্রবর্তী হন। তিনি বিষ্ণুর অংশসম্ভূত ছিলেন এবং লোকবিস্ময়কর বহু যজ্ঞদানাদি কার্য করেন। তিনি দিগ্বিজয়ে কিরাত, হূন, যবন, পৌণ্ড্র, কঙ্ক, খশ, শক ও ম্লেচ্ছ রাজগণকে জয় করেন। এবং পূর্বকালে অসুরগণ দ্বারা পরাজিত দেবগণকে তাড়িয়ে রসাতলে আশ্রয় নিয়েছিল এবং সুরনারীদিগের অপহরণ করে পাতালে নিয়ে গিয়েছিল। অপরাজয় ভরত সেই সব অসুরকে বিনষ্ট করে পুনরায় সেই সুরনারীগণকে উদ্ধার করেন। তাঁর রাজত্বকালে স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রজাগণের সকল অভিলাষ পূর্ণ করতেন। তিনি সাতাশ হাজার বৎসর রাজ্যশাসন করেন। রাজা ভরতের বিদর্ভদেশজাত তিনটি প্রিয় পত্নী ছিল। তাদের গর্ভে কয়েকটি পুত্র সন্তান হয়, কিন্তু তাদের সকলেরই অকাল মৃত্যু ঘটে। এই রূপে পুত্রহীন হওয়ায় বংশ লোপের ভয়ে তিনি পুত্রের নিমিত্ত সোম যজ্ঞ করেন। তাঁর এই যজ্ঞে প্রীত হয়ে মরুৎগণ তাঁকে ভরদ্বাজ নামে একটি পুত্র সমর্পণ করেন। ভরত অগণিত ঈশ্বর্য্য ও নিজ প্রাণ সমস্তই অলীক বিচার করে বিষয় হতে উপরত হলেন।

অধ্যায় (২১—২৪)

শ্রীশুকদেব বললেন, হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভরতের পুত্র হীনবংশ জাত বলে ঐ পুত্রের নাম হল বিতথ, অর্থাৎ ভরদ্বাজ। বিতথের পুত্র মন্যু, মন্যুর পাঁচ পুত্র বৃহৎক্ষত্র, জয়, মহাবীর্য্য, নর এবং গর্গ; নরের পুত্র সঙ্কৃতি। হে পাণ্ডুনন্দন! সঙ্কৃতির দুই পুত্র— গুরু এবং রন্তিদেব। রন্তিদেবের মহিমা ইহলোক এবং পরলোক উভয়ত্র গীত হয়ে থাকে। তাঁর মন সদাসর্বদা অন্যের মঙ্গলচিন্তা করতেন। তিনি নিজে বুভুক্ষিত থাকতেন, অথচ যা পেতেন তাই দান করতেন। এইরূপে তাঁর বিত্ত একদিন নিঃশোষিত হয়। সপরিবারে ক্ষুধায় অবসন্ন হতেন। তিনি নিষ্কাম এবং ধীর ছিলেন। এক সময় জলমাত্র পান না করে সপরিজন রাজার আটচল্লিশ দিন অতীত হল। সকলে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়লেন। পরদিন কিছু ভোজ্য তাঁর নিকট আনীত হয়েছে। ভোজনে যাবেন এমন সময় এক ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ এসে উপস্থিত হলেন। রাজা সর্বত্র সর্বজনে শ্রীহরিকে দর্শন করতেন; তিনি সেই অতিথিকে তৎক্ষণাৎ সেই অন্ন হতে পর্যাপ্ত পরিমাণ দান করলেন। ব্রাহ্মণ ভোজনান্তে পরিতৃপ্ত হয়ে চলে গেলেন। অবশিষ্ট অন্ন পরজনদিগকে বিভাগ করে দিয়ে তিনি নিজাংশ ভোজনে উদ্যত এমন সময় একটি শূদ্রজাতীয় বুভুক্ষু অতিথি এসে উপস্থিত হল। রাজাও শ্রীহরি স্মরণ পূর্বক নিজের অংশ হতে যথেষ্ট দান করলেন। ঐ শূদ্র চলে গেলে আর একজন অতিথি একদল কুকুর নিয়ে এসে বলল, হে রাজন্! এই সকল কুকুরের সহিত আমি ভোজনার্থী, আমাকে অন্ন প্রদান করুন। অতিথি বৎসল রাজা অবশিষ্ট সমস্ত অন্ন হৃষ্ট চিত্তে অবনত মস্তকে তাদিগকে প্রদান করলেন এবং নমস্কার করলেন। তখন অন্ন আর কিছুই থাকল না। কিঞ্চিত জল মাত্র অবশিষ্ট থাকল, রাজা সেই জল পান করতে যাবেন এমন সময় এক চণ্ডাল সেখানে সহসা উপস্থিত হয়ে বলল, আমি হীন জাতি মহারাজ; আমাকে জল দান করুন। সেই পুক্কশের কাতর বাক্য শুনে কৃপাপরবশ হয়ে রাজা সাতিশয় সন্তপ্ত হৃদয়ে বক্ষ্যমাণ বাক্য বললেন— "আমি ঈশ্বরের নিকট অনিমাদি অষ্টসিদ্ধিযুক্ত গতি বা মোক্ষও প্রার্থনা করি না। আমি অখিল জীবের অন্তরে স্থিত হয়ে আমি যেন তাদের বেদনা অনুভব করে তাদের

সকল দুঃখ দূর করতে পারি যাতে তারা সকলে দুঃখ হতে মুক্ত হয়।"* জীবিত কামী এই দীন জীবের জীবন রক্ষার্থে জল প্রদান করলেই আমার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রম, ভ্রম, দৈন্য, ক্লান্তি, শ্রান্তি, কাতরতা, খেদ, বিষাদ ও মোহ সকলই অপগত হবে। এই বলে সেই কৃপাশীল, ধৈর্য্যশীল রাজা নিজে পিপাসায় মৃতপ্রায় হয়েও পুক্কশকে পানীয় প্রদান করলেন। তখন ব্রহ্মাদি দেববৃন্দ বিষ্ণুমায়া দ্বারা ব্রাহ্মণাদি শরীর পরিগ্রহ করে স্ব স্ব মূর্তি ধারণ করে সেই স্থানে এসে আবির্ভূত হলেন। তাঁরা রাজাকে বললেন, যে তাঁরা ধৈর্য্যপরীক্ষার্থে শ্রীহরি দ্বারা প্রেরিত হয়ে তাঁরাই ঐ সকল অতিথির বেশে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। রাজা তাঁদিগকে নমস্কার করে নিঃসঙ্গ ও বিগতস্পৃহা নিষ্কাম এবং ভক্তিপূর্বক ভগবান্ বাসুদেবে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করলেন। তিনি ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে নিজ চিত্ত দ্বারা একমাত্র ঈশ্বরকেই আশ্রয় করলে গুণময়ী মায়া তাঁর কাজে স্বপ্নের মত বিলীন হয়ে গেল। রাজন্; রন্তিদেবের অনুচরগণও তৎপ্রভাবে নারায়ণে ভক্তিযোগী হয়েছিলেন।

মনুর অপর পুত্র গর্গ হতে শিনি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর পুত্র গার্গ্য এবং মনুর অপর এক পুত্র হতে উৎপন্ন পুত্রগণ ক্ষত্রিয় হলেও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। বৃহৎক্ষয়ের পুত্র হস্তী হতে হস্তিনাপুর নির্মাণ করেন। হস্তীর এক পুত্র অজমীর, ইহার বংশীয় কয়েকজনও দ্বিজত্ব লাভ করেন। ইহারই বংশে বিষ্বক্সেন জৈগীষব্যের উপদেশে যোগতন্ত্র প্রণয়ন করেন। ঐ বিষ্বক্সেন হতে উদক্সেন ও তা হতে ভল্লাট জন্মগ্রহণ করেন, ইঁহারা বৃহদিষুর বংশধর। হস্তীর অপর পুত্র দ্বিমীঢ়ের বংশে কৃতী নামে পুত্র হিরণ্যনাভের নিকট যোগ উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে প্রাচ্যসাম্যের ছয়খানি সংহিতা বিভাগপূর্বক অধ্যাপনা করেন। অজমীঢ়ের অপর এক স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রের বংশে মুদ্গল মৌদগল্য নামক ব্রহ্মগোত্রের উৎপত্তি হয়েছে। মুদ্গলের যমজ সন্তান জন্মে তন্মধ্যে দিবোদাস, কন্যা অহল্যা। গৌতম হতে এই অহল্যার শতানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। শতানন্দের পুত্র সত্যধৃতি, তাঁর পুত্র শরদ্বান, তাঁর যমজ সন্তান জন্ম হয়। মহামনাঃ শান্তনু মৃগয়ায় গিয়ে বনে ঐ যমজ সন্তান দেখে কৃপা পূর্বক উহা গ্রহণ করেন। ঐ যমজ সন্তানের মধ্যে পুত্র হলে কৃপ ও কন্যার নাম কৃপী, এই কৃপী

* ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরা-মষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।
আর্ত্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজা-মন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ।। ৯।২১।১২

দ্রোণাচার্য্যের পত্নী ছিলেন। দিবোদাসের বংশে পৃষত, পৃষত হতে দ্রুপদের জন্ম হয়। তাঁর কন্যা প্রসিদ্ধা দ্রৌপদী ও পুত্র বিখ্যাত ধৃষ্টদ্যুম্ন, তাঁর পর ধৃষ্টকেতু, ইঁহারা ভর্ম্যাশ্ব বংশজাত পাঞ্চাল নাম খ্যাত। পূর্বে যে অজমীঢ়ের কথা বলা হয়েছে, তাঁর অন্য এক পুত্র ছিল ঋক্ষ, তাঁর পুত্র সংবরণ, তিনি সূর্য্য কন্যা তপতীকে বিবাহ করেন। কুরুক্ষেত্র পতি কুরু তাঁদের পুত্র। এই কুরুই কুরুক্ষেত্রের অধীশ্বর। কুরুর পরীক্ষিৎ, সুধনু, জহ্নু ও নিষেধ এই চার পুত্র; সুধনু হতে সুহোত্র, তাঁর পুত্র চ্যবন, তাঁর পুত্র কৃতী এবং তাঁর পুত্র উপরিচর বসু। তা হতে বৃহদ্রথ প্রমুখ ইঁহার চেদি দেশের রাজা ছিলেন। বৃহদ্রথের অন্য এক পত্নীর গর্ভে দ্বিখণ্ডীকৃত এক সন্তান হয়। ঐ সন্তানের জননী ঘৃণায় তাকে বাইরে ফেলে দেন। জরা নাম্নী এক রাক্ষসী ক্রীড়াচ্ছলে ঐ দ্বিখণ্ডীকৃত সন্তানকে একত্র করে, তাতেই ঐ সন্তান জরা নামে প্রসিদ্ধ হয়।

কুরুর অপর এক পুত্রের বংশে দিলীপ, তৎপুত্র প্রতীপ। প্রতীপের তিন পুত্র—দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লীক। দেবাপি পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করে বনে গমন করেন। মধ্যম পুত্র শান্তনু রাজ্যলাভ করেন। দেবাপি বেদপথ ভ্রষ্ট হয়ে পাষণ্ডী মতাশ্রয়ে অদ্যাপি কলাপ গ্রামে যোগ অবলম্বন করে অবস্থিতি করছেন। শান্তনু হতে গঙ্গার গর্ভে ভীষ্মের জন্ম হয়, যিনি আত্মতত্ত্বজ্ঞ, সমস্ত ধর্মজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ, অত্যন্ত ভগবদভক্ত ও অতীতদর্শী ছিলেন। ভীষ্ম জমদগ্নি নন্দন পরশুরামকে যুদ্ধে সন্তুষ্ট করেছিলেন। শান্তনুর ঔরসে দাসকন্যার গর্ভের চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য জন্মগ্রহণ করেন। চিত্রাঙ্গদ কোন এক চিত্রাঙ্গদ নামক গন্ধর্বের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। দাসকন্যা সত্যবতীর কন্যাকালে মহর্ষি পরাশরের ঔরসে ভগবান্ শ্রীহরির অংশে আমার পিতা দেবরক্ষক কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই বেদরক্ষা করেন, যাঁর নিকট আমি এই ভাগবত অধ্যয়ন করি। তিনি নিজ শিষ্য পৈল প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করে আমাকে প্রীতিপূর্বক পরমগুহ্য ভাগবত শাস্ত্র অধ্যয়ন করান। অনন্তর বিচিত্রবীর্য্য স্বয়ম্বর সভা হতে বলপূর্বক আনীত অম্বিকা ও অম্বালিকার পাণি গ্রহণ করেন, কিন্তু উভয় পত্নীতেই তিনি অত্যন্ত ভোগাসক্ত হয়ে অপুত্রক অবস্থায় যক্ষারোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ব্যাস মাতা সত্যবতীর নিয়োগে ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের পত্নীতে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন তাঁর ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর নামে তিন পুত্র উৎপন্ন করেন।

ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভে একশত পুত্র ও এক কন্যার জন্ম হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম দুর্য্যোধন এবং কন্যার নাম দুঃশলা। অরণ্যে মৈথুনাসক্ত মৃগকে বধ করে পাণ্ডু অভিশাপ গ্রস্ত হন, তাতে তাঁর পত্নী সঙ্গ নিষিদ্ধ হওয়ায় তাঁরই নিয়োগ ধর্ম, বায়ু ও ইন্দ্র হতে কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন এই তিন পুত্র এবং অশ্বিনী কুমারদ্বয় হতে পাণ্ডুর অপর পত্নী মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেব জন্ম গ্রহণ করেন। এই পঞ্চপাণ্ডবের স্ত্রী দ্রৌপদী, দ্রৌপদী হতে পঞ্চ পাণ্ডবের ঔরসে পাঁচটি পুত্র হয়। হে রাজন্, তাঁরা হলেন—প্রতিবিন্ধ্য, শ্রুতসেন, শ্রুতকীর্ত্তি, শতানীক ও শ্রুতকর্মা। পঞ্চপাণ্ডবের অপরাপর পত্নী হতে অনেক পুত্র জন্মে। পৌরবীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরের দেবক নামে এক পুত্র হয়, হিড়িম্বার গর্ভে ভীমসেনের ঘটোৎকচ, কালীনাম্নী পত্নীতে সর্বগত, অর্জুনের উলুপীর গর্ভে ইরাবান, মণিপুর রাজনন্দিনীর গর্ভে বভ্রুবাহন, সুভদ্রার গর্ভে তোমার পিতা অভিমন্যু, করেনুমতির গর্ভে নকুলের নরমিত্র, বিজয়াতে সহদেবের সুহোত্র নামে পুত্র হয়। রাজন্, অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রতেজে কুরুকুল বিনষ্ট প্রায় হলে তুমিও বিনাশ হতে কিন্তু বাসুদেবের প্রভাবে যমকবল হতে মুক্ত হয়ে এখনো জীবিত আছ। হে বৎস, পরীক্ষিৎ! তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র জনমেজয় তোমার তক্ষক দংশনে মৃত্যু হলে সর্পযজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান করে সর্পকুল নির্মূল করবেন। পরে জনমেজয় সমস্ত পৃথিবী জয় করে অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন এবং তুরনামক ঋষিকে পুরোহিত করে বহু যজ্ঞ দ্বারা দেবগণকে আরাধনা করবেন। এই বংশে শেষ রাজা হবেন ক্ষেমক। তারপর বৃহদ্রথ বংশীয় সহস্র বৎসর রাজত্ব করবেন।

শ্রীশুকদেব বললেন—অনুর সভানর, চক্ষু ও পরেক্ষু তিনপুত্র হয় তৎবংশে মহামনার দুই পুত্র—উশীনর ও তিতিক্ষু। উশীনরের চার পুত্র তৎবংশে বলি জন্মগ্রহণ করেন। হে রাজন! শর্মিষ্ঠার গর্ভজাত যযাতি পুত্র অনুর বংশে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, শুহ্ম, পৌণ্ড্র ও নৃপতিগণ নিয়োগধর্মে বলির পত্নীতে দীর্ঘতমার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। এই ছয়জন নৃপতি নিজ নিজ নামে ছয়টি জনপদ ও অন্যেরা প্রাচ্য দেশে নানা জনপদ স্থাপন করেন। অঙ্গ হতে খলপান তা হতে দিবিরথ, তৎপুত্র ধর্মরথ, তাঁর পুত্র চিত্ররথ। এই চিত্ররথ রোমপাদ নামে খ্যাত ও অযোধ্যাপতি দশরথের সখা ছিলেন। রাজা দশরথের শান্তানাম্নী পালিত কন্যাকে ঋষ্যশৃঙ্গ বিবাহ করেছিলেন। একদা অনাবৃষ্টি সংঘটিত হলে ঋষ্যশৃঙ্গকে নগরে আনয়ন করেন। ঋষ্যশৃঙ্গ অপুত্রক

রাজা রোমপাদের জন্য পুত্রেষ্টির যাগ করে পুত্র প্রদান করেন। রাজা দশরথও ঋষ্যশৃঙ্গ কর্তৃক যজ্ঞে চারটি পুত্র লাভ করেন। রোমপাদ হতে চতুরঙ্গ ও তা হতে পৃথুলাক্ষ। তাঁর তিনপুত্র—বৃহদ্রথ, বৃহৎকর্মা ও বৃহদ্ভানু। বৃহদ্রথ হতে বৃহন্মানা তাঁর পুত্র জয়দ্রথের জন্ম হয়। এই বংশে কর্ণের পালক পিতা অধিরথ জন্মগ্রহণ করেন।

এক্ষণে যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র যদুর প্রথিত বংশ কীর্তন করব। এই পরম পবিত্র মানব যদুর কুলকাহিনী শ্রবণ করে সর্বপাপ হতে মুক্ত হওয়া যায়। সেই যদুবংশে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। যদুর চারপুত্র সহস্রাজিৎ, ক্রোষ্টা, নল ও রিপু এঁরা সকলেই বিখ্যাত। জ্যেষ্ঠ পুত্র সহস্রাজিতের পুত্র শতজিৎ, এই বংশে কৃতবীর্যের পুত্র অর্জুন অর্থাৎ কার্তবীর্য্যার্জুন সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর ছিলেন এবং শ্রীহরির অংশসম্ভূত দত্তাত্রেয় হতে মহামহনীয় যোগ অভ্যাস করেছিলেন। ইঁহার তুল্য কেহ ছিলেন না। এই বংশে মধুর পুত্র বৃষ্ণি নামে খ্যাত ছিলেন। তিনিই ছিলেন জ্যেষ্ঠ। বৃষ্ণি ও যদু হতে যাদববংশে বিখ্যাত হয়। যদুপুত্র ক্রোষ্টা হতে বংশপরম্পরাক্রমে শশবিন্দু ও রুচকের পুত্র জ্যামঘের জন্ম হয়। দেবতার কৃপায় এই জ্যামঘের বন্ধ্যাপত্নী শৈব্যার গর্ভে বিদর্ভের জন্ম হয়।

সত্বত অনু ও মহাভোজ এই বংশীয় অন্য শাখা। এই বংশের শ্বফলক হতে গান্দিনীগর্ভে অক্রূর। পুনর্ব্বসুর পুত্র আহুক, আহুকের পুত্র দেবক ও উগ্রসেন। দেবকের চারপুত্র—দেবযান্ উপদেব, সুদেব এবং দেববর্দ্ধন এবং সাত কন্যা, কনিষ্ঠা দেবকী। ইঁহাদের সকলকেই বসুদেব বিবাহ করেন। বসুদেবের অন্যান্য স্ত্রী মধ্যে রোহিনী, তাঁরই গর্ভে বলভদ্র। উগ্রসেনের নয় পুত্রের মধ্যে কংস ছিলেন জ্যেষ্ঠ এবং উগ্রসেনের পাঁচ কন্যা সকলকেই বসুদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতারা বিবাহ করেন। বসুদেব অন্ধকের এক পুত্রের বংশ, শূরের পুত্র। শূরের একটা কন্যা পৃথা। শূর নিজ সখা কুন্তিভোজকে নিঃসন্তান দেখে ঐ কন্যা তাঁকে দান করেন। পৃথা একদিন উত্তম সেবা দ্বারা দুর্বাসাকে পরিতুষ্ট করে তাঁর নিকট হতে একটি বিদ্যালাভ করেন। ঐ বিদ্যা দ্বারা দেবতাদের আহ্বান করা যায়। বিদ্যার সত্যতা যাচাই করার জন্য সূর্যকে আহ্বান করেন। সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্য এসে পৃথার নিকট উপস্থিত হন। পৃথা বললেন, প্রভু! আমি পরীক্ষা মূলকভাবে আহ্বান করেছি—আপনি দয়া করে চলে যান। আমাকে ক্ষমা করুন। সূর্য্য বললেন দেবদর্শন কখন বিফল হয় না, অতএব আমি

তোমার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করব। তবে তোমার সতীত্ব অটুট থাকবে। পৃথার গর্ভাধান পূর্বক নিজলোকে গমন করলেন। যথাসময়ে দিবাকরের ন্যায় এক কুমারের জন্ম হল। লোকলজ্জাভয়ে ঐ কুমারকে নদীর জলে ভাসিয়ে দিলেন। হে রাজন্! সত্যবিক্রম আপনার প্রপিতামহ পাণ্ডু ঐ পৃথাকে বিবাহ করেন।

কারুবংশীয় বৃদ্ধশর্মা শূরের অপর এক কন্যা শ্রুতদেবাকে বিবাহ করেন তারই গর্ভে হিরণ্যাক্ষ দন্তবক্ররূপে ঋষিশাপে অভিশপ্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। অপর এক শ্রুতশ্রবাকে চেদিরাজ দম বিবাহ করেন। তারপুত্র শিশুপাল।

বসুদেবের অষ্টম পুত্র শ্রীকৃষ্ণ। হে রাজন্! মহাভাগা সুভদ্রা ছিলেন তোমার পিতামহী। যে যে সময়ে ধর্মের ক্ষয় এবং পাপের বৃদ্ধি হয় তখনই শ্রীহরি দেহধারী হয়ে জগতে অবতীর্ণ হন। কলিতে যে সকল ভক্তবৃন্দ জন্মগ্রহণ করবেন ভগবান্ এই জগতে অবতীর্ণ হয়ে তাঁদের প্রতি অনুগ্রহার্থ তাঁদের দুঃখশোকজনিত অন্ধকার অপহরণের জন্য নির্মল যশোরাশি বিস্তার করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেই পিতৃগৃহ হতে ব্রজে গমন করেন। সেখানে শত্রুগণকে নিহত করে ব্রজবাসিগণের প্রয়োজন সাধন করেন। কালে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে বহু স্ত্রী গ্রহণ করেন। সেই সকল রমনীতে শতশত সন্তান উৎপাদন করেন। অনেক শত্রু বধ করে জ্ঞান ও স্বীয় বেদমার্গ বিস্তারের জন্য বহু যজ্ঞ দ্বারা লোকসমাজে দেবগণের অর্চনা করেছিলেন। কুরুকুলের আত্মকলহ সমুত্থিত ভীষণ যুদ্ধে যোদ্ধাগণকে দৃষ্টিমাত্র ধ্বংস করে, অর্জুনের জয় ঘোষণা এবং পৃথিবার গুরুভার হরণ করেন। সর্বশেষ, উদ্ধবকে পরমতত্ত্বের উপদেশ পূর্বক স্বীয়ধামে গমন করেন।

—ঃঃ—

শ্রীমদ্‌ভাগবত

দশম স্কন্ধ

অধ্যায় (১—৪)

রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে বললেন,—আপনি রাজগণের পরম উদ্ভূত চরিত্র বর্ণনা করেছেন, হে মুনিসত্তম: আমার পিতামহগণকে দুস্তর কৌরব সাগর পার করেছিলেন এবং আমাকে মাতৃগর্ভে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র হতে রক্ষা করেছিলেন, ধর্মশীল যদুবংশে অবতীর্ণ হয়ে সকলের স্বাভাবিক হিতকারী সর্বঐশ্বর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত চরিত্র ও অলৌকিক কর্ম সকল সমস্ত বিস্তারিতভাবে আমাকে বলুন। আপনার মুখনিঃসৃত শ্রীহরির লীলাকথা ও তাঁর নাম, রূপ, গুণ প্রভৃতি নিরন্তর শুনতে শুনতে দুঃসহ ক্ষুধা তৃষ্ণাও আমাকে পীড়া দিচ্ছে না। হে গুরো! আপনার কৃপায় আমি পরম মধুর কথা শ্রবণে সমর্থ আমাকে কৃতার্থ করুন এই অনুরোধ। শুকদেব বললেন, শ্রীহরির লীলা কথা শ্রোতা ও বক্তা উভয়কেই ধন্য করে। হে রাজর্ষি: কৃষ্ণকথা শ্রবণে তোমার গাঢ় আসক্তি জন্মেছে, সুতরাং, তোমার বুদ্ধি কৃতনিশ্চয়া অর্থাৎ তুমি প্রকৃত শ্রোতব্য কি তা বুঝতে পেরেছ।

রাজন্! একদা রাজবেশধারী দৈত্যগণের এবং তাদের অসংখ্য সেনাভারে পীড়িতা হয়ে পৃথিবী গো-রূপ ধারণ করে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মা পৃথিবীর দুঃখ কাহিনী শ্রবণ করে মহাদেব, ইন্দ্রাদি দেবগণ সহ তাকে নিয়ে ক্ষীরোদসাগর তীরে গিয়ে একাগ্র মনে পুরুষসূক্ত স্তব উচ্চারণ পূর্বক জগৎপালক, দেব পূজ্য শ্রীহরির আরাধনা করলেন। ব্রহ্মা সমাধিযোগে সেই পরমপুরুষের আকাশবাণী শুনে দেবগণকে বললেন, ভগবন্ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ সত্বরই যদুবংশে বসুদেব গৃহে অবতীর্ণ হবেন, তোমরা সেখানে স্বীয় স্বীয় পত্নীসহ যাদবগণের আত্মীয় বংশে মর্ত্ত্যধামে গিয়ে জন্মগ্রহণ কর।

পূর্বকালে শূরসেন নামক যাদবরাজ মথুরাপুরীতে বাস করতেন। মথুরাপুরী তৎকাল হতে যাদব নরপতিগণের রাজধানী ছিল। একদা সেই মথুরাধিপতি শূরসেনের

বংশজ দেবকের কন্যা দেবকীকে বসুদেব বিবাহ করেন। নববিবাহিতা দেবকীকে সঙ্গে নিয়ে নিজগৃহে যাবার জন্য রথে আরোহণ করলেন। উগ্রসেন পুত্র কংস জ্ঞাতিভগিনী দেবকীর বিবাহে সেখানে উপস্থিত হয়ে বহু যৌতুক নিয়ে স্বয়ং রথের অশ্বরশ্মি ধরে বসুদেবও দেবকীর রথে গমন করতে লাগলেন। যাত্রাকালে শঙ্খ, তুর্য্য, মৃদঙ্গ, দুন্দুভি প্রভৃতি মঙ্গলবাদ্য সকল বাজতে লাগল। এমন সময় হঠাৎ এক আকাশবাণী ধ্বনিত হল, রে আবোধ! "তুই যাকে অশ্বের রজু ধরে বহন করে পতিগৃহে নিয়ে যাচ্ছিস্, সেই দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান তোর প্রাণ নাশ করবে।" তা শুনে খলস্বভাব, পাপমতি, ভোজ-কুল কলঙ্ক কংস তৎক্ষণাৎ ভীষণ এক অসি গ্রহণ করে দেবকীর কেশধারণ পূর্বক বধ করতে উদ্যত হল। তখন বসুদেব সান্তনাপূর্বক বললেন, হে বীর কংস! তোমা হতে ভোজ কুলের সম্মান বাড়ছে, সমস্ত বীরগণ তোমার প্রশংসা করে থাকে। তোমার মত লোকের কি ভগিনী হত্যা করা শোভা পায়? সমস্ত জীবেরই মৃত্যু দেহের সঙ্গেই জন্মগ্রহণ করে। অদ্য বা শত বৎসর পরই হউক, প্রাণিদিগের মৃত্যু ধ্রুব সত্য। দেহ ধ্বংসে দেহী স্বীয় কর্ম অনুযায়ী পূর্ব দেহ ত্যাগ ও দেহান্তর গ্রহণ করে। যেমন জলৌকা এক তৃণত্যাগ করে পদ দ্বারা অন্যতৃণ গ্রহণ করে। অতএব কল্যাণ কামী কারোও হিংসা করবে না। হিংসা করলেই ইহকালে এবং পরকালে নানাবিধ যাতনা ভোগ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু খলস্বভাব এবং অঘ, বক প্রমুখ রাক্ষসরাজ কংস কিছুতেই দেবকী বধ সঙ্কল্প ত্যাগ করল না। বসুদেব দেবকীর আসন্ন মৃত্যু নিবারণ করবার আর কোনো উপায় না দেখে বসুদেব বিশেষ বিবেচনা পূর্বক চিন্তা করে পাপমতি কংসের প্রশংসা করে মনোদুঃখ গোপন করে সহাস্যবদনে বললেন, হে শান্তপ্রকৃতে! দৈববাণীতে যা শুনা গেল, তাতে দেবকী হতে তোমার প্রাণনাশের আশঙ্কা তো করা যায় না, দেবকীর গর্ভজাত পুত্র হতে আশঙ্কা আছে সত্য অতএব আমি তোমার নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হচ্ছি যে ইহার গর্ভে যে সকল পুত্র জন্মাবে তা সমস্তই তোমাকে অর্পণ করব, তুমি যা ইচ্ছে তাই করবে। কংস তখন আশ্বস্ত হয়ে ভগিনীবধ হতে নিবৃত হল। বসুদেব অনন্দচিত্তে পত্নীসহ স্বগৃহে গমন করলেন। দেবকীর প্রথম পুত্রজন্মালে বসুদেব তাকে কংসের হাতে সমর্পণ করলেন। ভক্তগণ সর্বপ্রকার দুঃখ সহ্য করতে পারেন, আর বহির্মুখ ব্যক্তিগণ অকরণীয় কোন কুকর্মই নাই। বসুদেবের শত্রু ও মিত্রে সমদৃষ্টি কারণ তিনি ছিলেন তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন। তাঁর অদ্ভুত সত্যনিষ্ঠা দর্শনে কংস পরম প্রীত হয়ে বললেন, তুমি তোমার পুত্রকে লয়ে গমন কর কারণ প্রথম পুত্র হতে কোন আশঙ্কা নাই, তোমার অষ্টম গর্ভের পুত্রই

কংসের হন্তা জেনে কংস তাকে প্রত্যর্পণ করল। কিন্তু বসুদেব পাপমতি কংসের কথায় সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না কারণ—"সত্যসন্ধ সাধুগণ সর্বপ্রকার দুঃখই সহ্য করতে পারেন, জ্ঞানিগণ জাগতিক কোন বিষয়েরই অপেক্ষা রাখে না, বহির্মুখ ব্যক্তিগণ হেনকুকর্ম নাই যা করতে পারে না, ধীর ব্যক্তিগণ সমস্ত ত্যাগ করতে সমর্থ।"* এদিকে নারদ এসে কংসকে বললেন, ইহারা সকলেই দেবাংশে জাত পৃথিবীর ভারস্বরূপ দৈত্যগণকে বধ করার নিমিত্ত দেবতাগণ গোপনে ষড়যন্ত্র করছেন। কংস তাতে ভীত হয়ে তৎক্ষণাৎ বসুদেব ও দেবকীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখল। পূর্বজাত সন্তানদের সকলকেই একে একে নিহত করল এবং পরে দেবকীর সন্তান জন্ম গ্রহণ মাত্র বধ করতে আরম্ভ করল। কংস পূর্বজন্মে কালনেমি নামক অসুর ছিল এজন্মে কংসরূপে জন্মেছে। নারীদের মুখে এই সবকথা শুনে যাদবগণের প্রতি মহাশক্রতা আরম্ভ করল। যাদবগণের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে যদু-ভোজ-অন্ধকাধিপতি নিজ পিতা উগ্রসেনকেও আবরুদ্ধ করে স্বয়ং শূরসেন রাজ্য ভোগ করতে লাগল। উগ্রসেন ছিলেন যাদবপতি, সুতরাং তিনিও ছদ্মবেশী দেবতা, যাদবগণের সাহায্যে তিনিও কংসকে বধ করতে পারেন।

কংস ক্রমে দেবকীর ছয়টি পুত্রকে হত্যা করল, এবং প্রলম্ব, বক, চানূর, তৃণার্বত, অঘাসুর, মুষ্টিকে, অরিষ্ট, দ্বিবিদ, পূতনা, কেশী, ধেনুক প্রমুখ অসুর এবং বাণ, নরকাসুর প্রভৃতি অসুরদের সহিত মিলিত হয়ে মগধরাজ জরাসন্ধের সাহায্যে যাদবগণকে নিপীড়িত করতে লাগল। যাদবেরা অনন্যগতি হয়ে কুরু পঞ্চাল কেকয়, শাল্ব, বিদর্ভ, বিদেহ, কোশল প্রভৃতি দেশে দলে দলে গিয়ে গোপনে অবস্থান করতে লাগল। অক্রূর প্রমুখ কোন কোন যাদব কংসের অনুবর্তী হয়ে মথুরাতেই বাস করতে লাগলেন। দেবকীর সপ্তম গর্ভের সঞ্চার হল, তখন শ্রীভগবান্ নিজ চরণাশ্রিত যাদবগণকে রক্ষার নিমিত্তে যোগমায়াকে আদেশ করলেন, দেবি, তুমি এই ভ্রমরূপী অনন্তকে রোহিনীর গর্ভে স্থাপন কর। তারপর আমি দেবকীর এবং তুমি যশোদার গর্ভে এক সময়েই জন্ম নিব। যোগমায়া যথাদিষ্ট করলেন, শ্রীভগবান্ দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হলেন। শ্রীকৃষ্ণকে গর্ভে ধারণ করায় তার অঙ্গচ্ছটায় কারাগৃহ উদ্ভাসিত হতে লাগল। কংস তা দেখ মনে করতে লাগল আমার প্রাণহারী শ্রীহরি দেবকী গর্ভে প্রবেশ করেছে।

---

* কিং দুঃসহং নু সাধূনাং বিদুষাং কিমপেক্ষিতম্।
কিমকার্য্যং কদর্য্যাণাং দুস্ত্যজং কিং ধৃতাত্মনাম্।। ১০/১/৫৮

কংস এখন কি করবে তা বিচার করতে সমর্থ হল না। নানাচিন্তা করে দেবকীকে বধ করা থেকে প্রতি নিবৃত্ত হল। কিন্তু শ্রীহরির প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে গর্ভস্থ শিশুর জন্মকাল প্রতীক্ষা করতে লাগল। বসা, শোয়া, খাওয়া, ভ্রমণ করা সর্বদাই হৃষীকেশকে চিন্তা করতে করতে কংস সমস্ত জগৎ হরিময় দেখতে লাগল।। দেবকীর গর্ভে শ্রীভগবান্ আবির্ভূত হলে ব্রহ্মা ও শিব, নারদাদি মুনিগণ এবং সানুচর দেববৃন্দ সকলে গর্ভস্থ শ্রীভগবানের স্তব করতে লাগলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ বললেন, হে সত্যস্বরূপ অন্তর্যামী আমরা তোমার শরণাপন্ন হলাম। একমাত্র আপনিই এই সংসার বৃক্ষের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয়ের হেতু। আপনার জগন্মোহিনী মায়ায় যারা মোহিত হয় নাই—এক আপনিই অচিন্ত শক্তি প্রভাবে নানা মূর্তিতে বিরাজিত। হে ভগবন্! আপনি সর্বমূলস্বরূপ, জগতের মঙ্গলার্থে আপনি যুগে যুগে আপনার ভক্তদের দুর্জন থেকে রক্ষা করে থাকেন, আপনার সচ্চিদানন্দ ঘনবিগ্রহ প্রকট করে থাকেন। বিবেকী ব্যক্তিগণ আপনার আশ্রয় করে অনায়াসে ভবসমুদ্র পার হয়ে যান। তাঁরা কখনও নিজ সাধনপথ হতে ভ্রষ্ট হয় না। ভক্তিযোগের দ্বারা ভক্তগণ আপনার সাক্ষাৎ লাভ করে থাকেন। হে সর্বদুঃখহারিণ! আমাদের মহাসৌভাগ্য যে আপনি পৃথিবীতে আগমনে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তাতে পৃথিবীর ভার লাঘব হয়েছে।। আমরা কৃপাপ্রাপ্ত আপনার চরণচিহ্নিত স্বর্গ ও পৃথিবীকে দেখে কৃতার্থ হব। এইরূপ দেবকীকে আশ্বস্ত করে বললেন, হে মাতঃ! পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তোমার গর্ভে আবির্ভূত হয়েছেন। কংসের অত্যাচার বিধানার্থে আর কোন সংশয় নাই। কোন ভয় করো না, তিনি যাদবগণকে রক্ষা করবেন নিশ্চিত। এই রূপে ব্রহ্মাদি, দেবগণ নতজানু হয়ে তাঁর স্তব করতে করতে স্বর্গে গমন করলেন।

শ্রীশুকদেব বললেন—শ্রীভগবান্ আবির্ভূত হওয়ায় সেই পরমশুভ মুহূর্তকাল উপস্থিত হল। গ্রহ, নক্ষত্র, তারকা প্রভৃতি সকলেই শান্তভাব ধারণ করল। রোহিণী নক্ষত্র সমাগত হল, পূর্বাদি দশদিক সুপ্রসন্ন হল, পৃথিবীস্থ সমস্তই মঙ্গল সাজে সজ্জিত হল। গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি পবিত্র নদীর জল সুনির্মল হল, সরোবরে অসংখ্য পদ্ম প্রস্ফুটিত হল, বনে বনে পুষ্প- প্রস্ফুটিত হল। পক্ষিভ্রমরাদির কলরবে কূজিত, সুখস্পর্শ বায়ু প্রবাহিত, সর্বজীবের মন স্নিগ্ধ পবিত্র। দুন্দুভি সকল বেজে উঠল। রজনীর অর্ধযাম অতীত হলে দশদিকের সকলে গোবিন্দ গুণগান কীর্তন আরম্ভ করল। দেবমুনিগণের গীতধ্বনি, সিদ্ধচারণগণের স্তব অপ্সরাদিগের নৃত্যগীত এবং সপ্তসাগর পরমানন্দে গর্জন করতে আরম্ভ করল, ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমীর নিশীথ রজনীতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হলেন।

বসুদেব ও দেবকী উভয়ে শ্রী বিষ্ণুর চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, শ্রীবৎসাঙ্কিত-বক্ষঃস্থল, অতি উজ্জ্বল কাঞ্চী, অঙ্গদ ও কঙ্কনাদি ভূষণ পরিহিত, তেজঃপুঞ্জ কলেবর সেই নবজাত বিচিত্র দর্শন বালকের আপদ-মস্তক বসুদেব বিস্ময়নয়নে চেয়ে দেখতে লাগলেন, স্বয়ং শ্রীহরি তাঁর পুত্ররূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি নতাঙ্গ হয়ে প্রণাম ও স্তুতি করতে লাগলেন। শ্রীভগবান্ তাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে বললেন, প্রথম জন্মে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তোমাদের নাম সুতপা ও পৃশ্নিরূপে।

ব্রহ্মা যখন তোমাদের প্রতি প্রজাসৃষ্টি করতে আদেশ করলেন তখন তোমরা ইন্দ্রিয় সংযম পূর্বক কঠোর তপস্যায় নিরত হয়েছিলে, বায়ুমাত্র পানে জীবন ধারণ করে ভক্তিযুক্ত চিত্তে বর লাভের আশায় বারো বৎসর আমার আরাধনা করেছিলে। তোমাদের কঠোর তপস্যায় আমি সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাইলে তোমরা আমার মত পুত্রবর প্রার্থনা করেছিলেন। তোমরা মুক্তি প্রার্থনা কর নাই। সচ্চরিত্র ও ঔদার্য্যানির্গুণে আমার মত কেহ ত্রিলোকে না থাকায় আমিই 'পৃশ্নিগর্ভ' রূপে তোমাদের পুত্র হয়েছিলাম। দ্বিতীয় বার কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে অদিতির গর্ভে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে সেবার আমার নাম উপেন্দ্র এবং খর্বাকৃতি বলে বামন ছিল। তৃতীয় বার তোমাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছি। ভাগ্যবতি! আমার প্রতি শ্রুতি সত্য বলে জানবে। তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য আমি চতুর্ভুজরূপে দর্শন দিলাম। তোমরা ব্রহ্মভাবে ও পুত্রভাবে যে ভাবেই হউক, একবার মাত্র আমাকে চিন্তা করলেই আমারধামে গতি হবে। এই বলে শ্রীহরি স্বেচ্ছায় দ্বিভুজমূর্তি মানব শিশুর রূপ ধারণ করলেন। বিষ্ণুই সকল দেবতার মূলস্বরূপ। বেদ, ব্রাহ্মণ, গো, তপস্যা ও যজ্ঞ সনাতন ধর্মের মূল। এই গুলি শ্রীবিষ্ণুর অঙ্গ স্বরূপ যেখানে সনাতন ধর্ম অনুষ্ঠিত হয় সেখানেই বিষ্ণু উপস্থিত হন। বসুদেব শ্রীভগবানের আদেশ অনুসারে যখন নিজপুত্রকে সূতি গৃহ হতে লয়ে যেই বহির্গত হলেন, অমনি নন্দপত্নী যশোদার গর্ভ হতে যোগমায়া কন্যারূপে ভূমিষ্ঠা হলেন। সেই যোগমায়ার প্রভাবে দ্বারপালগণের সমস্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তি অপহৃত হল। বসুদেবের শৃঙ্খল ও দ্বারসমূহের সুদৃঢ় লৌহ কীলক সকল আপনিই উন্মুক্ত হয়ে গেল। শিশুরূপে শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে বসুদেব যখন বাহিরে আসলেন, তখন মেঘ সকল মন্দ মন্দ গর্জন ও বর্ষণ হতে লাগল এবং অনন্তদেব স্বীয় ফনা বিস্তার করে বৃষ্টিপাত নিবারণ করতে করতে বসুদেবের পশ্চাদ্ গমন করতে লাগলেন। প্রবল জলরাশিপূর্ণা ও উত্তালতরঙ্গ ফেনিলা যমুনা বসুদেবকে যাবার পথ করে দিলেন। সমুদ্র যেমন রামচন্দ্রকে লঙ্কা গমনের পথ প্রদান করেছিলেন। বসুদেব নন্দব্রজে

উপনীত হয়ে দেখলেন, গোপগণ সকলেই যোগনিদ্রায় অভিভূত। তিনি নিজ শিশু পুত্রকে যশোদার শয্যায় রেখে সদ্যোজাতা কন্যাকে নিয়ে চলে আসলেন। লুপ্ত-সংজ্ঞা যশোদা তাঁর পুত্র কি কন্যা জন্ম নিল জানতেও পারলেন না। বসুদেব মথুরায় ফিরে সেই কন্যাকে দেবকীর শয্যায় রেখে আপনাকে পূর্ব্ববৎ শৃঙ্খলিত করলেন। পূর্ব্ববৎ দ্বারে বৃহৎ কপাট অবরুদ্ধ হয়ে গেল।

নবজাতকের কান্না শুনে কারাগারের রক্ষকগণ সহসা মোহাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে উঠে কংসকে সংবাদ দিল এবং কংস এসে সদ্যোজাত শিশুকে নিয়ে যেতে উদ্যত হল। দেবকী সকরুণ ভাবে বললেন, দাদা, এতো কন্যা, এর থেকে তোমার কি আশঙ্কা ঘটতে পারে? তুমি আমার এতগুলি পুত্র নিয়েছ, এই দুর্ভাগার শেষ সন্তানটি আমাকে ভিক্ষা দাও। একন্যা তোমার পুত্র বধূ হবে। এই কন্যাটিকে তুমি বধ করো না। কিন্তু পাপমতী অত্যাচারী কংস রোদনরত দেবকীর আর্ত্তিতে কর্ণপাত করল না, বলপূর্বক কেড়ে নিয়ে ঐ কন্যা পদদ্বয় ধারণ করে সজোরে শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করল। তখন ঐ কন্যা কংস হস্ত হতে স্খলিত হয়ে আকাশ মার্গে উত্থিতা হয়ে অষ্টভূজা দেবীমূর্তিতে সশস্ত্রা ও বিচিত্র বসন ভূষণ ও মালাদিতে সজ্জিত হয়ে কংসাদির দৃষ্টি গোচর হয়ে বললেন,—রে মূর্খ! আমাকে বধ করে তোর কোন কার্য্য সিদ্ধ হবে না, তোর শত্রু অন্য কোথাও না কোথাও জন্মেছে, বৃথা অন্য শিশুগুলিকে বধ করিস্ না। এই কথা বলে যোগমায়া অন্তর্হিত হলেন। কংস এই কথা শুনে পরম বিস্মিত ও আত্মস্থ হয়ে বসুদেব ও দেবকীকে বন্ধন মুক্ত করে দিল এবং নিকটে ডেকে বিনয়াবনত হয়ে বলল, হে ভগিনী! হে ভগিনীপতি, দৈববাণী যে মিথ্যা হয় তা আমার জানা ছিল না। তাই আমি রাক্ষসের ন্যায় তোমাদের এতগুলি সন্তান বিনষ্ট করেছি ও জ্ঞাতি সুহৃৎ ত্যাগ করেছি। আমি অত্যন্ত পাপাত্মা। অতি নির্দয় এবং খল, আমি জীবন্মৃতের ন্যায় বাস করছি। আমি দেহান্তে কোন গর্হিত লোকে যাব তা জানি না। তোমরা বিবেকবান্ সুতরাং নিজ কর্মফল ভোগরত পুত্রগণের জন্য শোক করো না। প্রাণিগণ স্বকর্ম ফলভুক্ অথচ দৈবাধীন। পৃথিবীতে পার্থিব বস্তু উৎপন্ন হয় আবার বিনষ্ট হয় সেরূপ দেহের উৎপত্তি ও বিনাশ হয়। কিন্তু আত্মা মরণশীল নহে। যারা আত্মারস্বরূপ জানে না, তাদের দেহে আত্মবুদ্ধি থাকায় পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ হয় ও সংসার দুঃখ নিবৃত্তি হয় না। তোমরা সাধু ও দীনবৎসল আমার অত্যাচার সহ্য করেছ, আমাকে ক্ষমা কর, এই বলে কংস তাঁদের চরণ ধরে ক্ষমা চেয়ে নিল। কংস নানাবিধ মিষ্ট বাক্যে দেবকী ও বসুদেবের বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁদের লৌহ শৃঙ্খল মোচন করল।

দেবকী ক্রোধ ও শোক বিসর্জ্জন দিয়ে অনুতপ্ত ভ্রাতাকে ক্ষমা করলেন এবং বসুদেব প্রসন্ন হয়ে বলল, রাজন্, তুমি যা বলছ তা সকলই সত্য—দেহাত্মবুদ্ধি হতে জীবের আত্মপর ভেদজ্ঞান জন্মে থাকে।

দেবকী ও বসুদেবের অনুমতি ক্রমে কংস নিজগৃহে গমন করল। পরদিন সকল মন্ত্রী ও অমার্ত্যদের যোগমায়ার বাণী সবিস্তারে শুনালো। তারা বলল, হে ভোজপতি, তবে আমরা অদ্যই নিকটবর্তী গ্রামে, নগরে এবং ব্রজ প্রভৃতিতে দশদিনের মধ্যে যত শিশু জন্মেছে, তাদের সমস্ত বধ করি? দেবতারা সমরভীরু, যুদ্ধে পলায়ন পর, বিষ্ণু গুপ্তস্থলে ও শিব শ্মশানে বাস করে, ইন্দ্র অল্পবীর্য্য, ব্রহ্মাও তপস্যাতেই ব্যস্ত, উহারা কি করবে? শত্রু বদ্ধমূল না হতেই তাকে উৎপাটন করা কর্তব্য। বিষ্ণু ধর্মের মূল ও ঋষিগণ ধর্মের যাজক, তাদের উপেক্ষা করা উচিত নহে, অতএব দেবতা গণের মূল উৎপাটন করার জন্য আমাদের নিয়োগ করুন। কালপাশবদ্ধ অসুর কংস তখন এই প্রস্তাবটি নিজ হিতকর মনে করে রাজী হয়ে সর্ব্বত্র সাধুজনের হিংসার্থ চতুর্দিকে পরপীড়ন ও শিশুদের বধ করার আদেশ দান করল। দৈত্যগণ কংসের আদেশমত অত্যাচার আরম্ভ করল। "সাধুদিগের প্রতি দুর্ব্যবহার করলে পুরুষের আয়ু, শ্রী, যশ, ধর্ম, ইহকাল, পরকাল, নিজকল্যাণ সর্ববিধ মঙ্গলহানি হয়।"*

অধ্যায় (৫—১০)

শ্রী শুকদেব বললেন, উদারচিত্ত নন্দ মহাহর্ষে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করে স্বস্তিবাচন পূর্বক পুত্রের জাতকর্মাদি করালেন, এবং তদপলক্ষে বহু ধেনু নানাবিধ রত্নাদি এবং সুবর্ণসূত্রখচিত বস্ত্রাবৃত সাতটি তিলপর্বত দান করলেন। জীবাত্মা পবিত্র হয় পরমাত্মাস্বরূপ জ্ঞানে, তপস্যায়, যজ্ঞে, দানে ও সন্তোষে। ব্রাহ্মণগণ শুভাশীবার্দ দিতে লাগলেন, গায়কগণ গান করতে লাগলেন নানা বাদ্যযন্ত্রাদি বাজতে লাগল। ব্রজের গৃহদ্বার অঙ্গনাদি মাল্য পল্লব তোরণে সুশোভিত হল। ব্রজবাসী গোপ-গোপীগণ মহামূল্য বস্ত্র পরিধান পূর্বক পরিশোভিত হয়ে, নানা প্রকার উপহার নিয়ে ত্বরিত গতিতে নন্দালয়ে উপস্থিত হল। সকলে বালকে দর্শন করে 'চিরজীবী হও' বলে আর্শীর্বাদ করতে লাগল। পরস্পরের অঙ্গে হরিদ্রাচূর্ণ, তৈল ও জলাদি নিক্ষেপ করতে

---

* আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
  হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ।। ১০/৪/৪৬

করতে উচ্চৈঃস্বরে শ্রীভগবানের গুণগান করতে লাগল। তারা পরমানন্দে দধি দুগ্ধ, ঘৃত, জল প্রভৃতি দ্বারা পরস্পর পরস্পরের অঙ্গে লেপন করতে লাগল। উদারচিত্ত নন্দ এই গোপ গোপীগণকে সকলকে বস্ত্র, অলঙ্কার, গো, সুবর্ণ প্রভৃতি দান করে আনন্দিত করতে লাগলেন। নন্দ নিজ পুত্রের মঙ্গল কামনায় যার যেমন কামনা অনুযায়ী দান করে তাদের সম্মান্বিত করতে লাগলেন। নন্দালয় শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি বিহারক্ষেত্র হয়ে উঠল। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! শ্রীকৃষ্ণের জন্ম উৎসবের পর গোপরাজ নন্দ কংসকে বার্ষিক কর দেওয়ার জন্য মথুরায় গমন করলেন। সেখানে বসুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করে নন্দ পরমানন্দ লাভ করলেন এবং বসুদেবকে আলিঙ্গন করলেন। বসুদেব পুত্রলাভ জনিত নন্দকে অভিনন্দিত করলেন এবং নিজপুত্র বলদেবের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। নন্দও বসুদেবের মৃত পুত্রগণ ও কন্যার জন্য তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, "অদৃষ্ট বশতঃই জীবের জন্ম ও মৃত্যু ঘটে থাকে, যে ব্যক্তি অদৃষ্টকে সুখ ও দুঃখের কারণ বলে জানেন, তিনি কখনও মোহাভিভূত হন না এবং সুখ দুঃখে মুহ্যমান হতে হয় না।"*

বসুদেব বললেন, ভ্রাতঃ! শুনলাম তোমার ব্রজে নানা উৎপাত আরম্ভ হয়েছে। রাজাকে রাজস্ব দেওয়া হয়ে গিয়েছে, আমার সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল অতএব তোমার এখানে কালবিলম্ব করা উচিত নহে। নন্দ এই কথা শুনে বসুদেবের নিকট বিদায় নিয়ে বৃষ যোজিত শকটে আরোহণ করে সত্বর গোকুলে যাত্রা করলেন। বসুদেবের কথায় একটু বিমনা হয়ে নন্দ শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করতে করতে পথে চলতে লাগলেন।

এদিকে কংসের পাঠানো অতি ভয়ঙ্করী পূতনা নাম্নী রাক্ষসী তখন বহু শিশু বধ করে গোকুলে বিচরণ করছিল। সে এক অঙ্গনা নারীর রূপধরে নবজাত শিশুকে দেখবার বাসনায় একদিন নন্দগৃহে প্রবেশ করল। গৃহাভ্যন্তরে রোহিনী ও যশোদা তার প্রভায় চমকিত হয়ে স্থিরভাবে তার দিকে চেয়ে রইলেন। ব্রজবাসিগণ তার মনোহর রূপ দেখে মনে করেছিল সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বুঝি কোন ভাগ্যবান ব্যক্তিকে অন্বেষণ করতে এসেছেন। পূতনাকে দেখে শয্যায় শায়িত শিশুরূপী অন্তর্যামী ভগবান্ চক্ষু মুদ্রিত করলেন। পথিক যেমন রজ্জুভ্রমে বিষধর সর্পকে তুলে নেয়, পূতনা তেমনি ঐ শিশুকে ক্রোড়ে লয়ে স্বীয় বিষলিপ্ত স্তন তাঁর মুখে দিল। শ্রীবিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণ

---

* নুনং হ্যদৃষ্টনিষ্ঠোহয়মদৃষ্ট পরমো জনঃ।
অদৃষ্টমাত্মনস্তত্বং যো বেদ স স মুহ্যতি।। ১০/৫/৩০

তখন রোষে দুই হস্তে তার ঐ স্তন সবলে নিপীড়িত করে পূতনার প্রাণের সহিত তা পান করতে লাগলেন। পূতনার মর্মস্থল নিপীড়িত হতে লাগল, রাক্ষসী 'ছাড় ছাড়' বলে চীৎকারে জগৎ কম্পিত করতে লাগল এবং চক্ষুদ্বয় বাহিরে নির্গত প্রায় হয়ে উঠল, ঘর্মাক্ত কলেবরে পুনঃপুনঃ হস্তপদ বিক্ষিপ্ত ক্ষেপণ করে রোদন করতে লাগল। তার সেই প্রচণ্ড গভীর নাদে ব্রজবাসিগণ বজ্রপাত ভয়ে ভীত হয়ে ভূমিতে পতিত হল। হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের স্তন চুষনে পূতনা ব্যথিত হয়ে মুখ ব্যাদন এবং হস্তপদাতি প্রসারণ করে ইন্দ্রের বজ্রে আহত বৃত্রাসুরের ন্যায় গোষ্ঠসমীপে পতিত হয়ে নিজরূপ ধারণ করে গতাসু হল। গোপীগণ পূতনার বক্ষ হতে নির্ভয়ে ক্রীড়ারত সহাস্য বদন শ্রীকৃষ্ণকে উদ্ধার করে নিয়ে আসল কিন্তু গোপীগণ পরম বিস্মিত হল। শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করতে করতে তাঁকে বক্ষে ধারণ করল এবং প্রচলিত ক্রিয়াদি দ্বারা শিশুর যথাবিধি রক্ষাবিধান করল। অনন্তর যশোদা শিশুরূপী শ্রীকৃষ্ণকে কোলে করে স্তনপান করালেন এবং শয্যায় শয়ন করালেন। গোপগণ পূতনার মৃতদেহ দেখে অতিশয় বিস্মিত হলেন এবং বিশাল দেহকে খণ্ড খণ্ড করে তাতে অগ্নি সংযোগ করল। চিতার ধূম হতে একটি সুগন্ধি উত্থিত হয়ে ব্রজবাসিগণকে আরো বিস্মিত করল। রাজন্! পূতনা হত্যাকামী রাক্ষসী হলেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু স্তন্যপান করেন এবং তাঁর সর্বলোক বন্দিত পাদপর্শ লাভ করায় তার সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সে জননীর তুল্য গতি প্রাপ্ত হল।

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন, শ্রীভগবানের অদ্ভুত কর্ম ও চরিত কথা শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রবণ করলে বিষয়ভোগ তৃষ্ণা অবিলম্বে দূরীভূত হয়। চিত্তের বিশুদ্ধতা লাভ হয় এবং তাতে ভক্তি ও গোবিন্দ ভক্তের সহিত সখ্যভাব জন্মে। অতএব সেই শ্রীহরির কথা আপনি যদি আমাকে শ্রবণের যোগ্য বলে মনে হয়, তাহলে কৃপাপূর্বক শ্রীভগবনের মনুষ্যলোকে পরম মধুর অদ্ভুত বাল্যলীলা আরও আমার নিকট বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করুন। শ্রীশুকদেব বললেন, রাজন্! একদা শিশুর অঙ্গ পরিবর্তন উপলক্ষ্যে দর্শন কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে সমবেত গোপস্ত্রীগণ গীতবাদ্য সহকারে ব্রাহ্মণগণের স্বস্তিবাচন দ্বারা যশোদা নিজপুত্রের অভিষেক সম্পন্ন করালেন এবং স্নান করিয়ে ব্রাহ্মণগণ দ্বারা তাঁর মঙ্গলার্থ স্বাস্ত্যয়ন করালেন ও নিদ্রাবেশ দেখে একখানা শকটের নিম্নে শুয়ে রাখলেন। শায়িত পুত্র স্তন্যার্থী বালক রোদন করতে করতে পদক্ষেপ করতে লাগল তার চরণস্পর্শে শকট খানি বিক্ষিপ্ত হয়ে উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হল। তখন ঐ শকটখানিও উল্টে পড়ে সম্পূর্ণ ভগ্ন হল, এবং সামনে রাখা

রসপূর্ণ পাত্র সকল বিধ্বস্ত হল। পুত্র বৎসলা যশোদা, রোহিনী ও উৎসবে সমাগতা ব্রজরমণীগণ ভাবলেন, ইহা নিশ্চয় কোন দুষ্ট গ্রহের কার্য্য, এই আশঙ্কায় স্বস্ত্যয়নাদি বিহিত কর্ম করিয়ে শিশুকে ক্রোড়ে তুলে স্তন্যদানে শান্ত করলেন। অন্য একদিন যশোদা শিশুকে ক্রোড়ে লয়ে মুখচুম্বন ও স্তন্যদানাদি দ্বারা লালন করছেন এমন সময় ক্রোড়গত পুত্রের গুরুভারে অতিশয় পীড়িত হলেন এবং পুনরায় ভীতা ও বিস্মিতা হয়ে নারায়ণের শরণাপন্ন হলেন এবং স্বস্ত্যয়নাদি মাঙ্গলিক শান্তি ক্রিয়াদি করালেন। আবার শিশু একদিন বসে আছেন, এমন সময় কংস প্রেরিত তৃণাবর্ত্ত নামে এক অসুর সহসা এসে ভীষণ শব্দে ঘূর্ণীবায়ু রূপে আকাশ মার্গ আচ্ছন্ন ও সকলের দৃষ্টি রুদ্ধ করে যশোদার নিকট উপবিষ্ট পুত্রকে সবলে তুলে নিয়ে গেল।। ধূলি বর্ষণে দৃষ্টিহীন যশোদা মৃতবৎসা গাভীর ন্যায়, শোকাভিভূতা হয়ে ধরাতলে ভূপতিতা হয়ে করুণস্বরে রোদন করতে লাগলেন। গোপস্ত্রীরা সেই রোদন শুনে কোন ক্রমে তথায় উপস্থিত হল। কিন্তু শিশুকে দেখতে পেল না তখন তারাও শোকাচ্ছন্ন হয়ে ক্রন্দন করতে আরম্ভ করে দিলেন। এদিকে চক্রবাতরূপধারী তৃণাবর্ত্ত বিপুল প্রস্তর স্তূপ বহনের ন্যায় বিষম ভারগ্রস্ত হয়ে ভারবহনে অক্ষম হয়ে তার গতি স্থগিত হয়ে গেল; শিশু শ্রীকৃষ্ণ দুই হাতে তৃণাবর্ত্তের গলদেশ ধারণ করলে ভারপীড়িত হয়ে চলতে অক্ষম হল, নয়নদ্বয় বহির্গত হয়ে পড়ল, আর্তনাদ করার শক্তিও থাকল না, তখন প্রাণহীন হয়ে শ্রীকৃষ্ণ সহ ভূমিতে নিপতিত হল। বিস্মিতা ব্রজপত্নীগণ দানবের বক্ষশায়িত শিশুকে ত্বরায় উদ্ধার করে আনন্দধ্বনি সহকারে যশোদার ক্রোড়ে অর্পণ করলেন। তাঁরা সকলেই বলতে লাগলেন, হিংস্র প্রকৃতি ও অত্যন্ত ক্রূর ব্যক্তিগণ নিজপাপেই বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং সাধুপ্রকৃতি ব্যক্তিগণ নিজ সাধুতার বলেই সর্ববিধ বিপদ হতে নিজেকে রক্ষা করে থাকেন। গোপরাজ গোকুলে নানা বিস্ময়কর ব্যাপার দেখে বসুদেবের কথা পুনঃপুনঃ স্মরণ করতে লাগলেন।

অনন্তর একদিন পুত্রস্নেহে বিগলিতা হয়ে যশোদা হাস্যোজ্বল মুখে শিশুকে স্তন্যপান করাচ্ছেন, এমন সময় তাঁর ক্রোড়গত বালক মুখব্যাদান করে হাই তুলল, যশোদা পুত্র মুখমধ্যে স্থাবর জঙ্গমাত্মক অন্তরীক্ষ, আকাশ, জ্যোতির্মণ্ডল, দিক্, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, সাগর, দ্বীপ, পর্বত, নদী, বন সর্বভূতময় সমগ্র বিশ্বদর্শন করলেন।। হরিণ নয়না যশোদা নিজপুত্রের মুখবিবরে বিশ্বদর্শন করে ভয়ে কম্পিত কলেবর হলেন এবং সবিস্ময়ে নয়ন মুদ্রিত করলেন।

শ্রীশুকদেব বললেন, হে রাজন্! একদা বসুদেব যদুকুলের পুরোহিত মহাতপা

গর্গাচার্যকে নন্দ ব্রজে পাঠিয়ে দিলেন। নন্দ যথাবিধি তাঁর অর্চ্চনা করে বললেন, মহাত্মন্, আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তিরা জগতের মঙ্গলের জন্যই আসেন। আপনি ব্রহ্মবিদ্, জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রণেতা, কৃপা পূর্বক আপনি এই বালক দুটির নাম করণাদি সংস্কার সম্পাদন করুন। ব্রাহ্মণগণ জন্মাবধিই সকলমানবের গুরু। গর্গাচার্য্য বললেন, আমি যদু কুলের আচার্য্য তা সর্বত্র প্রচারিত, আমার দ্বারা ইহাদের সংস্কার হয়েছে জানলে দুরাচার কংস ইহাদিগকে বসুদেব দেবকীর পুত্র মনে করে তৎক্ষণাৎ বধ করবে। উভয়ে পরামর্শ করে গোপনে অতি নির্জনে আত্মীয় স্বজনেরও অজ্ঞাতসারে বালকদ্বয়ের নামকরণ স্বস্তিবাচক পূর্বক নির্বাহ করলেন। গর্গাচার্য বললেন, রোহিনীনন্দন নিজ সদগুণে সমস্ত সুহৃদগণের প্রীতি বিধান করবে। সেই জন্যই সে 'রাম' নামে খ্যাত হবে। বালক অত্যন্ত বলশালী বলে সকলে ইহাকে 'বল' নামে অভিহিত করবে। বালক বসুদেবাদির সহিত তোমাদিগকে একই দৃষ্টিতে দেখবে, সেই জন্যই সঙ্কর্ষণ নামে খ্যাত হবে। যশোদা নন্দ তোমার পুত্র প্রতি যুগে শরীর ধারণ করেন, ইহার বর্ণ পূর্ব পূর্ব তিন যুগে শুক্ল রক্ত ও পীত রূপে অবতীর্ণ হয়ে এবার কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। ইনি পূর্বে বসুদেব হতে অন্যত্র জাত হয়েছিলেন। এই জন্য ইনি 'বাসুদেব'। ইহার বহু নাম ও রূপ। ইনি গোকুলের সকল উপদ্রব দূর করে তোমাদের মঙ্গল বিধান করবেন।

হে গোপরাজ! পূর্বকালে ইন্দ্রদেব স্বর্গচ্যুত হলে এই পুত্রই দেবগণকে রক্ষা করেছিলেন। শ্রীহরির চরণাশ্রিত ব্যক্তিগণকে যেমন অসুরগণ কখনও পরাভব করতে পারে না, সেইরূপ তোমার এই পুত্রকে যে ভালবাসে তাকে কোন শত্রু পরাভব করতে পারে না। তোমার এই পুত্র সম্পদ, সদ্গুণ, কীর্ত্তি এবং প্রভাবে নারায়ণতুল্য। সুতরাং বিশেষ অবহিত হয়ে ইহার পালন করো। এইরূপ উপদেশ করে গর্গাচার্য্য নিজস্থানে গমন করলেন। ক্রমে শিশুদ্বয় অঙ্গনে হামাগুড়ি ও পরে হাঁটতে শিখে গোবৎসগণের পুচ্ছ ধরে উহাদিগকে টেনে ইতস্ততঃ লয়ে যেতে লাগল। এইভাবে তারা অত্যন্ত চঞ্চল ও বাল্যক্রীড়ায় মত্ত হয়ে উঠল। রাম ও কৃষ্ণের বাল্যলীলা মাধুর্য্য দেখবার জন্যই ব্রজরমণীগণ এসে উপস্থিত হতো এবং আনন্দ লাভ করতো। এরপর প্রায়ই যশোদাকে বলতে লাগল, আমরা যখন গৃহকার্য্যে ব্যস্ত থাকি সে সময় তোমাদের বালকগণ আমাদের গো বৎসগুলিকে ছেড়ে দেয়। তারা গাভীদিগের সমস্ত স্তন্য পান করে ফেলে; তাতে যদি কেহ তাদেরকে ভর্ৎসনা করে তা হলে হাস্য করে এবং চুরির নানা কৌশল উদ্ভাবন করে দধিদুগ্ধ চুরি করে খায়। দুগ্ধ

নবনীত যা পায় নিয়ে খায় আবার বানরদিগকে ভাগ করে খাওয়ায়, কিছু না পেলে পাত্রাদি ভেঙ্গে ফেলে বা বালক বালিকাদিগকে নিদ্রাভঙ্গ করে কাঁদিয়ে দিয়ে পলায়ন করে। গৃহে অন্ধকার থাকলে নানাবিধ মণিরত্নাদি বিভূষিত নিজ অঙ্গই প্রদীপের কার্য করে। ধরা পড়লে আমাদিগকেই 'চোর' বলে অথবা বেণী ও বস্ত্রাঞ্চল ধরে 'পত্নী' বলে সম্বোধন করে। সময় সময় পূজার্থ মার্জ্জিত ভূমিও অশুচি করে। তোমার নিকট দেখছি বেশ শান্ত ধীর হয়ে বসে আছে। যশোদা এই সকল কথা শুনে হাস্য করতেন, শ্রীকৃষ্ণকে কিছুই বলতেন না। একদিন রাম প্রভৃতি বালকগণ কৃষ্ণকে নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে বলল, দেখ, দেখ, কৃষ্ণ মাটি খেয়েছে। যশোদা বললেন, ওরে চঞ্চলমতি বালক! তুই গোপনে মাটি খেয়েছিস কেন? কৃষ্ণ বলল, না—মা, আমি মাটি খাই নাই। ইহারা সকলে মিথ্যা কথা বলছে, যদি বিশ্বাস না হয় তবে দেখ আমার মুখ। মা বললেন, আচ্ছা, তুই হাঁ করে দেখা। তখন কৃষ্ণ মুখ ব্যাদান করলেন, যশোদা কৃষ্ণের মুখবিবরে স্থাবর জঙ্গমাদি সহ তাবৎ বিশ্ব দর্শন করে অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। ভাবলেন, ইহা কি স্বপ্ন, না দেবমায়া? কিম্বা আমারই বুদ্ধি বিপর্যয়? না না পুত্রেরই কোন প্রকার স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্য বিশেষ? এই আমি, এই আমার পতি, এই আমার পুত্র, ব্রজরাজের সমস্ত বিত্তের রক্ষয়িত্রী আমি, গোপ গোপীগণ গোধন সকলই আমার প্রজা ইত্যাদি প্রকার ভ্রান্তবুদ্ধি যাঁর মাথায় সংঘটিত হয়ে থাকে। তিনিই আমার একমাত্র আশ্রয়। শ্রীভগবান্ তাঁর স্বরূপশক্তিরূপ পুত্র স্নেহময়ী নিজ মায়া বিস্তার পূর্বক মাকে প্রকৃতিস্থা করলেন। তৎক্ষণাৎ পূর্ববৎ স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে নিজ পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করলেন।

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞেস করলেন, হে ব্রহ্মন্! গোপরাজ নন্দ এমনকি পুণ্য করেছিলেন এবং ভাগ্যবতী যশোদাই বা কি এমন তপস্যা করেছিলেন? যাতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্তন্যপান করেছিলেন? শ্রীকৃষ্ণের জনক জননী বসুদেব-দেবকীও যা দেখতে সমর্থ হন নাই, নন্দ যশোদা তাই সমর্থ হয়েছিলেন কি করে? শ্রীশুকদেব বললেন, ইঁহারা পূর্ব জন্মে বসুগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দ্রোণ, তাঁর পত্নী ধরা নামে মহাতপস্বী ছিলেন। ব্রহ্মার বরে নন্দ ও যশোদারূপে ব্রজে জন্মগ্রহণ করেছেন। ভগবান্ পরম কৃপাবৈভবশালী শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মার বরের সত্যতা সম্পাদন করবার জন্য বলদেব সহ গোকুলে উপস্থিত হয়ে পরম মধুর বাল্যলীলারসে আনন্দ বর্দ্ধন করেছেন। একদিন যশোদা দধিমন্থন করছেন, এমন সময় কৃষ্ণ স্তন্যপিপাসু হয়ে জননীর নিকট এসে উপস্থিত হলেন। মন্থনদণ্ড ধরে রেখে দধিমন্থন নিবারণ করলেন। মাতা শিশুকে

ক্রোড়ে নিয়ে স্তন্যপান করাতে লাগলেন। কিন্তু দেখলেন চুল্লীস্থিত দুগ্ধ উদ্বেলিত হচ্ছে। তিনি তাঁর স্তন্যপানে অতৃপ্ত অবস্থায় পুত্রকে ত্রস্তভাবে ক্রোড় হতে নামিয়ে রেখে তিনি চুল্লীর নিকট গেলেন। তাতে বালকের ক্রোধ হল, কাঁদতে কাঁদতে সে একটি শিলাপুত্র (নোড়া) দ্বারা দধিভাণ্ড ভঙ্গ করলেন এবং গৃহের অন্যত্র গিয়ে ননী ভক্ষণ করতে লাগলেন এবং বানরদিগকে বন্টন করতে লাগলেন। যশোদা ফিরে এসে দেখলেন তাঁর পুত্র অধোমুখ উদূখলের উপর বসে বানরদের ননী দিচ্ছেন এবং চতুর্দ্দিকে চঞ্চল দৃষ্টি দিয়ে নজর রাখছেন। যশোদা ধীর গতিতে যষ্ঠি হস্তে এসে পশ্চাদভাগে দাড়ালেন। বালকও বুঝতে পেরে দ্রুত উদূখল হতে নেমে ভীতবৎ পলায়ন করতে লাগলেন। যশোদাও পশ্চাৎ ধাবন করলেন। রাজন্! যোগিদের তপস্যা প্রেরিত মন যাঁতে প্রবেশ করতে অসমর্থ হয়, যশোদা তাঁরই পশ্চাতে ছুটতে লাগলেন। কিছুদূর যাবার পর তাঁকে ধরে ফেললেন। যশোদা লাঠি তুললেন কিন্তু পুত্রকে অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত দেখে লাঠি ত্যাগ করে তাঁকে রজ্জু দ্বারা উদূখলের সঙ্গে বাঁধতে ইচ্ছা করলেন। যাঁর অন্তর, বাহির, পূর্ব, অপর কিছুই নাই, যিনি স্বয়ংই অন্তরে বাহিরে, পূর্বে ও পরে বিরাজিত এবং জগতের স্বরূপ, মানবমূর্তিধারী অব্যক্ত সেই পুত্রকে গোপিকা প্রাকৃতের মতন রজ্জু দ্বারা উদূখলে বন্ধন করলেন। কিন্তু তখন বন্ধন করতে গিয়ে রজ্জু দুই আঙ্গুল ছোট হল, তারপর আরও রজ্জু যুক্ত করলেন, তাতেও ঐ রূপ দুই আঙ্গুল কম হল। এইরূপে যশোদা গৃহের সমস্ত রজ্জু যোগ করেও বন্ধন সমাধা করতে পারলেন না তখন পুরবাসিগণও কৌতুক পেয়ে হাসতে লাগলো। মাতা বিস্মিতা হলেন, মাতা শ্রান্তা ঘর্মাক্তা, তাঁর বেণী ও মাল্য বিক্ষিপ্ত দেখে কৃষ্ণ মাতাকে কৃপা করে নিজেই বন্ধনস্থ হলেন। বিশ্ব যাঁর বশ, তিনিও ভক্তের বশ, শ্রীভগবান্ ইহা দেখালেন। মুক্তিপ্রদ শ্রীকৃষ্ণ হতে এই গোপললনা যে অনুগ্রহ লাভ করল, ব্রহ্মা, শিব, বা বিষ্ণুর অঙ্কশায়িনী লক্ষ্মীও তা লাভ করতে পারেন নাই। গোপনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তগণ যেরূপ সহজে লাভ করেন, আত্মস্বরূপ জ্ঞানী বা যোগীদের পক্ষেও সেরূপ সহজে তাঁকে লাভ করতে পারেন না।

মা যশোদা গৃহকার্য্যে রত হলেন। তখন স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ অর্জুন বৃক্ষ রূপে অবস্থিত কুবের নন্দন যক্ষদ্বয়ের দিকে কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। নলকূবর ও মনিগ্রীব নামে বিখ্যাত পুরাকালে ধনমদবশতঃ নারদশাপে বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল।

পরীক্ষিৎ জিজ্ঞেস করলেন, ভগবান্! নলকূবর ও মনিগ্রীব এমন কি বিগর্হিত কার্য করেছিল যে তাতে দেবর্ষি নারদ ক্রুদ্ধ হয়ে তাদিগকে শাপ প্রদান করেছিলেন। তা কৃপাপূর্বক বলুন।—

শ্রীশুকদেব বললেন,— ইহারা রুদ্রের অনুচর হয়ে অতি গর্বিত ও ধনমদে মত্ত হয়ে উঠেছিল। একদিন মদিরাপানে মত্ত হয়ে অপ্সরাগণ কর্তৃক পরিবৃত্ত হয়ে কৈলাস পর্বতবাহী মন্দাকিনীর জলমধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে জলক্রীড়া করতে আরম্ভ করল। সেই সময় দেবর্ষি নারদ ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। অপ্সরাগণ তাঁকে দেখে অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে ভীতিপূর্বক নিজ নিজ বস্ত্র পরিধান করল, কিন্তু নলকূবর ও মনিগ্রীব ভ্রূক্ষেপ করল না। দেবর্ষি নারদ ভাবলেন, ইহারা ধনগর্বে মত্ত হয়ে অহঙ্কার বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়েছে, ধনমদে মত্ত হয়ে নশ্বর দেহকেই অজর অমর বস্তু বলে বোধ করে। এই সকল ব্যক্তিগণ নির্দয় ও ইন্দ্রিয়সুখলোলুপ হয়ে আত্মসুখার্থে জীবহিংসা করে থাকে। অতএব দারিদ্রতাই ধনমদান্ধ দুরাত্মা ব্যক্তিগণের অন্ধতা নিবারক মহাঔষধ। দরিদ্রগণই নিজের দৃষ্টান্তে অপরকে দেখতে পারে। যার শরীরে কখনও কন্টকবিদ্ধ হয়েছে সেই অপরের কণ্টকবিদ্ধ হওয়ার যতনা সহজে অনুমান করতে পারে। নচেৎ নয়। ধনগর্বিত পরম বহির্মুখ মদিরা পানে উন্মত্ত প্রায় এবং অসংযতেন্দ্রিয় এই নলকূবর ও মনিগ্রীবের ধনাদিজনিত গর্ব দূর করব। এই বলে দেবর্ষি নারদ ইহাদের শাপ দিলেন— 'বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হউক। তবে ইহারা বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হলেও আমার অনুগ্রহে এই জন্মের সমস্ত বৃত্তান্ত সর্বদাই স্মরণ থাকবে। দেব পরিমাণে শতবৎসর পরে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভ পূর্বক পুনরায় দেবদাহ লাভ করে শ্রীহরির শ্রীচরণে ভক্তি লাভ করবে। পরম ভক্ত দেবর্ষি নারদ এই কথা বলে বদরিকাশ্রমে চলে গেলেন। তদবধি নলকূবর ও মনিগ্রীব অর্জুন বৃক্ষরূপে অবস্থিত ছিল। দেবর্ষি নারদের বাক্য সত্যতা রক্ষা করার জন্য নিঃশব্দে মৃদুগতিতে ঐ বৃক্ষদ্বয়ের দিকে উদূখল সহ ধাবিত হয়ে উদূখলকে সবেগে আকর্ষণ করলেন। আকর্ষণ করামাত্র অর্জুন বৃক্ষদ্বয়ের মূল উৎপাটিত হয়ে গেল। কাঁপতে কাঁপতে প্রচণ্ড শব্দ করে ভূপতিত হল। তৎক্ষণাৎ ঐ গুহ্যকদ্বয় প্রদীপ্ত মূর্তি ধারণ করে বৃক্ষ হতে বহির্গত হলেন। তারা ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণতি এবং শরণাগতি মাহাত্ম্যে স্তব করলেন এবং বললেন হে ভগবন্! আপনি সর্বজগতের আদি, প্রকৃতির, ব্রহ্মাণ্ডের, সর্বজীবের অন্তর্যামী পুরুষ। আপনার অংশ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি এই কার্যকরণাত্মক জগৎকে আপনারই অধিষ্ঠানরূপে ধ্যান করে থাকেন। আপনি সর্বজীবের দেহ, প্রাণ, আত্মা ও ইন্দ্রিয়। আপনিই কালস্বরূপ। জগতের সৃষ্টিকর্তা, সর্বনিয়ন্তা আপনার তত্ত্ব কে বুঝতে পারে? আপনার চরণে প্রণাম।

ভগবন্, আমাদের বাক্য যেন আপনার নাম-রূপ গুণ কথনে, শ্রবণেন্দ্রিয় যেন আপনার কথায়, হস্ত যেন আপনার কর্মে, মন যেন আপনার পদযুগলের স্মরণে

মত্ত থাকে, মস্তক যেন আপনার নিবাস স্বরূপ জগতের নিকট সর্বদা নত থাকে। এবং দৃষ্টি যেন আপনারই মূর্তিস্বরূপ সাধুগণের দর্শনে নিযুক্ত থাকে।

শ্রীশুকদেব বললেন, হে রাজন্! নলকুবর ও মনিগ্রীব এই রূপ স্তুতি করলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদূখলবদ্ধ অবস্থায় হাসতে হাসতে বললেন—তোমরা দেবর্ষি নারদের কৃপায় ঐশ্বর্য্য ভ্রষ্ট হয়েছিল, এক্ষণে তোমরা আমার চিন্তা করতে করতে স্বগৃহে গমন কর। নারদের কৃপায় আমাতে ভক্তিলাভ করেছ। আমার প্রতি তোমাদের ভক্তি স্থির থাকবে। "যারা সাধু, যাঁরা আত্মজ্ঞানী, মান অপমানে সমজ্ঞান বিশিষ্ট, আমাগতচিত্ত, তাঁদের দর্শনে জীবের সকল বন্ধন দূর হয়, যেমন সূর্য্য উদয়ে চক্ষুর আঁধার ছুটে যায়।"* তাঁরা শ্রীভগবানকে পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করে উত্তর দিকে প্রস্থান করলেন। নন্দাদি গোপগণ কিছু বুঝতে না পেরে ইহাকে দৈত্যাদির আকস্মিক উৎপাত মনে করে বালকের বন্ধন মোচন করে দিলেন।

কৃষ্ণের সহচরগণ বলতে লাগল কৃষ্ণই এই বৃক্ষ উৎপাটন করেছে, ইহা আমরা সচক্ষে দেখেছি, এবং দুইজন দিব্য পুরুষ বৃক্ষ হতে বের হয়ে চলে গেলেন তাও আমরা দেখেছি, কিন্তু যশোদা ও নন্দাদি কেহই বিশ্বাস করলেন না। কৃষ্ণ এইভাবে বাল্য লীলা ও বাল্যক্রীড়া করে ব্রজবাসিগণকে পরমানন্দ সাগরে নিমগ্ন রেখেছিলেন।

অধ্যায় (১১—১২)

একদিন রাজপথে এক ফল বিক্রয়িণীর 'ফল কিনবে গো' বলে উচ্চঃরব শুনে সর্বফলপ্রদাতা কৃষ্ণ ফল কিনতে ইচ্ছুক হয়ে তাকে ডাকতে লাগলেন 'ওগো এস এস, আমি তোমার সবফল নেবো, ও দিকে কেহ তোমার ফল নেবে না, এই দিকে এসো।" ফলবিক্রয়িণী মধুর স্বরে আকৃষ্ট হয়ে বলল, তুমি কে গো বাছা? আমার ফল নেবার জন্য তুমি এমন মধুর স্বরে ডাকছ! তাঁর নিকটে এসে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ধীরে ধীরে কম্পিতকণ্ঠে বলল, ফল নেবে? মস্তক সঞ্চালন করে সম্মতি জানালেন। ফলবিক্রয়িণী বলল, আমার ফল নিলে দাম দিতে হবে যে, কৃষ্ণ বললেন,—আচ্ছা, আমাদের অঙ্গনে অনেক ধান আছে তা তোমাকে দিচ্ছি এই বলে অঙ্গন হতে এক অঞ্জলি ধান নিয়ে তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে আসতে আসতে অঙ্গুলির ছিদ্রপথে ধানগুলি

---

* সাধূনাং সমচিত্তানাং সুতরাং মৎকৃতাত্মনাম্।
দর্শনান্নো ভবেদ্বন্ধঃ পুরসোঽক্ষ্ণোঃ সবিতুর্যথা।।১০/১০/৪১

পড়ে হাত খালি হয়ে গেল। অঙ্গুলির মধ্যভাগে একটি ধান ছিল তাই ফলের ঝুড়িতে দিলেন। ফল বিক্রয়িণী তাঁর শূন্য হাত ফলে ভরে দিল। তৎক্ষণাৎ তার ফলের ঝুড়ি নানারত্নে ভরে উঠল।

একদিন রাম ও কৃষ্ণ যমুনাতীরে খেলা করছিলেন এমন সময় দেরি দেখে মাতাদ্বয় নানা স্তোকবাক্য বলে হাত ধরে তাঁদিগকে টেনে আনলেন। এবং স্নান ভোজনাদির ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু মহাবন গোকুলে ক্রমে নানা উৎপাত বৃদ্ধি হতে লাগল। জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ দেশ-কাল-পাত্রাদি বিচার করে সকল গোপগণ মিলিত হয়ে গোকুল ত্যাগ করে পর্বত ও কাননযুক্ত গোপগণের সুখসেব্য বৃন্দাবন নামক ভূমিতে গিয়ে বাস করতে নিতান্ত কর্তব্য বলে স্থির করলেন। গোকুলবাসীগণের কোন অনিষ্ট হওয়ার পূর্বেই বিশেষ করে গোপবালকদের নিরপত্তার জন্য পরদিনই গোপ গোপীগণ সন্তান, গো, বৎস ও গৃহোপকরণ সমূহ নিয়ে শকটারোহণে বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন। শকটারূঢ়া বাৎসল্যবতী গোপীগণ পরমানন্দে কৃষ্ণের বাল্যচরিত গুণগান করতে লাগল। যশোদা ও রোহিণী রাম-কৃষ্ণের সুখনিঃসৃত মধুরবাণী শুনতে একই শকটে আরোহণ করলেন। রাম ও কৃষ্ণের যমুনাতীর ও গোবর্দ্ধন গিরি দেখে তাঁদের অত্যন্ত আনন্দ হল। রাম-কৃষ্ণ নানাবিধ খেলার সামগ্রী নিয়ে বয়স্যদের সঙ্গে অদূরে গোবৎসগণকে চারণ করতে লাগলেন। একদিন এক দৈত্য বৎসরূপ ধারণ করে গোপ বালকগণের প্রাণনাশের জন্য তাদের মধ্যে মিলিত হল। শ্রীকৃষ্ণ সেই দৈত্যকে চিনতে পেরে বলরামকে ইঙ্গিত করে জানালেন। না জানার ভান করে দৈত্যের নিকটে গেলেন এবং কৃষ্ণ ধীরে ধীরে তার পশ্চাদ্‌ভাগে গিয়ে তার লাঙ্গুলসহ উভয় চরণ ধরে শূন্যমার্গে ঘুরিয়ে দূরে এক কপিত্থ বৃক্ষের উপর নিক্ষেপ করে তাকে নিহত করলেন। আর একদিন গো বৎস গণকে জলপান করাতে গিয়ে গোপবালকগণ প্রকাণ্ড এক বকপক্ষীকে দেখতে পেলেন। তা দেখে সকলে অত্যন্ত ভীত হল। এই বক পক্ষী রূপধারী বক নামক মহাদৈত্য। কৃষ্ণ নিকটে আসামাত্র ঐ বক তার দীর্ঘ তীক্ষ্ণ চঞ্চু দ্বারা তাঁকে গ্রাস করল। বলরাম ও অন্যান্য বালকগণ কৃষ্ণের এই অবস্থা দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। কিন্তু কৃষ্ণকে গ্রাস করে তার তালুমূল দগ্ধ হতে লাগল। তৎক্ষণাৎ উদ্‌গিরণ করে ফেলল। কৃষ্ণকে অক্ষত দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দৈত্য তার চঞ্চুর আঘাতে প্রাণনাশ করার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তার চঞ্চুদ্বয় ধারণ করে বালকগণের সমক্ষেই অনায়াসে বিদীর্ণ করে ফেলল। দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি

করতে লাগলেন এবং নানা বাদ্যসহকারে তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন। তা দেখে বালকগণ অত্যন্ত বিস্মিত হল। কৃষ্ণকে ফিরে পেয়ে পরম আনন্দে আলিঙ্গন করে সকলে গোবৎসগুলিকে নিয়ে নন্দ ব্রজে ফিরে এলেন। গোপবালকগণ বকাসুরের বার্তা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে লাগল। এইরূপে যারা কৃষ্ণের অনিষ্ট করতে এসেছিল তারা সকলেই জলন্ত অগ্নিতে পতিত পতঙ্গের ন্যায় নিজেরাই বিনষ্ট হয়ে গেল।

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের বাক্য কখনও মিথ্যা হয় না, গর্গাচার্য্য যা যা বলেছিলেন তাই হতে লাগল। এইভাবে রাম ও কৃষ্ণ কৌমার বিহারে নন্দব্রজ ব্রজে কৌমারকাল অতিবাহিত করলেন। একদিন বনভোজন ইচ্ছুক হয়ে শ্রীকৃষ্ণ উষাকালে বসন ভূষণাদি পরিধান করে শিঙা বাজিয়ে গোপবালকগণকে জাগ্রত করলেন। তিনি বৎসপাল সহ তাদিগকে নিয়ে বনমধ্যে নানাস্থানে বিচরণ করতে লাগলেন। তারা সকলে কৃষ্ণকে নিকটে পেয়ে পরমানন্দে নিজ নিজ ভঙ্গিমায় কেহ গান করে, কেহ কোকিলকে নকল করে, কেহ পক্ষীকে, কেহ বককে, কেহ বানরকে, কেহ ময়ূরকে ইত্যাদি ভাবে বাল্যক্রীড়া করতে লাগলেন। যাঁর চরণধূলি বহুতপা যোগিগণেরও দুর্লভ, তিনি যাদের সঙ্গে সতত ক্রীড়া করতেন, তাঁদের সৌভাগ্যের কথা আর কি বলব! পূতনা ও বকাসুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অঘাসুর দূর হতে কৃষ্ণকে দেখে ভাবল এই কৃষ্ণই আমার ভগিনী পূতনা ও ভ্রাতা বকাসুরের প্রাণনাশ করেছে, অতএব আমি এর প্রতি শোধ নিব, এই মনে করে কৃষ্ণ ও সকলকে বিনষ্ট করার চেষ্টা করল। সে এক যোজন পরিমিত দীর্ঘ পর্বত প্রমাণ স্থূল এবং গিরিগহ্বরের ন্যায় বদন বিশিষ্ট এক অত্যদ্ভূত অজগর দেহ ধারণ করে গোপবালক সহ কৃষ্ণকে গ্রাস করবার মানসে শয়ন করে থাকল।

গোপবালকগণ কুতূহলী হয়ে হাতে তালি দিতে দিতে এবং উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করতে করতে ঐ অজগরের বদনবিবরে প্রবেশ করল। শ্রীকৃষ্ণ উহাদিগকে নিষেধ করতে করতে সকলে তার মুখগহবরে প্রবিষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু অঘাসুর কৃষ্ণের প্রতিক্ষায় থেকে অন্যদের নিজমুখ সম্বরণ করল না। শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকদের প্রাণ রক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ করে তিনি স্বয়ং অঘাসুর বদনে প্রবেশ করলেন। এই দেখে মেঘান্তরিত দেবগণ ভীত হয়ে হায়! হায়! করতে লাগলেন। কিন্তু যখনই অঘাসুর তার দেহ সম্বরণ করতে উদ্যত হল তখনই কৃষ্ণ তারদেহ বিবর্দ্ধিত করে তার গলছিদ্র আবরণ করলেন এবং সুদীর্ঘ ও সুদৃঢ় ব্রজকীলের ন্যায় লম্বিত ভাবে অবস্থিত হয়ে তার মুখ সম্বরণের শক্তি লোপ করে দিলেন। তার নাসামূল-বিবর অবরুদ্ধ হয়ে

যাওয়ার শ্বাসরোধ হয়ে গেল, দেখতে দেখতে নয়নদ্বয় বহির্গত হল, যন্ত্রণায় ছট পট করতে করতে প্রাণবায়ু বহির্গত হল।

শ্রীকৃষ্ণ সকল দিক উজ্জ্বল করে বয়স্যগণসহ উহার উদর হতে নির্গত হওয়ামাত্র অসুরের জ্যোতি স্বীয় তেজে কৃষ্ণাঙ্গে বিলীন হয়ে গেল। যখন শ্রীকৃষ্ণ অঘাসুরের বদন বিবর হতে বেরিয়ে এলেন তখন দেবগণ পরমানন্দে জগৎপালকে অভ্যর্থনা জানালেন। হে রাজন্! যাঁর প্রতিকৃতি একমাত্র অন্তরে প্রবিষ্ট হলে মানুষ ভাগবতী গতি প্রাপ্ত হয়। তিনি নিজেই ইচ্ছা করে যার দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করছেন, তার চরণ স্পর্শমাত্র অঘাসুর নিষ্পাপ হয়ে ঐরূপ গতি লাভ হবে তাতে আর বিস্ময় কি? শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ অপার মহিমা দেখে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হয়ে ব্রহ্মা অলক্ষিতভাবে বৃন্দাবন আসলেন। অঘাসুরের স্পর্শরূপ কলেবর শুষ্ক চর্ম, বৃন্দাবন বালকদিগের ক্রীড়া গহ্বররূপে বহুযুগ ধরে ব্যবহৃত হত।

অধ্যায় (১৩—১৫)

অঘাসুর বদন হতে শ্রীকৃষ্ণ বয়স্যগণকে মুক্ত করে যমুনাপুলিনে নিয়ে আসলেন এবং তাদের বললেন, আমাদের ভোজন বেলা অতীত প্রায়, সকলেই ক্ষুধার্ত সুতরাং আমরা ঐ স্থানে ভোজন করি আর গোবৎসগণ জলপান করে নিকটবর্ত্তি তৃণক্ষেত্রে বিচরণ করুক। গোপবালকগণ কৃষ্ণের পরামর্শে অনুমোদন করে সকলে এক সাথে কৃষ্ণকে বেষ্টন করে বৃত্তাকারে যমুনাতীরে বসে পরমানন্দে ভোজন করতে আরম্ভ করলেন। তখন গোবৎসগণ সুকোমল তৃণভোজন লোলুপ হয়ে সুদূর গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করল। কমলযোনি ব্রহ্মা আকাশ হতে অঘাসুরবধ দেখে পরম বিস্মিত হয়েছিলেন।। সর্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের আরও কিছু লীলা মাধুর্য্য আস্বাদনের লোভে গোবৎস ও গোপবালকগণকে নিয়ে সহসা অন্তর্হিত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোবৎসগণকে দেখতে না পেয়ে তাদের খুঁজতে বনমধ্যে প্রবেশ করলেন কিন্তু কোথাও তাদের না পেয়ে সর্বজ্ঞ কৃষ্ণ ইহা ব্রহ্মার মায়া, জানতে পারলেন। তখন তিনি ব্রহ্মার ও বয়স্যগণের মাতাদিগের আনন্দ বর্দ্ধনার্থ নিজেকে একদিকে কৃষ্ণ এবং অপরদিকে গোবৎস ও গোপবালক রূপে দ্বিধা বিভক্ত করলেন এবং সকলকেই স্বগৃহে নিয়ে গেলেন। গোপী ও গাভীগণ সকলেই তাদের প্রতি পূর্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ প্রদর্শন করতে লাগলেন।

বলরামেরও ঐরূপ হল। তিনি ভাবলেন, এ কোন মায়া? শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করে সকল বিষয় জানতে পারলেন। ব্রহ্মার নিজের এক ত্রুটি কাল অথবা মানুষের সংবৎসর কাল পার এসে দেখলেন, সকল গোবৎস ও বৎসপালগণই তার মায়াশয্যায় শয়ান আছে, অথচ পূর্ব্ববৎ গোবৎসগণ বিচরণ করছে ও গোপ বালকগণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ভোজনরত আছেন। ব্রহ্মা গাভী ও বৎসপালগণের প্রত্যেককেই সর্বলাঞ্ছনাযুক্ত চতুর্ভুজ বিষ্ণুর মূর্তিরূপে দেখতে পেলেন। ব্রহ্মা অত্যল্প কালের মধ্যেই শ্রীবৃন্দাবনে ফিরে এসে দেখলেন, শ্রীকৃষ্ণ গোপবালক ও গোবৎসগণসহ পূর্ব্ববৎ গোষ্ঠলীলা করছেন। ব্রহ্মা চিন্তা করলেন, যে সমস্ত গোপবালক ছিল, তারা সকলেই স্ব স্ব গোবৎসগণসহ আমার মায়ায় মোহিত হয়ে মায়াশয্যায় শায়িত আছে, কিন্তু কিছু দূরে কৃষ্ণের সহিত গোপবালক ও গোবৎসগণ এক বৎসরকাল ক্রীড়া করছেন, ইহারা তো আমার মায়ায় মুগ্ধ নহে। তবে ইহারা কে বা কোথা হতে আসল? এই দ্বিবিধ প্রকার ভেদ দেখে তিনি চিন্তা করে কিছুই বুঝতে পারলেন না। শ্রীকৃষ্ণকে মায়ামুগ্ধ করতে গিয়ে তিনি নিজেই মায়ামুগ্ধ হয়ে পড়লেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার সেই দিব্য দৃষ্টি আচ্ছাদিত করে দিলেন। তখন তিনি এই প্রাকৃত জগৎ ও তাতে বৃন্দাবন ভূমিকে দেখতে পেলেন। যে স্থান ভগবানের নিবাস বলে ক্রোধ লোভাদি মুক্ত এবং যেখানে মানুষ ও পশুস্বভাবতঃ শত্রুতা ভাবাপন্ন হলেও মিত্রভাব অবলম্বন করে বাস করছে। শ্রীভগবানের লীলাভূমি বৃন্দাবনে ক্ষুধা পিপাসা, কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতির লেশমাত্র নাই।

ব্রহ্মা আবার সেই গ্রাসহস্তে বৎস ও বয়স্যগণকে অন্বেষণে রত নরাকৃতি পরব্রহ্মকে দর্শন করলেন। তখন দৃষ্টিপাত করামাত্র চতুর্ভুজ মূর্তিতে ব্রহ্মার দৃষ্টিগোচর হলেন। তাঁদের বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন, বাহুতে অঙ্গদ প্রভৃতি বিবিধ আভরণে পরিশোভিত। এবং কাল, স্বভাব, সংস্কার, কাম, কর্ম ও গুণ প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ তাঁদের প্রভাবে বশীভূত হয়ে স্ব স্ব যোগ্যতা অনুসারে সেবা করছেন। এইরূপ পরব্রহ্মাত্মক শ্রীকৃষ্ণের গোপবালকাদি পার্যদগণকে ব্রহ্মাযুগপৎ এ দর্শন করলেন। তিনি গ্রাম্য দেবতার সম্মুখে বালকের খেলার পুতুলের ন্যায় নিষ্প্রভ হলেন। তিনি নিজ বাহন হতে দ্রুত অবতরণ করে তাঁর চতুঃশীর্ষস্থ মুকুট চতুষ্টয় দ্বারা শ্রীভগবানের চরণ যুগল স্পর্শ করে প্রণাম করলেন। এবং প্রেমাশ্রু প্রবাহে কিছুকাল তদবস্থান করলেন। তৎপর শ্রীভগবানের দিকে দৃষ্টিপাত করে তাঁর অপরাধ, ভয় ও

লজ্জাবশতঃ তিনি সবিনয়ে করজোড়ে কম্পিত কলেবরে গদগদ হয়ে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। বললেন—হে অজিত! এ জগতে যারা আপনার স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য, মাহাত্ম্য, প্রভৃতি বিচারের জন্য আপনার ভক্তগণের সঙ্গ করে আপনার নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি কথাশ্রবণ এবং কায়মনোবাক্যে সেই কথায় সেবন করেই জীবন ধারণ করে, আপনি ত্রিজগতে কারও বশীভূত না হলেও তাঁরা আপনাকে বশীভূত করে থাকেন। এইরূপে সেই ভূমাকে স্তব প্রদক্ষিণ ও পাদদ্বয়ে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করে ব্রহ্মা স্বধামে গমন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ বৎস ও সখাগণকে পূর্ব্ববৎ যমুনাতীরে নিয়ে গেলেন। মায়ামুক্ত গোপবালকগণ বলল, এস, এস, তুমি শীঘ্র ফিরে এসেছ, তুমি যাওয়ার পর আমরা আর এক গ্রাস অন্নও ভোজন করি নাই। ভোজন শেষ হলে শ্রীকৃষ্ণ সকল সহ বংশী শৃঙ্গাদি বাদন করতে করতে গোপীদিগের নয়নানন্দ বিধান করে গোষ্ঠে প্রত্যাবৃত্ত হলেন। হে রাজন্! যাঁরা গুরুকৃপালব্ধ তত্ত্বজ্ঞান দৃষ্টিতে আপনাকে আত্মস্বরূপে ধারণ করতে পারেন তাঁরা সহজেই সংসার-মোহ সমুদ্র উত্তীর্ণ হন। জীবের সংসারবন্ধন একমাত্র অজ্ঞানের কারণেই হয়ে থাকে। শুদ্ধ জীবস্বরূপও সংসার বন্ধন কিংবা সংসার মুক্তি নাই। আত্মাই সকলের প্রিয় এবং আত্মার সুখের জন্যই সকলে দেহ, গৃহ, পুত্র, বিত্তাদিকে ভালবেসে থাকে। হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণই সকলের আত্মার আত্মা। তিনি তাঁর প্রেমবান্ ভক্তগণের প্রেমের আকর্ষণে এবং তিনি জগতের কল্যাণার্থ দেহধারী জীবের ন্যায় জগতে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন।

রাম ও কৃষ্ণের যখন ছয় বৎসর বয়স হল, তখন ব্রজবাসিবৃদ্ধগণের বিবেচনায় তাঁরা গোচারণে সমর্থ বলে অনুমোদিত হল। নিযুক্ত হয়ে একদিন গাভী ও সখাগণকে নিয়ে বেণু বাজাতে বাজাতে বনভূমি অলঙ্কৃত করলেন। চারিদিকে নিরীক্ষণ করতে করতে শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দে বাল্য ক্রীড়ায় মনোনিবেশ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে বললেন, দেব, দেখুন—এইসব বৃক্ষগণ পূর্বজন্মকৃত অপরাধে বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হয়ে, মুক্ত হওয়ার জন্য ফুল ফল সমন্বিত হয়ে আপনাকে অবনত মস্তকে নমস্কার করছে। আপনি বনভূমিতে এসেছেন বলে সকল প্রাণিগণ পরমানন্দে নিত্য করছে, দেখছে, সম্ভাষণ করছে, সুমধুর গান করছে। আপনার উপস্থিতিতে বৃক্ষলতা গুল্মাদি কৃতার্থ ধন্য হয়ে—অভিনন্দিত করছে। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন দর্শনে পরম প্রীত হয়ে, গোবর্দ্ধন পর্বত সন্নিহিত মানস গঙ্গাতটে সকল গোপবালক ও গোবৎসগণকে নিয়ে বিবিধ বিহার করতে লাগলেন। বলরাম শ্রান্ত হয়ে সখাগণের ক্রোড়ে শয়ন করলে শ্রীকৃষ্ণ

তাঁর পদসেবা ও ব্যজন করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণও শ্রান্ত হয়ে শয়ন করলে গোপবালকগণ তাঁকে সেবা করতে লাগলেন। কেহ বা নব পল্লবরচিত ব্যজন লয়ে তাঁর অঙ্গে মৃদমধুর ভাবে সঞ্চালন করতে লাগল। তখন শ্রীদাম সুবলাদি বালকগণ বলল, হে রাম, হে কৃষ্ণ, নিকটে একটি সুবৃহৎ তালফলের বাগান, এবং তথায় অসংখ্য সুপক্ক তালফল ভূমিতে পড়ে আছে এবং পড়িতেছে কিন্তু দুরাত্মা ধেনুকাসুর নামে এক মহাবল শালী দুরন্ত অসুরের ভয়ে কোন মানুষ এমনকি কোন পশুপক্ষী ঐ বনে গমন করে না। সকলে ঐ সুগন্ধ ফলগুলি হতে বঞ্চিত। শ্রীকৃষ্ণ এই কথা শুনে বললেন, হে রাম! তালফল খাবার ইচ্ছা হচ্ছে। চল সকলে সেখানে যাই। এই বলে সকলকে নিয়ে কাননে প্রবেশ করে মহাবলে তালবৃক্ষ হতে ফল ভূপাতিত করতে লাগলেন। গর্দ্দভরূপ ধারী ধেনুকাসুর তালফল পতনের শব্দে ক্রুদ্ধ হয়ে ভুতল কম্পিত করতে করতে দ্রুতবেগে তথায় এসে বলদেবের বক্ষে প্রচণ্ড এক পদাঘাত করল। পুনরায় পদাঘাত করতে উদ্যত হলে বলদেব এক হস্ত দ্বারা সেই গর্দ্দভরূপী অসুরের পদদ্বয় ধরে সবেগে শূন্যপথে ঘুরাতে লাগলেন, তাতেই অসুরের প্রাণান্ত হল। তখন মৃতদেহ এক তালবৃক্ষের উপর নিক্ষেপ করলেন। তার বান্ধব গর্দ্দভদল যেমন যেমন আসতে লাগল রাম-কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাদের পদদ্বয় ধরে ধরে তালবৃক্ষোপরি নিক্ষেপ করতে লাগলেন। তাদের শবদেহের আঘাতে তালবনচূর্ণ হল। ধেনুকাসুর ও তার অনুচরগণকে বধ করলে সকলেরই ভয় দূর হল। তারা নির্ভয়ে তালফল ভক্ষণ করতে লাগল। কৃষ্ণ ও বলরাম গাভী ও সখাগণসহ ব্রজে প্রবেশ করলে গোপীগণ দিব্যমাল্য বসন ও আহার্য্য দ্বারা তাদের প্রীতি বর্দ্ধন করলেন।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত সখাগণসহ কালিন্দীতটে গমন করলেন। বলরামকে নিয়েও গেলেন না আবার বললেনও না। গো এবং গোপবালকগণ গ্রীষ্মকালীন রৌদ্র তাপে তপ্ত এবং তৃষ্ণার্ত হয়ে কালিন্দীর বিষ দুষিত জল পানে গত প্রাণ হয়ে তীরে পড়ে গেল। সকলকে পড়ে থাকতে দেখে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তখনই অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টিপাত দ্বারা তাদিগকে পুনর্জীবিত করলেন। তাদের স্মৃতিশক্তি ফিরে আসল। তারা জীবিত হয়ে পরম বিস্ময়ে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। তারা সকলে অনুমান করল বিষপানে মৃত্যুগ্রস্ত হয়েও গোবিন্দের কৃপাতেই তারা পুনর্জীবিত হয়েছে।

অধ্যায় (১৬–১৭)

রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞেস করলেন, শ্রীভগবান্ কালিন্দীর অগাধ জলমধ্য হতে শ্রীকৃষ্ণ সর্প কালিয়কে কি প্রকারে নির্বাসিত করেছিলেন? এবং কালিয়ই বা কিরূপে যমুনার জলে যুগ যুগান্তর বাস করছিল তা আমার নিকট বর্ণনা করুন। ব্রহ্মন্, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্বব্যাপী স্বেচ্ছাক্রমেই সর্বকার্য্য সমাধা করেন। তিনি গোপালন ব্যপদেশে যে যে উদ্ধার কার্য করেছিলেন, তৎসমস্তই অমৃতস্বরূপ যতই শুনা বা জানা যায় ততই শুনার আগ্রহ বেড়ে যায়।

শুকদেব বললেন, রাজন্! কালিন্দীর অভ্যন্তরে একটি হ্রদ ছিল, কালিয় তন্মধ্যে বাস করত। উহার বিষাগ্নিতে সেই হ্রদের জল নিয়ত ফুটতে থাকত। পাখীগণ তার উপর দিয়ে উড়ে গেলে জলমধ্যে পড়ে মরে যেত। এমন কি তীরগামী প্রাণিমাত্রই সেই বিষাক্ত বায়ুস্পর্শে সর্বদা প্রাণ হারাত। যমুনাকে এরকম বিষদূষিত দেখে দুষ্ট দমনকারী শ্রীকৃষ্ণ তীরস্থিত এক কদমবৃক্ষে আরোহণ করলেন এবং পরিধেয় বস্ত্র দৃঢ়রূপে কটিবস্ত্র বন্ধন ও বাহু আস্ফোটন করতঃ সেই বিষাক্ত হ্রদের জলে নিপতিত হলেন। তাঁর পতনবেগে জলরাশিসহ সর্পদল সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠল, এবং স্বয়ং কালিয় সর্প অতিষ্ঠ হল। গজরাজ বিক্রম শ্রীকৃষ্ণ যখন সেই হ্রদজলে ক্রীড়া করতে প্রবৃত্ত হলেন, তখন তাঁর ভুজদণ্ড সঞ্চালক জলরাশি বিঘূর্ণিত হতে আরম্ভ করল। স্বীয় বাসস্থান বিধ্বস্ত হতে দেখে কালিয়নাগ সহ্য করতে না পেরে শ্রীকৃষ্ণের সুকুমার অঙ্গের সমস্ত মর্মস্থলে দংশন করে তাঁকে ফণাদ্বারা চতুর্দিকে বেষ্টন করল। কৃষ্ণকে কালিয়নাগ কর্তৃক এই প্রকার পরিবেষ্টিত দেখে গোপগণ শোকে অবসন্ন হয়ে ও ভয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে ভূমিতলে পড়ে গেল। বৎস ও বৃক্ষ সকলও যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। নন্দাদি গোপগণ দ্রুতপদে তথায় এসে হ্রদমধ্যে প্রবেশ করতে উদ্যত হলে বলদেব শ্রীকৃষ্ণের সর্ববিধ মহাপ্রভাবই জ্ঞাত হয়ে স্মিতমুখে নিষেধ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই কালসর্পের চতুর্দিকে অনবরত ভ্রমণ করতে লাগলেন। কালিয়ও তাঁকে দংশন করবার চেষ্টায় বিষাগ্নিতে পরিপূর্ণ হয়ে নাসাবিবর হতে বিষ উদ্‌গরিত হতে লাগল। গরুড় যেমন বিষধর সর্পের চতুর্দিকে ঘুরে বেড়ায়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও জিহ্বা দ্বারা ওষ্ঠপ্রান্ত লেহনপরায়ণ ও অতিভয়ানক বিষবহ্নি বর্ষণকারি কালিয়ের চতুর্দ্দিকে ক্রীড়াচ্ছলে পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। কালিয়ও কৃষ্ণকে দংশন করবার জন্য তীক্ষ্ন

দৃষ্টিতে কৃষ্ণের চতুর্দিক ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তখন কৃষ্ণ বামহস্তে তার উন্নত ফনা অবনত করে তার সুবিস্তৃত মস্তকের উপরে উঠে নৃত্য করতে আরম্ভ করলেন। সেই নিত্য দেখে দেব, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, চারণ, মুনি, ঋষি. ও দেববধূগণ পরমানন্দে বাদ্য গীত, পুষ্পবর্ষণ এবং স্তুতি করতে আরম্ভ করলেন। কালিয় যখন ফণা তুলতে লাগল, শ্রীকৃষ্ণ তখনই পদাঘাতে তা দমন করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ নৃত্যচ্ছলে পদবিক্ষেপ দ্বারা মস্তক মর্দন করতে লাগলেন, তাতে কালিয়ের মুখ ও নাসিক বিবর দিয়ে অজস্র রুধির বমন হতে লাগল। কালিয় ক্রমে অচেতন হয়ে পড়ল। তার অঙ্গপ্রতঙ্গ প্রায় বিচূর্ণিত হয়ে গেল, তখন সে নিজ মস্তকস্থিত সর্বনিয়ন্তা, পুরাণ পুরুষ, নারায়ণকে স্মরণ করতে লাগল। ভয়ার্ত্তা কালিয়পত্নীগণ পতি মরণাশঙ্কায় অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিকট এসে ভূলুণ্ঠিত হয়ে বলল, ভগবন্, আপনা কর্তৃক প্রদত্ত দণ্ড পাপীর পাপনাশক, এই দণ্ড নায্য, ইহা আপনার বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই নয়। জানি না কোন পুণ্য অনুষ্ঠান করেছিল যাতে সর্বাত্মা হয়েও ইহার উপর এত প্রসন্ন হয়েছেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ, এমন কি স্বয়ং লক্ষীও আপনার পদরেণু জন্য দুষ্কর তপস্যা করে থাকেন। এই সর্প কোন অধিকারে সেই পদস্পর্শ পেল? যাঁরা আপনার পদধূলির শরণ নিয়েছেন, তাঁরা স্বর্গ ও পৃথিবীর সর্বাধিপত্য ব্রহ্মার পদ, সমগ্র রসাতলের প্রভুত্ব, যোগসিদ্ধি সমূহ এমন কি জন্মান্তর নিবৃত্তিও বাঞ্ছা করেন না। হে হৃষীকেশ! আপনি আত্মারাম এবং আত্মারাম স্বভাব। আপনি প্রকৃতিতে ঈক্ষণ করে জীবগণের অনাদিসিদ্ধ স্বভাবের উদ্বোধন করেন এবং সত্ত্বাদি ত্রিগুণ দ্বারা এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করেন। সম্প্রতি আপনি ধর্মসংস্থাপন ও স্বজন পালনের জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন বলেই সাত্ত্বিকগণ আপনার প্রিয়। আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। নাগপত্নী এই রূপ বহু স্তব করতে করতে বললেন, ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হউন। আপনি কালিয়ের অপরাধে ক্ষমা করুন। তার প্রাণান্তকাল উপস্থিত প্রায়। অনুগ্রহ করে এই দীনা স্ত্রীগণকে পতির প্রাণ ভিক্ষা দিন এবং আমরা কি করব কৃপাপূর্বক আমাদের আদেশ করুন। এই রূপে কৃষ্ণচরণে শরণাগত হয়ে পুনঃ পুনঃ পত্নীগণ তার প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন। শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখন ভগ্নশির ও মূর্চ্ছিত সর্পকে পরিত্যাগ করলেন।

কালিয় সংজ্ঞা লাভ করে কৃতাঞ্জলিপুটে বলল, "হে নাথ! আমরা জন্ম হতেই স্বভাবতঃ খল, অজ্ঞানাচ্ছন্ন ও কোপনস্বভাব। যে স্বভাব হতে প্রাণিগণের

দেহগেহাদিতে দুষ্ট আসক্তি হয়ে থাকে, সেই স্বভাব পরিত্যাগ করা প্রাণিগণের দুঃসাধ্য।"* পরিদৃশ্যমান জগৎ আপনি বৈচিত্র্যময় করে সৃষ্টি করেছেন। জগৎ আপনার মায়ার অধীন। আপনার কৃপা ব্যতীত মায়ার প্রভাব কে লঙ্ঘন করবে? আপনিইতো সকলের নিয়ন্তা। আমাদের উপর অনুগ্রহ কিংবা নিগ্রহ আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে সর্প কালিয়। আমার এই লীলাক্ষেত্র হতে তুমি অচিরে এই স্থান ত্যাগ কর। রমণক নামক সাগরদ্বীপে ফিরে যাও। গরুড় তোমাকে আমার পদচিহ্নে চিহ্নিত দেখলে আর তোমার কোন অনিষ্ট করবে না। পত্নীগণ সহ সর্পগণ নানা উপহার দ্বারা শ্রীভগবানের পুজো ও তাঁকে পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ করে অনুরাগযুক্ত হৃদয়ে তাঁর অনুমতি গ্রহণ করে স্ত্রী, পুত্র এবং স্বজনগণ সহ যমুনা হ্রদ হতে সমুদ্র মধ্যস্থিত রমণকদ্বীপ অভিমুখে প্রস্থান করল। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় বিষদূষিতা যমুনার জল অমৃততুল্য স্বাদ হল।

পরীক্ষিৎ জিজ্ঞেস করলেন, রমণকদ্বীপ নাগনিকেতন বলে বিখ্যাত অথচ কালিয় কেন রমণকদ্বীপ ত্যাগ করেছিল? শুকদেব বললেন, রাজন্‌, সর্পকুল গুরুড়ের ভক্ষ্য ছিল, অবশেষে নিৰ্দ্ধারিত হয় যে, সর্পেরা তাদের আয়ত্তজন দ্বারা মাসে মাসে কোন বনস্পতি মূলে গুরুড়ের উদ্দেশ্যে বলিপ্রদান করবে। নাগগণ 'পালা' মত বলিপ্রদান করতে লাগল। কিন্তু রুদ্রপুত্র কালিয় তীব্রবিষ এবং দৈহিক বলের গর্বে স্ফীত হয়ে গুরুড়ের নিদিষ্ট বলি না দিয়ে আত্মসাৎ করল। এই সংবাদ শুনে মহাতেজসম্পন্ন, ভগবৎপার্ষদ গরুড় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং কালিয়কে দণ্ড প্রদান করবার জন্য মহাবিক্রমে তাড়ালে কালিয় তাড়াতাড়ি সেখান হতে পলায়ন করে গরুড়ের অগম্য ও পরম দুর্গম, যমুনাহ্রদে প্রবেশ করল কারণ সে জানত যে সৌভরি মুনির শাপে গরুড় ঐ হ্রদে আসলে তৎক্ষণাৎ মারা যাবে। অদ্ভুতকর্মা শ্রীকৃষ্ণ কালিয়কে মুক্ত করার পর শ্রীকৃষ্ণ হ্রদ হতে উঠলে বলদেব ও অন্যান্য গোপগণ তাকে আলিঙ্গন করলেন, গাভী ও বৎসগণ পরম আনন্দ লাভ করল।

ভাগুরি প্রভৃতি গোপকুলের পুরোহিতগণ এবং অন্যান্য ব্রজবাসিগণ সকলে নন্দের নিকট আগমন করলেন এবং বলতে লাগলেন, আজ আমাদের পরম সৌভাগ্যের দিন, আনন্দের দিন, কারণ কালিয় সর্পের নিকট হতে শ্রীকৃষ্ণকে ফিরে পেয়েছি। যশোদা তাঁকে ক্রোড়ে নিয়ে পুনঃপুনঃ আনন্দাশ্রু মোচন করতে লাগলেন।

* বয়ং খলাঃ সহোৎপত্ত্যা তামস দীর্ঘমন্যবঃ।
স্বভাবো দস্তজো নাথ। ভূতানাং যদসদ্‌গ্রহঃ।। ১০/১৬/৫৬

গোপগণ গাভী সহ সেই রাত্রি যমুনাতীরে বাস করল। তখন নিকটস্থ বনভূমি হতে সহসা এক ভয়ঙ্কর দাবাগ্নি উত্থিত হল। গোপগণ নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হল। এবং বলল, হে কৃষ্ণ। হে অমিত পরাক্রম রাম! আমরা তোমাদেরই আশ্রিত। এই দুস্ত্যজ কালাগ্নি হতে উদ্ধার করে দাও। আমরা মৃত্যু ভয় করি না কিন্তু তোমার চরণযুগল হতে বঞ্চিত হব এই ভয়ে ভীত হচ্ছে। অনন্তবীর্য্য ভগবান্ স্বজনগণের তাদৃশ কাতরতা দর্শনে সেই ভীষণ দাবানল পান করে নিলেন।

অধ্যায় (১৮—২২)

শ্রীশুকদেব বললেন, কালিয়দমনদিনের রাত্রি প্রভাত হলে শ্রীকৃষ্ণ গোপ ও গাভীগণ সহ ব্রজে প্রবেশ করলেন। এই সময় প্রবল গ্রীষ্ম ঋতুর আবির্ভাব হল। কিন্তু তাতে বৃন্দাবনের নির্ঝর নদী পুলিন ও বায়ুর শৈত্য ক্ষুণ্ণ হল না। শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব সখা এবং গোবৎসসহ বেণু বাজাতে বাজাতে মাল্য পত্র, ময়ূর পুচ্ছাদিতে ভূষণে শোভিত হয়ে বনভূমিতে কখনও নৃত্য, কখন বাহুযুদ্ধ এবং কখনও বা সুস্বরে গান করতেন লাগলেন। এই ভাবে নানা বিচিত্র ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়ে বনভূমিতে প্রবেশ করলেন। এমন সময় প্রলম্ব নামে এক অসুর রাম ও কৃষ্ণকে হরণ করার ইচ্ছাতে গোপবালকরূপ ধারণ করে তাদের সঙ্গে এসে মিলিত হল। সর্বজ্ঞশিরোমণি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তা জেনেও সেই দুষ্টকে নিধন করার ইচ্ছায় তার সঙ্গে ক্রীড়ায় অনুমোদন করলেন। সমস্ত গোপবালকগণ দুই দলে বিভাগ হলেন। একপক্ষে রাম ও অন্য পক্ষে কৃষ্ণ। এইরূপে বিভাগ হয়ে নানা খেলায় মত্ত হলেন। খেলায় যে পরাজিত হবে, খেলার নিয়ম অনুযায়ী তাকে স্কন্ধে করে অন্যকে বহন করতে হবে। বলদেবের সঙ্গে ক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে ক্রীড়ার নিয়ম অনুসারে সেই গোপবেশী অসুর বলদেবকে পৃষ্ঠে বহন করে নিয়ে চলল। শ্রীকৃষ্ণকে অপরাজেয় মনে করে তাঁকে দূরে রাখার জন্য সে বলরামকে বহন করে বৃন্দাবনের সীমান্ত ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু গুরুভাবে পীড়িত হয়ে সে প্রদীপ্তনয়ন ভীষণ দর্শন অসুর মূর্তি ধারণ করল। বলদেব তার অভিসন্ধি বুঝে তার মস্তকে ইন্দ্রের বজ্রাঘাতের ন্যায় এমন এক দৃঢ় মুষ্ট্যাঘাত করলেন; যে সে রুধির বমন করতে করতে গতপ্রাণ হয়ে ভীষণ শব্দে গিরিশৃঙ্গের ন্যায় ভূতলে পতিত হল। গোপবালকগণ বলদেবের প্রলম্বাসুরকে বধ করতে দেখে অতি বিস্মিত হল। সকলেই তাঁকে সাধুবাদ দিয়ে প্রেমবিহ্বল চিত্তে আলিঙ্গন করলেন। দেবতারা

পরমানন্দ লাভ করলেন এবং বলদেবের উদ্দেশ্যে পুষ্প বর্ষণ ও সাধুবাদ প্রদান করলেন।

শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও শ্রীদাম সুবলাদি সকলে বাল্য ক্রীড়ারসে মত্ত হয়ে একদিন গাভী ও বৎসগণ স্বচ্ছন্দভাবে তৃণভক্ষণ করতে তৃণলোভে পর্বতের গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করল। সেখানে সহসা দাবানলে সন্তপ্ত হয়ে তারা কাশবনে আশ্রয় নিল। গোপবালকগণ তাদিগকে দেখতে না পেয়ে নিতান্ত ব্যস্ত হয়ে চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করতে লাগল। শ্রীকৃষ্ণ নাম ধরে ডাকামাত্র তারা এসে উপস্থিত হল। এদিকে দাবানল বায়ুচালিত হয়ে উল্কা সদৃশ স্ফুলিঙ্গ দ্বারা স্থাবর জঙ্গমাদি গ্রাস করতে উদ্যত হল। গো ও গোপগণ চতুর্দ্দিকে দাবানল দেখে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ল। মৃত্যুভয়ে জীবগণ যেমন শ্রীহরির শরণ নেয়, সেই রূপ তারাও শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের শরণাপন্ন হয়ে তাঁদিগকে বলতে লাগল হে মহাবীর্য্য রাম ও কৃষ্ণ, এই লেলিহান বহ্নিশিখা হতে আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমি বিনে আর আমাদের কে আছে? তুমি ছাড়া কিছুই জানি না। আমরা তোমার শরণাগত। এইরূপ কাতরোক্তি শুনে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদিগকে বললেন, ভয় নাই, তোমরা সকলে নয়ন মুদ্রিত কর। গোপগণ তদ্রূপ করলে, যোগাধীশ শ্রীকৃষ্ণ মুখ ব্যাদান করে সেই প্রচণ্ড দাবানল পান করলেন। গোপবালকগণ অত্যন্ত বিস্মিত হল, তারা বিপন্মুক্ত হয়ে পরমহর্ষে বংশীবদন করতে করতে কৃষ্ণ ও বলরামসহ গোষ্ঠে প্রত্যাগমন করলেন।

শ্রীশুকদেব বললেন, গোপবালকগণ ব্রজে ফিরে নিজ নিজ মাতৃগণকে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের প্রলম্বাসুর নিধন ও দাবানল পান করার লীলা কথা বলতে লাগল। তারা আশ্চর্য্যান্বিত হলেন এবং মনে মনে ভাবলেন, রাম ও কৃষ্ণ নিশ্চয় কোনও দেবশ্রেষ্ঠ তাঁরা জগতে লীলার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছেন। এরপর বর্ষাকাল উপস্থিত হল, নভস্থল ঘনগর্জ্জন সমন্বিত হল। সূর্য্যদেব আট মাস কাল পৃথিবীর জলরূপ ধন আকর্ষণ করে নিয়েছিলেন; বিদ্যুৎযুক্ত মেঘ সকল বায়ুতাড়িত হয়ে বিশ্বের হিতার্থে বৃষ্টিরূপে তাই আবার বর্ষণ করতে আরম্ভ করলেন। ধরণী বারিসিক্ত হয়ে উৎফুল্লতা ধারণ করল। সংসার আসক্তি বিহীন অথচ সংসার ত্যাগে অক্ষম ব্যক্তিগণ যেমন ভগবান্ ভক্ত সমাগমে পরমানন্দ লাভ করেন, সেইরূপ বর্ষাকলীন মেঘ সমাগমে ময়ূরগণ পরমানন্দে নৃত্য করতে লাগল। পাদপগণ ভূমিরস পান করে নানাবিধ পত্রপল্লব পুষ্পাদি সমন্বিত হয়ে প্রফুল্ল মূর্তি ধারণ করল। রাজন্যবৃন্দ যথাসময়ে দরিদ্রগণকে ধনদান করেন সেইরূপ বায়ুচালিত মেঘও সর্বজীবকে জলদান করতে লাগল।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ বলদেবসহ গোপ ও গোপীগণপরিবৃত হয়ে পক্ক খেজুর ও জম্বুফলাদি সমন্বিত সুসমৃদ্ধ বনে প্রবেশ করলেন। বৃষ্টি পড়লে কখনও বৃক্ষতলে কখনও গুহামধ্যে আশ্রয় নিতেন এবং ফলমূলাদি আহার করতেন। কখনও গৃহপ্রেরিত হয়ে 'দইভাত' বয়স্কগণকে নিয়ে শিলাতলে বসে খেতেন। ক্রমে শরৎ ঋতুর সমাগম হল। জল সকল নিজ স্বভাব প্রাপ্ত হল। পৃথিবী কর্দ্দমমুক্ত হল। নিষ্কাম কর্ম,জ্ঞান ও ভক্তিরূপ তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন চিত্ত নির্মল ভাবে অবস্থিত হয়, সেইরূপ শরৎকালে মেঘমুক্ত এবং আকাশ নির্মলরূপে অবস্থান করতে লাগল। শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণ পরিবেষ্টিত হয়ে, যেমন জগতের শোভা বর্দ্ধন করে সেইরূপ নির্মল আকাশে চন্দ্র ও তারকাগণ শোভা পেতে লাগল; শ্রীহরির অংশ স্বরূপ মহীতল শস্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। বণিক, মুনি, নৃপ ও স্নাতক, ব্রাহ্মণগণ বর্ষার জন্য যে এক এক স্থানে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁরা স্ব স্ব প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য বহির্গত হয়ে গেলেন।

শ্রীশুকদেব বললেন, শ্রীকৃষ্ণ ধেনুপাল ও গোপবালকগণে পরিবেষ্টিত হয়ে শরৎকালীন স্বচ্ছ জলে পরিপূর্ণ সরোবরাদি সুশোভিত প্রস্ফুটিত কমলগন্ধ সুবাসিত; মন্দ পবন পরিব্যাপ্ত বৃন্দাবন ভূমিতে প্রবেশ করলেন। হে রাজন্! ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের নরলীলার মাধুর্য্য বর্ণনে প্রবৃত্ত হয়েও তাঁর মিলনেচ্ছাময় বিক্ষিপ্তচিত্ত হয়ে তা বর্ণনা করতে অসমর্থ্য হলেন। গোপবালকগণ কর্তৃক নানাভাবে প্রশংসিত হয়ে নিজ পদযুগল দ্বারা অলঙ্কৃত বৃন্দারণ্যে প্রবেশ করলেন। সর্বভূতের মনোহরকারী ঐ বেণুরব শ্রবণ করে গোপাঙ্গনাগণ তা বর্ণনা করতে করতে প্রতিপদে যেন তাঁকে পরম আলিঙ্গন করতে লাগলেন। নয়নদ্বারা হৃদয়ে প্রবিষ্ট কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে অশ্রুব্যাপ্ত নয়নে নিস্পন্দ ভাবে অবস্থান করলেন।

শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত কি পুণ্যবল যে, ইহা নিরন্তর ইঁহার অধরসুধা পান করছে। যে বৃক্ষ হতে ইহার উৎপত্তি; যে হ্রদের জলদ্বারা সেই বৃক্ষ পুষ্ট হয়েছে। তারাও মধুরধারাচ্ছলে নিরন্তর যেন আনন্দাশ্রুবর্ষণ করছে। দেখ, দেখ, ময়ূরগণ ইঁহাকে যেন মেঘ মনে করে আনন্দে নৃত্য করছে; হরিণীগণ স্ব স্ব পতিসহ ইহাঁর প্রতি প্রণয়মুগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে। সমগ্র বৃন্দারণ্য আজ যেন এক অতুল সম্পদ লাভ করেছে। এই গোবর্দ্ধনপর্বত হরিদাস চূড়ামণি কারণ ইহা রাম ও কৃষ্ণের চরণ স্পর্শে প্রফুল্ল হয়ে স্বচ্ছ জল সুকোমল তৃণ, গুহা ও নানাবিধ কন্দমূলাদি দ্বারা গো ও গোপগণসহ পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের নানাবিধ সেবা করে থাকে। বৃন্দাবনচারী ভগবানের এই সকল ক্রীড়া বর্ণন করতে করতে ব্রজরমণীগণের হৃদয়ে নানাভাবের আবেগ

উপস্থিত হয় এবং তাঁরা নিরন্তরই কৃষ্ণের বিবিধ বিচিত্র ক্রীড়া স্মরণে তন্ময় হয়ে কৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে অবস্থান করেন। সেই ভাবাবেশ অতীব বিচিত্র এবং পরম মধুর। তাঁর সর্বাংশের বর্ণনা ও শ্রবণ ব্রহ্মাদির পক্ষে অসম্ভব, সামান্য একটু মাত্র ইঙ্গিত দিলাম।

শ্রীশুকদেব বললেন, হে রাজন্! হেমন্তের প্রথম মাসে নন্দ ব্রজবাসিনী গোপবালিকাগণ হবিষ্যান্ন ভোজী হয়ে কাত্যায়নীব্রত আরম্ভ করল। প্রত্যহ অরুণোদয়কালে যমুনার জলে স্নান করে বালুময়ী মূর্তি নির্মাণ করে তারা নানা উপহার দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভের জন্য কাত্যায়নীদেবীর নিকট অর্চনা করছিল। হে দেবী কাত্যায়নি! হে মহামায়ে! তুমি নন্দ গোপসুতকে আমার পতি করে দাও। তোমাকে অসংখ্য প্রণাম জানাই। এই জপ করছিল, কৃষ্ণগতপ্রাণা গোপকুমারীগণ। একমাসকাল কাত্যায়নীদেবীর আরাধনা করে পতিরূপে কৃষ্ণকে পেয়ে কৃতার্থ হয়েছিল। তারা ব্রাহ্মমুহূর্তে হাত ধরাধরি করে যমুনায় স্নান করতে যান এবং উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণগুণগান করতে করতে ব্রতের শেষদিনে যমুনায় এসে প্রতিদিনের ন্যায় বস্ত্রাদি তীরে রেখে জলক্রীড়া করতে লাগলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তা জানতে পেরে ব্রতফল দান করার জন্য বয়স্যগণসহ তথায় এসে ঐ স্নানরতগণের ত্যক্ত বসন সকল নিয়ে ত্বরায় তীরস্থ এক কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করলেন। হাসতে হাসতে বললেন, হে গোপকুমারীগণ! তোমরা যথেচ্ছভাবে এসে নিজ নিজ বস্ত্র নিয়ে যাও। তোমরা সকলে তপস্বিনী, সত্য বলছি, কোন পরিহাস নয়। তারা বিভ্রান্ত হয়ে আকণ্ঠ জলমগ্নাবস্থায়ই বলল, ওহে নন্দ সুত, আমরা এই ব্রজমণ্ডল মধ্যে তোমাকে খুব সচ্চরিত্র, প্রশংসিত এবং পরম প্রিয় বলে জানি। শীতে কাঁপছে আমাদের শরীর, আমাদের প্রতি কৃপা করে শীঘ্র বসনগুলি দাও। এরূপ অন্যায় করো না। আমরা তোমার দাসী, যা বলবে তাই করব। হঠকারিতা বশে যদি বস্ত্র না দাও তবে সমস্ত বৃত্তান্ত রাজার নিকট জ্ঞাপন করব। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে গোপকুমারীগণ! তোমরা যদি আমার দাসীই হও, আমার আদেশ পালন করতে বাধ্য থাক তবে উঠে এসে বস্ত্র গ্রহণ কর। আর রাজা ক্রুদ্ধ হলেই বা আমার কি করবেন? তখন অনন্যোপায় হয়ে সেই গোপকন্যাগণ গুপ্তাঙ্গ হস্তাচ্ছাদিত করে তীরে উঠলেন। বস্ত্রগুলি বৃক্ষস্কন্ধে রেখে শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, তোমরা ব্রত অনুষ্ঠান পরায়ণা অথচ বিবস্ত্রা হয়ে জলদেবতার অবজ্ঞা করেছ, অতএব এই পাপ অপনোদনের নিমিত্ত মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করে বিনীত ভাবে স্ব স্ব বস্ত্র প্রার্থনা কর। তারা জানত যে শ্রীকৃষ্ণ সকল পাপের প্রশমনকারী। ব্রতভঙ্গ আশঙ্কায় গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করলেন। সর্বদোষ

নিবৃত্তি হল। শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হয়ে সকল বসন ফিরে দিলেন। কৃষ্ণসঙ্গলাভে গোপীগণ নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ গোপকুমারীগণকে বঞ্চনা করেছেন লজ্জা ত্যাগ করিয়েছেন ও পরিহাস করেছেন তথাপি প্রেমবশতঃ তাঁর উপর কোন প্রকার দোষদৃষ্টি করে নাই। বসন লাভ করেও কৃষ্ণ গৃহীতা চিত্তা কুমারীগণ সেখান হতে চলে যেতে পারল না। কারণ প্রিয়সঙ্গবশতঃ তাদের চিত্ত একান্ত আকৃষ্ট হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণও তাদের মনোগতভাব বুঝে বললেন, হে সাধ্বীগণ! তোমাদের মনোরথ পূর্ণ হবে যেহেতু তোমাদের উদ্দেশ্য নিষ্কাম। আমাতে যাদের চিত্ত আবিষ্ট হয় কাম ভোগের জন্য কখনও তাদের কামনা হয় না, যেমন বীজ ভাজা বা সিদ্ধ হলে তা হতে অঙ্কুর উৎপত্তি হয় না। তোমরা যে উদ্দেশ্যে কাত্যায়নীদেবীর অর্চনা করেছ এবং তা সিদ্ধ হয়েছ। এখন তোমরা নিজ নিজ গৃহে গমন কর। আগামী রজনী সমূহে তোমরা আমার সহিত ক্রীড়া করতে পারবে। কৃতকৃত্য কুমারীগণ ভগবানের এই আদেশ পেয়ে তাঁর চরণকমল ধ্যান করতে করতে অতিকষ্টে ব্রজধামে গমন করল।

অনন্তর একদিন গ্রীষ্মকালে বলদেব সহ শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করতে করতে সুশীতল ছায়াযুক্ত বৃক্ষসকল দেখে গোপবালকগণকে বললেন, এই সকল মহৎ বৃক্ষকে দেখ, এই বৃক্ষগণ কেমন সৌভাগ্যশালী। ইহাদের জীবন পরের উপকার সাধনের জন্যই। ইহারা নিজ মস্তকে বায়ু, বর্ষা, গ্রীষ্ম, ও শীত সহ্য করে আমাদের বর্ষা, বায়ু প্রভৃতি নিবারণ করে থাকে। "অহো! এই সমস্ত বৃক্ষগণের জীবন অন্যের জীবন ধারণের হেতু, ইহাদের জীবনই ধন্য, কোনও সুজনের গৃহে কোনও যাচক গমন করলে যেমন কখনও বিমুখ হয়ে ফিরে আসে না সেইরূপ বৃক্ষের নিকট হতে কেহ বিমুখ হয় না।"* পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়া, মূল, বল্কল, কাষ্ঠ, গন্ধ, নির্য্যাস, ভস্মাদি দ্বারা সকলের কামনা পূর্ণ করে। এই প্রকার প্রাণ, ধন, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা সর্বদা দেহীগণের কল্যাণ সাধন করাই মানুষ জন্মের সার্থকতা।

তাঁরা বৃক্ষছায়ার মধ্য দিয়ে যমুনায় উপনীত হয়ে গোগণসহ নিজেরা প্রচুর পরিমাণ জল পান করে তৃষ্ণা দূর করলেন। গোপবালকগণ ক্ষুধায় পীড়িত হয়ে বলল, আমরা ক্ষুধার্ত তোমরা আমাদের ক্ষুধা শান্তির উপায় কর—

---

* অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবনম্।
সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ।। ১০/২২/৩৩

অধ্যায় (২৩—২৮)

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে গোপবালকগণ! বেদবাদী ব্রাহ্মণগণ স্বর্গপ্রাপ্তির কামনায় নিকটেই আঙ্গিরস নামে এক যজ্ঞ করছেন। তোমরা শীঘ্রই সেখানে গিয়ে দাদা বলরাম ও আমার নাম করে কিছু খাদ্য প্রার্থনা কর। গোপবালকের সেখানে গিয়ে সেইরূপ করল কিন্তু দেহাভিমানী দুর্ভাগা ব্রাহ্মণেরা মর্ত্ত্য বিষয়ে লিপ্ত হয়েছিল কাজেই দেশ, কাল, পাত্র, বিভিন্ন দ্রব্য, মন্ত্র, তন্ত্র, ঋত্বিক, অগ্নি, দেবতা, যজমান, যজ্ঞ ও ধর্ম এই সকল যাঁর স্বরূপ সেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ মানুষ মনে করে বালকদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করলেন না। গোপবালকগণের মুখে প্রত্যাখানের কথা শুনে ঈষৎ হাস্য করে কৃষ্ণ বললেন, তোমরা পুনরায় গিয়ে ব্রাহ্মণ পত্নীগণকে বল, তাঁরা আমাকে খুব ভালবাসেন, তাঁরা নিশ্চয় তোমাদিগকে যথেষ্ট অন্ন দিবেন। তারা গিয়ে পত্নীশালায় দ্বিজপত্নীগণকে প্রণাম করে সবিনয়ে শ্রীকৃষ্ণের কথা বলল। স্ত্রীগণ-কৃষ্ণের কথা শুনামাত্র পতিপুত্র গণের পুনঃপুনঃ নিষেধ বাণী অগ্রাহ্য করে উৎকণ্ঠিত চিত্তে পরমানন্দে আত্মহারা হয়ে বহুপাত্রে নানাবিধ অন্ন নিয়ে নদী যেমন সাগর অভিমুখে ধাবিত হয় সেইরূপ সর্ববাধা অমান্য করে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে পাত্রে চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়, অন্নলয়ে যমুনার তীরে উপবনে পীতবসন বনমালীর নিকট উপস্থিত হলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাদিগকে বললেন, মহাভাগাগণ, এস তোমাদের শুভাগমন হউক, আমরা কি করব, বল।—

যারা সুবুদ্ধি নিজের ভাল বুঝে, তারা সকল আত্মার প্রিয় আমাকে ফলাভি-সন্ধিরহিত অবিচ্ছিন্ন ভক্তি করে। যে পরমাত্মার সম্বন্ধ বশতঃ প্রাণ, বুদ্ধি, মনঃ, দেহ, স্ত্রী-পুত্র ধনাদি প্রভৃতি সমস্তই প্রিয় হয়ে থাকে, তদপেক্ষা প্রিয় জগতে আর কে আছে? এক্ষণে তোমরা দেবযজ্ঞস্থানে ফিরে যাও, যদিও তোমাদের জগতে আর কোন যজ্ঞের প্রয়োজন নাই তথাপি তোমাদের পতিগণ যজ্ঞ সুসম্পন্ন করুন। যজ্ঞপত্নীগণ বললেন, বিভো, এরূপ নিষ্ঠুর কথা বলবেন না, আমাদের পতিগণ আর আমাদিগকে গ্রহণ করবেন না। আমরা তাদের সকলকে পরিত্যাগ করে আপনার চরণ সেবা করার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়েছি। আপনি ছাড়া আমাদের কোন গতি নাই। আমরা আপনার চরণে প্রপন্ন হলাম। আমাদের চরণসেবায় অধিকার দিয়ে কৃতার্থ করুন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে দ্বিজপত্নীগণ! ভয় নাই, তোমাদের পতিগণ সকলেই তোমাদিগকে প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করবেন। এমনকি যজ্ঞীয় দেবতাগণ পর্য্যন্ত

তোমাদের পরম সমাদর করবেন। তোমরা ফিরে যাও। তোমরা ব্রাহ্মণ জন্মে আমার দাস্য স্বীকার কর তবে লোকদৃষ্টিতে প্রশংসনীয় হবে না; তোমরা মনে মনে আমার সেবা কর, জন্মান্তরে আমাকে পাবে। রমণীগণ এইরূপে আশ্বস্ত হয়ে ফিরে গেলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁদের কোন দোষদৃষ্টি না করে তাঁদের সহিত নিজ নিজ যজ্ঞ সমাপন করলেন। রাম ও কৃষ্ণ তাঁদের আনীত অন্নদ্বারা সন্তুষ্ট চিত্তে সকলকে ভোজন করালেন এবং নিজেও পরমানন্দে ভোজন করলেন। ইতোমধ্যে স্বামী কর্তৃক নিবারিতা একটি ব্রাহ্মণপত্নী শ্রীকৃষ্ণের নিকট যেতে না পেরে তাঁর রূপ যেমন শুনেছিল তাই ধ্যানযোগে আলিঙ্গন করে তদ্‌গতা হয়ে কলেবর ত্যাগ করলেন।

ব্রাহ্মণগণ শ্রীকৃষ্ণের অন্ন যাচ্ঞা অবহেলা করেছেন বলে নিজেদের অত্যন্ত অপরাধী মনে করে খুবই অনুতপ্ত হলেন। পত্নীগণের অলৌকিক শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি দেখে নিজেদের ভক্তিহীনতার জন্য পুনঃ পুনঃ নিজেদের ধিক্কার দিতে লাগলেন। বলতে লাগলেন, আমাদের পত্নীগণের উপনয়নাদি নেই, গুরুগৃহে বাস নাই, তপস্যা, আত্মবিচার নাই, কোন প্রকার শৌচাচারাদি নাই তথাপি যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে ইহাদের কি দৃঢ়া ভক্তি! হায়! আমরা কেবলমাত্র দেহ গেহাদি লয়ে প্রমত্ত হয়ে কেবল বৈষয়িক স্বার্থেরই অন্বেষণ করেছি। তাই স্মরণ করার নিমিত্ত শ্রীভগবান্, অন্ন যাচ্ঞাছলে গোপবালকগণকে আমাদের নিকট পাঠিয়েছিলেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদুকুলে জন্ম গ্রহণ করেছেন, আমরা অত্যন্ত মূঢ় বলে তা বিশ্বাস করতে পারি নাই। স্ত্রীগণের ভক্তির দ্বারা যোগেশ্বর বিষ্ণুর প্রতি আজ আমাদের নিশ্চলা ভক্তি জন্মাল—আমরা ধন্য এমন স্ত্রী লাভ করেছি। তাঁকে নমস্কার করি। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আদ্যপুরুষ, তাঁর মায়ায় আমাদের আত্মা মোহিত ছিল বলে তদীয় প্রভাব আমরা কিছুই বুঝতে পারি নাই। সেইজন্য আমাদের অপরাধ হয়েছে এক্ষণে আমাদের অনভিজ্ঞতাকে ক্ষমা করুন। হে রাজন্! কংসভয়ে ভীত হয়ে তারা তীব্র আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও কিছুতেই শ্রীকৃষ্ণের নিকট যেতে পারল না।

শ্রী শুকদেব বললেন, একদিন গোপগণ ইন্দ্রযজ্ঞ করার উদ্যোগী হল। শ্রীকৃষ্ণ তা দেখে পিতা ও অন্যান্য বৃদ্ধ গোপগণের নিকট জানতে চাইলেন, যদিও তিনি সর্বান্তর্যামী নন্দাদি ও গোপগণের মনের ভাব সমস্তই জানেন তথাপি জিজ্ঞাসা করলেন, পিতঃ আজ আপনারা এত ব্যস্ত কেন? এ কার্য্য কোন্ দেবতার উদ্দেশ্যে, এ কার্য্যে কি ফল লাভ হয়, ইহা শাস্ত্র বিহিত অথবা লৌকিক মাত্র? এবিষয়ে কি বিচার করেছেন? না বুঝে কর্ম করলে তা সুসিদ্ধ হয় না। অবিচারে প্রবৃত্ত কার্য্যের

প্রায়ই কুফল দেখা যায়। যাঁরা বিচার পূর্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হন তাঁদের কার্য্য সিদ্ধ হয়। উদাসীন ব্যক্তিই শত্রু, সুহৃদগণ আত্মবৎ, মন্ত্রণাবিষয়ে তাদিগকে পরিত্যাগ করা উচিত নহে, সুতরাং আমার নিকট সবিস্তারে সমস্ত কথা বলে আমার কৌতূহল দূর করুন।

নন্দরাজা বললেন,—বৎস! ভগবান্ ইন্দ্র বর্ষাধি দেবতা এবং মেঘসমূহ তাঁরই নিজ দেহতুল্য প্রিয়। সেই মেঘগণ জীবগণের সকল উদ্যমের ফলদাতা ও জীবনদাতা। এজন্য ইন্দ্রের পুজো লোক পরম্পরায় তাঁরই প্রদত্ত জলে উৎপন্ন ব্রীহিযবাদি দ্রব্যে যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা আরাধনা করে থাকি। কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয় দ্বেষবশতঃ এই ধর্ম পরিত্যাগ করা শোভনীয় নহে। যারা পরিত্যাগ করে তাদের ইহকাল বা পরকাল মঙ্গল হয় না। শ্রীভগবান্ বললেন, "সকল জীবই নিজ নিজ কর্মফলে দেহধারণ করে থাকে এবং কর্মদ্বারাই বিলুপ্ত হয়। সুখ, দুঃখ, ভয় ও মঙ্গল নিজ নিজ কর্মফল দ্বারাই লাভ হয়। জীব কর্ম ফলানুসারে উচ্চ নীচ দেহ প্রাপ্ত হয় ও ত্যাগ করে, কর্মই সকলের শত্রু, মিত্র ও উদাসীন হয়। কর্মই গুরু; কর্মই ঈশ্বর"।* যে ব্যক্তি কর্ম করে না, তাকে তিনি ফলদান করতেও অক্ষম হন। অতএব জীবগণকে যখন ধর্মানুবর্তনই করতে হচ্ছে; তখন আর ইন্দ্রদ্বারা তাদের প্রয়োজন কি? প্রাণীমাত্রই স্বভাবের অনুবর্তন করে, ইন্দ্র কারোও পূর্বজন্মার্জিত কর্মফলের অন্যথা করতে পারেন না। যা দ্বারা সে সুখে জীবিকার্জ্জন করে, তাই তার দেবতা। গো পালনই আমাদের বৃত্তি, ভূমি কর্ষণ আমাদের বৃত্তি নহে। সুতরাং গো-ই আমাদের পূজ্য। স্ব স্ব স্বভাবানুরূপ কর্মে রত থেকে কর্মকেই আদর করে কর্ম করা উচিত। মেঘ বা ইন্দ্র আমাদের কি করবেন? সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের কারণ যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ মেঘসকল তো রজোগুণের দ্বারা প্রেরিত হয়ে বারিবর্ষণ করবেই। তাতেই সর্বজীবের অন্নপানাদি নিষ্পন্ন হয় সুতরাং তাতে ইন্দ্রের কি কর্তৃত্ব আছে? অতএব আপনারা গো, ব্রাহ্মণ এবং গোবর্দ্ধন পর্বতের প্রীত্যর্থে যজ্ঞারম্ভ করুন। ইন্দ্রযাগের জন্য যা উপকরণ সংগ্রহ করেছেন তা দ্বারাই গোবর্দ্ধন যাগ নিষ্পন্ন করুন। সমস্ত ব্রজবাসিগণের নিকট হতে দধি দুগ্ধাদি সংগ্রহ করে পায়স, পিষ্টক, শষ্কুলী বিবিধ ভোজ্য দ্রব্য প্রস্তুত করান। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ

---

* কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব বিলীয়তে।
সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে।।
দেহানুচ্চাবচান্ জন্তুঃ প্রাপ্যোৎসৃজতি কর্ম্মণা।
শত্রুমিত্রমুদাসীনঃ কর্ম্মৈব গুরুরীশ্বরঃ।। ১০/২৪/১৩, ১৭

দ্বারা যজ্ঞাদি করিয়ে তাঁদের অন্ন, ধেনু, দক্ষিণা দান করুন। যজ্ঞস্থলে সমস্ত অতিথিগণকে যথাযোগ্য সম্মান করে অন্ন বস্ত্রাদি দান করুন। সকল পুজো উপহার দ্বারা পর্বতকেই পুজো করুন। সুন্দররূপে অনুলিপ্ত ও অলঙ্কৃত হয়ে গো ব্রাহ্মণ ও পর্বতকেই প্রদক্ষিণ করুন। নন্দ ও অন্যান্য গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য সম্পূর্ণরূপে সমীচীন বলে গ্রহণ করলেন। এবং ইন্দ্রযজ্ঞের জন্য আহৃত সমুদয় দ্রব্যের দ্বারা স্বস্ত্যয়নাদি করে গোগণকে তৃণ এবং গিরি ও দ্বিজগণকে উপহার প্রদান করে গোধন সহ পর্বতকে প্রদক্ষিণ করলেন। সালঙ্কারা গোপ রমণীগণও কৃষ্ণ গাথা গান করতে করতে পর্বত প্রদক্ষিণ করলেন। কৃষ্ণ তাদের বিশ্বাসোৎপাদনের জন্য বৃহৎ বপু ধারণ করে"আমি গোবর্দ্ধন" এই কথা বলে প্রচুর ভোজ্য গ্রহণ করলেন এবং আপনাকেই নমস্কার করে বললেন, দেখ! দেখ! এই পর্বত মূর্তি ধারণ করে আমাদিগকে আশীর্বাদ করছেন। গোবর্দ্ধন সকল প্রকার রূপধারণ করতে পারেন। ইঁহাকে যারা অবজ্ঞা করে তাদের বিনাশ করেন; অতএব আমরা নিজের ও গোগণের মঙ্গলার্থ ইঁহার চরণে প্রণাম করি। সকলেই প্রণাম করলেন। এরপর সকলে ব্রজে প্রত্যাগমন করলেন।

শ্রী শুকদেব বললেন—হে রাজন্! নন্দাদি গোপগণ গোবর্দ্ধন যাগ সমাপন করে নিজ নিজ গৃহে ফিরলেন, সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্র বুঝতে পারলেন যে চিরদিনের জন্য ব্রজে তাঁর পুজো সমাপ্ত হল। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। গোকুলবাসিকে ধ্বংস করার জন্য মেঘগণকে আদেশ করলেন, এদের গর্ব্ব চূর্ণ কর, পশু সকল নষ্ট কর। এই বনবাসী গোপগণের কি ঐশ্বর্য্য গর্ব্ব যে তারা সামান্য অজ্ঞ, বাচাল নরবালক কৃষ্ণকে আশ্রয় করে আমাকে অবজ্ঞা করে। আমিও বেগবান্ মরুদ্‌গণসহ ঐরাবতে আরোহণ করে তোমাদের পশ্চাতে যাচ্ছি, অদ্য সমস্ত ব্রজ ধ্বংস করব। প্রবল বাত্যাসহ অজস্র শিলা ও বারিপাত ব্রজভূমি প্লাবিত করে নন্দ গোকুল ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। ইন্দ্র একটা প্রবল দুর্য্যোগ সৃষ্টি করলেন। গোপগোপী ও পশুগণ শীতার্ত্ত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়ে বলল, হে মহাভাগ! হে ভক্তবৎসল! হে মহাশক্তিশালিন! কুপিত ইন্দ্রের হাত হতে আমাদের রক্ষা কর। আমরা ইন্দ্রের যজ্ঞ বন্ধ করেছি বলে তিনি আমাদিগকে নাশ করার জন্য অকালে প্রবল দুর্য্যোগ সৃষ্টি করেছেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "আমিই রক্ষা করব আমার শরণাগত, প্রতিপাল্য, পরমাত্মীয় গোষ্ঠবাসিগণকে আত্মশক্তির প্রভাবে রক্ষা করব। এইবলে বালক যেমন ছত্রাক (ব্যাঙের ছাতা) ধারণ করে, কৃষ্ণ তেমন দুই হস্তের দ্বারা অবলীলাক্রমে গোবর্দ্ধন গিরিকে উৎপাটিত করে এক হস্তে উহাকে উত্তোলিত

করে ধরলেন।"* গোপগণকে বললেন, আপনারা সকলে গো ও ধনাদিসহ স্বচ্ছন্দে এই গোবর্দ্ধন পর্বতের নিম্নে প্রবেশ করুন। আপনারা কোনরকম ভীত হবেন না। গোকুলবাসি পরম আশ্বস্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের কথামত তাই করল। মহাবিস্ময়ে তারা দেখল, শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুধাতৃষ্ণায় কিছুমাত্র পীড়িত না হয়ে সমস্ত উপেক্ষা করে এক সপ্তাহ কাল অবিচলিত ভাবে বামকরে গোবর্দ্ধন পর্বত ধারণ করে রইলেন। একপদমাত্রও স্বস্থান হতে বিচলিত হলেন না। ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের এই মহাশক্তি বৈভব দেখে পরম বিস্মিত ও নির্জ্জিত হয়ে বারিবর্ষণ বন্ধ করলেন। তখন মেঘশূন্য, সূর্যবিম্ব প্রকাশিত দেখে গোপগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের আদেশমত গিরিতল হতে নির্গত হলেন। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ তখন স্বর্গস্থ দেবগণও ব্রহ্মস্থ গোপগণের সম্মুখেই গোবর্দ্ধন মহাশৈলকে স্থাপিত করলেন। তখন গোপগণ আলিঙ্গন ও গোপীগণ দধি অক্ষত প্রভৃতি মঙ্গলদ্রব্য সমর্পণ ও আশীর্বচন প্রয়োগ করে কৃষ্ণকে স্নেহদৃষ্টিতে অভিনন্দিত করে তাঁর কীর্ত্তি গান করতে করতে গো ও অন্যান্য ধনাদিসহ স্ব স্ব স্থানে চলে গেল। নন্দ, যশোদা, রোহিণী, বলরাম আলিঙ্গনাশিষ দ্বারা, ও স্বর্গবাসীদেবগণ এবং সিদ্ধ, সাধ্য গন্ধর্ব্ব ও চারণগণ স্তুতি ও পুষ্পবর্ষণ ও দুন্দুভিধ্বনি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে অভিনন্দিত করলেন।

হে রাজন্! গোপগণ পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণের এই সব অদ্ভুত কার্য্য দেখে অতীব বিস্মিত ও কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধ হয়ে নন্দের নিকট গিয়ে বলল, হে নন্দ! তোমার এই বালকের পরম অদ্ভুত কার্য্য দেখেছি, তা কিরূপে সম্ভব? মহাবল পূতনার স্তন্যপান করে প্রাণ হরণ করল, শকটভঞ্জন, তৃণবর্ত্তের কণ্ঠ গ্রহণ দ্বারা তাকে বিনাশ, উদূখলে বন্ধন অবস্থায় ভূমিতে জানু ও করাগ্র স্থাপন করে দুই প্রকাণ্ড অর্জুন বৃক্ষের মধ্য দিয়ে গমন কালে বৃক্ষদ্বয় উৎপাটন, বকাসুরকে বিদারণ, বৎসাসুরের নিধন, বলরাম সহ মিলিত হয়ে ধেনুকাসুর ও তার আত্মীয়গণকে বধ করিয়ে তালবন মুক্ত করা, বলদেব দ্বারা ক্রীড়াচ্ছলে প্রলম্বাসুরকে বিনাশকরে দাবাগ্নি হতে গোপবালক ও গোপগণকে মুক্ত করা, কালিয়দমন দ্বারা যমুনার জল বিষমুক্ত করণ, আর এখনই বা ঐ সপ্তম বর্ষীয় শিশু কিরূপে এক হস্তে এই মহাগিরি ধারণ করে থাকল? কেনই বা সমস্ত ব্রজবাসিগণের উপর এত স্বাভাবিক প্রীতির কারণ কি? নন্দ বললেন, গোপগণ তোমরা গর্গমুনির বাক্য সকল স্মরণ কর ইনি নারায়ণের অংশ এবার দ্বাপর যুগে কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। ইহা হতে তোমাদের শঙ্কিত হওয়ার কিছুমাত্র

---

* ইত্যুক্ত্বৈকেন হস্তেন কৃত্বা গোবর্দ্ধনাচলম্।
দধার লীলয়া কৃষ্ণশ্ছত্রাকমিব বালকঃ।। ১০/২৫/১৯

কারণ নাই। গোপগণ আশ্বস্ত ও হৃষ্ট হয়ে নন্দ ও শ্রীকৃষ্ণের পূজা করে স্ব স্ব গৃহে চলে গেল। মহেন্দ্রের মদনাশকারী গোগণের ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রতি প্রীত হউন।

অতঃপর গোলক হতে সুরভি এবং ইন্দ্র এসে ব্রজধামে কৃষ্ণের চরণে শরণাগত হলেন। শ্রীকৃষ্ণের অবজ্ঞা করেছেন বলে ইন্দ্র অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে নির্জ্জনস্থানে কৃষ্ণের নিকটে গমন করে প্রণাম করলেন এবং করজোড়ে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি আরম্ভ করলেন। ইন্দ্র বললেন, হে ভগবন্! আপনি মায়া লোভাদিরহিত শান্তি ও বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ। আমাদের অজ্ঞানমূলক মায়াময় সংসার বন্ধন নাই। তথাপি আপনি ধর্মরক্ষণ ও খলনিগ্রহের জন্য আপনি দণ্ডধারণ করেন। আপনার প্রভাব না বুঝে গর্ব্বদৃপ্ত হয়ে আমি তীব্র ক্রোধ ও অভিমানে বৃষ্টি বা বাত্যা প্রেরণ দ্বারা গোষ্ঠনাশের চেষ্টা করে যে অপরাধ করেছি; তারজন্য ক্ষমা করুন। আপনি জগতের পিতা; গুরু ও নিয়ন্তা। আপনি জগতে আবির্ভূত হয়ে ঐশ্বর্য্য গর্ব্বাভিমানী ব্যক্তিগণের গর্ব্ব খর্ব্ব করার জন্য বিবিধলীলা করে থাকেন। আমার সর্ব্ববিধ গর্ব্বনাশ করে এবং গোষ্ঠনাশের প্রয়াস ব্যর্থ করে আমাকে কৃতার্থ করেছেন। আপনার শরণাপন্ন হলাম। পুনঃপুনঃ আপনাকে নমস্কার করি। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে দেবরাজ! তুমি ইন্দ্রপদ প্রাপ্তি জনিত মোহে অত্যন্ত মত্ত হয়েছিলে, তাই আমি তোমার হৃদয়ে নিরন্তর আমার স্মৃতি জাগরূক রাখার জন্যই তোমার যজ্ঞ ভঙ্গ করেছি—"আমি যে দণ্ড ধারণ করে আছি, ঐশ্বর্য্য মদে গর্ব্বিত ব্যক্তি তা দেখতে পায় না। আমি যাকে অনুগ্রহ করতে ইচ্ছা করি; অগ্রে তাকে সম্পদ হতে ভ্রষ্ট করি।* এক্ষণে তুমি স্বস্থানে গমন কর। তোমার মঙ্গল হউক। আমার আদেশ পালন, অপ্রমত্ত হয়ে স্বাধিকারে অবস্থান কর। ধীরচিন্তা গোমাতা সুরভি অভিবাদন করে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, হে বিশ্বযোগী বিশ্বাত্মন্, আপনি ভূমির ভার অপনোদনের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছেন। আপনি আমাদিগকে রক্ষা করলেন। ব্রহ্মার আদেশে আপনাকে আমি গোগণের ইন্দ্রপদে অভিষিক্ত করলাম। ইন্দ্র ঐরাবতের শুণ্ডসাহায্যে আনীত আকাশগঙ্গার জলে অভিষেক করে সকলে মিলে শ্রীকৃষ্ণকে 'গোবিন্দ' নামে অভিহিত করলেন। তুম্বুরু নারদাদি দেবর্ষি, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, সিদ্ধ, চারণ ও দেবাঙ্গণাগণ শ্রীকৃষ্ণের জগৎপবিত্রকারী যশোগান করতে লাগলেন এবং অপ্সরাগণ পরমানন্দে নৃত্যগীত ও পুষ্পবৃষ্টি করলেন। সেই সময় চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবশ্রেষ্ঠগণ স্তুতি করতে লাগলেন। গাভীগণের দুগ্ধধারায় পৃথিবী কর্দ্দমাক্ত হল। অভিষেক সময়ে পৃথিবীস্থ নদীসমূহে ঘৃত ক্ষীরাদি

---

* মমৈশ্বর্য্য শ্রীমদান্ধো দণ্ডপাণিং ন পশ্যতি।
তৎ ভ্রংশয়ামি সম্পদ্ভ্যো যস্যচেচ্ছাম্যনুগ্রহম্।। ১০/২৭/১৬

প্রবাহিত হতে লাগল, অন্যান্য নানা মঙ্গল চিহ্ন দেখা গেল। শ্রীগোবিন্দের অভিষেক সম্পন্ন করে তাঁর কৃপা ও আশীর্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণ পরিবৃত হয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করলেন।

একদা পরমভাগবত গোপরাজ নন্দ একাদশীর উপবাসান্তে অরুণোদয় পূর্বেই স্নানার্থে যমুনায় প্রবেশ করলেন। আসুরী বেলায় স্নানাপরাধে বরুণের এক ভৃত্য নন্দকে বলপূর্বক ধরে আপন প্রভুর নিকট নিয়ে গেল। গোপরাজের সঙ্গীগণ অকস্মাৎ তাঁকে অদৃশ্য হতে দেখে — হে কৃষ্ণ! হে বলরাম! বলে আর্তনাদ করতে লাগল। শ্রীকৃষ্ণ ইহা জেনে গোপদিগকে অভয় দিলেন এবং পিতার উদ্ধারের জন্য তৎক্ষণাৎ জলমধ্যে বরুণালয়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বরুণদেব মহা আনন্দিত হয়ে তাঁর পুজো অর্চনা করে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, ভগবন্, অদ্য আমার জন্ম সফল, পরমপুরুষার্থ লাভ হল। হে ভগবন্! আপনার চরণ সেবন পরায়ণ ব্যক্তিগণই ভবসাগর পার হতে সমর্থ হয়। এ কারণে আমারও আজ সংসার নিবৃত্তি ঘটল।

আপনি সর্বব্যাপি, সর্বনিয়ন্তা এবং সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ; আপনার চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম। আমারএক মূঢ় অজ্ঞান ভৃত্য না জেনে আপনার পিতাকে ধরে এনেছে; আমার মহাপরাধ ক্ষমা করুন। আপনি আমার সর্ববিধ অন্যায় ক্ষমা করে অনুগ্রহ করুন। হে গোবিন্দ! আপনি আপনার পিতাকে ব্রজে নিয়ে যান। শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হয়ে নন্দ ব্রজে প্রত্যাগমন করলেন।

শ্রীশুকদেব বললেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরেরও ঈশ্বর। বরুণ কর্তৃক প্রসাদিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ পিতা নন্দকে ব্রজে নিয়ে এলেন। বন্ধুগণ পরম আনন্দিত হলেন। বরুণদেবের ঐরূপ অর্চনা দেখে গোপরাজ নন্দ বিস্মিত হয়েছিলেন। সেই সকল ব্যাপার জ্ঞাতিদিগের নিকট বর্ণন করলেন। গোপগণ নন্দরাজার কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর বলে ধারণ করলেন। গোপভক্তগণের মায়াতীত স্থান দর্শন করার ইচ্ছা হল। গোপগণের আকাঙ্ক্ষা জেনে তাদের সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য অনুকম্পাবশতঃ চিন্তা করতে লাগলেন এ জগতে মানুষ অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্মদ্বারা বিবিধগতি প্রাপ্ত হয়ে নিজের উত্তম গতি কি, তা জানতে পারে না। শ্রীহরি এইরূপ চিন্তা করে নিজের প্রকৃতির পরপারবর্ত্তী স্বীয় বৈকুণ্ঠলোক তাদের দর্শন করালেন। পরে ব্রহ্মহ্রদে নন্দাদি গোপগণকে নিমজ্জিত করে ব্রহ্মালোক দর্শন করালেন। যেখানে অক্রুরও বৈকুণ্ঠ দর্শন করেছিলেন। তাঁরা বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করে পরমানন্দে পরিপূর্ণ হলেন এবং সেখানে দেবতাগণ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করছেন দেখে বিস্মিত হয়ে বেদবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করলেন।

অধ্যায় (২৯—৩৩)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শরতের মল্লিকাদি বিবিধ শারদীয় কুসুমশোভিত রজনী দেখে যোগমায়াশক্তি বিস্তার করে ক্রীড়া করতে ইচ্ছা করলেন। যদিও তাঁর ক্রীড়া কারও জ্ঞানগম্য হতে পারে না, জানা সম্ভবপর নহে। দীর্ঘকাল পরে সমাগত প্রিয় যেমন কুঙ্কুমরাগে প্রিয়ামুখ লেপন করে থাকে সেইরূপ পূর্বদিগ্ বধূর মুখখানি তরুণ কিরণ রাগে রঞ্জিত করে শারদ পূর্ণচন্দ্র উদিত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ জ্যোছনাস্নাত সেই সুরম্য বনস্থলী দেখে রমণীগণের মনোহরণকারী অব্যক্তমধুর গীতধ্বনি করলেন। শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত শ্রবণ করে ব্রজস্ত্রীগণ আকৃষ্টা চিত্তা হয়ে পরস্পরের প্রতি দ্বেবশূন্যা হয়ে দ্রুতবেগে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য ছুটে এসে সেই স্থানে উপস্থিত হলেন। কেহ গো দহন, কেহ দুগ্ধাবর্তন, কেহ গোধূমকণা রন্ধন, কেহ অন্ন পরিবেশন, কেহ শিশুকে স্তন্যদান, কেহ ভোজন, কেহ বা অঙ্গরাগলেপন করছিলেন -ঐ সকলেই স্ব স্ব কার্য্য পরিত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে গমন করলেন। তাঁদের পতি, পিতা, ভ্রাতা, ও বন্ধুগণ শত সহস্র নিষেধ করেও তাঁদের গতি রোধ করতে পারলেন না। গৃহমধ্যে পতিসেবনরতা কতকগুলি গোপরমণী গৃহাভ্যন্তরে অবরুদ্ধ হয়ে বেরোতে না পেরে তাঁরা উৎকণ্ঠচিত্তে নয়ন মুদ্রিত করে শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করতে লাগলেন। তখন তাঁরা ধ্যানযোগে উপপতি বুদ্ধিতে সেই পরমাত্মাকে পেয়ে সর্ববিধ বন্ধন মুক্ত হয়ে গেলেন।

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন, হে মুনে! ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণকে কান্ত বলে জানতেন, তাঁদের ব্রহ্মবুদ্ধি ছিল না, তথাপি কি প্রকারে ব্রজরমণীগণ গুণময় দেহে মুক্ত হলেন? শ্রী শুকদেব বললেন, রাজন্! পূর্বে বলেছি, শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণকে দ্বেব করেও ভববন্ধন হতে মুক্তিলাভ করেছিল, তবে কৃষ্ণপ্রিয়াদের সম্বন্ধে আর কথা কি? ভগবানের রূপধারণ মানবগণের পরমমঙ্গল বিধানের জন্য। তিনি স্বয়ং অব্যয়, অপ্রমেয়, নির্গুণ ও গুণনিয়ন্তা। তাঁর প্রতি নিয়ত কাম,ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, ঐক্য বা সখ্য প্রভৃতি যে, কোনও ভাবেই হোক যে কেহ ভগবানকে ভাবনা করুন না কেন; সে সেই ভাবেই তন্ময়তা লাভ করে থাকেন। বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই, স্থাবরাদিও তাঁর সংস্পর্শে মুক্তি লাভ করে। হে রাজন্! শ্রীভগবানের মহিমার পরিচয় সেই মাতৃগর্ভ হতে পেয়েছ, অতএব যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের লীলা বা মহিমার কথা শুনে অসম্ভব বুদ্ধি পোষণ করা আশ্চর্য্যান্বিত হওয়া উচিত নহে। শ্রীকৃষ্ণ নিজ নিকটে গোপীদিগকে

উপস্থিত দেখে বিবিধ বাক্য ভঙ্গি করে বললেন—তোমরা এসেছ? ব্রজের কুশল তো? আগমনের কারণ বল এবং আমি তোমাদের জন্য কি করতে পারি? ইহাতে ভয়ঙ্কর প্রাণিগণ ইতস্ততঃ বিচরণশীল রাত্রিকাল তোমাদের এখানে থাকা উচিত নহে। তোমরা ফিরে যাও। তোমরা স্ত্রী জাতি তোমাদের গৃহে না দেখে নিকট আত্মীয় সবাই তোমাদের অন্বেষণ করছেন। তাঁদের চিত্তে দুঃখ উৎপাদন করো না। তোমরা সুন্দর সাজানো বৃন্দাবন দেখেছ তো? তোমাদের মনোরথ পূর্ণ হয়েছে। অতএব অবিলম্বে গৃহে ফিরে গিয়ে পতিসেবায় চিত্ত স্থাপন কর পতিপুত্রগণের সেবাই স্ত্রীগণের শ্রেষ্ঠধর্ম। অন্য সকল জীবের ন্যায় তোমরাও যে আমাকে প্রীতিকর তা সমুচিত বটে, কিন্তু পতি যেমনই হউক, স্ত্রী কখনও পতিকে ত্যাগ করবে না। আর দেখ— "শ্রবণ , দর্শন, ধ্যান ও কীর্তনে আমাতে যেমন প্রীতি লাভ হয়, ভাবোদয় হয়, আমার নৈকট্য দ্বারা তেমন হয় না। অতএব তোমরা গৃহে ফিরে যাও।"* গোপললনারা শ্রীকৃষ্ণের এইকথা শুনে অত্যন্ত ভগ্নো মনোরথ হলেন এবং চিন্তিত হলেন, রুদ্ধকণ্ঠে গদ্‌গদ্ বচনে বললেন, হে প্রাণ বল্লভ! এ বাক্য অতি নিষ্ঠুর। কেন এই প্রকার নৃশংস বচন প্রয়োগ করছ? আমরা সবকিছু ছেড়ে ভক্তিভরে তোমার চরণ সেবার ইচ্ছাতেই এখানে আশ্রয় করেছি। হে স্বাধীন! দেব আদিপুরুষ যেমন মুমুক্ষু ব্যক্তিগণকে গ্রহণ করেন, তুমিও আমাদিগকে সেইরূপ গ্রহণ করো। আমাদিগকে ত্যাগ করো না। তোমার বাক্য সকল তোমার মুখেই থাকুক। পতিপুত্রাদি কেবল ক্রীড়াদায়ক, আমরা সে সকল তো একেবারেই ছেড়ে এসেছি, আমাদের সে চিত্ত তো তুমিই হরণ করেছ। তুমি সর্বজীবের প্রিয়তম ঈশ্বর, বন্ধু ও আত্মা। তুমিই সকল পতি পুত্রাদির অধিষ্ঠানস্থল, হে বরদেশ্বর! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও, আমরা চিরদিনই তোমার চরণ সেবা করার আশা পোষণ করে আসছি। তোমাকে সেবা করলেই আমাদের পতিপুত্রাদির সেবা করা হবে। তা তুমি নিষ্ফল করো না। গৃহকার্য্যে আমাদের যে মন ছিল, তা তুমি আকর্ষণ করেছ, যে হাত দিয়ে সে কাজ করব সে হাতও অবশ হয়ে গিয়েছে। আর-পদদ্বয় তোমার পাদমূল হতে এক পদও চলতে পারছে না, তবে কেমন করে ব্রজে যাব, আর যেয়েই কি করব? আমাদের হৃদয়ে যে আকাঙ্ক্ষা জন্ম নিয়েছে তা তুমি নির্বাপণ কর। তা যদি না কর তবে তোমার বিরহাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে তোমার চরণ ধ্যান করতে করতে তোমার পাদমূলে স্থান লাভ

---

* শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানাৎ ময়ি ভাবোঽনু কীর্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্।। ১০/২৯/২৭

করতে পারব। হে অরণ্য জয়প্রিয়! যাঁর কৃপাদৃষ্টি লাভের ন্য ব্রহ্মাদি দেবগণ সদাই আকাঙ্ক্ষিত, শ্রীমতী তুলসী আদি ভক্তগণ এবং সুরগণ পূজিতা স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী সতত তোমার বক্ষঃস্থলে বাসের অধিকার পেয়েও চরণ কমল প্রাপ্তির লালসা করে থাকেন। সেরূপ আমরাও সর্বত্যাগ করে তোমারই চরণে প্রপন্ন হয়েছি। হে সর্বদুঃখহারিন্! আমাদের উপর প্রসন্ন হও। হে পুরুষরত্ন! তোমার সুন্দর হাস্য ও দৃষ্টি দ্বারা তীব্রকামতপ্ত আমাদিগকে তোমার দাসী করে লও।

হে শ্রেষ্ঠ! তোমার বেণুগীত শুনে মোহিত হবে না এমন কোন্ রমণী এই তিন লোকে আছে, যে তোমার ত্রিলোকমোহন এই রূপ দেখে সদাচারধর্ম হতে বিচ্যুত হবে না! এমন কি তোমার ভুবনমোহনরূপে ও বংশীতানে পক্ষী, বৃক্ষ এবং গবাদি পশুগণ পর্য্যন্ত পরমানন্দে পুলকিত হয়ে যায়। হে আর্তের বন্ধু! আদি পুরুষ নারায়ণ যেমন দেবলোকের কর্তা সেরূপ তুমিও ব্রজবাসিগণের সর্বদুঃখ হরণের জন্য জন্ম গ্রহণ করেছ; অতএব এই দাসীগণের হৃদয়ে ও মস্তকে তোমার করকমল অর্পণ কর।

শ্রীশুকদেব বললেন,—যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাদের এই দৈন্য বচন সকল শুনে হাসতে হাসতে ব্রজরমণীগণের অশ্রু-মার্জ্জনাদি করে নক্ষত্র পরিশোধিত চন্দ্র মণ্ডলীর ন্যায় সেই গোপরমণীগণের সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হলেন। শীতল পরম স্নিগ্ধ হিমবালুকাপূর্ণ সেই নদী পুলিনে বৈজয়ন্তী মালায় সুশোভিত হয়ে কখনও নিজে উচ্চৈঃস্বরে গান করতে করতে বিচরণ করতে লাগলেন। কখনও গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণ লীলাদি গান গাইতে লাগলেন। কটাক্ষ নিক্ষেপ, নানাঙ্গ স্পর্শ ও হাস্যপরিহাস দ্বারা গোপীগণের ভাবসমূহ উদ্দীপিত করে তিনি ক্রীড়া করতে লাগলেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট গোপীগণ পরমাদর লাভ করে তাঁরা অত্যন্ত অভিমানী হলেন। সর্বরমণী গণের অধিক সৌভাগ্যবতী বলে অহংকারী হলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের এই প্রকার মান দেখে তাঁদের সৌভাগ্য গর্ব ভঙ্গ করার জন্য সেই বিহার স্থানেই অন্তর্হিত হলেন।

শ্রী ভগবান্ হঠাৎ অন্তর্ধানে গোপীগণ অতিশয় বিরহ সন্তপ্ত হয়ে উঠলেন। অথচ তাঁতে আবিষ্টা হয়ে প্রত্যেকে 'আমিই কৃষ্ণ' বলে তাঁরই কার্য্য সকলের অনুকরণ, এবং সকলে মিলিত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণকথা গান করতে করতে উন্মাদিনীর ন্যায় বন হতে বনান্তরে তাঁর অন্বেষণ করতে লাগলেন। মধ্যে মধ্যে বনস্থ বৃক্ষ সকলকে দেখে শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। হে অশ্বত্থ! হে অশোক! হে বট! আমাদের মন হরণ করে নন্দনন্দন কোথা চলে গেছেন, তোমরা কি দেখেছ? হে

তুলসি! তুমি তো গোবিন্দ চরণপ্রিয়, তিনি কোন পথে গিয়েছেন, তুমি কি তাঁকে দেখেছ? হে মালতি! হে যূথিকে! পুষ্পচয়নচ্ছলে করস্পর্শে তোমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করে থাকেন, তিনি কি এইপথে গিয়েছেন? হে হরিণীগণ! এখানে যে কুন্দ পুষ্পমালার গন্ধ পাচ্ছি, আমাদের প্রিয় কি তবে এ পথ দিয়ে গিয়েছেন? এইভাবে ব্রজরমণীগণ শূন্য হৃদয়া হয়ে সমস্ত জীব, জন্তু, বৃক্ষ, লতাগুল্ম সকলকে একই ভাবে জিজ্ঞেস করতে করতে না পেয়ে বিক্ষুব্ধা হয়ে শ্রীকৃষ্ণকৃতলীলা অভিনয় সহকারে নকল করতে লাগলেন কেহ পূতনা, কেহ শকট, কেহ বকাসুর, কেহ কালিয়; কেহ দাবানল পানরত, কেহ গোবর্দ্ধন ধারণের অনুকরণ করতে করতে অবশেষে গিয়ে একজায়গায় তাঁর পদচিহ্ন দেখতে পেলেন। কিন্তু সেই পদচিহ্ন অন্য আর একটি পদচিহ্নের সঙ্গে যুক্ত তবে কি এখানে তিনি সেই প্রিয়ার কাঁধে হাত ধরে চলছিলেন? এ রমণী নিশ্চয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করে তাঁকে প্রসন্ন করেছেন নচেৎ গোবিন্দ আমাদিগকে ত্যাগ করে ইহাকে এই ভাগ্যবতী রমণীকে লয়ে নির্জ্জন স্থানে চলে আসবেন কেন? আমাদিগকে এই পদচিহ্ন সন্তপ্ত করে তুলল, তবে কি এই চতুরা রমণী অচ্যুতকে নিয়ে গিয়ে একাই অধরসুধা উপভোগ করছে। পরক্ষণে সেই পদচিহ্ন বিলুপ্ত আবার কোথাও পদচিহ্ন গভীর তবে কি তাঁকে কাঁধে তুলে পুষ্পচয়ন করেছিলেন? না প্রেয়সীর সুকোমল চরণতলে তৃণাঙ্কুর বিদ্ধ হলে প্রিয় কৃষ্ণ তাকে ক্রোড়ে ধারণ করে লয়ে গিয়েছেন? এইসব নানা ভাবনায় মত্ত হয়ে গোপীগণ বিভ্রান্ত হয়ে ইতস্ততঃ বিচরণ করতে লাগলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ যে সখীর সহিত মিলিত হন তিনি মনে করেন আমিই হয়তো সর্বশ্রেষ্ঠা। তাই তিনি গর্বিত মন নিয়ে বললেন—আমি আর চলতে পারছি না। আমাকে ক্রোড়ে ধারণ করে তোমার যেখানে ইচ্ছা হয় সেখানে নিয়ে চল। শ্রীকৃষ্ণ এইপ্রকার আবদার শুনে বললেন—তবে তুমি আমার স্কন্ধে আরোহণ কর। এই কথা বলে সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ সেখান হতে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। তখন সেই বধূ রোদন করতে করতে বলতে লাগলেন—হা নাথ! হা রমন! হা প্রিয়তম! হা মহাবাহো! তুমি কোথায়, তুমি কেন আমায় ছেড়ে গেলে? সখে এই দীনা দাসীকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চল। যে সখীগণ কৃষ্ণকে অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছেন তাঁরা তখন প্রিয়ত্যক্তা দুঃখিতা সখীকে দেখতে পেলেন। তাঁর নিকট সব কথা শুনে সখীগণ বিস্ময় প্রকাশ করলেন। তদন্তর সমস্ত ব্রজরমণী মিলিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করার জন্য বনে প্রবেশ করলেন। যতদূর

চন্দ্রকিরণে দৃষ্টি গোচর হল ততদূর পর্য্যন্ত অন্বেষণ করলেন। কিন্তু অন্ধকারে প্রবেশ করতে না পেরে নিরস্ত হলেন। সখীগণ নিজ গৃহ ভুলে গিয়ে কৃষ্ণ অন্বেষণ করছিলেন তাঁরা কৃষ্ণের খোঁজ না পেয়ে তাঁর আগমন আকাঙ্ক্ষায় কৃষ্ণ গুণগান করতে করতে যমুনা পুলিনে এসে উপস্থিত হলেন সেখানেই সকলে একযোগে কৃষ্ণের নাম গানে মত্ত হলেন।

গোপীগণ বললেন, হে প্রিয়! তোমার জন্ম দ্বারা ব্রজ ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে, সর্বসম্পদ অধিষ্ঠাত্রী মহালক্ষ্মী ব্রজভূমিতে আশ্রয় করেছেন। কিন্তু হায়! এই ব্রজে ত্বদ্‌গতজীবনা সখীগণ তোমার জন্যই প্রাণধারণ করে তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। হে কৃপানিধে! তুমি কেন অদৃশ্য হলে? একবার আমাদের দৃষ্টি গোচর হও। হে বরদ! তোমার সখীগণের জীবন হরণ করলে কি তাদের বধ করা হয় না? আমরা তোমার ক্রীতদাসী। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমিই তো আমাদের বিষজল, সর্প, রাক্ষস, বৃষ, বাত্যা; দাবানল প্রভৃতি এইরূপ বহুতর বিঘ্ন হতে রক্ষা করেছ। তবে এখন কেন বিমুখ হলে? হে সখে! তুমি শুধুই যশোদার পুত্র নও। তুমি তো সর্ব্বজীবের অন্তর্য্যামী। ব্রহ্মার প্রার্থনায় তুমি বিশ্বরক্ষার জন্য যদু কুলে জন্ম নিয়েছ কিন্তু তুমি কি শুধুই গোপিকাসুত? তোমার অভয়প্রদ করকমল আমাদের মস্তকে স্থাপন কর। তোমার এই দাসীগণের মনোরথ পূরণ কর। একবার তোমার মনোহর বদনকমল দেখাও। তোমার চিরদাসী অবলা আমরা । যা সকল জীবের পাপ-নাশন, কালিয়ের ফণায় নৃত্যচ্ছলে সমর্পিত তোমার পাদপদ্ম ন্যস্ত করেছিলে, সেই চরণযুগল আমাদের বক্ষঃস্থলে স্থাপন করে আমাদের হৃদয়ের তাপ নিবারণ কর। আমাদের সমস্ত অবজ্ঞা ক্ষমা করে সকল আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি কর। তোমার মধুর বাক্য আমাদের পাগল করেছে। হে বীর! এস, এস, এখন অধরাকৃত দ্বারা আমাদিগকে আপ্যায়িত কর—"তোমার কথা মৃত তাপদগ্ধজনের জীবনপ্রদ, বিজ্ঞজনসংস্তুত, সর্বদুঃখনিবারক, শ্রবণ মঙ্গল, সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত অতএব যে ব্যক্তি তোমার কথামৃত বিস্তৃত রূপে কীর্তন করে, জগতে সেই ব্যক্তি জীবগণের পাপশূন্য জীবন ও জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতি বহু দুর্লভ বস্তুর প্রদাতা।*

হে প্রিয়! হে কপট শিরোমণে! তোমার মৃদু হাস্য, তোমার ধ্যান মঙ্গল প্রণয় দৃষ্টি, তোমার মিলনযুক্ত অঙ্গভঙ্গি দেখে এবং তোমার মর্ম্মভেদী নির্জন সঙ্কেত লীলা,

---

* তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ।। ১০/৩১/৯

আমাদের চিত্তকে চঞ্চল করে তুলেছে। হে নাথ! তুমি যখন গোচারণ করার জন্য গোষ্ঠ হতে বনভূমিতে গমন কর, তখন তোমার নলিন সুন্দর পা দুখানি কঙ্কর ও তৃণাঙ্করাঘাতে ব্যথা হচ্ছে অনুভব করে আমাদের চিত্ত ব্যাকুল হয়। হে সর্বদুঃখহারিন্! তুমি কি তা জান না? তুমি যখন গোচারণে বনভূমিতে যাও তখন তোমার অদর্শনে ব্রজবাসিগণের যুগতুল্য মনে হয়। তখন ব্রহ্মাকে আমরা মনে মনে কত অভিশাপ করি। তোমার মোহন গীতে লুব্ধা হয়ে, তোমার সহিত নির্জ্জনে রতি প্রার্থনা ব্যঞ্জক আলাপ স্মরণ করে, তোমার সপ্রেম দৃষ্টি এবং লক্ষ্মীর নিকেতন বিশাল বক্ষঃস্থল নিরীক্ষণ করে যে স্পৃহা জন্মেছে, সেই স্পৃহাবশতঃ আমরা পতি, পুত্র, জ্ঞাতি, ভ্রাতা ও বান্ধব সকলকে ত্যাগ করে তোমার নিকটে নিশাকালে এসেছি। তোমার স্পৃহা দ্বারা আমাদের মন পীড়িত হচ্ছে; অতএব তুমি যে ঔষধ জান তা আমাদিগকে বিতরণ কর। কারণ তুমিই আমাদের জীবন। এই নিরাশ্রয়াদিগকে এমন সময়ে নির্ম্মমভাবে পরিত্যাগ করো না। স্বজনের হৃদরোগের প্রতিকার স্বরূপ যে বিশ্বমঙ্গল মহৌষধ তুমি জান, তার কিঞ্চিৎ আমাদের দিও। শ্রীশুকদেব বললেন, হে রাজন্! ব্রজগোপীগণ এমনিভাবে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন লালসার উৎকৃষ্টরূপে গান ও বিলাপ করতে লাগলেন। এমন সময় হঠাৎ পীতবসন ও বন মালাবিভূষিত মদনমোহন শূরবংশোদ্ভব মৃদুহাস্য শোভিত মুখকমল লয়ে তাদের সম্মুখে এসে সহসা আবির্ভূত হলেন। প্রাণ দেহ ছেড়ে গিয়ে হঠাৎ আবার ফিরে আসলে হস্তপদাদি অবয়ব সকল যেমন অকস্মাৎ সচল হয়ে উঠে; প্রিয়তমর দর্শন পেয়ে তদ্রূপ গোপীগণও হর্ষোৎফুল্ল নয়নে গাত্রোত্থান করে উঠলেন। আনন্দ সহকারে কেহ তাঁর হাত ধরলেন,কেহ তাঁর হাতখানা নিয়ে স্কন্ধের উপর রাখলেন, কেহ তাঁর চর্বিত তাম্বুল হাত পেতে নিলেন। আবার কেহ তাঁর চরণকমল টেনে নিয়ে বক্ষঃস্থলে স্থাপন করলেন। কেহ বা তাঁকে নয়নভরে দর্শন করতে লাগলেন কেহ প্রণয়বশতঃ ভ্রূকুঞ্চিত করে তাঁর দিকে তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। কেহ যোগিগণের ন্যায় চোখ বুজে শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করে আলিঙ্গন সুখে আনন্দিত হয়ে উঠলেন। মুমুক্ষু ব্যক্তি যেমন ভগবান্ ভক্তসঙ্গ লাভ করে যেমন সংসারতাপ পরিহার করে থাকেন তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে গোপীগণ তাঁদের বিরহ জাত সন্তাপ পরিত্যাগ করলেন। গোপীগণ বেষ্টিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ যমুনাপুলিনে প্রবেশ করে অধিকতর শোভায় শোভিত হলেন। তথায় তাঁদের কুচকুঙ্কুমাঙ্কিত উত্তরীয় দ্বারা আত্মবন্ধু উপবেশনের জন্য আসন রচনা করে দিলেন। ষড়ৈশ্বর্য্য সম্পন্ন ভগবান্ গোপী সভামধ্যে সেই আসনে উপবিষ্ট হলেন তখন তাঁর

দেহ সমগ্র ত্রিভুবনের সকল সৌন্দর্য্যের একমাত্র আধাররূপে প্রতীয়মান হল। ব্রজ সুন্দরীগণ হাস্যযুক্ত কুটিল ভ্রূভঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে সম্মানিত করে তাঁদের নিজ নিজ ক্রোড়দেশে তাঁর কর ও পদদ্বয়ের স্পর্শসুখ অনুভব করে তাঁকে অভিনন্দিত করতে লাগলেন। এবং জিজ্ঞাসা করলেন, হে কৃষ্ণ! কোন্ ব্যক্তিগণ ভজনকারী ব্যক্তিগণকে তাদের ভজনানুসারে ভজন করে থাকে? কোন ব্যক্তিগণই বা ইহার বিপরীত আচরণ করে? কারাই বা কি ভজনকারী, কি অভজনাকারী-এই উভয়প্রকার ব্যক্তিকেও ভজনা করে না? ইহার অর্থ কি? ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে কায়মনোবাক্যে ভজনা করে থাকেন। সে ভজনের বিনিময়ে তাঁর নিকট প্রেমব্যবহার না পেয়ে গোপীগণ অকৃতজ্ঞ স্বভাবের পরিমাপ করতে না পেরে ক্ষুব্ধ হয়ে এইরূপ প্রশ্ন করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে সখিগণ! যে ভজনা পাবার জন্য অন্যের ভজনা করে তাদের ভজনা কেবল স্বার্থের জন্য অতএব তারা আপনাকেই আপনি ভজনা করে। তাদের সৌহার্দ্দ ধর্মের সম্পর্ক নাই, কারণ সে ভজন নিষ্কাম ভজন নহে। পিতামাতা যেমন ভজনাবিমুখ সন্তানকেও অকপটভাবে প্রতিপালন করে থাকেন, সেইরূপ ভজনা না পেয়েও যে ভজনা করে, তাদের সেই ভজনে নির্মল ধর্ম ও সৌহার্দ্দ আছে। যে কারোও ভজনা করে না, সে হয় আপ্তকাম, না হয় অকৃতজ্ঞ না হয় গুরুদ্রোহী।

ধর্মহীন ব্যক্তি দৈবলব্ধ ধন নষ্ট হলে যেমন সেই নষ্টধর্মের কথাই ভাবে, আর কিছুই ভাবতে পারে না, আমার ভক্ত তেমন আমাকে না পাওয়া পর্যন্ত স্থির হয়ে থাকতে পারে না। তোমরা আমার জন্য বেদধর্ম, লোকধর্ম এবং আত্মীয় ধন জ্ঞাতি সবই পরিত্যাগ করে এসেছ, তোমাদের ধ্যানে প্রবৃত্ত করার জন্যই আমি তিরোহিত হয়েছিলাম। অদৃশ্যে থেকে আমি তোমাদের প্রেমালাপ বিলাপ সবকিছুই শুনতে শুনতে ভজনা করছিলাম। হে প্রিয়াগণ! আমি তোমাদের প্রিয় সুতরাং আমার প্রতি রুষ্ট হওয়া বা কটূবাক্য নিক্ষেপ করা উচিত নহে। তোমরা যে অচ্ছেদ্য গৃহ সংসার পরিত্যাগ করে আমাকে যেভাবে ভজনা করেছ সেই ঋণ কেবল তোমাদের নিজগুণেই পরিশোধ হতে পারে। তোমাদের ওই ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতা আমার নাই। আমার সহিত তোমাদের সংযোগ অনিন্দ্য, দুস্ত্যজ গৃহবন্ধন ছেদন করে তোমরা আমার ভজনা করেছ। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ পরম মনোহর বচনাবলী শ্রবণ করে তাঁর অঙ্গাদি স্পর্শে পরম তৃপ্তা হয়ে বিরহ জনিত সন্তাপ পরিত্যাগ করলেন। এবং সখীগণ পরস্পরের বাহুবন্ধনে মিলিতা হলেন। শ্রী গোবিন্দও তখন সুমধুর রাসক্রীড়া আরম্ভ করলেন। গোপীমণ্ডল মণ্ডিত অচিন্ত্যশক্তি সম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্

তাঁদের প্রতি দুইজনের মধ্যভাগে প্রবিষ্ট হয়ে সেই মহোৎসবে সম্যক্‌রূপে প্রবৃত্ত হলেন। প্রত্যেকে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা হস্তে গৃহীতা হয়ে মনে করলেন যে শ্রীকৃষ্ণ যেন কেবল তার নিকটে বিদ্যমান আছেন। সেই সময় স্বর্গবাসীর দেবগণ নিজ নিজ স্ত্রীবৃন্দ সহ সমাগত আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল। তদনন্তর দুন্দুভি সকল আপনা হতে বেজে উঠল এবং অজস্রধারায় পুষ্পবর্ষণ হতে লাগল। অন্যেরা সকলে শ্রীভগবানের সুনির্মল যশোগাথা গান করতে লাগলেন। স্বর্গের দেবগণ আপন আপন বনিতাদিগকে সঙ্গে করে রাসনৃত্যে তন্ময়তায় নানা ভঙ্গীতে নৃত্যবিলাসে ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। দেবকীনন্দন মণিমালামধ্যে ইন্দ্রনীলের ন্যায় অতিশয় শোভা পেতে লাগলেন। গোপীগণও নানা নৃত্য ভঙ্গিজনিত চঞ্চল কুচবস্ত্র; শিথিল কবরী-মেখলা ও বিন্দু বিন্দু স্বেদমুখী হয়ে গান করতে করতে মেঘচক্রে তড়িৎপুঞ্জের ন্যায় নিরতিশয় শোভা পেতে লাগল। কৃষ্ণস্পর্শে শিহরিতা সেই গোপরমণীগণের উচ্চৈঃস্বরে সেই গীতধ্বনি সমগ্র বিশ্বজগৎ পরিব্যাপ্ত হল। কোন গোপীর উচ্চাঙ্গের সুরালোপে শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে সাধু সাধু বলে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে উর্দ্ধলোকে তুলে দিলেন। নৃত্য শ্রান্তা কোন গোপী বাহু দ্বারা প্রিয়ের স্কন্ধ গ্রহণ করলেন। তাঁর হস্তের বলয়ও কেশের মল্লিকা ও কুসুম শিথিল হয়ে পড়ল। কেহ স্বীয় স্কন্ধে ন্যস্ত প্রিয়ের চন্দন-চর্চিত পদ্ম গন্ধ বাহু আঘ্রাণ করে রোমাঞ্চিতা হয়ে তা চুম্বন করতে লাগলেন। কেহ বা তাঁর নৃত্যচঞ্চল কুন্তলে আভান্বিত গণ্ডদেশ আপন গণ্ডে স্থাপন করলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে চর্ব্বিত তাম্বুল প্রদান করলেন। ব্রজগোপীগণ লক্ষ্মীদেবীর একান্তবল্লভ অচ্যুতকে কান্তরূপে লাভ করে ও তাঁর বাহু দ্বয়ে গৃহীত কণ্ঠা হয়ে তাঁরই নির্মল যশোগাথা গান করতে করতে বিহার করতে লাগলেন। অপূর্ব আনন্দে ব্রজগোপীগণ আজ কতই না আনন্দে বিভোর হলেন। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গলাভে আনন্দবেশে এতই আকুলচিত্তা হয়েছিলেন যে তাঁদের মস্তকাস্থিত পুষ্পমালা ও অঙ্গস্থ আভারণ সমূহ বিগলিত হতে লাগল এবং তাঁরা তাঁদের আলুলায়িত কেশপাশ শিথিল পরিধেয় বাস যথোচিত ভাবে প্রতিবদ্ধ করতে সমর্থ ছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণে ঐ রূপ রাসক্রীড়া দর্শনে দেবগণ বিস্ময়াবিষ্ট হলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আত্মারাম হয়ে যত গোপী তত মূর্তি ধারণ করে সেই ব্রজগোপীগণের সহিত স্বচ্ছন্দে লীলা বিহার করতে লাগলেন। রাসরতি বিহারে নিরতিশয় ক্লান্তা ব্রজগোপীগণের প্রতি কৃপা করে তাঁদের শ্রম দূর করার জন্য জলক্রীড়ার্থ তিনি গোপীগণে পরিবৃত হয়ে যমুনার জলে প্রবেশ করলেন। সখিগণ, চারিদিকে হতে আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণকে গাত্রে বারি নিক্ষেপ করে

পরম প্রেমে তাঁকে অভিষিক্ত করতে আরম্ভ করলেন। তারপর জল হতে উঠে তাঁরা যমুনার তীরবর্তী সুরম্য উপবনে ক্ষণকাল বিচরণ করতে লাগলেন। নিজ আত্মার অবরুদ্ধ কাম হয়ে সেই সত্যকাম এইরূপে শরৎযামিনীর সমস্ত সৌন্দর্য্য সেই অনুরক্তা অবলাগণ সহ উপভোগ করেছিলেন।

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি বলেছেন-ধর্মসংস্থাপন ও অধর্মপ্রশমন জন্য ঈশ্বরের অংশাবতার শ্রীকৃষ্ণ। ধর্মের বক্তা ও রক্ষক এবং স্বয়ং আপ্তকাম হয়েও কোন্ অভিপ্রায়ে তিনি ধর্মবিরুদ্ধ পরস্ত্রী সংসর্গ করলেন? আমাদের এই সন্দেহ জাল ছিন্ন করুন।

শ্রীশুকদেব বললেন,—রাজন্! কর্মাদিপারতন্ত্ররহিত ঈশ্বরদিগের কখনও কখনও আচরণে ধর্মব্যতিক্রম ও অসাধারণ সাহস দেখা যায় বটে কিন্তু সর্বভুক অগ্নি ভালমন্দ বিচার না করেও যেমন অপবিত্র হয় না সেইরূপ তেজস্বীগণের ধর্ম ব্যতিক্রম ঘটলেও কলুষিত হয় না, ধর্ম ও অধর্ম জীবেরই; ভগবানের নহে। কিন্তু দুর্বলেরা এইরূপে আচরণের সঙ্কল্পও করবেনা তা হলে মূঢ়তাবশতঃ বিনাশ হবে। দেবাদিদেব শঙ্কর সমুদ্র মন্থন জাত বিষপান করেছিলেন, অন্যকেহ বিষপান করলে যেমন বিনষ্ট হবে সেইরূপ অনীশ্বর ব্যক্তি মূঢ়তা বশতঃ — এইরূপ কর্ম করলে পাপদৃষ্ট হবে। ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের উপদেশ মুমুক্ষুগণের গ্রহণীয়। তাঁরা যা করতে বলবেন সাধারণ লোকে তাই প্রতি পালন করবে। তাঁদের যে আচরণ তাঁদের উপদেশের অনুরূপ হবে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিবেচনাপূর্বক তারও অনুষ্ঠান করবে। তাঁরা পর্য্যালোচনা করে দেখবেন যে ঈশ্বরাচরিত কর্মসকল তাঁর নিজ উপদেশ বাণীর অনুকূল কিনা? অনুকূল হলে তাহলে তা অনুসরণ করবে। যাঁদের আত্মভিমান সমূলে নষ্ট হয়েছে, সদাচরণ দ্বারা কোন উদ্দেশ্যসিদ্ধি বা অসদাচরণ দ্বারা কোন অনর্থপাতের কোন কথাই তাঁদের সম্বন্ধে উঠে না। ঈশ্বরগণেরই যদি নিরহঙ্কারবশতঃ অর্থ বা অনর্থের সম্পর্ক না থাকে তা হলে তির্য্যগাদিরূপে পশু,পক্ষী, মনুষ্য ও দেবতা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ অধীন জীবগণের যিনি নিয়ামক এবং তাদের সকল কর্মের যিনি ফলপ্রদাতা, সেই স্বতন্ত্র পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পাপ ও পুণ্যের সহিত যে সম্পর্ক নাই তাতে আর বলবার কি আছে? তাঁর অনুগৃহীত মুনিঋষিগণ যোগবলে জগতে কর্মবন্ধন ছেদনপূর্বক ইচ্ছামত বিচরণ করেও বন্ধন প্রাপ্ত হয় না। স্বেচ্ছায় লীলাবিগ্রহ ধারী শ্রীকৃষ্ণের কর্মজনিত বন্ধন কিরূপে হবে? লোকানুগ্রহার্থ শ্রীকৃষ্ণ এই লীলা করে গিয়েছেন, যেন এই সকল লীলাকথা শ্রবণ করে মনুষ্যদেহধারী জীব ভগবৎমুখী হয়ে উঠে।

সেই সর্বাধিপতি তো গোপীদিগের ও তাদের পতিদের সকলের অন্তরেই সর্বদা বিচরণ করে থাকেন। ব্রজবাসীগণ তাঁর মায়ায় মোহিত হয়ে নিজ নিজ পত্নীবৃন্দকে নিজ নিজ পার্শ্বে অবস্থিত মনে করে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কোন প্রকার বিরুদ্ধভাব প্রদর্শন করেন নাই। রাসবিহার করতে করতে যখন নিশাবসানে ব্রাহ্মমুহূর্ত উপস্থিত হল তখন শ্রীকৃষ্ণের অনমতিক্রমে ব্রজরমণীগণ নিতান্ত অনিচ্ছায় স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করলেন। মহারাজ! ব্রজবধূগণ এই রাসলীলা বৃত্তান্ত যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে শ্রবণ করেন এবং উহা বর্ণনা করেন তিনি শীঘ্রই ভগবৎপদে পরমা ভক্তিলাভ করে অচিরাৎ কামরূপ মানসিক পীড়া হতে মুক্তি পেতে পারবেন।

অধ্যায় (৩৪—৩৭)

শ্রীশুকদেব বললেন,— হে রাজন্! একদিন শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে শ্রীনন্দ ও গোপগণ শকটারোহণে অম্বিকাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন। সেখানে নন্দ ও গোপবৃন্দ অম্বিকাবনস্থিত সরস্বতী নাম্নী নদীতে স্নান করে শুদ্ধ পবিত্র হয়ে বিবিধ উপচারে পশুপতি শ্রীশঙ্কর ও অম্বিকাদেবীর পূজা করলেন। অনন্তর নন্দ, সন্নন্দ প্রভৃতি গোপবৃন্দ ব্রতধারণ করে জলমাত্রপান করে শুয়ে থাকলেন। সেই সময় এক বুভুক্ষু মহাসর্প এসে নন্দকে গ্রাস করল। গোপরাজ নন্দের আর্তনাদে গোপগণ নন্দরাজকে সর্পগ্রস্ত দেখে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে জলন্ত কাষ্ঠ খণ্ড দ্বারা সর্পের পুচ্ছভাগে আঘাত করতে লাগলেন। কিন্তু সর্প তার গ্রাস বিন্দুমাত্রও শিথিল করল না। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সত্বর উপস্থিত হয়ে সেই সর্পকে পাদস্পর্শ করলেন। শ্রীভগবানের পদস্পর্শলাভে সর্প সঙ্গে সঙ্গে এক সুদুর্লভ কান্তি বিদ্যাধরবেশ ধারণ করে উত্থিত হল। শুকদেব এখানে শ্রীকৃষ্ণকে সাতত্বপতি বলে উল্লেখ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রণত পুরুষকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে শুভদর্শন! আপনি কে? এবং কেনই বা অনিচ্ছায় সর্প যোনি প্রাপ্ত হয়েছেন? বিদ্যাধর বললেন, আমার নাম সুদর্শন, আমি গর্বিত হয়ে বিমান আরোহণে ইতস্ততঃ বিচরণ করতে করতে একদিন অঙ্গিরস ঋষিগণকে তাঁর তপঃকৃশ বিকৃতদেহ দেখে উপহাস করি এবং তাঁদের শাপে নিজ অপরাধেই তৎক্ষণাৎ সর্প যোনি প্রাপ্ত হই। করুণস্বভাব ঋষি আমার প্রতি অভিশাপ প্রদান করে পরক্ষণে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিলেন, যার ফলে আপনার চরণ স্পর্শে আমি নিষ্পাপ হলাম। এবং পুনরায় দিব্য দেহ পেলাম। হে পাপহারিন্! আপনার নিকট স্বর্গলোক গমন

করবার অনুমতি প্রার্থনা করছি। শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করতে করতে পুনঃপুনঃ প্রণাম করে সুদর্শন স্বর্গধামে প্রস্থান করলেন। শ্রীকৃষ্ণের সেই স্বরূপ বৈভব দর্শন করে বিস্মিত হয়ে ব্রজবাসিগণ তথায় ত্রিরাত্রি যাপন করে কৃষ্ণগুণ-গান করতে করতে ব্রজভূমিতে আগমন করলেন।

অনন্তর একদা রাত্রিকালে রাম ও কৃষ্ণ ব্রজস্ত্রীগণসহ বন মধ্যে বিহার করতে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁদের উভয়ের মিলিত গীতমূর্চ্ছনায় গোপীগণ আলুলায়িত বসন ও বিহ্বল হয়ে পড়ল। তখন শঙ্খচূড় নামে এক বিক্রমশালী কুবেরানুচর রোদন পরায়ণা গোপীগণকে হঠাৎ উত্তরদিক অভিমুখে সবলে নিয়ে যেতে লাগল। দস্যুগণ কর্তৃক হঠাৎ গোপীগণ আক্রান্ত হলে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম উভয়েই তাদের রক্ষার নিমিত্ত পশ্চাতে ধাবিত হলেন। "আর তোমাদের ভয় নাই, ভয় নাই, মাভৈঃ রবে দ্রুতবেগে শঙ্খচূড়ের নিকটস্থ হলেন। মূঢ়মতি শঙ্খচূড় ভয়ে স্ত্রীজনকে পরিত্যাগ করে পলায়ন করল। বলরাম স্ত্রীগণের রক্ষক হয়ে সেখানেই থাকলেন আর শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খচূড়কে তাড়িয়ে মস্তকস্থ মণিসহ তার মস্তক ছেদন করে ফেললেন। শঙ্খচূড়কে নিহত করে উজ্জ্বল শিরোমণি গ্রহণ পূর্বক নিরক্ষমানা ব্রজবাসিগণের সমক্ষেই অগ্রজ শ্রী বলদেবকে প্রদান করলেন।

শ্রী শুকদেব বললেন,—রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ দিবাভাগে গোচারণে গমন করলে না ফেরা পর্য্যন্ত গোপীগণ তাঁর লীলা গান করে অতিকষ্টে দিন যাপন করতেন। তাঁরা পরস্পরকে বলতেন, সখিগণ, নন্দসুত যখন বামবাহুমূলে বামকপোল রেখে ভ্রূ কুঞ্চিত করে সুকোমল অঙ্গুলিসম নানা রন্ধ্রে চালিত করে বেণু বাজাতে থাকেন, তখন সিদ্ধ কামিনীগণ পতিসঙ্গে থেকেও কটির বসন ঠিক রাখতে পারেন না। গো-মৃগাদি পশুগণ তৃণদংশন করতে করতে চিত্রার্পিতবৎ দলে দলে দাঁড়িয়ে পড়ে, নদী সকলের জল নিশ্চল হয়। কিন্তু আমাদের ন্যায় অল্পপুণ্যবশতঃ তাঁর পদরেণু স্পর্শ করতে পারে না; তরুগণ প্রেমে হৃষ্টতনু হয়ে মধু ধারা বর্ষণ করতে থাকে। সরোবরের হংস ও সারসগণ তাঁর কাছে এসে নিমীলিত নেত্রে বসে থাকে, মেঘের গর্জ্জন ও স্তব্ধ হয়ে যায়; মেঘ যেন ছত্র ধরে তাঁর উপর পুষ্প বর্ষণ করে। যশোদাকে বললেন, হে সতি! তোমার তনয় বিধি গোপাচারে অভিজ্ঞ। বাদ্য বিষয়ে তিনি যে সকল স্বরজাতি শিখেছেন, তা যখন আলাপ করতে থাকেন দেবেশ্বরগণও তখন মুগ্ধ হয়ে স্কন্ধ অবনত করেন। আমরাও স্খলিত বসনা হয়ে পড়ি। তোমার পুত্র যখন কণ্ঠস্থ মালার মণি সকল দ্বারা গাভী গণনা করতে করতে বয়স্যের স্কন্ধে হাত রেখে গমন করতে

করতে আসেন, তখন হরিণী সকল মুগ্ধা হয়ে তাঁর নিকট এসে দাঁড়িয়ে থাকে। ঐ দেখ, দিনান্তে গোধন নিয়ে বেণু বাজাতে বাজাতে বৃদ্ধগণ দ্বারা বন্দিত ও সখাগণ দ্বারা গীত হয়ে গোগণের খুরোত্থিত ধূলি ধূসরিত মালা পরে শ্রমক্লিষ্ট দুরন্ত দিনপাত নিবারণ করে যামিনীপতি চন্দ্রের ন্যায় সমুদিত হচ্ছে। যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ দিবাশেষে বিরহকাতর ব্রজগোপগণের পিপাসা আকুলিত নয়নের তৃষ্ণা নিবারণ করে ধীর গতিতে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। কৃষ্ণপ্রাণা মহাভাগ্যবতী ব্রজরমণীগণ দিবাভাগে বিরহকাল অতিবাহিত করে থাকেন।

অনন্তর অরিষ্টনামা এক বৃষভাকৃতি অসুর খুরতাড়নে ব্রজভূমি ক্ষতবিক্ষত ও কম্পিত করে গোষ্ঠস্থল ব্রজভূমিতে উপস্থিত হল। অসুর কর্কশ শব্দ ও পদ দ্বারা ব্রজভূমি বিদারণ পূর্বক পুচ্ছ উর্দ্ধে উত্তোলিত করে শৃঙ্গাগ্র দ্বারা উচ্চস্থান উৎক্ষেপিত করে প্রাচীর ভঙ্গ করতে লাগল। তার সেই ভয়ঙ্কর ধ্বনি শ্রবণে গাভীগণের অকাল গর্ভস্রাব ও গর্ভপাত হয়েছিল। পশুগণ ভয়ে ভীত হয়ে গোকুলভূমি পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করতে লাগল। গোপ ও গোপীগণ অসুরের এই কাণ্ড দেখে নিতান্ত ভয়কম্পিত হয়ে গেল। কম্পিত হৃদয়ে তাঁদের প্রিয় আরাধ্য দেবতা শ্রীগোবিন্দের শরণ গ্রহণ করলেন। হে কৃষ্ণ! রক্ষা কর, রক্ষা কর, এই কথাই কেবল বলতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ পলায়ন পর ভয় ব্যাকুল গোকুলবাসিগণকে দেখে অভয় দিয়ে বললেন, ভয় নাই, ভয় নাই, মাভৈঃ। শ্রীকৃষ্ণ সেই বৃষভাকৃতি অসুরকে ডাক দিলেন। এবং নানা কটূবাক্য বলে অসুরকে কুপিত করে এক সখার স্কন্ধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকলেন। অসুর শ্রীকৃষ্ণের কথায় ভয়ঙ্কর কুপিত হয়ে নিরতিশয় ক্রোধভরে খুরের আঘাতে পৃথিবীতল বিদারণ করতে করতে ইন্দ্রের বজ্র যেমন দ্রুতগতি ছুটে চলে সেরূপ অসুর শৃঙ্গাগ্র ভাগ সম্মুখে ন্যস্ত করে রক্তচক্ষুর বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্বক তর্জ্জন করে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হল। শ্রীকৃষ্ণ তার শৃঙ্গদ্বয় হস্তে ধারণ করে একটি শৃঙ্গ উৎপাটন করে তৎদ্বারাই আঘাতে তাকে নিহত করলেন। অনন্তর দেবগণ শ্রীকৃষ্ণের মস্তকোপরি কুসুম বর্ষণ করতে লাগলেন। গোপবাসিগণের কর্তৃক স্তূয়মান হয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলভদ্র গোষ্ঠে প্রবেশ করলেন।

ব্রজভূমিতে অসুর নিহত হওয়ার পর ভগবান্ নারদ কংসের নিকট গিয়ে বললেন, হে অসুরপতে! দেবকীর অষ্টম গর্ভসম্ভূতা যে কন্যা তা যশোদার কন্যা দেবকীর নহে। ব্রজে যশোদার তনয় বলে যে পরিচিত সে দেবকীর পুত্র, যশোদার

নহে। রোহিণীর পুত্র বলরাম, দেবকীর সপ্তম সন্তান। কংস! তোমার ভয়ে বসুদেব পুত্রদ্বয়কে নিজ মিত্র নন্দের গৃহে রেখে এসেছিলেন। এই পুত্রদ্বয় হতে তোমার সমস্ত অনুচরগণ মৃত্যু মুখে পতিত হচ্ছে। কংস নারদের বাক্য শুনে ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য সুতীক্ষ্ণ অসি হস্তে ধারণ করল বসুদেবের বিনাশের উদ্দেশ্যে। কিন্তু নারদের কথায় বসুদেবের পুত্র বলরাম ও কৃষ্ণকে নিজ মৃত্যু স্বরূপ জ্ঞান করে দেবকীর সহিত বসুদেবকে লৌহ শৃঙ্খলে বন্ধন করল। এরপর কংস কেশিনামক দৈত্যকে আহ্বান করে রাম ও কৃষ্ণকে বধের নিমিত্ত প্রেরণ করল।

ঐ দৈত্য অশ্বের মূর্তি ধরে ভূমি ও গগন কম্পিত করে ঘোর নিনাদে শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করতে করতে এসে নন্দ ব্রজালয়ে উপস্থিত হল। সে সুকঠোর গর্জ্জনে গোকুল ভূমিতে ত্রাস সৃষ্টি করে যুদ্ধের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। শ্রীকৃষ্ণ নিকটে আশামাত্র কেশী দৈত্য তার পশ্চাদ্ ভাগের পদদ্বয় দ্বারা তাঁকে যেই প্রহার করতে উদ্যত হল অমনি তিনিও তার দুইপদ ধরে তাকে সবলে দূরে নিক্ষেপ করলেন। গরুড় যেরূপ ভাবে সর্পকে অবজ্ঞা ভরে দূরে নিক্ষেপ করে থাকে। কেশী চেতনা লাভ করে পুনরায় সক্রোধে মুখব্যাদান করতে করতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হল। তখন শ্রীকৃষ্ণ নিজ বামবাহু তার মুখবিবরে প্রবিষ্ট করে দিয়ে সেই বাহুতে এমনভাবে স্ফীত ও কম্পিত করলেন যে উত্তপ্ত লৌহস্পর্শের ন্যায় দানবের সকল দন্ত স্খলিত হল এবং নেত্র ও প্রাণবায়ু বর্হিগত হয়ে সে প্রাণহীন হয়ে ভূমিতলে পতিত হল।

একদিন গোপবালকগণ গোবর্দ্ধন পর্বতের উপরিস্থ সমতল স্থানে পশুচারণ করতে করতে চোর ও পশুপালকের অভিনয় ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হল। সেই সময় মহামায়াবী ময়পুত্র ব্যোম নামে এক অসুর গোপবালকের কেশধারণ করে স্বয়ং চোর সেজে মেষরূপী অনেকগুলি গোপবালক হরণ করে নিয়ে যেতে লাগল। তাদের গিরিগুহায় দ্বার আচ্ছাদন করে রাখল। অবশেষে ব্যোমাসুরের সেই কর্ম বুঝতে পেরে-সিংহ যেমন বৃককে আক্রমণ করে সেরূপ দুরাত্মাকে শ্রীকৃষ্ণ ধরে ফেললেন। ছাড়াবার বহু চেষ্টা করেও সফল হল না। পশুমারণের প্রথায় তাকে বধ করলেন এবং গোপবালকগণকে গিরিগুহা হতে উদ্ধার করলেন। গোপবৃন্দ কর্তৃক স্তুত হয়ে গোকুল ভূমিতে প্রবেশ করলেন।

হে রাজন্! ভগবত প্রবর দেবর্ষি নারদ একদিন এসে বললেন, হে কৃষ্ণ! হে বিশ্বনিয়ন্তা! হে বাসুদেব! হে সর্বাশ্রয়! হে প্রভো! "আপনিই সর্বভূতের একমাত্র

আশ্রয়, আপনি কাষ্ঠের ভিতরে অগ্নির ন্যায়, জীবের হৃদয় গুহায় সর্বদা বর্তমান, আপনি ঈশ্বর। জীবের আত্মস্বরূপ, সর্বভূতে বিদ্যমান, শক্তির অধীশ্বর, আপনি জগৎ পালন কর্তা ও সংহার কর্তা।"* আপনি অসুরবৃন্দের বিনাশের নিমিত্ত ও ভক্তিযুক্ত সাধুগণের রক্ষার নিমিত্ত অবতীর্ণ হয়েছেন। আপনি সকল দৈত্যকে অবলীলাক্রমে বিনাশ করেছেন। হে প্রভো! আপনি চানূর, মুষ্টিক ও অন্যান্য মল্লগণ, হস্তী এবং কংস প্রমুখকে বিনাশ করবেন। আপনার সমস্ত জগৎ তত্ত্বলীলা দর্শন করব। এদিকে কংস তার প্রধান অমাত্য হস্তিপক ও মল্লদিগকে নারদের কথা জানিয়ে বলল, রাম ও কৃষ্ণ এখানে আসলে তোমরা তাদিগকে মল্ললীলায় বিনষ্ট করবে। চতুর্দশী তিথিতে এক ধনুর্যজ্ঞ আরম্ভ করা হউক। উচ্চ মঞ্চ সকল নির্মিত করা হউক, রঙ্গ স্থলের দ্বারদেশে কবলয়পীড় নামক হস্তীকে রাম ও কৃষ্ণ বধে নিযুক্ত কর। উহার গণ্ড ও মুখমণ্ডল মদস্রাবধারায় সিক্ত এবং শুণ্ড লৌহদণ্ডে দৃঢ়নিবদ্ধ। বসুদেবের পুত্রদ্বয়কে ঐ দ্বারদেশেই কুবলয়াপীড় হস্তিটির দ্বারা বিনাশ কর। কংসবাক্য শ্রবণ করে সেই হস্তিপক ক্ষুব্ধ চিত্তে বলল—আপনার ন্যায় প্রসিদ্ধ রাজার ভগিনীপুত্রদ্বয়কে আমি কেন বধ করব? এর প্রত্যুত্তরে দুর্মতি কংস তথায় সমবেত জনগণকে শুনাবার উদ্দেশ্যে বলতে লাগল—কোনও সময়ে আমার মাতৃদেবী গৃহ উদ্যানে বিচরণ করছিলেন। বিচরণ করতে করতে নিজ পতিদেবতার কথায় চিন্তামগ্ন ছিলেন। সেই সময় দ্রুমিল নামে এক গন্ধর্ব্ব পৃথিবীতে বিচরণ করতে করতে ভ্রমণ পরায়ণা মাতাকে দেখতে পায়। মাতার হৃদয়ের চিন্তা জানতে পেরে গন্ধর্ব্ব কামার্ত্ত হয়ে যাদু প্রভাবে উগ্রসেনের মূর্তি ধারণ করে আমার মাতার নিকটে গমন করল। মাতা চিন্তে না পেরে গন্ধর্ব্বের সঙ্গে বনে গমন করলেন। রমণকালে ছদ্মপতিকে জানতে পেরে ক্ষুব্ধচিত্তে বললেন—রে ধূর্ত্ত! আর্য্যগণ নিন্দিত গর্হিত কার্য্য করলে কে তুমি দুরাচার? গন্ধর্ব্ব কুলোদ্ভব এবং দেবতুল্য বলে মাতাকে অনেক সন্তোষ জনক কথা বললেও মাতা তাকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হয়ে বললেন, বেদ; ধর্ম ও লোক মর্য্যাদার লঙ্ঘনকারী তোমা কর্তৃক আমি বিমলা হয়েও মালিন্যযুক্ত হলাম। গন্ধর্ব্ব বললেন, হে পদ্ম গন্ধিনি আমাদের এই সঙ্গম বশতঃ তোমার পুত্র লাভ হবে, অন্যথা হবে না। সেই পুত্র শ্রীসম্পন্ন, বুদ্ধিমান ও মহোৎসাহী হবে। এই কথা বলায় মাতা বললেন,

---

* ত্বমাত্মা সর্ব্বভূতানামেকো জ্যোতিরিবৈধসাম্।
গূঢ়ো গুহাশয়ঃ সাক্ষী মহাপুরুষ ঈশ্বরঃ।। ১০/৩৭/১২

ধর্ম হতে বিচ্যুত হওয়ায় সন্তপ্ত হৃদয়ে ক্রোধভরে বললেন, তোমার ন্যায় ধর্মসীমা লঙ্ঘনকারী চরিত্রহীন, পাপীজনের ঔরসজাত গুণহীন ক্রূরস্বভাব ও বলাৎকার রূপে সাহসেরই আকর হবে। সে পুত্র কি দেবগণ; দ্বিজগণ বা তপস্বীগণ কারও অনুগ্রহ ভাজন হবে না। আমি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করছি—"তোমার সেই পুত্র নরাধম হবে।" এই দৃঢ়োক্তি করলে সেই গন্ধর্ব্ব শাপ ভয়ে ভীত হয়ে বললেন—তোমার সেই পুত্র বান্ধবগণের চিরশত্রু হবে। এইবলে অন্তর্হিত হলেন। এই পুত্রই ভোজপতি কংস। গন্ধর্ব্ব অন্তর্হিত হলে মাতা গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন, তাঁর এই গোপন বৃত্তান্ত কেহ জানল না। শুধু নারদমুনি আমাকে কালক্রমে একদিন এই বৃত্তান্ত জানিয়েছিলেন। সেইদিন হতেই বন্ধুগণের প্রতি দ্বেষ করে আসছি। এই কারণেই "রাম ও কৃষ্ণকে হত্যা কর।" বসুদেব, উগ্রসেন, নন্দ ও দেবক প্রভৃতি গোপগণ ও যদুকুলের সমস্ত লোক পুত্রদ্বয়কে নিহত হতে দেখুক। দেশবাসী সকলকে আহ্বান করুক। তারা আমার পৌরুষ দর্শন করুক। অনন্তর যদুশ্রেষ্ঠ অক্রূরের হাত ধরে স্ফুটকণ্ঠে কংস বলল, বাস্তবিক ভোজ বৃষ্ণি বংশে আপনি ভিন্ন আমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী কেই বা আছে! সমর্থবান হয়েও ইন্দ্র যেমন বিষ্ণুর আশ্রয় করে নিজ অভীষ্ট ফল লাভ করেন তদ্রূপ আমি গুরুতর কার্য সাধনের নিমিত্ত আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি। আপনি নন্দ ব্রজে গমন করুন। সত্বর রাম ও কৃষ্ণকে এইস্থলে আনয়ন করুন। আমার প্রতিমিত্রকৃত্য করে আমার অনুগৃহীত করুন।

রাম ও কৃষ্ণ বালকদ্বয় আমার হন্তা। আপনি রথ নিয়ে গিয়ে মল্ল ক্রীড়ার নিমিত্ত আহ্বান করুন। মথুরাতে শোভা দেখাবার ছল করে তাদিগকে নন্দ সহ এখানে নিয়ে আসুন। আমি হস্তী বা মল্লদ্বারা তাদিগকে নিহত করব। রাম ও কৃষ্ণ নিহত হলে তাদের শোকে সন্তপ্ত বসুদেব প্রভৃতি তদ্বন্ধুগণকে এবং বৃষ্ণি, ভোজ ও দশার্হগণকে বিনষ্ট করব। পরে রাজ্যকামুক আমার বৃদ্ধ পিতা উগ্রসেনকে নিহত করে নিষ্কন্ট রাজ্য ভোগ করব। জরাসন্ধ আমার গুরু। দ্বিবিদ আমার সখা, নরক, বানাদিও আমার সুহৃদ , তাদের সকলের সাহায্যে অপরপক্ষীয় রাজগণকে অক্লেশে নির্মূল করে নিশ্চিন্ত মনে পৃথিবী শাসন করব। অক্রূর বললেন, "হে রাজন্! আপনি সম্যক্ উপায় নিরূপণ করেছেন বটে, কিন্তু উহার সিদ্ধি ও অসিদ্ধি বিষয়ে তুল্যভাব রেখে কার্য করতে হবে যেহেতু দৈবই ফলপ্রদান করে। উচ্চাভিলাষ দৈব কর্তৃকই প্রতিহত হয়। তথাপি লোক উচ্চাভিলাষ ত্যাগ করে না। ইহাতে কখনও হৃষ্ট হয় আবার

কখনও বা দুঃখ ভোগ করে। যদিও দৈব অনুকূল না হলে মনোরথ সিদ্ধি হয় না, ইহা পরমসত্য। যাহা হউক–আমি আপনার আজ্ঞা পালন করব।"* কংস ও অক্রূর নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করলেন।

অধ্যায় (৩৮–৪৪)

মহামতি অক্রূর পরদিন প্রাতে সুসজ্জিতরথ নিয়ে গোকুলের দিকে যাত্রা করলেন। তিনি কমললোচন শ্রীকৃষ্ণে পরম ভক্তি লাভ করেছিলেন। কৃষ্ণদর্শনের সুযোগ পেয়ে আনন্দের সহিত আবেগপূর্ণ মন নিয়ে পথে যেতে যেতে কতই না চিন্তা করতে লাগলেন। আমি কি এমন পুণ্য কর্ম করেছি কিংবা কি কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করেছি; অথবা কোন যোগ্যপাত্রে এমন কি দান করেছি, যার ফলে অদ্য আমি কেশব দর্শন করব। আমি বিষয়াসক্ত; আমার পক্ষে ভগবদ্দর্শন শূদ্রের বেদাধ্যয়নের ন্যায় মনে হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছে, আমার জন্ম সার্থক বোধ হচ্ছে। যোগিগণের চিন্তনীয় ভগবানের পাদপদ্মে আমি প্রণাম করতে পারব। অহো কি আশ্চর্য্য! আজ কংস আমার প্রতি সত্যসত্যই বিশেষ অনুগ্রহ করেছে। কালনদীর প্রবাহে পরিচালিত হয়ে কোনও কোনও ব্যক্তি কখন কখনও নদী উত্তীর্ণ হয়ে থাকে। ইহা হতে বুঝতে পারছি যে আমার যাবতীয় অমঙ্গল বিনষ্ট হয়েছে। আমার জন্ম সফল ও সার্থক হয়ে উঠেছে, কারণ যে চরণকমল ব্রহ্মারুদ্র প্রভৃতি দেবগণ; দেবী লক্ষ্মী ও সাত্বত প্রথাশ্রিত ভক্তবৃন্দসহ মুনিঋষিগণ অর্চনা করে থাকেন ও যে চরণ কমল গোচারণ উদ্দেশ্যে অনুচরগণের সহিত বনে বনে বিচরণ করে এবং গোপিকাগণের কুচকুঙ্কুমের দ্বারা চিহ্নিত হয়ে থাকে আমি সেই চরণকমল দর্শন করব। আজ আমার পরম সুপ্রভাত; কারণ সাধুগণের একমাত্র গতি ও উপদেষ্টা সেই শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের সৌভাগ্য আমি নিশ্চয়ই লাভ করব। অনন্তর তাঁকে দেখামাত্র রথ হতে অবতরণ করে প্রণত হলে আমার মস্তকে তাঁর করকমল

---

* রাজন্! মনীষিতং সধ্র্যক্ তব স্বাবদ্যমার্জ্জনম্।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমং কুর্য্যাদ্দৈবং হি ফলভাবনম্।।
মনোরথান্ করোত্যুচ্চৈর্জ্জনো দৈবহতানপি।
যুজ্যতে হর্ষশোকাভ্যাং তথাপ্যাজ্ঞাং করোমি তে।। ১০/৩৬/৩৮-৩৯

স্থাপন করবেন। যদিও আমি কংস প্রেরিত ও কংসের দূত, তবুও সর্বদর্শী তিনি, আমার প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন করবেন না। তাঁর দিব্য সুনির্মল দৃষ্টিতে অন্তরের ও বাহিরের সব কিছুই তিনি দেখছেন, তাঁর অবিদিত কিছুই নাই। তিনি যদি তাঁর সহাস্য করুণার্দ্র নয়নে দর্শন করেন, তাতেই আমার সকল পাপ দূর হবে এবং সংসার ভয় দূর হবে। আমি কতই না আনন্দ লাভ করব। আর যদি আমাকে পরম মিত্র, জ্ঞাতি এবং সেবকরূপে জেনে নিজ বিশাল ভুজযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করেন তবে আমার আত্মা তখনই পবিত্র হবে এবং যাবতীয় কর্মবন্ধন দূর হয়ে যাবে। আর যদি আমার প্রতি সম্ভাষণ করে বলেন, হে তাত! হে অক্রূর! তাহলে তো সার্থক জন্মের সৌভাগ্য লাভ করব। তাঁর প্রিয় বা অপ্রিয় কেহ নাই। ভক্তগণ তাঁকে যেমন ভজন করেন, তিনিও ভক্তদিগকে সেরূপ ভজনা করে থাকেন।

যদুশ্রেষ্ঠ বলরাম নিশ্চয় এসে আমার অঞ্জলিবদ্ধ হস্ত ধরে আমাকে গৃহে নয়ে যাবেন। এইরূপ ভাবতে ভাবতে ভক্ত অক্রূরের সমস্ত রাস্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় বিভোর হয়ে রথ নন্দ ব্রজে এসে উপস্থিত হল। সূর্য্যদেবও তখন অস্তাচলে আরোহণ করলেন। অক্রূর রথ হতে দ্রুত অবতরণ করে শ্রীকৃষ্ণে চরণচিহ্ন সমূহ ব্রজভূমির গোষ্ঠে দেখতে পেলেন। অক্রূর সেই চরণচিহ্ন দর্শন করে ভূতলে লুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। ক্ষণকাল পর পুনঃ রথারোহণে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হয়েই ব্রজমধ্যে গোদোহন স্থানে রত্নালঙ্কৃত গন্ধানুলিপ্ত পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণ ও নীলম্বর বলরামকে দর্শন করলেন। উভয়েই কিশোর বয়স্ক, একজন শ্যামকান্তি আর একজন শ্বেতবর্ণ। দ্রুত অবতরণ করে তাঁদের চরণোপরি পতিত হলেন। ভগবৎ দর্শন জনিত আনন্দাবেশে অক্রূরের লোচনদ্বয় বাষ্পকুল ও দেহ রোমাঞ্চিত হল। উৎকণ্ঠাতিশয্যে নিজ পরিচয়ও দিতে সমর্থ হলেন না। শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত অক্রূর বলে জেনে করস্পর্শ ও পরে আলিঙ্গন করলেন এবং বলদেব তাঁর অঞ্জলি বদ্ধ হস্তদ্বয় গ্রহণ করে গৃহাভ্যন্তরে নিয়ে কুশল জিজ্ঞাসা পাদপ্রক্ষালন ও মধুপর্কের দ্রব্যাদি এনে উপস্থিত করলেন, শ্রদ্ধাসহকারে বিশুদ্ধ অথচ ষড়্গুণযুক্ত অন্ন সমর্পণ করলেন। পরে নন্দ তাঁকে অতিশয় সম্মান্বিত করে বললেন, অক্রূর! দুরাত্মা কংস তার ভগিনীর সমস্ত পুত্র বিনষ্ট করেছে, তোমাদের তো জীবন ধারণই দুষ্কর , সকলের ন্যায় তোমরা কিরূপে জীবন ধারণ করছ? কুশলের কথা আর কি জিজ্ঞাসা করব?

শ্রীশুকদেব বললেন, হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! "অক্রূর পথে আসতে আসতে যে

সকল মনোরথ হৃদয়ে পোষণ করেছিলেন রামকৃষ্ণ কর্তৃক তার অধিক সম্মানিত হয়ে অবশেষে পর্য্যঙ্কে সুখাসীন হয়ে সকলই তিনি লাভ করলেন। হে রাজন্! ভগবান্ প্রসন্ন হলে অলভ্য কি থাকতে পারে? তথাপি ভগবৎ পরায়ণগণ তাঁর দর্শন ব্যতীত অপর কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না।"*

শ্রীকৃষ্ণ তখন এসে যদুকুলের কুশল জিজ্ঞাসা করে বললেন, অহো! আমাদের জন্য পিতা মাতা কতক্লেশ সহ্য করছেন? মাতুল কংসের কথা আর কি বলব? হে তাত! হে সৌম্য! তোমার আগমনের হেতু তা বর্ণনা করুন। যদুবংশজাত অক্রূর শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্ন শুনে সমস্তই খুলে বললেন। নারদের সহিত কংসের সাক্ষাৎ হতে আরম্ভ করে কংস যাহা করেছে, এবং রাম ও কৃষ্ণকে নিধন করার জন্য যে সকল আয়োজন করেছে, যদুগণের প্রতি কংসের শত্রুতামূলক অত্যাচার, বসুদেবকে হত্যা করার চেষ্টা এবং বসুদেব হতেই যে তোমার উৎপত্তি অক্রূর তা সমস্তই জানালেন। কংস ধনুর্যজ্ঞে নন্দরাজ বলরাম ও কৃষ্ণকে আমন্ত্রণ করেছে; তা সমস্তই বিবৃত করলেন। রাম ও কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করে পিতা নন্দকে সকল কথা বললেন। শ্রীনন্দ গোপগণকে দধি, দুগ্ধ ও গোরস হতে উত্তম বস্তু সকল সংগ্রহ করে উপঢৌকন প্রস্তুত করতে উপদেশ দিয়ে বললেন, আগামীকল্যই আমরা মধুপুরে যাব। নৃপতি কংসকে দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতি প্রদান করব, আর মধুপুরীতে ধনুর্যজ্ঞ দর্শন করব। দেশবাসী সকলেই অবশ্য সেই স্থানে যাচ্ছে; সুতরাং তাদের সঙ্গেও দেখা হবে। নন্দরাজ গোকুলে এই কথা ঘোষণা করিয়ে দিলেন। এই নিদারুণ বার্তা শুনে ব্রজস্ত্রীগণ অতিশয় চমকিত ও ব্যথিত হলেন। কোন কোন গোপরমণীগণের মুখশ্রী ম্লান হল, কারও কারও বসন ভূষণ ও কবরীবন্ধ শিথিল হল। কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণের অনুধ্যানে নিরত থাকায় জীবন্মুক্তের ন্যায় অন্য চিন্তা সকল ভুলে গেল। তারা লোকবৃত্তান্ত কিছুই জানতে পারলেন না। আবার কেহ কেহ সমবেত হয়ে বলতে লাগল, হে বিধাতঃ, তুমি কি নিষ্ঠুর! দেহিদিগকে পরস্পর প্রণয়বদ্ধ করে সেই প্রণয় ভোগ করতে দাও না। বালকের ক্রীড়নকের ন্যায় তুমি অকালেই তা ভেঙ্গে দাও। ধিক্ তোমাকে, চোখ দানকরে সেই চোখ তখনই একেবারে হরণ করে নিলে, সে মুখ আর দেখতে দিলে

---

* সুখোপবিষ্টঃ পর্য্যঙ্কে রামকৃষ্ণোরু-মানিতঃ।
লেভে মনোরথান্ সর্ব্বান্ পথি যান্ স চকরা হ।।
কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্নে শ্রীনিকেতনে।
তথাপি তৎপরা রাজন্! ন হি বাঞ্ছন্তি কিঞ্চন।। ১০/৩৯/১, ২

না। তুমি অতিক্রূর, 'অক্রূর' নাম ধারণ করে এখানে এসেছ। অথবা তোমাকেই বা কি বলব, এ নন্দনন্দনের প্রণয়ও দেখছি-একেবারেই ক্ষণ-ভঙ্গুর, সে কেবল নিত্য নতুন প্রণয়ের প্রয়াসী। আমরা যে একান্ত অবশ হয়ে সকল ছেড়ে তাঁর বশ হলাম। সে কি একবার ফিরেও দেখলো না। মধুপুরের রমণীগণ ধন্যা। তিনি স্বতন্ত্র স্বভাব জানি; কিন্তু আর কি তিনি মথুরাস্থ পুররমণীগণের মধুর হতেও মধুরতর মনোহর বাক্যবলীতে আকৃষ্ট হৃদয়, অতএব তাদের অধীন হয়ে শ্রীকৃষ্ণ ধীর হলেও তাদের হাস্য বিলাসে ভ্রান্ত হয়ে গ্রাম্য আমাদের নিকট কেন আসবেন? সাত্বতকুলও ধন্য; তাদের নয়নের কি মহান্ উৎসব সমাগত হল। যারা পথিমধ্যে দর্শন করবেন, তারাও তাঁকে দেখে আনন্দ লাভ করবেন। যিনি এইরূপ অকরুণ তার নাম অক্রূর না হওয়া উচিত। তিনি অতীব ক্রূর এই নামের যোগ্য। কারণ তিনি অতি দুঃখিত অবলাজনকে কোন প্রকার আশ্বাস না দিয়ে আমাদের প্রিয়তমকে সুদূরপথে লয়ে যাবেন। কোন প্রকার নরম মনোভাব না দেখিয়ে শ্রীকৃষ্ণ রথে আরোহণ করছেন এবং পশ্চাতে দুর্ম্মদ গোপকুলও শকট লয়ে তাঁর পশ্চাতে ত্বরা করছে। কুলবৃদ্ধেরা ত্বরা না করে উপেক্ষাই করছে। দৈবও আজ কোন প্রতিকূলতার সৃষ্টি করছে না। চল, চল, আমরা সকলে মিলে তাঁকে গমন হতে নিবৃত্তি করি। হে গোপীগণ! যাঁর অন্তরাগপূর্ণ সুললিত হাসি; প্রেম অবলোকন ও আলিঙ্গন প্রভৃতি বিলাস ক্রীড়ায় রাসস্থলীতে আমরা কত রাত্রি ক্ষণকালের মত অতিবাহিত করেছি, তাঁর বিহনে আমরা অপার দুঃখ সমুদ্র পার হব? তাঁকে বিনা কিরূপ জীবন ধারণ করব? ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণে আসক্ত হয়ে পড়েছেন, কৃষ্ণ ছাড়া তারা অন্য কিছুই জানেন না। সেই কৃষ্ণ তাদের ছেড়ে যাচ্ছেন। তারা বিরহ ব্যথায় অত্যন্ত কাতর হয়ে বিলাপ করতে করতে লজ্জা ও সঙ্কোচ বিসর্জন দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে —হে গোবিন্দ! হে মাধব! হে গোকুলেন্দ্র! বলে কাঁদতে লাগলেন। তাদের মর্মভেদী কান্না আকাশে বাতাসে বেদনার করুণ প্রবাহ বয়ে গেল। তথাপি নিষ্করুণ হৃদয় অক্রূরের হৃদয়ে বিন্দুমাত্র করুণার উদ্রেক হল না। রোদনরতা বিরহক্লিষ্টা ব্রজগোপীগণকে উপেক্ষা করেই সূর্য্য উদিত হওয়ামাত্র তিনি কৃষ্ণবলরামকে নিয়ে দ্রুতবেগে রথ চালিয়ে দিলেন। তিনি কোন প্রকার মানবিকতা প্রদর্শন প্রকাশ না করে ভৃত্যের কর্তব্যনিষ্ঠা দেখিয়েছেন। গোপীগণ কিছুদূর শ্রীকৃষ্ণের রথের অনুগমন করে যতদূর দৃষ্টি যায়, নয়ন ভরে সেই দিকে এক দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। অবশেষে আশ্বাসবাক্য প্রেরিত হল—"শীঘ্র ফিরে আসব" ঐ শপথ বাক্যে আশ্বস্ত করলেন। নন্দ প্রভৃতি গোপগণ প্রভূত উপহার সামগ্রী ও গোদুগ্ধাদিপূর্ণ

কলস সমূহ নিয়ে শকটারোহণে শ্রীকৃষ্ণের রথের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করলেন। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাগমনে হতাশ হয়ে প্রতিনিবৃত্ত হলেন, নিজ নিজ গৃহে ফিরে শ্রীকৃষ্ণের চরিত কথা গান করে দিন কাটাতে লাগলেন।

হে রাজন্! বায়ুতুল্য বেগশালী রথে অক্রূর কৃষ্ণ-বলরামকে নিয়ে কালিন্দীতীরে উপস্থিত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ যমুনার জলে আচমন ও পান করে তীরস্থ বৃক্ষ সমূহ মধ্যে ক্ষণকাল ভ্রমণ করে বলরাম সহ রথে এসে উপবেশন করলেন। অক্রূর শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে রথে রেখে উভয়ের অনুমতিক্রমে কালিন্দীর হ্রদে নেমে স্নান করতে লাগলেন। জলে নিমগ্ন হয়ে ব্রহ্মমন্ত্র জপ করতে করতে জলমধ্যে তাঁদের উভয়কেই দেখতে পেলেন। অক্রূর ভাবলেন, আমি এইমাত্র ইহাদিগকে রথে রেখে আসলাম তবে কি ইঁহারা রথে নাই? সবিস্ময়ে জল হতে উঠে দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। দেখলেন তাঁরা রথের উপরে বসেই আছেন। তবে কি জলমধ্যে দুই ভ্রাতাকে দেখলেন তা কি মিথ্যা? এই ভেবে পুনরায় জলমধ্যে ডুব দিলেন। এবার জলমধ্যে দেখলেন—অনন্তদেবের ক্রোড়ে পীত—কৌষেয় বসন পরিহিত চতুর্ভুজ এক প্রশান্ত পুরুষকে দেখতে পেলেন, তাঁর নয়নদ্বয় পদ্মপত্রের ন্যায় অরুণবর্ণের শোভা বিকিরণ করছে। তাঁর মুখমণ্ডল মনোহর এবং প্রসন্নতায় উজ্জ্বল হাস্য ও কটাক্ষ মনোরম, এক অপূর্ব মূর্তি শোভা পাচ্ছিল। ব্রহ্মাদি, মহেশ্বরগণ, সুনন্দ, সনক, মরীচি, প্রহ্লাদ নারদাদি অমলাত্মাগণ তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন ভাব ও অভিপ্রায় অনুসারে নানা পৃথক পৃথক বাক্যে পুরুষবরের স্তুতি করছেন।

হে রাজন্! এইরূপ নিরীক্ষণ করে অক্রূর অতিশয় প্রীত ও ভক্তিযুক্ত ও রোমাঞ্চে পরিপূর্ণ হয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে ক্রমে সত্ত্বভাব অবলম্বন পূর্বক অবনত মস্তকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম সহকারে গদগদ বাক্যে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। বললেন, হে ভগবন্! আপনিই আদি পুরুষ, আপনার নাভিকমল থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি এবং সেই ব্রহ্মা হতেই এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টি করেছেন। সকল দেবতা আপনারই শ্রীমূর্তি হতে উৎপন্ন। স্বয়ং ব্রহ্মাও আপনার স্বরূপ অবগত নহেন। যোগিগণ আপনাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বররূপে জ্ঞান করে থাকেন, আর সাধক সকল সর্বভূতেস্থিত ও দেবতাগণ মধ্যে অন্তঃস্থিত জ্ঞান করে উপাসনা করে থাকেন। কোন কোনও কর্মযোগী ব্রাহ্মণগণ কর্মকাণ্ডাত্মক্ ঋক্, যজুঃ ও সাম বেদত্রয়ের বিদ্যা দ্বারা শোধিত বিশিষ্ট দেবতাস্বরূপে আপনারই আরাধনা করে থাকেন। আবার কেহ কেহ জ্ঞান যজ্ঞদ্বারা জ্ঞান রূপাত্মক আপনারই আরাধনা করেন। হে প্রভো! যাঁরা আপনার

ভক্ত তাঁরাও আপনাকে সর্বদেবময় পরমেশ্বর ভেবে উপাসনা করে থাকেন। উপাসনামার্গের সকল অন্তে আপনাকেই পর্য্যবসিত হয়। আপনার শক্তি যে প্রকৃতি, তার সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিনটি গুণ প্রাকৃত জীব সকল প্রবিষ্ট রয়েছে। আপনি সকলের আত্মা ও সর্ববুদ্ধির সাক্ষী আপনাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম। হে সাধুজন ভয়হারিন্! নৃসিংহ রূপধারী আপনাকে প্রণাম। ত্রিভুবন আক্রমণকারী বামনরূপধারী আপনাকে প্রণাম। পরশুরাম অবতারে ক্ষত্রিয়রূপ বনচ্ছেদন করেন আপনাকে প্রণাম। সমস্ত ভক্তবৃন্দের পালক বাসুদেব আপনাকে প্রণাম। হে প্রভো! আমি মূর্খ, অজ্ঞতাবশতঃ দেহগেহ পুত্র কলত্র স্বজন ও ধনাদিতে সত্যবুদ্ধি ভেবে পরিভ্রমণ করছি। তমোগুণে অভিভূত হয়ে আত্মার প্রিয় পরমাত্মা আপনাকে জানতে পারি না। অজ্ঞব্যক্তি জলাশয় ত্যাগ করে মরীচিকার প্রতি ধাবমান হয়, আমিও সেইরূপ। হে ভগবন্! আমি আপনার শরণাপন্ন; আমাকে রক্ষা করুন, এই দুস্তর সংসার -সমুদ্র হতে আমাকে ত্রাণ করুন। হে পদ্মনাভ! যখন কোন ব্যক্তির সংসার ক্ষয় উন্মুখ হয়, তখনই সাধুসেবা দ্বারা ঐ ব্যক্তির আপনাতে মতি জন্মে। হে অনন্ত শক্তির আধার! তোমাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম।

হে রাজন্! অক্রূরকে জলমধ্যে ক্ষণকাল শ্রীকৃষ্ণেরস্বরূপ দর্শন করিয়ে শ্রীভগবান্ পুনরায় তাঁর সেইরূপ প্রত্যাহার করলেন। ভগবন্মূর্তি অন্তর্হিত হয়েছে দেখে সত্বর জল হতে উত্থান করে অক্রূর রথে আসলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে পিতৃব্য! আপনাকে এরূপ দেখছি কেন? আপনি কি অদ্ভুত কিছু দর্শন করেছেন? অক্রূর বললেন, হে ভগবন্! ভূতলে, আকাশে, জলমধ্যে, অথবা তীর্থে বা রথে যত সমস্ত আশ্চর্য্যজনক অদ্ভুত বস্তু বা দৃশ্য আছে, সেই সমস্তই আপনার মধ্যে আছে। কারণ আপনি স্বয়ং বিশ্বাত্মা, বিশ্বরূপী, আর কি অদ্ভুত দেখব? অক্রূর এই কথা বলে রথ চালিয়ে দিবাবসানে রাম ও কৃষ্ণ সহ মথুরায় এসে উপস্থিত হলেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ—বলরাম মথুরায় আসছিলেন তখন পথিমধ্যে গ্রামবাসিগণ তাঁকে দেখে অতিশয় আনন্দিত ও আশ্চর্য্য হয়ে পথে যে যেখানে তাঁদিগকে দেখল, সে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল, চোখ ফেরাতে পারল না। নন্দ প্রভৃতি ব্রজবাসীগণ কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই এসে মথুরাপুরীর এক উপবনে পৌছে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, রাম ও কৃষ্ণ তথায় নামলেন এবং অক্রূরকে রথ নিয়ে পুরীতে প্রবেশ করতে বললেন। অক্রূর বললেন, হে প্রভো! আপনাদিগকে না নিয়ে কি করে পুরী প্রবেশ করব? হে নাথ! হে ভক্তবৎসল! আমি আপনার ভক্ত আমাকে ত্যাগ করবেন না। আপনাদের পদধূলিতে আমার গৃহ পবিত্র করুন। আমরা গৃহস্থ, আপনার চরণ ধূলিতে ত্রিলোক

পবিত্র হয়। হে পবিত্র কীর্ত্তি! আমাদের পবিত্র করে উদ্ধার করুন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে অক্রুর, আমি যদুকুলদ্রোহী কংসকে নিধন করে আমার অগ্রজকে নিয়ে তোমার গৃহে গমন করব এবং সুহৃদগণের প্রিয়কার্য সমূহ সাধন করব। অক্রুর এই কথা শুনে বিমনা হলেন। অক্রুর কংসকে কৃষ্ণ বলরামের আগমনের সংবাদ জানিয়ে নিজগৃহে গমন করলেন। অতঃপর অপরাহ্নে রাম-কৃষ্ণ গোপগণ পরিবৃত হয়ে মথুরাপুরী দর্শন বাসনায় মথুরায় প্রবেশ করলেন। তাঁরা দেখলেন পুরীর প্রধান ফটক এবং অন্যান্য দ্বারসকল স্ফটিক নির্মিত, তার কপাট ও তোরণ সকল বৃহৎ এবং সমস্তই স্বর্ণনির্মিত। সেই পুরীর ধান্যাদি শস্যের আগারসমূহ তাম্র ও পিতল নির্মিত এবং চারিদিকে পরিখাবেষ্ঠিত রম্য এবং দুর্গম উপবন শোভিতা ঐ পুরী দর্শন করলেন। স্বর্ণচূড় হর্ম্য বিভিন্ন শিল্পী শ্রেণীর বিভিন্ন আবাস পল্লী বিশ্রামস্থান, অলঙ্কৃত উপবন; জলসিক্ত যব-লাজ-তণ্ডুল সমাকীর্ণ রাজপথ ও পুষ্প পল্লব-সমন্বিত কুম্ভযুক্ত পুরদ্বারাদি দেখতে লাগলেন। পুরনারীগণ দূর হতে তাঁদিগকে দেখতে পেয়ে যে যেখানে যা করছিল, তা ত্যাগ করে তৎক্ষণাৎ অতিশয় উৎসুক হয়ে হর্ম্যের উপর আরোহণ করে এসে দেখতে লাগল। বলরাম ও কৃষ্ণকে দর্শন করে প্রীতিভরে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তাঁরা পুষ্পরাশি বর্ষণের দ্বারা তাঁদের সমাচ্ছন্ন করতে লাগল। তারা বলল, গোপরমণীগণ এমন কি তপস্যা করেছিল যে এরূপ পরমানন্দ প্রদ রূপ সর্বদা দেখতে পায়? এইরূপে যেতে যেতে শ্রীকৃষ্ণ পথিমধ্যে ধৌত ও উত্তম বস্ত্র সমূহ সহ এক রজককে দেখতে পেয়ে তার নিকট বস্ত্র প্রার্থনা করলেন। বললেন, আমাকে বস্ত্র দিলে তোমার পরম মঙ্গল সাধন হবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। দুর্মদ রজক শ্রীকৃষ্ণকে চিনতে না পেরে বলল, এ রাজবস্ত্র, বনচর গোপদের আবার রাজ-বসনে লোভ। ওরে মূর্খগণ! যেহেতু রাজপুরুষের দর্পিত ব্যক্তিকে বন্ধন বধ ও নিঃস্ব করে থাকে। অতএব তোরা শীঘ্রই এই জায়গা ত্যাগ কর। যদি তোদের বাঁচতে ইচ্ছা করে তবে এইরূপ যাচ্ঞা আর করিস্ না। রজক এইরূপ ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করতে থাকলে শ্রীকৃষ্ণ কুপিত হয়ে নিজ হস্তের অগ্রভাগের দ্বারা রজকের শরীর হতে মস্তক পৃথক করে দিলেন, ইহা দেখে রজকের কর্মচারিগণ বস্ত্রের পুঁটলি গুলি ফেলে যে যেদিকে পারল পলায়ন করল। শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্রের কিছু নিয়ে নিজে পরিধান করলেন। কিছু বস্ত্র গোপগণকে প্রদান করলেন। কিছু ভূমিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেললেন। একটি তন্তুবায় প্রীত হয়ে বিচিত্র বসন ভূষণ তাঁদিগকে বেশ সাধন করে দিল। শ্রীকৃষ্ণ ঐ তন্তুবায়ের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাকে তাঁর সারূপ্য মুক্তি প্রদান করলেন। এবং

তাকে ইহলোকে যতকাল থাকতে হবে ততকাল শ্রী ও সমৃদ্ধি, সম্পদ, বল, ঐশ্বর্য্য, স্মৃতিশক্তি ও ইন্দ্রিয়পটুতাও প্রদান করলেন। অনন্তর রাম ও কৃষ্ণ তখন সুদামা নামক মালাকারের গৃহে এসে উপস্থিত হলেন। সে কৃতার্থমন্য হয়ে তাঁদিগকে পাদ্যার্ঘাদি দ্বারা পুজো করে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, আমি আপনাদের সেবক ভৃত্য। তাঁদের আদেশ যাচ্ঞা করল এবং উৎকৃষ্ট পুষ্পমাল্য চন্দনাদি দ্বারা ভূষিত করে তাঁদের স্তুতি করে বলতে লাগলেন—হে প্রভো! আপনাদের দুজনের আগমনে আমাদের জন্ম সার্থক ও বংশ পবিত্র কৃত হল এবং পিতৃগণ, দেবগণ, ঋষিগণ আমার প্রতি তুষ্ট হলেন। আমি আপনার ভক্ত, অনুগ্রহ করুন। শ্রীকৃষ্ণ তার অচলা ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে সুদামাকে বরসমূহ প্রদান করলেন এবং তথা হতে প্রস্থান করলেন। এক অতি সুন্দর বদনবিশিষ্টা যুবতী অঙ্গবিলেপন পাত্র হস্তে নিয়ে যাচ্ছে। তাকে দেখে শ্রীকৃষ্ণ হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন—হে উত্তম উরুশালিনি! হে অঙ্গসৌষ্ঠবযুক্ত! তুমি কে? এ চন্দনাদি অনুলেপনই বা কার? এই উত্তম অনুলেপন তুমি আমাদের প্রদান কর, তাহলে শীঘ্রই তোমার মঙ্গল হবে। সেই কুব্জা সুন্দরী বলল—হে সুন্দর! আমি ত্রিবক্রা নামে প্রসিদ্ধা এবং ভোজরাজ কংসের দাসী। গাত্রের চন্দনাদি অনুলেপন কর্মে আমি তার মনোমতা। অতঃপর ত্রিবক্রা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে সেই চন্দনাদি দিয়ে বলল এই তোমাদের উপযুক্ত। তোমাদিগকে দেখে মনে হচ্ছে যে তোমাদের অপেক্ষা ইহা যোগ্য অধিকারী আর কেহ নাই। এই বলে সেই কুব্জা তাঁদের রূপমাধুর্য্য হাস্যালাপ ও দৃষ্টি দ্বারা একান্ত মুগ্ধা হয়ে তাঁদিগকে সেই সমস্ত অবলেপনই দান করল। তাঁরা সেই অঙ্গরাগের দ্বারা অনুরঞ্জিত হয়ে শোভা পেতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হয়ে ঐ কুব্জা যুবতীকে সরলাঙ্গী করতে ইচ্ছা করে তখনই তার দুই পায়ের উপর নিজ পদদ্বয় স্থাপন করে দুই অঙ্গুলি দ্বারা তার চিবুক ধরে তার দেহ উন্নীত করলেন। শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শমাত্র কুব্জা সরল ও সমান অঙ্গ বিশিষ্টা এক উত্তমারমণী হল। এরপর সুন্দরীর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করবার কামনা উদয় হয়। শ্রীকৃষ্ণের উত্তরীয় প্রান্ত ভাগ ধরে বলতে লাগল হে বীর! এস, এস আমার গৃহে চল। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার চিত্ত মথিত করেছ, তোমাকে এখন আর আমি কিছুতেই ছেড়ে দিতে পারব না। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। সকলে সামনে এইরূপ প্রার্থনা করতে থাকলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে সুন্দরি! আমি লোকদুঃখ মোচনরূপ প্রয়োজন কার্য্য সিদ্ধ করে গৃহশূন্য পথিকদের আশ্রয় স্বরূপ তোমার গৃহে আসব। শ্রীকৃষ্ণ তাকে সুমধুর বাক্যে বিদায় দিয়ে বলরামের

সহিত চলতে লাগলেন। তিনি চলতে চলতে বণিকগণ প্রদত্ত মাল্যতাম্বুলাদি দ্বারা অর্চিত হতে লাগলেন। তাঁর দর্শন জনিত মথুরাবাসিনী রমণীগণ চিত্রার্পিতের ন্যায় নিশ্চয় হয়ে পড়ল। জনগণের নিকট জেনে প্রদর্শিত কংসের ধনুর্যজ্ঞশালায় উপনীত হলেন। গৃহমধ্যে ইন্দ্র ধনুর ন্যায় পূজিত এবং বহু রক্ষী পুরুষের দ্বারা রক্ষিত মহাঐশ্বর্য্যশালী এক অদ্ভুত ধনুক দেখতে পেলেন। ঐ রক্ষিগণের দ্বারা নিবারিত হয়েও তিনি ঐ সমৃদ্ধিশালী ধনুক বলপূর্বক গ্রহণ করলেন। জনগণের সামনে বামহস্তে অবলীলাক্রমে সেই ধনু তুলে নিমেষমধ্যে উহাতে জ্যা আরোপণ করে স্বর্গমর্ত্ত্যবাসী এক ভীষণ শব্দে কংসের ত্রাস জন্মিয়ে উহাকে খণ্ড করে ভেঙ্গে ফেললেন। 'ধর' 'মার' 'বধ কর' এইরূপ বলতে বলতে রক্ষিগণ এসে রাম ও কৃষ্ণ উভয়কে বেষ্টন করল। তাঁরাও দুইজনে ঐ ভগ্ন ধনুর এক এক খণ্ড নিয়ে ধনুরক্ষিগণকে নিহত করলেন। এমনকি কংস প্রেরিত সৈন্যগণকেও বধ করে ফেলল এরপর ধনুর্যজ্ঞ শালার-দ্বার হতে বেরিয়ে মথুরাপুরীতে তাঁর স্বচ্ছন্দে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতে লাগলেন। পুরবাসীগণ তখন তাঁদের রূপ ও অদ্ভুত পরাক্রম, তেজ, ধৃষ্টতা দেখে তাঁদিগকে দেবশ্রেষ্ঠ বলে মনে করল। অনন্তর সূর্য্যদেব অস্তাচলগামী হলে তাঁরা গোপগণ পরিবৃত হয়ে গৃহে এসে কংসের অভিপ্রায় অবগত হয়ে তাঁরা রাত্রি সুখে অতিবাহিত করলেন। কংস ধনুর্ভঙ্গ কার্য্য ও নিজপ্রেরিত সৈন্যনাশের বৃত্তান্ত শুনে প্রকাশ্যে বলল, 'ইহা তো খেলা মাত্র' কিন্তু মনে মনে মহাভয়ে ভীত হয়ে সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় ও দুঃস্বপ্নে কাটাল। জাগরণ ও স্বপ্ন উভয় অবস্থাতেই সে মৃত্যুর দৌত্যকর বপু দুনির্মিত্ত দর্শন করতে করতে প্রত্যুষে উঠে মল্লক্রীড়া মহোৎসবের আদেশ করল। দারুণ দুশ্চিন্তায় নিদ্রা যেতে পারল না। তূরী ভেরী বেজে উঠল, মল্ল মঞ্চসকল মাল্য পতাকালঙ্কৃত হল। পুরবাসী ও দেশবাসী জনগণ সকলে মঞ্চে মহা সুখে উপবেশন করল। এবং রাজগণ নিজ নিজ আসনে বসলেন। কংসও বিমনা হয়ে রাজমঞ্চে এসে উপবেশন করল। অনন্তর তুর্য্য নামক বাদ্যযন্ত্র বাদিত হতে থাকলে চানূর মুষ্টিকাদি মল্লগণ তুমুল বাদ্যনাদে হৃষ্ট হয়ে রঙ্গভূমিতে এসে প্রবেশ করল! নন্দাদি গোপগণ তাঁদের আনীত উপহার রাজাকে নিবেদন করে একটি মঞ্চে উপবেশন করলেন।

অনন্তর রাম ও কৃষ্ণ সেই তুমুল মল্লগণের ও দুন্দুভি সমূহের শব্দ শুনে রঙ্গদ্বারে উপস্থিত হলে কুবলয়াপীড় নামে এক প্রকাণ্ড হস্তী মাহুত তাড়িত হয়ে তাঁদের দিকে ধাবিত হয়ে আসল। শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধোচিত বেশে সজ্জিত হয়ে হস্তিপককে বললেন,

ওহে মাহুত, আমাদিগকে পথ ছেড়ে দাও। দেরী না করে শীঘ্র দূরে সরে যাও নতুবা হস্তীর সহিত তোকেও যমালয়ে পাঠাব। এতে মাহুত কুপিত হয়ে কালান্তক যমসদৃশ হস্তীকে কুপিত করে শ্রীকৃষ্ণের দিকে চালিয়ে দিল। কিন্তু অচিরকালমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ঐ হস্তীর শুণ্ড ধরে তাকে ভূতলে নিপাতিত করলেন। ভূতলে পতিত গজরাজকে শ্রীচরণ দ্বারা আক্রমণ করে তার উভয় দন্ত উৎপাটিত করে ফেললেন। এবং ঐ হস্তি ও হস্তিপ উভয়কে বধ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ মৃত হস্তীকে পরিত্যাগ করে গজদন্ত হস্তে লয়ে মল্লক্রীড়াস্থলে প্রবেশ করলেন। কংস বীর কুবলয়াপীড়কে নিহত দেখে বিশেষতঃ কৃষ্ণ ও বলরামকে দুর্জয় দেখে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ল।

"ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মল্লদিগের বজ্রস্বরূপ, মনুষ্যগণের নরশ্রেষ্ঠ, স্ত্রীগণের নিকট মূর্তিমান কামদেব, গোপীদিগের স্বজন, দুষ্ট অসৎ রাজগণের শাসনকর্তা, নিজ পিতামাতার নিকট শিশু, ভোজরাজ কংসের সাক্ষাৎ মৃত্যু। অবিদ্বানের নিকট দেহাত্মাভিমানী বিরাট পুরুষ, যোগিগণের নিকট পরমতত্ত্ব এবং বৃষ্ণিগণের পরম দেবতা বলে বিভিন্ন ভাবে প্রতিভাত হয়ে অগ্রজ বলরাম সহ রঙ্গস্থলে প্রবেশ করলেন।"* কংস অতিশয় উদ্বিগ্ন হল মঞ্চস্থ দর্শকগণের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, কিন্তু সেই উত্তম পুরুষদ্বয়কে দেখামাত্র নগরবাসী ও রাজ্যবাসী জনগণের নয়নসমূহ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তাঁরা নয়ন সমূহের দ্বারা বদনামৃত পান করতে লাগলেন। তথাপি যেন পরিতৃপ্ত হতে পারলেন না। তখনো তাদের পূর্বের স্মৃতিকথা লীলাকথা স্মরণে আসতে লাগল, শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, মাধুর্য্য ও ধৃষ্টতা সম্বন্ধে। তাঁরা বলতে লাগলেন—ইঁহারা উভয়েই ভগবান্ শ্রীহরি নারায়ণের অংশ, বসুদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করেছেন। ইনিই সমস্ত দৈত্যকে বধ করেছেন, কালিয়নাগকে দমন করেছেন, ইন্দ্রের গর্ব খর্ব করেছেন, সপ্তাহকাল ব্যাপি এক হস্তে পর্বতশ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধনকে ধারণ করে গোকুলবাসীকে রক্ষা করেছেন। নিশ্চয় ইঁহারা যদুবংশকে সুবহু-যশ ও শ্রীদ্বারা মণ্ডিত করবেন। জনগণ এইরূপ বলতে থাকলে তুর্য্যসমূহ নিনাদিত হল, চানূর নামক মল্ল জনগণের কথা সহ্য করতে না পেরে বলতে লাগল—হে নন্দ পুত্রগণ; আমরা শুনেছি, তোমরা বাহুযুদ্ধে সুনিপুণ, আরো শুনেছি গোপেরা বনে বনে গোচারণ করতে করতে

---

* মল্লানাম শনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং,
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ।। ১০/৪৩/১৭

মল্লযুদ্ধের ক্রীড়া করে। রাজা কংস যুদ্ধ দর্শন করবার ইচ্ছায় তোমাদিগকে আহ্বান করেছেন। রাজাজ্ঞা প্রজাগণের অবশ্য পালনীয়। অতএব এস আমরা এখন সর্বভূতময় রাজার প্রিয়কার্য্য সাধন করি, রাজা প্রীত হলে সর্বভূতই আমাদের প্রতি প্রসন্ন হবে। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, আমরা বনচর হলেও তোমাদের মত এই ভোজরাজ কংসেরই প্রজা। অতএব আমরা নিত্য তাঁর প্রিয়কার্য্য করব। কিন্তু বাহুযুদ্ধ সমান সমান বলশালীদের মধ্যে হওয়া সম্মত। তাহলে মল্ল সভাসদদিগকে অধর্ম স্পর্শ করতে পারে না। চানূর বলল, তোমরা বালক বা কিশোরও নও, সহস্র হস্তীর সমান বলশালী এক হস্তী নিহত করেছ; অতএব তোমরা বলশালীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং বলশালী তোমাদের পক্ষে বলশালী আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা উচিত। এতে অধর্মের সম্ভবনা নাই। হে কৃষ্ণ, তুমি আমার সঙ্গে ও বলরাম মুষ্টিকের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করে তোমরা স্ব স্ব বিক্রম প্রকাশ কর। এইরূপে স্থির সঙ্কল্প হয়ে উভয় পক্ষে তুমুল মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হল। সকলেই জয় করবার ইচ্ছায় পরস্পরকে বলপূর্বক আকর্ষণ করতে লাগল। এই অসম যুদ্ধ দেখে মঞ্চস্থা রমণীগণ বলতে লাগল —অহো! রাজসভায় একি মহা অধর্ম; এই দুই মহাবলীর সঙ্গে এই দুটি অল্পবয়সী যাঁরা এখনও যৌবন প্রাপ্ত হয় নাই তাঁদের সঙ্গে পর্বততুল্য মল্লযোদ্ধাদের যুদ্ধ এ কখনই সমীচীন হয় নাই। তা কিনা নিশ্চয়ই এই সভার ধর্মবিলোপ ঘটবে। আমরা উপস্থিত হয়ে আমরাও পাপী হলাম। আর স্বয়ং রাজা বসে সকৌতুকে দেখছেন। ইহা সমাজের ধর্মবিরুদ্ধ কার্য হল। যেখানে অধর্ম হয়, সেখানে কখনই থাকা উচিত নহে। যেখানে কেহ বা জেনেও কিছু বলে না, কেহ বা অজ্ঞতাবশতঃ জানিনা বলে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি সে, এইরকম সভায় প্রবেশ করবেন না, করলে পাপভাগী হয়। সখীগণের নানান অভিমতের মধ্যে একজন বললেন, এ বালক কৃষ্ণ সাধারণ মনুষ্য নহে, এ নরদেহধারী সেই পুরাণ পুরুষ। ব্রহ্মাদি হতে পিপীলিকা পর্য্যন্ত সমস্ত জীবদেহে আত্মারূপে অবস্থিত। ইনি সর্বব্যাপী পরিব্যাপ্ত। গোপীগণ ধন্যা, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের বেণুরব শ্রবণ করে সত্বর গৃহ হতে বহির্গত হয়ে পথিমধ্যে তাঁকে নিরীক্ষণ ও হাস্য সমন্বিত মুখদর্শন করে থাকে। তাঁরা বহু পুণ্যবতী, এমনকি ব্রজের ভূমি সমূহ ধন্যা। না জানি কি তপস্যা করে উহাকে ব্রজভূমিতে পেয়েছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ দর্শন একমাত্র আস্পদ এবং দুর্লভ। মঞ্চোপরি অন্যত্র অবস্থিত পিতামাতাও শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। ভক্ত ক্লেশহারী তাঁদের আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তা বুঝতে পেরে শত্রুকে সংহার করতে প্রবৃত্ত হলেন। যাঁরা তাঁকে জানেন না তাঁর শক্তি অবহিত নন তাঁরা অর্থাৎ বসুদেব ও দেবকী, নন্দ পুত্রশোকে

কাতর হয়ে অনুতাপের দগ্ধ হতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরস্পরের ঘাতপ্রতিঘাতের পরে চানূর কর্তৃক বক্ষঃস্থলে আহত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তার দুই বাহু ধরে তাকে বহুবার ঘূর্ণিত করে সবলে ভূতলে নিক্ষেপ করলেন। ইন্দ্র ধ্বজার ন্যায় ভূতলে নিপতিত হয়ে চানূর প্রাণত্যাগ করল। মুষ্টিকও বলরাম কর্তৃক প্রহৃত ও পীড়িত হয়ে রুধির বমন করতে করতে বাতাহত বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হয়ে প্রাণত্যাগ করল। কূট প্রভৃতি দানবতুল্য অন্য মল্লেরাও এসে অনুরূপ গতি প্রাপ্ত হল। এই সময় শাল ও তোশল নামক মল্লদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের পদদ্বয় আকর্ষণ করতে এলে শ্রীকৃষ্ণের পদের দ্বারা মস্তক দুভাগে বিদীর্ণ হয়ে প্রাণত্যাগ করল। কংস পক্ষীয় অন্য মল্লেরা এই দেখে ভয়ে পলায়ন করল। রাম ও কৃষ্ণ বয়স্য গোপদিগকে আলিঙ্গন করে তুর্য্যধ্বনির সহিত সেই রঙ্গস্থলে নিঃশঙ্কচিত্তে ইতস্ততঃ বিচরণ করে নৃত্য করতে আরম্ভ করলেন। ব্রাহ্মণ প্রমুখ সমস্ত প্রধানগণ কংস ছাড়া সকলে 'সাধু' 'সাধু' ধ্বনি করতে লাগলেন, এবং আনন্দিত হলেন। কংস বাদ্য ও তুর্য্যধ্বনি বন্ধ করে দিয়ে বললেন, বসুদেবের এই দুর্বৃত্ত পুত্রদ্বয়কে এখনই নগর হতে বের করে দাও। দুর্মতি নন্দকে বন্ধন কর, অতিশয় অসৎ ও দুরাত্মা বসুদেবকে বধ কর, আমার পিতা শত্রুপক্ষের অনুরাগী উগ্রসেনকেও অনুচরসহ নিধন কর। কংস এইরূপ গর্বসূচক বাক্য বললে অব্যয় শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে লঘুভাবে লম্ফ প্রদান করে উচ্চমঞ্চে আরোহণ করলেন। কংস আপন মৃত্যু সম্মুখে দেখে কংস সহসা উঠে অসি ও চর্ম গ্রহণ করল এবং শ্যেন পক্ষীর ন্যায় উচ্চমঞ্চোপরি শ্রীকৃষ্ণের একবার দক্ষিণে একবার বামে ঘুরতে লাগল! শ্রীকৃষ্ণ গরুড় যেমন সর্পকে সবলে ধরে ফেলে সেইরূপ খড়্গপাণি কংসকে অবলীলাক্রমে কেশে ধরে মঞ্চ হতে নীচে যুদ্ধ ভূমির উপরে ফেলে দিলেন। এবং স্বয়ং লম্ফ দিয়ে তার উপর পড়লেন। অসুররাজ কংস শ্রীকৃষ্ণের গুরুভারে নিষ্পিষ্ট হয়ে প্রাণ ত্যাগ করল। মৃত কংসকে শ্রীভগবান্ ভূতলে টানতে লাগলেন। রঙ্গস্থলে দর্শনকারী তুমুল হাহাকার ও কোলাহল করে উঠল।

হে রাজন্! কংস উদ্বিগ্নচিত্তে পান, ভোজন, ভ্রমণ, শয়ন, শ্বাস, প্রশ্বাস সকল সময়েই চক্রধারী কৃষ্ণকে নিজ সম্মুখে দেখতেন, অতএব এক্ষণে তাঁর সেই দুষ্প্রাপ্য রূপই প্রাপ্ত হল অর্থাৎ সারূপ্য মুক্তিলাভ করল। কংসের আট ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ কংসের ঋণ শোধ করতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হলে বলদেব তাদিগকে অনায়াসে নিহত করলেন। আকাশে পুষ্পবর্ষণ ও দুন্দুভি সমূহ বেজে উঠল। কংস ও তার ভ্রাতার কোন কোন পত্নী যথার্থ জ্ঞান দৃষ্টি সম্পন্না ছিলেন তারা উচ্চৈঃস্বরে

বিলাপ করে বলল, হায়! তুমি নিহত হয়ে গৃহে ও সন্তানগণের সহিত তোমারই আপনজন আমাদিগকে বধ করলে। হা পুরুষশ্রেষ্ঠ, তুমিই এই পুরীর পতি ছিলে। হা নাথ, তুমি নিরপরাধ প্রাণীসকলের প্রতি অত্যাচার করেছিলেন, তাই এই দশা প্রাপ্ত হলে; জীবের প্রতি দ্বেষ ও অনিষ্ট করে কোন্ ব্যক্তি মঙ্গল লাভ করতে পারে? তুমি বহু নিরপরাধ নিরীহ মানুষ ও শিশুকে তুমি হত্যা করেছিলে, অনেকের উপর তুমি নিষ্ঠুর ভাবে উৎপীড়ন ও অত্যাচার করেছিলে, সে কারণেই আজ এই দশাপ্রাপ্ত হল। "শ্রীকৃষ্ণ হতেই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি, তাঁতেই লয় এবং ইনিই সকলের পালনকর্তা, রক্ষক; যে তাঁকে অবজ্ঞা করে ইহলোকে ও পরলোকে সে কখনও সুখী হতে পারে না।"* শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ রাজপত্নীগণকে সান্ত্বনা দিয়ে শাস্ত্রকারগণের বিধান অনুযায়ী কংসাদি সকলের অন্তেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করালেন। পিতামাতার বন্ধন মুক্ত করে তাঁর চরণ মস্তক দ্বারা স্পর্শ করে তাঁদের বন্দনা করলেন। দেবকী ও বসুদেব বন্দনাকারী পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে জগতের ঈশ্বর বুঝতে পেরে শঙ্কিত হয়ে আলিঙ্গন করতে পারলেন না। কেবল কৃতাঞ্জলি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

অধ্যায় (৪৫–৪৭)

শ্রী শুকদেব বললেন, হে রাজন্! পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ পিতামাতা বসুদেব ও দেবকীর ভাব বুঝতে পেরে তাঁর জনমোহিনী মায়া বিস্তার করে সম্ভ্রমে প্রণাম করে বললেন, হে পিতঃ, হে মাতঃ, আমরা আপনাদের পুত্র। আমাদের জন্য আপনারা সর্বদা উৎকণ্ঠিত ছিলেন। কখনও কোন সুখ উপভোগ করতে পারেন নাই। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা পিতৃগৃহে লালিত হওয়ার আনন্দ হতে বঞ্চিত হয়েছি। এই মনুষ্যদেহ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-সর্ববিধ পুরুষার্থ লাভ করা সম্ভব হয়। যে দেহ দ্বারা সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হতে পারে সে দেহ যাদের দ্বারা জাত ও পুষ্ট হয়েছে, মনুষ্য শতবর্ষ বেঁচে থেকেও সেই পিতামাতার ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম। "যে পুত্র সমর্থ হয়েও দেহ এবং ধন দ্বারা পিতামাতাকে ভরণপোষণ করে না, মৃত্যুর পর পরলোকে যমদূতগণ তাকে তার নিজের মাংসই খাওয়ায়। পুত্র যদি সমর্থ হয়েও বৃদ্ধ পিতামাতা, সতী ভার্য্যা, শিশুসন্তান, গুরু, ব্রাহ্মণ ও শরণাগত ব্যক্তিকে পোষণ না করে সে

---

* সর্ব্বেযামিহ ভূতানামেষ হি প্রভবাপ্যয়ঃ।
গোপ্তা চ তদবধ্যায়ী ন ক্বচিৎ সুখমেধতে।। ১০।৪৪।৪৮

বেঁচে থেকেও মৃত্যুতুল্য।"* অতএব এতদিন আমাদের বৃথাই গেছে, আমাদের সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কংস ভয়ে আপনাদের সেবা করতে পারি নাই। তৎজন্য ক্ষমা প্রার্থী। বসুদেব ও দেবকী মায়ার দ্বারা মনুষ্য শরীরধারী বিশ্বাত্মা শ্রীহরির এই প্রকার বাক্যে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁদিগকে ক্রোড়ে নিয়ে আলিঙ্গন করে পরম আনন্দ লাভ করলেন। তাঁরা স্নেহপাশে আবদ্ধ হয়ে অশ্রুধারায় পুত্রদ্বয়কে অভিষিক্ত করতে লাগলেন। তাঁদের কণ্ঠ বাষ্পপূর্ণ হওয়ায় তখন কিছুই বলতে পারলেন না। শ্রীকৃষ্ণ মাতামহ উগ্রসেনের নিকট গিয়ে বললেন, আপনি যদুকুলের অধিপতি, আমি আপনার ভৃত্য। আমি আপনার সমীপেই থাকব। তা হলে অন্য নরপতিগণ এবং দেবগণও আপনাকে কর প্রদান করবেন। শ্রীহরি কংস ভয়ে পলায়িত যদুগণকে নানা স্থান হতে নিয়ে এসে পুনর্বাসিন দিলেন। কৃষ্ণ বলরাম নন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করত; বললেন, আপনারা আমাদিগকে স্নেহপূর্বক অতিযত্নে পালন করেছেন। অসমর্থ আত্মীয়কর্তৃক পরিত্যক্ত শিশুকে যাঁরা নিজপুত্রের ন্যায়পোষণ পালন করেন, তাঁরাই তার প্রকৃত পিতামাতা। হে পিতঃ, আপনারা এখন ব্রজে গমন করুন। স্নেহহেতু আমাদের বিরহে আপনারা দুঃখ পাবেন, আমরা এখানকার সুহৃদগণের সুখ বিধান করে জ্ঞাতিদিগকে ও আপনাদিগকে দেখতে ব্রজে যাব। বসন ভূষণ পাত্রাদি বহু উপকরণ ও সান্ত্বনা দ্বারা পূজিত হয়ে শ্রীনন্দ প্রণয়বশতঃ বিহ্বল হয়ে পড়লেন এবং পরে তাঁদিগকে আলিঙ্গন করে অশ্রুপূর্ণনেত্রে গোপগণের সহিত ব্রজধামে প্রত্যাবর্তন করলেন।

অনন্তর বসুদেব গর্গাচার্য্য ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের দ্বারা পুত্রদ্বয়ের উপনয়ন সংস্কার যথাবিধি সম্পাদন করলেন। উত্তমব্রত ধারণের মাধ্যমে যদুকুলের আচার্য্যের নিকট ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করলেন। অনন্তর যাঁরা সর্ববিদ্যার উৎপত্তিস্থল, লোকশিক্ষার নিমিত্ত মনুষ্যোচিত কর্মাচরণ লীলার দ্বারা নির্মল জ্ঞান গোপন রেখেছিলেন, সেই গূঢ় ভ্রাতৃদ্বয় গুরুকুলে বাস করতে ইচ্ছা করে অবন্তিপুরবাসী কাশ্যপ গোত্রীয় সান্দীপনি মুনির নিকট উপস্থিত হলেন। তাঁরা গুরুর নিকট উপস্থিত হয়ে ভক্তি সহকারে দেবতার ন্যায় গুরুর সেবা করতে লাগলেন। গুরু তাঁদের বিশুদ্ধ ভক্তি ভাবযুক্ত

---

* যস্তয়োরাত্মজঃ কল্প আত্মনা চ ধনেন চ।
বৃত্তিং ন দদ্যাৎ তৎ প্রেত্য স্বমাংসং খাদয়ন্তি হি।।
মাতরং পিতরং বৃদ্ধং ভার্য্যাং সাধ্বীং সুতং শিশুম্।
গুরুং বিপ্রং প্রপন্নঞ্চ কল্পোঽবিভ্রচ্ছ্বসন্ মৃতঃ।। ১০/৪৫/৬, ৭

সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত; ছন্দঃ ও জ্যোতিষ-বেদ-বেদাঙ্গ উপনিষদ, সহ দর্শন তর্ক মন্বাদি শাস্ত্র ছয় প্রকার রাজনীতি প্রভৃতি চতুঃষষ্ঠিকলা বিদ্যা উত্তমরূপে উপদেশ করলেন। সর্ববিদ্যার প্রবর্ত্তক ও উৎপত্তিস্থল শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম একবার গুরুর উচ্চারণ মাত্রই সমস্ত বিদ্যা শিখে নিলেন। অনন্তর তাঁরা আচার্য্যকে গুরুদক্ষিণা দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। গুরু তাঁদের অদ্ভুত মহিমা ও অতিমানুষী বুদ্ধি লক্ষ্য করে পত্নীর সহিত পরামর্শ করে বললেন, যদি গুরু দক্ষিণা দিতে চাও তবে আমাদের মৃত পুত্রকে দক্ষিণাস্বরূপ ফিরিয়ে দাও। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম ইহা শুনে বললেন—'তাই হবে' বলে রথে আরোহণ করলেন। যে প্রভাসতীর্থে মহাসমুদ্রগর্ভে ডুবে মরেছিল সেখানে উপস্থিত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রকে উদ্দেশ্য করে বললেন—যে বালককে তুমি বিশাল তরঙ্গের দ্বারা গ্রাস করেছ; সেই বালক আমাদের গুরুপুত্র। তুমি তাকে ফিরে দাও। সমুদ্র বলল, হে দেব! হে কৃষ্ণ! আমি দ্বিজপুত্রকে গ্রাস করি নাই পঞ্চজন নামক দৈত্য অসুর শঙ্খরূপ ধারণ করে আমার জলমধ্যে বিচরণ করছে। সেই পঞ্চজন দ্বিজপুত্রকে অপহরণ করেছে। শ্রীকৃষ্ণ সত্বর জলমধ্যে প্রবেশ করে পঞ্চজনকে বধ করলেন কিন্তু দ্বিজপুত্রকে পেলেন না। শ্রীকৃষ্ণ সেই শঙ্খাসুরের দেহোৎপন্ন বিচিত্র শঙ্খলয়ে রথে আগমন করলেন। যমের অতিপ্রিয় সংযমন নামক যমপুরীতে গমন করে শঙ্খধ্বনি করলেন। শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করে আগমন করতঃ বহু স্তবস্তুতি করে বিনয়াবনত হয়ে সর্বভূতের হৃদয় নিবাসী শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, আদেশ করুন প্রভু; কি সেবা করব? ভগবান্ বললেন, হে মহারাজ যম! আমাদের গুরুপুত্র নিজের কর্মবন্ধনে বদ্ধ হয়ে তোমার ভৃত্য কর্তৃক এখানে আনীত হয়েছে, তাকে আমার নিকট আনয়ন কর। যম গুরুপুত্রকে এনে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম তাকে নিয়ে গুরুর সন্নিধানে আগমন করলেন এবং গুরুর হস্তে প্রদান করলেন। গুরু সান্দীপনি বললেন,—তোমাদের মত যার শিষ্য তার কি কোন কামনা অপূর্ণ থাকে? তোমাদের লোকপাবন যশ ও কীর্তি বিস্তৃত হউক এবং অধীত বিদ্যাসমূহ ইহলোকে ও পরলোকে সতত স্ফুরিত হউক এইরূপে গুরুর অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম বায়ুর ন্যায় দ্রুতগামী রথে আরোহন করে নিজপুরীতে আগমন করলেন। তাঁদের দেখে প্রজাগণ অত্যন্ত আনন্দিত হল, বিনষ্ট ধন পুনঃপ্রাপ্ত হয়ে যেরূপ আনন্দিত হয় সেরূপ আনন্দিত হল।

শ্রীশুকদেব বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! শ্রীভগবান্ একদিন বৃষ্ণিকুলের শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী বৃহস্পতির শিষ্য অতি বুদ্ধিমান প্রিয় অনুরক্ত ভক্ত উদ্ধবের হাত ধরে

বললেন, হে প্রিয়দর্শন উদ্ধব! তুমি ব্রজে গমন কর, আমাদের পিতা-মাতা নন্দ ও যশোদার প্রীতি সম্পাদন কর। আর আমার বিরহ জনিত গোপীদিগের মনোদুঃখ দূর কর। "তাদের মন আমাতেই সমর্পিত, আমিই তাদের প্রাণস্বরূপ। আমার জন্যই সমস্ত দেহ স্বার্থ ত্যাগ করেছে, আমি তাদের প্রিয়তম আত্মা, তারা মন দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হয়েছে। যারা আমার জন্য লোক ধর্ম বিসর্জন দিয়েছে, আমি তাদিগকে ভরণ ও সুখী করে থাকি।"*

হে উদ্ধব! আমি তাদের প্রিয় হতেও প্রিয়তম। আহা! আমি যে শীঘ্রই ফিরে আসব বলেছিলাম। তারা নিশ্চয়ই সেই বাক্যে আশ্বস্ত হয়ে আমাকে স্মরণ করে কোনরূপে জীবন ধারণ করে আছে। উদ্ধব নিজ প্রভুর সংবাদ নিয়ে সাদরে রথে আরোহণ করে সূর্য্যাস্তকালে নন্দব্রজে উপস্থিত হলেন। সেই সময় গবাদি পশুগণ গোষ্ঠে ফিরছে। তাদের খুরোত্থিত ধুলিরাশিতে উদ্ধবের রথ আচ্ছন্ন হয়ে গেল। গোদহনরতা গোপীগণ তখন রাম ও কৃষ্ণের গুণকীর্তন করছিলেন। তাদিগের গৃহসকল ধূপ দীপ মাল্যে নন্দের ব্রজ মনোহর শোভা ধারণ করেছিল। গোপরাজ নন্দ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভক্ত উদ্ধবকে দেখে আনন্দিত হয়ে নিকটে আগমন করে, তাঁকে আলিঙ্গন পূর্বক কৃষ্ণতুল্য অর্চনা করলেন। উত্তম অন্ন ও শয়নে গতশ্রম হলে উদ্ধবকে বসুদেবাদি সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করে বললেন, হে মহাভাগ উদ্ধব! আমাদের সখা বসুদেব কারাগার হতে মুক্ত হয়ে পুত্রাদির সহিত মিলিত হয়ে কুশল আছেন তো? গোবিন্দ কি আমাদের ব্রজধামকে স্মরণ করে থাকেন? আর একবার কি আমরা এই ব্রজে তাঁর সুন্দর মুখখানা দেখতে পাব? ব্রজধামে ও মথুরায় তাঁর কীর্তিসকল কীর্তন করে নন্দ অশ্রুপাত করতে লাগলেন। আর যশোদা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে করতে উদ্ধবকে বললেন—উদ্ধব, বাছা আমার ননীচুরি করে খেত বলে আমি কতবার কতভাবে শাসন করেছি, কখনও লাঠি দিয়ে প্রহার করতে উদ্যত হয়েছি, কখনও বা দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছি। কত গালমন্দ করেছি। আমি ওকে ভগবান্ বলে জানি না—পুত্র বলেই জানতাম। আর সেই জন্যই বুঝি আমাকে ছেড়ে চিরতরে চলে গেল। ছেলেটা আমার খুব ভাল ছিল। ওর মুখের মা মা ডাক আমার কর্ণকুহরে আজও বাজছে। শয়নে-স্বপনে নিদ্রা জাগরণে আমি শুনতে পাই আমার গোপালের

---

* তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ।
মামেব দয়িতং শ্রেষ্ঠমাত্মানং মনসাগতাঃ।
যে ত্যক্তলোকধর্ম্মাশ্চ মদর্থে তান্ বিভর্ম্যহম্ ১০/৪৬/৪

মা মা ডাক। আমি আর এ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না। উদ্ধব, তুমি আমার গোপালকে এনে দাও। এই বলে বিলাপ করতে লাগলেন।

উদ্ধব বললেন, আপনারা কাঁদবেন না; গোপাল আপনাদেরই আছে। আপনারা ধন্য যে সেই বিশ্বের আত্মা পরমপুরুষ নারায়ণে পরমা ভক্তি লাভ করেছেন। তিনি শীঘ্রই ব্রজে আসবেন। আপনাদের প্রতিবিধান করবেন। আপনারা খেদ করবেন না। শীঘ্রই শ্রীকৃষ্ণকে নিকটে দেখতে পাবেন,তিনি নিকটেই আছেন। ইহাও মনে রাখতে হবে যে, কাষ্ঠমধ্যে লুক্কায়িত অগ্নির ন্যায় তিনি সকল দেহীর অন্তরেই নিহিত আছেন। তাঁর প্রিয়-অপ্রিয়, উত্তম-অধম, সমান-অসমান, মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-পর, দেহ, জন্ম, কর্ম, কিছুই নাই। ক্রীড়ার জন্য এবং সাধুগণের পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে এই প্রাকৃত পৃথিব্যাদি লোকে দেব, তির্য্যক্ ও মনুষ্য যোনিতে দেহ ধারণ করেছেন।

কুম্ভকারের ঘূর্ণ্যমান চক্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকলে যেমন মনে হয় সমস্তই ভূমিই ঘুরছে, সেরূপ অহংদৃষ্টি নিবদ্ধ মানব মনে করে 'আমিই কর্তা'। তিনি কেবল আপনাদের দুজনেরই পুত্র নহেন, তিনি সকলেরই আত্মা, সকলেরই নিয়ন্তা ঈশ্বর, সকলেরই ক্লেশহরণকারী। উদ্ধব ও নন্দ-যশোদা এরূপে কথোপকথনে রাত্রি অতিবাহিত হয়ে গেল। রাত্রিশেষে গোপীগণ শয্যা হতে গাত্রোত্থান করে দীপসমূহ প্রজ্জ্বলিত করে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণগুণগান করতে করতে দধিমন্থনে প্রবৃত্তা হলেন। দধিমন্থন ও গুণগানের মিশ্রিত শব্দে গগনস্পর্শী হয়ে উঠল। ঐ ধ্বনিতে সকল দিকের অমঙ্গল বিনষ্ট করে দেয়। অনন্তর অরুণোদয়ে গোপ ও গোপীগণ ব্রজদ্বারে এসে বিস্মিত নেত্রে একখানি স্বর্ণমণ্ডিত রথ দর্শনে পরস্পর বলতে লাগলেন — এ কি আবার কৃষ্ণ অপহরণকারী অক্রূর আসলেন নাকি? আমাদের দেহদ্বারা এবার কি তবে অক্রূর তার মৃত প্রভু কংসের পিণ্ডদান করবেন? এমন সময় উদ্ধব সন্ধ্যাহ্নিক কার্য্য সমাপন করে তথায় উপনীত হলেন।

শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বেশভূষাধারী অনিন্দ্য সুন্দরমূর্তি সেই পুরুষকে দেখে গোপীগণ পরস্পর বললেন, ইনি কে? কোথা হতে আসলেন? কার দূত? এই সকল কথা বলতে বলতে সমুৎসুক হয়ে শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত উদ্ধবকে চতুর্দিকে বেষ্টন করলেন। তারপর সুখাসনে উপবিষ্ট উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণের বার্তাবহ জেনে সমূচিত সংবর্দ্ধনা সহ সলজ্জ হাস্য নিরীক্ষণ ও সুমধুর বাক্যাদির দ্বারা উক্তি-হে ভদ্র! আমরা জানতে পেরেছি যে আপনি শ্রীকৃষ্ণের সখা, প্রিয়ভক্ত, পিতামাতার প্রিয়কার্য্য করবার ইচ্ছায় প্রভু শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে ব্রজে পাঠিয়েছেন। পিতামাতার প্রিয়কার্য্য করা ব্যতীত তাঁর

ব্রজে স্মরণীয় কিছু আছে বলে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আমরা জানতাম, বন্ধুগণের প্রতি স্নেহ বন্ধন মুনিরাও সহজে ছিন্ন করতে পারেন না। রমণীগণের প্রতি পুরুষের মৈত্রী কার্য্য নিমিত্ত মাত্র, যেমন পুষ্পসমূহের প্রতি ভ্রমরগণের মিত্রতার ন্যায় অন্যান্যের প্রতি মিত্রতা যে পর্য্যন্ত প্রয়োজন, সেই পর্য্যন্তই বর্তমান থাকে। "বারবনিতাগণ নির্ধন ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে, প্রজাগণ পালনে অসমর্থ রাজাকে পরিত্যাগ করে, শিষ্যগণ অধ্যয়ন সমাপ্ত করে আচার্যকে পরিত্যাগ করে, পুরোহিতগণ দক্ষিণাপ্রাপ্ত হলে যজমানকে, পক্ষিগণ ফলশূন্য বৃক্ষকে, অতিথিগণ ভোজনান্তে গৃহস্থের গৃহকে, মৃগগণ দগ্ধ অরণ্যকে এবং উপপতিগণ ভোগান্তে ভুক্তা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে।"*

হে রাজন্! গোপীগণ বাক্য, শরীর ও মন একেবারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত ছিল। তাই উদ্ধব দর্শনে গোবিন্দ স্মৃতি সন্তপ্তা সেই গোপীগণ লোক ব্যবহার বিসর্জন দিয়ে লজ্জা শূন্য হয়ে পড়লেন এবং শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর ও বাল্যাবস্থার মনোজ্ঞ কর্ম স্মরণ করে গান ও রোদন করতে করতে উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। কোন এক গোপী কৃষ্ণসঙ্গম ধ্যান করতে করতে একটি ভ্রমরকে দেখে তাকে প্রিয়তম প্রেরিত দূত মনে করে বলল, ওহে মধুকর! ওহে ধূর্তের বন্ধু, তুমি আমাদের চরণ স্পর্শ করো না। আমাদের যে সকল প্রণয় প্রতিদ্বন্দ্বিনী গণের মাল্যের কুচ কুঙ্কুমস্পর্শে তোমার শ্মশ্রু পীতবর্ণ হয়েছে, মধুপতি শ্রীকৃষ্ণ সেই মানিনীদিগকেই প্রসন্ন করুন, নতুবা তিনি যদু সভায় লাঞ্ছিত হবেন। তোমার মত দুর্মতি ভ্রমর যেমন মধুপান করে পুষ্পসমূহ ত্যাগ করে, সেইরূপ যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে পরিত্যাগ করেছেন। এইরূপ আপাত মধুর বাক্যে ভুলিয়ে লক্ষ্মী আজও তাঁর পদসেবা করছেন। আমাদের কাছে তুমি কেন সেই পুরাতন বন্ধুর গুণগান গাইছ? আমাদের প্রসন্নতার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে প্রেরণ করেছেন, তা তুমি বলতে পারছ না। তিনি এখন যাদের প্রণয় পীড়া উপশম করছেন, তাদের কাছে যাও, তারাই তোমার অভীষ্ট পূরণ করবে। স্বর্গে মর্ত্যে কোন্ স্ত্রী সেই কপট সুন্দর হাস্যযুক্ত মুখের দুষ্প্রাপ্য? স্বয়ং লক্ষ্মী যাঁর পদরজের কামনা করেন, তাঁর নিকট আমরা কি? আমাদের প্রতি কখনও

---

* নিঃস্বং ত্যজন্তি গণিকা অকল্পং নৃপতিং প্রজাঃ।
অধীতবিদ্যা আচার্য্যমৃত্বিজো দত্তদক্ষিণম্।।
খগা বীতফলং বৃক্ষং ভুক্ত্বা চাতিথয়ো গৃহম্।
দগ্ধং মৃগাস্তথারণ্যং জারা ভুক্ত্বা রতাং স্ত্রিয়ম্।। ১০/৪৭/৭, ৮

তিনি চিত্ত সমর্পণ করেন নাই সেই কৃষ্ণের জন্য আমরা সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করলেও তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করেছেন। সেই কপটীর নিকট তুমি অনেক চাটুবাক্য শিখেছ, আমরা জানি। গৃহ, পতি, পুত্র এমন কি পরকাল পর্য্যন্ত আমরা তার জন্য বিসর্জন করেছি—যে অকৃতজ্ঞ এই কথাও ভুলতে পারে, তার সঙ্গে আবার সন্ধি কি? এই শ্রীকৃষ্ণ অতীতে শ্রীরামচন্দ্ররূপে ব্যাধের ন্যায় বানররাজ বালীকে বধ করেছিলেন। তাঁরই রূপে মুগ্ধা কামাতুরা শূর্পনখার কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করে তাকে বিরূপা করেছিলেন। আর কাক যেমন লোকের প্রদত্ত খাবার ভক্ষণ করে তাকেই আবার বেষ্টন করে সেইরূপ তিনি বামনরূপে দৈত্যরাজ বালিকেও তৎপ্রদত্ত অর্ঘ্যাদি ভোজন করে ছল করে তাঁর সর্বস্ব অপহরণ করে নাগপাশের দ্বারা বন্ধন করেছিলেন। এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের সখ্য আমাদের প্রয়োজন নাই। কিন্ত হায়! তাঁর কথা পরিত্যাগ করা দুঃসাধ্য। কত যোগী তাঁর চরিতকথা একবার মাত্র শুনে সকল দ্বন্দ্বভাব ও দীন কুটুম্বগণকে ত্যাগ করে অরণ্যচারী পক্ষীর ন্যায় ভিক্ষা করে জীবন নির্বাহ করে থাকেন। কি করব? তাঁর লীলাকথা যে অমৃতবর্ষী, নতুবা সরলচিন্তা কৃষ্ণসার মৃগপত্নী হরিণগণ যেমন ব্যাধের গীত যথার্থ বলে মনে করে শরাঘাত বিক্ষতা হয়ে পীড়াই অনুভব করে থাকে, সেইরূপ আমরা শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথার্থ ভেবে নিরন্তর তাঁর নখস্পর্শজনিত তীব্র কামপীড়াই অনুভব করছি। অতএব তুমি শ্রীকৃষ্ণের কথা পরিত্যাগ করে অন্য কথা বল। তাঁর কথা বলো না। তুমি কি আমাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে নিয়ে যাবে? হে মধুকর! সেখানে লক্ষ্মীও সতত তাঁর বক্ষঃস্থলে লগ্ন হয়ে আছেন, তথাপি তিনি অন্য সঙ্গ কিছুতেই ত্যাগ করতে পারেন না। এমন লোকের কাছে আমাদের আবার কেন লয়ে যাবে? এই সকল কথা বলে গোপীগণ কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থা হয়ে সমীপোপবিষ্ট উদ্ধবকে সম্বোধন করে বললেন, হে সৌম্য! প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ কি এখন মধুপুরে আছেন? তাঁর পিতা, মাতা, গৃহ, বন্ধু ও গোপগণকে স্মরণ করে থাকেন? এই দাসীদের কথা কি কখনও বলেন? তাঁর অগুরুর ন্যায় সুগন্ধি হস্ত কবে এসে আবার আমাদের মস্তকে ন্যস্ত করবেন?

এইরূপ অদ্ভুত প্রেম বিজ্ঞাপন শ্রবণ করে ও স্বচক্ষে দেখে গোপীগণকে সান্ত্বনা করার জন্য উদ্ধব বললেন—হে গোপীগণ! তোমরা শান্ত হও। সব ব্যথা ভুলে গিয়ে তোমাদের প্রাণনাথের কথা শোন—তিনি বলেছেন, "তোমরা যদি সর্বদা আমার ধ্যান কর কিংবা আমার কথা চিন্তা কর; তাহলে অচিরেই আমাকে পাবে।" অহো! তোমরা সিদ্ধকাম; কারণ তোমাদের মন এমন ভাবে ভগবান্ বাসুদেবে সমর্পিত

হয়েছে। দান, ব্রত, তপস্যা, জপ, বেদাভ্যাস, হোম ও ইন্দ্রিয় সংযমের প্রতি ভক্তি সাধনেরই পথ। তোমাদের কি সৌভাগ্য যে তোমরা সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যা মুনিগণের দুর্লভ; অতি শ্রেষ্ঠা, যে ভক্তি, তাই লাভ করেছ, তোমরা তাঁর প্রতি কায়িক, মানসিক ও বাচিক সর্বপ্রকার ভক্তিভাব প্রাপ্ত হয়েছ। গৃহ, পতিপুত্র, স্বজন ও দেহ পর্য্যন্ত দিয়ে কৃষ্ণনামা সেই পরম পুরুষকেই বরণ করেছ। তোমাদের আত্মহারা তুলনা রহিত প্রেমভাব দর্শন করে আমার জীবনধন্য ও কৃতার্থ হল। হে কল্যাণীগণ! তোমাদের এই কৃষ্ণ বিরহ আমার প্রতিই তাঁর অনুগ্রহের দান। হে মহাভাগ্যশালিনীগণ! তোমাদের ভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের গুপ্ত কার্যসকল আমিই করি। এক্ষণে আমার নিকট তোমাদের প্রিয়তমের প্রেরিত সুখকর যে বার্তা লয়ে এই স্থানে এসেছি, তোমরা আমার নিকটে তা শ্রবণ কর—শ্রীভগবান্ তোমাদের বলেছেন, "তোমাদের সহিত আমার কখনও সর্বপ্রকারে বিচ্ছেদ নাই, হতেও পারে না। আমি তো সর্বাত্মক। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই সকল মহাভূত যেমন সর্বভূতে, সর্বপদার্থে কারণরূপে অনুগত বা অনুস্যূত আছে, সেরূপ আমিও মন, প্রাণ, ভূত, ইন্দ্রিয় ও গুণসমূহে কারণরূপে ও আশ্রয়রূপে অনুগত আছি। অতএব আমা হতে কারও বা কোন বস্তুরই একান্ত বিচ্ছেদ নাই।"

পুরুষ স্বপ্ন দর্শন করে জাগরিত হওয়ার পর যেমন স্বপ্নদৃষ্ট অবর্তমান মিথ্যা পদার্থসমূহ চিন্তা করে থাকে; সেরূপ পুরুষ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালীন দৃষ্টশ্রুত শব্দাদিবিষয় সকল যে মনের দ্বারা চিন্তা করে থাকে, আমাকে প্রাপ্ত হতে ইচ্ছা করলে, সেই মনকে ও ইন্দ্রিয়সমূহকে দমন ও নিরুদ্ধ করবে। তৎপরে আত্মলাভের প্রতি প্রবুদ্ধ ও চৈতন্যলাভ করে সতত আমার ধ্যান করে আমাকে প্রাপ্ত হবে। হে গোপীগণ! নদীসমূহ যেমন অন্তে সমুদ্রপ্রাপ্তি রূপ ফলে পর্য্যবসিত হয়। সেরূপ বেদ ধীর ব্যক্তির আত্মজ্ঞান লাভের সহায়ক বেদোক্ত কর্মযোগ। পরমাত্ম বিবেকরূপ জ্ঞানযোগ, বৈরাগ্য এবং নানাপ্রকার তপস্যা ও ব্রতসমূহের আচরণ অর্থাৎ আমাকে প্রাপ্ত হওয়াই এই সকল সাধনের ফল। আমি যে তোমাদের নয়নসমূহের মধ্যে অবস্থান করছি তা কিন্তু আমাকে নিরন্তর ধ্যান করবার কামনায় তোমাদের মনের নৈকট্য সম্পাদনের জন্যই। সেই জন্যই আমি দূরে আছি। প্রিয়তম দূরে থাকলেই স্ত্রীগণের মন তার প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয়, সর্বদা নিকটে থাকলে তেমন হয় না। পুরুষগণের পক্ষেও এইরূপ বুঝতে হবে। অচিরে আমাকে প্রাপ্ত হবে। হে কল্যাণীগণ! রাস রজনীতে ব্রজের দূরবনে থেকে আমি যখন ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত ছিলাম,

তখন যে সকল ব্রজস্ত্রীগণ সেই রাস ক্রীড়ায় আসতে না পেরে গৃহে অবস্থান করছিল, সেই সকল গোপী আমার গুণাবলী নিরন্তর চিন্তা করে আমাকেই প্রাপ্ত হয়েছে।

শ্রীশুকদেব বললেন, হে মহারাজ পরীক্ষিৎ। প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ আদেশ শ্রবণ করে গোপীগণ-চৈতন্যলাভ করে বললেন, বহু সৌভাগ্যের ফলেই যদুকুল দ্বেষী কংস অনুচরগণসহ নিহত হয়েছে। ভাগ্যে অচ্যুত সিদ্ধকাম আত্মগণের সহিত কুশলে আছেন। ইহাই আমাদের নিকট যথেষ্ট সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। হে সৌম্য। শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রতি যে প্রীতি করতেন; মধুপুরীর স্ত্রীগণের প্রতিও কি সেইরূপ প্রীতি করে থাকেন? তারাও কি স্নিগ্ধ সলজ্জ হাস্য ও অবলোকনাদি দ্বারা আমাদের মত তাঁর অর্চনা করেন? অপর কোন গোপী বললেন, তিনি তো রতিজ্ঞ, পুরনারীদের প্রিয়, তবে কেনই বা তাঁদের বাক্য ও বিলাসাদি দ্বারা অনুরক্ত হবেন না? কেহ বললেন, হে সাধো। সেই পুরস্ত্রীগণমধ্যে কথাপ্রসঙ্গে কখনও কি তিনি এই গ্রাম্যস্ত্রীগণকে স্মরণ করেন? অন্য কেহ বললেন, সেই সকল রাত্রি কি তিনি কখনও স্মরণ করেন, যখন কুমুদ-পুষ্প ও শশাঙ্ক-শোভিত এই বৃন্দাবনে নূপুর শব্দিত রাসচক্রে মনোমুগ্ধ কর কথা বলতে বলতে তিনি এই প্রিয়দিগের সহিত বিহার করেছিলেন? ইন্দ্র যেমন নিদাঘ তপ্ত বনকে বারিবর্ষণ দ্বারা সঞ্জীবিত করেন, সেইরূপ তাঁর নিজকৃত বিরহশোক সন্তাপে সন্তপ্তা আমাদিগকে কর-স্পর্শাদির দ্বার সঞ্জীবিত করার নিমিত্ত তিনি কি ব্রজে আগমন করবেন? কিন্তু কেনই আসবেন? তিনি এখন তো শত্রু বিনাশ করে রাজ্য লাভ করেছেন, সুহৃদগণ পরিবৃত হয়ে সুখে আছেন; রাজকন্যাদিগকে বিবাহ করেছেন। বনচারিণী আমাদের দ্বারা বা অন্যা রমণীদ্বারা সর্বসিদ্ধ তাঁর কোন্ অসিদ্ধ প্রয়োজন সিদ্ধ হতে পারে? সৈরিন্ধ্রী পিঙ্গলা বলেছিল, আশা ত্যাগ করাই পরমসুখ। কিন্তু আমাদের পক্ষে আশা ত্যাগ করা দুঃসাধ্য। স্বয়ং লক্ষ্মীরও ঐ অবস্থা। কৃষ্ণ বলরাম সেবিত এই নদী, পর্বত, বনদেশ, ধেনু, বেনুরব—এই সকলই যে পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে সেই নন্দ গোপসুতকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। হায়। আমরা তাঁকে বিস্মৃত হতে পারছি না। শ্রীকৃষ্ণের ললিত গতি উদারহাস্য ও লীলা অবলোকন ও মধুর বচন আমাদের মনোহরণ করেছে; সুতরাং তা কেমনে ভুলব।' হে উদ্ধব। আমরা কি প্রকারে সেই মিত্রকে বিস্মৃত হব? হে কৃষ্ণ। হে ব্রজনাথ। হে গোবিন্দ। একবার এসে দেখে যাও। হে গোপীগণের সকল আর্তিনাশক। দুঃখসাগরে মগ্ন এই গোকুলকে উদ্ধার কর।

শ্রীশুকদেব বললেন,---হে মহারাজ পরীক্ষিৎ। শ্রীকৃষ্ণের সংবাদে গোপাঙ্গনাদিগের বিরহ ব্যাথা প্রশমিত হল। শ্রীকৃষ্ণকে ইন্দ্রিয়াতীত, সর্বজ্ঞ, সর্বাত্মা ও সর্বগত এবং নিজেদের আত্মরূপে বুঝতে পারলেন। তখন তাঁরা সমাদরে উদ্ধবকে পুজো করে সৎকার করলেন। হরিদাস উদ্ধব কয়েক মাস ব্রজে বাস ও অনুক্ষণ কৃষ্ণকথা গান করে গোকুলবাসী সকলকে আনন্দিত করলেন। পরম প্রীত হয়ে ও গোপীদের উদ্দেশ্যে নমস্কার করে তিনি বললেন, গোপবধূগণ সর্বাত্মা গোবিন্দের প্রতি সেই পরম প্রেমভাব প্রাপ্ত হয়েছেন। ইঁহাদের দেহ ধারণ সার্থক হয়েছে। হরিকথায় যাঁর একান্ত অনুরাগ জন্মেছে; তিনি যে কুলেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। "ভগবৎপ্রিয় ব্যক্তি যে কোন জাতি হউন না কেন, যে কোন ভাবেই ভজন করুন না কেন তাঁর প্রতি পূজনীয় বুদ্ধি করাই সমীচীন। অহো! না জেনে যদি অমৃত সেবন করা হয়, তা হলে ঐ অমৃত যেমন সেবনকারীর আরোগ্য বিধান করে থাকে। সেইরূপ অজ্ঞ ব্যক্তি যে কোন ভাবে শ্রীহরির ভজনা করে তবে শ্রীহরি তাঁর পরম মঙ্গল বিধান করে থাকেন।"* অতএব যাঁদের হরিকথাবিষয়ক উচ্চগানে ত্রিভুবন পবিত্র করেছে, আমি সেই ব্রজসুন্দরীগণের পদরেণু নিয়ত ভজনা করি, যাদের হরিকথা গীত লোকত্রয় পবিত্র করে। অনন্তর মহাত্মা উদ্ধব গোপীগণের এবং যশোদা-নন্দের অনুমতি নিয়ে গোপগণকে সম্ভাষণ করে মথুরায় যাওয়ার জন্য রথে আরোহণ করলেন। গোপগণ নানা উপঢৌকনাদি হস্তে উদ্ধবের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। অশ্রুপূর্ণ লোচনে বললেন, আমরা যে কোন যোনিতে জন্মগ্রহণ করি না কেন, আমাদের যেন পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মতি থাকে, আমাদের মনোবৃত্তি সকল কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করুক, বাণী সকল কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করুক। ঈশ্বর ইচ্ছায় স্বকর্মবশে আমরা যেখানেই ভ্রমণ করি না কেন, যেন আমাদের মঙ্গলাচরণ ও দানের দ্বারা কৃষ্ণে মতি থাকে। উদ্ধব এইরূপে কৃষ্ণভক্তি প্রদর্শনের দ্বারা সম্মানিত হয়ে মথুরায় প্রত্যাগমন করলেন। মথুরায় পৌঁছে তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে ব্রজবাসিগণের ঐকান্তিক ভক্তিভাবের কথা তাঁর নিকটে বললেন এবং বসুদেব, বলরাম ও রাজা উগ্রসেনকে গোপগণ প্রদত্ত উপঢৌকন সমূহ প্রদান করলেন।

---

* কেম্বাঃ স্ত্রিয়ো বনচরীর্ব্যভিচার দুষ্টাঃ।
কৃষ্ণে ক্ব চৈষ পরমাত্মনি রূঢ়ভাবঃ।
ন ন্বীশ্বরোঽনুভজতোঽবিদুষোঽপি সাক্ষাৎ
শ্রেয় স্তনোত্যগদরাজ ইবোপযুক্তঃ।। ১০/৪৭/৫৯

অধ্যায় (৪৮—৫২)

একদিন সর্বদর্শী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্বপ্রতিশ্রুতিমতে কাম সন্তপ্তা সৈরিন্ধ্রী কুব্জার প্রিয়কার্য করবার ইচ্ছায় উদ্ধবসহ তার গৃহে গমন করলেন। সে তৎক্ষণাৎ উঠে সখিসমেত শ্রীকৃষ্ণের নিকট গিয়ে উৎকৃষ্ট শয্যা, আসন, সুগন্ধি, ধূপ, দীপ, মাল্য ও গন্ধের দ্বারা তাঁর পুজো করল। শ্রীকৃষ্ণ তার লোকাচারে অনুবর্তন করে অবিলম্বে নিজেই গৃহ মধ্যস্থ মহামূল্যবান শয্যায় গিয়ে বসলেন। সৈরিন্ধ্রী বিলাসযুক্ত নিরীক্ষণ দ্বারা পরিশোভিতা হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সমীপে গমন করল। সুন্দরী কুব্জা অনুলেপন অর্পণরূপ সামান্য পুণ্যই মাধব শ্রীকৃষ্ণের অসামান্য অনুগ্রহলাভ করল। সে বলল, প্রিয়তম, এখানে আমার গৃহে কিছুদিন বাস ও বিহার কর। কেবলমাত্র উপস্থসুখ প্রদাতা মনে করে প্রার্থনা করল—হে কমলনেত্র তোমাকে ছেড়ে আমি আর থাকতে পারব না। রাজন্, ঐ রমণীর কি দুর্ভাগ্য, তুচ্ছ অঙ্গরাগ অর্পণ দ্বারা কৈবল্যনাথ দুষ্প্রাপ্য ঈশ্বরকে কাছে পেয়েও সে এই ক্ষুদ্র দৈহিক সম্ভোগ প্রার্থনা করল। "যে ব্যক্তি সকল ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর দুরারাধ্য বিষ্ণুর সম্যক্‌রূপে আরাধনা করে, তাঁর নিকট প্রাকৃত দৈহিক সুখ ভোগ প্রার্থনা করে সে নিতান্ত কুবুদ্ধি।"* শ্রীকৃষ্ণ কুব্জাকে যথোচিত সম্মান ও বরদান করে তথা হতে উদ্ধবসহ সকলে অক্রূর গৃহে গমন করলেন। অক্রূর দূর হতে তাঁদিগকে প্রত্যুদ্‌গমন করতঃ আলিঙ্গন ও অভিনন্দন করলেন। যথাবিধি অনুসারে তাঁদের পুজো ও স্তব করে প্রণাম করলেন। অক্রূর প্রণাম পূর্ব্বক পাদযুগল মার্জনা করতে করতে বিনয়াবনত হয়ে তাঁদিগকে বলতে লাগলেন—বহু সৌভাগ্যের ফলে আপনাদের পেয়েছি। আপনারা দুইজন প্রকৃতি ও পুরুষ এবং জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ। অতএব আপনারা জগন্ময় প্রধান পুরুষ। হে ভগবান্ কৃষ্ণ! আপনি পৃথিবীর ভার হরণ করার জন্য এই যদুকুলের যশঃ বিস্তার করার জন্য পৃথিবীতে স্বীয় অংশ বলরামের সহিত বসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হয়েছেন। হে পরমেশ্বর! আজ আমাদের গৃহসমূহ পবিত্রতা লাভ করল। কারণ দেবগণ, পিতৃগণ, ভূতগণ, রাজগণ, ও ব্রাহ্মণগণ যাঁর মূর্তি এবং যাঁর পাদপ্রক্ষালন জল ত্রিলোককে পবিত্র করে থাকে সেই জগদ্‌গুরু আপনি আমাদের গৃহে প্রবিষ্ট হয়েছেন। ভক্ত অক্রূর এইরূপ অর্চনা ও স্তবস্তুতি করলে শ্রীকৃষ্ণ হাসতে হাসতে

---

* দুরারাধ্যং সমারাধ্য বিষ্ণুং সর্বেশ্বরেশ্বরম্।
যে বৃণীতে মনোগ্রাহ্যম সত্ত্বাৎ কুমনীষ্যসৌ।। ১০/৪৮/১১

বললেন—হে তাত! আপনি আমাদের গুরু,পিতৃব্য ও প্রশংসনীয় বন্ধু, আমরা সর্বদা আপনাদের রক্ষণীয় , পোষণ ও অনুকম্পার পাত্র। কারণ আমরা আপনার প্রজা বা পুত্রতুল্য। আপনাদের মত মহাভাগ সাধুগণের সর্বদা সেবা করাই কর্তব্য। জলময় তীর্থসমূহ দর্শনমাত্রই পবিত্র করে না, মৃত্তিকা ও শিলাময় তীর্থক্ষেত্র সমূহ দর্শনমাত্রই পবিত্র করে না, দেবগণ দর্শনমাত্রই পবিত্র করে না। তাঁরা দীর্ঘকাল সেবিত হয়েই পবিত্র করে থাকেন। কিন্তু সাধুগণ দর্শনমাত্রই পবিত্র করে থাকেন। হে পরমাত্মীয় অক্রূর! আপনি আত্মীয়গণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। অতএব আপনি পাণ্ডবদিগের সংবাদ নেওয়ার জন্য হস্তিনাপুরে গমন করুন। পাণ্ডবদের অবস্থা জানার জন্য আমার মন চঞ্চল। মনে হচ্ছে তাদের ভ্রাতৃবিরোধ প্রবল আকার ধারণ করেছে। শুনলাম, পিতার মৃত্যুর পর তাঁরা দুঃখিনী মাতাসহ ধৃতরাষ্ট্রগৃহে বাস করছেন। কিন্তু রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের প্রতি সৎব্যবহার করছেন না। আপনি সকল বিষয় জেনে আমাকে জানালে সমুচিত বিধান করব। এরপর শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে আদেশ করে বলরাম ও উদ্ধবের সহিত অক্রূরের ভবন হতে নিজ আবাসে গমন করলেন।

অক্রূর পুরুবংশীয় রাজগণের যশঃ নানা দেবায়তন ও বহু ব্রাহ্মণবাস ভূষিত হস্তিনাপুরে এসে ধৃতরাষ্ট্রাদি সুহৃদগণের সহিত মিলিত হয়ে পরস্পরের কুশলবার্তা বিনিময়ান্তে শ্রীকৃষ্ণ কথিত সকল বৃত্তান্ত বলবার জন্য কয়েক মাস তথায় বাস করেন। কুন্তী ও বিদুরের নিকট অক্রূর জানতে পারলেন যে, ধৃতরাষ্ট্র খল ও মন্দবুদ্ধি পুত্রগণের পরামর্শে পাণ্ডবগণের শস্ত্রনৈপুণ্য প্রজানুরাগ ও অন্যান্য সদ্‌গুণাদি সহ্য করতে পারছেন না। কুন্তী পাণ্ডবগণের অবস্থা বলবার পূর্বেই সমাগতা ভ্রাত অক্রূরের সমীপে উপস্থিত হয়ে জন্মস্থানের কথা স্মরণ করতে করতে অশ্রুপূর্ণ লোচনে পিতা, মাতা, বসুদেবাদি ভ্রাতৃগণের ভগনীগণের রাম-কৃষ্ণাদি ভ্রাতুষ্পুত্রগণের এবং সখীগণের সকলের কুশল বার্তাদি জিজ্ঞাসা করেন। তারা কি আমাদিগকে স্মরণ করেন? ভ্রাতুষ্পুত্র কৃষ্ণকে স্মরণ করে বলেন—হে কৃষ্ণ! হে গোবিন্দ! আমি আমার শিশুপুত্রদের নিয়ে শত্রুমধ্যে ক্লেশ পাচ্ছি, তুমি আমার পুত্রগণকে পরিত্রাণ কর। আমি তোমার শরণাপন্ন হয়েছি। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের বহু স্তুতি করে নানা আর্ত্তি প্রকাশ করলেন, অক্রূর ও বিদুর তাঁর পুত্রগণের জন্মহেতু বর্ণনা করে সময়োচিত সান্ত্বনা দিলেন। অক্রূর ধৃতরাষ্ট্রের নিকট এসে বললেন, হে কুরুবংশীয়গণের কীর্ত্তিবর্দ্ধনকারী! আপনি রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েছেন। আপনি নিজপুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র এবং স্বজনগণের প্রতি সমভাবাপন্ন হয়ে ধর্মানুসারে রাজ্য পালন করুন। আপনার দুর্বিনীত পুত্রদের নিজ হস্তে দমন

করুন। অন্ধপুত্রস্নেহ ত্যাগ করুন। প্রজাগণের মনোরঞ্জন করুন। তা হলেই আপনার কীর্ত্তি ও কল্যাণ লাভ হবে।

"হে রাজন্! কোন ব্যক্তিরই কারও সহিত সম্যক্‌রূপে নিত্যকালের জন্য একত্র বাস হয় না। স্ত্রীপুত্রাদি কেন, আপন দেহের সহিতও নিত্য অবস্থান ঘটে না। জীব একাকী জন্মগ্রহণ করে আবার একাকীই লয় প্রাপ্ত হয়। একাকীই নিজের প্রারব্ধ সঞ্চিত পুণ্যকর্ম ভোগ করে, আবার একাকীই তাঁর পাপকর্ম ভোগ করে থাকে।"*

মূঢ় অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির অধর্মের দ্বারা অর্জিত ও বর্দ্ধিত বিত্ত তার স্ত্রীপুত্রাদি অপর সকলে ছল করে ভোগ করে থাকে। সকলে চলে যায় কিন্তু মূঢ় ব্যক্তি নিজকৃত পাপ লয়ে অতিঘোর অন্ধকারময় নরকে প্রবেশ করে।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, হে অক্রূর! মনুষ্য অমৃত প্রাপ্ত হয়ে যে পরিতৃপ্ত হয় না, আরো পাবার অপেক্ষা করে সেইরূপ তোমার অমৃতময় বাক্য তো আরও শুনতে ইচ্ছা করে, কিন্তু পুত্রগণের প্রতি অনুরাগবশে আমার চিত্ত বিষমভাবাপন্ন ও চঞ্চল। এই মোহ তাঁরই বিধান। যিনি এক্ষণে ভূভার হরণের নিমিত্ত যদুকুলে অবতীর্ণ হয়েছেন, সেই সর্বেশ্বরের বিধান কে লঙ্ঘন করতে পারে? যিনি দুর্ব্বোধ পথে প্রবৃত্তা নিজমায়াশক্তির দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি করে তাতে ওতপ্রোতভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে ত্রিবিধকর্ম ও কর্মফল বিভাগ করে দেন, যাঁর লীলাবিলাসই সংসারচক্রের প্রধান কারণ সেই পরমেশ্বরকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

অক্রূর এই বাক্যে ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয়ের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে সেখানের সুহৃদগণের অনুমতি লয়ে যদুপুরীতে প্রত্যাবর্তন করে শ্রীকৃষ্ণের নিকট সমস্ত নিবেদন করলেন।

অনন্তর কংসের মৃত্যুর পর তার স্ত্রীদ্বয় অস্তি ও প্রাপ্তি দুঃখে কাতর হয়ে পিতা মগধরাজ জরাসন্ধকে বৈধব্যের কারণ সমস্ত বৃত্তান্ত জানাল। সেই অপ্রিয় সংবাদ শুনে ক্রোধে প্রদীপ্ত হয়ে জরাসন্ধ পৃথিবীকে যাদবশূন্য করার জন্য অতিশয় উদ্যোগী হয়ে তেইশ অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে মথুরা অবরোধ করল। জরাসন্ধের সৈন্যগণকে দেখে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কল্প করলেন পৃথিবীর ভার স্বরূপ ঐ সৈন্যগণকে বধ করবেন।

---

* নেহ চাত্যন্তসম্বাসঃ কর্হিচিৎ কেনচিৎ সহ।
রাজন্! স্বেনাপি দেহেন কিমু জায়াত্মজাদিভিঃ।।
একঃ প্রসূয়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।
একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেক এব চ দুষ্কৃতম্ ।। ১০/৪৯/২০, ২১

জরাসন্ধকে বধ করা সমীচীন হবে না। কারণ সে জীবতি থাকলে তবেই আরো সৈন্য সংগ্রহ করবে এইভাবে ক্রমশঃ পৃথিবীর ভার মুক্ত হবে। এই প্রয়োজনই আমি জন্ম গ্রহণ করেছি। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ চিন্তা করছেন এমন হয় হঠাৎ আকাশ থেকে সারথি ও ধ্বজপতাকাদি পরিচ্ছদ সমন্বিত সূর্যতুল্য দীপ্তিশালী দিব্য অস্ত্রাদিপূর্ণ দু'খানা রথ এসে উপস্থিত হল। শ্রীকৃষ্ণ এই সকল দর্শন করে বলরামকে বললেন, হে আর্য্য! আপনি যাদের নাথ, তাদের রক্ষার্থ রথ ও প্রিয় অস্ত্রশস্ত্র সমূহ উপস্থিত হয়েছে। এই রথে আরোহণ করে শত্রুসৈন্য বিনাশ করুন। স্বজনগণকে উদ্ধার করুন। দু'ভাইয়ে এইরূপ মন্ত্রণা করে বর্ম্মপরিধান ও উত্তম অস্ত্রশস্ত্র সকল গ্রহণ করলেন। এবং অল্প সংখ্যক সৈন্য পরিবৃত হয়ে পুরী হতে বহির্গত হলেন। এরপর শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খধ্বনি করলেন। শঙ্খধ্বনির ফলে শত্রু সৈন্যগণের হৃদয়ে ত্রাস জনিত কম্প উপস্থিত হল। জরাসন্ধ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে দর্শন করে বলল-রে কৃষ্ণ! রে পুরুষাধম! তুই বালক ও বন্ধুঘাতী, তোর সঙ্গে যুদ্ধ করব না, তুই পালিয়ে থাকিস্। হে বলরাম তোর যদি ইচ্ছা হয় তাহলে আমার সহিত যুদ্ধ কর। ভীত হয়ে পলায়ন করিস্ না। যুদ্ধ আরম্ভ হল। এই ভীষণ যুদ্ধে মগধসৈন্য ও হস্তী অশ্বাদির রক্তের নদী বয়ে গেল। বলরাম বিরথ জরাসন্ধকে মহাবল পাশবদ্ধ করে বধ করতে উদ্যত হলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে নিবারণ করলেন, এবং বললেন, এই দুরাত্মা আরও সৈন্য আনুক, ভূভারহরণ হউক, তাকে ছেড়ে দিন। এইরূপে পরিত্যক্ত হয়ে জরাসন্ধ অত্যন্ত লজ্জিত হল। সমস্ত সৈন্য নিহত হল, জরাসন্ধ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উপেক্ষিত হয়ে দুঃখিত চিত্তে তথা হতে মগধরাজ্যে ফিরে গেল।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলরাম মথুরাপুরীতে প্রবেশ করলে অসংখ্য শঙ্খ; দুন্দুভি, তুর্য্য, বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গ বেজে উঠল। মহোৎসবে সম্বর্দ্ধিত হলেন। জরাসন্ধ লজ্জাজনক ভাবে পরাজিত হয়েও নিরুৎসাহ হল না। এইভাবে সপ্তদশ বার যুদ্ধ করল আর তার সৈন্যসমূহ বারে বারে বিনষ্ট হল।

অষ্টাদশ বার আক্রমণের সম্ভাবনা হলে নারদ প্রেরিত মহাবীর কালযবন রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হল। রাম ও কৃষ্ণ ভাবলেন, তাঁর উভয়ে ইহার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলে জরাসন্ধ পুনরায় এসে মথুরা আক্রমণ করতে পারে। কালযবন ছিল পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা। তার সমকক্ষ যোদ্ধা কেহ ছিল না। সে নারদের নিকট শুনেছিল যে, তার একমাত্র তুল্য বলশালী ও সমকক্ষ যোদ্ধা যদুকুলের শ্রীকৃষ্ণ। সে তার তিন কোটি ম্লেচ্ছ সৈন্য নিয়ে মথুরা অবরোধ করল। শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত মন্ত্রণা করে শ্রীকৃষ্ণ

তখন সমুদ্রমধ্যে দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত এক দুর্গ নির্মাণ করে তন্মধ্যে এক সর্বাশ্চর্য্যময় নগর প্রস্তুত করলেন। ঐ নগরে দেববিশ্বকর্মার বিজ্ঞান ও শিল্পনৈপুণ্য দৃষ্টি গোচর হতে লাগল, স্বর্ণচূড়া বিশিষ্ট গগনস্পর্শী স্ফটিকময় অট্টালিকা ও পুরদ্বার সমূহের দ্বারা সুবিস্তৃত রাজমার্গ, অশ্বশালা, অন্নশালা প্রভৃতি। দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিরনিমিত্ত তাঁর নিকটে 'সুধর্মা' নামক দেবসভা ও পারিজাত বৃক্ষ, বরুণপ্রেরিত অশ্ব, কুবের প্রেরিত পদ্ম, মহাপদ্ম, মৎস্য, কূর্ম, উদক, নীল; মুকুন্দ ও শঙ্খ এই অষ্টনিধি পাঠালেন। এইভাবে নগর শোভিত হল। অনন্তর ভক্ত ক্লেশহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কালযবন কিংবা অপর কেহ যেন জানতে না পারে সেই ভাবে তাঁর যোগমায়াশক্তি ও সঙ্কল্প প্রভাবে মথুরাবাসী স্বজনগণকে সেই নবনির্মিত নগরে নিয়ে গেলেন। পরে বলভদ্র সহ পুনরায় মথুরায় এসে তাঁকে বললেন, আপনি নগর রক্ষা করুন। আমি কালযবনকে সংহার করার অভিপ্রায়ে পলায়ন করি—এই মন্ত্রণা করে নারদের দেওয়া বিবরণ অনুযায়ী পদ্মমালায় বিভূষিত হয়ে নিরস্ত অবস্থায় পুরদ্বার হতে নির্গত হলেন।

কালযবন নারদের বর্ণনামত শ্রীকৃষ্ণকে নিরস্ত্র হয়ে পদব্রজে যেতে দেখল তখন তাঁকে ধরবার জন্য নিজেও কোন অস্ত্র না লয়ে তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হল। যোগিগণেরও সুদুর্লভ, সেই শ্রীহরি পরাঙ্মুখ হয়ে পলায়মান—আর তাঁকে ধরবার জন্য কালযবনের প্রয়াস। শ্রীভগবান্‌ও এমনভাবে কাছে কাছে চলতে লাগলেন, যেন হাত প্রসারিত করলে তাঁকে ধরতে পারে। কালযবন বলতে লাগল হে কৃষ্ণ! তুমি যদুকুলে জন্মেছ, পলায়ন করা তোমার উচিত হয় না কিন্তু তুমি যেখানেই যাও না কেন? আমার হাত হতে তোমার নিস্তার নেই। কাপুরুষের মত পালিয়ে যেও না। পদব্রজে যেতে যেতে তোমার সাথে যুদ্ধ করবো। দুর্বল, ভীরু, কাপুরুষের ন্যায় তোমার ব্যবহার ন্যায়সঙ্গত নহে, এই বলে নানা কটূক্তি করতে করতে শ্রীকৃষ্ণের পিছনে পিছনে গিয়ে এক পর্বত গুহায় প্রবেশ করলো। কালযবনের কটূক্তি শুনেও শ্রীকৃষ্ণ পিছন ফিরে একেবারেও তাকাননি কারণ কালযবন এ জন্মে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের দর্শন পাবে না, তার দুষ্কর্ম, দুষ্কৃত পাপকর্ম এখনো ক্ষয় হয় নাই। তার চিত্ত নিশ্চয় অতিশয় পাপাদি মালিন্যযুক্ত ছিল। সেই কারণে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যময়রূপ দেখেও দেখতে পেল না। কোন সুকৃতি না থাকলে শ্রীভগবানের মাধুর্য্য অনুভব করা যায় না। তাঁর দর্শনও পাওয়া যায় না।

সেই সময় গুহামধ্যে মহাত্মা মুচুকুন্দ দেবতাদের বর পেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে

বিশ্রামে ছিলেন। পর্বত গুহায় প্রবেশ করে শ্রীকৃষ্ণ মুচুকুন্দের পাশ দিয়ে ঘুরে আড়ালে চলে গেলেন। পশ্চাতে পশ্চাতে এসে মূঢ়বুদ্ধি কালযবন মনে ভাবলো শ্রীকৃষ্ণ ছল চাতুরি করে আমাকে এখানে এনে সাধুবেশ ধারণ করে শুয়ে পড়েছে। এই চিন্তা করে মূঢ় কালযবন শয়ান ব্যক্তিকে সজোরে এক লাথি মারল। বহুকাল যাবৎ অর্থাৎ অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের দ্বাপর ও কলির সন্ধ্যাংশ পর্যন্ত মুচুকুন্দ নিদ্রিত ছিলেন। কালযবনের পদাঘাতে তিনি জেগে আস্তে আস্তে নয়নদ্বয় উন্মীলন করলেন এবং চতুর্দিকে দেখতে দেখতে পার্শ্বে দণ্ডায়মান কালযবনকে দেখতে পেলেন নিদ্রাভঙ্গ হেতু ক্রুদ্ধ হয়ে দৃষ্টিপাত করতেই ক্ষণকালমধ্যে কালযবনের দেহ অগ্নি দগ্ধ হয়ে ভস্মীভূত হল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধিমান মুচুকুন্দকে নিজ মূর্তিতে দর্শন দিলেন।

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন,—হে ব্রহ্মন্! যিনি কালযবনকে ভস্মাসাৎ করলেন, তিনি কে? তাঁর নাম কি, কোন বংশের সন্তান? সে কিরূপ প্রভাবশালী? আবার কি কারণেই পর্বত গুহায় শয়ন করেছিলেন? শুকদেব বললেন, — হে রাজন্! তিনি ইক্ষ্বাকু বংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা মুচুকুন্দ ছিলেন পরম ভগবদ্‌ভক্ত, ধার্মিক, নরপতি মান্ধাতার পুত্র। তিনি ছিলেন বীর, ধর্মযুদ্ধ পরায়ণ, ব্রাহ্মণের হিতকারী, পালক ও রক্ষক এবং পরম নিষ্ঠাবান। তাঁর এত সদ্‌গুণ থাকা সত্ত্বেও কোনদিন আত্মজ্ঞান লাভের প্রতি সচেষ্ট হননি। তিনি নিজ রাজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। সেই সময় স্বর্গের ইন্দ্রাদি দেবগণ অসুরগণের দ্বারা অত্যাচারিত উৎপীড়িত হচ্ছিলেন। অসুরগণের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে দেবগণ নিজেদের রক্ষার্থে মুচুকুন্দের নিকট সাহায্যের জন্য অনুরোধ করলেন। মুচুকুন্দ তাঁর নিজ রাজ্য সুখ ত্যাগ করে দেবগণের আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্বর্গে গমন করলেন। সেখানে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হলেন। বহুকাল অসুরদের অত্যাচার হতে দেবগণকে রক্ষা করলেন মুচুকুন্দ। অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ কার্তিকেয়কে স্বর্গের রক্ষক সেনাপতি রূপে প্রাপ্ত হয়ে মুচুকুন্দকে বললেন, হে রাজন্! তুমি বহুকাল আমাদিগকে পালন করেছ। এক্ষণে ফিরে যাও, বিশ্রাম কর। কিন্তু তুমি কোথায় যাবে? তোমার স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়স্বজন সকলে কাল কবলিত। কেহই জীবিত নাই। তোমার কর্মে নিষ্ঠা এবং বীরত্বে আমরা মুগ্ধ হয়েছি, আমরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। তোমার মঙ্গল হউক। তুমি আমাদিগের নিকট বর প্রার্থনা করতে পার কিন্তু মোক্ষ নয়, কারণ মোক্ষ স্বয়ং নারায়ণ ভিন্ন অন্য কোন দেবতা দিতে পারবেন না। মহাযশস্বী মুচুকুন্দ তখন খুবই শ্রমক্লান্ত বললেন, মোক্ষ বা পরমপদ ব্যতীত অন্য কোন বর প্রার্থনা করি না। কিন্তু মোক্ষ একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুই দিতে পারেন

যখন তখন বিষ্ণুর দর্শন যতদিন না পাই ততদিন আমি জগতে কিছুই দেখতে চাই না। জেগে থাকলে জগতে আরো কত কিছু দেখতে হবে, ভোগ করতে হবে অতএব হে দেবগণ! আমাকে এই বর প্রদান করুন—যতদিন না ভগবান বিষ্ণুর দর্শন না পাই ততদিন যেন নিরাপদে শান্তিতে নিদ্রা যেতে পারি। এই প্রার্থনা সঙ্গে আর একটি অনুরোধ করলেন যে, আমি শান্তিতে নিদ্রা যাব কিন্তু এই নিদ্রা যে ভঙ্গ করবে সেই ব্যক্তি আমার দৃষ্ট হওয়া মাত্রই তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হবে। দেবগণ অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হয়েও বললেন—'তথাস্তু' তোমার ইচ্ছাই পূরণ হউক। এরপর মুচুকুন্দ মথুরা মণ্ডলের দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত ধবলগিরি মধ্যে স্থিত এক নির্জন গিরিগুহায় প্রবেশ করে নিদ্রিত হলেন। দেবতাদের সেই বরে কালযবন ভস্মীভূত হলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধিমান মুচুকুন্দকে নিজ দিব্যমূর্তি দর্শন করালেন। মুচুকুন্দ বলতে লাগলেন, ভগবন্ আমি মান্ধাতার পুত্র মুচুকুন্দ। আপনি সাক্ষাৎ তেজ, সূর্য্য বা চন্দ্র অথবা স্বয়ং বিষ্ণু? যদি আপনার ইচ্ছা হয়, আপনার জন্মাদি শ্রবণ করতে ইচ্ছুক।

শ্রী ভগবান্ বললেন, আমার জন্ম, কর্ম, নাম অসংখ্য, সম্প্রতি ভূভার হরণের জন্য বসুদেব গৃহে অবতীর্ণ হয়েছি। বসুদেবের পুত্র বলে আমাকে 'বাসুদেব' বলে থাকে। সাধুদ্বেষী কালনেমি, কংস, বক ও প্রলম্বাদি অসুরগণ আমার হস্তে নিহত হয়েছে সম্প্রতি এই কালযবনকেও আমিই বিনষ্ট করলাম। তোমার নিদ্রাভঙ্গের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ইহার নিধন নিমিত্ত মাত্র। তোমার পূর্বজন্মের প্রার্থনামত তোমাকে অনুগ্রহ করতে এখানে এসেছি। আমি ভক্তবৎসল, পূর্বে তুমি আমাকে দেখার জন্য বহু প্রার্থনা করেছিলে। তুমি আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। আমি তোমাকে তোমার অভিলষিত বস্তুই প্রদান করব। মুচুকুন্দ ভগবানের স্তব করে বললেন, ভগবন্! আপনার পদসেবা ছাড়া আমি অন্য কোন বর প্রার্থনা করি না। আপনি ভক্তগণকে মোক্ষ প্রদান করে থাকেন। কোন্ বিবেকী ব্যক্তি বিষয়বন্ধন ঘটে এরূপ বর প্রার্থনা করেন? আমি আপনার শরণ নিলাম। হে পরমেশ্বর! বিপন্ন আমাকে আপনি পরিত্রাণ করুন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে সার্বভৌম মুচুকুন্দ! তোমার বুদ্ধি সুনির্মল, সুদৃঢ় ও সুতীক্ষ্ণ হয়েছে। কারণ আমি বর প্রদান করব বলে তোমাকে প্রলোভিত করলেও তোমার বুদ্ধি বিষয়ভোগের বাসনায় বিক্ষোভিত হল না। যারা আমার শরণাগত নহে, তাহা প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাসের দ্বারা মনের নিরোধের জন্য চেষ্টা করলেও তাদের মন সম্পূর্ণরূপে বিষয় বাসনা শূন্য হয় না। তুমি আমাতে চিত্তসমাহিত করে পৃথিবী যথেচ্ছ ভাবে বিচরণ কর। আমার প্রতি তোমার নিশ্চলা ভক্তি হউক। তুমি

মৃগয়াদি ও যুদ্ধাদির দ্বারা বহু প্রাণী বধ করে যে পাপ করেছ তা তপস্যাদ্বারা ক্ষয় কর। জন্মান্তরে সর্বজীবের সুহৃৎ ব্রাহ্মণ হয়ে আমাকে প্রাপ্ত হবে।

ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা মুচুকুন্দ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অনুগৃহীত হয়ে তাঁকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে সেই গুহা হতে নির্গত হয়ে দেখলেন, মনুষ্য পশুপক্ষী বৃক্ষাদি খর্ব্বাকার হয়ে পড়েছে, দেখে বুঝলেন যে কলিযুগ সমাগত হয়েছে। তিনি উত্তর দিকস্থিত হিমালয় পর্বতাভিমুখে প্রস্থান করলেন। তপস্যা করার জন্য শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে চিত্ত সমাধান করতঃ মনকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচরণে স্থাপন করলেন। তিনি বদরিকাশ্রমে গভীর তপস্যায় রত হলেন।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় এসে যবন সৈন্যগণকে বধ করলেন। তিনি যখন তাদের সমস্ত ধনরত্নাদি লয়ে যাচ্ছিলেন, তখন জরাসন্ধ পুনরায় যুদ্ধের নিমিত্ত মথুরায় এসে উপস্থিত হল। রাম ও কৃষ্ণ তাকে দেখে প্রচুর ধনরত্ন ত্যাগ করে স্বয়ং অভয় হয়েও ভীতবৎ বহুদূরে পলায়ন করতে লাগলেন। তাঁরা প্রবর্ষণ নামক এক উচ্চপর্বতে আরোহণ করলেন। জরাসন্ধ দুই জনকে পলায়নরত দেখে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করতে করতে তাঁর রথ ও সৈন্যগণের সহিত তাঁদের পশ্চাৎ ধাবিত হল। জরাসন্ধ তাঁদিগকে না পেয়ে বুঝলেন কৃষ্ণ ও বলরাম পর্বতে লুক্কায়িত আছেন। খুঁজে না পেয়ে পর্বতের চারিদিকে বহু কাষ্ঠাদি দ্বারা অগ্নি সংযোগ করে সেই পর্বত দগ্ধ করতে আরম্ভ করল। তখন তাঁরা বেগে তথা হতে নির্গত হয়ে একেবারে সমুদ্রবেষ্টিত নবনির্মিত পুরীতে গিয়ে প্রবেশ করলেন। রাজা জরাসন্ধ তাঁদিগকে অগ্নিদগ্ধ মনে করে সসৈন্য স্বীয় রাজধানী মগধদেশে ফিরে গেলেন।

অধ্যায় (৫৩—৫৭)

শ্রী শুকদেব বললেন, হে মহারাজ! বিদর্ভাধিপতি ভীষ্মকের রুক্মিণী নামে চারুবন্দনা এক কন্যা ও পাঁচপুত্র মধ্যে রুক্মী ছিলেন জ্যেষ্ঠ পুত্র। সতীরুক্মিণী ছিলেন সর্ব কনিষ্ঠ এবং ইহাদের সহোদরা ভগিনী। শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণী উভয়ে উভয়ের সুখ্যাতি জনগণের দ্বারা শুনে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পরস্পরে বিবাহ করতে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু রুক্মী কৃষ্ণ বিদ্বেষী ছিল। সে রুক্মিণীকে দমঘোষ পুত্র চেদিরাজ শিশুপালকে ভগিনীর বররূপে নির্বাচিত করল। রুক্মিণী অভিপ্রায় জানতে পেরে অত্যন্ত দুঃখিতা হৃদয়ে এক বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট এক পত্র পাঠালেন।

ব্রাহ্মণ এসে শ্রীকৃষ্ণের নিকট সেই পত্র পাঠ করে শুনালেন—"হে ভুবনসুন্দর! হে স্বামিন্! তুমি জগতের মধ্যে পরম সুন্দর। তোমার রূপ গুণ শুনে আমার চিত্ত লজ্জাশূন্য হয়ে তোমাতে অনুরক্ত হয়েছে। তোমাকে আমি আত্মসমর্পণ করেছি। আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ কর। হে বিভো! চৈদ্যরূপ শৃগাল যেন সিংহের বস্তু গ্রহণ না করে। কল্যই বিবাহের দিন। প্রথমতঃ তুমি অপরের অলক্ষিত গুপ্তভাবে বিদর্ভদেশে উপস্থিত হও। সেনাপতিগণ সহ এসে চেদি ও মগধরাজ জরাসন্ধদিগকে নিপীড়িত করে রাক্ষস মতে আমাকে বিবাহ কর। বিবাহের পূর্বদিনে দেবযাত্রা উপলক্ষে নববধূ কুলদেবতা অম্বিকার মন্দিরে গমন করে। তুমি সেই সময় অম্বিকাদেবীর মন্দির হতেই আমাকে হরণ কর। তোমার অনুগ্রহ যদি লাভ করতে না পারি তবে প্রাণত্যাগ করব; এইভাবে শত শত জন্ম ধরে যতকাল পর্যন্ত তোমার অনুগ্রহ লাভ না হয়, ততকাল পর্যন্ত আমি উপবাস করে প্রাণত্যাগ করতে থাকব।"

ব্রাহ্মণ বললেন,—হে যদুদেব! এই গোপনীয় সংবাদ আমি এনেছি এখন এ বিষয়ে আপনি যা করতে ইচ্ছা করেন তা অতি শীঘ্রই করুন। শ্রীকৃষ্ণ বার্তাসকল শুনে বললেন, হে ব্রাহ্মণ! আমি সবই জানি। রুক্মী আমার প্রতি বিদ্বেষ করতঃ রুক্মিণীর সহিত বিবাহ নিবারণ করতে চেষ্টা করছে কিন্তু সামান্য ইন্ধন কাষ্ঠ হতে যেমন সুনিপুণ ভাবে তার মধ্য হতে অগ্নিশিখা বার করা যায়; সেইরূপ আমিও সেই সকল ক্ষত্রিয়াধম রাজন্যবর্গের মধ্য হতে সর্বাঙ্গ সুন্দরী রুক্মিণীকে বের করে আনব। মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সারথি দারুককে বললেন—হে দারুক, শীঘ্রই রথ সংযোজন কর। তৎক্ষণাৎ দারুক রথ যোজনা করল। দ্রুতগামী রথে সেই রাত্রিতে বিদর্ভদেশে গমন করলেন। এদিকে কুণ্ডিনদেশের অধিপতি রাজা ভীষ্মক পুত্র রুক্মীর স্নেহের বশীভূত ও তার অনুবর্তী হয়ে শিশুপালকে নিজকন্যা সম্প্রদান করবার অভিপ্রায়ে সমস্ত শুভকর্ম করালেন।

বলরাম শুনলেন, জরাসন্ধ, দন্তবক্র, বিদূরথ, পৌণ্ড্রক, চেদিপতি দম ঘোষ ইত্যাদি যদুকুলবিদ্বেষী রাজগণ বহু সৈন্যসহ কুণ্ডিনপুরে সমবেত হয়েছে, অথচ শ্রীকৃষ্ণ একক সেখানে চলে গিয়েছেন। ভ্রাতৃস্নেহপরবশ হয়ে তিনি গজঃ অশ্বরথ পদাতিকাদি বহু বল নিয়ে কুণ্ডিনে এসে উপস্থিত হলে, বিদর্ভাধিপতি উভয় পক্ষীয় রাজগণকে সমুচিত সম্বর্দ্ধনা ও সুরম্য বাসস্থান দ্বারা আপ্যায়িত করলেন। ভীষ্মক ও দমঘোষ উভয়ে নিজ নিজ কুলোচিত বিবাহের অভ্যুদয় কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করলেন। এদিকে রুক্মিণী ব্রাহ্মণের বিলম্ব দেখে চিন্তাকুল হয়েছেন, এমন সময় সেই ব্রাহ্মণ গোপনে

এসে শ্রীকৃষ্ণের আগমন বার্তা সহ তিনি যা যা তাঁকে বলেছিলেন তা রুক্মিণীকে জানালেন। তখন রুক্মিণী কৃষ্ণপদ ধ্যান করতে করতে মাতৃগণ সখিগণ ও উদ্যতাস্ত্র সৈন্যগণ কর্তৃক বেষ্টিতা হয়ে পদব্রজেই অম্বিকামন্দিরে গমন করলেন। বিদর্ভপুর বাসিগণ জানতে পারলেন যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এখানে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লালসায় উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়লেন। শ্রীকৃষ্ণের দর্শন করে তাঁরা অভিভূত হলেন; তাঁরা বলতে লাগলেন যে, রুক্মিণীই শ্রীকৃষ্ণের পত্নী হওয়ার যোগ্যা অন্য কোন রমণী নহে। তিনিই একমাত্র যোগ্যপতি। আমাদের যে পুণ্য আছে তাতে ত্রিলোক কর্তা পরিতুষ্ট হয়ে আমাদের অনুগ্রহ করুন। শ্রীকৃষ্ণই রুক্মিণীর পাণিগ্রহণ করুন।

রুক্মিণী অম্বিকামন্দিরে পূজা সমাপ্ত করে সখিগণের হাত ধরে রথের দিকে আসতে লাগলেন। সমাগত রাজগণ তাঁকে দেখে মুগ্ধ হল। দেবী রুক্মিণীর বদনমণ্ডল কুণ্ডলদ্বয়ে শোভিত ছিল, তাঁর নয়নদ্বয় কেশরাশির ভয়ে শঙ্কিত হয়ে যেন চঞ্চল হয়ে ঘুরছিল। তাঁর গমনচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণকে নিজ অঙ্গ-লাবণ্য দর্শন করাতে করাতে যাচ্ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি দেখতে দেখতে গমন করতে লাগলেন। তিনি তাঁর বামহস্তের অঙ্গুলীয় অগ্রভাগের দ্বারা তাঁর মুখোপরি পতিত কেশরাশি সরিয়ে দিয়ে লজ্জাবশতঃ কটাক্ষপাতের দ্বারা সমাগত রাজগণকে দর্শন করলেন। শ্রীকৃষ্ণকেও দর্শন করলেন। রুক্মিণী দেবী রথে উঠার উপক্রম করলেন, অমনি তড়িৎগতিতে শ্রীকৃষ্ণ সকলের সামনে হরণ করলেন। শৃগালগণের মধ্য হতে সিংহ যেমন তার ভোগ্য বস্তু হরণ করে সেইরূপ রুক্মিণী দেবীকে হরণ করে তাঁর নিজের গরুড়ধ্বজ রথে স্থাপন করে মুহূর্তে প্রস্থান করলেন। সমাগত ক্ষত্রিয় রাজগণের সহিত বলরামের তুমুলযুদ্ধ আরম্ভ হল। বলরাম কর্তৃক বিপক্ষের সৈন্যকুল বিধ্বস্ত হয়ে ভূপতিত হতে লাগল। তখন জরাসন্ধ শিশুপালকে বলল, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি মনোদুঃখ ত্যাগ কর। দেহধারী জীবগণের মধ্যে প্রিয় বা অপ্রিয়, ইষ্ট বা অনিষ্ট প্রাপ্তির বিষয়ে কোন স্থিরতা দেখা যায় না। "কাষ্ঠময়ী পুত্তলিকা যেমন নর্ত্তয়িতার ইচ্ছানুসারে নৃত্য করে, সেইরূপ দেহধারণ সকল জীবই পরমেশ্বরের অধীন হয়ে সুখ-দুঃখ পেয়ে থাকে। সুখ-দুঃখ চক্রের মত ঘুরে"* আমি জরাসন্ধ ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে সপ্তদশবার যুদ্ধ করে শ্রীকৃষ্ণের নিকট পরাজিত হয়েছিলাম। কেবল অন্তিম যুদ্ধে

---

* যথা দারুময়ী যোষিৎ নৃত্যতে কুহকেচ্ছয়া।
এবমীশ্বর তন্ত্রোহয়মীহতে সুখ দুঃখয়োঃ।। ১০/৫৪/১২

জয়লাভ করলাম। তথাপি আমি কখনো শোক করি নাই, হৃষ্টও হই নাই। কাল অনুকুল হয়েছে বলে শত্রুগণ জয়লাভ করেছে। কাল যখন আমাদের অনুকুল হবে তখন আমাদের আবার জয়লাভ হবে। চেদিরাজ শিশুপাল, জরাসন্ধ প্রভৃতি মিত্রগণের দ্বারা সান্ত্বনা বাক্য পেলেন তখন স্ব স্ব পুরে ফিরে গেলেন। কিন্তু রুক্মী নিজের ভগিনী রুক্মিণীদেবীর রাক্ষসবিধি বিবাহ সহ্য করতে না পেরে এক অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে ধাবিত হল। প্রতিজ্ঞা করল—যে কৃষ্ণকে নিধন করে রুক্মিণীকে উদ্ধার না করে রাজ্যে ফিরব না। রথে আরোহণ করে শ্রীকৃষ্ণকে 'দাড়াও' 'দাড়াও' বলে আস্ফালন করতে লাগল। রুক্মী সুদৃঢ় ধনুকে আকর্ষণ করে তিনটি বাণের দ্বার শ্রীকৃষ্ণকে আহত করল এবং বলল, ওহে যদুবংশের কলঙ্ক, ওহে নীচমতি, আজ তোমার গর্ব খর্ব করব। কাক যেমন যজ্ঞের ঘৃত হরণ করে সেইরূপ তুই আমার ভগিনীকে হরণ কোথায় যাচ্ছিস্। শ্রীকৃষ্ণ রক্মীর কথা শুনে হাস্য সহকারে ছয়টি বাণের দ্বারা তার ধনুক ছেদন করলেন। এইভাবে রুক্মীর সমস্ত অস্ত্রই ছেদন করলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ যখন রুক্মীকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন তখন সাধ্বী রুক্মিণীদেবী ভ্রাতৃবধের উদ্যোগ দেখে ভয়ে ব্যাকুল হয়ে স্বামীর পদতলে পতিত হয়ে করুণস্বরে বললেন—হে যোগেশ্বর, হে জগৎপতি! আমার ভ্রাতাকে বধ করা আপনার উচিত নহে। দয়ালু শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিবধ হতে নিবৃত্ত হলেন। তিনি রুক্মিকে বস্ত্রের দ্বারা বন্ধন করে তার মুখের শ্মশ্রু ও কেশ অসম্পূর্ণভাবে মুড়িয়ে দিলেন। বলদেব এসে তা দেখে রুক্মীকে মুক্ত করে দিয়ে বললেন, "কৃষ্ণ তুমি আমাদের পক্ষে নিন্দিত ও অসাধু কার্য্য করেছ। বলরাম রুক্মিণীর প্রতি সান্ত্বনা বাক্য—হে সাধ্বি! তুমি তোমার ভ্রাতার বিরূপতার চিন্তা করে আমাদের প্রতি অসূয়া বা দোষারোপ করো না। কারণ সুখ দুঃখ অপর কেহ দেয় না, মনুষ্য নিজের কর্মেরই ফল ভোগ করে। বন্ধু ব্যক্তি বধ যোগ্য দোষ করলেও বন্ধু দ্বারা হত হতে পারে না। ত্যাজ্য হয় মাত্র। নিজ দোষে যে হত, তাকে কি পুনরায় বধ করতে হয়?"

রুক্মিণীকে শোকার্ত দেখে বললেন, হে শুচি স্মিতে! দেহকে যারা আত্মা বলে মনে করে সে লোকেরা—ইনি আমার সুহৃদ, বন্ধু, ইনি আমার শত্রু আর ইনি উদাসীন এইরূপ ভেদবুদ্ধি করে থাকে। দেহিগণের সকলেরই এক আত্মা, যেমন জলে চন্দ্র বা সূর্যকে ও ঘটাদিতে আকাশে নানারূপে দেখা যায়। জন্মাদি বিকার দেহের, আত্মার নহে, যেমন কলার হ্রাসবৃদ্ধি চন্দ্রের নহে, অথচ লোকে অমাবস্যাকে চন্দ্রের ক্ষয় বলে মনে করে। সেইরূপ দেহের বিনাশই জীবের মৃত্যু কথিত হয়। বস্তুত দেহেরই

বিনাশ হয়। জীবাত্মার বিনাশ নাই। অতএব হে নির্মল হাস্যবতি রুক্মিণী! এই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান জনিত শোক দেহশোষণ ও মনোবিকার জনক শোককে বিনষ্ট করে তুমি সুস্থা হও ও শান্তমনা হও। এইরূপ সান্ত্বনা বাক্যে প্রতিবোধিত্তা হলেন। বিবেকবুদ্ধির দ্বারা নিজের মনোদুঃখ ত্যাগ করে মনকে শান্ত ও স্থির করলেন।

রুক্মী মুক্ত হয়ে লজ্জায় কুণ্ডিনপুরে প্রবেশ না করে ভোজকট নামক স্থানে এক বিশাল নগরনির্ম্মাণ করে বাস করতে লাগল। শ্রীকৃষ্ণ উৎসাহে দ্বারকাবাসিগণ কর্তৃক সম্বর্দ্ধিত হলেন। রুক্মিণীদেবীকে নিজপুরীতে এনে শাস্ত্রবিধি অনুসারে বিবাহ করলেন। যদুপুরে দ্বারকায় তখন সকল স্ত্রী ও পুরুষগণ আনন্দিত হয়ে সুমার্জিত মণিময় কুণ্ডল পরিধান করে বিচিত্র বসনে বিভূষিত বর-বধূর নিকটে উপহার দ্রব্য সকল আনয়ন করলেন। নগরে তখন প্রতিগৃহে মহোৎসব আরম্ভ হল। নগর হল সুজ্জিত।

রুক্মিণীদেবীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের তুল্য প্রদ্যুম্ননামে এক পুত্র জন্মে। শম্বরাসুর প্রদ্যুম্নকে নিজের শত্রু জানতে পেরে মায়ারূপ ধারণ করে ষষ্ঠ দিনে তাকে হরণ করে সমুদ্রে ফেলে দেয়। তথায় বলবান এক মৎস্য তাকে গ্রাস করে। সেই মৎস্য ধীবরগণের দ্বারা ধৃত হয়। ধীবরগণ বিরাট মৎস্যটি শম্বরাসুরকে উপহার স্বরূপ দান করল। তার পাচিকা ঐ শিশুকে মৎস্যের পেট হতে জীবিতাবস্থায় বের করে প্রতিপালন করতে থাকল। পূর্বজন্মে ঐ শিশু ছিল কামদেব। তার পতিব্রতা পত্নী রতিদেবী ছিলেন মায়াবতী। কামদেব শিবের কোপানলে পড়ে দগ্ধীভূত হয়। রতিদেবী স্বামীর পুনরায় দেহ প্রাপ্তির প্রতীক্ষায় ছিলেন। মায়াবতী রতি শম্বরাসুরের পাচিকারূপে নিযুক্তা হয়েছিলেন। নারদের নিকট সবকিছু জেনে পাচিকা রতিদেবী তাকে মায়া-অস্ত্র প্রদান করে। অল্পকাল মধ্যে প্রদ্যুম্ন যৌবন প্রাপ্ত হলেন। রতিদেবী বললেন—আপনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। আপনি শম্বরাসুরের দ্বারা অপহৃত হয়েছিলেন। আমি আপনার অধিকৃতা পত্নী রতি, আপনি কামদেব। হে প্রভো! আপনি এখন বহুশত মায়াবিদ দুর্জয় ও দুর্দ্ধর্ষ। আপনার শত্রু শম্বরাসুরকে বিনাশ করুন। আপনার মাতা রুক্মিণী দেবী সন্তান হারা হয়ে বৎসহারা গাভীর ন্যায় পীড়িতা ও দুঃখিতা হয়ে করবীপক্ষীর ন্যায় শোকও রোদন করে চলেছেন। এই বলে প্রদ্যুম্নকে সর্বমায়া বিনাশক মহামায়া বিদ্যা প্রদান করলেন। এরপর শম্বরাসুরকে প্রদ্যুম্ন বধ করেন। রুক্মিণীদেবী দিনের পর দিন তাঁর অপহৃত সন্তানের জন্য নানাপ্রকার চিন্তা করতে থাকলে প্রদ্যুম্নকে দেখে মনে নানারকম প্রশ্ন নিয়ে ব্যস্ত এমন সময় দেবর্ষি নারদ আগমন করেন এবং শম্বরাসুরের কর্তৃক প্রদ্যুম্নের অপহরণ বৃত্তান্ত সকল

বললেন। শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুরস্থিত রমণীগণ নারদের মুখে এই অত্যাশ্চর্য্য কাহিনী শুনে প্রদ্যুম্নকে অভিনন্দিত করতে লাগলেন। দেবকী, বসুদেব, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম এবং স্ত্রীগণ ও রুক্মিণী সকলে প্রদ্যুম্ন ও মায়াবতীকে আলিঙ্গন করে পরমানন্দ লাভ করলেন।

একদিন সূর্য্যদেব তাঁর উপাসক সত্রাজিতের উপর সন্তুষ্ট হয়ে প্রীতিবশতঃ ভক্তকে স্যমন্তক নামে একটি নানাগুণ সম্পন্ন অত্যুজ্বল মণি দিয়েছিলেন। একদিন সত্রাজিৎ সেই স্যমন্তক মণি-কণ্ঠে ধারণ করে দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করেছিলেন। জনগণ দূর হতে দেখে তারা তাঁকে স্বয়ং সূর্য্যদেব মনে করে শ্রীকৃষ্ণের নিকট গিয়ে বললেন, হে গোবিন্দ! হে যদুনন্দন! আপনার নিকট দেখা করতে স্বয়ং সূর্যদেব এসেছেন। শ্রীকৃষ্ণ শুনে বললেন—না না উনি সূর্য্যদেব নন, উনি হলেন সত্রাজিৎ। সূর্য্যদেবের প্রদত্ত স্যমন্তক মণি গলায় ধারণ করে আছেন। এই স্যমন্তক মণি প্রতিদিন অষ্টভার পরিমাণ সুবর্ণ প্রসব করে। এই মণি যেস্থানে পূজিত হয়ে অবস্থান করত সেই স্থানে দুর্ভিক্ষ, মহামারী অমঙ্গলজনক কোন প্রভাব পড়ে না এবং কপটচারী ব্যক্তিগণও থাকতে পারে না।

কোন এক সময় শ্রীকৃষ্ণ তার নিকট যদুরাজের নিমিত্ত ঐ মণিটি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু সত্রাজিৎ তা দিল না। অনন্তর একদিন সত্রাজিৎ এর ভ্রাতা প্রসেন ঐ দীপ্তিশালী মণি গলায় ধারণ করে মৃগয়ার্থ বনগমন করল। সেখানে এক সিংহ অশ্বসহ প্রসেনকে বধ করে উক্ত মণি নিয়ে গেল। পথিমধ্যে জাম্ববান নামে এক ভল্লুক সিংহকে নিহত করে ঐ মণি নিজ গহ্বরে নিয়ে নিজপুত্রের খেলার জন্য উহা ধাত্রীর হস্তে দিল। এদিকে সত্রাজিৎ শ্রীকৃষ্ণকে মণিহরণের সন্দেহ করছে শুনে নিজ চরিত্রে লিপ্ত অপবাদ দূর করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কতিপয় নাগরিকসহ বনে অন্বেষণ করে নিহত অশ্বসহ প্রসেনের দেহ দেখতে পেলেন। আরও অনুসন্ধানে কিছুদূরে দেখলেন একটি সিংহ নিহত হয়ে আছে। ঐ স্থানে একটি ভয়ানক ভল্লুকের পদচিহ্ন দেখে জাম্ববানের গহ্বরে প্রবেশ করলেন। তথায় দেখেন মণিটা এক বালকের ক্রীড়া সামগ্রী হয়ে আছে। দেখা মাত্র উহা গ্রহণ করবার সঙ্কল্প করলেন। অপরিচিত মনুষ্য দেখে ধাত্রী চিৎকার করে উঠল। চিৎকার শুনে বলিশ্রেষ্ঠ জাম্ববান্ সক্রোধে দৌড়ে আসলেন। শ্রীকৃষ্ণকে মনুষ্যবোধে তাঁর সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করল। তুমুল যুদ্ধ চলল। তখন নগরবাসিগণ কিছুদিন অপেক্ষা করে অবশেষে দুঃখিত চিত্তে নগরে ফিরে গেল। সকলে শোক করতে লাগল, এবং সত্রাজিৎকে অভিশাপ দিতে লাগল। তারা সকলে দুর্গাদেবীর

অর্চনা করতে লাগল। অবশেষ অষ্টাবিংশতি দিন পর জাম্ববান পরাজিত হয়ে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হয়ে বললেন, আমি এতক্ষণে বুঝলাম, আপনি সেই পুরাণ পুরুষ, সর্বশক্তিমান বিষ্ণু, সর্বভূতের প্রাণ, ইন্দ্রিয়বল, মনোবল ও দেহবল সমস্তই আপনি। আপনি কাল, সংহারকর্তা, আত্মা, পরমাত্মা এইসব সংজ্ঞা আপনারই। রাক্ষসপতি রাবণের মুণ্ড ভূতলে পতিত হয়েছিল আপনারই বাণে। জাম্ববান তার পূর্বস্মৃতি ফিরে পেলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর করকমল দ্বারা আশীর্বাদ করে বললেন, ওহে ঋক্ষরাজ! ঐ মণিটির জন্য আমি গভীরগর্তে প্রবেশ করেছি। মণির জন্য আমার উপর মিথ্যা কলঙ্ক আরোপিত, তা স্খালন করব। জাম্ববান প্রীত হয়ে মণি সহ স্বীয় দুহিতা জাম্ববতীকে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে অর্পণ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় এসে সত্রাজিৎকে ঐ মণি দিলেন। সত্রাজিৎ তার অপরাধ স্বীকার করে অমিতবলবান শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার জন্য মণিসহ মঙ্গল রূপিণী কন্যা সত্যভামাকে অর্পণ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে গ্রহণ করলেন, কিন্তু মণিটি ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, আপনি সূর্য্যদেবের উপাসক, সূর্য্যভক্ত; সূর্য্যদত্ত মণি আপনারই থাকুক। আমরা উহার ফল ভোগ করব।

শুকদেব বললেন, মহারাজ! দুর্য্যোধন ষড়যন্ত্র করে পাণ্ডবদিগকে জতুগৃহে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পাণ্ডবগণ সুড়ঙ্গ কেটে পলায়ন করে। এ সংবাদ শ্রীকৃষ্ণের অজানা ছিল না কিন্তু তবু কুন্তীসহ পাণ্ডবগণের সংবাদ নিতে ভ্রাতা বলরামকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ কুরুরাজধানীতে উপস্থিত হলেন। তাঁদের সহিত মিলিত হয়ে সমবেদনা প্রকাশ করতে লাগলেন। এদিকে অক্রূর ও কৃতবর্মা শতধনুকে বললেন, সত্রাজিতের নিকট স্যামন্তক মণি থাকবে কেন? শ্রীকৃষ্ণকে মণি না দিয়ে নিজ কন্যা সত্যভামাকে সম্প্রদান করেছেন। কপট সত্রাজিতকে হত্যা করে মণি নিয়ে নাও। তাতে শতধনুর মনে মণি লোভ বশতঃ বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটল, নিদ্রিতাবস্থায় সত্রাজিতের প্রাণ সংহার করল, শতধনু মণি নিয়ে পলায়ন করল। সত্যভ্রামা পিতাকে নিহত দেখে রোদন করতে লাগল, তিনি হস্তিনাপুরে গমন করে শ্রীকৃষ্ণকে পিতার মৃত্যুর খবর দিলেন। অতঃপর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পত্নী ও অগ্রজের সহিত দ্বারকায় প্রত্যাগমন করলেন। শতধনুকে বিনাশ করে মণি উদ্ধার কল্পে মনস্থ করলেন। শতধনু ভয়ে কৃতবর্মার নিকট সাহায্য চাইলে তিনি অস্বীকার করল। অক্রূরের নিকট সাহায্য চাইলে তিনি বললেন, রাম ও কৃষ্ণ ঈশ্বর, তাঁদের সাথে কে বিরোধ করবে? যিনি লীলাচ্ছলে এই বিশ্ব সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার সাধন করেন, তাঁকে আমি প্রণাম করি। শতধনু মণিটি অক্রূরের নিকট রেখে পলায়ন করল। কিন্তু রাম—কৃষ্ণ দ্রুতবেগে

ধাওয়া করে গিয়ে তাকে হত্যা করলেন কিন্তু মণি পেলেন না। শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে বললেন, ওহে দানপতে! শতধনু তোমার নিকট স্যমন্তক মণি রেখে গেছে, একথা আমি পূর্বেই জেনেছি। সত্রাজিৎ অপুত্রক, অতএব এই মণি দোহিত্রই প্রকৃত উত্তরাধিকারী। যা হউক, স্যমন্তক মণিটি জন সমক্ষে প্রদর্শন করুন। জ্ঞাতিদিগের আত্মকলহ স্খালন করে শান্তি বিধান করুন। অক্রূর শ্রীকৃষ্ণের নিদের্শমত মণিটি সকলকে দেখিয়ে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে অর্পণ করলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মণিটি অক্রূরের হস্তে অর্পণ করে বললেন মণিটি আপনার কাছেই থাকুক।

অধ্যায় (৫৮—৬০)

একদা শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি প্রভৃতি জ্ঞাতিগণকে সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবদিগের নিকট গেলেন। পৃথা যুধিষ্ঠিরাদি ও দ্রৌপদী উভয়কে যথোচিত পূজাদি করলেন। তখন হৃদয়ের অতিশয় স্নেহের আবেগে অশ্রুসজল নেত্রে কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে বললেন, "তুমি বিশ্বের সুহৃদ ও আত্মা। তোমার স্ব-পর ভেদ নাই। তথাপি যে তোমাকে নিয়ত স্মরণ করে, তুমি ভক্তগণের হৃদয়ে থেকে তার ক্লেশ সমূহ বিনাশ করে থাক।"* তুমি আমাদের সংবাদ নিতে আমার ভাই অক্রূরকে পাঠিয়েছিলে। এতেই আমরা তোমার রক্ষকযুক্ত হয়েছি, এবং আমাদের কুশল হয়েছে। যুধিষ্ঠির বললেন, হে সর্বাত্মা! আমরা কি এমন পুণ্যকর্ম করেছিলাম জানি না কারণ আপনাকে জানবার জন্য যোগেশ্বরগণ ধ্যানমগ্ন হয়ে বহুকাল তপস্যা করেও আপনাকে দর্শন করতে পারেন না। আপনি অতিশয় দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ। অথচ আপনি আমাদের মত বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের নয়নগোচর হয়েছেন এতে আমাদের মহাসৌভাগ্য ছাড়া আর কি বলতে পারি? এইরূপে সকলের নিকট অভ্যর্থিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ বর্ষাকালের ইন্দ্রপ্রস্থবাসী জনগণের নয়নে আনন্দ দান করার জন্য তথায় কয়েকমাস বাস করলেন। ইন্দ্রপ্রস্থবাসীও তাঁকে সদা সর্বদা নিত্য দর্শন করে পরমানন্দ লাভ করলেন। তিনি সশস্ত্র অর্জ্জুনকে নিয়ে একদিন বিহারার্থ কপিধ্বজ রথে আরোহণ পূর্বক এক বিশাল অরণ্যে প্রবেশ করে বহুপশু বধ করে যুধিষ্ঠিরের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরিশ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে যমুনা নদীতীরে পৌঁছে

---

* ন তেঽস্তি স্বপরভ্রান্তির্বিশ্বস্য সুহৃদাত্মনঃ।
তথাপি স্মরতাং শশ্বৎ ক্লেশান্ হংসি হৃদি স্থিতঃ।। ১০/৫৮/১০

যমুনার জল পান করলেন। তারপর তাঁরা এক অপূর্বসুন্দরী কন্যাকে বিচরণ করতে দেখতে পেলেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা প্রেরিত হয়ে অর্জুন তাকে জিজ্ঞেস করলেন , হে সুন্দরি! তুমি কে? কার কন্যা? কোথা হতে এসেছ! তোমার সমস্ত বৃত্তান্ত আমাকে বল। কালিন্দী নাম্নী ঐ কন্যা বললেন; আমি সূর্য্যদেবের কন্যা, আমি ভগবান্ বিষ্ণুকে পতিরূপে কামনা করে পরম তপস্যায় নিরতা আছি। অন্য কোন কামনা নাই। যমুনাজল মধ্যে আমি বাস করি। যতদিন না ভগবান্ অচ্যুতের দর্শন না পাই ততদিন আমি এখানেই তপস্যা করব। সর্বজ্ঞ ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব হতেই কালিন্দীর বৃত্তান্ত জানতেন —কালিন্দীকে রথোপরি বসিয়ে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করলেন। ইন্দ্রপ্রস্থে থাকাকালীন পাণ্ডবগণের সকল প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন। দেবশিল্পীর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের জন্য এক বিচিত্র নগর নির্মাণ করিয়েছিলেন, সেই সময় খাণ্ডব নামক ইন্দ্রের বন অগ্নিকে দেবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সারথি হয়ে সেই বন দগ্ধ করেন, ও ময়দানবকে অগ্নির আক্রমণ হতে মুক্ত করেন। অগ্নি অর্জুনকে গাণ্ডীব নামক শ্বেতবর্ণ অশ্বসমূহ, রথ, অক্ষয়বাণ সমূহ, তূণদ্বয় ও ধনু, অভেদ্য বর্ম্ম উপহার দেন এবং ময়দানব এক অত্যাশ্চর্য্য সভা নির্মাণ করে দেন। যে সভায় জল স্থলের ন্যায় দৃষ্টি এবং স্থলে জলের ন্যায় ভ্রম হত। সেই সভায় রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষ্যে উপস্থিত দুর্য্যোধন ভ্রমে পতিত হয়েছিল। জ্ঞাতিগণের দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় দ্বারকানগরীতে প্রত্যাবর্তন করে পুণ্য ঋতু ও প্রশস্ত মুহূর্তে কালিন্দীকে বিবাহ করলেন।

অনন্তর তিনি সপ্ত গো-বৃষকে পরম বিক্রমে পরাজিত করে পণস্বরূপ কোশলরাজ্যের অধিপতি নগ্নজিতের পরম কান্তিময়ী কন্যা সত্যাকে জয় করে দ্বারকায় আনেন। পরে কেকয় দেশীয় স্বীয় পিতৃস্বসা শ্রুতকীর্তির কন্যা ভদ্রাকে বিবাহ করেছিলেন। তারপর মদ্রদেশাধিপতি বৃহৎসেনের কন্যা সর্বপ্রকার সুলক্ষণযুক্তা লক্ষ্ণণাকে স্বয়ম্বরে হরণ করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এইরূপে আরও অন্য বহুসহস্র পত্নী ছিল।

শ্রীকৃষ্ণের এত বেশী সংখ্যক বিবাহ করেছিলেন তার দুটি কারণ-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জগতে ধর্মস্থাপনের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাধু, সন্ন্যাসী, মহাত্মার মাধ্যমেই ধর্মসংস্থাপন হতে পারে না। তার জন্য প্রয়োজন দেশের রাজনৈতিক কাঠামো ও শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন; আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষের

পরিবর্তন, ধর্মকে ভিত্তি করে শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন তবেই ধর্মস্থাপন সম্ভব। দুষ্ট, দুবৃর্ত্তদের বিনাশ সাধন এবং ধর্মভাবাপন্ন রাজাদের সহিত দৃঢ় সম্বন্ধ স্থাপন করে ঐক্যস্থাপন এবং ধর্মভিত্তিক শাসন তন্ত্র প্রবর্তন। দ্বিতীয় কারণ—শ্রীকৃষ্ণ হল সকল জীবের আত্মা, সকলের প্রভু; স্বামী পরমাত্মা ভগবান্ একান্ত আপনজন। জগতের সর্বেশ্বর, সর্বাত্মা, সকলের আশ্রয়, জীবসমুদয় তাঁরই অংশ, তাঁরই আশ্রিত। তিনি ছিলেন ভক্তবৎসল যে যেমন ভাব নিয়ে তাঁর শরণাগত হয় তাঁর উপাসনা করে তিনি তাকে সেই ভাবেই ধরা দেন। তার কামনা পূর্ণ করে থাকেন। সুতরাং যে সকল জীব ভালবেসে তাঁরই অনুরক্ত হয়ে তাঁকে পতিরূপে চেয়েছিলেন তাদের উপেক্ষা না করে, পূর্ণ করেছেন। তিনি তো জগৎপতি সুতরাং ইহা তো তাঁর ব্রত। তিনি যোগবিভূতি বলে সহস্র সহস্র পত্নীকে সঙ্গ দিয়েছেন, প্রত্যেককে সঙ্গ দান করেছেন। ইহা তাঁর সংসারলীলার মাধ্যমে জগৎবাসীকে নিজে আচরণ করে ধর্মশিক্ষা দিয়েছেন। ধর্মসংস্থাপন করেছেন।

প্রাগ্জ্যোতিষ পুরাধিপতি ভূমিপুত্র নরকাসুর ইন্দ্রেয় বরুণচ্ছত্র অপহরণ এবং মাতা অদিতির কুণ্ডলদ্বয় হরণ করায় ইন্দ্রের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ে আরোহণ করে নরকাসুরের রাজধানীতে গমন করলেন। ঐ নগরী গিরিময় দুর্গ, শাস্ত্রনির্মিত এবং চতুর্দিকে স্থিত পরিখা দ্বারা বেষ্টিত সে এক দুর্গমনীয় ছিল, এবং মুর নামক এক দৈত্য দ্বারা রক্ষিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণের গুরুতর পদাঘাতে প্রাচীর সমূহ বিধ্বস্ত ও শঙ্খনাদে রক্ষিগণের হৃদয়সমূহ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। তখন মুর দানব জল হতে উঠে সসৈন্য ভীষণ বেগে আক্রমণ করলে শ্রীকৃষ্ণ অবশেষে চক্রদ্বারা তার মস্তক ছেদন করেন। ক্রমে নরকের পুত্র ও অন্যান্য সেনাপতিগণ সকলেই নিহত হলে নরকাসুর এসে গরুড়কে আক্রমণ করল ও গরুড় দ্বারা ধ্বস্ত হয়ে পরিশেষে এক মহাশক্তি নিক্ষেপ করল। তখন শ্রীকৃষ্ণ চক্রদ্বারা অসুরের সমস্ত নিক্ষিপ্ত অস্ত্রসমূহ তিল তিল করে ছিন্ন করে অবশেষে নরকাসুরের মস্তক ছেদন করে ফেললেন। দেবগণ পুষ্প বর্ষণ করলেন। মাতা পৃথিবী শ্রীকৃষ্ণের বহুস্তব করে অদিতির কুণ্ডল ও নরক দ্বারা অপহৃত সমস্ত দ্রব্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট এনে দিলেন এবং নরক পুত্র ভগদত্তের প্রতি তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন। নরকের পুরী মধ্যে অবরুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ বহু দেব সিদ্ধ অসুর রাজগণের শতাধিক ষোড়শ সহস্র কন্যাকে দেখতে পেলেন, তাঁরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণে প্রতি অনুরক্তা ছিল ও তাঁকেই পতিরূপে কামনা করেছিলেন। তিন বহু

উপহার সহ সেই কন্যাগণকে দ্বারকায় এনে বিবাহ করলেন, যত সংখ্যক রাজকন্যাকে এনেছিলেন নিজে ততসংখ্যক রূপধারণ করে সকলকেই পৃথক পৃথক ভাবে বিধি অনুসারে বিবাহ করেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গে গিয়ে অদিতির কুণ্ডলাদি তাঁকে দিলেন এবং ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী দ্বারা পূজিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ পত্নী সত্যভামার প্রার্থনামত দেবরাজ ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণকে যুদ্ধে পরাজিত করে পারিজাত বৃক্ষ এনে তাঁকে উপহার দিলেন, বৃক্ষকে নিজের দ্বারকাপুরীতে আনয়ন করলেন।

একদিন রাত্রিকালে উত্তমশয্যায় পরমসুখে উপবিষ্ট ছিলেন জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, তখন ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণীদেবী স্বামী জগদ্‌গুরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ব্যজনাদির দ্বারা ব্যজন করতে করতে তাঁর পদসেবা করছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন পরম রূপবতী লক্ষ্মীসরূপিণীদেবীকে বললেন, রাজপুত্রি স্বয়ম্বরে নানাদেশ হতে শিশুপাল প্রভৃতি মহাবলশালী মহানুভব রাজগণ তোমাকে প্রার্থনা করেছিলেন, তোমার পিতা ও ভ্রাতা তোমাকে বিশেষতঃ চেদিরাজ শিশুপালকেই তোমাকে সম্প্রদান করবেন বলে মনে মনে স্থির করেছিলেন। তুমি সকলকে পরিত্যাগ করে অজ্ঞাতচরিত্র আমাকে বরণ করলে কেন? দেখ, আমি জরাসন্ধের ভয়ে ভীত হয়ে সমুদ্রাশ্রিত দ্বারকা নগরীতে আশ্রয় নিয়েছি। আমি, রাজাও নই। কিন্তু তুমি রাজনন্দিনী, সুতরাং আমি তো তোমার সদৃশ বা তুল্য নই। আমি তোমার অযোগ্য।

হে সুন্দরী! আরো দেখ—আমার আচার আচরণ লোকবুদ্ধির কাছে অবিজ্ঞাত ও অস্পষ্ট। আমি সংসারের জনগণের মত নই। সুতরাং এইরূপ সংসারিগণের লোকাতীত আচরণকারী আমার মত লোকের অনুবর্তন করলে রমণীগণ প্রায়ই কষ্ট পেয়ে থাকে। হে সুমধ্যমে! আমার তো নিজস্ব বলে কিছু নাই; যারা নিঃস্ব নিষ্কিঞ্চন তাদের প্রিয় আমি ; তারাও আমার প্রিয়। ধনশালী ব্যক্তিরা আমাকে প্রায়ই ভজনা করে না। সমানে-সমানে মিলন হয়। উত্তম ও অধমের মধ্যে কখনও বিবাহ ও মিত্রতা হতে পারে না। তুমি না জেনে না বুঝে আমাকে স্বামিত্বে বরণ করেছ। ত্যাগী সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকই আমার বৃথা ও মিথ্যা প্রশংসা করে থাকেন। অতএব এখনো সময় আছে তোমার নিজের সদৃশ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠকে ভজনা করতে পার, যার দ্বারা সকলকাম্য সুখ পেতে পারবে। আমার নিজের দেহ-গেহ-গৃহিণী বিষয়ে উদাসীন, নিরপেক্ষ ও আসক্তিশূন্য। আমি স্ত্রী, পুত্র, বা ধনাদি কিছুই আকাঙ্ক্ষা করি না, কেবল আত্মলাভেই আমার পূর্ণস্বভাব; সর্বপ্রকার অভাববোধশূন্য।

রুক্মিণীদেবী নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়পাত্রী মনে করতেন। ভগবান্ এই সকল কথা বলে তাঁর দর্পচূর্ণ করে বিরত হলেন। রুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণের এই নিদারুণ বাক্য শুনে তাঁর হৃদয়ে কম্প উপস্থিত হল এবং অত্যন্ত ভীত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে দুস্তর চিন্তায় নিমগ্ন হলেন। অধোমুখী হয়ে পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ভূমি বিলেখন করতে লাগলেন, তাঁর হস্তস্থিত ব্যজন চামরটি সহসা স্খলিত হল, তিনি বিকীর্ণকেশা হয়ে বাতাহতা কদলীবৃক্ষের ন্যায় সহসা ভূপতিতা হলেন। তখন সত্বর পর্য্যঙ্ক হতে অবতরণ করে পরিহাসের গভীর মর্ম বুঝতে অক্ষম সেই প্রিয়তমাকে উঠিয়ে তার মুখ মুছিয়ে আলিঙ্গনাদি করে সান্ত্বনা দান করতে লাগলেন। এবং বললেন, হে বৈদর্ভি! তুমি যে আমার প্রতি একান্ত অনুরক্তা তা আমি জানি। হে সুন্দরি! তোমার বক্তব্য জানার জন্য পরিহাসচ্ছলে এই উক্তি করেছিলাম, তোমার ভ্রুকুটি কুটিল কম্পিত অধরমুক্ত সুন্দর মুখখানি দেখবার নিমিত্ত এই সকল কথা বলেছি। দেখ, গৃহে এসে গৃহস্থগণ প্রিয়তমা পত্নীর সহিত হাস্য-পরিহাস করে কালকাটায় ইহাই গৃহিগণের পরম প্রাপ্তি। রুক্মিণী আশ্বস্তা হয়ে বললেন, আপনি যে অসম মৈত্রীর কথা বলেছেন, তা সম্পূর্ণসত্য, কারণ আপনি অনন্ত, মহিমাসম্পন্ন, ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্—নিজের স্বমহিমায় পূর্ণরূপে বিরাজমান, ত্রিলোকের অধীশ্বর, সেই আপনি কোথায়? আর ক্ষুদ্র আমি, ত্রিগুণস্বভাব প্রাকৃত গুণময়ী প্রকৃতি। আমি আপনার কোন প্রকারেই যোগ্য বা উপযুক্ত নহি। বিরাট পার্থক্য রয়েছে। বলবানের সহিত দ্বেষ ও শত্রুজয়ে সমুদ্রে আশ্রয় লয়েছেন সে বাক্যও সত্য। বহির্মুখ ইন্দ্রিয়গণ হতে যেন ভীত হয়েই আপনি অগাধ অন্তর্হৃদয়ে অচলরূপে বিরাজ করছেন। আপনি নিশ্চয় নিষ্কিঞ্চন তা নির্ধন বলে নহে, আপনার কর্মজনিত প্রাকৃত দেহাদি; প্রাকৃত সুখদুঃখ ও তাহা লাভের উপায় স্বরূপ ধনসম্পদ কিছুই নাই। কিছুর প্রয়োজন তো নাই। ধনী ভক্তিরা আপনাকে ভজনা করে না। তাও সঠিক, কারণ ধনৈশ্বর্য্যগর্বে মোহগ্রস্ত মূঢ় বুদ্ধি অজ্ঞানী লোকেরা কেবলমাত্র তাদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনেই মত্ত থাকে, সুতরাং তারা অন্তকস্বরূপ, কাল ও মৃত্যুস্বরূপ আপনাকে জানতে পারে না সেইজন্য আপনাকে ভজনা করে না। ভিক্ষুকরা আমাকে আপনার কথা বলেছিল তাও ঠিক, কারণ সর্বত্যাগী মুনিগণই সর্বত্র আপনার কথা বলে থাকেন। আপনি সকলেরই আত্মা এবং আত্মজ্ঞান প্রদাতা অতএব আপনার প্রশংসা বৃথা হতে পারে না। ইহা জেনেই আমি সর্বেশ্বরকে পতিরূপে বরণ করেছি। আপনি আরো বলেছেন যে,

আপনার পথ ও আচরণাদি সাধারণের পক্ষে দুর্জ্ঞেয় ও লোকাতীত—আমার বক্তব্য এই যে আপনি পরমেশ্বর, আপনাকে লাভ করার অভিলাষে অঙ্গ, পৃথু, ভরত , যযাতি, গয় প্রমুখ শ্রেষ্ঠ নৃপতিগণ তাঁদের সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করে বনে গমন করেছিলেন। তাঁরা ভক্তিমার্গ অবলম্বন করেই আপনার ভজনে নিবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু তাঁরা কি অবসাদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন! তাঁরা কোন কষ্ঠ অনুভব করেন নাই, পরন্তু আপনাকে লাভ করেছিলেন। হে সর্বেশ্বর! আপনি আমাকে অন্য কোন ক্ষত্রিয়ের ভজনা করতে বললেন। আপনার শ্রীপাদপদ্মের গন্ধ আঘ্রাণ করেও কোন্ মরণ ধর্মবিশিষ্টা নারী, আপনাকে ও আপনার গুণ সমূহকে অবজ্ঞা করে অন্য কোন সর্বদা মৃত্যুভয়ে ভীত মানুষের আশ্রয় গ্রহণ করবে? আপনার কথা যে কখনও শোনে নাই, আপনার দ্বারা উক্ত শিশুপালাদি নৃপগণ তাদের পতি হউক। আপনি উদাসীন যে বলেছেন তা ঠিক কারণ আপনি নিরপেক্ষ। হে কমলনেত্র! আপনি সর্বদা স্বীয় আত্মাতেই বিরাজমান থাকেন, অন্য বিষয়ে উদাসীন তবুও আপনার প্রতি আমার অনুরাগ স্থির থাকুক। আপনার অনুগ্রহ দৃষ্টিপাতই আমার সকল আকাঙ্ক্ষায় নিবৃত্তি করবে।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে রাজনন্দিনী! হে সাধ্বি! তোমার মুখ থেকে এই সকল শুনতেই উপহাস করেছিলাম। তুমি যে গূঢ় ব্যাখা করেছ, তা যথার্থই সত্য। হে ভামিনি! তুমি তো আপ্তকাম, আমার প্রতি তোমার অনুরাগ নিষ্কাম। যারা ব্রত তপস্যাদির দ্বারা আমার নিকট বিষয় কামনা করে, তারা তো মায়া-মুগ্ধে মোহিত মন্দভাগ্য। হে মানিনি! গৃহস্থাশ্রমে তোমার তুল্য প্রেমবতী গৃহিণী আমি আর দেখি নাই। তোমার বিবাহ সময়ে তুমি যে তোমার প্রেরিত সেই ব্রাহ্মণের ফিরে আসতে বিলম্ব দেখে প্রাণত্যাগ করতে ইচ্ছা করেছিলে; তারপর তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রুক্মীকে পরাজিত করে তার রূপ বিকৃত করে দিয়েছিলাম ইহা তোমার সাক্ষাতেই হয়েছিল। পরে অনিরুদ্ধের বিবাহে দ্যূত সভায় বলদেব তার শঠতায় ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বধ করেছিলেন। সমস্তই তুমি জান। তা তুমি নীরবে সহ্য করেছ। কোনদিন কোন সময়ে কখনও কিছু বল নাই, এই সকল গুণের দ্বারাই আমি তোমার বশীভূত হয়েছি। আমি কেবল তোমাকে অভিনন্দিত করি। লোকগুরু শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে রুক্মিণী ও অন্যান্য মহিষীগণের সহিত গৃহস্থোচিত ধর্ম অবলম্বন করে এইরূপে রতিক্রীড়া সম্বন্ধীয় নর্ম রহস্যালাপে দ্বারা আনন্দ করতেন।

অধ্যায় (৬১—৬৪)

শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণ তাঁকে স্ব স্ব গৃহে নিয়ত অবস্থিত দেখে প্রত্যেকেই মনে করতেন, আমিই তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্রী, কারণ তাঁরা তাঁর আত্মারামত্ব, সকল জীবেরই প্রিয়ত্ব প্রভৃতি তত্ত্ব জানত না। নানা বিলাপ বিভ্রমাদি দ্বারাও তাঁরা সেই আত্মারাম বিভুর কখনও কোন প্রকার বিক্ষেপ জন্মাতে পারে নাই। তাঁরা নিজদিগকে কৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা প্রিয়াত্মা বলে মনে করত। বহু দাসী থাকা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের ব্যজন পাদপ্রক্ষালনাদি মহিষীরা স্বয়ংই করতেন। তাঁর আটটি প্রধানা মহিষী — রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, নাগ্নজিতী , কালিন্দী, লক্ষ্মণা, মিত্রবিন্দা ও ভদ্রা। এদের প্রত্যেকের গর্ভে দশটি করে পুত্র উৎপন্ন হয়। পুত্রেরা সকলেই ছিলেন সর্বগুণে গুণান্বিত। এই সকল পুত্রদ্বারা তাঁর বহু পৌত্র জন্মে। রুক্মিণীর ভ্রাতা রুক্মী শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অপমানিত হয়েও ভগিনীর প্রীত্যর্থে নিজ কন্যা রুক্মবতীকে নিজ ভগিনেয় প্রদ্যুম্নকে স্বয়ংবরে বরণ করতে অনুমতি দেন; পরে প্রদ্যুম্নপুত্র অনিরুদ্ধ নিকট নিজ পৌত্রী রোচনার বিবাহ দেন, যদিও এই সকল সম্বন্ধ শাস্ত্রেও নিষিদ্ধ ও নিন্দিত জানতেন। এই বিবাহ উপলক্ষে বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ, রুক্মিণী, শাম্ব, প্রদ্যুম্ন এবং অপরাপর যাদবগণ ভোজকট নগরে গিয়েছিলেন। বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হলে সমাগত কলিঙ্গরাজ প্রমুখ দর্পিত রাজগণ রুক্মীকে বললেন, হে রুক্মী মহারাজ! পাশক্রীড়ার দ্বারা বলরামকে জয় করুন। বলরাম পাশক্রীড়া অনভিজ্ঞ হলেও অত্যাধিক আসক্ত ছিলেন। বলরাম পরাজিত হতে লাগলেন, তাতে কলিঙ্গরাজ দন্ত বিকাশ করে বলরামকে উপহাস করলেন। পরে যখন বলরামের জয় হতে লাগল, তখন রুক্মী চতুরতা ও কপটতা আশ্রয় করে পুনঃপুনঃ বলতে থাকল, আমি জিতেছি, পরের বার আবার বলরাম জিতে গেলেন। রুক্মী আবার কপটতা আশ্রয় করে বলল, আমিই পণ জিতেছি। দৈববাণী দ্বারা বলরামের জয় ঘোষিত হল। তথাপি রুক্মী বলরামকে অবজ্ঞাসূচক বাক্য বলতে লাগল। তোমরা তো গোপালক, গোপালন কর ও বনচারী কেবল বনে বিচরণ কর। তোমরা অক্ষ ক্রীড়ার কি বুঝ? রাজগণই কেবল অক্ষক্রীড়া করেন। এইরূপে তিরস্কৃত ও উপহাসিত হয়ে বলরাম ক্রুদ্ধ হয়ে রুক্মীর মস্তক ছেদন ও কলিঙ্গ রাজের দন্ত উৎপাটন করে ফেললেন। অন্যান্য রাজারা ভয়ে পলায়ন করল। শ্রীকৃষ্ণ স্নেহ ভঙ্গভয়ে কিছুই বললেন না, নীরবে থাকলেন। নব বিবাহিত বধূ এবং অনিরুদ্ধকে শ্রেষ্ঠ রথে ও সকলকে নিয়ে দ্বারকায় গমন করলেন।

শোনিতপুরের মহাত্মা বলির শতপুত্রগণের মধ্যে বাণ ছিলেন জ্যেষ্ঠ। তিনি মহাদেবের বরে অজেয় ও অতিশয় দৃপ্ত হয়ে উঠল। একদিন ঊষা নামে তার এক কন্যা স্বপ্নযোগে কান্তপুরুষ প্রদ্যুম্ন পুত্র অনিরুদ্ধের সঙ্গে মিলিতা হয়ে স্বপ্ন ভঙ্গে 'হা নাথ' 'তুমি কোথায় গেলে' বলে উঠল। বাণের মন্ত্রী কুম্ভাণ্ডের কন্যা চিত্রলেখা তার প্রধানা সখী ছিল। সে জিজ্ঞাসা করল হে সুন্দরী! তুমি কাকে দেখে এরূপ আর্ত্তি করলে, তোমার ভর্ত্তা কোন রাজপুত্রকে তো আমি দেখি নাই। ঊষা স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষের আকৃতি বর্ণনা করল। চিত্রলেখা বহু চিত্র অঙ্কিত করে যখন ঊষাকে দেখাল, তখন অনিরুদ্ধের চিত্র দেখামাত্র ঊষা "ইনিই সেই, ইনিই সেই পুরুষ" বলে চমকিতা হয়ে উঠল। চিত্রলেখা যোগবিদ্যাবলে আকাশপথে দ্বারকায় গিয়ে নিদ্রিত অনিরুদ্ধকে শয্যাহতে তুলে নিয়ে শোনিতপুরে ঊষার নিকট এসে উপস্থিত করল। ঊষা অনিরুদ্ধকে দেখে অতিশয় আনন্দিতা হলেন এবং অনিরুদ্ধ ঊষাকে দেখে নিতান্ত মুগ্ধ হয়ে গুপ্তভাবে ঊষার গৃহে বাস করতে লাগল। ক্রমে ঊষার কতকগুলি শারীরিক লক্ষণ দেখে ভট্টগণ রাজাকে নিবেদন করলেন—হে মহারাজ! "আমরা আপনার কন্যার কুল দূষণ বিরুদ্ধাচরণ লক্ষ্য করছি"। বাণরাজ ব্যথিত হৃদয়ে স্বয়ং সৈন্যপরিবৃত হয়ে সত্বর কন্যাগৃহে উপস্থিত হল। তথায় ঊষার সহিত অক্ষক্রীড়ারত অনিরুদ্ধকে দেখতে পেল। অনিরুদ্ধ সৈন্য পরিবৃত হয়ে বাণাসুরকে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হতে দেখে তাদের বধের ইচ্ছায় 'মরু' নামক লৌহনির্মিত পরিঘ উত্তোলন করে দণ্ডধর যমের ন্যায় সেখানে উপস্থিত হলেন এবং তা দ্বারা প্রহারে সৈন্যগণকে বিতাড়িত করল। কিন্তু বাণ সবলে তাকে নাগপাশে বন্ধন করে রাখল। ঊষা তাঁর প্রিয়তম নাগপাশে আবদ্ধ শুনে শোক ও বিষাদে বিহ্বলা ও অশ্রুপূর্ণলোচনা হয়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে লাগল।

এদিকে অনিরুদ্ধকে দেখতে না পেয়ে আত্মীয় স্বজনগণ শোকাকুল হয়ে পড়ল। অতঃপর নারদমুখে তার বন্ধন বার্তা শুনে শ্রীকৃষ্ণ প্রধান প্রধান বৃষ্ণিগণসহ শোনিতপুর গমন করলেন। যদুশ্রেষ্ঠগণ দ্বাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে বাণের নগর অবরুদ্ধ করলেন। সৈন্যগণ বাণের নগরের প্রধান প্রধান স্থান ধ্বংস করতে লাগল। তখন উভয় পক্ষে লোমহর্ষকর তুমুল যুদ্ধ হল। বাণের সেনাপতিগণ অনেকে নিহত ও অবশিষ্ট পলায়িত হল। ক্রোধ-প্রদীপ্ত বাণ তখন এসে চক্রহস্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তার সহস্র বাহুদ্বারা অসংখ্য শর নিক্ষেপ করতে লাগল। শ্রীকৃষ্ণ তা সমস্ত প্রতিহত করে চারখানা বাহুরেখে বাণের অন্য সমস্ত বাহু চক্রদ্বারা কেটে ফেললেন। তখন

ভক্তবৎসল মহাদেব শ্রীকৃষ্ণের নিকট এসে বললেন, ভগবন্ বাণ আমার প্রিয়ভক্ত। তুমি প্রহ্লাদের প্রতি যেমন প্রসন্ন হয়েছিলে, তদ্রূপ এর প্রতিও হও। আমি একে অভয় দিয়েছি। আমি তোমার সমস্ত প্রিয়কার্য্য সম্পন্ন করব। শ্রীভগবান্ বললেন, ভগবন্ বলি আমার ভক্ত, তার পুত্র এই বাণাসুর আমার অবধ্য। বলিকে আমি বর দিয়েছিলাম যে, তার বংশ আমার অবধ্য হবে। এর দর্প নাশ করার জন্যই চারটি ছাড়া এর অপর বাহুগুলি আমি ছিন্ন করেছি। পৃথিবীর ভার লাঘব করবার জন্য এর সৈন্যসকল ধ্বংস করেছি। বাণ এই চারটি বাহু নিয়ে অমর হয়ে আপনার শ্রেষ্ঠ পার্ষদ হবে, আমি একে অভয় দিলাম। বাণ তখন শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে উষা ও অনিরুদ্ধকে রথে করে শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিয়ে আসলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজ সৈনাদি সহ তাদিগকে লয়ে দ্বারকায় গমন করলেন। অনন্তর তিনি শঙ্খ, আনক ও দুন্দুভি ধ্বনি সহকারে পুরবাসিগণ ও ব্রাহ্মণগণের দ্বারা প্রত্যুদ্‌গমনাদির সহিত সৎকৃত হয়ে তোরণ ও ধ্বজ সমূহের দ্বারা শোভিত নিজ রাজধানী দ্বারকা নগরীতে প্রবেশ করলেন।

একদিন শাম্ব, প্রদ্যুম্ন, চারু, ভানু এবং গদ প্রমুখ যদুকুমারগণ উপবন বিহারে গিয়েছিলেন। বহুক্ষণ ক্রীড়ারপর পিপাসার্ত হয়ে জল অন্বেষণ করতে করতে এক জলশূন্য কূপে গিয়ে দেখল তন্মধ্যে প্রকাণ্ড ও অদ্ভুত একটি প্রাণী পড়ে আছে। সে প্রাণীটি ছিল কৃকলাস। তারা কৃকলাসটি দেখে অতিশয় বিস্মিত হয়েছিল। অতঃপর তারা রজ্জুদ্বারা জন্তুটিকে উপরে তুলতে চেষ্টা করেও সমর্থ হল না তারা নিজগৃহে ফিরে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিকট সকল কথা জ্ঞাপন করল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেখানে এসে বামবাহু দ্বারা অনায়াসে তাকে সেই কূপ হতে উদ্ধার করলেন। কৃষ্ণস্পর্শ লাভমাত্র কৃকলাস সুবর্ণবর্ণ ও মাল্য-চন্দনবস্ত্রালঙ্কার শোভিত একটি উজ্জ্বল দেবমূর্তি ধারণ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে এবং কিরূপে কৃকলাস দেহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেই দেবমূর্তি ধারণ দিব্যপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করে বললেন, ভগবন্ আপনার অবিদিত কিছু নাই, আপনি সর্বভূতের বুদ্ধির সাক্ষী ও দ্রষ্টা। তথাপি আপনার আদেশমত বলছি—আমি ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃগ নামে নরপতি ছিলাম। বিপুলসংখ্যক অন্ন, গো, হস্তী, অশ্ব, ভূমি হিরণ্যাদি দান ও পুষ্করিণী; সরোবর কূপাদি খননরূপ পূর্ত সকলও করেছিলাম। একদা এক ব্রাহ্মণ আমার প্রদত্ত গোধন সমূহ লয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় অন্য এক ব্রাহ্মণ পথিমধ্যে এসে ঐ গো-সমূহের মধ্যে একটি গাভী তাঁর বলে দাবী করলেন। উভয় ব্রাহ্মণ যখন কলহ করে আমার নিকট উপস্থিত হলেন, তখন জানতে পারলেন যে, ঐ গাভী আমার নহে, নিজ যূথ হতে

ভ্রষ্ট হয়ে আমার গোগণের সহিত মিশে গিয়েছিল, কেহই জানতে পারে নাই। গো-স্বামীকে বললাম, আপনাকে লক্ষ সংখ্যক এরূপ গো দান করব, আপনি এর দাবী ত্যাগ করুন। আমি আপনাদের আজ্ঞাবহ কিঙ্কর, না জেনে অজ্ঞতাবশে আমার ধর্মসঙ্কট উপস্থিত হয়েছে। আমাকে অনুগ্রহ করুন। এই ধর্মসঙ্কট হতে উদ্ধার করুন। গাভীটির মালিক আমাকে বললেন, হে মহারাজ! আমি আপনার লক্ষ ধেনু চাই না রাজা 'ব্রহ্মস্বাপহারী' এই বলে তিনি প্রস্থান করলেন। দানগ্রহকারী ব্রাহ্মণও বললেন, —এই গাভীটি পরিত্যাগ করে লক্ষ ধেনু চাই না। এই বলে তিনিও চলে গেলেন। হে দেবদেব! হে জগৎপতে! অতঃপর কালক্রমে আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হল, যমদূতগণ আমাকে যমালয়ে নিয়ে গেল। সেখানে যমরাজ জিজ্ঞেস করলেন, হে রাজন্! আপনি প্রথমে পুণ্যফল ভোগ করবেন না পাপফল ভোগ করবেন। আমি বললাম, আমি আমার পাপ কর্মফল ভোগ করতে চাই। যমরাজ বললেন, 'তবে পতিত হও'। হে প্রভো কৃষ্ণ! তৎক্ষণাৎই আমি পতিত হয়ে কৃকলাসরূপে নিজেকে দেখতে পেলাম। আমি আপনার দাস এবং দর্শনাকাঙ্ক্ষী বলেই আজ পর্য্যন্ত আমার স্মরণ শক্তি বিনষ্ট হয় নাই। এই বলে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ ও বহু বার প্রণাম করে বললেন, হে দয়াময়! দেব লোকে যেতে আজ্ঞা করুন, আর সদাসর্বদা যেন, আমার চিত্ত আপনার শ্রীচরণে মতি থাকে। এই প্রার্থনা করে চলে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাবাসীগণকে ব্রহ্মস্বাপহরণ ও ব্রাহ্মণদিগকে অবজ্ঞা করলে কিরূপ ফল হয়, তা বুঝিয়ে উপদেশ দিয়ে নিজগৃহে দিকে যাত্রা করলেন।

অধ্যায় (৬৫—৬৮)

একদা বলদেব সুহৃদগণকে দেখবার নিমিত্ত রথারোহণে নন্দ ব্রজে গেলেন। নন্দ যশোদা ও বৃদ্ধ গোপগোপীগণ তাঁকে অভিনন্দন ও আশীর্বাদ করলেন। নন্দ ও যশোদা তাঁকে ক্রোড়ে স্থাপন করে আলিঙ্গন করলেন এবং নয়নজলে অভিষিক্ত করলেন। বয়স্যগণ এসে জিজ্ঞাসা করল, রাম,আমাদের বান্ধবসকল কুশল তো? তোমরা এখন স্ত্রী-পুত্রলাভ করে আমাদের কি স্মরণ কর? পাপিষ্ঠ কংস ধ্বংস হয়েছে, আমাদের সুহৃদগণ মুক্ত হয়েছেন। তোমরাই শত্রুগণকে নিহত ও পরাজিত করেছ। ইহা সৌভাগ্যের বিষয়। গোপীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, শ্রীকৃষ্ণ কি মাতাকে দেখতে একবার আসবেন? তিনি সুখে আছেন তো? আমাদের সেবা কি তিনি স্মরণ করেন?

তাঁর কথা আমরা কেনই বা বলি? তিনি যদি আমাদিগকে ছেড়ে থাকতে পারেন, তবে আমরা তাঁকে ভুলে থাকতে পারব না কেন? গোপরমণীগণ এইরূপ বলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হাস্য পরিহাস, আলাপাদি, গমন ভঙ্গী প্রভৃতি স্মরণ করতে করতে রোদন করতে লাগলেন। তখন অভিজ্ঞ বলরাম নানারকম অনুনয় বিনয়াত্মক কথা বলে, শ্রীকৃষ্ণের মনোহর হৃদয়ঙ্গম সংবাদ দিয়ে গোপীগণকে সান্ত্বনা দান করলেন। তিনি পূর্ণিমার রাত্রিতে যমুনার উপবনে গোপীগণ পরিবৃত হয়ে বিহার করলেন। বরুণ প্রেরিত মধুধারা পান করে বনে বিচরণ করতে লাগলেন। গোপীগণ তাঁর কীর্ত্তিগান করতে লাগল। জলক্রীড়ার জন্য যমুনাকে আহ্বান করলেন, কিন্তু যমুনা আহ্বান বাক্যকে অনাদর করে সেখানে উপস্থিত হলেন না। বলরাম কুপিত হয়ে হলদ্বারা তাঁকে আকর্ষণ করলেন। বললেন, তুমি আমাকে অবজ্ঞা করে আসলে না, সেহেতু এই লাঙ্গলের অগ্রভাগ দ্বারা আকর্ষণ করে শতভাগে বিভক্ত করব। তখন যমুনা ভীত কম্পিত হয়ে মূর্তিরূপ ধারণ করে বলরামের চরণতলে পতিত হয়ে অনেক স্তবস্তুতি করে মুক্তি লাভ করলেন। বলদেব স্ত্রীগণ সহ যমুনায় ক্রীড়া করলেন। লক্ষ্মী তাঁকে নলবস্ত্রদ্বয় ও নানা অলঙ্কার উপহার দিলেন। বলদেব মধু ও মাধব (চৈত্র ও বৈশাখ) এই দুমাস সেখানে থাকলেন।

বলরাম নন্দগোকুলে গমন করলে পর করূষাধিপতি পৌণ্ড্রক শ্রীকৃষ্ণের বেশভূষা ধারণ করে নিজেকে বাসুদেব বলে প্রচার করতে লাগল। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট দূতমুখে বলে পাঠাল আমিই প্রকৃত ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বাসুদেব। তুমি আমার বেশভূষা পরিত্যাগ করে আমার শরণাগত হও। নতুবা যুদ্ধ কর। দূত দ্বারকায় গিয়ে প্রভুর প্রেরিত বার্তা কৃষ্ণকে বলল। দূতের মুখে অল্পবুদ্ধি পৌণ্ড্রকের আত্মশ্লাঘা শুনে শ্রীকৃষ্ণ উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই দূতমুখে বলে পাঠালেন, রে মূঢ়বুদ্ধি পৌণ্ড্রক! তুমি যে সকল কৃত্রিম বাসুদেব চিহ্ন ধারণ করে এইরূপ আত্মশ্লাঘা করছ, শীঘ্রই আমি এসে তোমার বাসুদেব হওয়ার সাধ মিটিয়ে দিব। সত্বর তোমাকে গৃধ্রকুকুরাদি আশ্রয়ে প্রেরণ করব। অনন্তর দূত শ্রীকৃষ্ণের তিরস্কার বাক্য পৌণ্ড্রক রাজাকে গিয়ে বলল। তখন পৌণ্ড্রক কাশীরাজের মিত্রস্বরূপ কাশীতে গমন করল। শ্রীকৃষ্ণ রথারোহণে কাশীর নিকট এসে উপস্থিত হলেন। পৌণ্ড্রক ও কাশীপতি উভয়ে দুই অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে পুরী হতে নির্গত হল। নকল বেশধারী পৌণ্ড্রক শাণিত অস্ত্র সমূহের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রহার করতে লাগল। শ্রীকৃষ্ণ চক্রদ্বারা পৌণ্ড্রকের হস্তী, অশ্ব ও সৈন্য সম্যক্ প্রকারে বিনাশ করতে লাগলেন। পরে পৌণ্ড্রকের মস্তক

ছেদন করে ফেললেন। কাশীরাজের মস্তকও দেহচ্যুত করে তার কাশীপুরীর দ্বারে নিক্ষেপ করলেন। এরপর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় গমন করলেন। পৌণ্ড্রক নিহত হওয়ার পর মোক্ষ প্রাপ্ত হল কারণ পৌণ্ড্রক সতত ভগবচ্চিন্তায় তন্ময় থাকার ফলস্বরূপ তার সমস্ত কর্মবন্ধন ধ্বংস হয়েছিল। কাশীরাজের কুণ্ডল সমন্বিত মস্তক দ্বারদেশে নিপতিত দেখে সকলে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে লাগল। অতঃপর কাশীরাজের উদার স্বভাব পুত্র 'সুদক্ষিণ' পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করে পিতৃহন্তাকে বধ করার মানসে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করার জন্য আরাধনা করতে লাগল। শিব বললেন, দক্ষিণা নামক যজ্ঞাগ্নির অভিচার বিধানে পূজা কর, অব্রাহ্মণের প্রতি প্রযুক্ত হলে সেই অগ্নি তোমার সঙ্কল্প সিদ্ধ করবে। সুদক্ষিণ তাই করল। অতঃপর যজ্ঞকুণ্ড হতে উত্থিত হল এক ভীষণ মূর্তিমান অগ্নিদেব। তার প্রজ্বলিত ত্রিশূল ইতস্ততঃ চালনা করতে করতে নিজের জিহ্বার দ্বারা ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয় লেহন করতে করতে অগ্নি সর্বদিকে দগ্ধ করতে লাগল। অতঃপর দ্বারকাভিমুখে ধাবিত হল। দ্বারকাবাসিগণ সেই অগ্নিকে আসতে দেখে ভীত পশুগণের ন্যায় অতিশয় ত্রাস প্রাপ্ত হল। অতিশয় ভয়ে কাতর হয়ে পাশক্রীড়ারত শ্রীকৃষ্ণকে এসে বলল—হে ত্রিলোকনাথ! নগর দহনকারী এক অগ্নি নগর ধ্বংস করতে আসছে আমাদিগকে রক্ষা করুন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, তোমরা ভয় করো না, আমি তোমাদের রক্ষক উপস্থিত আছি। শিবের সৃষ্ট মারক দেবতা বিশেষ বুঝতে পেরে প্রতিহত করার জন্য তিনি চন্দ্রকে প্রেরণ করলেন। সেই মারকাগ্নি চক্রপাণি ভগবানের সুদর্শন দ্বারা প্রতিহত হয়ে কাশী অভিমুখে ফিরে গিয়ে ঋত্বিক্‌গণ ও জনগণের সঙ্গে সুদক্ষিণকে সম্যক্ প্রকারে দগ্ধ করে সমস্ত কাশীপুরই দগ্ধ করে ফেলল। তারপর সুদর্শন চক্র শ্রীকৃষ্ণের নিকট ফিরে এল।

অতপরঃ শ্রীশুকদেব বললেন—হে মহারাজ! দ্বিবিদ নামে এক মহাশক্তিশালী বানর নরকাসুরের বন্ধু ছিল। সে পূর্বে সুগ্রীবের মন্ত্রী ছিল এবং মৈন্দের ভ্রাতা। নরকাসুর বধের প্রতিশোধ নেওয়ার মানসে যাতে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে সেই উদ্দেশ্যে সে আনর্ত্তদেশের নানা স্থানে অগ্নি সংযোগ, পর্বত উৎপাটন, জলপ্লাবন, ঋষিগণের আশ্রম কলুষিত করা ইত্যাদি নানা উৎপাত আরম্ভ করল। ভ্রমর যেমন অন্য কীটকে ধরে নিয়ে নিজ বিবরে আচ্ছাদন করে রাখে, সেইরূপ অতিশয় বলদৃপ্ত সেই দ্বিবিদ পুরুষ ও স্ত্রীগণকে বলপূর্বক ধরে নিয়ে পর্বতের সন্ধিস্থলে নিক্ষেপ করে বিশাল প্রস্তরখণ্ড দ্বারা আচ্ছাদিত করে রাখত। কুলস্ত্রীগণকে নানাভাবে দূষিত করত। একদিন সুন্দর মধুর কণ্ঠের গীত শ্রবণ করে রৈবতক পর্বতে গমন করল। সেখানে যদুপতি

বলরামকে দেখতে পেল। বলরামকে দেখে বৃক্ষশাখায় উঠে বৃক্ষসকল কাঁপিয়ে কিলকিল শব্দ করে নানাপ্রকারে অঙ্গভঙ্গী,দন্ত প্রদর্শনাদি দ্বারা ও রমণীদিগকে নিজের গুহ্যদেশে দেখিয়ে তাঁদিগকে অবজ্ঞা করতে লাগল। পরে মধুকলস সকল ভগ্ন করতে লাগল। বলদেব কুপিত হয়ে একটি প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করলেন। দুষ্ট বানর তা এড়িয়ে হাসতে লাগল। বলরাম আরো ক্রুদ্ধ হয়ে মুষল ও হল ধারণ করলে দ্বিবিদ সবলে একটি বৃক্ষ উৎপাটন করে বলরামকে আঘাত করল। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হল। অবশেষে বলরাম শক্তিধর বাহুদ্বয় দ্বারা বানরের কণ্ঠ ও বাহুর মূলদেশে প্রচণ্ড আঘাত করলেন। এতে বানরের রক্ত বমন হতে লাগল এবং ভূতলে পতিত হল, সমগ্র রৈবতকপর্বত কম্পিত হল। তখন আকাশে পুষ্পবর্ষণকারী দেবগণ, সিদ্ধগণদ্বারা সাধুবাদ ও জয়ধ্বনি উত্থিত হল। জগতের বিনাশসাধনকারী দ্বিবিদকে বধ করে নিজপুরী দ্বারকায় ফিরে গেলেন। জনগণ তাঁর স্তব করতে লাগল।

একদিন জাম্ববতীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণেরপুত্র শাম্ব স্বয়ম্বর সভা হতে দুর্য্যোধনের কন্যা লক্ষ্ণাকে হরণ করলেন। কৌরবগণ বললেন, এই দুর্বিনীত বালক আমাদিগকে অবজ্ঞা করে বলপূর্বক অকামা কন্যা লক্ষ্ণাকে হরণ করেছে। এই যাদবগণ আমাদেরই অনুগ্রহ পরাক্রমের দ্বারা সমৃদ্ধ এবং আমাদের প্রদত্ত রাজ্য ভোগ করছে। এই দুর্বিনীত বালককে এখনই আক্রমণ করে বন্ধন কর। শাম্ব কুরুসৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে তাদিগকে বহু বাণ দ্বারা বিদ্ধ করল, পরিশেষে বিরথ ও পরাজিত হয়ে বদ্ধ অবস্থায় দুর্য্যোধনের পুরীতে নীত হলো। অনন্তর যাদবগণ নারদের মুখে সমস্ত সংবাদ শ্রবণ করে দ্বারকায় কুরুদিগের সহিত যুদ্ধের আয়োজন করতে লাগলেন। বলদেব বললেন, ক্ষান্ত হও, উহাদের সহিত যাতে কলহ সৃষ্ট না হয় এইরূপ যুক্তিতে যদুবীরগণকে সান্ত্বনা দান করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রথে আরোহণ করে শান্তি স্থাপনের জন্য হস্তিনাপুরে গমন করলেন।

হস্তিনা নগরের নিকট এক উপবন গৃহে অবস্থান করলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় জানার জন্য উদ্ধবকে প্রেরণ করলেন। উদ্ধব পুরীমধ্যে গিয়ে বলরাম এসেছেন এই সংবাদ দিলেন। তারা বলরাম এসেছেন জেনে অত্যন্ত প্রীত হলেন। তারা এসে বলরামকে যথাবিধি অনুসারে অভ্যর্থনা করে পরস্পরের প্রতি কুশলবার্তা বিনিময়ের পর বললেন—তোমরা বহুবীর একত্র হয়ে এই একাকী যুধ্যমান শাম্বকে অধর্মযুদ্ধে পরাজিত করে বন্ধন করেছ। যদুপতি উগ্রসেনের আদেশে, ওকে ওর ন্যায্যাধিকৃত বধূসহ সত্বর এনে আমার নিকট উপস্থিত কর। কুরুপতিরা বললেন,

ঐটা খুবই আশ্চর্য্য। আমাদের প্রসাদলাভে রাজ্যপ্রাপ্ত হয়ে এক্ষণে এরা এইরূপ গর্বিত বাক্যে আমাদিগকে অপমানিত করছে। যাদবগণ এখন নির্লজ্জ হয়ে আমাদিগকেই আদেশ দান করছে। বলদেবকে তাঁরা এইরূপ দুর্বাক্য বলে পুরীমধ্যে প্রবেশ করলেন।

সর্বশক্তিমান বলরাম কৌরবগণের দুরাচার দর্শন করে এবং দুর্বাক্য সকল শ্রবণ করে অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে উচ্চঃহাস্য করতে করতে বলতে লাগলেন—এরা অসাধু শান্তি চায় না, পশুদিগকে যেমন যষ্টি প্রহার দ্বারাই জব্দ করা হয় সেইরূপ অসাধু ব্যক্তিগণের পক্ষে দণ্ডবিধানই শান্তিকর। আমি শান্তিকামনায় এসেছিলাম। কিন্তু এরা আমাকে অবজ্ঞা করে পুনঃ পুনঃ দুর্বাক্য প্রয়োগ করল। অতএব আজ আমি পৃথিবীকে কৌরবশূন্য করব। ক্রুদ্ধ হয়ে বলরাম ত্রিলোক দগ্ধ করতে উদ্যত হয়ে লাঙ্গলের অগ্রভাগের দ্বারা হস্তিনাপুরকে উৎপাটন করে গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত করার জন্য আকর্ষণ করলেন। তখন হস্তিনাপুর আকৃষ্ট হয়ে জলযানের ন্যায় চারিদিক কম্পিত হয়ে গঙ্গাগর্ভে পতন উন্মুখ হল। কৌরবগণ ভয়ে ব্যাকুল হল। কৌরবগণ হস্তিনাপুর রক্ষায় স্বজনগণের সহিত লক্ষণা ও শাম্বকে নিয়ে বলরামের শরণ গ্রহণ করল। বহু স্তবস্তুতি করে তাঁকে প্রসন্ন করল। বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করল। বলরাম অভয় দান করলেন। আজও এই হস্তিনাপুর বলরামের বিক্রমের পরিচয় দিচ্ছে, গঙ্গাতীরে ইহার দক্ষিণভাগ গঙ্গাভিমুখে সমুন্নত দেখা যায়। ভগবান্ বলরামের বিক্রম সূচনা করেই দৃষ্টি গোচর হচ্ছে। বলদেব ভ্রাতুষ্পুত্র শাম্ব ও নববধূ লক্ষণার সহিত বহু মূল্যবান উপায়ন সহ দ্বারকাভিমুখে প্রস্থান করলেন। দ্বারকাবাসিগণের দ্বারা বহু সমাদরে অভ্যর্থিত হলেন।

অধ্যায় (৬৯—৭৫)

শ্রী শুকদেব বললেন,—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নরকাসুর বধ হয়েছে এবং শ্রীকৃষ্ণ ষোড়শ সহস্র রাজকন্যাকে বিবাহ করেছেন এই আশ্চর্য্য ব্যাপার শুনে একদিন নারদ দেখবার জন্য দ্বারকায় এসে উপস্থিত হলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুর মধ্যে বিশ্বকর্মার নির্মাণ কৌশলের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ স্থিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। তথায় দেখলেন সেই অন্তঃপুরে রুক্মিণীদেবী সুবর্ণময় রত্নদণ্ডবিশিষ্ট চামর দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সর্বক্ষণ ব্যজন করছেন। শ্রীকৃষ্ণ নারদকে দেখে সহসা

রুক্মিণীদেবীর পর্য্যঙ্ক হতে উঠে তাঁকে উত্তম আসনে উপবেশন করালেন। তাঁর পাদ প্রক্ষালন করে সেই জল নিজ মস্তকে ধারণ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে দেবর্ষি নারদকে সম্যক্‌রূপে পুজো পূর্বক কুশলাদি জিজ্ঞেস করে বললেন, হে প্রভো! সর্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ আমি আপনার কোন কার্য্য সাধন করব! বলুন। নারদ বললেন, হে বিভো! জগতের ধারণ ও পালনের জন্য আপনি স্বেচ্ছায় এই ধরায় অবতরণ করেছেন তা সম্যক্‌রূপে অবগত আছি। আপনার পদযুগল দর্শন করলাম, এমত অনুগ্রহ করুন যেন এই চরণদ্বয়ের ধ্যানে আমার স্মৃতি নিত্যই বর্তমান থাকে। এই কথা বলেই নারদ সেই যোগেশ্বরের যোগমায়া দর্শনের নিমিত্ত অন্য এক মহিষীর গৃহে প্রবেশ করলেন। সেখানে দেখলেন, যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয়া পত্নী ও উদ্ধবের সহিত পাশক্রীড়া করছেন। সেখানেও তিনি নারদকে দেখে সহসা উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি কখন আগমন করলেন? আমরা আপনার কোন কার্য সাধন করব? তখন দেবর্ষি আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে গাত্রোত্থান করতঃ কিছু না বলে নীরবে আর এক গৃহে গমন করলেন। সে গৃহে দেখলেন; শ্রীকৃষ্ণ শিশু পুত্রগণের লালন পালন করছেন। আবার অন্য গৃহে দেখলেন, ভগবান্ মধ্যাহ্ন স্নানের উদ্যোগ করছেন। কোথাও হোম, কোথাও বেদপাঠ, কোথাও সন্ধ্যাবন্দনাদি, কোথাও অস্ত্রবিদ্যাভ্যাস, কোথাও অশ্ব বা হস্তী বা রথে বিচরণ করছেন, কোথাও পর্য্যাঙ্ক শয়নে রয়েছেন, কোথাও মন্ত্রীগণসহ মন্ত্রণা করছেন, কোথাও ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাচ্ছেন, কোথাও ব্রাহ্মণগণের ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করছেন। কোথাও ব্রাহ্মণগণকে গাভী দান করছেন, কোথাও প্রিয়ার সহিত হাস্যালাপ, কোথাও বা পুত্র কন্যাদির বিবাহের আয়োজন করছেন। কোথাও তিনি একাকী আসনে উপবিষ্ট হয়ে প্রকৃতির অতীত পরমপুরুষকে ধ্যান করছেন এবং কোথাও নৃত্যগীতাদি কার্যবিষয়, উপভোগ্য দ্রব্যসমূহ ও পরিচর্য্যার দ্বারা গুরুর সেবা করছেন। শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপে নানাভাবে অবস্থিত ও নানা ক্রীড়ায় ব্যস্ত দেখে নারদ বললেন, হে যোগেশ্বর, অদ্য আপনার যোগমায়ার প্রভাব দেখলাম। হে প্রভো! আমাকে আজ্ঞা করুন। আমি আপনার যশোব্যাপ্ত জগৎপাবনী লীলা গাথা সকল উচ্চৈঃস্বরে গান করতে করতে লোকসমূহে পরিভ্রমণ করি।

শ্রীভগবান্ বললেন, পুত্র, তুমি সংশয়ান্বিত হও না। আমি ধর্মের বক্তা, কর্তা, ও অনুমোদিতা এই কারণে লোকশিক্ষার নিমিত্ত এইরূপ প্রবৃত্তি ধর্মে অবস্থান করছি। শ্রীভগবানের এই আশ্চর্য্য লীলা দর্শনে বিস্মিত হয়ে দেবর্ষি শ্রদ্ধাযুক্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ

কর্তৃক ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবিধ পুরুষার্থ বিষয়ে সম্যক্‌রূপে প্রীত হয়ে তাঁকে ধ্যান করতে করতে তথা হতে প্রস্থান করলেন।

শ্রীকৃষ্ণ প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করে জলস্পর্শ পূর্বক প্রসন্ন ও স্থিরচিত্তে প্রকৃতির অতীত, প্রকৃতি হতে ভিন্ন পরমাত্মা পরব্রহ্মের ধ্যান করতেন। এক, অদ্বিতীয় অব্যয় স্বয়ং প্রতিভাত। নিজ মহিমায় নিত্য অ-পাপবিদ্ধ; বিশ্বের উৎপত্তি-বিনাশের হেতুভূত শক্তিসমূহ হতেই যাঁর সত্তার ও আনন্দ স্বরূপত্যের উপলব্ধি হয়, সেই ব্রহ্মনামা পুরুষকে ধ্যান করতেন। তৎপর স্নান করে এবং বস্ত্রদ্বয় পরিধান করে সন্ধ্যাবন্দনাদি এবং অগ্নিতে আহুতি প্রদান করে বাকসংযমী হয়ে গায়ত্রী জপ করতেন। সূর্য্যোদয়ের সূর্যের উপাসনা, পিতৃলোকের তর্পণ ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের অর্চনা করে তিনি স্বর্ণমণ্ডিত শৃঙ্গযুক্ত দুগ্ধবতী বহু গাভী ব্রাহ্মণগণকে দান করতেন। অন্তঃপুর-বাসীদিগকে এবং প্রজাগণকে অভিলষিত অর্থাদি দান করতেন। তারপর মাল্য, অনুলেপনাদি চর্চিত হয়ে রথারোহণের সুধর্মা নামক সভাগৃহে আসতেন। সেখানে সূত মগধ বন্দিগণ স্তুতিপাঠ, ব্রাহ্মণেরা বেদপাঠ বা পূর্ব্ব রাজাদিগের যশোগণ এবং নর্ত্তক ও নর্ত্তকীগণ নৃত্যাদি করত। সেই সময় একদিন এক দূত সেই সভায় প্রবেশ করল। সে শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করে জরাসন্ধ কর্তৃক গিরিব্রজদুর্গে আবদ্ধ বিংশ সহস্র রাজগণ যে দুঃখ ভোগ করছে তাঁদের সেই দুঃখের কথা তাঁর নিকট নিবেদন করল। দূত বলল, রাজগণ বলেছে—হে কৃষ্ণ! হে পরমাত্মন্! হে শরণাগত জনগণের সংসার ভয়নাশক! ভেদদর্শী আমরা সংসার ভয়ে ভীত হয়ে আপনার শরণাগত। হে পরমেশ্বর! অবরুদ্ধ আমাদিগকে জরাসন্ধ নামক কর্মপাশ হতে মুক্ত করুন। এমন সময় দেবর্ষি নারদও সেই সভায় এসে উপস্থিত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বিহিত পূজা করেও আসনাদি দিয়ে বললেন, হে ব্রহ্মন্! ঈশ্বরদৃষ্ট ত্রিভুবনে আপনার অবিদিত কিছু নেই। অতএব বলুন, পাণ্ডবেরা এক্ষণে কি করছেন? নারদ বললেন, ভগবন্, রাজা যুধিষ্ঠির আপনার অপেক্ষায় দিন গুণছেন কারণ তিনি যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয় দ্বারা আপনার পূজা করবেন, আপনি তা অনুমোদন করুন। তথায় দেবগণ ও রাজগণ আপনাকে দর্শন করে পবিত্র হবেন। আপনার যশ, স্বর্গ, মর্ত্ত্য পাতাল ও সকল দিকে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। হাসতে হাসতে মধুরবাক্যে শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত ও সেবক উদ্ধবকে বললেন, তুমি আমাদের বন্ধু কর্তব্যাকর্তব্যের পরম দ্রষ্টা, চক্ষু স্বরূপ, মন্ত্রণা কুশল। এ বিষয়ে আমার কি কর্তব্য তা তুমি বল, তুমি যা বলবে তাই করব। শ্রীকৃষ্ণ সর্বজ্ঞ তথাপি তিনি অজ্ঞজনের ন্যায় এইরূপ মন্ত্রণা চাইলেন। তাঁর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করে

উদ্ধব বললেন, পিতৃস্বসেয় রাজা যুধিষ্ঠির যজ্ঞে সাহায্য করা এবং শরণাগত রাজগণের উদ্ধার করা আপনার কর্তব্য। জরাসন্ধকে জয় করাই রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনের ও শরণাগত রক্ষার জন্য প্রথম প্রয়োজনীয় কর্তব্য। রাজগণকে উদ্ধার করায় আপনার যশ ও বিস্তার লাভ হবে। জরাসন্ধ দশ হাজার হস্তীর সমান বলশালী একমাত্র মহাবীর ভীম সেনই জরাসন্ধের সমকক্ষ। বহু সৈন্য নিহত না করে ভীম ব্রাহ্মণবেশে আপনার সমক্ষে তাঁকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করুক, দ্বন্দ্বযুদ্ধ ছাড়া শতশত অক্ষৌহিণী সৈন্য দ্বারা তাঁকে জয় করা যাবে না। জরাসন্ধ ব্রাহ্মণগণের প্রার্থনা কখনও প্রত্যাখ্যান করেন না। আপনার সম্মুখে মহাবলশালী ভীম তাঁর বধের কারণ হবে, ভীম নিমিত্ত মাত্র হবেন। প্রকৃতপক্ষে আপনিই তাঁর মুখ্য হন্তা হবেন। জরাসন্ধ নিহত হলে আবদ্ধ রাজগণের মহিষী সকল আপনার যশ কীর্তন করবে এবং আমাদের প্রয়োজনও সিদ্ধ হবে। উদ্ধবের এই মন্ত্রণা দেবর্ষি নারদ ও যদুবৃদ্ধগণ সকলেই "উত্তম' 'উত্তম' বলে অনুমোদন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ দূতকে বললেন, জরাসন্ধকে বধ করাব, কোন ভয় করো না, তোমাদের মঙ্গল হবে। শ্রীকৃষ্ণ বলদেব ও যদুরাজ উগ্রসেনের অনুমতি নিয়ে মহিষী, পুত্রগণ ও পরিচ্ছদ সমূহের সহিত স্বীয় পত্নীগণকে পাঠিয়ে দিলেন। অতঃপর সৈন্য পরিবৃত্ত হয়ে বাদ্য নিনাদে দিক্‌সকল প্রতিধ্বনিত করতে করতে গরুড়ধ্বজ রথে আরোহণ করে পুরী হতে নির্গত হলেন। পরিজনগণের সহিত আনর্ত্ত, সৌবীর ও মরুদেশ এবং কুরুক্ষেত্র, পর্বতসকল, নদীসমূহ, নগর, গ্রাম, ব্রজ ও খনিস্থান সমূহ অতিক্রম করে গমন করতে লাগলেন। এবং তৎপর দৃষদ্বতী ও সরস্বতী নদীদ্বয় উত্তীর্ণ হয়ে পাঞ্চাল ও মৎস্যদেশ অতিক্রম করে তিনি ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হলেন। রাজা যুধিষ্ঠির সুহৃদগণ সহ মঙ্গলগীতি ও বেদধ্বনি সহকারে এসে তাঁকে প্রত্যুদ্‌গমন করে নিয়ে গেলেন। কৃষ্ণকে দর্শন করে যুধিষ্ঠির স্নেহে আর্দ্রচিত্তে পরস্পর অভিবাদন আলিঙ্গনাদির পর ভীম,অর্জুন সকলের নেত্রদ্বয় আনন্দাশ্রুতে পূর্ণ হল এবং পরমসুখ লাভ করলেন। রাজপথে প্রত্যেক শ্রেণীর প্রধানগণ ও স্ত্রীগণ ও পুরবাসী জনগণ মাঙ্গলিক দ্রব্যসমূহ হস্তে নিয়ে স্থানে স্থানে শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিহেতু উৎফুল্লনয়ন ও প্রেমবিহ্বল হয়ে যুধিষ্ঠিরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। পৃথা, সুভদ্রা, দ্রৌপদী তাঁকে ও তাঁর মহিষীগণকে নানা উপহার দ্বারা পূজা করলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পিসী কুন্তীদেবীকে ও গুরুজনগণের পত্নীদিগকে অভিবাদন করলেন। জনার্দ্দন প্রীত হয়ে মণিমুক্তাখচিত ময়দানব নির্মিত বিচিত্র সভা দর্শন করে সখা অর্জুন সহ রথারোহণে বিচরণ করে কিছুদিন সেখানে থাকলেন। সেই সময় তিনি

অর্জুনের সহিত মিশে খাণ্ডববন প্রদানের দ্বারা অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করেছিলেন পরে রাজা যুধিষ্ঠিরকে ময়দানব দিব্য রাজসভা নির্মাণ করে দিয়েছিল।

একদিন রাজা যুধিষ্ঠির মুনিগণ, ভ্রাতৃবর্গ, সুহৃদ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, আচার্য্য, কুলবৃদ্ধ, জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হয়ে সভামধ্যে অবস্থান করতঃ শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, হে গোবিন্দ! আমি রাজসূয় যজ্ঞদ্বারা তোমার বিভূতি সকলের অর্চনা করতে অভিলাষ করেছি, তুমি এই কার্য সুসম্পন্ন কর। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে মহারাজ! আপনি উত্তম সঙ্কল্প করেছেন। এই কল্যাণকর যজ্ঞ দ্বারা আপনার কীর্ত্তি, যশ লোক সমূহে পরিব্যাপ্ত হবে। ইহা সর্বভূতের ও আমাদেরও অভিপ্রেত। আপনি সকল রাজগণকে জয় করে পৃথিবীকে বশে আনয়ন করুন। যজ্ঞে সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য আহরণ করে মহাযজ্ঞ রাজসূয়ের অনুষ্ঠান করুন।

আপনার ভ্রাতৃগণ লোকপালগণের অংশে জন্মগ্রহণ করেছেন সুতরাং এরা সকল রাজাকেই জয় করতে সমর্থ হবেন। আর অজিতেন্দ্রিয়, অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের পক্ষে যাঁকে জয় করা দুঃসাধ্য সেই আমাকে আপনি জয় ও বশীভূত করেছেন। সুতরাং আমি আপনার সহায়করূপে বর্তমান আছি। শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শুনে যুধিষ্ঠির উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। অনন্তর ভ্রাতৃগণকে দিগ্বিজয়ে নিযুক্ত করলেন। সৃঞ্জয় বংশীয় বীরগণের সহিত সহদেবকে দক্ষিণ দিক্ মৎস্য বংশীয় বীরগণ সহ নকুলকে পশ্চিমদিক্ কেকয়বংশীয় বীরগণের সহিত অর্জুনকে উত্তরদিক্ এবং মদ্রবংশীয়দিগের সহিত ভীমসেনকে পূর্বদিক্ জয় করতে নিযুক্ত করলেন। সেই বীরগণ সকল রাজগণকে জয় করে প্রচুর ধন এনে রাজা যুধিষ্ঠিরকে দিলেন, কিন্তু জরাসন্ধ পরাজিত হন নাই শুনে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে উদ্ধব কথিত জরাসন্ধ বধের উপায় বললেন। শ্রীকৃষ্ণ ভীম ও অর্জুন, যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞামতে স্নাতক ব্রাহ্মণের বেশে অতিথিবেলায় জরাসন্ধের রাজধানী গিরি ব্রজপুরে প্রবেশ করে তার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন। তাঁরা জরাসন্ধকে বললেন, হে মহারাজ! বহুদূর হতে এসেছি, আমাদের প্রার্থনা পূরণ করুন; আপনার মঙ্গল হবে—হে রাজন্! ত্যাগীর দুঃসহ কি আছে? অসাধুর অকরণীয় কি আছে? বদান্যের অদেয় কি আছে? সমদর্শীর পর কে আছে? যে সমর্থ হয়েও এই অনিত্য শরীর দ্বারা সজ্জন -প্রশংসিত নিত্য যশ সঞ্চয় করে না, সেই ব্যক্তি সকলের নিন্দার পাত্র, এবং সকলেরই শোকের বিষয়ীভূত হয়। হরিশচন্দ্র, রন্তিদেব, উঞ্ছবৃত্তিধারী, মুদগল, শিবি, বলি, ব্যাধ, কপোত এবং অন্য অনেকে এই অনিত্য দেহদ্বারা নিত্যধাম প্রাপ্ত হয়েছেন।

জরাসন্ধ তাঁদের কণ্ঠস্বর আকৃতি ও জ্যাঘাতচিহ্নিত প্রকোষ্ঠ দেখে তাঁদিগকে ক্ষত্রিয় সন্দেহ করেও চিন্তা করতে লাগলেন পূর্বে এঁদের কোথায় দেখেছেন! নিশ্চয় এঁরা ক্ষত্রিয়। বলি বিপ্ররূপী বিষ্ণুকে জেনেও এবং বারিত হয়েও সর্বস্ব দান করে চতুর্দিগ্‌ব্যাপী যশলাভ করেছিলেন সুতরাং এরা দুস্ত্যজ দেহও প্রার্থনা করলে আমি পূরণ করব। উদারমতি জরাসন্ধ এইরূপ নিশ্চয় করে বললেন আপনারা অভিলষিত বিষয় প্রার্থনা করুন। আমার মস্তক দিতে রাজি আছি। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, রাজন্! তোমার অভিমত হলে আমরা তোমার সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ প্রার্থনা করি। আমরা অন্য কিছু প্রার্থনা করি না। আমরা ক্ষত্রিয়—ইনি ভীম ইনি অর্জুন আর আমি এদের মাতুলপুত্র তোমার শত্রু কৃষ্ণ। মগধরাজ জরাসন্ধ উচ্চহাস্য করে উঠলেন এবং ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, রে কৃষ্ণ! তুমি ভীরু,আমার ভয়ে মথুরা হতে পলায়ন করে সমুদ্রের আশ্রয় লয়েছ, তোমার সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করব না। অর্জুন বয়সে আমার তুল্য নহে, সুতরাং ভীমের সহিতই যুদ্ধ করব। এই বলে দুইটি বিশাল গদা এনে একটি ভীমকে দিলেন ও একটি নিজে নিলেন। তখন ঘোরতর তুমুল গদাযুদ্ধ আরম্ভ হল। উভয়ের সুদৃঢ় অঙ্গসমূহে নিপতিত হয়ে গদাদ্বয় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। তখন উভয়ে ভীষণ মুষ্টি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। উভয়ে দিবাভাগে যুদ্ধ করতে লাগল, এবং রাত্রিকালে মিত্রের ন্যায় অবস্থান। এইরূপে যুদ্ধ ২৭ দিন চলল। যুদ্ধ করতে করতে ভীমসেন দুর্বল হয়ে পড়ল। শ্রীকৃষ্ণ তাই দেখে শত্রুবধের উপায় চিন্তা করে ভীমকে সঙ্কেত প্রদর্শনার্থ একটি বৃক্ষশাখা নিয়ে তা মূল হতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত দ্বিখণ্ড করে দেখিয়ে দিলেন। ভীম সেই সঙ্কেত বুঝে জরাসন্ধের একপদ চেপে রেখে দুই হস্ত দ্বারা অপর পদ ধারণ করে গুহ্যদেশ হতে দুখণ্ডে ভাগ করে ফেললেন। প্রজাগণ চমৎকৃত হয়ে হাহাকার করতে লাগল। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন ভীমসেনকে আলিঙ্গন ও পাদবন্দনাদি করলেন। শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধ পুত্র সহদেবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। এবং যারা জরাসন্ধের দুর্গে বন্দী ছিলেন সেই রাজগণকে মুক্ত করলেন।

রাজন্! সেই অবরুদ্ধ বিশ হাজার আটশত রাজগণ মলিন বস্ত্র এবং ক্ষুধায় কাতর ও কৃশকায়, শুকবদন ও দীর্ঘদিন বন্দী থাকায় ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা গিরিদ্রোণী পর্বত গুহা হতে বেরিয়ে এলেন। শ্রীকৃষ্ণকে দেখে আহ্লাদে যেন নিমিষে রাজগণের সমস্ত কষ্ট দূরীভূত হল। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের রূপকান্তি নয়নযুগলের দ্বারা যেন পান্ করতে লাগল। জিহ্বার দ্বারা যেন লেহন করতে করতে নাসিকা দ্বারা আঘ্রাণ ; বাহুদ্বয়দ্বারা আলিঙ্গন ও মস্তক দ্বারা তাঁকে প্রণাম করলেন এবং কৃতাঞ্জলি হয়ে স্তব

করতে লাগলেন। হে মধুসূদন! আমরা জরাসন্ধের নিন্দা করি না। রাজ্যচ্যুতি রাজাদের প্রতি আপনার অনুগ্রহ মাত্র। ঐশ্বর্য্যমত্ত হয়ে তারা অনিত্য সম্পদকে নিত্য মনে করে। অজ্ঞেরা মৃগতৃষ্ণিকাকে যেমন জলাশয় মনে করে, অবিবেকী লোকেরা তেমনি মায়া বিকারকে প্রকৃত বস্তু বলে মনে করে। আমরাও ঐরূপ করেছি। এক্ষণে আর আমরা রাজ্যের উপাসনা করতে চাই না। এমন কোন উপায় নির্দেশ করুন, যাতে সংসারে থেকেও আমরা আপনার চরণকমলে স্মৃতি নিত্য বর্তমান থাকে। আপনি আমাদিগকে তাদৃশ উপায় উপদেশ করুন। "প্রণত সর্বজনগণের সর্বক্লেশনাশক, বাসুদেব, শ্রীহরি, পরমাত্মা, গোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।"* শরণাগতবৎসল, দয়ালু, শ্রীকৃষ্ণ বন্ধনমুক্ত রাজগণ কর্তৃক স্তুত হয়ে সুমধুরবাক্যে বললেন, হে রাজগণ! অদ্য হতে সর্বেশ্বর, সর্বাশ্রয়, পরমাত্মা আমার প্রতি তোমাদের মতি দৃঢ় হয়ে থাকুক। শ্রী ঐশ্বর্যমদে ও বৈষয়িক উন্নতি মানুষের উন্মত্ততার কারণ।

কার্ত্তবীর্য্যার্জুন, নহুষ, বেণ, রাবণ, নরকাসুর এবং অন্যান্য দেবগণ, দৈত্যগণ ও নরপতিগণ প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যগর্বেই স্ব স্ব স্থান হতে পরিভ্রষ্ট হয়েছিলেন। "তোমরা এই দেহকে মরণশীল জেনে সাবধান হয়ে যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা আমার সেবা করে ধর্মানুসারে প্রজা পালন কর।"** তোমরা সন্তান সন্ততি উৎপাদন করে সুখ দুঃখ মঙ্গল অমঙ্গল সমভাবে সেবা করবে এবং মদ্‌গতচিত্তে গৃহস্থাচার পালন করবে। দেহাদিতে উদাসীন আত্মারাম ও দৃঢ়ব্রত হয়ে আমাতে মনকে সম্যক্ স্থির রেখে অন্তে ব্রহ্মস্বরূপ আমাকেই প্রাপ্ত হবে।

জগদীশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাজগণকে এইরূপ আদেশ করে তাদিগকে স্নানাদি কার্য্যে দাস-দাসীগণকে নিযুক্ত করলেন। তৎপরে জরাসন্ধের পুত্র রাজা সহদেবকে দিয়ে রাজগণকে বসন ভূষণ মাল্য অনুলেপন দ্বারা পূজা করালেন এবং উত্তম পান ভোজন করিয়ে, নিজ নিজ দেশে প্রেরণ করে দিলেন। তাঁরা অম্লানচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালন করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভীমার্জুন সহ খাণ্ডব প্রস্থে আসলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কেশবের অনুকম্পাস্বরূপ জরাসন্ধ বধাদি কাহিনী শ্রবণ করে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন, কিছুই বলতে পারলেন না। পরে বললেন, হে কৃষ্ণ! হে

---

* কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।। ১০/৭৩/১৬

** ভবন্ত এতদ্‌বিজ্ঞায় দেহাদ্যুৎপাদ্যমন্তবৎ।
মাং যজন্তোঽধ্বরৈর্যুক্তাঃ প্রজা ধর্ম্মেণ রক্ষথ।। ১০/৭৩/২১

মাধব! তোমার ভক্তগণেরই জ্ঞানহীন পশুদিগের ন্যায় শরীর বিষয়ে 'আমি' ও 'আমার'-এবং 'তুমি' ও 'তোমার' ভেদবুদ্ধি নাই সুতরাং তোমার যে তাদৃশ ভেদবুদ্ধি নাই, তাতে আর বক্তব্য কি?

সূর্য্যের তেজের যেমন তার উদয় ও অস্তগমনাদি কার্য্যের দ্বারা হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, সেইরূপ এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা ব্রহ্ম তোমার মহিমারও তেমন কোন কর্মের দ্বারা হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না।

মহারাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ বলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদন প্রাপ্ত হয়ে বেদজ্ঞ উপযুক্ত মুনিগণকে ঋত্বিক্ রূপে বরণ করলেন, যথা —দ্বৈপায়ন বেদব্যাস মহর্ষি, মহর্ষি ভরদ্বাজ, সুমন্ত, গৌতম, অসিত, বশিষ্ঠ, চ্যবন, কম্ব, মৈত্রেয়, কবষ,ত্রিত, বিশ্বামিত্র, বামদেব, জৈমিনি, সুমতি, ক্রতু, পৈল, পরাশর, গর্গ, বৈশম্পায়ন, অথর্ব্বা, কশ্যপ, ধৌম্য, ভার্গব, রাম, আসুরি, বীতিহোত্র, মধুচ্ছন্দা ও বীরসেন। দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপ, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং রাজা ও রাজ্ঞীগণ আহূত হয়ে যজ্ঞ দর্শন করতে আসলেন। ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ বেদবিধি অনুসারে সুবর্ণময় লাঙ্গলের দ্বারা যজ্ঞ ভূমিকর্ষণ করে সংশোধিত করে তথায় রাজা যুধিষ্ঠিরকে মহাযজ্ঞে দীক্ষিত করলেন। ইন্দ্রাদি লোকপালগণ, সিদ্ধগণ, ব্রহ্মা, মহাদেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, ঋষি, ব্রাহ্মণগণ সকলেই নিমন্ত্রিত হয়ে আসলেন।

অনন্তর দেবগণ যেমন বরুণদেবকে দিয়ে রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলেন, সেইরূপ তেজস্বী দ্বৈপায়নাদি যাজকগণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে বিধি অনুসারে রাজসূয় যজ্ঞ করালেন। রাজা যুধিষ্ঠির সুসমাহিত হয়ে যাজক ও সভ্যশ্রেষ্ঠগণকে পূজা করলেন। বহু যোগ্য ব্যক্তি তথায় উপস্থিত থাকায় কোন্‌ব্যক্তি অগ্রে অর্ঘ্য ও পূজা পাবার যোগ্য এই বিষয় কেহ স্থির করে উঠতে পারলেন না। তখন মাদ্রীপুত্র সহদেব বললেন, যিনি অদ্বিতীয়, বিশ্বাত্মক, সকলই যাঁর অধীন, শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত দেবতা এবং দেশ কাল, ধর্ম, ঋত্বিক্ প্রভৃতি সকল পদার্থই সুতরাং সেই ভগবান্ কৃষ্ণই অগ্রে পূজা পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তি। ইঁনার পূজাই সর্বভূতের পূজা। সভাস্থ সজ্জনগণ সকলেই 'সাধু' 'সাধু' বলে হৃষ্টচিত্তে এই বাক্যের প্রশংসা করতে লাগলেন। রাজা যুধিষ্ঠির দ্বিজগণের সাধুবাদ শুনে সভাসদ্‌গণের অনুমতি বুঝতে পেরে প্রীত ও প্রণয়বিহ্বল হয়ে হৃষীকেশেরই পূজা করলেন এবং তাঁর লোকপাল পাদদ্বয় প্রক্ষালন করে সানন্দে পত্নী, অনুজ ভ্রাতৃগণ, অমাত্যগণ ও কুটুম্বগণের সহিত পাদোদক মস্তকে ধারণ করলেন। পীত কৌষেয় বস্ত্র ও মহামূল্য ভূষণ দ্বারা তার পুজো করে প্রেমাশ্রুপূর্ণ

নয়নে শ্রীকৃষ্ণকে সম্যক্‌রূপে দর্শন করতে সমর্থ হলেন না। সমস্তলোক শ্রীকৃষ্ণকে পূজিত হতে দেখে কৃতাঞ্জলি হয়ে বর্ষিত হল 'নম' ও 'জয়' শব্দ উচ্চারিত করতে করতে প্রণাম করল। পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। শ্রীকৃষ্ণের গুণবর্ণনে দমঘোষ পুত্র শিশুপালের অন্তরে ক্রোধের সৃষ্টি হল। তখন দমঘোষ শিশুপাল ভীত না হয়ে স্বীয় আসন হতে উঠে ক্রোধে বাহু উত্তোলন পূর্বক কঠোর ও নিষ্ঠুর বাক্য শুনাবার জন্য বলতে লাগল 'কালই সর্বাপেক্ষা প্রবল'— এই শাস্ত্র বাক্য বা জনশ্রুতি যথার্থই সত্য। কারণ-বৃদ্ধগণের বুদ্ধিও আজ বালকের বাক্য দ্বারা ছিন্ন হল। জ্ঞানবলে যাঁদের সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে গিয়েছে সুতরাং আপনারা সকলে পূজনীয় পাত্র নিরূপণে অভিজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠ। অল্পবুদ্ধি বালকের কথা আপনারা গ্রহণ করবেন না। লোকপালগণ পূজিত ব্রহ্মনিষ্ঠ সভ্যগণকে অতিক্রম করে এই কুলকলঙ্ক গোপালক কৃষ্ণ কিরূপে অগ্রে পূজার যোগ্য হল? এই গুণহীন, সবধর্মবর্জিত; স্বেচ্ছাচারী। ইহাদের কুল বা বংশ যযাতি কর্তৃক অভিশপ্ত। ইহারা নিরন্তর বৃথা মদ্যাদি পানে আসক্ত। ইহারা ব্রহ্মর্ষিগণ সেবিত দেশসমূহ ত্যাগ করে সমুদ্র দুর্গ আশ্রয়ে দস্যুর ন্যায় প্রজাপীড়ন করছে। এরূপ ব্যক্তি অগ্রপূজার যোগ্য হল? সিংহ যেমন শৃগালের রব শ্রবণ করে নীরব থাকে সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ কিছু বললেন না। সভাসদ্‌গণ দুঃসহ ভগবন্নিন্দাবাক্য শুনে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করে রোষে চেদিপতিকে তিরস্কার করতে করতে তথা হতে প্রস্থান করলেন। ভগবৎ পরায়ণ ব্যক্তি ভগবানের নিন্দা বাক্য শ্রবণ করে তথা হতে চলে না যায় তবে সে ব্যক্তি নরকে গমন করে। পাণ্ডুপুত্রগণ ও মৎস্য, কেকয়, সৃঞ্জয়গণ শিশুপালকে বধ করবার জন্য অস্ত্র উত্তোলন পূর্বক সমুত্থিত হলেন। শিশুপাল তা দেখেও নির্ভয়ে কৃষ্ণপক্ষীয় গণকে ভর্ৎসনা করতে করতে খড়্গ ও চর্ম ধারণ করে অগ্রসর হল। সেই সময় তৎক্ষণাৎ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ উঠে স্বীয় পক্ষীয় রাজগণকে নিবৃত্ত করে স্বয়ং চক্র দ্বারা আক্রমণোদ্যত শিশুপালের মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। মহাকোলাহলধ্বনি উত্থিত হল, শিশুপালের অনুবর্তী রাজগণ স্ব স্ব প্রাণরক্ষার নিমিত্ত চতুর্দিকে পলায়ন করল। তখন আকাশচ্যুত উল্কার ন্যায় শিশুপালের দেহ হতে উত্থিত হয়ে এক জ্যোতি সর্বজনসমক্ষে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতিতে প্রবেশ করল।

হিরণ্যকশিপু, রাবণ ও শিশুপাল এই তিনজন্মে শিশুপালের অনুবর্তিত ও দৃঢ়ীকৃত যে বৈরভাব, তার ফলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট ছিল। নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের ভাবনা করতে করতে শিশুপাল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপতা বা সাধর্ম প্রাপ্ত হল।

অনন্তর যুধিষ্ঠির যজ্ঞশেষে ঋত্বিক ও সদস্যগণকে প্রচুর দক্ষিণা প্রদান করলেন। এবং যথাবিধি পূজা করে যজ্ঞান্ত স্নান সমাপন করলেন। যজ্ঞ সম্পাদন শেষে সুহৃদগণের প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ আরও কয়েকমাস ইন্দ্র প্রস্থে থাকলেন। পরে যুধিষ্ঠিরের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর অনুমতি নিয়ে ভার্য্যা ও অমাত্যগণ সহ নিজপুরী দ্বারকায় প্রস্থান করলেন।

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! বিপ্রশাপে সেই বৈকুণ্ঠবাসীদ্বয়ের পুনঃপুনঃ জন্ম গ্রহণের বৃত্তান্ত তোমাকে বললাম। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের অবসানে সভামধ্যে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পেতে লাগল। পাণ্ডুসুতগণের প্রতি অসূয়া-পরবশ কুরু কুলের ব্যাধিস্বরূপ দুর্য্যোধন ছাড়া দেবগণ, মনুষ্যগণ ও আকাশচারী গন্ধর্ব্বগণ সকলেই রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট সম্মানিত হয়ে নিজ নিজ ভবনে গমন করলেন।

পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন,—হে ভগবন্! দুর্য্যোধন ব্যতীত সকলেই হৃষ্ট হয়েছিলেন বললেন। রাজা দুর্য্যোধনের অসন্তোষের কারণ কি? তা শুনতে ইচ্ছা করি—শুকদেব বললেন, হে রাজন্! তোমার পিতামহের ঐ মহাযজ্ঞে সকল বান্ধব এমন কি দুর্য্যোধনাদিও প্রেমে বদ্ধ হয়ে যজ্ঞের সকল কার্য্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন. ভীম রন্ধন শালায়, সহদেব সমাগত ব্যক্তিদিগের অভ্যর্থনায়, নকুল দ্রব্য সামগ্রী আয়োজনে, অর্জুন সকলের শুশ্রূষায়, শ্রীকৃষ্ণ পাদ প্রক্ষালনে, দ্রৌপদী অন্ন পরিবেশনে, দুর্য্যোধন ধনের অধ্যক্ষতায়, এবং কর্ণ দানকার্য্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন। বিদুর, যুযুধান, বিকর্ণ, ভুরিশ্রবা বিভিন্ন কার্য্যের ভার নিয়েছিলেন। চেদিরাজ শিশুপাল যখন শ্রীকৃষ্ণ চরণে -প্রবিষ্ট হলেন, তখন গীত, বাদ্য, সৈন্য, রাজগণ; ঋষি, ঋত্বিক্ এবং অন্যান্য দ্বিজ ও স্ত্রীগণে পরিবৃত হয়ে রাজা যুধিষ্ঠির রথে আরোহণে দ্রৌপদীসহ আচমনান্তর গঙ্গায় 'অবভৃথ' নামক যজ্ঞান্তস্নান করলেন। বিচিত্র ভূষণে বিভূষিত পুরুষ ও স্ত্রী তৈল হরিদ্রা আর্দ্র কুঙ্কুমাদি দ্বারা পরস্পরকে অভিষিক্ত করলেন। আর্দ্রবসন পরিহিতা স্খলিত কবরী কুলস্ত্রীগণ দেবর ও সখিগণকে জলক্ষেপ করতে লাগল। বারাঙ্গনাগণও অনুলিপ্ত হয়ে এবং পুরুষগণকে অনুলিপ্ত করে বিহার করেছিল। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে এই প্রকারে সুদুস্তর মনোরথরূপ মহাসাগর সম্যক্‌রূপে উত্তীর্ণ হয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। ইতিমধ্যে একদিন দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে রাজসম্পদ ও রাজসূয় যজ্ঞের মহিমা দর্শন করে অনুতাপ করতে লাগলেন। অন্তঃপুরে ময়দানব রচিত সংস্থাপিত নানাবিধ সম্পদ শোভা পাচ্ছিল। দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরাদি পতিগণের সেবা করছিল। এই সব দেখে

দুর্য্যোধন ঈর্ষাহেতু সন্তপ্ত হতে লাগল। কোন একদিন ময়দানব বিরচিত রাজসভায় সার্বভৌম সম্পদে সেবিত, সাক্ষাৎ ইন্দ্রের ন্যায় কাঞ্চনাসনে উপবিষ্ট সম্রাট যুধিষ্ঠিরকে দেখতে পেলেন। ভ্রাতৃগণ সহ অভিমান দৃপ্ত দুর্য্যোধন রোষে অসি হস্তে ভ্রাতৃগণ পরিবৃত হয়ে ক্রোধে দ্বারপালগণকে তিরস্কার করতে করতে সভামধ্যে প্রবেশ করতে গিয়ে ময়দানবের মায়ায় অর্থাৎ শিল্পচাতুর্য্যে বিমোহিত হয়ে জল ভ্রমে অধোবস্ত্র উত্তোলন করল, এবং স্থলভ্রমে জলে পতিত হল। দুর্য্যোধনের এই দুর্দশা দেখে, রাজা যুধিষ্ঠির কর্তৃক নিবারিত হয়েও, কৃষ্ণের অনুমোদনে ভীমসেন ও উপস্থিত অপর নৃপতিগণ এবং স্ত্রীগণও হাস্য করে উঠলেন। অনন্তর দুর্য্যোধন লজ্জিত হয়ে ক্রোধে জ্বলতে জ্বলতে মৌনভাবে তথা হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে হস্তিনাপুরে প্রস্থান করল। তখন সজ্জনগণের মধ্যে সুমহান্ 'হাহারব' শব্দ উত্থিত হল এবং মহারাজ যুধিষ্ঠির বিমনা হয়ে পড়লেন। পৃথিবীর ভার হরণেচ্ছু ভগবান্ নীরব থাকলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ বর্ণনা প্রসঙ্গে দর্য্যোধনের দুঃখের কারণ আপনার নিকট বর্ণনা করলাম।

অধ্যায় (৭৬—৭৯)

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! শ্রীকৃষ্ণের আরও অদ্ভুত কর্ম শ্রবণ করুন—যে প্রকার কর্মে সৌভ নামক বিমানের অধিপতি শাল্বকে নিহত করেছিলেন। শিশুপাল সখা শাল্ব রুক্মিণীর বিবাহকালে যাদবগণ কর্তৃক পরাজিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে সমাগত রাজগণকে শুনিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল "আমি পৃথিবীকে যাদবশূন্য করব। তোমরা আমার পরাক্রম দর্শন কর"। মূঢ়বুদ্ধি শাল্ব এইরূপ প্রতিজ্ঞা করে প্রত্যহ একমুষ্টি ধূলি মাত্র খেয়ে মহাদেবের তপস্যায় প্রবৃত্ত হল। এক বৎসর কাল এইরূপে আরাধনা করলে ভগবান্ উমাপতি শিব প্রসন্ন হয়ে শরণাগত শাল্বকে বর গ্রহণ করতে বললেন। শাল্ব তখন সকলের অভেদ্য যাদবগণের ভয়াবহ গতিশীল ময়নির্মিত 'সৌভ' নামে এক মায়াময় বিমানপুরী লাভ করল। শাল্ব ঐ বিমানে চড়ে দ্বারকা অবরোধ এবং শস্ত্রবৃষ্টি করে উদ্যান অট্টালিকা ইত্যাদি ভগ্ন করতে লাগল। অশনি শিলা কঙ্কর, বৃক্ষ, সর্প ও চক্রাকার বায়ুদ্বারা ধূলিরাশিতে দিক্সমূহ সমাচ্ছন্ন হয়ে গেল। তখন মহাবীর প্রদ্যুম্ন বহু সৈন্যাদি নিয়ে শাল্বের সহিত ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ করে দিল। দেবগণের সহিত অসুর গণের যেরূপ তুমুল রোমহর্ষণ যুদ্ধ হয়েছিল সেইরূপ রোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ

হল। শাল্বের বিমান কখনও জলে, কখনও স্থলে, কখনও আকাশে, কখনও পর্বতের উচ্চ শিখরে, অলাত চক্রের ন্যায় ভ্রমণ করতে লাগল। আবার কোথায়ও স্থির হয়ে থাকল। যাদব সৈন্যগণ যেখানেই শাল্বের বিমান দেখতে পায় সেখানে দুঃসহ বাণ নিক্ষেপ করে। কিন্তু লৌহময়ীগদার আঘাতে শাল্বের সেনাপতি কর্তৃক প্রদ্যুম্ন মূর্চ্ছিত হয়ে গেল। পরক্ষণেই প্রদ্যুম্ন চেতনা লাভ করে পুনরায় সজ্জিত হয়ে রণস্থলে সে দ্যুমানের মস্তক ছেদন করল। এইরূপে যদুপক্ষীয় শাল্বপক্ষীয়দিগের সাতাশ দিন তুমুল যুদ্ধ চলল। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের রাজাসূয় যজ্ঞে ব্যস্ত ছিলেন। রাজসূয় যজ্ঞ পরিসমাপ্ত হলে শ্রীকৃষ্ণ অতি ভয়াবহ দুর্নির্মিত্ত সকল দর্শন করতে লাগলেন। তখন তিনি সত্বর দ্বারকায় এসে যুদ্ধ বৃত্তান্ত শুনলেন। বলদেবকে পুরীর রক্ষার ভার দিয়ে সারথি দারুককে বললেন—হে সারথে! রথ শীঘ্রই শাল্বের নিকট নিয়ে চল। রথ নিয়ে দারুক শাল্বের নিকট এসে উপস্থিত হলেন। শাল্ব যুদ্ধস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পেয়ে ভীষণশব্দকারী শক্তি নামক অস্ত্র সারথি দারুকের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করল। শ্রীকৃষ্ণ শাল্বের সেই বাণ শতখণ্ডে ছেদন করে ফেললেন। অতঃপর শাল্বকে বহু বাণ দ্বারা বিদ্ধ করলেন। শাল্বও শ্রীকৃষ্ণের বাহু শরবিদ্ধ করে তার শার্ঙ্গ ধনু ভূপাতিত করল। তখন তথায় যারা তুমুল যুদ্ধ দর্শন করছিল তাদের মধ্যে হাহাকার শব্দ উত্থিত হল। শাল্ব বলল— রে মূঢ় কৃষ্ণ! তুই আমাদের সমক্ষে আমাদের বন্ধু ও তোর পিস্‌তুতো ভাই শিশুপালের পত্নী রুক্মিণীকে হরণ করেছিস্। শিশুপাল অসাবধান থাকায় তুই সভামধ্যে তাকে বধ করেছিস্। আমি তোকে আজই তীক্ষ্ণ বাণ সমূহের দ্বারা যমের নিকট প্রেরণ করব। শাল্ব এইরূপ রূঢ় বাক্য বললে, শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে ভীমবেগশালিনী গদার দ্বারা শাল্বের বক্ষে আঘাত করলেন। শাল্ব রক্ত বমন করতে করতে কম্পিত দেহে অন্তর্হিত হল। মুহূর্তে এক পুরুষ এসে অবনত মস্তকে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে বলল, হে দেব! দেবকী আমাকে পাঠিয়েছেন এবং বলতে বললেন যে, আপনার পিতাকে শাল্ব পশুর ন্যায় বন্ধন করে নিয়ে গেছে। দয়ালু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ মানুষের মত অশুভ সংবাদ শুনে স্নেহবশতঃ একটু বিমনা হলেন। পরক্ষণেই চিন্তা করলেন, অগ্রজ বলরাম যেখানে, সেখানে ক্ষুদ্র শাল্ব কি প্রকারে পিতাকে নিয়ে গেলেন? আহা! নিয়তিই বলবান। এমন সময় মায়াবী সৌভপতি শাল্ব বসুদেবের ন্যায় একটি মূর্তিকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিকট এসে বলল, রে মূর্খ! এই তোর জন্মদাতা পিতা যার জন্য এই পৃথিবীতে এসেছিস্ তোর

সমক্ষে তোর পিতাকে এখনই বধ করছি, যদি তোর শক্তি থাকে তবে রক্ষা করে দেখা। এই বলে সঙ্গে সঙ্গে মূর্তির মস্তক ছেদন করে আকাশস্থ সৌভ বিমানে প্রবেশ করল। স্বতঃস্বিদ্ধ জ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণকাল তুষ্ণীভাবে থেকে শাল্বের আসুরী মায়া বিস্তার করেছে তা বুঝতে পেরে বাণসমূহের দ্বারা তাকে বিদ্ধ করে তার বর্ম, ধনুঃ, মস্তকের মণি ছেদন করে ফেললেন এবং গদার দ্বারা শাল্বের সৌভ বিমান ভেঙ্গে ফেললেন। শাল্ব বিমান পরিত্যাগ করে গদাহস্তে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করল। ভগবান্ ভল্ল নামক অস্ত্রের দ্বারা শাল্বের বাহু ছেদন করে ফেললেন। এবং সুদর্শন চক্রদ্বারা বহু মায়াবী শাল্বের মস্তক ছেদন করলেন। দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করলেন। এমন সময় শাল্বের সখা দন্তবক্র ক্রোধে প্রদীপ্ত হয়ে সখাগণের ঋণ পরিশোধ করবে বলে সেখানে এসে উপস্থিত হল।

শিশুপাল, শাল্ব ও পৌণ্ড্রকের পরোক্ষে বন্ধুকৃত্য সম্পাদন করবার জন্য অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে গদাহস্তে কুরুষদেশীয় দুর্ম্মদ মহাবলবান দন্তবক্র একাকী গদাহস্তে ভূমি কম্পিত করতে করতে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে এসে উপস্থিত হল, এবং বলল—কৃষ্ণ, তুই আমাদের মাতুলপুত্র কিন্তু মিত্রদ্রোহী, অদ্য তোকে বধ করে মিত্রগণের নিকট ঋণমুক্ত হব। আমি আজ এই বজ্রতুল্য গদার আঘাতে তোকে বধ করব। কঠোর বাক্যের দ্বারা ব্যথিত করে সে কৃষ্ণের মস্তকে গদা দ্বারা ভীষণ প্রহার করল, এবং সিংহের ন্যায় গর্জন করে উঠল। শ্রীকৃষ্ণ কোনরকম বিচলিত হলেন না। অনন্তর তিনিও কৌমোদকী গদা দ্বারা দন্তবক্রের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করলেন; দন্তবক্র রুধির বমন করতে করতে প্রাণত্যাগ করল।

শিশুপালের ন্যায় দন্তবক্রের শরীর হতেও এক সূক্ষ্ম জ্যোতিঃ নির্গত হয়ে সর্বভূতের সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রবেশ করল। অতঃপর দন্তবক্রের ভ্রাতা বিদূরথ ভ্রাতৃশোকে নিমগ্ন হয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে শ্রীকৃষ্ণকে বধ করবার ইচ্ছায় অসি ও চর্ম গ্রহণ করে অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে বেগে গমন করতে লাগল। শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুরধার সুদর্শন চক্রের দ্বারা তারও মস্তক ছেদন করলেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শাল্ব, দন্তবক্র ও তার ভ্রাতা বিদূরথকে বিনাশ করে যদুশ্রেষ্ঠগণ দ্বারা পরিবৃত হয়ে সুশোভিত দ্বারকা পুরীতে প্রবেশ করলেন। তৎকালে সকলেই তাঁর স্তব কীর্তন করতে লাগলেন। আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল।

অনন্তর পাণ্ডবগণের সহিত দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণের যুদ্ধের উদ্যোগ হচ্ছে শ্রবণ করে বলরাম কুরুপাণ্ডব যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকার ইচ্ছায় তিনি প্রথমে প্রভাস

তীর্থে স্নান করে তীর্থ স্নানচ্ছলে দ্বারকা হতে বহির্গত হলেন। দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ ও মনুষ্যগণের তর্পণ করে ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হয়ে তথা হতে বিপরীত বাহিনী সরস্বতী তীর্থে গমন করলেন। এইরূপে ক্রমশঃ পৃথূদক, বিন্দুসরোবর, ত্রিতকূপ, সুদর্শন তীর্থ, বিশালা চক্রতীর্থ, ব্রহ্মতীর্থ এবং গঙ্গা ও যমুনার পরে সকল তীর্থ দর্শন করে পরিশেষে যজ্ঞরত ঋষিগণ সেবিত নৈমিষারণ্যে এসে উপস্থিত হলেন।

নৈমিষ্যারণ্যে দীর্ঘকাল ব্যাপী যজ্ঞকর্মে প্রবৃত্ত মুনিগণ তাঁকে দর্শন করে উত্থিত হলেন এবং অভিনন্দন ও প্রণাম করে যথাবিধি পুজো করলেন। বলরাম পুজিত হয়ে আসন গ্রহণ করলেন। পরে বেদব্যাসের শিষ্য রোমহর্ষণ নামক সূতকে সমীপে এক উচ্চ উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট দেখতে পেলেন। ব্রাহ্মণীর গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসজাত ঐ সূতকে নিজের আগমন প্রত্যুত্থান করতে না দেখে কোনরূপ অভ্যর্থনাদি না করে এবং তত্রস্থ ব্রাহ্মণগণ হতেও উচ্চ আসনে উপবিষ্ট দেখে ক্রুদ্ধ হলেন। বলতে লাগলেন এই ব্যক্তি মহর্ষি বেদব্যাসের শিষ্য এবং সম্পূর্ণরূপে পুরাণ সমূহের সহিত বহু শাস্ত্রাধ্যয়ন করেছে। তথাপি প্রতিলোমজাত রোমহর্ষণ কি কারণে সকল ব্রাহ্মণগণকে এবং ধর্মপালক আমাদিগকে অতিক্রম করে উচ্চাসনে উপবিষ্ট আছে? ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, এই দুর্ম্মতি সূত বধদণ্ড পাবার যোগ্য। যারা যথার্থ ধর্মানুষ্ঠান না করেও উত্তম ধর্মচিহ্ন ধারণপূর্ব্বক নিজেকে ধার্মিক বলে পরিচয় দিয়ে থাকে, সেরূপ ব্যক্তি আমার বধ্য। এই বলে হস্তস্থিত কুশের অগ্রভাগ দ্বারা তৎক্ষণাৎ তার মস্তক ছেদন করলেন। ঋষিগণ হাহাকার করে উঠলেন এবং দুঃখিত চিত্তে বললেন, হে সঙ্কর্ষণদেব বলরাম! আপনি অধর্ম করলেন। আমাদের আরব্ধ যজ্ঞ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা একে ব্রহ্মাসন, শারীরিক অক্লান্তি ও আয়ুঃ প্রদান করেছিলাম। আপনি যোগেশ্বর, কোন নিয়মের অধীন নও, তথাপি লোকশিক্ষার জন্য স্বয়ং প্রণোদিত হয়ে আপনার এই ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করা উচিৎ। বলদেব বললেন, আপনারা যা বললেন তা করব, কিন্তু আমার এ বিষয়ে মুখ্য কর্তব্য কি? বলুন।

ঋষিগণ বললেন, যাতে আপনার ও আমাদের উভয়ের বাক্যের সত্যতা রক্ষা হয়, তাই করুন। বলদেব বললেন, হে মুনিগণ! বেদের উপদেশ "আত্মাই পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়।" অতএব রোহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবা ইহার দীর্ঘ আয়ুঃ ইন্দ্রিয়পটুতা ও বলপ্রাপ্ত হয়ে পুরাণ বক্তা হবেন। হে মুনিগণ! বলুন, আমি কিরূপে ব্রহ্মহত্যার

প্রায়শ্চিত্ত করব এবং আপনাদের জন্য আর কি করব? ঋষিগণ বললেন, ইল্বল দানবের পুত্র দুরাত্মা বল্বল ভীষণ দানব অমাবস্যাদি পর্বেপর্বে এসে যজ্ঞসমূহ দূষিত করে। যজ্ঞস্থলে পুয, রক্ত, বিষ্ঠা, মূত্র, সুরা, মাস প্রভৃতি বর্ষণ করে। আপনি সেই পাপাত্মাকে বিনাশ করুন। তাহলেও আমাদের পরম সেবা ও উপকার হবে। এরপর আপনি দ্বাদশ মাস সমাহিত চিত্তে ভারতবর্ষ পরিক্রমা করে তীর্থস্নান করুন।তাহলে আপনি পাপ রহিত বিশুদ্ধ হতে পারবেন। অনন্তর অমাবস্যাদি পর্ব্বদিন উপস্থিত হলে শূলধারী বল্বল এসে যজ্ঞস্থলে নানাভাবে অপবিত্র করতে লাগল। বলদেব হল ও মুষলকে স্মরণ করলে তারা এসে গেল, তিনি হল দ্বারা আকর্ষণ করে মুষল দ্বারা আঘাত করে সেই দৈত্যের প্রাণনাশ করলেন। মুনিগণ বল্বলকে নিহত হতে দেখে বলরামের প্রশংসা ও স্তব করতে লাগলেন। মুনিগণের আশীর্বাদ ও অনুমতি নিয়ে বলদেব তথা হতে কৌশিকী, সরযু, প্রয়াগ, পুলহাশ্রম, গোমতী, গণ্ডকী, বিপাশা, শোনতীর্থে স্নান করলেন। এরপর গয়ায় গমন করে পিতৃগণের পূজা করলেন তথা হতে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে গমন করলেন। অতঃপর মহেন্দ্রপর্বতে পরশুরামকে দর্শন ও প্রণাম করলেন। ক্রমান্বয়ে সপ্ত গোদাবরী, বেণা, পম্পা, ভীমরথী, শ্রীশৈল দ্রাবিড়, বেঙ্কটপর্বত, কামকোষ্ণী, কাঞ্চীপুরী, রঙ্গনাথ, ঋষভপর্বত দক্ষিণ মথুরা দর্শন করে মহাপাতকনাশক সেতুবন্ধ হয়ে কৃতমালা , তাম্রপর্ণী, মলয়পর্বতে অগস্ত্য দর্শন ও তাঁর আদেশে দক্ষিণ সমুদ্রে কন্যাকুমারিকায় দুর্গাদেবী দর্শন করে ফাল্গুন তীর্থ পঞ্চাপ্সরস কেরল ত্রিগর্তদেশ, গোকর্ণ, শৃঙ্গারক, রেবা ধনুতীর্থ হয়ে প্রভাস তীর্থে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে ব্রাহ্মণগণের মুখে কুরু-পাণ্ডবগণের যুদ্ধে সমস্ত ক্ষত্রিয় নিহত হয়েছে, শ্রবণ করে পৃথিবীর ভার হরণ হয়েছে বুঝলেন। তখন ভীমসেন ও দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধ করছিলেন। তিনি তাঁদের নিবারণ করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তারা নিবৃত্ত হল না। এই যুদ্ধ পূর্ব কর্মার্জিত কর্মের ফল মনে করে দ্বারকায় গমন করলেন এবং জ্ঞাতিগণের সহিত মিলিত হয়ে তাদিগকে আনন্দিত করলেন। বলরাম এরপর সর্বপ্রকার যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত হয়েছিলেন। যজ্ঞ তাঁর শরীর; তিনি যজ্ঞ মূর্তি পুনরায় পত্নী রেবতীসহ পুনঃ নৈমিষারণ্যে গিয়ে নানা যজ্ঞ করে সমবেত ঋষিগণকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করেছিলেন। বলরামের এইরূপ অসংখ্য কর্ম আছে। যিনি সায়ংকাল ও প্রাতঃকাল অদ্ভুত কর্মা অনন্তদেব বলরামের কর্মসমূহ স্মরণ করবেন। তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবেন।

অধ্যায় (৮০–৮১)

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন, ভগবন্! অসীম পরাক্রমশালী মহাত্মা মুকুন্দের আরও যে সকল পরাক্রম গুণকাহিনী ও অন্যান্য বীর্যবান্ কার্য্য সকল আছে তা, শুনতে ইচ্ছা করি। হে ব্রহ্মন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বৈরাগ্যপ্রাপ্ত পবিত্র উত্তম লীলাকথা যে একবার শুনেছে সে কি বিরত থাকতে পারে? "যে বাক্যের দ্বারা তাঁর গুণকীর্ত্তন করা যায় সেই বাক্যই প্রকৃত বাক্য এবং সার্থক জীবন। যে হস্ত দ্বারা তাঁর কর্ম করা যায় তাই সার্থক হস্ত। আর সেই মনই প্রকৃত মন, যা দ্বারা স্থাবর জঙ্গমে অবস্থিত তাঁকে স্মরণ করা যায়। সেই কর্ণই ধন্য,যে তাঁর পবিত্র লীলাকথা শ্রবণ করে। সেই মস্তকই প্রকৃত মস্তক, যা তাঁর স্থাবর,জঙ্গমরূপ উভয়কেই প্রণাম করে। সেই চক্ষুই সার্থক চক্ষু, যা তাঁকেই সর্বত্র দর্শন করে। সেই অঙ্গই পুণ্য অঙ্গ, যা বিষ্ণুর এবং তাঁর ভক্তগণের পাদোদক সর্বদা সেবা করে। যে অঙ্গ তাঁর সেবায় লাগে সেই সকল অঙ্গই পুণ্য ও সার্থক।"*

শুকদেব বললেন, রাজন্! এক ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ গৃহাশ্রমী ব্রাহ্মণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সখা ছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ ইন্দ্রিয়জয়ী ও প্রশান্ত চিত্ত হয়েছিলেন। তিনি অর্থাভাবে মলিন ও জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড পরিধান করে যদৃচ্ছা ক্রমে লব্ধ দ্রব্যের দ্বারা জীবন ধারণ করতেন। তাঁর পত্নী ও তাঁর ন্যায় গুণযুক্তা ছিলেন। তিনিও জীর্ণ বস্ত্র খণ্ড পরিধান করে প্রায় ক্ষুধিতাবস্থায় দিনাতিপাত করতেন। পতি দারিদ্র্যের জন্য যথেষ্ট ভরণ পোষণ করতে পারেন না বলে ব্রাহ্মণী দুর্বল হয়ে পড়েন। একদিন নিতান্ত ম্লানবদন দরিদ্র স্বামীকে বললেন, হে স্বামিন্! আমি শুনেছি, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপিণী রুক্মিণীদেবীর পতি শ্রীকৃষ্ণ আপনার সখা। তিনি শরণাগত বৎসল, তাঁর নিকট গেলে তিনি নিশ্চয় আপনাকে কুটুম্ব পোষণ জন্য বহু দান করবেন। তিনি এক্ষণে ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয়গণের অধিপতি দ্বারকায় অবস্থান করছেন। যিনি তাঁর চরণকমল চিন্তা করেন তাকে আত্মা পর্য্যন্ত দান করেন। আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করুন। ব্রাহ্মণ ভাবলেন, অতি উত্তম কথা,ঐ উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনও হবে। পত্নীকে বললেন, হে কল্যাণি!

---

* সা বাগ্ যয়া তস্য গুণান্ গৃণীতে করৌ চ তৎকর্ম্মকরৌ মনশ্চ।
স্মরেদ্ বসন্তং স্থির জঙ্গমেষু শৃণোতি তৎপুণ্যকথাঃ স কর্ণঃ।
শিরশ্চ তস্যোভয়লিঙ্গ মানমেৎ তদেব যৎ পশ্যতি তদ্ধি চক্ষুঃ।
অঙ্গানি বিষ্ণোরথ তজ্জনানাং পাদোদকং যানি ভজন্তি নিত্যম্। ১০/৮০/৩, ৪

আমি সখা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাব। গৃহে উপহার দ্রব্য কিছু আছে? কিঞ্চিৎ উপহার সংগ্রহ কর। ব্রাহ্মণী চারিমুষ্টি চিড়ার ক্ষুদ ভিক্ষা করে এনে দিয়ে ঐ ব্রাহ্মণের বস্ত্রখণ্ডে বেঁধে দিলেন। কি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন ঘটবে এইরূপ চিন্তা করতে করতে ব্রাহ্মণ দ্বারকা যাত্রা করলেন। পথে কেবলই ঐ একি ভাবনা কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন হবে। পুরমধ্যে দারোয়ান প্রবেশ করতে দিবেন তো। শ্রীকৃষ্ণ আমার মতো দরিদ্র ব্রাহ্মণকে চিন্তে পারবেন? অবশেষে তিনি পুরমধ্যে প্রবেশ পূর্বক ক্রমে তিনটি কক্ষ অতিক্রম করে মহিষীগণের গৃহসকলের মধ্যে অতিশয় এক শ্রীসম্পন্ন গৃহে প্রবেশ করলেন। ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত পুরুষের ন্যায় ব্রাহ্মণ সেই অবস্থা প্রাপ্ত হলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়া রুক্মিণীদেবীর পর্য্যঙ্কে অবস্থিত ব্রাহ্মণকে দূর হতে তাঁকে দেখে সহসা গাত্রোত্থান করলেন এবং নিকটে এসে বাহুযুগলের দ্বারা আলিঙ্গন করলেন। এবং তাঁকে নিয়ে পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিয়ে স্বহস্তে তাঁর পাদদ্বয় প্রক্ষালিত করে সেই পাদোদক নিজ মস্তকে ধারণ করলেন ও নানা পুজো উপকরণ দ্বারা তাঁর অর্চনা করে কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। স্বয়ং রুক্মিণী দেবী এসে ব্যজন করতে লাগলেন। তখন অন্তপুরবাসীগণ মলিন বেশধারী ব্রাহ্মণকে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অতিশয় প্রীতি সহকারে অর্চনা করতে দেখে সকলে বিস্মিত হলেন। ভাবতে লাগলেন এই অধম ব্রাহ্মণ কি এমন পুণ্যকর্ম করেছিলেন যে স্বয়ং ত্রিজগতের কর্তার পর্য্যঙ্কের উপর অবস্থিত হয়ে রুক্মিণীদেবী কর্তৃক পূজিত হচ্ছেন। এরপর শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের হাত ধরে পূর্বে একত্রে গুরুগৃহে বাস করেছিলেন। সেই পূর্বকথা জিজ্ঞাসা করলেন, বিদ্বন্ সমাবর্তনের পর তুমি নিজের মত রূপগুণ সম্পন্না ভার্য্যা লাভ করেছ তো? আমি জানি গৃহাশ্রমে তোমার চিত্ত প্রায়শঃ কামনায় অভিভূত হয় না। সেই জন্যই গার্হস্থ্যশ্রমে কর্ম ও ধনাদিতে আসক্ত ও প্রীতও হও না। আমি যেমন লোকশিক্ষার জন্য কর্ম করে থাকি সেইরূপ তুমিও পত্নী গ্রহণ করেছ। হে ব্রহ্মন্! গুরুকুলে বাস করার কথা তোমার মনে পড়ে তো? হে সখে! সেই যে একদিন গুরুপত্নীর আদেশে কাষ্ঠ আনবার জন্য আমরা এক গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করলে সূর্য্যাস্তের পর অকালে অতি তীব্র ঝঞ্ঝা উপস্থিত হল, গভীর অন্ধকারে বনভূমি সমাচ্ছন্ন হল, উচ্চনীচ সকল স্থান জলমগ্ন হল। আমরা দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পরস্পরের হাত ধরে কাষ্ঠভার বহন করছিলাম এইভাবে সমস্ত রাত্রি ইতস্ততঃ ঘুরলাম। গুরু সান্দীপণি জানতে পেরে রাত্রি শেষ না হতেই সেই বনে প্রবেশ করে আমাদিগকে সজোরে ডাকতে থাকেন, আমরা সেই দিকে আসতে থাকায় আমাদিগকে দেখতে পেয়ে বললেন, অহো পুত্রগণ! আত্মাই প্রাণিগণের

প্রিয়তম! তোমরা সেই আত্মাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে আমার জন্য কি কষ্টই না পেয়েছ! তোমরা আমার কার্য্যের নিমিত্ত প্রিয়তম আত্মসুখকেও বিসর্জন দিয়েছ। গুরুর কার্য্যে আত্মসমর্পণ করে সৎ শিষ্যগণের কর্তব্য করেছ। অতএব হে শিষ্যগণ, "আমি তোমাদের প্রতি তুষ্ট হলাম। তোমাদের মনোরথ সফল হউক। তোমরা যে বেদজ্ঞান অর্জন করেছ তা ইহকাল পরকালে অবিকৃত হয়ে থাকুক।"

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, দেখ জন্মদাতা পিতা প্রথম গুরু, বেদ অধ্যাপক দ্বিতীয় গুরু, আর যিনি সকল বর্ণাশ্রমীর ব্রহ্মজ্ঞানদাতা আমি সাক্ষাৎ তৃতীয় গুরু। হে সখে! আমি সর্বভূতের আত্মা। তথাপি আমি গৃহস্থধর্ম, ব্রহ্মচারী ধর্ম, বাণপ্রস্থ ধর্ম অথবা যতি ধর্মের দ্বারা সেইরূপ সন্তুষ্ট হই না, গুরু সেবা ও গুরুর আদেশ পালনের দ্বারা যেরূপ সন্তুষ্ট হয়ে থাকি। ব্রাহ্মণ বললেন, হে দেব! তুমি জগতের গুরু, আমার ন্যায় তোমার সহিত যে একত্র গুরুকুলে বাস করেছে, তার অপ্রাপ্ত কি থাকতে পারে? যিনি স্বয়ং বেদময় ব্রহ্ম, তাঁর গুরুকুলে বাস তো বিড়ম্বনা মাত্র।

তখন ভক্তক্লেশহারী শ্রীভগবান্ বললেন, হে ব্রাহ্মণ! তুমি তোমার গৃহ হতে আমার জন্য কি উপহার এনেছ দাও। ভক্তগণ প্রেমের সহিত সামান্যমাত্র কিছু আনলেও আমি তা অধিক মনে করি। অভক্তেরা প্রচুর উপহার দ্রব্য আনলেও আমি তাতে তুষ্ট হই না। "হে সখে! ভক্ত ভক্তিসহকারে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল যে যা কিছু যৎকিঞ্চিৎ আমাকে অর্পণ করে। বিশুদ্ধ চিত্ত ভক্তের দ্বারা ভক্তির সহিত সমর্পিত সেই দ্রব্য আমি সাদরে গ্রহণ করে থাকি।"* ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হওয়া সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ সে সামান্য চারিমুষ্টি চিপিটক দিতে বা তার কথা বলতেও লজ্জাবোধ করলেন। তিনি অধোমুখ হয়ে রইলেন। তখন ভগবান্ ব্রাহ্মণের আগমনের কারণ বুঝতে পেরে চিন্তা করতে লাগলেন—এই ব্রাহ্মণ পূর্বজন্মেও ঐশ্বর্য্য কামনা করে আমাকে ভজনা করে নাই। নিষ্কাম ভাবে ভজনা করেছেন। কিন্তু এই সখা পত্নীর প্রিয় সাধন করবার ইচ্ছায় আমার নিকট উপস্থিত হয়েছেন। আর সখার পত্নীও পতি সেবার নিমিত্তই ঐশ্বর্য্য কামনা করেছেন। অতএব যা দেবগণেরও দুর্লভ, তাদৃশ্য ঐশ্বর্য্য আমি প্রদান করব। এইরূপ চিন্তা করে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বস্ত্রখণ্ডে বদ্ধ দ্রব্যটি জোর করে ধরে, এটা কি এটা তো আমার পরম প্রীতিকর, এই বলে পুটুলি হতে একমুষ্টি নিয়ে তৎক্ষণাৎ মুখে দিলেন। দ্বিতীয় মুষ্টি মুখে দিতে উদ্যত

---

* পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো যে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।। ১০/৮১/৪

হলে লক্ষ্মী স্বরূপিণী রুক্মিণীদেবী বাধা দিয়ে তাঁর মুষ্টি টেনে নিয়ে বললেন, হে বিশ্বাত্মন্! ইহ বা পরকালে পুরুষের প্রতি তোমার প্রীতি দেখাবার জন্য ইহাই যথেষ্ট, আর ভোজনের প্রয়োজন নাই। অতএব অবশিষ্ট চিপিটক গুলি আমাকে প্রদান করুন।

অতঃপর ব্রাহ্মণ অতি উপাদেয় ভোজনাদি দ্বারা আপ্যায়িত হয়ে সেই রাত্রি সুখে তথায় বাস করে নিজেকে স্বর্গবাসী মনে করলেন। ধন না পেয়েও কিছুই যাচ্ঞা করলেন না। শ্রীকৃষ্ণের দর্শন দ্বারাই তিনি পরম সন্তোষ লাভ করলেন। কিন্তু পত্নী কি বলবেন এই ভেবে লজ্জিত হয়ে তিনি প্রত্যুষে নিজ গৃহে যাত্রা করলেন। পথে ভাবলেন, কোথায় আমি নিকৃষ্ট পাপী দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আর কোথায় লক্ষ্মী দেবীর অধিষ্ঠান স্থল শ্রীকৃষ্ণ? আমি ব্রাহ্মণকুলে জন্মেছি বলেই আমাকে ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণ বাহুদ্বয় দ্বারা আলিঙ্গন করলেন। অহো! দেবদেব ইষ্টদেবের ন্যায় আমাকে পাদমর্দন, চন্দন লেপন প্রভৃতি পরম সেবার দ্বারা পুজো করলেন। এই ব্যক্তি নির্ধন, ধন পেলে মত্ত হয়ে আমাকে আর স্মরণ করবে না, ইহা বিবেচনা করেই বোধ হয় আমাকে অল্পমাত্রও ধন দিলেন না। শ্রীদাম ব্রাহ্মণ এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করতে করতে নিজ গৃহ সমীপে উপস্থিত হলেন। তখন তাঁর গৃহের নিকটবর্তী চতুর্দিকে বিমান উপবন ও সরোবরে সমৃদ্ধ এক বিচিত্র পুরী দেখে বিস্মিত হয়ে ভাবলেন, এ কি? আমার সেই পর্ণকুটীর কোথায়? এইখানেই তো ছিল। ব্রাহ্মণ মনে মনে এইরূপ তর্কবিতর্ক করছেন, এমন সময় দেবতুল্য কান্তি বিশিষ্ট নরনারীগণসহ ব্রাহ্মণপত্নী নানা ভরণ ভূষিতা দাস-দাসী সমন্বিতা হয়ে এসে তাঁকে সেই পুরীমধ্যে নিয়ে গেলেন। ব্রাহ্মণ তখন আশ্চর্যান্বিত হয়ে বিচার করে বুঝলেন, ইহা কৃষ্ণদর্শনের ফল ব্যতীত আর কিছুই হতে পারে না। মেঘ যেমন কিছু না বলেই জল বর্ষণের দ্বারা সমুদ্রের পরিপূরক হয় সেইরূপ তিনিও তেমন যাকে যা ইচ্ছা দেন, আবার যা ইচ্ছা নেন। নতুবা আমার পুটুলি বদ্ধ তণ্ডুলকণা নিজে খুলে নিয়ে খেলেন কেন? পুনরায় জন্মে জন্মে আমার যেন তাঁর সহিত সখ্য, মৈত্রী ও দাস্য সম্বন্ধ হয়। তারপর ভাবলেন, তিনি তো তাঁর ভক্তকে কখনও বিবিধ সম্পদ, রাজ্যাদি ঐশ্বর্য্য ও স্ত্রী পুত্রাদি বিভূতি প্রদান করেন না। তাতে যে পতন ঘটে। এইরূপ স্থির করে সেই ব্রাহ্মণ ও তাঁর পত্নী ত্যাগ অভ্যাস করে অনাসক্ত হয়ে শ্রীভগবানের প্রীতির দানস্বরূপ সেই বিষয় ভোগ করেছিলেন। তিনি অ-জিত, কিন্তু নিজ ভৃত্যের নিকট সর্বদা পরাজিত। প্রভু ও সখা শ্রীকৃষ্ণের সহিত আত্মার বন্ধন ধ্যানযোগে দৃঢ় করে ব্রাহ্মণ নিজের সংসার বন্ধন উন্মোচন করত, অল্প কালমধ্যেই ব্রহ্মবিদ্ মুক্তগণের পরমগতি ও আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভ করেন। ভগবৎ ধাম পরম বৈকুণ্ঠে গমন করলেন।

অধ্যায় (৮২—৮৫)

শ্রী শুকদেব বললেন,—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! কুরুপাণ্ডবগণের যুদ্ধের পূর্বে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় বাস করছিলেন, সেই সময় একদিন সর্বগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ হয়। সেই উপলক্ষে সকলের নিজ নিজ মঙ্গল কামনায় সকলদিকে দলে দলে কুরুক্ষেত্রে গমন করলেন। ভগবান্ পরশুরাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করে রাজন্যগণের শোণিত প্রবাহের দ্বারা কুরুক্ষেত্রে মহাহ্রদ নির্মাণ করেছিলেন। এবং স্বয়ং কর্মদ্বারা অস্পৃষ্ট হলেও লোক ব্যবহার মতে পরশুরাম পাপক্ষালনের জন্য এক সুমহান্ যজ্ঞ করেছিলেন। ভারতবর্ষের সমস্ত লোক সূর্য্য গ্রহণের কথা শুনে তীর্থযাত্রায় কুরুক্ষেত্র এসেছিল। বসুদেব, অক্রূর, আহুক, গদ, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব প্রভৃতি বীরগণ পুত্রফলত্রাদি সহ সেখানে আসলেন। সুচন্দ্র, শুক ও সারণের সহিত অনিরুদ্ধ ও কৃতবর্মা দ্বারকা রক্ষার্থে দ্বারকায় থাকলেন। অতঃপর যাদবগণ শাস্ত্রবিধি মতে পরশুরাম কৃত হ্রদসমূহে স্নান করতঃ "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমাদের ভক্তি হউক" এইরূপ সঙ্কল্প করে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে উত্তম অন্ন প্রদান করলেন। তীর্থকৃত্য সম্পন্ন করে সকলে ভোজনান্তে এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করলেন। মৎস্য অবন্তী কোশল বিদর্ভ কেকয় কুরুমদ্র আনর্ত্ত কেরলাদি দেশীয় নৃপগণ এবং নন্দ প্রভৃতি গোপগণসহ মিলিত হয়ে পরম হর্ষে পরস্পরকে আলিঙ্গন ও কুশলবার্তাদি জিজ্ঞাসা করে আনন্দানুভব করতে লাগলেন। রমণীগণও পরস্পর পরস্পরকে দর্শন করে আলিঙ্গনাদি করলেন। পৃথা বহুকাল পর শ্রীকৃষ্ণ ও ভ্রাতা ভগিনী ভ্রাতৃপত্নীগণকে দেখে বসুদেবকে বললেন, ভ্রাতঃ, দৈব প্রতিকূল, তাই তোমরা এতকাল আমাকে স্মরণও কর নাই। আমি নিজেকে ভাগ্যহীনা বলে মনে করছি। বসুদেব বললেন, "আমরা মনুষ্য, দৈবের ক্রীড়ার বস্তু আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইও না। ভগিনী আমাদিগকে দোষ দিও না, আমরা সকলে কংস দ্বারা সন্তপ্ত হয়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়েছিলাম। দৈবের আনুকূল্যে পুনরায় স্থান প্রাপ্ত হয়েছি। ঈশ্বরের অধীন হয়েই লোকে কার্য্য করে বা কার্য্যে প্রবৃত্তি লাভ করে।"

ভীষ্ম, দ্রোণ, সপুত্রা গান্ধারী, কুন্তী, পত্নীসহ পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য সকলেই বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা অভ্যর্থিত হলেন ও বৃষ্ণিগণকে অভিনন্দিত করলেন। যাদবগণের প্রশংসা করে তাঁরা বললেন, হে ভোজপতি! এই জগতে আপনাদের জন্ম সার্থক

কারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বারংবার দর্শন করছেন। রাম ও কৃষ্ণ পিতা নন্দ ও মাতা যশোদাকে অভিনন্দন করে এবং তাঁদের দ্বারা আলিঙ্গিত ও প্রেমে অবরুদ্ধ কণ্ঠ হয়ে ক্ষণকাল কিছু বলতে পারলেন না। গোপরাজনন্দ ও মহাভাগ্যশালিনী যশোদা পুত্রদ্বয়কে নিজেদের আসনে বসিয়ে ও বাহুযুগলের দ্বারা আলিঙ্গন করে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন অনন্তর বাসুদেবপত্নী রোহিণী ও দেবকী বাষ্পাকুলিত নয়নে যশোদাকে বললেন, ব্রজেশ্বরী, এই দুই বালক জন্মমাত্র তোমাদের নিকট ন্যস্ত হয়। তোমরাই উহাদের পিতামাতা। পক্ষদ্বয় যেমন চক্ষুকে রক্ষা করে, সেই রূপ রক্ষিত হয়ে এরা নির্ভয়ে তোমাদের ক্রোড়ে বাস করে লালন, অভ্যুদয়, পোষণ ও পালন প্রাপ্ত হয়ে সর্বপ্রকারে নির্ভয়ে বাস করেছিল। তোমাদের ঐরূপ পালন-পোষণ কে বিস্মৃত হতে পারে?

গোপীগণ বহুকাল পর শ্রীকৃষ্ণকে পেয়ে অনিমেষনেত্রে তাঁকে দেখতে দেখতে হৃদয় মধ্যে নিয়ে গিয়ে তাঁর আলিঙ্গন সুখে তন্ময়া হলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁদিগকে নিভৃত নিয়ে আলিঙ্গন করে সহাস্যে বললেন, সখিগণ! স্বগণের প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত শত্রুদমনে ব্যস্ত থেকে আমি বহুকাল তোমাদের নিকট হতে দূরে ছিলাম। কিন্তু দেখ! ভগবান্ জীবগণকে একবার যুক্ত করেন, আবার বিযুক্ত করেন। বায়ু যেমন মেঘ সমূহ তৃণ,তুলা, ধূলি রাশিকে সকলকে একবার সংযুক্ত করে আবার বিযুক্ত করে, সেইরূপ ভূতস্রষ্টা ভগবান্ জীবগণকে সেইরূপ করেন। "আমার প্রতি ভক্তিই জীবের অমৃতত্ত্ব লাভের কারণ। আমার প্রতি তোমাদের যে ভক্তিভাব জন্মেছে, মৎপ্রাপক বলে তা অতি মঙ্গলের বিষয়। হে ললনাগণ! আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী যেমন ভৌতিক পদার্থসমূহের আদি অন্ত, মধ্য ও বাহির, সেইরূপ আমিই সর্বভূতের আদি, অন্ত, মধ্য ও বাহির।"*

গোপীগণ বললেন, অগাধ জ্ঞানসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ যোগিগণ হৃদয়ে যা ধ্যান করে থাকেন এবং সংসার কূপে পতিত জনগণের উত্তরণের একমাত্র অবলম্বন তোমার সেই পাদপদ্ম গৃহাবলম্বী আমাদের মনে সর্বদা উদিত হউক।

---

* ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ।।
অহং হি সর্ব্ব ভূতানামাদিরন্তোঽন্তরং বহিঃ।
ভৌতিকানাং যথা খং বার্ভূর্বায়ুর্জ্যোতিরঙ্গনাঃ।। ১০/৮২/৪৪, ৪৫

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরাদির সঙ্গে মিলিত ও স্তুত হলেন। যাদব ও কৌরব স্ত্রীগণ পরস্পর মিলিত হলে দ্রৌপদী-শ্রীকৃষ্ণমহিষী রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, ভদ্রা, মিত্রবিন্দা, সত্যা, কালিন্দি ও লক্ষ্মণার নিকট তাদের বিবাহ বৃত্তান্ত সকল শুনলেন। তাঁরা বললেন—হে সাধ্বি! আমরা সাম্রাজ্য সার্বভৌমত্ব ইন্দ্র বা ব্রহ্মার পদ বা অণিমাদি সিদ্ধি বা সালোক্যাদি মুক্তি কিছুই চাই না, কেবল ভগবান্ শ্রীনিবাস শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ চিরকাল আমাদের অর্চনীয় হউক। তাঁর পাদপদ্মই আমরা মস্তকে বহন করতে কামনা করি। ব্রজবাসিনীগণ, পর্বতবাসিনী, পুলিন্দরমণীগণ, ব্রজের তৃণলতা সকল, গোসমূহ ও গোপগণ যে গোচারণকারী পরমাত্মা মুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণের পাদস্পর্শ বাঞ্ছা করে থাকে, আমরা সেই পরমাত্মা মুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণের পদধূলিই মস্তকে ধারণ করতে কামনা করি।

স্ত্রী পুরুষগণ যখন পরস্পরের কথোপকথন করছিলেন, তখন কৃষ্ণ ও বলরামকে দর্শন করতে ইচ্ছা করে ব্যাসদেব, নারদ, চ্যবন, দেবল, অসিত, বিশ্বামিত্র, শতানন্দ, ভরদ্বাজ, গৌতম, পরশুরাম, সশিষ্যসহ ভগবান্ বশিষ্ঠ, গালব, ভৃগু, পুলস্ত্য, কশ্যপ, অত্রি, মার্কণ্ডেয়, বৃহস্পতি, অঙ্গিরা, অগস্ত্য, দ্বিত, ত্রিত, একত্র, সনাকাদি ব্রহ্মার পুত্রগণ, যাজ্ঞবল্ক্য, বামদেব, প্রভৃতি মহর্ষিগণ সেখানে আসলেন। সেখানে পূর্ব থেকে উপবিষ্ট ছিলেন রাজগণ, পুরোহিত প্রভৃতি জনগণ, পাণ্ডবগণ এবং শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম তখন ঐ বিশ্ববন্দিত মুনিগণকে দর্শন করে গাত্রোত্থান করে পাদ্য অর্ঘ্যাদি দিয়ে তাঁদিগকে পুজো করলেন। তারপর ধর্মরক্ষক শ্রীকৃষ্ণ সুখে উপবিষ্ট মুনিগণকে বলতে লাগলেন, সংযতবাক হয়ে সকলে তাঁর বাক্য শ্রবণ করতে লাগলেন। অহো! আজ আমরা সফল জন্মা হলাম। দেবতাগণেরও দুষ্প্রাপ্য এই যোগেশ্বরদিগের দর্শন পেলাম। "জলময় তীর্থসমূহ দর্শন মাত্রেই পবিত্র করে না, বা মৃত্তিকাময় ও শিলাময় দেবগণও দর্শন মাত্রেই পবিত্র করে না, তাঁরা দীঘসূত্র কিন্তু সাধুগণ দর্শনমাত্রই জীবগণকে পবিত্র করে থাকেন।"*

অগ্নি, সূর্য্য. চন্দ্র, তারকা, পৃথিবী, জল, আকাশ, বায়ু, বাক্য ও মন -সকলে ব্রহ্ম হতে ভেদবুদ্ধিতে উপাসিত হয়ে ভেদদর্শী উপাসকের পাপের মূল অজ্ঞান বিনষ্ট করেন না। কিন্তু অভেদর্শী তত্ত্বজ্ঞানী সাধুগণ মুহূর্তকালমাত্র সেবার দ্বারাই ভেদদর্শী ব্যক্তিরও অজ্ঞানতা বিনষ্ট করে থাকেন।

---

* নহ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুণন্ত্যরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ।। ১০/৮৪/১১

ঋষিগণ কিয়ৎকাল মৌনভাব থেকে বললেন, হে ভগবন্! আমরা ও প্রজাপতিগণের অধীশ্বর ব্রহ্মাদি দেবগণ তত্ত্বজ্ঞান শ্রেষ্ঠ হয়েও যাঁর মায়ায় পরিচালিত হয়ে থাকি, সেই মায়ার অধীশ্বর আপনি আমাদের মনুষ্যোচিত কার্য্যের দ্বারা লোকশিক্ষার্থ অধীশ্বরের ন্যায় জন্ম কর্মাদি আচরণ করছেন। অহো! ভগবান্ আপনার এই আচরণ বড়ই আশ্চর্য্যজনক! আমাদের বিদ্যা, তপস্যা ও নয়ন সার্থক হল। হে বিভু! আপনাকে নমস্কার। পুর্ণকাম বলে আপনি যদিও নিষ্ক্রিয়, তথাপি বর্ণাশ্রমের প্রবর্তক পরম পুরুষ আপনি। আপনি স্বভক্তগণের রক্ষা করবার নিমিত্ত এবং খল দিগকে দমন করবার জন্য বিশুদ্ধ সত্ত্বময় রূপ ধারণ করে থাকেন, স্বীয় আচরণের দ্বারা সনাতন বেদমার্গও রক্ষা করে থাকেন। বেদশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি স্থান ব্রাহ্মণকুলকে সম্মান প্রদর্শন করে থাকেন। অতএব আপনি ব্রহ্মণ্যগণের শ্রেষ্ঠ। প্রবৃদ্ধ ভক্তিযোগ দ্বারা যাদের বাসনা সমূহ এবং জীবকোশকে বিনাশ করে পূর্ব্ব ঋষিগণ আপনার যে গতি লাভ করেছেন, আপনার ভক্ত আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন অর্থাৎ মোক্ষ প্রদান করুন। মুনিগণ এই বলে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণ, ধৃতরাষ্ট্র ও যুধিষ্ঠির কর্তৃক অনুজ্ঞাত হয়ে গমনোদ্যোগী হলে বসুদেব তাঁদের অনুগমন ও প্রণাম জানিয়ে বললেন, মুনিগণ! আপনাদের মধ্যে সমস্ত দেবতা অবস্থা করছেন। অতএব ঋষিগণ! কর্মের দ্বারা কিরূপে মোক্ষের প্রতিবন্ধক কর্মসমূহের ক্ষয় হয়? দয়া করে আমার নিকট বলুন। নারদ ঋষি বললেন, ঋষিগণ, বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে নিজপুত্র ও সাধারণ বালক মনে করে নিজের মঙ্গল জানবার ইচ্ছা যে আমাদিগকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন ইহা অদ্ভুত ব্যাপার নয়।

অনন্তর মুনিগণ সমস্ত রাজার ও শ্রীকৃষ্ণ, বলরামের সমক্ষে বসুদেবকে সম্বোধন করে বললেন, হে বসুদেব! শ্রদ্ধাসহকারে যজ্ঞসমূহের দ্বারা যে সর্বযজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর অর্চনা করে—সাধুগণ তাকেই কর্মের দ্বারা কর্মক্ষয় বলে নিরূপণ করেছেন। "নৈকট্য মানুষের মধ্যে অনাদরের কারণ হয়, যেমন গঙ্গাতীর বাসী গঙ্গা ছেড়ে বিশুদ্ধির জন্য অন্য তীর্থজলে গমন করে।"* হে মহামতে! আপনি পরম ভক্তির সহিত অর্চনা করে শ্রী হরিকে পুত্ররূপে লাভ করেছ। হে বসুদেব! দেবঋণ, ঋষিগণ ও পিতৃঋণ এই তিনটি ঋণ নিয়ে দ্বিজগণ জন্ম নেয়। যজ্ঞানুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন ও পুত্রোৎপাদনের দ্বারা সেই ঋণত্রয় পরিশোধ না করে গৃহস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগ করলে দ্বিজগণ নরকে পতিত হয়। আপনি সমস্ত ঋণহতে মুক্ত হউন।

---

* সন্নিকর্ষো হি মর্ত্ত্যানামনাদরণ কারণম্।
গাঙ্গং হিত্বা যথান্যাম্ভস্তত্রত্যো যাতি শুদ্ধয়ে। ১০/৮৪/৩১

বসুদেব মুনিগণের বাক্য শ্রবণ করে অবনত মস্তকে তাঁদিগকে প্রণাম পুজো করতঃ যজ্ঞ করবার ইচ্ছায় সকল মুনিগণকে ঋত্বিক্ পদে বরণ করলেন। কুরুক্ষেত্রেই বসুদেব যজ্ঞসমূহ করালেন। তাতে মানুষের কথা কি? কুক্কুর পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীকে অন্নাদি প্রদানে পরিতুষ্ট করলেন। ঋষিগণ পূজিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে যজ্ঞের প্রশংসা করতে করতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করলেন। অন্যান্য সুহৃদগণ, সম্বন্ধিগণ, বান্ধবগণ ও অপরাপর জনগণ প্রেমে আর্দ্রচিত্ত হয়ে বন্ধু যাদবগণকে আলিঙ্গন করে নিজ নিজ দেশে গমন করলেন। সকলে চলে গেলে পর সখা বসুদেব এবং শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের প্রিয়কারী গোপরাজ নন্দ তিনমাস কুরুক্ষেত্রে বাস করে পর নানাবিধ অমূল্য সম্পদ সহ স্বদেশে গমন করলেন। কিন্তু তাঁদের সমর্পিত মন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণে লগ্ন হয়ে থাকল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম বর্ষা আগত দেখে সকলকে নিয়ে দ্বারকায় গমন করলেন। দ্বারকায় এসে তীর্থযাত্রায় বসুদেবের যজ্ঞোৎসব ও অন্যান্য ঘটনা প্রভৃতি তা জনগণের নিকট সমস্ত বর্ণনা করলেন।

একদিন দ্বারকায় রাম ও কৃষ্ণ এসে বসুদেবের পাদসেবা করলে তিনি তাঁদের প্রীতি সহকারে আশীর্বাদাদি দ্বারা অভিনন্দিত করলেন এবং বললেন, আমি মুনিগণের বাক্য শ্রবণ করেছি; তোমাদের প্রভাব ও মহিমা বিষয়ে বিশ্বাসী হয়ে জেনেছি, তোমরা দুইজন আমার পুত্র নও, সাক্ষাৎ পরমেশ্বর; ভূভারহরণের জন্য আমার গৃহে এসে অবতীর্ণ হয়েছ। আমি তোমাদিগকে সাক্ষাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ বলে বুঝেছি। হে কৃষ্ণ! তুমি সকলের ঈশ্বর সাক্ষাৎ ভগবান্। এই বিশ্ব তোমারই সৃষ্ট। তুমি বিশ্বকে পোষণ করছ। ব্রহ্মাদি জীবগণের যে সকল শক্তি আছে সেই শক্তি তোমারই। সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর তোমারই শক্তি। তোমার সর্বাত্মারূপ সূক্ষ্মগতি জানতে না পেরে সেই অজ্ঞান বা অজ্ঞানমূলক কর্মসমূহের দ্বারা দ্বিজগতে পুনঃপুনঃ যাতায়াত করে থাকে। মনুষ্যজন্ম লাভ করে যে ব্যক্তি পরমজ্ঞান লাভ রূপ স্বার্থে অবহিত না হয়, তোমার মায়ায় সেই ব্যক্তির আয়ু বৃথাই ক্ষয় হয়ে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ বিনয়াবশত হয়ে হাসতে হাসতে সুমধুর বাক্যে বললেন, হে পিতঃ! আমরা আপনারই পুত্র। আমাদিগকে উপলক্ষ করে আপনি যে সম্যক্‌ভাবে তত্ত্বজ্ঞান নিরূপণ করেছেন, তা বলদেবের আমার দ্বারকাবাসিগণের ও অপর সকলেরই অনুকরণীয়।

আত্মা এক স্বপ্রকাশ; স্বরূপতঃ নির্গুণ। তিনি স্বসৃষ্ট গুণদ্বারা উৎপন্ন দেহ সকলে বহুরূপে প্রতীত হন, এবং স্বয়ং অবিকৃত থেকে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই যে পঞ্চমহাভূত, এদের রচিত শরীর বাসনা অনুসারে আবির্ভাব, তিরোভাব,

অল্পভাব, বহুভাব, একভাব, ইত্যাদি নানা ভাব প্রাপ্ত হয়ে থাকে। জীব ভগবদ্ ভজনের দ্বারা ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হয়ে থাকে। এই প্রকার ভগবদ্ উক্ত বাক্য শুনে বসুদেবের ভেদবুদ্ধি বিনষ্ট হল। তিনি প্রীতমনা হয়ে নীরব হলেন।

দেবকী বললেন, হে রাম, হে কৃষ্ণ তোমরা আদিপুরুষ তা জানতে পেরেছি। আমি তোমাদের শরণাগতা হলাম। শুনেছি, তোমরা গুরু সান্দীপণির পুত্র বহুকাল পূর্বে মারা গিয়েছিল, তোমরা সেই মৃতপুত্রকে যমের নিকট হতে এনে পুনর্জীবিত করে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ তাঁকে দিয়েছ। আমিও কংস কর্তৃক নিহত নিজ ছয়টি পুত্রকে দেখতে ইচ্ছা করি। ইহা শুনে রাম ও কৃষ্ণ উভয়ে যোগমায়া আশ্রয়ে পাতালে প্রবেশ করলেন। দৈতরাজ বলি সমস্ত জীবের আত্মা ও নিজেরও আরাধ্য দেবতা বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে দেখে আনন্দসাগরে নিমগ্ন হলেন এবং সবংশে গাত্রোত্থান করে প্রণাম আসনদান ও তাঁদের পাদপ্রক্ষালন করে সবান্ধবে সেই জল মস্তকে ধারণ করলেন। এবং পূজা করলেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে মহাভাগবলি, পূর্বে ব্রহ্মাপুত্র মরীচির ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তারা শাপগ্রস্ত হয়ে প্রথমে হিরণ্যকশিপুর পুত্ররূপে, পরে যোগমায়া দ্বারা দেবকীর গর্ভে আনীত হয়ে, তাঁর পুত্ররূপে জন্মেন এবং কংস কর্তৃক নিহত হন। দেবকীদেবী তাঁদিগকে আত্মজ মনে করে শোক করছেন। তাঁরা তোমার নিকটেই আছেন। আমি মাতৃদেবীর শোক দূর করার জন্য এই স্থান হতে তাঁর নিকট নিয়ে যাব। তারপর এঁরা শাপবিমুক্ত ও পাপরহিত হয়ে দেবলোকে গমন করবেন। তাঁদের নাম স্মর, উদ্‌গীথ, পরিষ্যঙ্গ, পতঙ্গ, ক্ষুদ্রভুক ও ঘৃণী এই ছয়জন ঋষিকুমার আমার অনুগ্রহে পুনরায় মুক্তিপ্রাপ্ত হবেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম বলি কর্তৃক পূজিত হয়ে কুমারগণকে নিয়ে পুনরায় দ্বারকায় আগমন করলেন এবং মাতা দেবকী হস্তে অর্পণ করলেন। পুত্রস্নেহহেতু দেবকী পুনঃপুনঃ তাদের মস্তক আঘ্রাণ করে বিষ্ণুশক্তি মায়ার দ্বারা বিমোহিত হয়ে প্রীত মনে পুত্রগণকে স্তন্যপান করালেন। শ্রীকৃষ্ণকে অঙ্গস্পর্শে ও তাঁর পীতাবশিষ্ট অমৃততুল্য স্তন্যপানে কুমারগণ আত্মজ্ঞান ও দেবত্ব লাভ করলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, বসুদেব ও দেবকীকে প্রণাম করে সর্বলোক সমক্ষে আকাশপথে দেবলোকে গমন করলেন। দেবকী মৃত পুত্রগণের আগমন ও প্রস্থান দর্শন করে অতীব আশ্চর্য্যান্বিতা হলেন এবং সমুদয় ঘটনাকে শ্রীকৃষ্ণের মায়া বলেই মনে করলেন। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ অদ্ভুত অদ্ভুত অনন্ত লীলা আছে।

অধ্যায় (৮৬—৮৭)

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন, হে ব্রহ্মন্! যিনি আমার পিতামহী ছিলেন সেই সুভদ্রার বিবাহ ও বৃত্তান্ত জানতে ইচ্ছা করি। শুকদেব বললেন,—হে রাজন্! আপনার পিতামহ অর্জুন একসময় তীর্থযাত্রা উপলক্ষে পৃথিবী পর্যটন করতে করতে প্রভাসে উপস্থিত হয়ে শুনলেন—বলদেব তাঁর ভগিনী সুভদ্রাকে দুর্য্যোধনের করে সম্প্রদান করবেন, ঠিক করেছেন। বসুদেব প্রমুখ অপর কেহ এই প্রস্তাবে রাজী নহেন। অর্জুন সুভদ্রাকে লাভ করতে ইচ্ছুক হয়ে ত্রিদণ্ডী যতির বেশ ধারণ করে দ্বারকায় গমন করলেন। তিনি বর্ষার চারমাস দ্বারকায় বাস করলেন। দ্বারকাবাসী ও বলরাম অর্জুনকে চিনতে না পেরে যতি মনে করেই একদিন অতিথিভাবে নিমন্ত্রণ করে শ্রদ্ধার সহিত নিজগৃহে আনলেন। সেখানে অর্জুন ও সুভদ্রা পরস্পরকে দেখে মুগ্ধ ও প্রণয়বদ্ধ হলেন। অতঃপর অর্জুন সুভদ্রাকে হরণ করবার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। পাগল পাগল ভাবে একদিন দেব যাত্রাকালে বসুদেব, দেবকী ও শ্রীকৃষ্ণের অনুজ্ঞাক্রমে অর্জুন রথস্থা সুভদ্রাকে হরণ করে নিয়ে গেলেন। সিংহ যেমন চিৎকারকারী কুক্কুর সমূহকে অগ্রাহ্য করে নিজ ভাগ হরণ করে, সেইরূপ স্বজনগণকে অগ্রাহ্য করে সুভদ্রাকে হরণ করলেন। বলরাম তা শ্রবণ করে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পাদ গ্রহণ করে ও সুহৃদগণ নানা সান্ত্বনা দ্বারা তাঁকে নিবৃত্ত করলেন। অনন্তর বলরাম শান্ত হয়ে বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন করালেন এবং আনন্দের সহিত বর-বধূর যৌতুক স্বরূপ প্রীতিপূর্বক বহু ধনশুল্ক, মহামূল্য আভরণ, হস্তীরথ, অশ্ব, দাস-দাসী, সমূহ পাঠিয়ে দিলেন।

শ্রুতদেব নামে ভগবন্নিষ্ঠ ও বিষয়ে অনাসক্ত বিদেহ দেশের মিথিলানগরবাসী শ্রীকৃষ্ণের একনিষ্ঠ সখা ছিলেন। জনকবংশীয় বহুলাশ্ব নামে মিথিলার রাজা নিরভিমান ও নিরহঙ্কারী শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্ত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই শ্রুতদেব ও বহুলাশ্বের প্রতি প্রসন্ন হয়ে—একদিন সারথি দারুক কর্তৃক আনীত রথে আরোহণ করে নারদ, বামদেব, অত্রি, ব্যাসদেব, পরশুরাম, অসিত, অরুণি, বৃহস্পতি, আমি, কণ্বা, মৈত্রেয়, চ্যবন প্রভৃতি মুনিগণের সহিত বিদেহদেশ গমন করলেন। আনর্ত, মরুভূমি, কুরুজাঙ্গল, কঙ্ক, মৎস্য, পঞ্চাল, কুন্তি, মধু, কেকয়, কোশল, দশার্ন ও অন্যান্য

দেশীয় নরনারীগণ কর্তৃক অভিনন্দিত হয়ে তিনি মঙ্গল-বাণী ও তত্ত্বোপদেশ দান করতে করতে মিথিলায় উপস্থিত হলেন। পুরবাসীগণ রাজা বহুলাশ্ব ও শ্রুতদেব শ্রীকৃষ্ণ ও মুনিগণকে নানা পুজোপকরণ নিয়ে বহুস্তব করে প্রণাম পুজো করলেন। তাঁরা আমন্ত্রিত হয়ে উভয়ের গৃহে গেলেন।

রাজা বহুলাশ্ব তাঁদিগকে সুমধুর বাক্যে সন্তুষ্ট করে আনন্দের সহিত শ্রীকৃষ্ণের চরণ যুগল বক্ষঃস্থলে স্থাপন করে বললেন—হে বিভো! আপনিই সর্বভূতের আত্মা ও চেতয়িতা এবং দ্রষ্টা ও প্রকাশক। আপনি নিষ্কিঞ্চন শান্ত মুনিগণের মোক্ষদাতা—ইহা জেনে কোন্ ব্যক্তি আপনার শ্রীচরণ কমল পরিত্যাগ করতে পারে? আপনি যদুবংশে অবতীর্ণ হয়ে ত্রিলোকের পাপনাশক স্বীয় যশঃ বিস্তার করেছেন। হে সর্বব্যাপিন মহত্তম! আপনি মুনিগণের সহিত মিলিত হয়ে কিছুদিন আমাদিগের গৃহে বাস করে এই নিমির বংশকে পবিত্র করুন। মিথিলাবাসী নরনারীগণের কল্যাণার্থে মুনি-ঋষিগণকে নিয়ে কিছুদিন তথায় বাস করে দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করলেন। শ্রুতদেবও অতিশয় আনন্দিত হয়ে চরণ সমূহ প্রক্ষালন করে পুজো করলেন। বললেন, আপনার মায়াশক্তির প্রভাবে জীবন সমূহের জ্ঞান আবৃত্ত থাকে বলে আপনাকে দেখতে পায় না। আপনি পরম মায়াবী আপনাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম। আমরা আপনার ভৃত্য ও দাস। সেই মিথিলাবাসী রাজা বহুলাশ্ব ও শ্রুতদেব প্রভু শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে উভয়ই ভগবদ্ গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞেস করলেন শুকদেবকে, —বেদবাক্যসমূহ তাদৃশ পরব্রহ্মকে কোন্ শব্দ-বৃত্তির দ্বারা প্রতিপাদন করতে সমর্থ হয়? শ্রী শুকদেব বললেন, রাজন্, "পরমেশ্বর ভগবান্ বাসনাযুক্ত জীবগণের বিষয়ভোগের, তন্নিমিত্ত শাস্ত্রবিহিত কর্মাদি, এবং তাদের কল্যাণ ও তাদের বাসনা নিবৃত্তি পূর্বক মোক্ষ প্রাপ্তির যোগ্যতা সম্পাদনের জন্য জীবগণের উদ্দেশ্য বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়; মন ও প্রাণ সৃষ্টি করেছেন।"* রহস্যবিদ্যাকেই আচার্যগণ পূর্বজ সনন্দাদি মুনিগণ হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন। যিনি পরম শ্রদ্ধাসহকারে উপনিষৎ বিদ্যা হৃদয়ে ধারণ করবেন, তিনি নির্মলচিত্ত হয়ে পরম কল্যাণ ভগবদভাবে মোক্ষ প্রাপ্ত হবেন। হে রাজন্! আপনার সংশয়, দূর

---

* বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃ প্রাণান্ জনানামসৃজৎ প্রভুঃ।
মাত্রার্থঞ্চ ভবার্থঞ্চ আত্মনে কল্পনায় চ।। ১০/৮৭/২

করবার জন্য ভগবান্ নারায়ণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত একটি আখ্যায়িকা বর্ণনা করছি—একদিন ভগবৎপ্রিয় নারদ লোকসমূহ পর্যটন করতে করতে সনাতন নারায়ণ ঋষিকে দর্শন করবার জন্য আশ্রমে অর্থাৎ বদরিকাশ্রমে গমন করলেন। তখন সেই নারায়ণ ঋষিই ভারতবর্ষে মানবগণের কল্যাণে তপস্যার অনুষ্ঠান করছেন। যখন নারায়ণ ঋষি অপর ঋষিগণে পরিবৃত্ত হয়ে স্বীয় আসনে উপবিষ্ট ছিলেন, সেই সময় নারদ ঋষি তথায় উপস্থিত হয়ে নারায়ণ ঋষিকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্মবিষয়ক উপনিষদ্ বিদ্যা। নারায়ণ ঋষি বললেন, হে ব্রহ্মপুত্র নারদ! পূর্বকালে জনলোকে সেই জন লোকবাসী ব্রহ্মার মানসপুত্র, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী সনন্দাদি মুনিগণের ব্রহ্ম নির্ণয়রূপ এক যজ্ঞ হয়েছিল। তুমি শ্বেতদ্বীপের ঈশ্বর অনিরূদ্ধমূর্তিধারী আমাকেই দর্শন করবার জন্য শ্বেতদ্বীপ গমন করলে পর জনলোকে ঐ ব্রহ্মনির্ণয় আরম্ভ হয়েছিল। ঐ ব্রহ্মনির্ণয়ে বেদ সমূহের তাৎপর্য প্রতিপাদন করা হয়েছিল। তখন তুমি শ্বেতদ্বীপে ছিলে বলেই ব্রহ্মবিচারের কথা জানতে পার নাই। এক্ষণে তুমি যা জিজ্ঞাসা করেছ তা সনন্দাদি মুনিগণের মধ্যে এই প্রশ্ন উঠেছিল। তবে মুনিগণ সকলে শাস্ত্রপণ্ডিত ও জ্ঞানী থাকা সত্বেও তাঁরা একজনকে মুখ্য করেছিলেন অন্যরা শ্রোতা হয়েছিলেন। শব্দ ব্রহ্মরূপ বেদসমূহ ভগবানকে স্তুতি করে বললেন, —হে অজিত! আপনি নিজের উৎকর্ষ ও মহিমাসকল প্রকাশ করুন। আপনি এক্ষণে দয়া করে জীবগণের সংসার বন্ধনকারিণী অবিদ্যাকে বিনাশ করুন। সে সর্বাত্মন্! বেদসমূহে যে বায়ু, আকাশ, ব্রহ্ম, রুদ্র, ইন্দ্র প্রভৃতি কথা দেখা যায় তৎ সমস্তই আপনি। যেমন মৃন্ময় ঘটের উৎপত্তি ও প্রলয় মৃত্তিকা হতে অতিরিক্ত ভিন্ন নহে। হে ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার অধীশ্বর! সর্ববেদের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় আপনিই। মনুষ্যগণ যদি ভক্তিভাবে আপনার অনুবর্তী হয়, তাহলে তার জীবন সার্থক হয়। ঋষিগণের মধ্যে যাঁরা সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন, তাঁরা ব্রহ্মকে বা উদরস্থ মনিপুরচক্রেচ্ছিত ব্রহ্মকে উপাসনা করে তাঁরা জন্মমৃত্যুময় সংসারে পতিত হন না। জীব যখন আপনার প্রতি উন্মুখ হয় এবং জীবের প্রতি যখন আপনি প্রসন্ন হন, তখন জীব আপনার অনুকূল আচরণ করে থাকে। হে ভগবন্! যে সকল ঋষিগণ মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সমূহকে দৃঢ় যোগের দ্বারা সমাধিতে যুক্ত করেন, তাঁরা পরমতত্ত্ব ধ্যান করে থাকেন। আপনা হতেই ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়েছেন এবং ব্রহ্মার পরে আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক দেবগণ

উৎপন্ন হয়েছেন। সুতরাং আপনিই জগতের স্বতঃসিদ্ধ সনাতন পুরুষ। আপনি অপরিছিন্ন অনন্ত পরমানন্দ স্বরূপ, সর্বান্তর্যামী ও সর্বপুরুষার্থ প্রদাতা। মনুষ্যগণের মধ্যে যে ব্যক্তি এইরূপ গুণশালী আপনাকে আশ্রয় করে, তাঁর আপনি থাকতে আত্মীয়, স্বজন, পুত্র, কন্যা, পত্নী, ধন, গৃহ, পৃথিবী, প্রাণ ও রথাদি তুচ্ছ বস্তুতে কি বা প্রয়োজন? আপনার প্রতি যাঁরা ভক্তিস্থাপন করেন, সেই সকল ভক্তই নিজেকে এবং অপরকে পবিত্র করে থাকেন।

নারায়ণ ঋষি বললেন—হে দেবর্ষি নারদ! সনকাদি ব্রহ্মপুত্রগণ সনন্দন ঋষির মুখে এইরূপ পরমাত্মবিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করে আত্মস্বরূপ অবগত হলেন। পুর্ণমনোরথ হয়ে ব্রহ্মপুত্রগণ সনন্দন ঋষিকে পুজো করেছিলেন। হে দেবর্ষি! তুমি মনুষ্যগণের কামনা-বাসনা নিবারক এই পরমাত্মবিষয়ক উপদেশ শ্রদ্ধা-সহকারে হৃদয়ে ধারণ করে যথেচ্ছভাবে পৃথিবীতে বিচরণ কর। দেবর্ষি বললেন—যিনি সর্বভূতের সংসার নিবৃত্তির জন্য লীলাবতার কীর্তিশালী সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি।

শ্রী শুকদেব বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! যে প্রকারে বাক্য-মনের অগোচর, অনির্বচনীয়, অনির্দেশ্য ও নির্গুণ, গুণাতীত পরব্রহ্মে মনও প্রবৃত্ত হতে পারে, বেদ সমূহের কথা কি? যে পরমেশ্বর ভগবান্ জীবগণের সর্বপুরুষার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়াদি কর্মের আলোচক বা ইক্ষণকর্তা' বিশ্বের সৃষ্টিতে কারণরূপে, স্থিতিতে আশ্রয় ও পালকরূপে ও প্রলয়ে অন্তরূপে বর্তমান আছেন। প্রকৃতি ও জীবের সর্বনিয়ন্তা পুরুষোত্তম। শরণাগত ভক্তের সংসার ভয় নিবর্তক ও সর্বক্লেশহারী ভগবান্ শ্রীহরিকে ধ্যান করবে।

অধ্যায় (৮৮)

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবান্ শিবতো নির্ধন ভোগবিলাস বর্জিত দেবগণ,অসুরগণ ও মনুষ্যগণ প্রায়শঃ ধনী ও ভোগী তবে তাঁরা উপাসনা করে কেন? আর বিষ্ণুভক্তগণ প্রায়শঃ ত্যাগী হয় কেন? এই বিরুদ্ধ চরিত্রে আমার সংশয় উপস্থিত হয়েছে; তা জানতে ইচ্ছা করি—শুকদেব বললেন—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অশ্বমেধ

যজ্ঞ শেষ হলে আপনার পিতামহ যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন, আমি যাঁর প্রতি অনুগ্রহ করি, তাঁর সকল ধনাদি ঐশ্বর্য্য প্রদান করে ক্রমশঃ হরণ করে নিই। স্বজনগণ তখন আপনা হতেই নির্ধন দুঃখিত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে। তারপর সেই ব্যক্তি আমার অনুগ্রহে যখন ধনলাভের উদ্যোগে বিফল হয়, তখন সে নির্বেদপ্রাপ্ত হয় এবং মৎপরায়ণ হয়ে আমার ভক্তগণের সঙ্গে মৈত্রী করে এবং তাদের সঙ্গ ও সেবাও করে। সাধুসঙ্গ লাভ ও সাধুসেবা করার ফলে আমি তার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করি। সে তখন সূক্ষ্ম সৎ ও চিৎস্বরূপ পরম ব্রহ্মকে জেনে আত্মনিবিষ্ট ও ধীর হয়ে সংসার বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু মায়ামোহিত মনুষ্যগণের বৈরাগ্যপ্রাপ্তি ও আমার ভক্তগণের সহিত সঙ্গলাভ সহজে ঘটে না বলে আমাকে পরিত্যাগ করে। এবং আশুতোষ ও বরদাতা অন্যান্য দেবতাগণকে আরাধনা করে ধনাদি প্রাপ্ত হয়ে মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে ও গর্বিত হয়, পরে ঐ দেবতাগণকেও বিস্মৃত হয় এবং অবজ্ঞা করে। তাঁদের মধ্যে মহাদেব ও ব্রহ্মা সদ্যই শাপ বা বর দান করেন; কিন্তু বিষ্ণু সেরূপ করেন না। মহাদেব শকুনি নামক অসুরের পুত্র বৃকাসুরকে বর দান করে কিরূপ বিষম সঙ্কটে পতিত হয়েছিলেন তা শোন।—ঐ অসুর একদা নারদকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, ভগবন্! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এঁদের মধ্যে কার উপাসনা আশু প্রসন্ন হন? নারদ তাকে বললেন, তুমি দেবদেব গিরিশের আরাধনা কর তাহলে শীঘ্র সিদ্ধিলাভ করতে পারবে, তিনি খুব সহজে তাড়াতাড়ি সন্তুষ্ট হন। এই কথা শুনে বৃকাসুর কেদারতীর্থে গিয়ে নিজ শরীরের মাংস দ্বারা আহুতি প্রদান করে মহাদেবের তপস্যা আরম্ভ করল। এতেও মহাদেবের দর্শন না পেয়ে সপ্তম দিবসে সে এক খড়্গ নিয়ে নিজ মস্তকছেদন করতে উদ্যত হল। তখন উমাপতি সহসা অগ্নি হতে উত্থিত হয়ে তাকে নিবৃত্ত করলেন। শঙ্করের স্পর্শে সে পুনরায় পূর্ণ আকৃতি সম্পন্ন হল। শঙ্কর বললেন, আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হয়েছি, কামনানুসারে বর প্রার্থনা কর। হে রাজন্! তখন সেই পাপিষ্ঠ বৃকাসুর বর চেয়ে নিল যে, সে যার মাথায় হাত দিবে, তৎক্ষণাৎ ভস্ম হবে। সর্বভূতের ভয়াবহ বর প্রার্থনা করল। শঙ্কর 'তথাস্তু' বলে বর দিয়ে দিলেন। তখন বৃকাসুর বর প্রাপ্ত হয়ে রুদ্রপত্নী গৌরীকে লাভ করার ইচ্ছায় মহাদেবের মাথায় হস্ত অর্পণ করে বরের সত্যতা রক্ষা করতে উদ্যত হল। মহাদেব ভীত হয়ে উত্তরমুখে ধাবিত হতে হতে বৈকুণ্ঠে এসে উপস্থিত হলেন। বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ দূর

হতে দেখে সমস্ত কিছু জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ স্বীয় যোগমায়া শক্তিকে অবলম্বন করে এক ব্রাহ্মণ বালকের বেশ ধারণ করলেন। পশ্চাদ্ ধাবনে ক্লান্ত বৃকাসুরের নিকট এসে বললেন, হে শকুনি নন্দন! আপনি কি জন্য এতদূর আগমন করেছেন? নিশ্চয় আপনি পরিশ্রান্ত হয়েছেন। ক্ষণকাল বিশ্রাম করুন। পুরুষের এই দেহ সর্বকামনা পূরণ করে, সর্বপুরুষার্থ সাধক এই দেহ। এই দেহকে পীড়া দেওয়া উচিত নয়। আপনার অভিলষিত কার্য যদি আমাদের শ্রবণের যোগ্য হয়, তা হলে বলুন। পরামর্শ দিতে চেষ্টা করব। ভগবান্ নারায়ণ কর্তৃক অমৃতবর্ষী বাক্যের দ্বারা ক্লান্তিশূন্য হয়ে বৃকাসুর তাঁর নিকটে নিজের আচরণ সমস্ত বৃত্তান্ত বলল। বালকরূপী ভগবান্ বললেন, হে দানবরাজ! রুদ্রদেব এইরূপ বর অনেককে প্রদান করেন কিন্তু রুদ্রদেবের এই বাক্যে আমরা বিশ্বাস করি না। কারণ রুদ্রদেব দক্ষের অভিশাপে পিশাচবৃত্তি প্রাপ্ত হয়ে এক্ষণে প্রেতগণ পিশাচগণের রাজা হয়েছেন। হে দানবরাজ! যদি রুদ্রদেবের প্রতি আপনার বিশ্বাস থাকে তবে আপনি নিজের মস্তকে হস্ত স্থাপন করে পরীক্ষা করে দেখুন। যদি রুদ্রদেবের ঐ বাক্য মিথ্যা হয় তবে তাঁকে আপনি বধ করবেন, যাতে তিনি পুনরায় আর কাউকে মিথ্যা কথা না বলেন। নারায়ণের চিত্তভ্রমকারী বালকের সুমধুর বাক্যে বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে বৃকাসুর মস্তকে হস্ত স্থাপন করল। তৎক্ষণাৎ বৃকাসুর ছিন্ন মস্তক হয়ে বজ্রাহত ব্যক্তির ন্যায় ভূতলে পতিত হল। দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ ও গন্ধর্বগণ পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলেন। মহাদেবও সঙ্কট হতে মুক্ত হলেন। নারায়ণ সঙ্কটমুক্ত মহাদেবের নিকটে আগমন করে বললেন, হে দেবদেব মহাদেব! জগতের গুরু ও ঈশ্বর আপনার নিকটে অপরাধ করে কোন ব্যক্তিরই মঙ্গল সাধন হয় না।

অধ্যায় (৮৯)

শ্রীশুকদেব বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! একদা সরস্বতী তীরে যজ্ঞ করার জন্য ঋষিগণ উপস্থিত হলেন। তথায় তাঁদের মধ্যে এই প্রশ্ন উপস্থিত হল যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন অধীশ্বরের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ। তাঁরা ইহা নির্ধারণ করার জন্য ব্রহ্মাপুত্র ভৃগুকেই নিযুক্ত করলেন। ভৃগুমুনি পরীক্ষা করার জন্য প্রথমে নিজ পিতা

ব্রহ্মার সভায় গিয়ে তাঁকে স্তব-স্তুতি বা প্রণাম কিছুই করলেন না। ব্রহ্মা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে নিজপুত্রের বিনাশের নিমিত্ত ক্রোধকে কোন ক্রমে নিজেকে সংযত করলেন। ভৃগু সেখান হতে কৈলাসে শিবের নিকট গেলেন। শিব তাঁকে দর্শন করে আনন্দে উত্থিত হয়ে আলিঙ্গন করতে সমুদ্যত হলেন। কিন্তু ভৃগুমুনি বললেন, "তুমি উৎপথগামী হয়েছ ও সদাচার বহির্ভূত পথে বিচরণ করছ" তোমাকে আলিঙ্গন সম্ভব নহে। তখন মহাদেব ক্রোধে তীক্ষ্ণদৃষ্টি যুক্ত ত্রিশূল দ্বারা ভৃগুমুনিকে বধ করতে উদ্যত হলেন। তখন দেবী পার্বতী স্বামীর পায়ে পড়ে ভৃগুমুনিকে কোনক্রমে রক্ষা করলেন। মুনি তথা হতে বৈকুণ্ঠ গমন করলেন। তখন বৈকুণ্ঠে ভগবান্ বিষ্ণুকে লক্ষ্মীর সহিত শায়িত দেখে সহসা শ্রীহরির বক্ষঃস্থলে সজোরে এক পদাঘাত করলেন। বিষ্ণু সত্বর শয্যা হতে অবতরণ করে ভৃগুমুনিকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করলেন এবং বললেন, ভগবন্, আপনি কখন এসেছেন আমি বুঝতে পারি নাই। আমাদিগের অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনার পাদোদক দ্বারা সর্বলোকের সহিত আমাকে এবং আমার অনুগত ভক্তগণকে পবিত্র করুন। আপনার পদাঘাতের দ্বারা পাপক্ষয় হওয়ায় আমার বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মীদেবী সতত বাস করবেন। আপনার পদাঘাত আমার বক্ষের ভূষণস্বরূপ হয়ে থাকবে। ভৃগুমুনি ভক্তিভরে গদগদকণ্ঠে সাশ্রু লোচনে ঋষিগণের নিকট এসে ঘটে যাওয়া সমস্ত কথা বললেন। তখন ঋষিগণ বুঝতে পারলেন বিষ্ণুই সর্বশ্রেষ্ঠ তা অবধারণ করে পরমানন্দ লাভ করলেন। তাঁরা সংশয়মুক্ত হয়ে অনুভব করলেন যে, বিষ্ণুই সকলের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য।

এক সময় দ্বারকায় এক ব্রাহ্মণের ক্রমে ক্রমে আটটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়ে মারা গেল। রাজার পাপে এরূপ হয়েছে মনে করে ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে রাজদ্বারেই ঐ মৃত পুত্রগুলিকে রেখে চলে যেত। নবম পুত্র জন্মাবার পূর্বে সে একদিন শ্রীকৃষ্ণের নিকট এসে ঘোর বিলাপ করতে লাগল। অর্জুন তখন সেখানে ছিলেন। তিনি বললেন, আমি সূতিকা গৃহে তোমার পুত্রকে রক্ষা করব, যদি না পারি তবে অগ্নিতে প্রবেশ করব। ব্রাহ্মণ অর্জুনের কথায় আশ্বস্ত হয়ে, তাঁর পরাক্রম শ্রবণ করে প্রীত হয়ে নিজগৃহে গমন করলেন। অর্জুনের যত্ন সত্ত্বেও ব্রাহ্মণের নবম পুত্রটি মারা গেল। ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট আগমন পূর্বক অর্জুনের নিন্দা করলেন। এমনকি তাঁর গাণ্ডীব ধনুকেরও নিন্দা করলেন। অর্জুন গাণ্ডীব নিয়ে যমপুরী ইন্দ্রভবন স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল

অন্বেষণ করেও ঐ মৃতপুত্রের কোন সন্ধান না পেয়ে অগ্নিতে প্রবেশে উদ্যত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে নানাযুক্তি প্রদর্শনের দ্বারা নিবারণ করলেন, এব ং তাঁকে নিয়ে দিব্যরথে আরোহণ করে পশ্চিম মুখে চললেন। সপ্ত সমুদ্র, সপ্ত-সপ্তটি পর্বতবিশিষ্ট সপ্ত দ্বীপ এবং লোকালোক পর্বত অতিক্রম করে গভীর অন্ধকার পার হতে অসমর্থ হলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সুদর্শন চক্র নিযুক্ত করে সহস্র সূর্য্যের আলো দিয়ে পার হয়ে তাঁরা এক অদ্ভুত পুরী মধ্যে অনন্তদেবের মূর্তি দর্শন করলেন। উভয়ে প্রণত হয়ে বন্দনা করলে সেই ভূমা পুরুষ বিভু বললেন, হে শ্রীকৃষ্ণ! হে অর্জুন! তোমাদিগকে দর্শন করবার ইচ্ছায় আমি ব্রাহ্মণের পুত্রাদিকে আমার নিকট এনেছি। তোমরা নর ও নারায়ণ ঋষি, আমার অংশাবতার, তোমরা ভূমিভারস্বরূপ অসুরগণকে বধ করে শীঘ্র আমার নিকট আগমন কর। উভয়ে 'ওম' শব্দ উচ্চারণ করে সেই ভূমাকে পুনঃপ্রণাম করে ব্রাহ্মণের সকল পুত্রগণসহ দ্বারকায় এসে তাকে পুত্র প্রদান করলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে অনেক পরাক্রমসমূহ প্রদর্শন করে লৌকিক বিষয় সমূহ ভোগ করেছিলেন। এবং শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ সমূহ সম্পদান করেছিলেন। ইন্দ্র যেমন পৃথিবীর হিতের জন্য যথাযোগ্যকালে প্রচুর বারিবর্ষণ করেন; সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণাদি প্রজাগণের মধ্যে যোগ্যকালে বিষয় সকল প্রদান করতেন। তিনি অধর্মরত রাজগণকে স্বয়ংবধ করেও অর্জুনাদি দ্বারা বধ করিয়ে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরাদি দ্বারা যথার্থ ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

অধ্যায় (৯০)

শ্রী শুকদেব বললেন, হে রাজন্! দ্বারকাপুরী সকলপ্রকার সম্পদ ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ ছিল। সুন্দরী রমণীগণ অট্টালিকাসমূহ কন্দুকাদি দ্বারা পরম সুখে ক্রীড়া করত। সুসজ্জিত সৈন্য মাতঙ্গ অশ্বরথ সকল রাজপথ পূর্ণ করে রাখত। উদ্যান উপবন পুষ্পিতবৃক্ষ ভ্রমর ও পক্ষীগণ দ্বারা নগর সর্ব্বতঃ ব্যাপ্ত ছিল। শ্রীকৃষ্ণ ষোড়শ সহস্র পত্নীসহ সুসমৃদ্ধ গৃহ সকলে বাস ও তাঁদের সহিত জলক্রীড়াদি করতেন। কৃষ্ণগতচিত্তা সেই মহিষীগণ উন্মত্তাবৎ নানা দৃশ্য দেখে এইরূপ জল্পোক্তি করতেন—হে করবি, কেন শুয়ে শুয়ে বৃথা বিলাপ করছ? আমাদের পতি এখন নিদ্রিত, আমাদের সর্বস্বই

অপহৃত হয়ে গিয়েছে, সেইজন্য ক্রন্দনেই সার হয়েছে, আমরাও তাঁর তত্ত্ব জানি না।

চক্রবাকীর করুণ ডাকশুনে শ্রীকৃষ্ণের এক মহিষী বলছেন—ওহে চক্রবাকী! রাত্রিকালে প্রিয়তম পতিকে কাছে না পেয়ে কি অত করুণ ভাবে আর্তনাদ করছিস্? তুই বোধ হয় আমাদের মত শ্রীকৃষ্ণের দাসী হয়েছিস্। আর আমাদেরই ন্যায় তোরও মনে ইচ্ছা জেগেছে শ্রীকৃষ্ণের চরণ মালাখানি নিয়ে নিজের কবরীতে ধারণ করতে, তা না পেয়ে দুঃখে কাঁদছিস্। আমরাও তোর মত কাঁদছি; তোর ও আমাদের একই দশা। অপর এক কৃষ্ণপত্নী সমুদ্রের গর্জন শুনে বলছেন—ওহে সমুদ্র! তুমি তো স্থির ধীরগম্ভীর প্রকৃতির ও অতি বিশাল অথচ এত বেশি গর্জন করে ক্রন্দন করছ কেন? তোমার দশাও আমাদের মতো। যে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের এই দশা করেছেন সেই শ্রীকৃষ্ণই তোমাকেও দুঃখ দিয়েছেন। হে মলয়ানিল! গোবিন্দের কটাক্ষে তো আমাদের হৃদয় ছিন্নভিন্ন হয়ে আছে। আমরা তোমার প্রতি এমন কি অপ্রিয় কার্য্য করেছি যে তার উপর তুমি আবার কন্দর্পদেবকে আমাদের নিকট প্রেরণ করেছ? শ্রীমন্ মেঘ তুমি শ্রীবৎসলাঞ্ছিত যাদব শ্রেষ্ঠের প্রিয় সখা, তুমি নিশ্চয় আমাদেরই ন্যায় প্রেম-বদ্ধ হয়ে তাঁরই ধ্যান করছ, কারণ দেখছি, তুমি আমাদের ন্যায় উৎকণ্ঠিত ও ব্যাকুলচিত্তে স্মরণ করে পুনঃপুনঃ বাষ্পধারা মোচন করছ। তার প্রসঙ্গই কি দুঃখপ্রদ। হে কোকিল! তুমি বারংবার তোমার মৃত-সঞ্জীবনী স্বরের দ্বারা প্রিয়ম্বদ শ্রীকৃষ্ণের সুললিত বাক্যের ন্যায় শব্দ বিন্যাস করছ। হে রমণীয় কণ্ঠ! আজ আমরা তোমার কি কি প্রিয় কার্য্য করব তা বল। হে ভূধর! তুমি স্তব্ধ হয়ে আছ, কিছু বলছ না, চলছ না, তুমি নিশ্চয় কোন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। আমরা যেমন সেই বসুদেব নন্দনের পাদপদ্ম স্তনোপরি ধারণের জন্য কামনা করছি-তুমিও কি সেইরূপ তাঁর সেই চরণযুগল হৃদয়ে ধারণ করতে উৎসুক হয়ে আছ? হে নদীগণ! আমরা যেমন আমাদের অভীষ্ট ভর্তা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়াবলোকন প্রাপ্ত না হয়ে অপহৃতচিত্ত ও অতিশয় কৃশ হয়ে থাকি, তোমরাও সেইরূপ গ্রীষ্মকালে অভীষ্ট ভর্তা সমুদ্রের মেঘদ্বারা বর্ষণরূপ প্রণয়াবলোকন প্রাপ্ত না হয়ে আমাদের মতো তোমাদের দশা হয়েছে। হে হংস! এস, এস, তোমার শুভাগমন হউক; তুমি এখানে বস। তুমি উপবেশন কর, দুগ্ধ পান কর। আমরা তোমাকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দূত বলে জানতে পেরেছি।

অতএব তাঁর কথা বল। তিনি কুশলে আছেন তো? আমাদিগকে পূর্বে তিনি যে সকল মধুর কথা বলেছেন, তা কি এখন স্মরণ করেন? তাঁর প্রেম যে সদাই চঞ্চল। তবে আমরাই বা কেন তাঁর ভজনা করব? কৃষ্ণপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণ বিরহ সহ্য করতে না পেরে হংসকে লক্ষ্য করে পুনরায় বলছেন—হে ক্ষুদ্রকর্মকারিণ দূত! তুমি তাঁকে আমাদিগের নিকট আসতে বল। স্ত্রীজাতি মধ্যে লক্ষ্মী ব্যতীত অন্য কেউ কৃষ্ণৈকপরায়ণ আছেন তা দেখাব। মহিষীগণ এই প্রকারে ভক্তিভাব স্থাপন করে তার ফলে বৈষ্ণবী গতি লাভ করেছিলেন। তাঁদের তপস্যার কথা কি আর বলব? সাধুদিগের পরমগতি শ্রীকৃষ্ণও বেদবিহিত কর্মসকল পুনঃপুনঃ আচরণ করে গৃহস্থাশ্রমকেই ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবিধ পুরুষার্থের শিক্ষা দিয়েছেন। গৃহস্থগণের শ্রেষ্ঠ ধর্ম আচরণকারী শ্রীকৃষ্ণের যোল হাজার একশত আট জন মহিষী ছিলেন।

তিনি বহু রূপ ধারণ করে প্রত্যেক মহিষীর সঙ্গে গৃহসমূহের মধ্যে ও জলাশয়ের মধ্যে বিহার করতেন। তাতে তাঁরা যে আনন্দ লাভ করতেন, তাতে শোভিতবদনা হয়ে শোভা পেতেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পত্নীগণের সহিত এইরূপে বিহার করতে করতে তিনি নিজের গতি, আলাপ, বীক্ষণ, হাস্য, পরিহাস ও আলিঙ্গনের দ্বারা তাঁর পত্নীগণের চিত্ত অপহরণ করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণের মধ্যে আটজন প্রধানা,প্রত্যেকের দশটি পুত্র হয়, তন্মধ্যে আঠারো জন প্রধান, তাদের নাম—প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, দীপ্তিমান, ভানু, শাম্ব, মধু, বৃহদ্ভানু, ভানুবৃন্দ, বৃক, অরুণ, পুষ্কর, দেববাহু, শ্রুতদেব, সুনন্দন, চিত্রবর্হি, বরূথ, কবি ও ন্যগ্রোধ। রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্নই জ্যেষ্ঠ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বগুণ সম্পন্ন। মহারথ প্রদ্যুম্ন রুক্মীর কন্যা রুক্মবতীকে বিবাহ করেন। রুক্মবতীর গর্ভে প্রদ্যুম্নের ঔরসে অনিরুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। অনিরুদ্ধ দশ হাজার হস্তীর তুল্য বলশালী ছিলেন। তিনি রুক্মীর দৌহিত্র হয়েও তাঁর পৌত্রী রোচনাকে বিবাহ করেন। যদুবংশ ধ্বংসের পর অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্রই একমাত্র অবশিষ্ট জীবিত ছিলেন। তাঁর পুত্র প্রতি বাহু তাঁর পুত্র সুবাহু, তৎপুত্র উপসেন, তৎপুত্র ভদ্রসেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বংশে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা ধনহীন, অল্পসন্তান, অল্পায়ু, অল্পবীর্য্য ও ব্রাহ্মণের অহিতকারী হয়ে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্তী হয়েই এরা সকলে বৃদ্ধি পেয়েছেন। যদুবংশে জাত বিখ্যাত কর্মী পুরুষদিগের সংখ্যা অযুত বর্ষেও গণনা

করতে পারা যায় না। যদু বংশীয়গণের একশত একটি কুলে বিভক্ত ছিল। শ্রীকৃষ্ণগতচিত্ত যাদবগণ শয়ন, উপবেশন, পরিভ্রমণ, আলাপন, ক্রীড়া ও স্নানাদি কার্য্যে নিরত থেকেও অনেক সময় নিজেরা নিজদিগকে চিনতে পারতেন না।

দেবকীদেবীর উদরে যাঁর জন্মগ্রহণ একটা কথা মাত্র। যিনি অন্তর্যামীরূপে সর্বজীবের মধ্যে বাস করে সকলকে নিয়ন্ত্রণ করছেন ও সর্বদ্রষ্টা হয়ে সকলকিছু দেখছেন তথাপি যিনি ভক্তের ভক্তির বশীভূত হয়ে স্বয়ং তত্ত্বতঃ জন্ম রহিত হয়েও ধরাধামে জন্মগ্রহণ করেছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শত্রু ও মিত্র সকলেই তাঁর সারূপ্য প্রাপ্ত হয়েছিল; যাঁকে লাভ করার নিমিত্ত ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রয়াস, লক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণকেই আশ্রয় করেছিলেন। যিনি ঋষিকুলের ধর্ম প্রবর্ত্তন করে গেছেন, কালশক্তি ও সুদর্শনচক্ররূপ অস্ত্রধারীর ভূভার হরণ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যাদবগণ যাঁর একান্ত সেবক নিজ এবং অন্যের হস্তদ্বারা যিনি সমস্ত অধর্ম দূর করে স্থাবর ও জঙ্গম সকলের পাপ ও দুঃখ হরণ করেছেন। যিনি সুমধুর হাস্য মণ্ডিত শ্রীমুখের দ্বারা ব্রজপুরবাসিনী রমণীগণের মোক্ষপ্রদ কামভাবকে বর্দ্ধিত করেন। অর্থাৎ ভক্তের কামনানুসারে যিনি তাঁকে ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই দান করেন। সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকল জনগণের একমাত্র আশ্রয়রূপে অবস্থান করছেন তাঁর জয়যুক্ত হউক।

—ঃঃ—

শ্রীমদ্‌ভাগবত

একাদশ স্কন্ধ

অধ্যায় (১—৫)

শ্রীবাদরায়ণি বললেন, হে মহারাজ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম আবির্ভূত হয়ে দৈত্যদিগের বধ সাধন ও ধরার ভার হরণ করেছিলেন। যখন দুর্য্যোধনাদি শত্রুগণ পাণ্ডবগণকে বিষদান, অপমান, জতুগৃহদাহ, কপটদ্যূতক্রীড়া, দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ ইত্যাদি দ্বারা পুনঃ পুনঃ কুপিত করেছিল। শ্রীকৃষ্ণ তখন পাণ্ডুতনয়দিগের উপলক্ষ্য করে উভয় পক্ষের রাজগণকে বিনাশ পূর্বক পৃথিবীর ভার হরণ করলেন। তারপর ভাবলেন, দুঃসহ যাদবকুল এখনও বর্তমান, পৃথিবীর ভার ও সম্পূর্ণ অপনীত হয় নাই, বহ্নি সংযোগের ন্যায় আত্মকলহ উৎপাদন করে বিনাশসাধনপূর্বক শান্তিলাভ করতঃ স্বধামে গমন করব।

সকল সুন্দরের এক সমাবেশরূপ দেহ ধারণ করে, মধুরবাক্যে তাঁর স্মরণ পরায়ণগণের মন, মনোজ্ঞ পাদবিক্ষেপ দ্বারা পৃথিবীর মঙ্গলকর কর্ম সকল সম্পন্ন করে, সফলকাম হয়ে গৃহীরূপে বিহার করে, ধরাতলে স্বীয় কীর্ত্তি বিস্তারপূর্বক স্বকুল সংহাররূপ কার্য্য শেষ করে স্বীয়ধামে গমন করলেন।

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভগবন্! যাদবগণ ব্রাহ্মণদিগের হিতকারী দাতা, কৃষ্ণগতচিত্ত যদুকুলের উপর ব্রহ্মশাপ এবং তাদের আত্মকলহই বা কিরূপে হল? সেই সমস্ত বিস্তার পূর্বক আমাকে বলুন — শুকদেব বললেন, তৎকালে একদা বিশ্বামিত্র, অসিত, কণ্ব, দুর্বাসা, ভৃগু, অঙ্গিরা, কশ্যপ, বামদেব, অত্রি, বশিষ্ঠ ও নারদাদি মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎকারে বিদায় নিয়ে পিণ্ডারক নামক তীর্থে গমন করলেন। এমন সময় কতকগুলি দুর্বিনীত কুমার যাদব কপট অভিনয়চ্ছলে জাম্ববতীপুত্র শাম্বকে স্ত্রী বেশে সজ্জিত করে মুনিগণের সমীপে এনে বলল, হে বিপ্রগণ! আপনারা ভবিষ্যদর্শী, এই রমণী গর্ভবতী; লজ্জায় জিজ্ঞাসা করতে কুণ্ঠিতা,

অতএব আসন্ন প্রসবা পুত্রকামা জানতে চান পুত্র কিম্বা কন্যা প্রসব করবে, তা আপনারা বলুন। অবজ্ঞাত হয়ে ঋষিগণ কুপিত হয়ে বললেন, রে দুর্বুদ্ধি বালকগণ, ইনি তোমাদের কুলনাশক এক মুষল প্রসব করবেন। তখন যাদব বালকগণ অত্যন্ত ভীত হয়ে শাম্বের উদরস্থিত বস্ত্র উন্মোচন করে তন্মধ্যে তারা সত্যই এ মুষল দেখতে পেল। ভীতমলিনবদন যাদবেরা রাজা উগ্রসেনের নিকট ঐ মুষলটি নিয়ে গেল ও তাঁকে সকল বৃত্তান্ত বলল। দ্বারকাবাসিগণ ঐ মুষল দর্শনে ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে রাজাদেশে উহা চূর্ণ করল কিন্তু কিছু অংশ আর চূর্ণিত হল না। সেই চূর্ণ ও অবশিষ্ট একখণ্ড লৌহ সমস্তই সমুদ্রে নিক্ষেপ করল। তারপর সেই লৌহখণ্ডটি একটি মৎস্য গিলে ফেলল, চূর্ণগুলি তীরে সংলগ্ন হয়ে বালির সহিত মিশে গেল এবং সেখানে এরকা নামক বন সৃষ্টি হল। ধীবরেরা মৎস্যটি ধরে ফেলল। জরা নামক এক ব্যাধ উহার উদরস্থ লৌহখণ্ডটি তার একটি শরের অগ্রভাগে সংযুক্ত করে রাখল। সর্বজ্ঞ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই সকল বৃত্তান্ত জেনেও বিপ্রশাপের ব্যাঘাত করলেন না। পক্ষান্তরে যাদবগণের বিনাশ অনুমোদন করলেন।

দেবর্ষি নারদ কোথাও বাস করতেন না কিন্তু আরাধনা লালসায় সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের নিকট থাকতে ইচ্ছা করে প্রায়ই দ্বারকায় বাস করতেন। একদা তিনি বসুদেবের গৃহে উপস্থিত হলেন। বসুদেব তাঁকে অর্চনা করে বললেন — হে ভগবন্! আপনার আগমন সকল দেহিগণের মঙ্গল হয়ে থাকে। দেবগণকে যে যেভাবে ভজনা করে, কর্ম নির্ব্বাহক দেবগণ ছায়ার ন্যায় তাঁকে তেমনই ভজনা করেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সাধুগণ সর্বদা সুখের নিমিত্তই হয়ে থাকে। আমি পুত্র কামনায় শ্রীভগবানের পূজা করেছিলাম, মুক্তির জন্য করি নাই, আপনি আমাকে মুক্তির উপায় কি? সেই ভাগবৎ ধর্ম উপদেশ করুন। নারদ বললেন, হে ভক্তবরেণ্য বসুদেব! তুমি যে সর্বশোধক ভাগবত ধর্ম জিজ্ঞাসা করলে তা শ্রবণ পাঠ ধ্যান আদর বা অনুধাবন করলে দেবদ্রোহী এমনকি বিশ্বদ্রোহীও তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়। মহাত্মা জনক রাজার নিকট ঋষভনন্দন নবযোগীন্দ্রগণ এই ভাগবত ধর্ম প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন আমি তাই এক্ষণে কীর্তন করব।

ঋষভ পুত্রগণের নাম কবি, হবি, অন্তরিক, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রমিল, চমস ও করভাজন এই নয়জন পরমার্থ নিরূপক আত্মাভ্যাসে পরিশ্রমী, দিগম্বর ও ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাভাগ মুনি হয়েছিলেন তাঁরা একদিন নিমিরাজার অনুষ্ঠিত এক যজ্ঞে উপস্থিত হলেন। রাজা নিমি ও পুরোহিত বিপ্রগণ সকলেই গাত্রোত্থান করে তাঁদের

অভিবাদন করলেন। বিদেহরাজ বললেন, ভগবন্, আমার মনে হচ্ছে আপনারা সাক্ষাৎ মধুরিপু ভগবানের পার্ষদ, আহা! আপনারা লোক উদ্ধারের নিমিত্ত সর্বত্র বিচরণ করে থাকেন। "মনুষ্যদেহ ক্ষণস্থায়ী কিন্তু দুর্লভ। তম্মধ্যে বিষ্ণুভক্তগণের দর্শন অতি দুর্লভ। হে নিষ্কলঙ্ক মুনিগণ! আর এ সংসারে ক্ষণার্দ্ধের জন্যও সাধুসঙ্গ মনুষ্যগণের পক্ষে পরম নিধিস্বরূপ।*

আমার যদি শুনবার অধিকার থাকে অর্থাৎ আমাকে যদি উপযুক্ত মনে করেন তবে জীবের পরম মঙ্গলকর ভাগবত ধর্ম আমাকে বলুন। যা অনুষ্ঠান করলে শ্রীভগবান্ প্রসন্ন হয়ে ভক্তকে আত্মজ্ঞান প্রদান করে থাকেন। তখন ঋষিগণ পরম প্রীতি ভরে সদস্য ও পুরোহিত প্রমুখ নৃপকে অভিনন্দিত করে বলতে লাগলেন। প্রথমে শ্রী কবি বললেন, সর্বদা অচ্যুতের পাদপদ্মের সেবাই সকল ভয় বিদূরিত হয়, এই একমাত্র উপায় মনে করি। ভাগবত ধর্মের আশ্রয় করলে মানব কখন বিঘ্নবিহত হয় না। সেই পথে চক্ষু বুঝে চললেও পতন বা স্খালনের সম্ভবনা থাকে না। অনিত্য বস্তু সকলকে আপন ভেবে চিত্ত উদ্বিগ্ন হয়, সেই দেহাত্মবুদ্ধি হতে ভয় উৎপন্ন হয়, ঈশ্বরবিমুখের ভগবৎস্মরণ হয় না, ভগবানের মায়ায় দেহাত্মবুদ্ধি জন্মে, অতএব গুরু ও দেবতায় একাত্মজ্ঞান করে ভক্তিদ্বারা পরমেশ্বরকে সম্যক্ সেবা করবেন। বিশ্বাত্মাই ঐ সকল ভয় ভাবনার নিবৃত্তি করেন।

রাজন্; বাক্যে যা বলবে, মনে যা ভাববে, বুদ্ধি দ্বারা যা নিশ্চয় করবে, সমস্ত ইন্দ্রিয় ও দেহ দ্বারা স্বভাববশে যে কোন কর্ম তুমি করবে, তৎসমস্ত পরব্রহ্ম নারায়ণে অর্পণ করবে। নিজ স্বরূপের বিস্মৃতি বশতঃই দেহকে আত্মা বলে ভ্রম হয় এবং ভয়ের উৎপত্তি হয়, বস্তুতঃ উহা স্বপ্নবৎ মিথ্যা। সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মনকে সংযত করলে তা হতে ভয় দূর হয়।

চক্রপাণি বিষ্ণুর মঙ্গলময় জন্ম কর্মের সকল যা পৃথিবীতে প্রচারিত আছে, তা শুনে নিষ্কাম ভক্ত লজ্জাহীন হয়ে গান করতে করতে বিচরণ করবে। এইরূপে প্রবৃত্ত ভক্ত নিজপ্রিয় হরির নাম কীর্তন দ্বারা এই প্রকার নিষ্ঠাবান ভক্তের অনুরাগ উৎপন্ন হলে তার চিত্ত বিগলিত হয়। সে বিবশ হয়ে কখনও উচ্চ হাস্য, কখনও রোদন,

---

* দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠ প্রিয়দর্শনম্।।
অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ শেষধির্নৃণাম্।। ১১/২/২৯, ৩০

কখনও চীৎকার, কখনও গান, কখনও বা উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করে। দ্বৈত ভাবহীন সে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী, জীব, দিক্, বৃক্ষাদি, সরোবর, সমুদ্র ইত্যাদি যা কিছু বস্তুজাত সমস্তই হরির শরীর মনে করে প্রণাম করে থাকে। ভোজনকারী যেমন প্রতিগ্রাসে এক সঙ্গেই তুষ্টি পুষ্টি ও ক্ষুধানিবৃত্তি হয় তদ্রূপ হরিসেবারত ভজনাকারীর ভক্তি, ঈশ্বরানুভূতি এবং ঈশ্বর ছাড়া অন্য সর্বত্রে বিরক্তি এই তিনটি এককালেই আসতে থাকে। হে রাজন্! অচ্যুতের পাদপদ্মসেবী এইরূপ আচরণ দ্বারা এই তিনটি লাভ করে তারপর সাক্ষাৎ পরম শান্তি লাভ হয়।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন — হে ব্রহ্মন্! মানবগণের যা ধর্ম ও স্বভাব ভগবদ্‌ভক্তের বাক্য ও আচরণ কিরূপ হয় এবং কিরূপ আচরণ দ্বারা তাঁকে ভগবৎপ্রিয় বলে জানা যায়? সকল মুনির মধ্যে শ্রীহরি বললেন, যিনি সর্বভূতে আত্মদর্শন করেন এবং পরমাত্মা ভগবানে সর্বভূতকে অবস্থিত দেখেন, তিনি উত্তম ভক্ত। যিনি ঈশ্বরে প্রেম, জীবে মৈত্রী, অজ্ঞে কৃপা, শত্রুকে উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যম ভক্ত। যিনি শ্রদ্ধাপূর্বক প্রতিমাদিতে হরির পূজা করেন, ভগবদ্ভক্ত বা অন্য কারও পূজা করেন না, ভেদবুদ্ধি বশতঃ সে অধম ভক্ত বলে অভিহিত। ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় সকল গ্রহণ করেন মাত্র, কিন্তু তাতে তাঁর হর্ষও হয় না, দ্বেষও জন্মে না, সমস্তই বিষ্ণুর মায়া স্বরূপে দেখেন তিনি উত্তম ভাগবত। যিনি জন্ম, মৃত্যু, বিনাশ, ক্ষুধা, ভয়, তৃষ্ণা, ক্লেশ ইত্যাদিকে এবং দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধির কার্যকে সংসারধর্ম মাত্র জেনে কিছুতেই মুগ্ধ হন না, তার হৃদয়ে কোন বাসনার উদ্ভবই হয় না, বাসুদেবই তাঁর একমাত্র আশ্রয়। তিনি উত্তম ভাগবত। জাতি বর্ণাদিজনিত দৈহিক অভিমান যাঁর মনে কখনই উদিত হয় না। তিনি হরির প্রিয়। যিনি বিষয়ে বা আত্মায় নিজপর ভেদবুদ্ধি যাঁর কখনও হয় না, ত্রৈলোক্যের আধিপত্য পেলেও ক্ষণার্দ্ধও ভগবৎসেবা ব্যতীত অতিবর্তন করেন না, ইন্দ্রপদও তিনি তুচ্ছ মনে করে ভগবানের পদরেণুর দ্বারা আপনার মন রঞ্জিত করে রাখেন সেই শান্ত ব্যক্তিই উত্তম ভাগবত।

অবশে উচ্চারিত হলেও যাঁর নামে সমস্ত পাপ বিনাশ করে, সেই সাক্ষাৎ হরি যাঁর হৃদয় রাজ্য ত্যাগ করেন না। যিনি প্রেমপাশ দ্বারা শ্রীহরির পাদপদ্ম হৃদয়ে আবদ্ধ করেন তিনি ভাগবত প্রধান।

রাজা নিমি জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভগবন্! মায়ার স্বরূপ কি? সেই মুনিগণের মধ্যে হতে অন্তরিক্ষ বললেন, সর্বভূতাত্মা আদিপুরুষ ভগবান্ যে পঞ্চমহাভূত দ্বারা সর্বজীবের সৃষ্টি করেছেন, সেই শক্তিই তাঁর মায়া। তিনি স্বয়ং ঐ ভূত সমূহে

অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়ে দশ ইন্দ্রিয়ে আপনাকে বিভক্ত করে বিষয় সকল ভোগ করিয়ে থাকেন। কিন্তু জীব বিষয়ে আসক্ত হয়ে সংসারক্ষেত্রে ভ্রমণ করতে করতে বহু অমঙ্গলপ্রদ কর্মপথে বিচরণ করে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত কেবলই নানা জন্ম ও মৃত্যু প্রাপ্ত হতে থাকে। মহাপ্রলয়ে, মহাকাল ব্যক্তকে অব্যক্তে নিয়ে যেতে আকর্ষণ করে, তখন শতবর্ষ অনাবৃষ্টি-জনিত উত্তাপে বিশ্ব দগ্ধ হয়, তৎপর শতবর্ষকাল অবিরাম বৃষ্টিজনিত প্লাবনে ব্রহ্মাণ্ড বিলীন হয়। প্রলয় অন্ধকার তেজের রূপ হরণ করলে তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ তামস অহঙ্কারে, ইন্দ্রিয় বুদ্ধি রাজস অহঙ্কারে এবং সমস্ত অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্বও প্রকৃতিতে বিলীন হবে। আমরা সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারকারিণী ত্রিগুণ মায়ার কথা বললাম। এক্ষণে আর কি শুনতে ইচ্ছা কর — রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবন্, এই ভাগবতী মায়া অতি দুস্তর। স্থূলবুদ্ধি অজিতেন্দ্রিয় মানবগণ কি প্রকারে এই মায়া হতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হতে পারে? সেই মুনিগণের মধ্য হতে বুদ্ধ বললেন, হে নৃপ! মানবগণের দুঃখনাশ ও সুখলাভ জন্য আবদ্ধ কর্মসমূহের মানুষ যে সকল কর্ম করে, তার বিপরীত ফল দেখা যায়। নিত্য পীড়াজনক আত্মার মৃত্যুস্বরূপ দুর্লভ বিত্ত, অস্থায়ী গৃহ, পুত্র ও গবাদি পশু পেয়ে বা প্রীতি কি প্রকারে হয়, অতএব এই সকলের সাধনা বৃথা।

অতএব শ্রেয়ার্থী ব্যক্তি বেদজ্ঞ শান্ত গুরুর আশ্রয় নিবেন গুরুকে আত্মা ও দেবতা মনে করে নিষ্কাম সেবা দ্বারা পরিতুষ্ট করে আত্মজ্ঞানপ্রদ পরমাত্মা হরি যাতে সন্তুষ্ট হন, সেই সকল ভাগবত ধর্ম শিক্ষা করবেন। সর্বপ্রথম সাধুদিগের সঙ্গ, সর্ব প্রাণীতে যথোচিত দয়া, মৈত্রী, বিনয় শিক্ষা করবে। তারপর শৌচ, তপঃ ক্ষমা, মৌন, বেদপাঠ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সুখ-দুঃখে সমভাব, সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন, গৃহাদির প্রতি অনাসক্তি, শুদ্ধবস্ত্রখণ্ড পরিধান, সন্তোষঃ যেন কেন চিৎ যা কিছু পাবে তাতেই সন্তোষ, ভাগবতশাস্ত্রে শ্রদ্ধা, অন্য সকল শাস্ত্রে অনিন্দার ভাব, মন, বাক্য ও শরীর সংযম, অন্তর ও বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহ, এবং শমদম শিক্ষা করবে। শ্রীহরির জন্ম, কর্ম ও গুণসমূহের শ্রবণ, কীর্তন এবং ধ্যান করবে। সকল কর্ম এবং সমস্ত সদাচার ও সমস্ত প্রিয়ব্যক্তি ও দ্রব্য তাঁকেই নিবেদন করবে। ভক্তগণের সহিত সৌহার্দ্দ এবং স্থাবর জঙ্গম বিশেষতঃ সাধু মহাপুরুষদের সেবা পরিচর্য্যা করবে। ভক্ত সঙ্গে কথপোকথন দ্বারা সন্তোষ, দুঃখনিবৃত্তি এবং পরস্পর হরিস্মরণ দ্বারা সাধন ভক্তিজাত প্রেম লক্ষণ ভক্তিদ্বারা রোমাঞ্চিত গাত্র হবে। এই ভাগবত ধর্মাজ্জিত শক্তি দ্বারাই দুস্তর মায়া হতে সত্বর উত্তীর্ণ হতে পারবে। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, হে ঋষিগণ! আপনারা

বরেণ্য ব্রহ্মবিৎ, সুতরাং আমার নিকট পরমাত্মার স্বরূপ কীর্তন করুন। সেই সকল মুনির মধ্যে পিপুলায়ন বললেন, যিনি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কারণ কিন্তু স্বয়ং কারণ বিবর্জিত হয়েও যিনি নিদ্রা জাগরণ সুযুপ্তি ও সমাধিতে নিত্য নিত্যরূপে বিদ্যমান যা দ্বারা দেহ ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মন প্রাণবান হয়ে মনুষ্য শরীরে বিরাজমান তাঁকেই পরব্রহ্ম জানবে। অথচ ইহারা কেহই যাঁকে প্রকাশ করতে পারে না। যার জন্য মৃত্যু হ্রাস বৃদ্ধি কিছুই নাই, তিনি পরব্রহ্ম। তিনি স্বতঃসিদ্ধ সুতরাং প্রমাণ নিরপেক্ষ। পদ্মনার শ্রীহরির চরণ যুগলে প্রগাঢ় ভক্তি দ্বারা চিত্তমল ক্ষালিত হলে নির্মল লোচনদ্বয়ের সম্মুখে সূর্য্যের ন্যায় সাক্ষাৎ আত্মতত্ত্ব দর্শন হবে। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, মানব কোন্ কর্মদ্বারা পুরুষ কর্মবন্ধন হতে মুক্তি ও নৈষ্কর্ম্য লাভ করতে পারে? মুনিগণের মধ্য হতে আবির্হোত্র বললেন, বেদে অভিহিত বিহিত কর্মের আচরণ। নিষিদ্ধ কর্মের বর্জন ও বিহিত কর্মের অনাচরণ - বেদ ঈশ্বরবাক্য - অপৌরুষেয়, বেদোক্ত কর্ম নিষ্কাম হয়ে ঈশ্বরে ফলার্পণ করে করলে তা দ্বারাই নৈষ্কর্ম্য লাভ হয়। তথাপি কর্মের যে ফলশ্রুতি, তা কর্মে প্রবৃত্তির জন্যই অবিহিত। বেদের বিধান ও তন্ত্রের বিধিমত কেশরের অর্চনা করলে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়। গুরুর উপদেশ অনুসারে নিজ অভিমত মূর্তিতে মহাপুরুষ ভগবানের পূজা করবে। আরাধ্য মূর্তির সম্মুখে শুচির সহিত উপবিষ্ট হয়ে প্রাণায়ামাদি দ্বারা দেহকে শোধন ও অঙ্গ-ন্যাসাদি দ্বারা রক্ষা বিধান করে হরির পূজা করবে। নিজ আত্মা দেহ ও আসনকে পবিত্র করে যথালব্ধ উপচারাদি দ্বারা মূলমন্ত্রাবলম্বনে সেই প্রতিমার পূজা করবে। নিজ আত্মাকে হরিময় মনে করে তাঁর পূজা করবে এবং মস্তকে নির্মাল্য ধারণ পূর্বক হরিকে হৃদয়ে স্থাপন করে পূজা সমাপ্ত করবে।

রাজা নিমি জিজ্ঞাসা করলেন, — হে মুনিগণ! শ্রীহরি স্বেচ্ছায় যে যে অবতারে পৃথিবীতে যে যে কর্ম করেছেন ও করবেন তা আমায় বলুন। মুনিগণের মধ্যে শ্রী দ্রুমিল বললেন, হে রাজন্! শ্রীভগবানের গুণ অনন্ত। গুণ গণনা করতে চাওয়া বালকবুদ্ধির পরিচায়ক, পৃথিবীতে ধূলি সমস্ত গণনা করা যেতে পারে কিন্তু তাঁর গুণ গণনা করা অসম্ভব। এই ব্রহ্মাণ্ডপুরী নির্মাণ করে তাতে অংশরূপে প্রবেশ করেন; তাই তিনি পুরুষ আখ্যা পেয়ে থাকেন। সৃষ্টি নিমিত্ত রজোগুণ হতে ব্রহ্মা যিনি পালনকর্তা দ্বিজ ও ধর্মসমূহের রক্ষাকর্তা যজ্ঞপতি সত্ত্বগুণ হতে বিষ্ণু ও সংহার কার্য্যের নিমিত্ত তমোগুণ হতে রুদ্রের আবির্ভাব। যাঁর ব্যবস্থায় সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার সতত সম্পন্ন হয়ে থাকে তিনি সেই আদিপুরুষ। ধর্মের ভার্য্যা দক্ষকন্যা মূর্তির

গর্ভে নরনারায়ণ রূপে অবতীর্ণ হন। তারা বদরিকাশ্রমে কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হলে ইন্দ্র নিজ পদের জন্য ভীত হয়ে তাঁদিগকে লুব্ধ করতে কামদেবকে পাঠান। কামদেব তাঁর মহিমা বিদিত ছিলেন না। তিনি বদরিকাশ্রমে গিয়ে কামিনীগণের কটাক্ষবাণ তাঁকে বিদ্ধ করলেন। কামদেব ও তাঁর অনুচরগণ ব্যর্থ ও লজ্জিত হয়ে নরনারায়ণের স্তবস্তুতি করে চলে আসেন। বিষ্ণু হংসরূপে অবতীর্ণ হয়ে দত্তাত্রেয়কে আত্মযোগ উপদেশ করেন। দত্তাত্রেয় সনৎকুমারকে, সনৎকুমার আমার পিতা ঋষভদেবকে তা বলেন। তিনি হয়গ্রীব অবতারে বেদ সকলের উদ্ধার, মৎস্যাবতারে সত্যব্রত মনু দ্বারা পৃথিবী ও ওষধি সকলকে রক্ষা, বরাহাবতারে জল হতে পৃথিবী উদ্ধারকালে হিরণ্যাক্ষবধ, কূর্মাবতারে সমুদ্র মন্থনকালে স্বীয় পৃষ্ঠে মান্দারপর্বত ধারণ, কুম্ভীর বদন হতে গজেন্দ্রকে রক্ষা, নৃসিংহাবতারে গোষ্পদ-জলে নিমগ্ন বালখিল্যগণকে রক্ষা, বৃত্রাসুরবধ করে ইন্দ্রকে উদ্ধার এবং অসুরেন্দ্র হিরণ্যকশিপুকে সংহার, বামনাবতারে বলির নিকট হতে পৃথিবী নিয়ে দেবগণকে দান, পরশুরামাবতারে হৈহয়কুল ও একুশবার সমগ্র ক্ষত্রিয়কুল নাশ এবং শ্রীরামচন্দ্র অবতারে রাবণ বধ করে সীতার উদ্ধার প্রভৃতি কার্য্য করেন। তিনি অজ হয়েও ধরার ভার হরণার্থ যদুকুলে অবতীর্ণ হয়ে দেবগণেরও দুষ্কর কর্মসাধন করবেন। বুদ্ধরূপে যজ্ঞে অনধিকারী অসুরদিগকে অহিংসাবাদে মোহিত করবেন এবং অন্তিম কল্কিরূপে অবতীর্ণ হয়ে শূদ্ররাজগণকে বধ করবেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, হে ঋষিগণ! প্রায়শঃ লোকেরা শ্রীহরিকে ভজনা করে না, সেই সকল অজিতাত্মা অনিবৃত্তকাম পুরুষগণের কি গতি হবে? মুনিগণের মধ্য হতে চমস বললেন, পরম পুরুষের দুঃখ, বাহু, ঊরু ও পাদ হতে সত্ত্বাদিগুণে বিপাদিচার জাতের জন্ম হয়। যারা না জেনে ভজনা করে না, বা জেনেও ঈশ্বরের অবজ্ঞা করে, তারা বর্ণাশ্রমে ধর্ম হতে ভ্রষ্ট হয়ে অধঃপতিত হয়। যে সকল স্ত্রী শূদ্র হরিকথা শ্রবণে বিমুখ, তারা কৃপাপাত্র। উপনয়ন সংস্কারও বেদাধ্যয়নাদি দ্বারা হরিপদের নিকটবর্তী হয়েও কোন কোন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বেদবাদে বিমূঢ় হয়ে কর্মফলে আসক্ত হয়। কি প্রকার কর্ম করলে বন্ধন হতে মুক্ত হওয়া যায়। তা না জেনে মনে করে সোমপান করে অমর হয়েছি, চাতুর্ম্মাস্য যোগ করলেই অক্ষয় স্বর্গ লাভ করে তথায় অপ্সরাগণসহ বিহার করব। রজোগুণ সম্পন্ন কামুক, সর্পতুল্য, ক্রোধযুক্ত দাম্ভিক অভিমানী পাপী ব্যক্তিরা সাধু মহাপুরুষদের উপহাস করে। তারা স্ত্রীসুখই পরমসুখ মনে করে। দক্ষিণা ও অন্নদানহীন যজ্ঞ করে এবং হিংসার দোষ না জেনে নিজের

জীবিকার জন্য পশু বধ করে। প্রকৃত বেদার্থ বোঝে না, কখনও ঈশ্বরকে স্মরণ করে না, সর্বদা নিজনিজ বাসনা পূরণে মত্ত। বেদে যে স্ত্রীসঙ্গ আমিষভোজন ও মদ্য সেবার ব্যবস্থা আছে, তা প্রাণিগণের ইচ্ছাধীনমাত্র। বেদ ঐ সকল কার্য্যে কোন বিধি দেন না, সুতরাং নিবৃত্তিই শ্রেয়স্কর। ধন ধর্মের জন্য, কিন্তু অবোধ লোকেরা অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য না রেখে ধন কেবল দেহভোগের নিমিত্ত ব্যয় করে। বেদবিহিত স্ত্রীসঙ্গ সন্তানোৎপাদন জন্য মাত্র, ইন্দ্রিয়সুখের জন্য নহে। যে সকল মূঢ় অসাধু ব্যক্তি নির্ভয়ে পশুহিংসা করে, পরকালে ঐ পশুই তাদিগকে ভক্ষণ করে। অজ্ঞ লোকেরা ঐ সকল কথা বা কার্য্যের প্রকৃত অর্থ না বুঝে কেবল ইন্দ্রিয় সেবার্থে ঐ সকল কার্য্য করে। জীবদেহে আত্মরূপে অবস্থিত ঈশ্বরকে যারা দ্বেষ করে, তারা পরকালে দেহে ও সংসার যুক্ত হয়ে অধঃপতিত হয়। যারা মূঢ়তাবশতঃ হরিকেই দ্বেষ করে তারা আত্মঘাতী, অকৃতার্থ। ভগবদ্‌বিমুখ লোক অনিচ্ছাসত্ত্বেও মৃত্যু এসে তাদিগকে নরকে নিয়ে যায়।

রাজা নিমি জিজ্ঞাসা করলেন, হে ব্রহ্মজ্ঞগণ! ভগবান্ কি প্রকার কিরূপ তাঁর বর্ণ, তাঁর নাম কি; কোন বিধিতে কোনকালে মানুষ তাঁর পূজা করে? মুনিদের মধ্য হতে শ্রীকরভাজন বললেন, সত্যযুগে ভগবান্ শুক্লবর্ণ, চতুর্ভুজ, বল্কল পরিধায়ী জটামণ্ডিত, দণ্ডকমণ্ডলু যজ্ঞোপবীতধারী ব্রহ্মচারীরূপে অবতীর্ণ হন। সত্যযুগে মনুষ্যগণ শান্ত ও সমদর্শী তাঁরা শমদমযুক্ত তপস্যা দ্বারা ভগবানের পুজো করে থাকেন।

ত্রেতায় রক্তবর্ণ চতুর্বাহু, মেখলাত্রয়যুক্ত, পিঙ্গলকেশ যজ্ঞমূর্তিরূপে বেদত্রয়োক্ত কর্মদ্বারা বিষ্ণু, যজ্ঞ, পৃশ্নিগর্ভে ইত্যাদি নামে পূজিত হন। দ্বাপরে শ্যামবর্ণ, পীতবসন, চক্রধারী শ্রীবৎসাদি কৌস্তুভাদিধারী, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও নারায়ণ ঋষি ইত্যাদি নামে নানা তন্ত্র বিধানে অর্চ্চিত হন। কলিকালে বিবেকী ব্যক্তিগণ কৃষ্ণবর্ণ, ইন্দ্রনীল তুল্য উজ্জ্বলকান্তি হরিকে হৃদয়াদি অঙ্গদেবতা, কৌস্তুভাদি উপাঙ্গদেবতা, সুনন্দাদি পার্ষদ ও সুদর্শনচক্রাদি অস্ত্রের সহিত সঙ্কীর্তনরূপ স্তুতিবহুল যজ্ঞ দ্বারা অর্চনা করেন।

এইরূপে যুগানুরূপ নাম দ্বারা যুগানুবর্ত্তী লোকেরা সর্ববিধ মঙ্গলের বিধাতা ভগবান্ হরিকে পূজা করেন। গুণিগণ কলিযুগকে অভিনন্দন করেন, কারণ এই যুগে কেবল নাম সঙ্কীর্তন দ্বারাই সমস্ত স্বার্থ সাধিত হয় এবং শ্রীভগবানকে লাভ করে জন্মমরণ হতে নিবৃত্ত পাওয়া যায়। এই নিমিত্ত সত্যযুগে উৎপন্ন ব্যক্তিগণও

কলিজন্ম বাসনা করে। কেন না কলিতে কোন কোন স্থলে নামকীর্তনেই মানুষ নারায়ণ পরায়ণ হয়ে থাকে।

কলিযুগে দ্রাবিড় দেশে তাম্রপর্ণী কৃতমালা পয়স্বিনী কাবেরী ও মহানদীর ও প্রতীচি প্রভৃতি বাহু মহাপুণ্যা নদী বিদ্যমান, মনুষ্যগণ এই সকল নদীর জল যাঁরা পান করেন, তাঁরা প্রায়ই শুদ্ধ হৃদয় বাসুদেবের ভক্ত হয়ে থাকেন। মুকুন্দ স্মরণে দেবঋণাদি সকল ঋণ হতে মুক্ত হওয়া যায়, পঞ্চযজ্ঞ করতে হয় না। ক্বচিৎ কর্ম দ্বারা অপরাধ ঘটে তবে সর্বপাপ হতে মুক্তি লাভ হয়। দেবর্ষি নারদ বললেন, হে বসুদেব! অনন্তর মিথিলেশ্বর নিনি এই প্রকার ভাগবতধর্ম সকল শ্রবণ করে প্রীত হলেন এবং নব মহর্ষিকে পূজা করলেন। তারপর সর্বলোকের সমক্ষে সিদ্ধ মহর্ষিগণ অন্তর্ধান করলেন এবং রাজা নিমি তাঁদের উপদিষ্ট ভাগবত ধর্ম আচরণ করে পরমাগতি লাভ করলেন। হে মহাভাগ বসুদেব! তুমিও শ্রদ্ধার সহিত শ্রুত ভাগবত ধর্মের সেবা করে পরম পদ প্রাপ্ত হবে। ভগবান্ শ্রীহরি তোমাদের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, নিয়ত দর্শন ভোজন উপবেশন আলিঙ্গনাদি দ্বারা পুত্রস্নেহে তোমাদের আত্মা পবিত্র করেছ, তোমাদের যশে জগৎ পরিপূর্ণ হবে। শিশুপাল, পৌণ্ড্রক বাসুদেব, শাল্বাদি নৃপগণ শত্রুভাবে তন্ময় হয়ে সর্বদা তাঁকে ভেবে তাঁর সারূপ্য লাভ করেছেন; অতএব তাঁর অনুরক্ত ভক্তদের সদ্গতি লাভ হবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? বসুদেব, যে সর্বাত্মা পরমেশ্বর নিজ ঐশ্বর্য্য গুপ্ত রেখে মনুষ্য ভাব ধারণ করেছেন, তাঁর প্রতি পুত্রবুদ্ধি ত্যাগ কর। নিঃসঙ্গ হয়ে ভাগবত ধর্ম আশ্রয় করলে তুমিও পরমা গতি প্রাপ্ত হবে। মহাভাগ বসুদেব ও মহাভাগা দেবকী এই সকল কথা শুনে সর্বমোহ হতে বিমুক্ত হয়েছিলেন।

অধ্যায় (৬—৯)

শ্রীশুকদেব বললেন, হে রাজন্! অনন্তর ব্রহ্মাসহ প্রধান প্রধান দেবঋষি, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, নাগ, সিদ্ধ, চারণ ও বিদ্যাধরগণ সকলেই কৃষ্ণদর্শন কামনায় দ্বারকায় আগমন করলেন। তাঁরা তাঁকে অতৃপ্ত নয়নে দর্শন করে স্বর্গের উদ্যানজাত পুষ্পের বহু মাল্য দ্বারা তাঁকে আচ্ছাদিত করে বিচিত্র পদ ও অর্থযুক্ত বাক্যে জগদীশকে বহুস্তব করলেন। আপনি স্থাবর ও জঙ্গমের অধীশ্বর, অতএব মায়া হতে উৎপন্ন গুণবিক্রিয়া দ্বারা উপনীত বিষয় সকল ভোগ করেও তাতে লিপ্ত হন না। আপনার ষোড়শসহস্র পত্নী আপনার মন মুগ্ধ করতে সমর্থ হয় নাই। দেবগণ ভগবান্ গোবিন্দের এইরূপে স্তব

করে শূন্যমার্গ আশ্রয় করে প্রণামপূর্ব্বক ব্রহ্মা বললেন, আমরা ভূভার হরণের নিমিত্ত প্রার্থনা করেছিলাম, আমাদের সেই প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন। এক্ষণে জগতে ধর্ম সংস্থাপিত হয়েছে। আপনার শ্রীপদ আমাদের পাপনাশ করুক। আপনারও এই পৃথিবীতে একশত পঁচিশ অতীত হল। দেবকার্য্য অবশিষ্ট নাই, যদুকুল নষ্টপ্রায়। অতএব এখন স্বধামে ফিরে এসে আমাদিগকে পালন করুন। ভগবান্ বললেন, ব্রহ্মন্; তুমি ঠিক বলেছ, কিন্তু আমি এই উদ্ধত যদুকুলকে সংহার না করে প্রস্থান করি তা হলে এরা উদ্বেল হয়ে এই লোক বিনষ্ট করবে। সম্প্রতি ব্রহ্মশাপের ফলে কুলনাশ আরম্ভ হয়েছে। হে অনঘ! এই কার্য্যের অবসানে বৈকুণ্ঠে গমনকালে আমি তোমার ভবনে যাব। ব্রহ্মা তাকে প্রণাম করে দেবগণ সহ প্রস্থান করলেন। এদিকে দ্বারকায় মহা উৎপাত আরম্ভ হল। ইহা দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ যদু বৃদ্ধদিগকে বললেন, একেতো এই সকল উৎপাত, তার উপর দুর্নিবার ব্রহ্মশাপ, অতএব চল, আমরা সকলে অদ্যই পুণ্যতীর্থ প্রভাসে যাই, আর অপেক্ষা করব না। আমরা সেই তীর্থে স্নান ও অন্নাদি দান করে সকল পাপ হতে উত্তীর্ণ হব। যাদবগণ রথাদি সজ্জিত করতে আরম্ভ করলেন। শ্রীকৃষ্ণের চিরানুগত উদ্ধব তাঁর বাক্য শুনে এই সকল উদ্যোগ এবং অশুভ চিহ্ন দেখে নির্জনে এসে শ্রীভগবানের পদে মস্তক অর্পণ করে বললেন, হে যোগেশ! দেবদেবেশ, আপনি সমর্থ হয়েও বিপ্রশাপের প্রতিবিধানের কোন চেষ্টা করলেন না। তখনই বুঝলাম, যদুকুল সংহার করে আপনি এক্ষণে এই মর্ত্যলোক ত্যাগ করতে ইচ্ছা করেছেন। হে কেশব, হে নাথ, আমি তো ক্ষণার্দ্ধকালও আপনার পাদপদ্ম পরিত্যাগ করে থাকতে চাই না। অতএব হে নাথ! আমাকেও আপনার ধামে নিয়ে চলুন। অমৃতস্বরূপ আপনার ক্রীড়া সকল আস্বাদন করলে লোকসকল স্পৃহাশূন্য হয়। আমরা আপনার ভক্ত, অতএব কি প্রকারে প্রিয় আত্মা স্বরূপ আপনাকে শয়ন, উপবেশন, বিচরণ, স্নান, ক্রীড়া ও ভোজনাদি করব? আপনার ভুক্ত মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র, অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত হয়েও আপনার ত্যক্ত প্রসাদ খেয়েই আমরা যে জীবন অতিবাহিত করলাম, এক্ষণে কিরূপে সেই মায়া জয় করব?

বসনহীন উর্দ্ধরেতা ঋষি সন্ন্যাসী ও শ্রমণগণ শান্ত ও নির্মলচিত্ত হয়ে আপনার ব্রহ্ম নামক ধামে গমন করেন। হে মহাযোগিন্! এ সংসারে কর্মময়পথে বিচরণ করে ও ভবদীয় ভক্তগণসহ আপনার গতি, হাস্য, দর্শন, পরিহাস, ক্রীড়া প্রভৃতি যে সকল নরলোক বিড়ম্বিত চেষ্টা এবং আপনার কথা ও কার্য্যাদি স্মরণ মনন করে দুস্তর সংসার উত্তীর্ণ হয়।

শুকদেব বললেন, হে রাজন্! ভগবান্ দেবকীনন্দন উদ্ধব কর্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হয়ে সেই ভৃত্যবৎ একান্ত প্রিয়ভক্ত উদ্ধবকে বলতে লাগলেন—

শ্রীভগবান্ বললেন, হে মহাভাগ! তুমি যা বললে তাই আমি করতে ইচ্ছা করেছি। ব্রহ্মার প্রার্থনার যে উদ্দেশ্যে আমি অংশে অবতীর্ণ হয়েছিলাম, সেই দেবকার্য্য নিষ্পন্ন হয়ে গিয়েছে। ব্রহ্মাদি লোকপালগণ এখন আমার প্রত্যাগমন ইচ্ছা করেন। শাপদগ্ধ এই যদুকুল পরস্পর কলহ করে বিনষ্ট হবে, তৎপর সপ্তম দিবসে সমুদ্র এই পুরী প্লাবিত করবে। আমি এই লোক ত্যাগ করে গেলেই কলি কর্তৃক আক্রান্ত হবে আর লোক হতে মঙ্গল চলে যাবে। কলিযুগে লোকেদের অধর্মের রুচি হবে, সুতরাং তুমি আমার পরিত্যক্ত এই মহীতলে ক্ষণকালও বাস করো না।

তুমি স্বজন ও বন্ধুগণের প্রতি সমস্ত স্নেহ পরিত্যাগ পূর্বক আমাতে মনকে সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট কর, সর্বভূতে সমদৃষ্টি হয়ে, পৃথিবীতে বিচরণ কর। মন, বাক্য, চক্ষু ও কর্ণদ্বারা মনকল্পিত এই জগতের উপলব্ধি হলে ইহা ক্ষয়শীল মায়াময়। হে উদ্ধব! আমি সর্বজীবের ঈশ্বর, আমাতে এই জগত প্রতিষ্ঠিত অতএব ইন্দ্রিয় সমূহ সংযত করে জগৎকে আত্মাতে এবং আত্মাকে অধীশ্বর রূপে আমাতে দর্শন কর। কোন বিঘ্ন যেন তোমাকে প্রতিহত করতে না পারে। বালকের যেমন সঙ্কল্প বিকল্প নাই, কোন দোষগুণবুদ্ধি নিয়ে কোন কর্ম করে না, তুমিও সেইরূপ নির্দ্বন্দ্ব হয়ে কর্ম করো।

যে সকল ভূতের সুহৃৎ ও শান্ত ব্যক্তি আমাকে শাস্ত্রজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান লাভ করে বিশ্বাত্মকরূপে দর্শন করে কদাচ বিপন্ন হল না। তাকে আর এই সংসারে আসতে হয় না। মহাভাগবত উদ্ধব এইসব শুনে শ্রীভগবানকে প্রণাম করে বললেন, হে যোগেশ! আপনি যোগাত্মন্, যোগসম্ভব, আপনি যে সন্ন্যাসলক্ষণ ত্যাগের কথা আমাকে বললেন, হে ভূমন! অভক্তের এইরূপ সকল কামনা ত্যাগ যে বড়ই দুষ্কর। আপনারই মায়ায় আমরা সর্বদা যে 'আমি' 'আমার' এই মোহেই ডুবে আছি। আপনার এই ভৃত্যকে এইরূপে অনুশাসন করুন, যেন আপনার বাক্য সহজে পালন করতে পারি। হে ঈশ্বর! আপনি সত্য স্বপ্রকাশ, আমার প্রতি এই সদ্ উপদেশ দেবগণের মধ্যেও আপনি ভিন্ন অন্য কাউকে দেখি না। কারণ বিষয়ে আসক্ত বুদ্ধি এই সকল শরীরী ব্রহ্মাদি দেবগণও আপনার মায়ায় বিমোহিত। নিতান্ত দুঃখে বিচলিতচিত্ত ও নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়ে নর সুহৃৎ নারায়ণ সর্বাধীশ আপনার শরণাপন্ন হলাম। শ্রীভগবান্

বললেন, হে উদ্ধব! পৃথিবীতে যাঁরা লোকতত্ত্বে অভিজ্ঞ, তাঁরা আত্মজ্ঞান দ্বারা অশুভ কামনা হতে আপনাদিগকে মুক্ত রাখেন। আত্মাই গুরু, বিশেষতঃ মানুষের,কারণ সে প্রত্যক্ষ ও অনুমান উভয়বিধ জ্ঞানদ্বারা শ্রেয়ের পথ বুঝে নিতে পারে।

উদ্ভব, প্রাণীমধ্যে মানুষই আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়। জ্ঞান ভক্তিতে বিচক্ষণ ও অপ্রমত্ত হলে এই মানুষ দেহেই আমি দর্শন দিই। মানুষেই নিগূঢ় গুণ ও চিহ্নাদি দ্বারা অনুমানের সাহায্যে আমাকে ঈশ্বররূপে যত্ন সহকারে অন্বেষণ করে থাকে। তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়ে যদু ও অবধূতের সংবাদ বিষয়ক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তিত হয়ে থাকে — একদিন ধর্মবিদ যদু যথেচ্ছ বিচরণকারী এক তরুণ পণ্ডিত অবধূত ব্রাহ্মণকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি কোনও কর্ম করছেন না বা বালকবৎ আপনার কোন আকাঙ্ক্ষাও নাই, আপনি বিদ্বান্ পণ্ডিত ও পরিপূর্ণ সংসারী অথচ বাসনা নির্মুক্ত, মানবগণ প্রায়শঃ আয়ু, যশ ও সমৃদ্ধির জন্যই ধর্ম, অর্থ, কাম ও আত্মতত্ত্ব বিচারে প্রবৃত্ত হয়। কোন বস্তুতে আপনার অভিলাষ নাই। আপনি গঙ্গাগর্ভস্থ হস্তীর ন্যায় কামলোভাদিতে উত্তপ্ত হচ্ছে না। আপনার আত্মায় এ আনন্দের কারণ কি? এ বুদ্ধিই বা কোথা হতে আসল? অবধূত ব্রাহ্মণ বললেন, হে রাজন্; আমি সংসারে আপন বিবেক বুদ্ধির দ্বারা বহু সংখ্যক জীবের নিকট এই বুদ্ধি লাভ করেছি। এই সকল জীব আমার গুরু, এঁরা মন্ত্র গুরু নহেন, জ্ঞানগুরু। যে জ্ঞান লাভে আমি মুক্ত, হে যযাতি তনয়! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, কপোত-কপোতী, অজগর, সাগর, পতঙ্গ, ভ্রমর, হস্তিনী, হরিণ, মীন, পিঙ্গলা, কুরর, কুমার, কুমারী, শরনির্মাতা, সর্প, মাকড়সা, মধুহারী জীব, কাঁচ পোকা, এই চব্বিশ প্রকার জ্ঞান গুরু করেছি। তা শ্রবণ কর —

পৃথিবী আমাদের দ্বারা নানা উৎপাতে আক্রান্ত হয়েও সর্বদা অবিচলিত থাকে তাই এর নিকট শিখলাম — ক্ষমা আর সহিষ্ণুতা পরম গুণ। আমাদের জীবন ধারণ পরের উপকারে। আপন ব্রতে অচল থাকবে। পর্বত ও বৃক্ষকে লোকে আপন প্রয়োজনে কেটে নিলেও তারা কিছুই বলে না। বায়ু — গন্ধ বহন করে মাত্র, নিজে তৎদ্বারা লিপ্ত হয় না, তার নিকট শিখেছি, সংসারে বিষয়ে প্রবিষ্ট হয়েও বাক্য ও বুদ্ধি অবিকৃত রেখে সর্বদা নির্লিপ্ত থাকতে হবে। আকাশ — যখন ঘটের ভিতরে থাকে তখন সে কত ক্ষুদ্র, কিন্তু তখনও সে অনন্ত বহিরাকাশের সঙ্গে যুক্ত, আর বহিরাকাশ বায়ু চালিত মেঘে ব্যাপ্ত থেকেও ঐ মেঘ দ্বারা কখনও স্পৃষ্ট হয় না। তার নিকট শিখলাম — আত্মাকে দেহের সহিত অ-সঙ্গ, গুণাদি দ্বারা অ-স্পৃষ্ট এবং

স্থাবর জঙ্গমে অবিচ্ছেদ্যভাবে পরিব্যাপ্ত জেনে ব্রহ্মস্বরূপে ভজনা করবে। জল — তার নিকট শিখেছি — তীর্থ জল যেমন স্বচ্ছ স্নিগ্ধ ও মধুর মানবগণের প্রতি স্বভাবতঃ অনুরাগমুক্ত মধুরালাপী নির্মল মুনিগণের মত দর্শন স্পর্শন ও কীর্তন দ্বারা জগৎ পবিত্র করতে হবে। নিজে পবিত্র থেকে জগতের মালিন্য দুর করতে হবে। অগ্নি — অদৃশ্যভাবে কাষ্ঠের প্রতি কণায় অনুপ্রবিষ্ট, কখনও গুপ্ত থাকেন, কখনও প্রদীপ্ত হয়ে ওঠেন, সকল ময়লা দগ্ধ করেন, যে যা দেয় তাই গ্রহণ করেন, অথচ কোন কিছু দ্বারাই কলুষিত হন না। অগ্নির নিজের কোন উৎপত্তি বা বিনাশ নাই, উৎপত্তি বিনাশ শিখার, অগ্নির নহে। সুতরাং অগ্নির নিকট শিখেছি-শ্রীভগবান্ সমগ্র বিশ্বে কাষ্ঠ মধ্যে নিহিত অগ্নির ন্যায় গুপ্তভাবে বিরাজমান। ধ্যানের দ্বারা তাঁকে জানতে হবে। চন্দ্রের নিকট শিখেছি— জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত যে হ্রাস বৃদ্ধি তা দেহের আত্মার নহে। যেমন চন্দ্র কলার হ্রাসবৃদ্ধি কাল প্রভাবে হয়, উহা চন্দ্রের নিজের হ্রাস বৃদ্ধি নহে। সূর্য্য হতে শিখেছি — আত্মা স্বরূপতঃ অভিন্ন স্থূলবুদ্ধি বশতঃ লোকে নানা উপাধিগত একই আত্মাকে ভিন্ন ভিন্ন মনে করে, যেমন সূর্য্যরশ্মি জলপাত্রের আকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন সূর্য্য বলে প্রতীত হন, সূর্য্য যেমন রশ্মি দ্বারা রস গ্রহণ পূর্বক যথাকালে তা জলরূপে ত্যাগ করেন, যোগীও তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিষয়সমূহ গ্রহণ করলেও তাতে আসক্ত হন না। মানুষের জানা উচিত নিরাসক্ত ভাবে অপরের উপকারে জীবনকে লাগাতে পারলে জীবনের সার্থকতা। কপোত-কপোতী নিকট শিখেছি — কারো প্রতি অতি স্নেহ বা আসক্তি করবে না, তাতে পরিণামে সন্তাপ ভোগ করতে হয়। কিরূপে শুনুন—এক কপোত বনমধ্যে এক কপোতীর প্রণয়ে আবদ্ধ হয়ে বৃক্ষচূড়ায় বাসা বেঁধে সর্বদা একত্র বনে বিচরণ করত। কপোতী যখন যা চাইত, যতই কষ্ট হোক না কেন তা সংগ্রহ করে এনে দিত। কপোতী কয়েকটি সন্তান প্রসব করল। দম্পতী তাদের মুখস্পর্শ মধুর কূজন ও অঙ্গচেষ্টা দ্বারা পরম আনন্দ লাভ করত। একদিন আহার অন্বেষণে উভয়ে বনে বিচরণ করছে, ইত্যবসরে এক দুরন্ত ব্যাধ এসে ভূমিতলে ইতস্ততঃ বিচরণমান ঐ শাবকগুলিকে অনায়াসে আবদ্ধ করে ফেলল। মায়ামুগ্ধা কপোতী ফিরে এসে রোদন করতে করতে শাবকগুলির নিকটস্থ হয়ে নিজেও ঐ জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ল। কপোত এসে দেখল, তার স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলেই তাকে ফেলে চলে যাচ্ছে। আমি এই স্নেহের পুত্তলীগুলিকে ছেড়ে কেমন করে কেনই বা এই শূন্য নীড়ে একাকী বাস করব, এই ভেবে ঐ কপোতও ইচ্ছাপূর্বক গিয়ে ব্যাধের জালে প্রবিষ্ট হল। ব্যাধ এসে অক্লেশে এতগুলি খাদ্য পেয়ে

কৃতার্থ হয়ে গৃহে প্রস্থান করল। মানবজন্ম মুক্তির দ্বার স্বরূপ, যে ব্যক্তি অত্যাসক্তি বশতঃ কপোত-কপোতীর ন্যায় দশা প্রাপ্ত হয় সে নিতান্তই লক্ষ্যভ্রষ্ট। অজগরের নিকট শিখেছি — দেহিদিগের স্বর্গ ও নরকে উভয়ত্র ইন্দ্রিয়জনিত সুখ দুঃখ অবশ্যই হয়, অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি সুখ ভোগের জন্য লালায়িত হয় না। অজগরের ন্যায় যথালব্ধ দ্রব্য দ্বারা শরীর মাত্র নির্ব্বাহ করবে, বহু বা অল্প হউক তাতেই তৃপ্ত থাকবে। কিছু না পেলেও ধৈর্য্যধরে দৈবে নির্ভরশীল থাকবে। সাগর যেমন গভীর ও অপার, বর্ষায় নদীজলে স্ফীত বা গ্রীষ্মে জলাভাবে শুষ্ক হয় না। নারায়ণপর মুনিও সমৃদ্ধি লাভে স্ফীত বা তদভাবে ক্ষোভিত হয় না। ইহা সাগরের নিকট শিখেছি। পতঙ্গ যেমন বহ্নির উজ্জ্বল রূপে মুগ্ধ হয়ে তাতে পুড়ে মরে, অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি দেবমায়ারূপিণী নারী অবলোকন করে তৎপ্রভাবে প্রলোভিত হয়ে পতঙ্গের ন্যায় দৃষ্টিহীন হয় ও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ইহা পতঙ্গের নিকট শিখেছি। ভ্রমর বিভিন্ন ফুলে মধু সংগ্রহ করে। মুনিগণ এইরূপে মধুকরের বৃত্তি অবলম্বন করে থাকেন। বিজ্ঞ ব্যক্তি ভ্রমরের ন্যায় ক্ষুদ্র বা বৃহৎ শাস্ত্র সকল হতেই সারগ্রহণ করেন। ইহা ভ্রমরের নিকট শিখেছি। পরদিনের জন্য ভক্ষদ্রব্য সঞ্চয় করবে না, হস্তে বা উদরে যতটুকু ধরে, তাই গ্রহণ করবে। ভিক্ষুক ব্যক্তি কিন্তু মক্ষীকার ন্যায় কদাচ সঞ্চয়ী হবে না। হলে মক্ষিকা যেমন মধুলোভে পদ্ম মধ্যে আবদ্ধ হয়ে বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ বিনাশপ্রাপ্ত হবে। হস্তিনী মোহে হস্তী অঙ্গ সঙ্গ লাভের জন্য গর্তমধ্যে পতিত হয়, ফলে শিকারী তাকে ধরে ফেলে। অতএব ভিক্ষু কাষ্ঠময়ী যুবতী মূর্তিকেও পদদ্বারাও স্পর্শ করবে না। স্পর্শ করলে হস্তিনীর অঙ্গ সঙ্গে হস্তীর ন্যায় বিনাশপ্রাপ্ত হবে। হরিণের নিকট শিখেছি যে সে ব্যাধের বাঁশীর রবে আকৃষ্ট হয়ে জালে পড়ে। রমণীগণের গ্রাম্য নৃত্য বাদ্য ও গীত উপভোগ করে মৃগীতনয় ঋষ্যশৃঙ্গ তাদের বৈশ্য ও হাতের পুতুল হয়েছিলেন, সুতরাং স্ত্রীলোক থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকবে। মৎস্যের নিকট শিখেছি যে রসনা জয়. না করতে পারলে বিনাশ নিশ্চিত। যে পর্য্যন্ত রসনা জয় না হয় তত সময় বিজিতেন্দ্রিয় হওয়া যায় না। রসনা জয় করলে সমস্ত ইন্দ্রিয় জয় হয়। পূর্বকালে বিদেহ নগরে পিঙ্গলা নামে এক বেশ্যা ছিল, তা হতে আমি একটি বিশেষ শিক্ষা পেয়েছি। সেই স্বেচ্ছাচারিণী পিঙ্গলা এক রজনীতে উত্তম বসনভূষণে সজ্জিতা হয়ে রতিশুল্ক ধনবানের আগমনের প্রতীক্ষায় অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগল। নাগরেরা আসতে লাগল ও বাহির হয়ে যেতে লাগল তখন রতি শুল্কোপ-জীবিণী মনে করল এইবার বুঝি বিত্তবান ব্যক্তি নিশ্চয় আসবে যথেষ্ট শুল্ক দিয়ে আমাকে

গ্রহণ করবে, সর্বক্ষণ এইরূপ ভেবে ভেবে গৃহের বাইরে যায় আর সেখান হতে হতাশ হয়ে ফিরে আসে — এইভাবে রাত্রির দু প্রহর অতবাহিত করল। ধনাশায় দীনমনা পিঙ্গলার মুখ শুকিয়ে গেল, সুখ কামনায় ভাবনা হেতু তার পরম নির্বেদ উপস্থিত হল। সে ভাবল অহো! আমি কি মূর্খ, কি মোহগ্রস্ত, নিজ দেহ বিক্রয় করে অন্য একটা দেহ হতে রতি ও বিত্ত পেতে ইচ্ছা করছি। সে ভাবল — যিনি সর্বদা নিকটে আছেন, পরম মনোহর, সকল সুখের আকর, নিত্য সম্পদ দাতা তাকে ছেড়ে আমি নিত্য রতিপ্রদ বিত্তপ্রদ এই অপরোক্ষ ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করে নিন্দিত কামপ্রদ দুঃখ, ভয়, ব্যাধি, শোক ও মোহপ্রদ তুচ্ছ কান্তকে কামনা করছি। রতিসুখ কামনা করে বৃথা আত্মাকে পরিতাপিত করেছি। আমি অসতী এই আত্মদ অচ্যুতকে ত্যাগ করে অন্য কান্ত কামনা করছি। দেহীদিগের যিনি সুহৃৎ প্রিয়তম নাথ ও আত্মা, তার নিকট এই দেহ বিক্রয় করে লক্ষ্মীর ন্যায় তারই সহিত আমি রমণ করব। যথাপ্রাপ্ত বস্তুতে জীবন ধারণ করে পরম রমণীয় সেই আত্মার সহিতই রমণ করব। ভগবান্ বিষ্ণু নিশ্চয় আমার প্রতি হয়েছেন, যেহেতু আমার কামনা ভঙ্গজনিত এই সুখপ্রদ নৈরাশ্য এসে উপস্থিত হল। অতএব আমি — শ্রীবিষ্ণু প্রদত্ত বৈরাগ্যরূপ উপহার মস্তকে ধারণ করে বিষয়সঙ্গজাত সর্বপ্রকার দুরাশা পরিত্যাগ করে সেই অধীশ্বরের শরণ নিলাম। পিঙ্গলা কান্ত তৃষ্ণাজনিত দুরাশা ছেদন করে শান্তি লাভ করত স্বীয় শয্যায় গিয়ে সুখে শয়ন করল। রাজন্! আশাই পরম দুঃখের কারণ আর আশা ত্যাগই পরম সুখ।

ব্রাহ্মণ বললেন, হে রাজন! বিষয় সংগ্রহই মানবগণের দুঃখের হেতু, কিন্তু যে অকিঞ্চন তিনিই অনন্ত সুখী। যে দুর্বল কুরর পক্ষীর মুখে মাংসখণ্ড আছে। অন্য বলবান কুরর সেই মাংস খণ্ডের জন্য তাকে বধ করতে যাবে, দুর্বল কুরর যদি মাংসের খণ্ডটি পরিত্যাগ করে তবে প্রাণরক্ষা করে সুখী হতে পারে। কুরর পক্ষীর কাছে আমি অকিঞ্চনতা শিখলাম। অজ্ঞ বালকের মনে কোন মান-অপমান অভিমান নেই। পুত্রকলত্রাদি ক্রীড়ার আসক্তি সামগ্রীর অভাবে আত্মাতেই ক্রীড়া করি এবং আত্মাতেই আসক্ত থাকি সুতরাং বালকের কাজে আমি আত্ম ক্রীড়তা শিখে নিশ্চিন্ত মনে সংসারে বিচরণ করি। এক কুমারীর হাতে একাধিক কঙ্কণ থাকায় সে নিঃশব্দে গৃহকার্য্য করতে অসুবিধা বোধ করল। তখন একটি মাত্র রেখে অন্য কঙ্কণগুলি সব ভেঙে দিল। তার নিকট শিখলাম — বহুলোকের একত্র বাসে কলহ হয়, এবং বহু বার্তালাপ হয়, কৃষ্ণ ভজিবার তরে একাকী বিচরণ করবে। শরনির্মাতা তদ্ গতচিত্তে

শর নির্মাণ করছে, স্বয়ং, রাজা মহাকোলাহল করে তার পাশ দিয়ে চলে গেলেন। সে কিছুই জানতে পারল না। বাণে একলক্ষ্য থাকায় বাহ্য বা আভ্যন্তর কোন বস্তুতে তার জ্ঞান থাকে না। একমনে কাজ করাই সাধনায় অগ্রগতি। তার নিকট শিখলাম— চঞ্চল মনকে শ্বাস আসনাদি দ্বারা বিষয় বাসনা সমূহ পরিত্যাগ করে, অন্তর হৃদয়বাসী একক হবেন। সর্পের কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান নাই, পরকৃত গর্তে প্রবেশ করে সুখী হয়। ক্ষণভঙ্গুর জীবনে গৃহারম্ভ বিফল ও দুঃখজনক। সর্প বিচরণ করে, তার যে বিষ আছে, তার গতি দ্বারা তা বুঝাতে পারবে না। সর্পের নিকট শিখলাম — অনিকেতন তাই সুখ, গৃহপরিবারই দুঃখের কারণ। মাকড়সা যেমন নিজ হৃদয় হতে মুখবিবর দ্বারা সূক্ষ্ম সূত্র বিস্তার করে তা দ্বারাই ক্রীড়া করে থাকে, আবার পুনর্বার তা গ্রাস করে। তার কাছে মোহ আবার মোহভঙ্গ দুটোই শিখেছি। কাঁচ পোকা অপর পোকাকে ধরে নিজের গর্তে নিয়ে যায়। তখন সেই পোকাটি ভয়বশতঃ তাকে চিন্তা করতে করতে নিজেই কাঁচপোকা হয়ে যায়। তেমনি কৃষ্ণ চিন্তা করতে করতে তাঁরই স্বরূপতা লাভ করা যায়। এর নিকট শিখলাম — তন্ময় হয়ে ধ্যান করলে ভগবৎ সারূপ্য লাভ হয়। ব্রাহ্মণ চব্বিশ জন শিক্ষাগুরুর কথা বলে নিজের দেহকেই শ্রেষ্ঠতম গুরু বলে উল্লেখ করেন। এই দেহের সাহায্যেই তত্ত্বসকল নির্ণয় করে নিঃস্ব রূপে বিচরণ করতে পারি। এই দেহই মোহমুক্তির কারণ। ঈশ্বর পূজার জন্য এই দেহ দরকার। এই দেহ কত কষ্ট স্বীকার করে স্ত্রী পুত্রাদি পরিবার বিস্তার করে তাদের পোষণ করে। দেহকে সুস্থভাবে রাখা মানে দেহরূপ গুরুকে ভক্তি করা। আত্মা বলহীনের দ্বারা লভ্য নহেন।

জিহ্বা, তৃষ্ণা, শিশ্ন, ত্বক, উদর, শ্রোত, ঘ্রাণ, চক্ষু, কর্মশক্তি — এরা প্রত্যেকে এক এক দিক হতে এই দেহকে, বহু সপত্নী যেমন গৃহপতিকে টানে, সেইরূপ টানছে। ধীর ব্যক্তি বহুজন্মান্তে আত্মপ্রাপক সুদুর্লভ মনুষ্য দেহ লাভ করে সেই ক্ষণ ভঙ্গুর দেহের যে পর্যন্ত পতন না হয় ততদিন মুক্তির জন্য যত্ন করবে। কেননা পশ্বাদি যোনিতে জন্ম হলে বিষয়ভোগ অবশ্য করতে হয়। যদুরাজ যে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"আপনি কোন আনন্দে নিরীহ হয়েছেন" তার উত্তরে অবধূত বললেন—এই সকল শিক্ষা দ্বারা জ্ঞান লাভ করে আমি বৈরাগ্য প্রভাবে মুক্তসঙ্গ ও নিরহঙ্কার হয়ে এই পৃথিবী পর্য্যটন করছি।

একজন গুরুর নিকট হতে প্রচুর ও নিশ্চিত জ্ঞানলাভ হয় না, কারণ, ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় হলেও ভিন্ন ভিন্ন ঋষিরা তাঁকে নানাভাবে কীর্তন করেছেন।

ভগবান্ বললেন, সেই গভীর জ্ঞানী ব্রাহ্মণ এইরূপ বলে যদুরাজকে আমন্ত্রণ করে ও নিজ তৎকর্তৃক উত্তমরূপে পূজিত হয়ে যেমন এসেছিলেন, প্রীতমনে তেমনই যথাগত স্থানে চলে গেলেন। হে উদ্ধব! আমাদের পূর্বপুরুষগণের আদিপুরুষ যদু সেই অবধূতের এই সকল বাক্য শ্রবণ করে সর্বপ্রকার আসক্তি ত্যাগ পূর্বক ভগবানে মনোনিবেশ করলেন।

অধ্যায় (১০)

শ্রীভগবান্ বললেন, উদ্ধব, আমাকে একমাত্র আশ্রয় জেনে আমার কথিতমত স্বধর্মে অবহিত হয়ে নিষ্কামভাবে বর্ণাশ্রম ও কুলাচারোচিত কার্য্য আচরণ করবে। প্রবৃত্তির পথ পরিহার করে নিবৃত্তির পথ অবলম্বন করবে। আত্মতত্ত্বান্বেষী কর্মপ্ররোচনার আদর করেন না। যিনি আমাকে বিশেষভাবে জানে এবং আমাগতচিত্ত, এরূপ শান্ত গুরুর উপাসনা করবে। যম, নিয়ম অনুষ্ঠান করবে। অসূয়া অভিমান মমতা ত্যাগ করে সর্বভূতে সমদর্শী দাহক ও প্রকাশক হলেও অগ্নি যেমন জলন্ত কাঠ হতে পৃথক তদ্রূপ বিভূতিশালী গুরুসেবক শিষ্য এই প্রকারের হবেন। কাষ্ঠে প্রবিষ্ট অগ্নি যেমন বিনাশ, উৎপত্তি নানাত্বাদি কাষ্ঠের গুণ গ্রহণ করে। তদ্রূপ আত্মা এক, দেহ হতে ভিন্ন, দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে উহার গুণসমূহ ধারণ করে মাত্র। জ্ঞানের দ্বারাই জীবের দেহাত্মবোধ নিরস্ত হয়। গুরু উপরের কাষ্ঠ, শিষ্য নীচের কাষ্ঠ, উপদেশ মন্থন ব্যাপার; বিদ্যা উহাদিগের সংঘট্টনোত্থিত অনল তুল্য। অগ্নি যেমন দাহ্য কাষ্ঠ দগ্ধ করে স্বয়ং নির্ব্বাপিত হয়, তদ্রূপ গুরুর উপদেশ লব্ধ অতি নিপুণ শিষ্য কর্তৃক অর্জিত জ্ঞান গুণপ্রসূত মায়াকে নিবৃত করে। অবশেষে ইন্ধন রহিত অগ্নির ন্যায় স্বয়ংই শমতা লাভ করে। আত্মা সুখ-দুঃখের ভোক্তা নহে, মৃত্যুর অধীন নহে, সে স্বতন্ত্র। সুখ-দুঃখ এখানে যেমন, স্বর্গেও তেমন, উহা পরাধীনতা ও ভয়ের কারণ।

উদ্ধব জিজ্ঞাসা করলেন, নিত্যবদ্ধ ও নিত্য মুক্তের স্বরূপ প্রভেদ ও লক্ষণ কি? এই ভ্রম দূর করুন। শ্রীভগবান্ বললেন—বদ্ধ ও মুক্তভাব মায়াবশে হয়ে থাকে, আমার বন্ধনও নাই মুক্তিও নাই। ইহা আত্মার স্বরূপ নহে। উহা সত্ত্বাদি গুণজনিত। দেহীদিগের বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই আমার তনু জানবে। ইহা আমার মায়া নির্মিত। একই বৃক্ষে জীব ও আত্মা দুটি পক্ষী স্বভাবের বশে বাসস্থান নির্মাণ করে আছে, একটি ফল খায়, অপরটা দেখে মাত্র। প্রথমটি গুণের বশ হল, দ্বিতীয়টি মুক্ত হল।

যিনি বিদ্যাযুক্ত তিনি নিত্যমুক্ত আর যিনি অবিদ্যাযুক্ত তিনি নিত্যবদ্ধ। আসক্তি ও অভিমান, অবিদ্যা, আমাতে একান্ত নিষ্ঠা বা ভক্তিই বিদ্যা। বিদ্বান্ ব্যক্তি গুণ দোষ বর্জিত সমদর্শী উপকার বা অপকারে কিংবা প্রশংসা ও নিন্দায় বিকার গ্রস্ত হন না। বিদ্যা অভ্যাস দ্বারা মন স্থির হলে সকল কর্ম আমার জন্য করছে এই ভাব আসবে, ইহাই কর্মার্পণ। বদ্ধ এইরূপে ক্রমে মুক্ত হয়। যিনি বেদে অনুরক্ত অথচ পরব্রহ্মে মদ্‌ভক্তি দ্বারা আমাকে ধ্যান করে না, বন্ধ্যা গরু পালকের ন্যায় তার শ্রম পণ্ড হয়ে থাকে।

অধ্যায় (১১)

উদ্ধব বললেন, উত্তম ভক্ত কে? উত্তম ভক্ত কিরূপে হয়? হে জগৎ প্রভো! আমি আপনার প্রণত অনুরক্ত ও প্রপন্ন! অতএব আমার দ্বিধা সমাধান করুন।

শ্রীভগবান বললেন, যে ব্যক্তি ভক্তিই সর্ব্বার্থ সাধন জেনে আমার সাধনায় তন্ময় কৃপালু, অহিংসক, সত্যাশ্রয়ী, সুখেদুঃখে তুল্যজ্ঞানী, জিতেন্দ্রিয়, কোমল স্বভাব, নিরীহ, অল্পহারী, শান্ত, স্থির, আমার শরণাপন্ন, ধীর, অভিমানহীন, সর্বজীবে সমভাবাপন্ন, নিজের দোষগুণে অভিজ্ঞ, বেদধর্মে অনাসক্ত হয়ে আমাকেই ভজনা করেন, তিনি উত্তম ভক্ত। নিজের স্বরূপ ভুলে অনন্যমনে আমাকে ভজনা করেন, তাঁরা অতি উত্তম ভক্ত ইহা আমার মত।

আমার প্রতিমা ও মদীয় ভক্তজনের স্পর্শ ও অর্চনা, আমার সেবা স্তুতি, প্রণাম ও গুণকর্মের কীর্তন, শ্রবণ, ধ্যান, সর্ববিধ লব্ধবস্তু আমাতে অর্পণ, দাস্যভাবে আত্মনিবেদন এই সকল আমার ভক্তজনের কর্তব্য। আর কেবলমাত্র সাধুসেবা দ্বারা আমাতে জ্ঞান লাভ হয়ে থাকে। এই সাধুসঙ্গ জাত ভক্তি ব্যতীত সম্যক্ ভবসংসার উত্তীর্ণ হবার অন্য উপায় নাই, কেননা আমি সাধুগণের আশ্রয়। এছাড়া অন্য কোন উপায়ে আমাকে পাওয়া যায় না। এরপর পরম গুহ্যক বিষয় শ্রবণ কর — বৃত্রাসুর, প্রহ্লাদ, বৃষপর্ব্বা, বলি, বাণ, ময়, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান, গজেন্দ্র, জটায়ু, তুলাধার, বৈশ্য, ধর্মব্যাধ, ব্রজের কুব্জা, ব্রজাঙ্গনাগণ, ও যজ্ঞ পত্নীগণ, ইহারা সকলেই আমার নিজ সঙ্গ দ্বারা ভক্তি লাভ করেছিল। আমার ভক্তের সঙ্গ ও আমারই সঙ্গ। দেখ, ব্রজাঙ্গনাগণ বৃন্দাবনে আমার সঙ্গ কালে এক রাত্রিকে ক্ষণার্দ্ধ মনে করত, এঁরা বেদ পড়ে নাই, মহতের সেবা করে নাই, ব্রত তপস্যাদির আচরণও তাঁদের নাই,

মাত্র সৎসঙ্গে আমাকে প্রাপ্ত হয়েছে। আর অক্রূর এসে যখন বলরামের সহিত আমাকে মথুরায় নিয়ে গেল, তখন আমার বিরহে গোপীগণ এক রাত্রিকে এক কল্পবৎ মনে করেছিল। সে রাত্রি যেন আর শেষ হতে চায় না। আমার চিন্তায় তখন তারা নিজ দেহকেও জানতে পারে নাই। নদীসকল যেমন সমুদ্রে পড়ে নিজ পৃথক অস্তিত্ব হারায়, তারাও সেইরূপ আমাতে মিশে এক হয়ে গিয়েছিল। তারা আমার স্বরূপ বা তত্ত্ব বুঝত না, একমাত্র আমাকেই জেনে আমার পরমভাব প্রাপ্ত হয়ে আমাকেই পেয়েছিল। উদ্ধব, তুমি শ্রুতি স্মৃতি প্রবৃত্তি নিবৃত্তি শ্রোতব্য, শ্রুত সমস্ত বিসর্জন দিয়ে সর্বভাবে সর্বদেহীর শরণ্য পরমাত্মা আমার শরণ লও। তাহলে আমা দ্বারা তোমার সকল ভয় দূর হবে।

অধ্যায় (১২—১৩)

উদ্ধব বললেন, হে ভগবান্! আমার মনে একটি সংশয় জন্মেছে — কর্তা কে? আত্মা না জীবের কর্ম?

শ্রীভগবান্ বললেন, সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট পরমেশ্বর মনোময় সূক্ষ্মরূপ গ্রহণ করে ক্রমে মাত্রা স্বর বা বর্ণাত্মক বেদবাণী আকার স্থূলরূপ ধারণ করেন, যেমন কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণে প্রকাশ পেলে বায়ু সাহায্যে অগ্নি উত্থিত হয়, শেষ অবস্থায় ওতে ঘৃত নিক্ষিপ্ত হয়ে অতি স্থূলকারে বর্দ্ধিত হয়ে উঠে। আমারও বেদরূপ অভিব্যক্তি তদ্রূপ জানবে। একমাত্র আদিতে তিনি এক অব্যক্ত ছিলেন, মায়াশক্তি দ্বারা নিজেকে বহুরূপে ব্যক্ত করেছেন, যেমন বীজসকল ক্ষেত্রে পতিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন বহু বহু বৃক্ষরূপে প্রকাশিত হয়। কর্মমাত্রই এই বিকাশের রূপ। সকল কর্তাই তিনি কর্ম তাঁরই মায়াশক্তি হতে উৎপন্ন, তিনি পটতন্তুর ন্যায় এই বিশ্বে ওতপ্রোত। সংসার বৃক্ষে দুটি ফল দুঃখ ও সুখ। আসক্ত দুঃখ ফলের ও অনাসক্ত সুখ ফলের ভোক্তা। উদ্ধব, তুমি অপ্রমত্ত হয়ে একান্ত ভক্তি দ্বারা অর্জিত তীক্ষ্ণজ্ঞান কুঠার দ্বারা এবংবিধ ত্রিগুণাত্মক লিঙ্গদেহ ছেদন করতঃ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হও এবং তারপর সাধন উপায়ে কর্মাদি ত্যাগ করো। তদ্রূপ ভক্তির উদয় হলে অন্য অবান্তর অনুষ্ঠানের আপনা আপনি পরিত্যাগ এসে পড়ে।

উদ্ধব বললেন— মানবগণ বিষয়কে বিপদের আধার জানেন, তথাপি হে কৃষ্ণ! কেন সেই বিষয় ভোগ করে থাকে। ইহার প্রতিকার কি?

শ্রীভগবান্ বললেন—এর প্রতিকার—সমুদয় বিষয় হতে মনকে আকর্ষণ করে আমাতে নিবিষ্ট করা। এই আমার সঙ্গে যোগ। অপ্রমত্ত বিষাদহীন, প্রাণায়াম পরায়ণ ও বদ্ধাসন হয়ে তিনবেলা আমাতে মন অর্পণ পূর্বক ক্রমশঃ সমাধি অলম্বন করবে।

উদ্ধব বললেন, সনকাদি ঋষিগণকে আপনি যে কালে ও যেরূপে যে যোগ উপদেশ দিয়েছিলেন, আমি তা জানতে ইচ্ছা করি।

শ্রীভগবান্ বললেন,—সনকাদি ঋষিগণ একদা ব্রহ্মার নিকট এসে দেহের পরম দুর্জ্ঞেয় গতি জিজ্ঞাসা করেছিলেন। যোগিগণ জিজ্ঞাসা করলেন — হে প্রভো! চিত্ত ও বিষয় — এদের প্রতি অন্যের আকর্ষণ তো স্বাভাবিক, তবে কিরূপে ইহা অতিক্রম করা যায়? ব্রহ্মা ধ্যানস্থ হয়ে এর কোন সদুত্তর স্থির করতে না পেরে আমাকে স্মরণ করায় আমি হংসরূপ ধারণ করে ঐ ঋষিগণের নিকট উপস্থিত হলাম। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে? আমি বললাম যা কিছু মন, বাক্য, দৃষ্টি ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা গৃহীত হয়, তা একমাত্র আমিই। বস্তু বিচারে পঞ্চভূতাত্মক জীব ও পরমাত্মা অভিন্ন। চিত্ত ও বিষয় বা গুণ পরস্পর একত্র গ্রথিত। এই উভয়ই মদাত্মক জীবের দেহরূপ উপাধিমাত্র। জীব স্বশক্তি দ্বারা ঐ সম্বন্ধ অতিক্রম করতে পারে না। সংস্কার বশে বিষয় বাসনা চিত্ত হতে উদ্‌ভূত হয়ে থাকে কিন্তু যিনি জপধ্যান করেন তাদৃশ ভক্ত উভয়ই ত্যাগ করবেন। আমার স্বরূপই তার প্রকৃত স্বরূপ — এই তত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারলেই চিত্ত ও বিষয়ের সম্বন্ধ হতে উদ্ভূত বাসনা সমূহের একান্ত নিবৃত্তি হয়। গুণাধীন মনের অবস্থা আমারই মায়া দ্বারা কল্পিত, আমার ভজনা দ্বারাই ঐ মায়া নিরস্ত হয়। হে মুনিগণ! আপনাদের জিজ্ঞাসিত ধর্ম বলবার জন্যই আমি এসেছি, আমাকে বিষ্ণু বলে জানবেন। আমি যোগ, সাংখ্য, সত্য, ঋত, তেজ, শ্রী, কীর্ত্তি ও দমের পরমাশ্রয় এইরূপ বলে আমি স্বধামে প্রস্থান করলাম।

অধ্যায় (১৪–১৫)

উদ্ধব বললেন,—ব্রহ্মবাদিগণ শ্রেয়ঃসাধন বহু প্রকার বলেছেন, কিন্তু হে কৃষ্ণ! সকল পথই কি সমান, না ভক্তিযোগই প্রধান। যা দ্বারা সর্বতোভাবে আপনাতে মননিবেশ করা যায় সেইরূপ নিরপেক্ষ ভক্তিযোগের উপদেশ দিন।

শ্রীভগবান্ বললেন,—বেদে নিরূপিত — পূর্বকালীন প্রলয়ে বিনষ্ট পুনরায় সৃষ্টির প্রাক্কালে আমি ব্রহ্মাকে যে বেদবাক্য বলেছিলাম, ব্রহ্মা তাঁর সৃষ্টির প্রথম জাত সন্তান মনুকে এই বেদ ধর্ম বলেন, মনু হতে ভৃগু এইভাবে সাতজন মহর্ষি তা

প্রাপ্ত হন। তা পরম্পরাক্রমে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উপদেশ দ্বারা বিভিন্নরূপ প্রাপ্ত হয়েছে। কেহ কেহ ক্রিয়া, যশ, কাম, ঐশ্বর্য্য, শম, দম, যজ্ঞ, তপস্যা, দান, ব্রত, নিয়ম ও যমকে পুরুষার্থ বলে থাকেন। এঁদের স্ব স্ব কর্মলব্ধ সকলেই অনিত্য, অতএব উহা দুঃখময় মোহময় অকিঞ্চিৎকর নিন্দিত এবং শোকাকুল। যে সর্বভাবে নিরপেক্ষ হয়ে আমাতে আত্মসমর্পণ করে যাদের মন তুষ্টি লাভ করে, তাদের সকলই সুখময় হয়। যিনি আমাকে পেয়েই মাত্র সন্তুষ্ট তাঁর সকল দিক সুখময়। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের সে সুখ কোথায়?

যিনি সমগ্রচিত্ত আমাতে অর্পণ করেছেন, তিনি আমা ছাড়া ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ, পৃথিবীর আধিপত্য বা পাতালের আধিপত্য, যোগ সিদ্ধি অনিমাদি সিদ্ধি মুক্তি এবং অন্য কিছুই পেতে অনিচ্ছুক।

এইরূপ ভক্তের পদরেণু দ্বারা পূত হবার জন্য আমি নিয়ত তাঁদের অনুগমন করি। প্রকৃত ভক্ত কখনও বিষয় দ্বারা অভিভূত হন না। ভক্তি সমস্ত পাপ দগ্ধ করে, চণ্ডালকেও জাতিদোষ হতে পবিত্র করে।

"হে উদ্ধব! তীব্র ভক্তিদ্বারা আমাকে যেমন পাওয়া যায়। যোগধর্ম, সাংখ্যধর্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা ও ত্যাগ দ্বারাও তেমন পাওয়া যায় না। কাষ্ঠরাশিকে যেরূপ অনল ভস্মীভূত করে, তদ্রূপ আমার শ্রবণ মননাদি-জাত ভক্তি পাপরাশিকে নিঃশেষরূপে ভস্মীভূত করে।"* তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় যেরূপ ব্রহ্মা, শঙ্কর, বলরাম লক্ষ্মী অধিক কি নিজমূর্তিও তদ্রূপ প্রিয় নহে। শরীরের রোমাঞ্চ ইত্যাদি চিত্তের দ্রবীভাব সূচক লক্ষণ দ্বারা এই ভক্তি প্রকাশিত হয়। স্বর্ণ যেমন অনলতাপে আত্মমল পরিত্যাগ করে, ভক্তি যোগদ্বারা জীবও তেমন সমস্ত বিষয় বাসনা পরিত্যাগ পূর্বক আমাকে প্রাপ্ত হয়। আমার পবিত্র কথা শ্রবণে ও ভাষণে আত্মা যেমন পরিমার্জিত হয়, তদ্রূপ ভক্তি পরিমার্জিত আত্মাও সূক্ষ্ম বস্তুর দর্শন লাভ করে থাকে। আমাকে স্মরণকারীর হৃদয় আত্মাতে লীন হয়। তুমিও আমার ভাবে ভাবিত মন আমাতেই নিযুক্ত কর। অনলসভাবে আমাকেই ধ্যান করবে।

---

* যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ।।
ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায় স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা।। ১১/১৪/১৯, ২০

উদ্ধব— হে কমললোচন! আমি আপনার ধ্যান কিরূপে করব তা বলুন।

শ্রীভগবান্— জিতেন্দ্রিয় সাধক অতি নীচও নয় বা অতি উচ্চও নয় এইরূপ সমান আসনে ঋজুভাবে মুখোপবিষ্ট হয়ে, ক্রোড় দেশে এক হাতের উপর অন্য হাত রেখে স্বীয় নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থাপন পূর্বক পূরক, কুম্ভক ও রেচক দ্বারা প্রাণবায়ুর পথ শোধন করবে। তৎপর বিলোমক্রমে অর্থাৎ বিপরীতভাবে ধীরে ধীরে প্রাণনিরোধ করবে। অবিচ্ছিন্ন ঘণ্টানাদতুল্য হৃদয়স্থিত ওঙ্কার ধ্বনিকে প্রাণবায়ু দ্বারা মস্তকে নিয়ে গিয়ে তারপর সেই ওঙ্কারে উদাত্তস্বর সন্নিবেশ করবে। প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যায় দশবার করে প্রাণায়াম যোগে ওঙ্কার অভ্যাস করবে। এইরূপ করলে — এক মাসেই প্রাণবায়ু জয় করতে পারবে। তৎপর হৃৎপদ্মে সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নিকে চিন্তা করে তন্মধ্যে আমার সকল বিভূতি সম্পন্ন চতুর্ভুজ মূর্তি ধ্যান করবে। বিষয় হতে ইন্দ্রিয় সকলকে আকর্ষণ করে, বুদ্ধি দ্বারা মনকে ধারণ পূর্বক মুখমণ্ডলই চিন্তা করবে, অন্য কোন অঙ্গেরই চিন্তা করবে না। এই ধারণা সুদৃঢ় হলে ও তখন মনকে তথা হতে আকর্ষণ করে সর্ব কারণের কারণ অকাশে ধারণ করবে, যে ব্যক্তি আমাতে আরূঢ় হতে চায়, সে তাও ত্যাগ করে আমাভিন্ন অন্য কিছু চিন্তা করবে না। এইভাবে জ্যোতি যেমন জ্যোতির সহিত যুক্ত হয়, তদ্রূপ সমাহিত মনে আমাতেই আত্মসংযোগ করবে। এইভাবে যে যোগীর ধ্যান সুতীব্র হয়েছে তার দ্রব্যজ্ঞান ও ক্রিয়াবিষয়ক ভ্রম সত্বর অপনোদিত হয়।

তপস্যান্বিতা বিদ্যা আমার প্রতি ভক্তিবিহীন আত্মাকে সম্যক্ ভাবে পবিত্র করতে পারে না। শরীরের রোমাঞ্চ, হৃদয়ের দ্রবীভাব আনন্দাশ্রুপাত এই সকল লক্ষণ লক্ষিত ভক্তি ব্যতীত চিত্ত শুদ্ধ হয় না। "আমার ভাবে যার বাক্য গদ্‌গদ ও হৃদয় দ্রবীভূত এবং পুনঃ পুনঃ রোদন ও হাস্য করে, কখনও উচ্চৈঃস্বরে গুণগান ও উদ্দাম নৃত্য আমার প্রতি ভক্তিই সে সকল ব্যক্তি জগৎ পবিত্র করতে পারে।*

শ্রীভগবান্ বল্‌লেন—চিত্ত স্থির হলে আমাতে ধৃতচিত্ত যোগীদিগের নিকট সিদ্ধি সকল আপনিই এসে উপস্থিত হয়।

উদ্ধব বললেন—হে অচ্যুত! আপনি যোগীগণের সিদ্ধিদাতা, সেই সিদ্ধি কত প্রকার? কোন্ ধারণা দ্বারা কোন্ সিদ্ধি লভ্য?

---

* বাগ্‌গদ্‌গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং রুদত্য ভীক্ষ্ণং হসতি ক্বচিচ্চ।
বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতে চ মদ্ভক্তি যুক্তো ভুবনং পুনাতি।। ১০/১৪/২৪

শ্রীভগবান্ বললেন — সিদ্ধি ও ধারণা উভয়ই অষ্টাদশ প্রকার। সেই সকল সিদ্ধির মধ্যে আটটি আমার আশ্রিত এবং অবশিষ্ট ১০টি সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ জাত। এই আটটি আমার স্বাভাবিক শক্তি অনিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিতা, বশিতা ও কামাবসায়িতা। ক্ষুধাপিপাসা অক্ষোভ, দূরশ্রবণ, দূরদর্শন, মনোবেগতুল্য গতি যথেষ্ট রূপধারণ, পরদেহে প্রবেশ, ইচ্ছামৃত্যু, দেবগণসহ অপ্সরাদিগের ক্রীড়া দর্শন, সঙ্কল্পনুরূপ সিদ্ধি, অপ্রতিহত গতি, অমোঘ আজ্ঞা, ত্রিকালজ্ঞতা, শীতোষ্ণাদির অনভি ভব, অগ্নি স্তম্ভন, সূর্য্যস্তম্ভন, জলস্তম্ভন, বিষস্তম্ভন, অপরাভব এই অষ্টাদশ প্রকার যোগসিদ্ধি ধারণা।

যে যেরূপ ধারণা নিয়ে আমাতে মন নিবিষ্ট করে আমার সেই বিশেষ রূপের ধ্যান করে সে সেই সিদ্ধি লাভ করে। আমার ধারণায় অভ্যস্ত সংযতমনা জিতেন্দ্রিয়; জিতশ্বাস ও জিতাত্মা যে মুনি এইভাবে ধারণ করেন তার পক্ষে কোন সিদ্ধিই দুর্লভ নহে। সিদ্ধ ব্যক্তি পরকায়ে প্রবেশ পূর্বক আত্মাতে চিন্তা করবে, ভ্রমর যেমন এক পুষ্প হতে অন্য পুষ্পে প্রবেশ করে; তদ্রূপ জীব বায়ুভূত প্রাণোপাধি নিয়ে নিজ দেহ পরিত্যাগ করতঃ অন্য দেহে প্রবেশ করে থাকে। কিন্তু এই সকল সিদ্ধিকে অন্তরায় বলে, কারণ ইহাতে মৎপরায়ণ উত্তম যোগীদের সময় নষ্ট হয়। সকল সিদ্ধিরই এবং যোগ সাংখ্য ও ব্রহ্মবাদীদের সকল ধর্মেরই, আমিই হেতু পতি ও প্রভু। আমাতে একান্ত অনুরক্ত বুদ্ধিদ্বারা যে যে বিষয় কামনা করেন সত্যস্বরূপ আমাতে মন নিযুক্ত করেন। তিনি তৎসমস্ত প্রাপ্ত হয়ে থাকেন।

অধ্যায় (১৬)

উদ্ভব বললেন, হে কৃষ্ণ! আপনি আদি ও অন্তহীন, সর্বজীবের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও সংহার কর্তা। আপনি জীবগণের অন্তর্যামীরূপে অস্ফুটভাবে বিচরণ করে থাকেন অথচ আপনার মায়ায় মোহিত হয়ে আপনাকে দেখেও দেখে না। আপনার সেই বিভূতিসকল শুনতে ইচ্ছা করি—

শ্রীভগবান্ বললেন, কুরুক্ষেত্রের রণস্থলে অর্জুন তোমার মতই জিজ্ঞাসা করেছিল। হে উদ্ধব! আমি সকল ভূতের অন্তরাত্মা ও ঈশ্বর, আমার বিভূতি কেহ সংখ্যা করতে পারে না। আমি দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, বসুসমূহের মধ্যে অগ্নি, আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু, রুদ্রদিগের সদাশিব। মহর্ষিগণের ভৃগু, রাজর্ষিগণের মনু,

দেবর্ষিগণের নারদ, ধেনু মধ্যে কামধেনু, সিদ্ধদিগের মধ্যে কপিলমুনি, পক্ষীদিগের মধ্যে গরুড়, প্রজাপতি মধ্যে দক্ষ, দৈত্যদিগের মধ্যে প্রহ্লাদ, যক্ষ ও রাক্ষসগণের মধ্যে কুবের, গজেন্দ্র মধ্যে ঐরাবত, জলজন্তুগণের মধ্যে বরুণ, আমি সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, মনু, শতরূপা, সনৎকুমার, অভিজিৎ। আমি সত্যাদি চতুর্যুগের মধ্যে সত্যযুগ, ব্যাসগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন এবং জ্ঞানিগণের মধ্যে আত্মতত্ত্বজ্ঞ শুক্রাচার্য্য। ষড়ৈশ্বর্য্যশালী আবির্ভাবের মধ্যে বাসুদেব, ভক্তগণের মধ্যে উদ্ধব ও আমি। বানরসমূহের মধ্যে হনুমান এবং বিদ্যাধরগণের মধ্যে সুদর্শন আমি। আমি পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, জ্যোতি, মহান্, বিকার এবং পরম অব্যক্ত সত্ত্ব, রজ ও তম। ক্ষুদ্রাদিক্ষুদ্র অংশ আমারই। আমি ভূত সকলের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের হেতু।

হে উদ্ধব! যে মতি বুদ্ধিদ্বারা বাক্য, মন ও প্রাণ সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং আত্মাদ্বারা আত্মার সংযম কর। তবেই মুক্ত হতে পারবে। যে যোগী জ্ঞানদ্বারা বাক্য ও মনের সংযম না করেন তাঁর ব্রত, তপস্যা ও দান জলে যুক্ত হলে কাঁচা মাটির ঘটের ন্যায় গলে যায়। অতএব আমাতে ভক্তিযুক্ত বুদ্ধি ও আমাপরায়ণ হয়ে মন বাক্য ও প্রাণকে সংযত কর, তাতেই কৃতকৃত্য হবে।

অধ্যায় (১৭)

উদ্ধব বললেন, হে কমললোচন! স্বধর্ম যেরূপ ভাবে অনুষ্ঠিত হলে আপনাতে মানবগণের ভক্তি হয় তা বলুন।

শ্রীভগবান্ বললেন, বিভিন্নযুগে আমি বিভিন্নভাবে উপস্থিত হয়েছি। এক এক জাতিরও এক এক প্রকার বিশেষ প্রকৃতি আছে। কিন্তু অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, কাম, ক্রোধ, লোভ রাাহিত্য, সর্বভূতের প্রিয় ও হিত চেষ্টা, সর্ববর্ণের সাধারণ ধর্ম। শৌচ, আচমন, স্নান, সন্ধ্যা উপাসনা, আমার অর্চনা, তীর্থসেবা, জপ, অস্পৃশ্য, অভক্ষ্য ও অসংভাষ্যের বর্জন, সর্বভূতে সদ্ভাব এবং মন্ বাক্য ও কায়ার সংযম — এ সমুদয় সকল আশ্রমের সাধারণ নিয়ম। নিষ্পাপ ব্রহ্মতেজঃ সম্পন্ন ব্যক্তি অগ্নি, গুরু, আত্মা ও সর্বপ্রাণীতে পার্থক্য জ্ঞানহীন হয়ে সর্বোত্তম আমাকে ভজনা করবে।

ত্রেতাযুগ প্রবেশ করলে আমার প্রাণ ও হৃদয় হতে বেদত্রয় আবির্ভূত হয়, এই ত্রয়ীবিদ্যা হতে আমিই হোতা, অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতা হয়ে যজ্ঞরূপে প্রকাশ পাই। আমার বিরাট দেহের মুখ, বাহু, উরু ও পাদ হতে বর্ণাশ্রমোচিত স্ব স্ব ধর্মে ব্রাহ্মণ,

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারজাতি উৎপন্ন হয়। আর চতুরাশ্রম হতে সন্ন্যাস আমার মস্তকে, জঘনদেশ হতে গৃহস্থাশ্রম, বক্ষঃস্থল হতে বানপ্রস্থ, হৃদয় হতে ব্রহ্মচর্য্য স্থান লাভ করে। বর্ণ ও আশ্রম সমূহের উৎপত্তি স্থান অনুসারে পৃথক পৃথক প্রকৃতি হয়। সকল আশ্রমের প্রাতঃ ও সায়ংকালে শুচি, মৌনী ও সমাহিত মনা হয়ে গায়ত্রী জপ পূর্বক অগ্নি, সূর্য্য, আচার্য্য, গুরু, গো, বিপ্র, পিত্রাদি, গুরুজন, বৃদ্ধ ও দেবগণের সেবা করবে। "আচার্য্য গুরুকে আমার তুল্য মনে করবে, মানুষ মনে করে কখনও অবমাননাকর কিছু করবে না, কেননা সর্ব্বদেবতাময় গুরু।"*

এই সকল নিয়ম পালন রূপ মহাব্রত ধারণ করে ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে, তীব্র তপস্যাদ্বারা বাসনাসকল দগ্ধ করে আমাতে ভক্তি লাভ করবে। বেদার্থ বিচার নিপুণ হয়ে গুরুদক্ষিণাদান ও তাঁর আদেশমত অভ্যঙ্গাদি দ্বারা নিয়ম ভঙ্গ করে সমাবর্তন করবে। তৎপর সকাম ব্যক্তি গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করবে। নিষ্কাম বাণপ্রস্থ অবলম্বন করবে, আর মৎপরায়ণ ব্রহ্মচারী সন্ন্যাস গ্রহণ করবে। এইভাবে পর্য্যায়ক্রমে করতে হবে। ব্রাহ্মণের এই দেহ ক্ষুদ্র কামভোগের নিমিত্ত সৃষ্ট হয় নাই। যাগ, অধ্যয়ন ও দান এই তিনটি দ্বিজাতি মাত্রেই সাধারণ ধর্ম। অতিরিক্ত প্রতিগ্রহ, অধ্যাপনা ও যাজন করবে। ইহলোকে কষ্টকর তপস্যা এবং পরলোকে অনন্ত সুখের নিমিত্ত জানবে।

উত্তম ধর্মের সেবা করতঃ আমাতে আত্মসমর্পণ করে গৃহে থেকেও আসক্তি শূন্য হয়ে সম্যক্ প্রকারে শান্তি লাভ হয়ে থাকে। যাঁরা আমার ভক্তকে রক্ষা করে নৌকা যেমন সাগর হতে রক্ষা করে, তেমনি আমি তাদিগকে রক্ষা করি। অবসন্ন বিপ্র বণিক বৃত্তি অবলম্বনে দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় দ্বারা দুঃখ দূর করবে। কিন্তু নীচসেবা দ্বারা জীবিকা অর্জন করবে না।

ক্ষত্রিয় অবসন্ন হলে বৈশ্যবৃত্তি বা মৃগয়া দ্বারা আপদে আত্মরক্ষা করবে। অথবা ব্রাহ্মণবৃত্তি অধ্যাপনাদি অবলম্বন করবে, কিন্তু শ্ববৃত্তি আচরণ করবে না। অবসন্ন বৈশ্য শূদ্রবৃত্তি গ্রহণ করবে, আর শূদ্র অবসন্ন হলে কট নির্মাণাদি কারুকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করবে, কিন্তু বিপদ হতে মুক্ত হলে কেহ কখন নিন্দনীয় বৃত্তির অনুবর্তন করবে না। দেবর্ষি, পিতৃগণ, প্রাণিগণকে অথবা পবিত্র কার্য্য সবই আমারই স্বরূপ মনে করে সেবা করবে।

---

* আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্য বুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ। ১১/১৭/২৭

কুটুম্বযুক্ত ব্যক্তি পুত্রাদি স্বজনগণে আসক্ত হবে না, কুটুম্ববান্ হলেও অপ্রমত্ত থেকে ঈশ্বরনিষ্ঠা ভুলবে না। পণ্ডিত ব্যক্তি অদৃষ্টকেও প্রত্যক্ষ দৃষ্টের দ্বারা বিনাশশীল দর্শন করেন। পুত্র, স্ত্রী, আত্মীয় বন্ধুগণের সহিত মিলন, পান্থশালায় মিলনের ন্যায় নিদ্রানুগত স্বপ্নের ন্যায়, স্ত্রীপুত্রাদি রূপ দেহ ধারণ করে এক জায়গায় উপস্থিত হয়।

এইরূপ বিবেচনা করে মমতাশূন্য ও নিরহঙ্কৃত হয়ে অতিথির ন্যায় গৃহে বাস করবে, তাহলে গৃহধর্মে আবদ্ধ হবে না। অহো! আমার বৃদ্ধ পিতামাতা ভার্য্যা ও শিশুসন্তানগণ আমা ব্যতীত দীন অনাথ ও দুঃখিত হয়ে কিরূপে জীবন ধারণ করবে? যে মূঢ়মতি ব্যক্তি গৃহ কামনায় বিক্ষিপ্ত হৃদয় হয় তারা মৃত্যুর পর তামসী যোনিতে প্রাপ্ত হয়।

অধ্যায় (১৮—১৯)

শ্রীভগবান্ বললেন, বাণপ্রস্থী ভার্য্যাকে পুত্রের নিকট রেখে অথবা সঙ্গে লয়ে আয়ুর তৃতীয় ভাগ সংযত চিত্তে বনে বাস করবে। বনবাসকালে পবিত্র বনজাত দ্রব্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ, বল্কল পত্র অথবা অজিন পরিধান করবে। কেশ, লোম, নখ শ্মশ্রু ধারণ, ত্রিসন্ধ্যায় অবগাহন স্নান ও ভূমিতলে শয়ন, গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নি ও শীতে শীতল জলে তপস্যা করবে। প্রব্রজিত ব্যক্তি আপৎকালেও দণ্ডকমণ্ডলু ভিন্ন আর কিছুই ধারণ করবে না। যখন জরাগ্রস্ত হয়ে আশ্রমনিয়ম পালনে অসমর্থ হবে, তখন আমাতে চিত্ত স্থাপন করে আত্মায় অগ্নি আরোপিত করে দেহ ভষ্মীভূত করবে।

পবিত্র স্থান দেখে পদক্ষেপ করবে, অপরিষ্কার জল কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিবে, কালপক্ক পতিত ফল আহার করবে, সত্য বাক্য বলবে, মনের দ্বারা বিচার করে শুদ্ধ আচরণ করবে। মৌন বাক্যের দণ্ড, কাম্যকর্ম পরিত্যাগ দেহের দণ্ড এবং প্রাণায়াম অন্তঃকরণের দণ্ড — যার এই তিন দণ্ড নাই, সে কেবল বংশ দণ্ড ধারণ করে ব্রহ্মচারী হতে পারে না।

অনির্দিষ্ট সাতটি মাত্র গৃহে ভিক্ষাচরণ করবে ও আহৃত দ্রব্যের কিয়ংদশ যাচককে দান করবে, সঞ্চয়ার্থ আহরণ করবে না, সুখ দুঃখাদি মায়ামাত্র জেনে, আসক্তিহীন, জিতেন্দ্রিয় হয়ে একাকী পৃথিবী পর্য্যটন করবে। আত্মানন্দ আত্মরত আত্মবান্ ও সমদর্শী হবে। সর্বদা আমার ভাবে শুদ্ধ হৃদয় হবে, আত্মায় ও আমায় কোন ভেদ নাই, এইরূপ মনে করে আত্মার চিন্তা করবে। আমার কথা চিন্তা করে পুণ্যস্থানে বিচরণ করবে। পরমহংস ধর্ম—পরমহংস ত্রিদণ্ডাদি সাহিত আশ্রম বর্ণ পরিত্যাগ

করে বিধিনিষেধের বহির্ভূত মানাপমানশূন্য হয়ে বিবেকবান জ্ঞানী বালকের ন্যায় ক্রীড়া করেন। নিপুণ হয়েও জড়ের ন্যায় বিচরণ করে থাকে, বিদ্বান্ হয়ে পাগলের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করেন বেদনিষ্ঠ হয়েও গো এর ন্যায় ভ্রমণ করেন। বেদবাদে বা শুষ্ক বাদবিবাদে রত হবে না। কারও উদ্বেগ জন্মাবে না, বা নিজে উদ্বিগ্ন হবে না। কারও সহিত পশুর ন্যায় শত্রুতাচরণ করবে না। কারণ সর্বজীব একাত্মক। ভোজ্য দ্রব্যের জন্য চেষ্টা করবে, কারণ প্রাণ ধারণ দ্বারাই তত্ত্বজ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই মুক্তিলাভ হয়। কিন্তু ভোজ্য পেলে হৃষ্ট বা না পেলে বিষণ্ন হবে না। ভোজ্য বা শয্যা উত্তম অনুত্তম যেমন হউক; গ্রহণ করবে। ত্রিদণ্ডধারী, অথচ অজিতেন্দ্রিয়, অত্যাসক্তমনা, অপক্ক যোগী প্রতারক। জ্ঞানীর আমা ভিন্ন অন্য কোন স্ফূর্তি নাই। যে মানব আমাকে পাওয়ার উপায় জানে না সে গুরুর নিকট গমন করবে। শম ও অহিংসা ভিক্ষুর তপশ্চর্য্যা ও আত্মানাত্মবিবেক বাণপ্রস্থের, যজ্ঞ ভূতগণের রক্ষা। ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, ভূতদয়া ও ঋতুকালে অভিগমন এই সকল গৃহস্থের ধর্ম আর আমার উপাসনা সকলেরই ধর্ম। এইরূপে যে অনন্যসেবী ও মদ্‌ভাবে সর্বভূতে সমদর্শী ব্যক্তি স্বধর্মদ্বারা নিত্য আমাকে ভজনা করে, তিনি আমাতে দৃঢ়ভক্তি লাভ করে থাকে। অচলাভক্তি দ্বারা পরম মুক্তিপ্রদ হয়।

শ্রীভগবান্ বললেন, আত্মবান্ ব্যক্তি এই সংসারকে মায়ামাত্র বুঝে আমাকে একমাত্র অর্পণ করে থাকে। আমি ছাড়া স্বর্গ বা মুক্তিও তাঁর প্রিয় নহে। হে উদ্ধব! জ্ঞানের সহিত স্বীয় আত্মাকে জেনে জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পন্ন হও। সেই জ্ঞানকে ভক্তি ভাবিত করে আমাকে ভজনা কর। এই দেহ আদিতে ছিল না, অন্তেও থাকবে না, মধ্যকালে কিছু সময়ের জন্য আপতিত হয় মাত্র, ইহা দ্বারা কি উপকার সাধিত হতে পারে?

উদ্ধব বললেন, হে ভগবান্! এই বিশুদ্ধ জ্ঞান ও মহৎজনের আকাঙ্ক্ষিত আপনার ভক্তিযোগ যাতে নিশ্চিত হয়, আমাকে তাই বলুন। শ্রীভগবান্ বললেন— পরমধার্মিক ভীষ্মদেব রাজা যুধিষ্ঠিরকে মোক্ষধর্ম উপদেশ করেছিলেন। জ্ঞান, বিজ্ঞান, বৈরাগ্য, শ্রদ্ধা ও ভক্তি সমন্বিত যে সকল ধর্ম আমি ভীষ্মের মুখে শুনেছি তাই তোমাকে বলছি — এই সমুদয় পদার্থই একাত্মক, যা আদি, অন্ত ও মধ্যে কার্য্য হতে কার্য্যান্তরে অনুগত হয় এবং প্রলয়কালে যে সকলের যা অবশিষ্ট থাকে তাই সৎ। দৃষ্ট অদৃষ্ট সকল কর্মফলই নশ্বর — ইহাই শুদ্ধ জ্ঞান। ভক্তিযোগ তোমাকে পূর্বে বলেছি, সংক্ষেপে আবার ভক্তির প্রধান কারণ বলি — আমার অমৃতময়ী কথায় শ্রদ্ধা, নিত্য আমার নাম কীর্তন, আমার পুজায় নিষ্ঠা, আমার স্তবস্তুতি, আমার

সেবায় আদর, সকল অঙ্গ দ্বারা প্রণাম, আমার অভিবাদন, আমা হতেও আমার ভক্তের অধিক পূজা, সর্বভূতে আমার অস্তিত্ববোধ, আমার উদ্দেশ্যে সকল কার্য্য করা, বাক্য দ্বারা আমার গুণান্বেষণ, আমাতে মন অর্পণ, সকল কামনা ত্যাগ, আমার জন্য অর্থ ভোগ ও সুখের পরিত্যাগ,জলাশয়াদি খনন, যজ্ঞ, দান, জপ, ব্রত, তপস্যা — হে উদ্ধব! এই সমস্ত ধর্ম দ্বারা আত্মনিবেদনকারী যে সকল মনুষ্যের আমাতে সম্যক্ প্রকারে ভক্তি জন্মে, এই প্রকার ভক্তের কর্তব্য আর কোন অবশিষ্ট থাকে না। যখন সত্ত্বগুণদ্বারা আমাতে চিত্ত অর্পিত হয়, তখন ধর্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত ঐশ্বর্য্য স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়। আমার ভক্তিজনক কার্য্য প্রকৃষ্ট ধর্ম বলে কথিত, আত্মায় অভিন্ন দর্শন জ্ঞানে, গুণে অনাসক্তি বৈরাগ্য এবং অনিমাদি ঐশ্বর্য্য বলে অভিহিত।

উদ্ধব বললেন, — হে শত্রুমর্দন! যম ও নিয়ম কত প্রকার কথিত হয়? শম, দম কি এবং ধৃতি কাকে বলে?

শ্রীভগবান্ বললেন, — হে উদ্ধব! যম ও নিয়ম উভয়ই বারোটি করে — এই সকল উপস্থিত হলে মনুষ্যগণের সর্বকামনা দূর হয়। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অনাসক্তি লজ্জা, অসঞ্চয়, আস্তিক্য, ব্রহ্মচর্য্য, মৌন, স্থৈর্য্য, ক্ষমা, ভয়, শৌচ, জপ, তপ হোম, শ্রদ্ধা, অতিথি সেবা, অর্চনা, তীর্থ পর্য্যটন, পরার্থচেষ্টা, তুষ্টি আচার্য্যসেবা, নিবৃত্তি প্রবৃত্তি ভেদে এই দ্বাদশটি।

আমাতে যে বুদ্ধির নিষ্ঠা তাই শম, ইন্দ্রিয় সংযম দম, দুঃখসহন তিতিক্ষা, জিহ্বা ও উপস্থেন্দ্রিয়ের সংযম ধৃতি। ভূতসকলের প্রতি সর্বপ্রকার বিরোধের ভাব পরিত্যাগই প্রকৃত দান, কারো মতে কাম্য কর্ম ত্যাগেই পরম ত্যাগ, স্বভাববিজয়, শৌর্য্য, সর্বত্র সমদৃষ্টি, সত্য, পণ্ডিতেরা বলে থাকেন — প্রিয় হিতকর মধুরবাণী সত্য, সাধারণ সত্যভাষণ সত্য নহে। যে সত্য স্বীয় স্বভাববলে পরদোষ আবিষ্কার করে তা হিতকারিণী নহে, সুতরাং হিত ও প্রিয় যে বাক্য, তা সত্য। কর্মে অনাসক্তি, শৌচ, ত্যাগের নাম সন্ন্যাস, মানবগণের ধর্ম অভীষ্ট ধন, ভোগের প্রতি উপেক্ষাই তপস্যা, বাসনা জয়ই শূরত্ব, ত্যাগই সন্ন্যাস। আমিই যজ্ঞ, জ্ঞানের উপদেশই দক্ষিণা, প্রণায়াম পরম বল, মদীয় ভক্তি উত্তম লাভ, আত্মাতে ও আত্মীয় অভেদ প্রীতীতির নাম বিদ্যা, সুখ, দুঃখ অনুসন্ধান না করার নামই সুখ, অকর্মের নিন্দা লজ্জা, অনপেক্ষিত গুণ শ্রী, কাম সুখের আকাঙ্ক্ষার নামই দুঃখ। সত্ত্বগুণের উদয়ই স্বর্গ, অসন্তুষ্টই দরিদ্র, অজিতেন্দ্রিয়ই কৃপণ, অনাসক্তই প্রভু, আসক্তই দাস। আমি বন্ধু ও গুরু গুণদোষ দর্শনই দোষ, আর গুণদোষ বর্জিত যে দৃষ্টি তাই গুণ।

অধ্যায় (২০—২২)

উদ্ধব বললেন,—হে প্রভো! আপনি ঈশ্বর, আপনারই আদেশপূর্ণ বেদ। সকল গুণদোষ বেদবিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্মসমূহ। গুণদোষজাত, বর্ণাশ্রমভেদ দ্রব্য, দেশ, বয়স, কাল, স্বর্গ ও নরক এই সকলই বেদবিহিত। আপনার বাক্য ব্যতীত মানবকুল মুক্তি পেতে পারে? সকল গুণ দোষ ভেদ দর্শন আপনার বেদ হতে হয়।

শ্রীভগবান্ বললেন,—মনুষ্য সমাজের মঙ্গল বিধানার্থ জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি এই তিনটি যোগ বলেছি, এছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। কর্মে অপারগ ব্যক্তির জ্ঞানযোগ। জ্ঞানযোগ দ্বারা মোক্ষ, কর্মযোগ দ্বারা ধর্ম, অর্থ ও কাম, ভক্তিযোগ দ্বারা ভগবৎপ্রেম সমাধি হয়। অটাঙ্গ যোগাদি তপস্যা আছে তাও জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির অন্তর্নিবিষ্ট। অত্যন্ত আসক্তও নহেন, তাঁর ভক্তিযোগ প্রধান। যতদিন আমার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি জন্ম না নেয় ততদিন কর্মযোগ আচরণ করবে। অর্থাৎ যে পর্যন্ত অন্তঃকরণ শুদ্ধি না হয় তাবৎ কর্মাচরণ কর্তব্য। যে পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ না আসে ততদিন কর্ম করবে। নৌকারূপ দেহ কর্ণধার গুরু আমি, ভবপারের জন্য পূর্ণ নির্ব্বেদ উপস্থিত হলে জ্ঞানযোগের অধিকারী। ভক্তি যোগের উপায় এইরূপ ভক্তের কর্মের অধিকার থাকে না। মনকে অবিচলিতভাবে যত্ন করবে।

অশ্বচালকের ন্যায় মনের বলগা আকর্ষণ করবে। ইহাই পরম যোগ।

রূপাদি বিষয় সমূহে গুণের যোগ হলে আসক্তি আসে, আসক্তি সর্ব অনর্থের মূল। আসক্তি হতে কামের উৎপত্তি তা হতে মানবগণের কলহ তা থেকে ক্রোধ জন্মে। ক্রোধ সম্মোহ, সম্মোহ হতে চৈতন্য গ্রাস করে ফেলে, চেতনাহীন হলে মনুষ্য সর্বশূন্য হয়। তা থেকে মৃতের ন্যায় মূর্চ্ছিত হয়ে সর্বপ্রকার প্রয়োজন হতে পরিভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। বিষয়ের অভিনিবেশ বশতঃ আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ জানা যায় না; যে ব্যক্তি বৃক্ষের ন্যায় জীবন ধারণ করে এবং যে হাপরের ন্যায় বৃথা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে তারা মূর্চ্ছিত ও মৃততুল্যঃ।

হে উদ্ধব! ঘোর অন্ধকার দ্বারা যাদের চক্ষু আচ্ছন্ন তারা নিকটস্থ্ কোন বস্তু দেখতে পায় না, সেইরূপ কেবলমাত্র প্রাণপোষণে রত পশুহিংসাপরায়ণ লোকসকল আমা হতে উদ্ভূত ও আমি সর্বভূতের হৃদয়ে বর্তমান হলেও নিজ হৃদয়স্থ আমাকে জানতে পারে না। কখন আমাকে যজ্ঞরূপে নিশ্চয় করে, কখনও দেবতা রূপে অভিহিত করে এবং কখনও বা আকাশাদি প্রপঞ্চ আমা হতে পৃথক বা অভিন্ন ইহা কল্পনা পরে, এই কল্পনা ইহাও আমি। ইহাই সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য। শব্দ আমাকে

আশ্রয় করে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগরূপ বিভিন্নতা প্রকাশ করে, কিন্তু অবশেষে সেই ভেদ মায়ামাত্র জেনে মানুষ নিবৃত্তিপরায়ণ হয়।

উদ্ধব বললেন, হে দেবেশ! আপনি তত্ত্বসমূহের ব্যাখ্যা বলেছেন অষ্টাবিংশতি, ঋষিগণ তত্ত্বসমূহ ষড়্‌বিংশতি, অপর কেহ পঞ্চবিংশতি, কেহ বা সপ্ত, নব, ষট্‌ অপর কেহ চারি একাদশও বলেন, কেহ বা সপ্তদশ, ষোড়শ ও ত্রয়োদশ বলে থাকেন এইরূপ নানা সংখ্যা বলে থাকেন। কেন এই পার্থক্য প্রদর্শন করেছেন তা আমাদের নিকট বর্ণনা করুন। হে উদ্ধব! তত্ত্বসমূহের পরস্পর অনুপ্রবেশ বশতঃ বক্তার যেরূপ উদ্দেশ তদনুসারে কার্য্যকারণভাবে তাদের গণনা হয়ে থাকে। দেখতেও পাওয়া যায় কারণতত্ত্ব বা কার্য্যতত্ত্ব ইহার কোন একটি তত্ত্বের অপর তত্ত্ব সকল অনুপ্রবিষ্ট। বেদজ্ঞগণের যা নির্ণীত তা যুক্তিযুক্তই বটে, কেননা ঐ সকল তত্ত্ব সর্ববিষয়েই অন্তর্নিহিত। আমার মায়া স্বীকার করলে কোন অর্থই দুর্ঘট হয় না। তত্ত্বের সংখ্যাবিষয়ক যতই তারতম্য হউক, সমস্তই তার অন্তর্নিবিষ্ট। তত্ত্বের সংখ্যা আপাততঃ বৈমত্য থাকলেও পরস্পর অন্তর্নিবিষ্ট বলে বিষয়গত পার্থক্য নাই। এই বিবাদের হেতু ভগবানের অনন্তশক্তি মায়া। সেই মায়াশক্তি হতে তর্ক উপস্থিত হয়। কিন্তু শম অর্থাৎ ভগবানে নিষ্ঠা আর দম অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযম — এই দুটি অর্জিত হলে অহঙ্কারের উপশম হয় এবং সংশয় দূর হয়ে থাকে। এই শম দম সাধনের প্রকৃষ্ট উপায় ভগবান্‌ শরণাগতি। সর্বদা প্রণতি।

উদ্ধব বললেন, হে কৃষ্ণ! প্রকৃতি পুরুষ যদি স্বভাবতঃ ভিন্ন, তবে পরস্পরের আশ্রয় ভিন্ন উহাদিগের প্রতীতি হয় না কেন? হে সর্বজ্ঞ পুণ্ডরীকাক্ষ! আমার মনোগত এই মহা সংশয় আপনি ছেদন করুন। আপনা হতেই জীবগণের জ্ঞান লাভ হয় এবং আপনার মায়াই তাদের জ্ঞান হরণ করে এ বিষয়ে আপনিই আপনার মায়ার মহিমা জানেন অন্য কেহ জানতে পারে না।

শ্রীভগবান্‌ বললেন, হে উদ্ধব। প্রকৃতি ও পুরুষ ইহার স্বরূপ অত্যন্ত ভিন্ন গুণক্ষোভকর বলে এই সৃষ্টি বিকার সম্পন্ন। আমার গুণময়ী মায়া বহুপ্রকার, গুণসমূহই ভেদ জ্ঞানের প্রবর্ত্তক, ভেদ ত্রিবিধ; প্রথম অধ্যাত্ম, দ্বিতীয়-অধিভূত, তৃতীয়-অধিদৈব। মূল প্রকৃতি প্রসূত মহত্তত্ত্ব হতে এই যে গুণক্ষোভকর বিকার উৎপন্ন হয়। তাই অহঙ্কার, ভেদজ্ঞানের হেতু সেই মোহময় অহঙ্কার তিন প্রকার — বৈকারিক, তামস ও ইন্দ্রিয়জ। যে ব্যক্তি আত্মা আছেন কি নাই এবংবিধ ভেদ জ্ঞানযুক্ত; বিবাদ বিজৃম্ভিত আত্মা তার অপরিজ্ঞেয়, সে কখনও বিবাদ বিরহিত হলেও স্বরূপভূত যে আমি, আমাতে পরাঙ্মুখতাবশতঃ তার সে বিবাদ বিরত হয় না।

অধ্যায় (২৩)

উদ্ধব জিজ্ঞাসা করলেন — দুর্জন ব্যক্তির দুর্বাক্য কিরূপে সহ্য করা যায়? দুর্বাক্য মানুষকে যেরূপ মর্ম্মস্পর্শী বেদনা দেয় বাণবিদ্ধ মানুষকে তদ্রূপ বেদনা দিতে পারে না।

শ্রীভগবান্ বললেন—এ বিষয়ে তোমাকে একটি পুরাতন পবিত্র ইতিহাস বলছি শুন— অবন্তী দেশে কৃষিবাণিজ্য দ্বারা সমৃদ্ধ এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ বাস করত। সে অতি কৃপণ ও প্রচুর ধনশালী, লোভী ও কোপনস্বভাব। বাক্য দ্বারাও আত্মীয় ও অতিথিগণকে তুষ্ট করত না। নিজেকেও ভোগ দ্বারা তৃপ্ত করত না, ধন কেবল সঞ্চয় করত, স্ত্রী, পুত্র, বান্ধব ভৃত্য সকলের সঙ্গেই অসদ্ব্যবহার করত, সেজন্য তারাও তার প্রতি প্রিয়াচরণ করত না। ব্রাহ্মণের প্রতি পঞ্চযজ্ঞভাগী দেবতারা পর্যন্ত কুপিত, কালগ্রাসে তার সমস্ত অর্থ কিছু জ্ঞাতিগণ দ্বারা, কিছু দৈব উৎপাতে, কিছু দস্যুগণের লুণ্ঠনে কিছু রাজদণ্ডে অর্থ বিনষ্ট হল। তখন ধর্মকাম বিহীন ব্রাহ্মণ আত্মীয় স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে চিন্তায় আকুলিত হল। এরপর তার বৈরাগ্য উপস্থিত হল। সে ভাবল, আহো! আমি কি করেছি, ধর্ম বা কাম কোনটারই সেবা করি নাই, বৃথাই দেহকে সন্তাপিত করেছি। কদর্য্য মানুষের অর্থ প্রায় কখনও সুখের নিমিত্ত হয়ে উঠে না। অল্পমাত্র লোভও যশস্বীদিগের পবিত্র যশ ও গুণরাশি বিনষ্ট করে। অর্থের বৃদ্ধি সাধনের চিন্তা, ত্রাস, ভ্রম, আত্মীয়-ভেদ, চৌর্য্য, হিংসাদি জন্মায়। ধর্মানুসারে যারা বিত্ত-ভাগী, সেই দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, জ্ঞাতি, বন্ধু, ভূতগণ ও আত্মাকে না দিয়ে যে কেবল সঞ্চয় করে, সে ইহলোকে অনুতাপ ও পরলোকে নরক ভোগ করে। আমি বৃদ্ধ, মৃত্যু সন্নিকটে, অর্থ এখন আমার কোন্ উপকার করবে? সর্বদেবময় শ্রীহরি নিশ্চয় আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, আমাকে এই অনর্থপূর্ণ অর্থ হতে মুক্ত করে আমার উদ্ধারের উপায় স্বরূপ এই বৈরাগ্যরূপ ভেলা আমাকে দিয়েছেন। জীবন অবসানে সকল স্বার্থের সারভূত ভগবানের চিন্তায় আমার সিদ্ধিলাভ হবে। দেবতাদের অনুগ্রহে রাজা খট্টাঙ্গ মুহূর্তে মধ্যে ব্রহ্মলোক সাধনে সমর্থ হয়েছিলেন। আমিও মুহূর্ত মধ্যে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হব রাজা খট্টাঙ্গের ন্যায়। তাঁরা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমি জীবনের অবশিষ্ট কাল ধর্মসাধন দ্বারা নিজ অঙ্গ শোষণ করব। সেই ব্রাহ্মণ তখন সকল মায়া মোহ ছিন্ন করে পৃথিবী পর্য্যটন

করতে আরম্ভ করলেন। সেই বৃদ্ধ মলিন বেশী ভিক্ষু ভিক্ষার জন্য অনাসক্ত হয়ে অলক্ষিতভাবে গ্রাম বা নগরে প্রবেশ করতেন। লোকেরা অবধূত ভিক্ষুক দেখে তাঁর প্রতি নানা তিরস্কার বাক্যে অপমানিত করতে আরম্ভ করল। তাঁর কন্থা, কমণ্ডলু, আসন, ভিক্ষাপাত্র, জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড, অক্ষমালা, একবার কেড়ে নিত, আবার কখনও বা কিছু ফিরিয়ে দিত। নদীতীরে যখন তিনি ভিক্ষায় বসতেন, তখন তাঁর মস্তকের উপর কেহ বা গাত্রে মূত্র ও মাথায় থুতু দিতে লাগল। কেহ বা নিষ্ঠীবন, কেহ বা তাঁর কাছে এসে অধোবায়ু ত্যাগ করত, কথা না বললে, প্রহার করত। চোর বলে খেলার পক্ষীর ন্যায় অবরুদ্ধ করত। তিনি এইসব দুঃখ উপস্থিত দেখে বুঝলেন এ ভৌতিক, দৈহিক ও দৈবিক — ইহা দৈবকৃত অতএব ইহা অবশ্যই গ্রহণীয়। তিনি সাত্ত্বিক বৃত্তি অবলম্বন পূর্বক স্বধর্মের অবস্থিত হয়ে বক্ষ্যমাণ গাথা কীর্তন করলেন।

এই সকল লোক বা দেবতা বা আত্মা বা গ্রহ কর্মকাল — এরা আমার সুখ দুঃখের কারণ নহে, বিজ্ঞগণ মনকেই সুখদুঃখের একমাত্র কারণ বলে থাকেন। মনের দ্বারাই সংসারচক্র আবর্ত্তিত হয়।

দান, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম, নিয়ম, যম, বেদবিহিত কর্ম ও একাদশী উপবাসাদি সদ্‌ব্রত এই সকল মন সংযমের উপায় মাত্র, প্রকৃতপক্ষে মনকে নিয়ন্ত্রণে আনাই পরমযোগ। মন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর; যিনি মনের সংযম করেন, তিনি সর্বেন্দ্রিয় জয়ী। এক অঙ্গের দ্বারা অপর অঙ্গ আহত হলে — যেমন ভোজনকালে জিহ্বার দংশনে, যে ব্যথা হয় তা যেমন নিজ অবশ অঙ্গেরই দোষ, অপরকে শত্রুমিত্র বোধ বা অপরের প্রহারে বেদনা বোধও তেমন দেহের, আত্মার নহে। সুখ দুঃখের কারণ মানুষেরই কর্ম, আত্মার কি আসে যায়? আত্মাই যদি সুখদুঃখের হেতু হয় তবে অপরের প্রতি ক্রোধ করা বৃথা, উহা স্বীয় স্বভাব মাত্র। যেমন হিমের অংশ হিমকে শীতল করে না বা আগুনে আগুন উত্তপ্ত হয় না। মানুষের অহং বোধ হতে যেমন সুখ দুঃখাদির দ্বন্দ্ব ও প্রীতি হয়। প্রকৃতির অতীত পরমাত্মা হতে সেরূপ হতে পারে না। এই প্রকার বুঝলে মানুষের কোন ভীতি হয় না। প্রাচীন মহর্ষিগণের উপদেশ পরমাত্মানিষ্ঠা অবলম্বনে শ্রীহরির চরণসেবায় ভবসংসার উত্তীর্ণ হব ইহা নিশ্চিত করলেন।

শ্রীভগবান্ বললেন, — নষ্টধন সর্ব্বস্ব অক্লিষ্টকর্মা সেই নির্বিগ্ন বিবেকী ব্রাহ্মণ দুর্জ্জন কর্তৃক পীড়িত হয়েও স্বধর্ম হতে বিচলিত হলেন না।

"আত্মবিভ্রমই জীবের সুখ দুঃখের কারণ, অন্য কিছুই সুখদুঃখের কারণ নহে। অতএব হে তাত, সর্বপ্রকার যত্নে আমাতে একান্ত চিত্ত নিবেশিত করে মনের সংযম কর। হে প্রিয় উদ্ধব। ইহাই যোগের সার কথা।"*

অধ্যায় (২৪—২৫)

শ্রীভগবান্ বললেন, — হে উদ্ধব! এখন কপিলাদি পূর্ব্বাচার্য্যগণের নিরূপিত সাংখ্য যোগের কথা বলছি, যা শুনে পুরুষ ভেদজ্ঞান কল্পিত ভ্রম হতে সদ্য মুক্ত হয়। যখন বিশ্ব সৃষ্টি হয় নাই, যখন সত্যযুগ প্রবর্তিত হয় ও বিবেকনিপুণ ব্যক্তিগণ বিদ্যমান ছিল একমাত্র ভেদজ্ঞান শূন্য ও বিশ্ব প্রপঞ্চ অদ্বিতীয় বহ্মে লীন ছিল। নির্বিকল্প সত্য ও ফল প্রকাশরূপ মায়া এই দু'প্রকার হলেন। অন্যতম ভাব জ্ঞান জীব বলে অভিহিত হন। মায়া হতে প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটি গুণ উৎপন্ন হল। আমার অনুমোদন ক্রমে মিলিত হয়ে আমারই উত্তম উপাধি স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডে উৎপন্ন হন। আমার নাভি হতে বিশ্ব নামক একটি পদ্ম উদ্ভূত হল, সেই পদ্মে চতুঃরানন ব্রহ্মা উৎপন্ন হল। ব্রহ্মা আমার অনুগ্রহে তপস্যা দ্বারা লোকপালগণের সহি ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ এবং মহ আদি অন্য লোক সৃষ্টি করেন। দেবগণের বাসস্থান হলে স্বর্গলোক, আকাশচারী প্রাণিগণের অন্তরীক্ষ লোক, মানবাদি ভূতল বাসীগণের ভূলোক আর সিদ্ধগণের মহর্লোক। ব্রহ্ম ভূমি অধোদেশে অসুর ও নাগগণের আবাস সৃষ্টি করলেন। যোগ, ধ্যান, তপস্যা ও সন্ন্যাসের গতি মহঃ জন, তপঃ ও সত্য লোকে হয়, আর ভক্তিযোগের গতি বৈকুণ্ঠ লোক। কালরূপী আমিই এই কর্মময় জগতের সৃষ্টি করেছি। জগতে গুণ প্রবাহে পড়ে কখনও জীব উর্দ্ধগতি কখনও বা অধোগতি প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতি যার উপাদান, পরমপুরুষ জীবাত্মা যার আধার এবং যিনি সত্যে অভিব্যঞ্জকে কাল তিনিই ব্রহ্ম, আর সেই তিন প্রকারই আমি। কাল মায়াময় জীবে এবং জীব জন্মরহিত পরমাত্মা আমাতে লীন হয়। একমাত্র পরামাত্মা আত্মস্থ থাকেন। কেবল বিশ্বের উৎপত্তি বিনাশ দ্বারা তার অনুমান করতে হয়। যে

---

* সুখ দুঃখ প্রদো নান্যঃ পুরুষস্যাত্মবিভ্রমঃ।
মিত্রোদাসীনরিপবঃ সংসারস্তমসঃ কৃতঃ।।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা তাত নিগৃহাণ মনো ধিয়া।
ময্যাবেশিতয়া যুক্ত এতাবান্ যোগসংগ্রহঃ।। ১১/২৩/৫৯, ৬০

মন এইরূপ সূক্ষ্মদর্শন করতে সক্ষম, সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার থাকে না;তদ্রূপ সে রকম মনের বৈকল্পিক ভ্রম কি প্রকারে থাকে? সাংখ্যশাস্ত্রের এই আত্মানাত্ম বিবেক নিপুণ ব্যক্তির দেহে আত্মবুদ্ধি থাকতে পারে না।

শ্রীভগবান্ বললেন, হে উদ্ধব! ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিভক্ত গুণগণমধ্যে পুরুষ যে গুণ দ্বারা যে প্রকার হয় তা বলছি — সত্ত্বগুণ উত্তমগুণ, রজোগুণ মধ্যমগুণ ও তমোগুণ অধমগুণ। সত্ত্বগুণ পুণ্যকার্য্য, রজো মধ্যম অর্থাৎ পুণ্যও নহে অপুণ্যও নহে এবং তম পাপকার্য্যের প্রবর্তক। এই হল গুণত্রয়ের সাধারণ ধর্ম বা স্থূলাবস্থা। 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি যে জ্ঞান তাই গুণসমূহের সন্নিপাত অর্থাৎ মিশ্রবৃত্তি, আর মন ইন্দ্রিয় নিচয় ও প্রাণ দ্বারা যে ব্যবহার, তাও সেই সত্ত্বাদিগুণের মিশ্রী ভাবময়বৃত্তি। কোথাও সত্ত্বগুণের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে রজ, রজোমধ্যে সত্ত্ব, তমোমধ্যে রজ ও রজোমধ্যে তমোগুণের অধিষ্ঠান থাকে। সত্ত্বগুণের সৎ প্রবৃত্তি বশতঃ মানুষ যাগযজ্ঞাদি পুণ্যকার্য্য করে তাতে যদি কোনরূপ কামনা থাকে তবে রজোগুণে মিশ্রিত হয়ে যায়। 'উদ্যম অধ্যবসায়' রজোগুণের কার্য্য, তবে যদি সাধারণের উদ্দেশ্যে জলাশয় খননাদি কার্য্য থাকে তবে সত্ত্ব সম্বন্ধী হয়ে যায়। এইরূপে দর্প তমোগুণের কার্য্য কিন্তু তা যদি মনের উন্নতির জন্য হয় — যে আমি ব্রাহ্মণ সন্তান পূর্বপুরুষ ঋষি মহর্ষিগণ ছিলেন আমারও সেইরূপ কার্য্য করা উচিত ইত্যাদি রূপে তবে রাজস হয়ে যায়। আবার সেই রাজস কার্য্য ক্ষত্রিয় জাতির যুদ্ধাদি বা ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির জন্য। কিন্তু তা যদি দেশের শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য না হয় তবে তা তামস হয়ে যায় ইহাই হল সন্নিপাত। 'আমি আমার' ইত্যাদি জ্ঞানই সন্নিপাতের মূল।

হে উদ্ধব! সত্ত্বগুণ প্রবৃদ্ধ হলে দেবগণের বল বৃদ্ধি হয়। রজো গুণ বর্দ্ধিত হলে অসুরগণের এবং তমোগুণের বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলে রাক্ষসদিগের বল বৃদ্ধি হয়ে থাকে। জীবগণের সত্ত্বগুণে জাগরণ, রজোগুণে নিদ্রা ও তমোগুণ দ্বারা সুষুপ্তি নিরূপিত হয়। আর তুরীয়াবস্থা তিনগুণেই বিস্তৃত থাকে।

জীবাত্মা বিষয়ক যে জ্ঞান অর্থাৎ জীবাত্মা দেহ নহে, দেহ হতে ভিন্ন এই জ্ঞান সাত্ত্বিক; জীবাত্মা নিত্য কি অন্য পদার্থ, ইহা সত্য কি মিথ্যা এই ভেদজ্ঞান তা রাজস; আহার বিহারাদি বিষয়ক যে প্রাকৃত জ্ঞান তা তামসী, আর কেবল পরমাত্মা নিষ্ঠা যে জ্ঞান তাই প্রকৃত জ্ঞান।

এইরূপ গুণ বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায় — ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত যাবতীয় পদার্থই গুণময়, তা একমাত্র ভক্তিযোগ গম্য। কোন অপেক্ষা না রেখে শুদ্ধ ভক্তি

দ্বারা সত্ত্ব, রজ, তমো গুণের জয়ে কামনা বাসনার অন্তর্ধানে প্রাকৃত শব্দাদি বহির্বিষয়ে ও শোকমোহাদি অন্তরবিষয়ে আর বিমুগ্ধ হতে হয় না। "যে ব্যক্তি স্বকর্মদ্বারা ভক্তি পূর্বক আমাতে একনিষ্ঠ হয়ে আমাকেই ভজনা করে সে পুরুষই হউক আর স্ত্রীই হউক, সে সাত্ত্বিক প্রকৃতি এবং সে আমার ভাব প্রাপ্ত হয়।"* জ্ঞানবিজ্ঞান সম্ভূত এই নরদেহ লাভ করে গুণাসক্তি পরিত্যাগ পূর্বক আমাকে ভজনা করলে আমাকে জয় করবে। এইরূপ করলে সর্বপ্রকার গুণ হতে মুক্ত হয়ে লিঙ্গ শরীর পরিহার পূর্বক আমাকে প্রাপ্ত হবে।

অধ্যায় (২৬–২৭)

শ্রীভগবান্ বললেন,—হে উদ্ধব! এই নরদেহ লাভ করে আমার স্বরূপ উপলব্ধি হেতু ভক্তিলক্ষিত ধর্মে পরিনিষ্ঠিত হলে আত্মায় নিয়ন্তৃরূপে অবস্থিত পরমাত্মাস্বরূপ আমাকে সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হবে। শিশ্নোদর তৃপ্তিকারী অসৎ লোকের সংসর্গ করলে এক অন্ধের অনুগমনকারী অপর অন্ধ যেমন অন্ধকারময় কূপে পতিত হয় — প্রখ্যাত কীর্তি ঐল নামক প্রসিদ্ধ রাজা পুরূরবা উর্ব্বশী কর্তৃক আকৃষ্টচিত্ত হয়ে বহু বৎসর দিবারাত্রির গতাগতি জানতে পারলেন না। উর্ব্বশী যখন রাজা ঐলকে পরিত্যাগ করে চলে গেল, কামভোগ অতৃপ্তচিত্ত সেই রাজা উন্মত্তের ন্যায় উলঙ্গ ও বিহ্বল হয়ে হা জায়া, হা নিষ্ঠুরা, তুমি যেও না।' এইরূপ বলে নগ্নবেশে বিলাপ করতে করতে তার পশ্চাদ্ ধাবন করতে লাগল। উর্ব্বশী যখন আর ফিরে আসল না, সেই বিশ্রুতকীর্তি সম্রাট তখন শোক সংবরণ করে নির্ব্বেদ লাভ করল। তিনি আত্মস্মৃতি ফিরে পেয়ে বলেছিলেন — হায়! আমি কাম গ্রস্ত হয়ে আমার কি মোহ জন্মেছিল। আমি উর্ব্বশীর রমণাসক্তি হয়ে এতদিন সূর্য্যের উদয়স্তও জানতে পারি নাই। নৃপতিকুলের শ্রেষ্ঠ হয়েও একটি রমণীর ক্রীড়ামৃগ হয়ে এই দুর্লভ আয়ু অতিবাহিত করলাম। সে রাজ্যাদির সহিত তৃণের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞানে আমাকে পরিত্যাগ করে গেল, আর আমি কিনা পাদতাড়িত হয়ে উন্মত্তবৎ উলঙ্গ ও রোদন পরায়ণ হয়ে নারীর রূপের মোহে পশ্চাৎ ধাবিত হলাম।

---

* যদা ভজতি মাং ভক্ত্যা নিরপেক্ষঃ স্বকর্মভিঃ।
তং সত্ত্বপ্রকৃতিং বিদ্যাৎ পুরুষং স্ত্রিয়মেব বা।। ১১/২৫/১০

আমি একজন সার্বভৌম নরপতি, আমার প্রভাব, আমার তেজ, ঐশ্বর্য্য কোথায় গেল? গর্দ্দভের ন্যায় গমনশীলতা কামিনীর পশ্চাতে ধাবিত হলাম। "কামিনী যার মন হরণ করে নিয়ে যায় তার বিদ্যা, তপস্যা, সন্ন্যাস, নির্জ্জনসেবা ও মৌন সমস্তই বৃথা হয়ে যায়।"* নিজেকে জ্ঞানী বলে মনে করি কিন্তু মূর্খ; আমাকে ধিক্। ঘৃতাহুতি বহ্নির ন্যায় আমার কাম পরিতৃপ্ত হল না বরং বর্দ্ধিত হল। আমি অজিতেন্দ্রিয় ও দুর্ম্মতি; ভ্রান্ত, রজ্জুতে সর্প দ্রষ্টার ভ্রমে যদি চিত্ত সর্পজনিত ভয় হয়, তবে সে দোষ রজ্জুর নহে দ্রষ্টার। সেইরূপ উর্ব্বশীর কি দোষ, সে তো প্রবোধ বাক্য বলেছিল আমি তা বুঝি নাই। পিতামাতা; ভার্য্যা, স্বামী, অগ্নি, কুক্কুর, শকুন, আত্মা ও বন্ধুজনেরই সঠিক সম্বন্ধ কি তা যদি না জানি তবে ইহাতে মুগ্ধ হয়। এই দোষ আমারই, উর্ব্বশীর প্রতি রোষ প্রকাশে কোন উপকার নাই। আমি আমার অসংযত ইন্দ্রিয়গণের মোহে পড়ে আরোপ করেছি মাত্র।

শ্রীভগবান্ বললেন, অনন্তর নৃপতি ঐল জ্ঞান দ্বারা মোহ বিদূরিত করে এইরূপ গান করতে করতে উর্ব্বশীলোক পরিত্যাগ করে পরমাত্মরূপে আমাতে চিত্ত স্থির করলেন। অনন্তর আত্মারাম মুক্ত সঙ্গ হয়ে এই মহীমণ্ডলে বিচরণ করতে লাগলেন।

অগ্নিদেবকে আশ্রয় করলে যেমন শীতভয় বা অন্ধকারের ভয় থাকে না, তেমনি সাধুগণের সেবা করলেও মানব মনের অত্যাসক্তি ছেদন হয়, অজ্ঞান নাশ হয়। যে সাধু আমাতে চিত্ত অর্পণ করে অনন্ত গুণ আনন্দ স্বরূপ আমাতে ভক্তি লাভ করেছেন, তাঁর আর কি অবশিষ্ট থাকে? দিবাকর উদয় হলে লোকসকলের বহিশ্চক্ষু বিকাশ করেন, আর সাধুগণ সগুণ নির্গুণ জ্ঞাপক অন্তশ্চক্ষু প্রদান করে থাকেন অতএব সাধুগণই দেবতা ও বান্ধব এবং সাধুগণই পরমাত্মরূপে আমি। অতএব সর্বদা সাধুসঙ্গ করবে।

উদ্ধব বললেন, — হে প্রভো! যাঁরা আপনার ভক্ত, তাঁরা কিরূপে আপনার পুজো করেন, ভবদীয় আরাধনা বিষয়ক ক্রিয়াযোগ কীর্তন করুন — সকল মুনিগণ বারংবার বলেছেন, ভগবানের আরাধনাই মানবগণের মোক্ষ। আপনার আরাধনা যে মুক্তিপ্রদ তা আপনার বদন কমল হতে উপদিষ্ট হয়েছে।

শ্রীভগবান্ বললেন, হে উদ্ধব! শাস্ত্রবিধানে অতি বিস্তৃতরূপে পূজা-অর্চনা অনুষ্ঠান প্রদর্শিত হয়েছে সেই সমস্ত অসীম কর্মকাণ্ডের অন্ত নাই, তা আমার

---

* কিং বিদ্যয়া কিং তপসা কিং ত্যাগেন শ্রুতেন বা।
কিং বিবিক্তেন মৌনেন স্ত্রীভির্যস্য মনো হৃতম্।। ১১/২৬/১২

অভিপ্রেতও নহে, এজন্য সংক্ষেপে তোমাকে বলছি শ্রবণ কর। আমার পূজাবিধি ত্রিবিধ — বৈদিক, তান্ত্রিক ও উভয়মিত্র। তিনের মধ্যে যার যেরূপ অভিষ্ট, সে সেই বিধি দ্বারাই আমার পুজো করবে। বৈদিক পুজোর বৈদিক মন্ত্র, তান্ত্রিক পুজোয় তন্ত্রোক্ত মন্ত্র, আর বৈদিক তান্ত্রিক মিশ্র পুজোয় অষ্টাক্ষরাদি মন্ত্র। ভক্তিযুক্ত দ্বিজ প্রতিমায়, বেদীতে অগ্নিতে, সূর্য্য, জলে কিংবা নিজ হৃদয়ে স্বীয় গুরু জ্ঞানে অমায়িক ভাবে আমার অর্চনা করবে।

বেদে যে সকল সন্ধ্যা উপাসনাদি কার্য্য সম্যক্ উক্ত আছে, তৎসমস্তই করবে, পরমেশ্বর বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হবে, তারপর বৈদিক মন্ত্রে আমার পুজো করবে। এইরূপ পুজোয় কর্মবন্ধন ছিন্ন হয়। যে যেভাবেই পুজো করুন না কেন, শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে সকলেরই পুজো করা কর্তব্য। জীব যত প্রকার পারে উপচার অর্পণ করুক; আর না পারে — পত্র, পুষ্প, ফল, জল তা দ্বারাই ভক্তি সহকারে পুজো করবে। প্রতিমাদিতে কিংবা প্রতিমা ভিন্ন অন্য যে কোন আধারে শ্রদ্ধাভক্তি হয়, তাতেই আমার পুজো করবে, কেননা সর্বাত্মা আমি সর্বভূতের আত্মায় এবং সর্বভূত আমাতে অবস্থিত। এইরূপে বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়াযোগ বিধানে পূজক আমাকে অর্চনা করে আমা হতে উভয় ভাবের অভীষ্ট মুক্তি লাভ করবে। নিষ্কাম ভক্তিযোগ দ্বারা আমাকেই পাওয়া যায়।

অধ্যায় (২৮—২৯)

শ্রীভগবান্ বললেন,—যিনি বিশ্বকে প্রকৃতি ও পুরুষ দ্বারা একাত্মক অবলোকন করেন, তিনি অপরের শান্ত ভীষণাদি স্বভাব ও সদসৎ কার্য্যের প্রশংসা বা নিন্দা করেন না। কেহ কেহ প্রকৃতির শক্তি স্বীকার করে বলেন — প্রকৃতি দ্বারাই পরব্রহ্ম বিশ্ব সৃষ্টি করেন, প্রকৃতির অতীত পরব্রহ্মো নহে। বস্তুতঃ এরূপ হলে পরিণাম বাদে ও ব্রহ্মের বিকারাশঙ্কা থাকে না। প্রকৃতি ও বিশ্বের উপাদান, জীব তার আধার অর্থাৎ আশ্রয়, কাল তার প্রকাশক আর তিনটির সমষ্টি আমি। দেহস্থ জীব যেমন মন দ্বারা মায়াকে আশ্রয় করে, মন লীন হলে চৈতন্যশূন্য হয়ে সুষুপ্তিদশা প্রাপ্ত হয়, নানাত্বদর্শী পুরুষও তদ্রূপ বিক্ষেপ ও লয় প্রাপ্ত হয়। যদি দ্বৈতজ্ঞানে মিথ্যা প্রাপ্ত হয়, তবে ঘটপটাদির কার্য্যকারিতা কিরূপে সম্ভব? ঘটের তবু একটা আকার আছে, তার কার্য্যকারিতায় ও ভ্রম হতে পারে। কিন্তু যার আকার নাই এমন যে প্রতিবিম্ব

প্রতিধ্বনি তারও কার্য্যকারিতা ভ্রান্ত দৃষ্টিতে দেখতে পাওয়া যায়। ছায়া সঙ্গে সঙ্গে চলে, হাত পা চললে সেও হাত পা চালায়, জলাশয়ের সামান্য শব্দ করলে তার অনুরূপ প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় — এ সকল যেমন মিথ্যা, তদ্রূপ দেহাদিভাবও মিথ্যা, উহা কেবল সংসারে ভীতি উৎপাদন করে। বিষয়ের ধ্যান করতে করতে আত্মার স্বপ্নে যেমন মিথ্যা নানা জন্তুরাদির ভয় সত্য বলে বোধ হয় তদ্রূপ এই সংসার মিথ্যা হলেও ইহাতে অসত্য বুদ্ধির নিবৃতি হয় না। নিদ্রা যেমন বহু অনর্থের পোষণ করে, জাগরণে আবার তেমনি জাগ্রত ব্যাক্তিকে মোহ হতে নির্মুক্ত করে থাকে। যিনি ভগবানের ভক্ত তাঁর স্বরূপ যে ভক্তের চিত্ত সুব্যক্ত হয়েছে, তাঁর বাইরে কোন আবরণ পড়লেও সর্বদোষ নির্মুক্ত। এইরূপ জীবন্মুক্ত ব্যক্তিরই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়ে থাকেন।

গুণ দোষ জ্ঞানই সংসারের কারণ, তা সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ হতে হয়; সেই সকল গুণের উৎপত্তি হয় অহঙ্কার হতে। সে অহঙ্কার ব্রহ্মের নাই। তাই তিনি আকাশের মত কোন দোষ বা গুণে লিপ্ত হন না।

সূর্য্যের উদয় যেমন মানুষ চক্ষুর অন্ধকার বিনাশ করে, চক্ষুঃ প্রদান করে না, তেমনি মদীয় সর্বসাধিনী কৃপাদৃষ্টি পুরুষের বুদ্ধি বিষয়ক অন্ধকার মাত্রই নাশ করে থাকে।

আমার ধ্যান ও নাম কীর্তনাদি দ্বারা কামাদি এবং শ্রেষ্ঠ যোগিগণের আচরণ দ্বারা দম্ভ মোহাদি অশুভ ধৈর্য্য সহকারে বিনাশ করবে। যোগচর্য্যার দ্বারা যদি কেহ কিছুকাল স্থায়ীও হয় তথাপি তাতে শ্রদ্ধা করা কর্তব্য নহে; দেহের অবসান অনিবার্য্য, বৃক্ষের পক্বফল যেমন আপনা আপনি বৃন্তচ্যুত হয়ে যায় দেহও সেইরূপ আয়ুষ্কাল ফুরালে বিনষ্ট হয়ে থাকে। জ্ঞানীগণ আমাতে একনিষ্ঠ হয়ে যোগচর্য্যা করে থাকেন। যোগী যদি আমাকে আশ্রয় করে যোগচর্য্যা করেন, তাহলে কোন বিঘ্নে ব্যাহত হয় না, পরন্তু আত্মানন্দ অনুভব করে থাকেন।

,উদ্ধব বললেন, হে অচ্যুত। যার মন বশীকৃত নহে তার পক্ষে যোগচর্য্যা করা বড় দুশ্চর দুঃসাধ্য। অতএব মানুষ যাতে সহজে ভক্তিযোগ সাধনার উপায় লাভে সমর্থ হয় তাই বলুন।

শ্রীভগবান্ বললেন, হে উদ্ধব! যে সকল ধর্মবাক্য শ্রদ্ধার সহিত আচরণ করলে মানব মৃত্যুকে জয় করে থাকে সেই ধর্মকথা তোমাকে বলছি — আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করলে ধর্মে আত্মা ও মনের রতি হবে, আমাকে স্মরণ করে নিরুদ্বেগ

হৃদয়ে আমার নিমিত্ত সকল কর্ম করা ক্রমশঃ অভ্যাস করবে। আমার পরম ভক্ত সাধুগণের আচরণ অনুকরণ করবে, আমার মহোৎসবাদি শুদ্ধমনে দর্শন করবে, স্বীয় আত্মায় ও সর্বভূতের অন্তরে ও বাইরে আমাকে দেখবে। ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, দাতা ও চোর, সূর্য্য ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, কুটিল ও সরল সকলের প্রতি যিনি সমদর্শী হন, তিনিই পণ্ডিত। কুক্কুর, চণ্ডাল, গো, গর্দ্দভ সকলকে ঈশ্বরবৎ নিত্য চিন্তা করবে। মন বাক্য ও শরীর দ্বারা সর্বভূতে আমাকে দর্শন করলে সমস্ত ব্রহ্মময় হয়ে যায়। সর্বত্র ঈশ্বর দৃষ্টি সম্পন্ন হলে ভক্তি লাভ হয়। আমাকে লাভ করার সকল উপায় মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। আত্ম নিবেদনই মোক্ষ লাভের পথ। ব্রহ্মবাদের সার কথা তোমাকে বললাম, জ্ঞানের কথা আর অবশিষ্ট কিছুই নাই। যে ব্যক্তি ইহার সামান্যতম অনুসন্ধান করে সেও বেদগুহ্য সনাতন পরমব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি সম্যক প্রকারে আমার ভক্তগণ মধ্যে এই জ্ঞান বিতরণ করেন, তাকে আমি আত্মদান করে থাকি। যিনি এই জ্ঞানের কথা শ্রবণ করেন তিনি আমাতে পরম ভক্তি অর্জন করে থাকেন, এবং কখনও কর্মসমূহে আবদ্ধ হয় না। দাম্ভিক মস্তিষ্ক শঠ বা দুর্বিনীত অভক্তকে ইহা দিবে না। একমাত্র যার ভক্তি থাকবে, তাকেই বলবে। হে সখে উদ্ধব! তুমি ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞান লাভ করেছ তো? তোমার সমস্ত মোহ ও শোক অপগত হয়েছে তো? আর তো তোমার কোন সন্দেহ নাই?

শুকদেব বললেন, উদ্ধব তখন কৃতাঞ্জলি অবরুদ্ধকণ্ঠ ও অশ্রুপূর্ণ লোচনে আপ্লুত হল, আনন্দে কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল, তিনি তখন কিছুই বলতে পারলেন না। প্রণয় বশে ক্ষুব্ধ চিত্তকে ধৈর্য্য দ্বারা সংযত করে ও শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে মস্তক দ্বারা স্পর্শ করে যদুবরকে বললেন, হে অজ! হে আদ্য! আপনি ব্রহ্মারও জনক, যে মোহময় অন্ধকার আমাকে আশ্রয় করেছিল আপনার সন্নিধান গুণেই আমার সকল মোহ দূর হয়েছে। আপনি আপনার হৃদয়ের জ্ঞান প্রদীপ স্বরূপ, কিন্তু প্রদীপের সমীপ ত্যাগ করলে আবার আমাকে মোহান্ধকারে পতিত হতে না হয়। নিজ সৃষ্ট মায়া দ্বারা দাশাহ-বৃষ্ণি-অন্ধক-সত্ত্বতদিগের প্রতি আমার যে সৃদৃঢ় স্নেহ পাশ আপনিই বিস্তার করে দিয়েছিলেন, আত্মজ্ঞানরূপ শস্ত্রদ্বারা আপনি স্বয়ংই আজ তা ছিন্ন করে দিলেন। আমি আপনার দাস হয়ে রইলাম। হে মহাযোগী, আপনাকে প্রণাম, যাতে ভবদীয় পাদপদ্মে আমার সুদৃঢ় মতি হয়, আমাকে সেই শিক্ষাদান করুন।

শ্রীভগবান্ বললেন, হে উদ্ধব! যাবদীয় যাদবগণের মধ্যে তুমিই আমার তুল্য, তুমিই আমার প্রতিমূর্তি, তুমি কোন অংশেই আমার নূন্য নও। এক্ষণে আমার

আদেশমত তুমি আমার প্রিয়ধামে বদরিকাশ্রমে গমন কর। সেখানে আমার পাদ তীর্থোদকে স্নান ও আচমন দ্বারা পবিত্র হও। গঙ্গা-দর্শনে সকল পাপ বিধূত করে সুখে স্পৃহাহীন হয়ে বৃক্ষের বল্কল পরিধান ও বন্য ফল-মূল ভক্ষণ করে, তাতেই শীতোষ্ণ দুঃখাদি বিষয় সহনশীল তা সম্পন্ন হবে। সকল দ্বন্দ্ব ভাব ত্যাগ করে বাক্য ও মন আমাতে সমর্পণ করে, আমার প্রদত্ত জ্ঞান শান্ত ও সমাহিত চিত্তে নির্জ্জনে সর্বদা স্মরণ করো। এইরূপে ত্রিগুণ অতিক্রম করতে পারলে আমাকে লাভ করবে। উদ্ধব তখন শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করলেন এবং তাঁর পাদযুগলে মস্তক বিন্যস্ত করলেন এবং তাঁর পাদুকাদ্বয় অশ্রুজলে নিষিক্ত করে, তাঁকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করে বিহ্বলভাবে সাতিশয় ক্লেশদশা প্রাপ্ত হলেন। অনন্তর সে স্থান হতে প্রস্থান করলেন। এরপর মহাভক্ত উদ্ধব ভগবান্ কৃষ্ণকে হৃদয়ের অন্তরে ধারণ করে তাঁর আদেশমত বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হয়ে তপস্যা দ্বারা তার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্রীশুকদেব উপসংহারে বললেন, — যিনি বেদের নিয়ামক জীবের ভবভয় দূর করার জন্য মধুকরের ন্যায় সমগ্র জ্ঞান বিজ্ঞানের সার বেদ তাৎপর্য্য সঙ্কলন করেছেন এবং যিনি সাগর মন্থনোত্থিত অমৃত নিজ অনুগত দেবগণকে পান করিয়েছিলেন, কৃষ্ণ নামা সেই আদি পরম পুরুষকে প্রণাম করি।

অধ্যায় (৩০)

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন, — মহাভাগবত উদ্ধব বনে চলে গেলেন আর ভূতভাবন শ্রীভগবান্ দ্বারকাতে কি করলেন? রমণীগণ যাঁকে একবার দেখলে চোখ ফেরাতে সমর্থ হয় না, যাঁর লীলামৃতকথা কবিদিগের রতি ও ভক্ত সাধুদিগের তন্ময়তা জন্মায়, কুরুক্ষেত্রে রণস্থলে শত্রুসৈন্যগণও যাঁকে রথোপরি অবস্থিত দেখে তাঁর সারূপ্য লাভ করেছিল, তেমন নয়ন মনোহারিণী তনু তিনি কিরূপে ত্যাগ করলেন?

শ্রীশুকদেব বললেন, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও অন্তরিক্ষে সর্বত্র প্রবল উৎপাত দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণ যাদবসভায় সমবেত যাদবমণ্ডলীকে বললেন, আর মুহূর্তমাত্রও আমাদের এখানে থাকা উচিত নহে, যমের ধ্বজাস্বরূপ মৃত্যুসূচক ভীষণ উৎপাত আরম্ভ হয়েছে, রমণীগণ, বালক ও বৃদ্ধগণ শঙ্খোদ্ধার তীর্থে গমন করুন, আমরা সকলে পশ্চিমবাহিনী

সরস্বতী তীরে প্রভাসে গিয়ে বিঘ্ননাশকারী পূজা দানাদি মঙ্গল কার্য্য করব। সকলে সম্মতি জানিয়ে নৌকাদ্বারা সাগর তীরে উত্তীর্ণ হয়ে রথে আরোহণ করে প্রভাসে চলে গেলেন। ভগবান্ যাদববর কৃষ্ণ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে সর্বমঙ্গলযুক্ত কার্য্য তারা সকলে পরম শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন করলেন। কিন্তু দৈব প্রভাবে বুদ্ধি ভ্রংশ হল। তারা প্রচুর পরিমাণে মৈরেয়ক নামক মদ্যপান করল। মদ পান করে মত্ত হয়ে পরস্পর মহাকলহে প্রবৃত্ত হয়ে নানা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পরস্পর প্রাণ হরণে উদ্যত ক্রোধরক্ত যাদবগণ সাগরতীরে ধনু, খড়্গ, ভল্ল, গদা, তোমর ও ঋষ্টি প্রভৃতি দ্বারা যুদ্ধ আরম্ভ করল। বনে মদমত্ত মাতঙ্গগণ যেমন দন্ত দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করে তদ্রূপ যাদবগণও মদোন্মত্ত হয়ে পরস্পরকে আঘাত ও বধ করতে লাগল। সমরে দাশার্হ, বৃষ্ণি, অন্ধক, ভোজ, সাত্বত, অর্ব্বুদ, মাথুর, মধ, শূরসেন, বিসর্জ্জন, কুকুর, কুন্তিভোজ এই সকল বংশের বীরগণ — প্রদ্যুম্ন, সাম্ব, অক্রূর, ভোজ, অনিরুদ্ধ, সাত্যকী, সুভদ্র, সংগ্রামজিৎ, সুদারুণ, কৃষ্ণের ভ্রাতা ও পুত্র উভয় গদদ্বয়, সুমিত্র ও অসুরথ প্রধান বীরগণ কৃষ্ণমায়ায় বিমোহিত হয়ে নিজ নিজ সৌহার্দ্দ একেবারে বিসর্জন দিয়ে পরস্পর পরস্পরকে ভীষণভাবে প্রহারে প্রবৃত্ত হলেন। পুত্র পিতাকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে, দৌহিত্র মাতামহে, ভাগিনেয় মাতুলে, বান্ধব বান্ধবকে অস্ত্র দ্বারা নিহত করতে লাগল। অস্ত্র সকল নিঃশেষ বা ক্ষয়িত হলে তারা মুষ্টি দ্বারা এরকা বজ্রতুল্য পরিঘের ন্যায় সকলে আহরণ করে তৎদ্বারাই একে অন্যকে আঘাত করতে লাগল। কৃষ্ণ বলরামকেও প্রতিপক্ষ মনে করে প্রহারে প্রবৃত্ত হল। কৃষ্ণ বলরামও ক্রুদ্ধ হয়ে এরকামুষ্টিরূপ লৌহদণ্ড উদ্যত করে রণক্ষেত্রে বিচরণ পূর্বক প্রহার করতে লাগল। ব্রহ্মশাপগ্রস্ত ও কৃষ্ণমায়ামোহিত যাদবগণ স্পর্দ্ধাজনিত ক্রোধ বংশ মধ্যে জাত বহ্নি যেমন বন দগ্ধ করে ধ্বংস করে তদ্রূপ সমস্ত যাদবকুল দগ্ধ করল। ভগবান্ কেশব ভূভার অবতারিত হয়েছে বলে মনে করলেন। বলরাম পরমপুরুষের ধ্যানরূপ যোগ মার্গ অবলম্বন করে, আত্মায় আত্ম সংযোগ করে সমুদ্রতটে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করলেন। ভগবান্ দেবকীনন্দন বলরামের তিরোভাব দেখে, একটি অশ্বত্থ বৃক্ষতলে উপগত হয়ে, নিজ প্রভায় উজ্জ্বল চতুর্ভুজ মূর্তিদ্বারা দিক্‌সকল আলোকিত করে, তূষ্ণীভাব অবলম্বন পূর্বক ধূমহীন অগ্নির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট হয়ে বামপদ উরুদেশে স্থাপন পূর্বক ভূতলে বসে থাকলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বক্ষোদেশে শ্রীবৎসচিহ্নিত দেহ তপ্তকাঞ্চন প্রভ, কান্তি ও মঙ্গলময় জলদ শ্যামল, দেহপীত কৌষেয় বস্ত্রদ্বয়ে আবৃত, মুখকমল রক্তাভ

ও সুন্দর ঈষৎ হাস্যে মণ্ডিত, নয়নদ্বয় পুণ্ডরীকের ন্যায় মনোহর, কর্ণদ্বয় প্রদীপ্ত কুন্তলমণ্ডিত। কটিতে মেঘলা, স্কন্ধ দেশে যজ্ঞসূত, মস্তকে কিরীট, করে কটক ও অঙ্গদ, হার, নূপুর; কৌস্তভ বন মালা ও নিজ চক্রগদাদি দ্বারা বিভূষিত হয়ে তিনি দক্ষিণ উরুর উপর কোকনদতুল্য রক্তবর্ণ নিজ বামপদ আপন করলেন। তখন জরা নামক ব্যাধ মুষলের অবশিষ্ট লৌহখণ্ড যোগে যে তীর পূর্বে প্রস্তুত করেছিল, তৎদ্বারা কৃষ্ণের মৃগমুখাকার চরণকে মৃগ মনে করে তীর বিদ্ধ করল। ব্যাধ নিকটে এসে চতুর্ভুজ কৃষ্ণকে দেখে বুঝল তার মহাপাপ হয়েছে, মহাপরাধ ভয়ে তখন ভীত হয়ে ব্যাধ তার পাদদ্বয়ে মস্তক রেখে ধরাতলে পতিত হল। হে মধুসূদন, আমি পাপিষ্ঠ, না জেনে এই কার্য্য করেছি, আমাকে এই পাপ হতে মুক্ত করুন।

শ্রীভগবান্ বললেন, ব্যাধ, তুমি ভয় পেও না, উঠে বস, তুমি আমার ইচ্ছাই পূর্ণ করেছ। আমার অনুজ্ঞা ক্রমে তুমি পুণ্যবান্‌দিগের প্রাপ্য স্বর্গে গমন কর। জরা ব্যাধ শ্রীভগবানকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে বিমানযোগে স্বর্গে গমন করল। কৃষ্ণসারথি দারুক রথ নিয়ে এসে প্রভুকে ঐ অবস্থায় দেখে অশ্রুসিক্ত নয়নে তাঁর পাদমূলে পতিত হল। আর্দ্রহৃদয়ে সে বলল, হে প্রভো! আপনার পাদপদ্ম দর্শন না করে আমার দৃষ্টি অন্ধকারে প্রবিষ্ট, নিশাকালে চন্দ্রমা অস্তমিত হলে অন্ধকারে প্রবিষ্ট দৃষ্টি যেমন নষ্ট হয় আপনার পাদপদ্ম না দেখতে পেয়ে আমারও তেমন দৃষ্টি হীন হয়েছে, দিগ্‌জ্ঞান হারিয়েছি, শান্তি পাচ্ছি না। দারুক এইরকম বললে, সেই গরুড়ধ্বজ রথ অশ্ব ও ধ্বজসহ স্বয়ং আকাশমার্গে অন্তর্হিত হল। বিষ্ণুর দিব্য চক্রগদাদি আয়ুধসকল তৎপশ্চাৎ অনুসরণ করল। দারুক সেই দৃশ্য দর্শনে অত্যন্ত বিস্মিত হল। শ্রীভগবান্ বললেন, দারুক তুমি সত্বর দ্বারকায় গমন কর। পরস্পর যুদ্ধে যদুকুল ধ্বংস এবং বলরাম ও আমার তিরোভাব বৃত্তান্ত বল। আর বল আমার পরিত্যক্ত সেই পুরীকে সমুদ্র শীঘ্রই গ্রাস করবে। আমার পিতামাতার সহিত সকলে অর্জুন কর্তৃক রক্ষিত হয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করুন। আর তুমি আমার ভক্তিধর্ম অবলম্বন পূর্বক জ্ঞাননিষ্ঠ ও উদাসীন থেকে এই সংসার আমার মায়াদ্বারা রচিত জেনে বৃথা শোক পরিত্যাগ করে, শান্তি লাভ কর। কৃষ্ণ কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হয়ে দারুক তাঁকে প্রদক্ষিণ ও পুনঃ পুনঃ প্রণাম করে এবং তাঁর পাদযুগল মস্তকে ধারণ করে নিতান্ত দুঃখিত হৃদয়ে দ্বারকায় গমন করলেন।

অধ্যায় (৩১)

শ্রীশুকদেব বললেন,— হে রাজন্! অনন্তর দ্বারকায় ব্রহ্মা, শঙ্করীর সহিত শঙ্কর ও প্রধান প্রধান সমস্ত দেবগণ, পিতৃগণ, মুনিগণ, সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও নাগগণ, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, অপ্সরাগণ ও দ্বিজগণসহ শ্রীভগবানের জন্ম, কর্ম ও স্তবগান করতে করতে আকাশপথ বিমান সঙ্কুল করে তাঁর নির্যাণ দেখবার নিমিত্ত সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং ভক্তিসহকারে রাশি রাশি পুষ্প বর্ষণ করতে লাগলেন। শ্রীভগবান্ তখন পদ্মনেত্রদ্বয় একবার নিমীলিত করলেন, এবং তৎক্ষণাৎ লোক অভিরাম ধ্যান মঙ্গল স্বীয় তনু সহ স্বধামে প্রবেশ করলেন। আকাশ হতে পুনঃ পুষ্প বর্ষিত হল, ও দুন্দুভি সকল নিনাদিত হয়ে উঠল। সত্যধর্ম ধৃতি কীর্ত্তি ও শ্রী তাঁর সত্যস্বরূপ পরমাত্মার অনুগমন করল। দেবাদি সকলে নিজধামে প্রস্থান করলেন। রাজন্! সেই পরমপুরুষের দেহধারীরূপে জন্ম, কর্ম ও অন্তর্ধানকে নটের ন্যায় মায়ার কার্য্য বলে জানবে। তিনি আত্মা হতে এই জগৎ সৃষ্টি করে অন্তর্য্যামিরূপে তবে অনুপ্রবিষ্ট হন এব প্রলয়কালে তা বিকৃত ও ধ্বংস করে স্বীয় মর্য্যাদা হতে উপরত হয়ে থাকেন।

যিনি যমলোক হতে গুরুপুত্রকে উদ্ধার করলেন, যিনি ব্রহ্মাস্ত্রদগ্ধ তোমাকে সঞ্জীবিত করলেন, অন্তকেরও শঙ্করকে যিনি বাণযুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন, যিনি জরা নামক ব্যাধকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করলেন, তিনি কি স্বদেহ রক্ষায় অক্ষম ছিলেন? যিনি সমস্ত জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও সংহারের একমাত্র কারণ সুতরাং অশেষ শক্তির আধার হয়েও, যদুকুল সংহার করে, নিজ শরীরকে অবশিষ্ট রাখতে ইচ্ছা করলেন না; মর্ত্ত্য শরীর দ্বারাই যে দিব্যগতি প্রাপ্ত হওয়া যায়; তা দেখালেন। শ্রীকৃষ্ণ বিরহিত দারুক দ্বারকায় আগমনপূর্বক বসুদেব ও উগ্রসেনের চরণে পতিত হয়ে অশ্রুদ্বারা তাঁদিগকে অভিষিক্ত করলেন এবং বৃষ্ণিবীরগণের নিধন বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন। তা শুনে সকলে উদ্বিগ্নচিত্ত ও শোকে বিহ্বল হলেন। অনন্তর সকলে মৃত জ্ঞাতিগণকে দেখতে গিয়ে মুখে করাঘাত করতে করতে যে স্থানে গতপ্রাণ যাদবগণ শয়ান ছিল সেখানে আগমন করলেন। দেবকী, রোহিনী ও বসুদেব নিজপুত্র কৃষ্ণ বলরামের শোকে কাতর হয়ে দেহত্যাগ করলেন। স্ত্রীগণ নিজ নিজ পতিগণের দেহ আলিঙ্গন করে অগ্নিতে প্রবশ করলেন। রুক্মিণী প্রভৃতি কৃষ্ণময়প্রাণ নারীগণও অগ্নিতে

প্রবেশ করলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা অর্জুন জ্ঞাতিহীন হয়ে বিরহ কাতর হলেও কোন ক্রমে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে সকলের পিণ্ডোদকাদি ক্রিয়া যথাবিধিভাবে সম্পন্ন করালেন। সমুদ্র শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণমন্দির ব্যতীত সমগ্র দ্বারকা পুরীকে প্লাবিত করল। অর্জুন হতাবশিষ্ট স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধগণকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে চলে গেলেন এবং অনিরুদ্ধপুত্র বজ্রকে তথায় নৃপপদে অভিষিক্ত করলেন। রাজন্, তখন তোমার বৃদ্ধ পিতামহগণ অর্জুনের নিকট সুহৃদ বধ বৃত্তান্ত শ্রবণ করে, তোমাকে বংশধর রেখে সকলে মহাপ্রস্থানে গমন করলেন। যে ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুর এই জন্মরহস্য ও কর্মকাহিনী কীর্তন করেন ও অপরকে শ্রবণ করান, তিনি সর্বপাপ মুক্ত হন। এবং তিনি পরমাত্মা ভগবানে পরাভক্তি লাভ করে থাকেন। হে রাজন্! তুমি ভগবদ্ বিরহের দুর্ভাবনা পরিত্যাগ কর। তিনি আত্মমায়ায় স্বীয় পুত্র পৌত্রাদির মধ্যে মুনিশাপরূপ মহোৎপাতের সৃষ্টি করে পরস্পরের কলহ উৎপাদন ও স্বয়ং তার মধ্যে প্রবেশ পূর্বক কিছুকাল লীলা খেলা করে তাদের সহিত স্বস্থানে প্রস্থানে করেছেন। নিজ মহিমায় যে মায়াকে চালিত করে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এতকাল ক্রীড়া করলেন। তিনি এখন সেই মায়া হতে উপরত হয়ে নিজধামে আছেন। ভগবান্ সাধারণ ঐন্দ্রজালিক নহেন, মাকড়সার মুখ হতে সূত্রকারে প্রসৃত যাবতীয় জাগতিক ইন্দ্রজাল নিয়ে মায়া দেবী যে লীলা নটের নিকট করপুটে সর্বদা দণ্ডায়মান, যাঁর ইঙ্গিতে জগৎ পরিচালিত তাঁর নিকট কোন কিছুই অসম্ভব নহে।

—ঃঃ—

শ্রীমদ্‌ভাগবত

দ্বাদশ স্কন্ধ

অধ্যায় (১)

শ্রীশুকদেব বললেন,—চন্দ্রবংশীয় বৃহদ্রথের শেষ বংশধর পুরঞ্জয় নামে যে একজন জন্ম গ্রহণ করবে, সে সেই বংশের শেষ রাজা নিজ অমাত্য শুনক কর্তৃক নিহত হবেন। শুনক নিজপুত্র প্রদ্যোতকে রাজা করবে, তার পুত্র পালক এইভাবে শুনকের বংশীয় পাঁচজন রাজা মোট ১৩৮ বৎসর রাজত্ব করবেন। তৎপর শিশুনাগ বংশীয় দশজন ৩৬০ বৎসর রাজত্ব করবে। হে রাজন্, মহানন্দির ঔরসে শূদ্রা গর্ভজাত পুত্র নন্দ বা মহাপদ্ম প্রভৃত ধনবান্ ও ক্ষমতাশালী হয়ে একচ্ছত্র সম্রাট হবেন। তোমার জন্ম হতে নন্দের অভিষেক পর্যন্ত ১১১৫ বৎসর হবে। নন্দ ও তা পুত্রগণ ১০০ বছর রাজত্ব করার পর এক ব্রাহ্মণ মৌর্য্য বংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যে অভিষিক্ত করবেন। তার পুত্র বারিসার, তৎপুত্র অশোকবর্দ্ধন এবং তার শেষ বংশধর বৃহদ্রথ ৩৩৭ বৎসর রাজত্ব করলে বৃহদ্রথ তাঁর সেনাপতি পুষ্পমিত্র কর্তৃক নিহত হবেন। শুঙ্গ বংশ নামে পরিচিত হয়ে পুষ্প মিত্রের বংশধরগণ ১১২ বৎসর রাজত্ব করার পর শেষ রাজা দেবভূতি তাঁর অমাত্য কণ্ববংশীয় বসুদেব কর্তৃক নিহত হবেন। কণ্ববংশীয়গণ সুশর্ম্মা পর্যন্ত ৩৪৫ বৎসর এবং কণ্ববংশীয় সুশর্ম্মার ভৃত্য অতিনিন্দিত অন্ধ্রজাতীয় বলী নামক শূদ্র তাকে নিহত করে কিছুকাল পৃথিবী ভোগ করবে।

হে কুরুনন্দন! এইভাবে তিনশত নৃপতি চারশত ছাপান্ন বৎসর পৃথিবী ভোগ করবে। তৎপর আভীয় গর্দ্দভী কঙ্ক যবন তুরুষ্ক গুরুণ্ড ও মৌনবংশীয়গণ ১৩৯৯ বছর। তৎপর কিলকিলা পুরীতে ভূতনন্দ প্রভৃতি পাঁচজন ১০৬ বছর, তৎপর সেই ভূতনন্দাদি রাজগণের বাহ্লিক নামক ত্রয়োদশ পুত্র হবে। তারা খণ্ড খণ্ড মণ্ডলের অধিপতি স্বরূপে কিছুকাল রাজত্ব করবে। তারপর মগধরাজ বিশ্ব স্ফূর্জ্জি গঙ্গাদ্বার হতে প্রয়াগ পর্যন্ত অধিকার করে সকলকে ম্লেচ্ছপ্রায় করবেন। সৌরাষ্ট্র অবন্তী শূর

অর্জ্জুদ মালব দেশবাসী জনাধিপতিগণও উপনয়নাদি সংস্কারহীন হবে, রাজগণ শূদ্রপ্রায় হবে। সিন্ধুনদের তীরে ম্লেচ্ছাচারীগণ চন্দ্রভাগ কৌন্তী ও কাশ্মীর মণ্ডল ভোগ করবে। এরা অল্পায়ু অল্পবল রাজ ও তমোগুণী এবং প্রজাপীড়ক হবে এবং অন্যান্য দেশে রাজগণ কর্তৃক পীড়িত হয়ে বিনাশপ্রাপ্ত হবে।

অধ্যায় (২)

শ্রীশুকদেব বললেন, — হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের বৈকুণ্ঠ গমন হতে কলিযুগ আরম্ভ হবে। এই যুগে ধর্ম, সত্য ব্যবহার, শৌচ, ক্ষমা, দয়া, আয়ু, বল ও স্মরণশক্তি ক্ষীয়মান হবে। ধন ও বলই প্রবল হবে। অভিরুচিমত স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ, প্রবঞ্চনা দ্বারা ক্রয় বিক্রয় হবে, রতি কৌশল দ্বারা স্ত্রী-পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব, যজ্ঞসূত্র মাত্র ব্রাহ্মণের পরিচয় হবে, দণ্ড কমণ্ডলু ও অজিন চিহ্ন দ্বারা হবে আশ্রম পরিচয়, বহু ভাষণ হবে পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক, এবং দম্ভ প্রদর্শনে সাধুত্ব নিরূপিত হবে। স্বীকারমাত্রে বিবাহ সিদ্ধ হবে, কেবল কেশ পরিষ্কারই হবে স্নান, কেবল উদর পূরণই একমাত্র পুরুষার্থ এবং শঠতায় হবে সত্যের প্রতিষ্ঠা, কুটুম্ব ভরণই দক্ষতা এবং কীর্তিলাভের জন্যই ধর্মের সেবা চলবে, এইরূপ বিবেচিত হবে। অধিক ক্ষমতাবান্ রাজা হবে। করভারপীড়িত ও রাজা দ্বারা প্রজাগণের অপহৃত হবে। প্রজাগণ নিজ নিজ গৃহত্যাগ পূর্বক দুর্গম কাননে আশ্রয় নিবে, অনেকে অনাবৃষ্টি জনিত দুর্ভিক্ষে প্রাণ ত্যাগ করবে। প্রজাগণ অভক্ষ্য ভোজন করে দেহধারণে অসমর্থ হয়ে বিনাশপ্রাপ্ত হবে। শীত, রৌদ্র ও শিশির ভোগে; ক্ষুধা তৃষ্ণা ও রোগে কাতর হয়ে প্রজাগণ দুশ্চিন্তায় পরমায়ু কমে যাবে। এইরূপ অবস্থায় শ্রীভগবান্ ধর্ম রক্ষার জন্য ধরায় অবতীর্ণ হবেন। শ্রীবিষ্ণু আবির্ভাব জীবগণের মুক্তির নিমিত্তই হয়ে থাকে। ভগবান্ শম্ভল গ্রামবাসী বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের গৃহে কল্কি নামে আবির্ভূত হবেন। তিনি দ্রুতগামী দেবদত্ত নামক অশ্বে আরোহণ করে কপট রাজচিহ্নধারী দস্যুগণকে বধ করবেন। সমস্ত দস্যু অবসান হলে বাসুদেবের অঙ্গরাগচন্দনে সুরভী ভূত পূত বায়ুস্পর্শে প্রজাগণের মন নির্মল হবে। দেশবাসিগণের হৃদয়ে সত্ত্বমূর্তি ভগবান্ বিরাজ করবেন; তার ফলে বহুতর সন্তান সন্ততি লাভ করবে। যখন ধর্মরক্ষক ভগবান্ কল্কি আবির্ভূত হবেন, তখন সত্যযুগ প্রবর্তিত হবে অনন্তর পুণ্যবান প্রজাসকলের জন্ম হবে। যখন চন্দ্র, সূর্য্য ও বৃহস্পতি পুষ্যানক্ষত্রে একযোগে এক রাশিতে প্রবেশ করলে সত্যযুগ আরম্ভ হবে।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি ক্রমানুসারে প্রবর্তিত হয়। শুকদেব বললেন, রাজন্; তোমাকে যে সকল দেবতুল্য রাজগণ ও বিপ্র, বৈশ্য, শূদ্রাদি অপরাপর ব্যক্তির কথা বললাম, তারা সকলেই পৃথিবীর প্রতি মমতা বিস্তার করেন। কিন্তু সকলকেই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে তাদের রাজ্য বা বংশ বিনাশ হয়েছে, তাদের মরণের পর কৃমি, বিষ্ঠা ও ভস্মে পরিণত হয়েছে। এহেন শরীরের পোষণার্থ অপর জীবের প্রতি দ্রোহ করে, তারা নিজের স্বার্থ বুঝতে পারে না, কেননা প্রাণিদ্রোহ হতে নরকই হয়ে থাকে তারা ভাবে এই অখণ্ড পৃথিবী আমার পূর্বপুরুষগণের ছিল, এক্ষণে আমার আছে, এবং চিরকাল আমার বংশীয়গণেরই থাকবে। তেজ, বল ও অন্নময় এই শরীরকেই আত্মা জ্ঞান করে ও এই ভূমিকে 'আমার' ভূমি মনে করে ঐ অবোধগণ এক্ষণে অদর্শন হয়েছেন।

হে রাজন্! যে সকল ভূপতি স্বীয় প্রতাপের বলে পৃথিবী ভোগ করেন, কালবশে তাঁরা সকলই কার্য্যতঃ কথামাত্রে পর্য্যবসিত হয়ে থাকেন।

অধ্যায় (৩)

শ্রীশুকদেব বললেন, — হে রাজন্! পৃথিবীজয়েচ্ছু রাজগণকে দেখে পৃথিবী হৃদয়ে হাস্য করে বলেন অহো! কৃতান্তের ক্রীড়া পুত্তলিকাঃ স্বরূপ মহীপতিরা আমাকে জয় করে অভিলাষী ইহা বড়ই বিস্ময়। জলের ফেনার মত ক্ষণস্থায়ী দেহে আমাকে জয় করার আশা রাজন্যবর্গের কেন পণ্ডিতগণেও ব্যর্থ হয়। এইরূপ আশায় আবদ্ধ হৃদয় হয়ে তারা যমকে দেখতে পান না। আমাকে জয় করবে বলে পিতা, পুত্র ও ভ্রাতা, ভ্রাতার সহিত যুদ্ধ করে। এই পৃথিবী আমারই এইরূপ স্পর্দ্ধা করে, পরস্পর প্রহারোদ্যত হয় ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

মনুগণ এবং তৎপুত্রগণ সকলেই তো এখানেই ছিলেন কিন্তু এখন তাঁরা কোথায় গিয়েছেন? পৃথু, পুরূরবা, গাধি, ভরত, নহুষ, কার্ত্তবীর্য্যার্জুন, মান্ধাতা, সগর, রাম খট্টাঙ্গ, ধুন্ধুমার, রঘু, তৃণবিন্দু, যযাতি, শর্য্যাতি, শান্তনু, গয়, ভগীরথ, কুবলয়াশ্ব, কুকুৎস্থ, নৈষধ, নৃগ, হিরণ্যকশিপু, বৃত্রাসুর, রাবণ, নমুচি, শম্বর, নরক, হিরণ্যাক্ষ, তারকাসুর এতদ্ব্যতীত যে সকল অন্যান্য দৈত্য ও ক্ষত্রিয় রাজগণ আমার উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে, তাঁরা সকলেই সর্ব্বজ্ঞ ও শূর, কিন্তু সকলে সর্ব্বজয় করেও বিজিত হয়েছে। হে রাজন্! এই মর্ত্ত্যধর্মী মানবেরা আমাতে প্রগাঢ় আসক্তি করলেও

আমি এদের অকৃতকার্য্য ও নামমাত্রে পর্য্যবসিত করেছি। তোমার জ্ঞান ও বৈরাগ্য বৃদ্ধির নিমিত্তই ঐ সকল রাজাদের কথা বিস্তারিত ভাবে তোমাকে বললাম।

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভগবন্! কলির যুগধর্ম এবং কি প্রকারে ইহার দোষ হতে লোকসমূহে রক্ষা পেতে পারে? সংহার ও স্থিতি কালের পরিমাণ কি? কালরূপী জীবাত্মা পরমেশ্বর বিষ্ণুর গতি ইহাও আমাকে বলুন।

শ্রীশুকদেব বললেন,—সত্যযুগে সত্য, দয়া, তপস্যা ও দান নামে ধর্মের চারিপাদ বিদ্যমান থাকে। সত্যযুগে লোকগণ দয়াবান্ জগন্মিত্র, শান্ত, দান্ত, সহিষ্ণু, আত্মারাম, সমদর্শী ও আত্মদমনশীল হন। ত্রেতায় একপাদনষ্ট হয়ে মিথ্যা ও হিংসা, অসন্তোষ বিরোধরূপে অধর্মের এক পাদ তাতে যুক্ত হয়। ত্রেতায় লোকসকল ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের সাধক, বেদবিদ্যায় পরিপক্ক এবং ব্রাহ্মণ জাতির প্রাধান্য। তপোনিষ্ঠ, নারীতে আসক্তি শূন্য হবে। দ্বাপরে আর একটি পাদ হ্রাস পায় এবং অধর্মের আর একটি পাদ যুক্ত হয়ে দ্বাপরে হিংসা, অসন্তোষ, মিথ্যা, দ্বেষরূপ অধর্ম লক্ষণদ্বারা তপস্যা, সত্য, দয়া ধর্মের অর্ধেক ক্ষয় প্রাপ্ত হবে। কলিতে অধর্মহেতু ক্ষীয়মাণ ধর্মের একটি পাদ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। কলির শেষ ভাগে শূদ্র ও কৈবর্ত্তের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে, লোকসকল লুব্ধ, নির্দয়, কলহরত, দুর্ভাগ্য, দুষ্কর্ম করতে দ্বিধা করবে না ও অত্যন্ত কামনাকুল হবে। সত্যযুগে সত্ত্বগুণবশতঃ জ্ঞান ও তপস্যায় রুচি জন্মে। ত্রেতায় রজোগুণ বশে কাম্যকর্ম ও যশোলাভে আসক্তি জন্মে। দ্বাপরে রজস্তমো মিশ্রিত গুণবশতঃ মান, দম্ভ ও মাৎসর্য্যযুক্ত এবং কাম্য কর্মে প্রীতিমান হবে। কলিতে তমোগুণের প্রাধান্য হেতু মায়া মিথ্যা, হিংসা, তন্দ্রা, নিদ্রা, শোক, দুঃখ, মোহ, ভয় ও দারিদ্রযুক্ত হবে। পুরুষগণ কামী বহু আহারকারী ও স্ত্রীগণ বহুপুত্রা, নির্লজ্জা, কটূ ভাষিণী, স্বেচ্ছাচারিণী, চৌর্য্য ও কপটতায় অত্যন্ত সাহসিকা হবে। জনপদ সকল দস্যুপ্রধান, রাজগণ প্রজাপীড়ক; ব্রাহ্মণগণ শিশ্নোদরপরায়ণ, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, তপস্বী ও যতিগণ নিজ নিজ ধর্মত্যাগী, বণিকগণ ছল কপটতা করে ক্রয় বিক্রয়াদি ব্যবসা চালাবে; প্রভু ভৃত্য পরস্পর পরিত্যাগী, পিতা প্রভৃতি অপেক্ষা লোকে ননান্দৃ শ্যালকাদির প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট, শূদ্রগণ ধর্মবক্তা; প্রজাগণ দুর্ভিক্ষকর ভার পীড়িত এবং একটি কপর্দ্দকের জন্যও পরস্পরের প্রাণহন্তা হবে। মানুষ শিশ্নোদর পরায়ণ ক্ষুদ্র হৃদয় হয়ে বৃদ্ধ পিতা, মাতা, পুত্র ও সৎ কুলজাত ভার্য্যার ভরপোষণ করবে না। পাষণ্ডগণের প্ররোচনায় হতবুদ্ধি হয়ে শ্রীভগবানের পূজা করবে না। তিনি কলিকৃত সকল দোষ সকল অশুভ নাশ করেন। তিনি হৃদয়স্থ হলে অন্তরাত্মা

যেমন অত্যন্ত শুদ্ধি লাভ করে, বিদ্যা, তপস্যা, ব্রত দান ও জপ, দেবোপাসনা, প্রাণায়াম, মৈত্রী, তীর্থস্নান, প্রভৃতি দ্বারা তেমন আত্মশুদ্ধি লাভ হয় না। অতএব তুমি সর্বপ্রকার অবহিত হয়ে শ্রীহরিকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত কর, তাতে তুমি অবশ্যই মরণকালে পরমাগতি লাভ করবে। "মরণ সময়ে যিনি ভগবান্ পরমেশ্বরকে ধ্যান করতে সমর্থ হয় তাকে তিনি অবশ্য স্বস্বরূপ প্রদান করে থাকেন। কলির একটি গুণ বিদ্যমান ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন দ্বারা জীব বন্ধন মুক্ত হয়ে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়।"* সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যানে, ত্রেতায় যজ্ঞে, দ্বাপরে বিষ্ণুসেবা এবং কলিতে কেবল শ্রীহরির কীর্তন দ্বারাই মুক্তি লাভ হয়।

অতএব হে রাজন্! সর্বপ্রকার অবহিত হয়ে কেশবকে হৃদয়স্থ কর, তাতেই মৃত্যুর পর পরমাগতি লাভ করবে।

অধ্যায় (৪)

শ্রীশুকদেব বললেন, — হে নৃপতি! এখন কল্প ও লয়ের বিষয় বলছি শ্রবণ কর — সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এইরূপ করে ক্রমবিবর্ত্তমান চার সহস্রযুগে ব্রহ্মার একদিন হয়, তার নাম কল্প। চতুর্দ্দশমনু প্রাদুর্ভূত হন এই কল্পকালের মধ্যে। এই কল্প অবসানে প্রলয় হয়। চার সহস্র যুগে ব্রহ্মার একদিন হয় সে রূপ চার সহস্রযুগে একরাত্রি হয়। ব্রহ্মারাত্রিতে এই পরিদৃশ্যমান ত্রিলোকলয় প্রাপ্ত হয়। লয় চার প্রকার— নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক ও আত্যন্তিক। দৈনন্দিন নৈমিত্তিক প্রলয় বলা হয়। এই প্রলয়ে শ্রীনারায়ণ বিশ্বকে আত্মসাৎ করে ব্রহ্মার সহিত অনন্তশয্যায় শয়ন করেন। যখন শত বৎসর ব্যাপী মেঘ বারিবর্ষণ করবে না, অন্নাভাবে ক্ষুধাপীড়িত হয়ে মানুষ পরস্পরকে ভক্ষণ করার কালে তারা ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। সূর্য্য সকল রস শোষণ করবে বিন্দুমাত্র কিন্তু রসও বর্ষণ করবে না। ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত যাবতীয় জীবের যে সুষুপ্তি, উহা স্বপ্ন, জাগরণাদির মধ্য দিয়ে হয়, স্বপ্নের পরব্যুথান ও ব্যুথানের পর স্বপ্ন হয়ে থাকে এবং কখনও স্বপ্নের পর আর ব্যুথান হয় না, উহারই নাম নিত্য

* ম্রিয়মাণৈরভিধ্যেয়ো ভগবান্ পরমেশ্বরঃ।
আত্মভাবং নয়ত্যঙ্গ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বসংশ্রয়ঃ।।
কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি থেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ।। ১২/৩/৫০, ৫১

লয়। ব্রহ্মার নিদ্রাকে নিমিত্ত করে যে লয় বলা হয় তার নাম নৈমিত্তিক। দিবাভাগে জাগরণে রাত্রিতে শয়ন, মানুষের মধ্যেই আছে তা নয় দেবতার মধ্যেও ঐ ব্যবস্থা বিদ্যমান। ব্রহ্মা পর্য্যন্ত ঐরূপ শয়নের অধীন হয়ে থাকেন। তৃতীয় প্রাকৃতিক লয়, এই লয় নানা বিভীষিকার মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয়। তখন মেঘ, বায়ু, সূর্য্য ও অগ্নি বিকৃত ও বীভৎস ভাবে প্রাদুর্ভূত হয়ে ভূসংস্থানকে বিপর্যস্ত করে। মেঘের অতি বর্ষণে কখন পৃথিবী প্লাবিত হয়, তাতে জীবকুল সমূলে নির্মূল হয়ে যায়। আবার কখনও বর্ষার অভাবে জীবকুল ধ্বংস হয়, এইভাবে নানা বিপর্যয়ে প্রাকৃতিক প্রলয় হয়ে থাকে।

চতুর্থ আত্যন্তিক লয় — এই লয়ে প্রভাব মহ ও জনলোক পর্য্যন্ত পৌঁছে যায়। পূর্বের তিনটি লয় — ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ অর্থাৎ ভূতল, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ পর্য্যন্ত। ব্রহ্মের সহিত যে ঐক্য ভাবনা তাই আত্যন্তিক লয়। দ্বৈত প্রপঞ্চ অসত্য এইরূপ জ্ঞান জন্মিলেই ব্রহ্মার সহিত ঐক্য ভাবনা সাধিত হয়।

ব্রহ্মার চারি সহস্রযুগে ব্রহ্মার একটি দিন, তার নাম কল্প। এই কল্পকালের মধ্যে চতুর্দ্দশটি মনুর অধিকার প্রবর্ত্তিত হয়। সাতটি করে দিব্যযুগ এক একটি মনুর অধিকারকাল। এই প্রকার ১৪টি মনু — স্বয়ম্ভুব, স্বারোচিষ, ঔত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, রৌচ্য, ভৌত্য। এই প্রলয়কল্প কালের কথা অবতারণা করে শ্রীশুকদেব ভাবলেন, রাজা পরীক্ষিৎ মোক্ষের প্রার্থী। এতে আদৌ তৃপ্তি হবে না। তাই তিনি উপসংহারে বললেন — সংসারসাগর অতি দুস্তর। এতদীর্ঘ কাল তাতে সাঁতার কাটা অতীব কষ্টকর। অতএব ভগবান্ পুরুষোত্তমের লীলারসের আস্বাদনই ভক্তের একমাত্র কর্তব্য। এছাড়া জীবের বিবিধ দুঃখের অবসান অসম্ভব। অতএব হে রাজন্! তুমি এই বেদসম্মত ভাগবতী সংহিতা যতটুকু পার শ্রবণ কর। ইহাতে তুমি ভগবানের প্রীতির পাত্র হয়ে অভীষ্ট লাভে সমর্থ হবে।

অধ্যায় (৫)

শ্রীশুকদেব বললেন, হে রাজন্! এই ভাগবত কথা শ্রবণ করে আপনার আর মৃত্যুভয় থাকা উচিত নয়। 'আমি মরব' এরূপ অবিবেক বুদ্ধি ত্যাগ কর। মৃত্যু ভয় পশুবুদ্ধি। মৃত্যুতেই অমৃত আছে। মৃত্যুর পরেই আপনি চির আনন্দ ধামে যাবেন। এ দেহ মৃত্যুর অধীন। তোমার দেহ যেমন পূর্বে ছিল না, পরে উৎপন্ন হয়েছে এবং

অতঃপর নষ্ট হবে, তুমি (আত্মা) তেমন নও। বীজ হতে যেমন অঙ্কুর জন্মে, তদ্রূপ তুমিও পুত্র পৌত্রাদি রূপে জন্ম গ্রহণ করেছ, পুনর্ব্বার আর জন্ম হবে না। কাষ্ঠে যেমন আগুন থাকে, কিন্তু কাষ্ঠ আগুন নহে, সেইরূপ আত্মা দেহে থাকেন। কিন্তু তিনি দেহ হতে স্বতন্ত্র। স্বপ্নে যেমন নিজেই নিজের শিরচ্ছেদ দর্শন করে এবং জাগরণে যা হতে দেহের মৃত্যু দেখে থাকে তা শুধুই ভ্রম। বস্তুতঃ আত্মার মৃত্যু নাই। ঘট ভাঙলে ঘটস্থ আকাশ যেমন বাইরের আকাশে মিলে যায়, সেইরূপ দেহ নষ্ট হলে জীব ব্রহ্মের সহিত মিশে যায়। তৈল দীপাধার, বর্তি ও তাতে যখন অগ্নি সংযোগ হয় তখনই দীপের দীপত্ব, দেহের সহিত আত্মার সংযোগকে তেমন জন্ম বলে। সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ দ্বারা দেহের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ, কিন্তু আত্মা স্বয়ং প্রকাশ, দেহের আধার, তথাপি আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত। আত্মার জন্মও নাই, বিনাশও নাই। রাজন্, তুমি অনুমানাত্মক বুদ্ধির সাহায্যে ইহা বুঝে বাসুদেবের চিন্তা দ্বারা আত্মস্থ আত্মার বিষয়ে এইরূপ বিচার কর। তা হলে — ব্রাহ্মণ বাক্যে প্রেরিত তক্ষক তোমাকে দংশন করবে না, সকল মৃত্যুর অধীশ্বর স্বরূপ মৃত্যুজয়ী তোমাকে কোন মৃত্যুই দংশন করতে পারবে না। "আমি সেই পরমধাম পরমপদ ব্রহ্ম" এইরূপ চিন্তা করে নির্লেপ আত্মায় আত্মপ্রতিষ্ঠা কর, এইরূপ করলে দেখবে, তোমার পদে বিষমুখ দ্বারা দংশনকারী লেলিহান তক্ষক, তোমার দৃষ্টি পথে পড়বে না। আত্মা হতে বিশ্ব ও শরীরের পৃথক দর্শন হবে না। তোমার আত্মা হতে কিছুই স্বতন্ত্র নহে। হে রাজন্! ইহার পর বিশ্বাত্মা হরির লীলাকথা আর শুনতে ইচ্ছা কর?

অধ্যায় (৬)

সূত শৌনকাদি ঋষিগণকে বললেন, নিখিলাত্মদ্রষ্টা সমদর্শী ব্যাসনন্দন শুকদেব কথিত এই ভাগবত শুনে বিষ্ণুভক্ত রাজা পরীক্ষিৎ তখন শুকদেবের পাদমূলে মস্তক স্থাপন করে বদ্ধাঞ্জলি হয়ে বললেন, হে মুনে! আপনার কি করুণা, আপনি আমাকে অনাদি অনন্ত শ্রীহরির লীলাকথা শুনালেন, আমি অনুগৃহীত হলাম। যাঁর নাম শ্রবণ ও কীর্তন মঙ্গলপ্রদ, সেই ভগবান্ শ্রীহরি যাতে বর্ণিত হয়েছেন, সেই পুরাণসংহিতা আপনার নিকট শুনেছি। আপনি অভয় দিয়েছেন, আমি আপনা কর্তৃক প্রদর্শিত অভয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণনামক পরব্রহ্মে প্রবিষ্ট হয়েছি। আমার সমস্ত অজ্ঞানতা দূর হয়েছে। হে ভগবন্! যমতুল্য তক্ষকাদি হতে যে প্রকারেই মৃত্যু আসুক না কেন, আমি আর

ভয় করি না। আপনি আমাকে পরম মঙ্গলময় ভগবৎপদ দেখিয়েছেন। তাতেই জ্ঞান বিজ্ঞান নিষ্ঠায় আমার অজ্ঞান দূরীভূত হয়েছে। আমাকে অভয় ব্রহ্মাপদে প্রবিষ্ট করে দিয়েছেন। আমাকে আদেশ করুন এক্ষণে আমি বাক্য ও সমস্ত বাসনা মুক্ত চিত্তকে শ্রীকৃষ্ণে সমাহিত করে প্রাণত্যাগ করি। রাজা পরীক্ষিৎ কর্তৃক ভগবান্ শুকদেব প্রার্থিত ও পূজিত হয়ে রাজাকে দেহত্যাগে অনুমতি দিয়ে ভিক্ষুগণসহ তথা হতে প্রস্থান করলেন। গঙ্গাতীরে কুশাসনে উত্তরমুখে উপবিষ্ট হয়ে, নিঃসংশয় ও নিসঙ্গ হয়ে — পরীক্ষিৎও বুদ্ধি দ্বারা আত্মাকে আত্মায় সমাহিত করে বৃক্ষের ন্যায় নিষ্পন্দ, নিশ্চল হয়ে পরমাত্মার ধ্যানে নিবিষ্ট হলেন।

এদিকে ঋষিকুমার শৃঙ্গীর শাপপ্রভাবে তক্ষক রাজাকে দংশন করতে আসছে, এমন সময় পথিমধ্যে দেখতে পেল বিষবৈদ্য কশ্যপকে। তিনিও পরীক্ষিৎ সভায় যাচ্ছেন। তক্ষক কশ্যপকে ধনদানে নিবৃত্ত করে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধরে এসে রাজাকে দংশন করল। ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত রাজর্ষি পরীক্ষিতের দেহ উপস্থিত সকলের সাক্ষাতে তৎক্ষণাৎ বিষবহ্নিতে ভস্মীভূত হয়ে গেল। ভূতলে অন্তরীক্ষে স্বর্গে সর্বত্র হাহাকার ধ্বনি উঠল, দেব, দানব, মানব, অসুর, সকলেই বিস্মিত হল। দেবগণ সাধুবাদ জানালেন এবং পুষ্পবৃষ্টি করলেন, দুন্দুভি নিনাদিত হল, গন্ধর্ব, অপ্সরাগণ, ঋষিগণ, কিন্নরগণ জয় গান করতে লাগলেন।

পরীক্ষিৎ পুত্র রাজা জনমেজয় তক্ষক দংশনে পিতা প্রাণত্যাগ করেছেন শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি দ্বিজগণের সহিত যথাবিধি অনুসারে এক সুমহৎ সর্পযজ্ঞ আরম্ভ করলেন। ঋত্বিক্‌গণ সর্পসমূহকে একে একে সেই মন্ত্রপূত যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান করতে লাগলেন। তক্ষক ভীত হয়ে ইন্দ্রের শরণাপন্ন হল। তক্ষক পতিত হচ্ছে না দেখে, রাজা জনমেজয় পুরোহিতগণকে বললেন, ইন্দ্রের সহিত তক্ষককে পাতিত করুন। ঋত্বিক্‌গণ জনমেজয় নির্দেশে স্বয়ং ইন্দ্রসহ তক্ষকের নামে আহুতি প্রদান করলে ইন্দ্র নিজ বিমানে তক্ষকসহ আকাশ হতে দ্রুত পতিত হচ্ছেন দেখে অঙ্গিরাপুত্র বৃহস্পতি রাজা জনমেজয়কে বললেন, হে মানবেন্দ্র! তক্ষক আপনার বধ্য নহে, কারণ তক্ষক অমৃত পান করে অজয় ও অমর হয়েছে। রাজন্; জীবের জীবন, মরণ ও পরলোক নিজ কর্মের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে, প্রাণীদিগের সুখ ও দুঃখ প্রদাতা অন্য কেহ নহে, তার নিজের কর্মফল নিজেকে ভোগ করতে হয়। সর্প, চোর, বহ্নি, বিদ্যুৎ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও রোগাদি প্রাণীর যে পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হয়, তা তার কেবল আরব্ধ কর্মের ভোগমাত্র। তক্ষক প্রকৃত অপরাধী নহে।

অতএব হে রাজন্! এই আভিচারিক যজ্ঞ এই স্থানেই সমাপ্ত করুন। রাজা জনমেজয় মহর্ষির বাক্য সাদরে স্বীকার পূর্বক 'তাই হউক' বলে সর্পসত্র হতে নিবৃত্ত হলেন এবং বৃহস্পতির পূজা করলেন। সূত বললেন, ঋষিগণ আত্মবিদ্গণ দেহাত্মভাব পরিত্যাগ পূর্বক সমাধিদ্বারা হৃদয়ে অবরুদ্ধ আত্মতত্ত্বকে আলিঙ্গন করেন এবং তাঁকেই বিষ্ণুর পরমপদ বলে ব্যাখ্যা করেন। স্রষ্টা ও সৃজ্য এই উভয়ের সাধ্য ফল নাই, তাই আত্মরূপ, মুনি অহঙ্কারাদি পরিশূন্য হয়ে ইহাতে ক্রীড়া করে থাকেন। যাঁরা দেহজ অহং ও গেহজ মম ইত্যাদি দোষবর্জ্জিত, তাঁরাই বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। মিথ্যা উক্তি সহ্য করবে, কাকেও অবমানিত করবে না, এই দেহ আশ্রয় করে কারও সহিত বিরোধ করবে না, এই দেহের জন্য কারও সহিত শত্রুতাও করবে না। সূত বললেন, যাঁর পাদপদ্মের ধ্যান প্রভাবে এই ভাগবত সংহিতা আমি অধ্যয়ন করেছি, সেই অকুণ্ঠজ্ঞানসম্পন্ন ভগবান্ ব্যাসদেবকে আমি প্রণাম করি।

শৌনক ঋষি বললেন, হে সৌম্য সূত! বেদাচার্য্য মহাত্মা পৈল প্রভৃতি ব্যাসশিষ্যগণ বেদসকল কিরূপে কত ভাগে বিভক্ত করেছেন, তা আমাদিগকে বলুন। সূত বললেন, ব্রহ্মন্! সিসৃক্ষ ব্রহ্মার হৃদয়াকাশ হতে একটি শব্দ প্রাদুর্ভূত হল, পরে ঐ নাদ হতে ত্রিমাত্র উ অ ম এই ত্রিমাত্রাত্মক প্রণব প্রাদর্ভূত হল, উহার উৎপত্তি অব্যক্ত এবং উহা স্বয়ং প্রকাশক, আর উহা ভগবান্ পরমাত্মা পরব্রহ্ম বোধের দ্বার স্বরূপ। আত্মা হতে আকাশে যা দ্বারা বেদলক্ষণা বাণীর অভিব্যক্তি হয়। তা ওঁঙ্কার। ইহাই সনাতন সর্বমন্ত্র ও সর্ব উপনিষদ্রূপ বেদের বীজ স্বরূপ। তা হতে ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে চারবেদে সৃষ্টি করেন। তিনি স্বীয় পুত্র মরীচ্যাদি ঋষিগণকে এবং তাঁরা নিজ নিজ পুত্রদিগকে ঐ বেদ শিক্ষা দেন। কালক্রমে লোকসকল যখন অল্পায়ুঃ, অল্পশক্তি ও মেধাহীন হতে লাগল, তখন ব্রহ্মর্ষিগণ স্ব স্ব হৃদয়স্থিত ভগবানের ইঙ্গিতে বৃহৎ বেদের বিভাগ করলেন। পরাশরপুত্র বেদব্যাস উহাকে চারিটি ভাগ করেন। ঋগ্ অথর্ব, যজুঃ ও সামের মন্ত্ররাশি বেদের প্রকরণ ক্রমে উদ্ধৃত করে সেই সকল মন্ত্র দ্বারা চারখানি সংহিতা প্রণয়ন করলেন। বেদব্যাস তাঁর চারজন শিষ্যকে চার সংহিতা এক একজনকে প্রদান করলেন। বহর্বৃচাখ্য নামক ঋগ্ সংহিতা পৈল নামক শিষ্যকে, নিগদ নাম যজুঃ সংহিতা বৈশম্পায়নকে, সামবেদের ছন্দোগসংহিতা জৈমিনিকে, এবং অথর্ব্ব আঙ্গিরস সংহিতা সুমন্তকে উপদেশ করেন। ঐ চারিবেদ ঐ মূল ঋষিগণের পুত্রাদি বা শিষ্য প্রশিষ্য ক্রমে বহু শাখায় বিভক্ত হয়।

ঋগ্‌বেদের এক ভাগ পৈল নিজ শিষ্য ইন্দ্র প্রমতিকে ও অপরভাগ শিষ্য বাস্কলকে বলেন। বাস্কল নিজ সংহিতা চারভাগে বিভক্ত করে তাঁর চারজন শিষ্য বোধ্য, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর ও অগ্নিমিত্রকে অধ্যয়ন করান। ইন্দ্র প্রমতি তাঁর ভাগ শিষ্য মাণ্ডুকেয়কে, মাণ্ডুকেয় শিষ্য দেবমিত্র সৌভরি প্রভৃতিকে এবং পুত্র সাকল্যকে; সাকল্য নিজ অংশ পাঁচ ভাগ করে বাৎস্য মুদ্‌গল শালীয় গোখল্য ও শিশিরকে; সাকল্যের অপর শিষ্য জাতুকর্ণ নিজ অধীত সংহিতাকে তিন ভাগে বিভক্ত করে নিরুক্ত ব্যাখ্যাসহ বলাক পৈল জাবাল ও বিরজ এই চার জনকে শিক্ষা দেন। বাস্কলের পুত্র বাস্কলি সর্বশাখা হতে সংগ্রহ করে বালখিল্য নামে একখানি সংহিতা প্রণয়ন করেন। বালায়নি, ভজ্য ও শিশির এই তিনজন অসুর তা গ্রহণ করে। পৈলাদি ব্রহ্মর্ষিগণ বহ্বৃচ সংহিতার অধ্যয়ন অধ্যাপনা করেছিলেন। এই বেদ বিভাগ শ্রবণে মানব সর্বপাপ হতে মুক্ত হন।

যজুঃবেদের একভাগ বৈশম্পায়ন শিষ্য চরক নামে অভিহিত অধ্বর্য্যুগণকে ও অপর ভাগ যাজ্ঞবল্ক্যকে দেন। চরকগণ বৈশম্পায়নের ব্রহ্মহত্যা জন্য এক যজ্ঞ করেন। যাজ্ঞবল্ক্য সমালোচনা করে বলেছিলেন, হে গুরো! এই অল্পশক্তি সম্পন্ন শিষ্যগণের প্রায়শ্চিত্ত আচরণে কতটুকু ফল হবে? আমি দুশ্চর তপস্যা করব। বৈশম্পায়ন কুপিত হয়ে বলেন, ব্রাহ্মণের অবজ্ঞাকারী তোমার মত শিষ্য আমার প্রয়োজন নাই, আমার নিকট যা অধ্যয়ন করেছ, সত্বর তা ত্যাগ কর। যাজ্ঞবল্ক্য যজুর্বেদ বমি করে দেন, কয়েকজন ঋষি তিত্তিরী পক্ষীররূপ ধারণ করে যজুর্বেদ গ্রহণ করেন। তজ্জন্য ঐ শাখার নাম 'তৈত্তিরীয়'। তৎপর যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্যের উপাসনা করে তাঁকে প্রসন্ন করেন। বাজি বা অশ্বরূপধারী সূর্য্যের 'সন' বা কেশর লাভের জন্য অধিক বিদ্যা হতে ত্যক্ত ইতিপূর্বে অজ্ঞাত যজুর্বিদ্যা লাভ করেন। সেইজন্য ইনার প্রবর্ত্তিত বেদশাখার নাম 'বজসনেয়'। ইহা তিনি ১৫টি শাখা প্রণয়ন করেন। ইহাদের প্রধান দুটি শাখা। তাঁর প্রধান দুই শিষ্যের নামে কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন বলে পরিচিত হয়।

সামবেদ জৈমিনি পুত্র সুমন্তকে দেন। তৎপুত্র সুত্বান্ অপর একটি সংহিতা করেন এবং তথশিষ্য সুকর্মা ঐ সংহিতাটিকে সহস্র শাখায় ভাগ করেন। সুকর্মার পাঁচ শিষ্য কৌশল্য, হিরণ্য গর্ভ, পৌষ্যঞ্জি, ব্রহ্মজিৎ ও আবন্ত্য। হিরণ্যনাভ, পৌষ্যঞ্জি ও আবন্ত্য উত্তরদেশীয় পঞ্চশত শিষ্য পঞ্চশত শাখা অধ্যয়ন করেন। কালক্রমে

ইহারা উদীচ্য ও প্রাচ্য সামগ নামে অভিহিত। পৌষ্যঞ্জিত লোকাক্ষি, লাঙ্গলি, কুল্য কুশীদ ও কুক্ষি এই পাঁচজন শিষ্য প্রত্যেকে শতসংখ্যক সাম সংহিতা কণ্ঠস্থ করেন। হিরণ্যনাভের শিষ্য কৃত নামা মুনি স্বীয় শিষ্যগণকে চতুর্ব্বিংশতি সামসংহিতা অধ্যয়ন করালেন এবং আত্মবান্ আবন্ত্য অবশিষ্ট শাখা নিজ শিষ্যগণকে প্রদান করেছিলেন।

অধ্যায় (৭)

শ্রীসূত বললেন, অথর্ব্ববেদ সুমন্ত তৎশিষ্য কবন্ধকে কবন্ধ তৎশিষ্য পথ্য ও বেদদর্শকে, পথ্য তৎশিষ্য বঙ্গ কুমুদ, শুনক ও জাজলিকে, শুনক বভ্র ও সৈন্ধবায়নকে; সৈন্ধবায়ন সাবর্ণিকে শেখান। বেদদর্শ শৌরক্কায়নি মোদোষ ও পিপ্পলায়নিকে শিক্ষা করান। নক্ষত্রকল্প শান্তি কশ্যপ আঙ্গিরস ঐ বেদের আচার্য্য হয়েছিলেন।

বেদব্যাস বেদসংহিতার সারমর্ম্ম সংগ্রহ পূর্বক পুরাণরূপে প্রণয়ন করে ত্রয্যারুণি, কশ্যপ, সাবর্ণি, অকৃতব্রণ, শিংশাপায়ন ও হারীত এই ছয়জন শিষ্যকে অধ্যয়ন করালেন। ইহাতে জগতের ইতিহাসাদির সহিত ভগবানের লীলা অতি সহজভাবে প্রদর্শিত হল। মেধাবী মনীষী রোমহর্ষণ সেই লীলাময় ইতিহাসাদি শুনে স্বীয়পুত্র সূত সমীপে কীর্তন করেন। সূত নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি মহর্ষিগণের নিকট তা বর্ণন করেন। সুত বললেন, কশ্যপ, সাবর্ণি, আমি ও রামশিষ্য অকৃতব্রণ এই চারজন আমার পিতার নিকট চারখানি মূল সংহিতা অধ্যয়ন করেছিলাম। হে শৌনক! পুরাণ প্রসঙ্গে সমাহিত হয়ে শুন — এই বিশ্বের প্রকাশ, বিশ্বজীবের সৃষ্টি, বিশ্বজনের বৃত্তি, রক্ষা, মন্বন্তর, রাজবংশ, বংশানুচরিত, স্থিতি, জীবগণের আশায় ও আশ্রয় — পুরাণজ্ঞগণ দশলক্ষণযুক্ত মহাপুরাণ বর্ণনা করেছেন। হে ব্রহ্মন্! অনেক পৌরাণিক সেই সুবৃহৎ পুরাণের সংক্ষেপ করে পাঁচটি লক্ষণ করেছেন, তাদের মধ্যে দশটি লক্ষণ আনুষঙ্গিক ও সংক্ষিপ্তভাবে অন্তর্নিবিষ্ট।

পুরাণজ্ঞমুনিগণ নানা প্রকার লক্ষণ সমূহে অন্বিত অষ্টাদশ মহাপুরাণ প্রণয়ন করেছেন, তন্মধ্যে কোনখানি ক্ষুদ্র আবার কোনখানি আকারে বৃহৎ। অষ্টাদশ মহাপুরাণ হল — ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শৈব, লিঙ্গ, নারদীয়, গরুড়, ভাগবত, অগ্নি, স্কন্দ, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, বামন, বরাহ, মৎস্য, কুর্ম্ম, ব্রহ্মাণ্ড। ইহা মহর্ষি বেদব্যাস কর্তৃক চতুর্দ্ধা বিভক্ত বেদকে সংহিতা আকারে প্রকাশ পূর্বক তাঁদের শিষ্য প্রশিষ্য পরম্পরাক্রমে ব্রহ্মাতেজোবিবর্দ্ধক জানবে।

অধ্যায় (৮—১০)

শৌনক ঋষি বললেন, হে সূত! মৃকণ্ডুর পুত্র মার্কণ্ডেয়কে চিরজীবী বলে থাকে, কল্পান্তকালে জগৎ বিলুপ্ত হওয়ার পর তিনি কিরূপে বাঁচলেন? সূত বললেন, মার্কণ্ডেয় বিশুদ্ধভাবে জন্ম লাভ করে যথাক্রমে দ্বিজাতি যোগ্য উপনয়ন সংস্কার প্রাপ্ত হলেন। তিনি যথাবিধি বেদ অধ্যয়ন করে গভীর তপস্যায় নিযুক্ত হলেন। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী শান্ত ঋষি সংযম বৃদ্ধির জন্য জটাধারী ও বল্কল পরিধায়ী হয়ে স্বয়ং ও প্রাতঃকালে শ্রীহরির অর্চনা করতে লাগলেন। ভিক্ষালব্ধ অন্ন গুরুকে অর্পণ করে তাঁর অনুমতি নিয়ে একবার মাত্র মৌনী ভোজন করতেন, কিন্তু ভিক্ষার অভাবে উপবাসী থাকতেন, অযুতাযুত বর্ষকাল এইরূপে কঠিন তপস্যা করে মার্কণ্ডেয় মৃত্যুকে জয় করেন। তাঁর তপশ্চর্য্যায় ব্রহ্মা, শিব, ভৃগু, দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতি এবং মানব, দেব, পিতৃলোক সকলে বিস্মিত হলেন। তপস্যায় ছয় মন্বন্তর কেটে গেল। সপ্তম মন্বন্তরে ইন্দ্র স্বীয় পদ হারাবার ভয়ে ভীত হয়ে তদীয় তপস্যার বিঘ্ন ঘটাবার জন্য প্রবৃত্ত হলেন। মুনিকে তপোভ্রষ্ট করবার জন্য তদীয় আশ্রমে গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, মদন, বসন্ত, মলয়বায়ু, লোভ ও মত্ততাকে প্রেরণ করলেন। হিমালয়ের উত্তরপার্শ্বে যে স্থানে পুষ্পভদ্রা নদী ও চিত্রানাম্নী শিলা প্রতিষ্ঠিত, ইন্দ্র প্রেরিত গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি মুনির আশ্রমে উপনীত হল। অবসর বুঝে কামদেব স্বীয় ধনুকে বাণ যোজনা করলেন। কিন্তু অচিরাৎ সেই মুনির তেজঃপ্রভাবে কামদেব দগ্ধপ্রায় হয়ে নিবৃত্ত হলেন। আর ইন্দ্রের অপচেষ্টা সবই ব্যর্থ হল। মার্কণ্ডেয় তপস্যা, বেদপাঠ ও সংযমে নিযুক্তচিত্ত ঋষির প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য নরনারায়ণ শ্রীহরি তথায় আবির্ভূত হলেন। তাঁদিগকে দেখে রোমাঞ্চিত দেহে ও অশ্রুপূর্ণনয়নে ক্ষণকাল কিছুই বলতে পারলেন না। পরে গদ্‌গদ বাক্যে 'আপনাদিগকে প্রণাম' এই শব্দটি মাত্র উচ্চারণ করলেন। পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা অর্চ্চিত ও সুখাসনে উপবিষ্ট তাঁদিগের চরণে পুনঃপুনঃ প্রণাম করে ঋষি তাঁদের স্তব করলেন। মার্কণ্ডেয় বললেন, হে বিভো! আপনাদের কি বর্ণন করব, আপনাকে আশ্রয় করে বাক্য, মন ও ইন্দ্রিয়গণ কার্য্যকারক হয়ে থাকে, আপনাকে যাঁরা ভজনা করে, আপনি প্রেমাকৃষ্ট হয়ে তাদের বশ্য হয়ে থাকেন। হে ভগবন্। আপনার মূর্তি ত্রিলোকের মঙ্গল দুঃখ নিবারণ ও মুক্তির হেতু। আপনি বিশ্বের পালনের নিমিত্ত মৎস্য, কুর্ম্মাদি নানা মূর্তি পরিগ্রহ করে থাকেন। আপনি আবার ইহা গ্রাস করে থাকেন। আপনি স্থাবর জঙ্গমের ঈশ্বর ও রক্ষক। ঋষি, মহর্ষি সকলে দেহ গেহাদির

অভিমান ত্যাগ করে আপনার দর্শনের জন্য স্তব, প্রণাম পুজো করে থাকেন। হে প্রভো! সবই তোমার মায়াবলে সংঘটিত হয়। জগতের পালন, সৃষ্ট ও সংহারের হেতুভূত সত্ত্ব, রজ ও তমোময়ী আপনার লীলা। আপনি সকলের হৃদয়ে বিদ্যমান থাকলেও আপনার মায়ায় আবৃতজ্ঞান। কিন্তু আপনার প্রবর্তিত বেদের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করে আপনাকে সাক্ষাৎ দর্শন করে থাকে। বেদ হতেই আপনার স্বরূপ জ্ঞান হয়ে থাকে, আপনি দুর্বিজ্ঞেয় মহাপুরুষ। আপনাকে আত্মহৃদয় মধ্যে প্রণাম করি। মার্কণ্ডেয় ঋষি কর্তৃক এই প্রকারে স্তুত হয়ে শ্রীনারায়ণ সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, হে ব্রহ্মর্ষি প্রবর। তপস্যা, স্বাধ্যায় ও সংযম অবলম্বনে চিত্তে একাগ্রতা ও বিশুদ্ধ ভক্তিতে তুমি সিদ্ধ হয়েছ। আমরা তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হয়েছি, অতএব তুমি অভীষ্ট বর গ্রহণ কর।

ঋষি বললেন, হে দেবদেবেশ! আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে দর্শন দিয়েছেন এতেই আমি কৃতার্থ, ধন্য হয়েছি, অন্য কোন বর চাই না। তবে হে পদ্মপত্রনয়নে! হে পুণ্যশ্লোকচূড়ামণে! আপনি যে মায়া দ্বারা পৃথিবীকে ভুলিয়ে রেখেছেন, আপনার সেই মায়া দর্শন করতে বড়ই ইচ্ছা হয়। নরনারায়ণ ঈষৎ হাস্য সহকারে বললেন, 'তাই হউক' বলে অন্তর্হিত হলেন। মার্কণ্ডেয় হরির ধ্যান করতে করতে মানস উপচারে পূজা করতেন, কখনও বা প্রেমস্রোতে ভেসে গিয়ে পূজা বিস্মৃত হয়ে যেতেন। অনন্তর একদা সন্ধ্যাকালে তিনি পুষ্প ভদ্রা নদীতীরে উপাসনায় বসেছেন, এমন সময় প্রচণ্ডবেগে বায়ু প্রবাহিত হতে থাকল, সেই সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দ করতে করতে ভীষণ মেঘ এসে জুটল, বিদ্যুৎযুক্ত মেঘসকল গর্জন করতে করতে বিপুল বারি বর্ষণ করতে লাগল। অনন্তর সমুদ্র সকল পৃথিবীকে গ্রাস করল, বায়ুবেগে তা হতে তরঙ্গ উত্থিত হতে লাগল। গম্ভীর গর্জনকারী সমুদ্র কুম্ভীরাদি জলজন্তু একেবারে পৃথিবী গ্রাস করল। মুনি বিমনা হলেন, তাঁর মনে মহা ভয় উপস্থিত হল। ঋষির সমক্ষে নিমেষে মহার্ণব দ্বীপ, বর্ষ ও পর্ব্বতগণের সহিত পৃথিবী আবৃত করে ফেলল। কেবলমাত্র ঐ ঋষি জড় ও অন্ধের ন্যায় স্বীয় জটাজাল বিক্ষিপ্ত করে ঐ জলরাশির উপর ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতে লাগলেন। তিনি আকাশ দিক্, আকাশ পৃথিবী কিছুই জানতে পারলেন না; তিনি অপার অন্ধকারে পতিত হলেন। বায়ু তরঙ্গ ও জলজন্তু তাড়িত ও আক্রান্ত হয়েও সুস্থ থাকলেন। কখনও শোক কখনও মোহ কখনও ভয় দুঃখ কখনও আবার রোগাদি দ্বারা পীড়িত হয়ে মৃতকল্পও হলেন। এইরূপে ভ্রাম্যমাণ

ঋষির শতসহস্র অযুত বর্ষ অতীত হয়ে গেল। তিনি বিষ্ণুমায়ায় আবৃত থেকে পৃথিবীর উন্নত স্থানে তাঁর আশ্রয় স্বরূপ এক বটবৃক্ষ দেখতে পেলেন। এই অবস্থায় তিনি বটবৃক্ষের একটি শাখায় একটি পত্রপুটে শয়ান শিশু নিজ প্রভায় প্রলয়ান্ধকারে শিশু আপন মনে হস্তদ্বারা নিজ চরণ সুখমধ্যে নিক্ষেপ করে তা চুষছে এইরূপ দেখে ঋষি বিস্মিত হলেন। শিশু দর্শনে ঋষির হৃদয় পদ্ম ও কোমল নয়ন উৎফুল্ল; হর্ষবশতঃ তার সমস্ত শ্রান্তি ক্লান্তি বিদুরিত হল। তিনি শিশুটির নিকটস্থ হলেন, মশা যেমন শ্বাসবেগে মানুষের উদরে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ ঐ শিশুর শ্বাসপবনে তাড়িত হয়ে ঋষি তার দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে গেলেন। শিশুর উদরে গিয়ে দেখলেন প্রলয়ের পূর্বের জগৎ, বিস্ময়ে মোহপ্রাপ্ত হলেন। আকাশ, স্বর্গ, পৃথিবী, নক্ষত্রনিচয়, সমুদ্র, সমস্ত দ্বীপ, সকল সুর, বন, দেশ, নদী, গোকুল, আশ্রম, বর্ণ, বর্ণ নিবহের বৃত্তি, পঞ্চ মহাভূত, মহাভূত হতে জাত জীব জাতি, কাল, কাল কর্তৃক কল্পিত বিবিধ যুগ ও কল্প এবং যা কিছু ব্যবহারিক জাগতিক বস্তু — যা অনিত্য হলেও নিত্যের প্রত্যক্ষীভূত। হিমালয় তাঁর আশ্রয় সমীপে প্রবাহিত নদী পুষ্পবস্থা, যা তিনি আগে নিজ আশ্রমে দর্শন করেছিলেন, সেই নারায়ণ ঋষি, বিশ্বদর্শন করতে করতে শিশুর শ্বাসবেগে বাইরে এসে প্রলয় জলে পতিত হলেন। শিশুকে দর্শন করে এবং তাঁর সুধাসদৃশ ঈষৎ হাস্য করে অত্যন্ত আনন্দ হৃদয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করতে নিকটবর্তী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঋষির হৃদয় হতে তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হলেন। শিশুর অন্তর্ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে বটবৃক্ষ, জল প্লাবনও নিমেষে অদৃশ্য হল। মার্কণ্ডেয় তাঁর নিজ আশ্রমে পূর্বের ন্যায় অবস্থিত হলেন।

শ্রীহরির রচিত মায়া বৈভব অনুভব করে তিনি সমাহিত চিত্তে তার শরণাপন্ন হলেন। এমন সময় ভগবান্ রুদ্র পার্ব্বতীসহ বৃষভারোহনে আকাশ বিচরণ করতে করতে ধ্যানযোগে সমাহিত ঋষিকে সন্দর্শন করলেন। পার্ব্বতী ঋষিকে দেখে বললেন, হে ভগবন্! নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় অবস্থিত, আপনি সিদ্ধিদ্ অতএব এই মহাযোগীর তপস্যায় সম্যক্ সিদ্ধি বিধান করুন। ভগবান্ শঙ্কর বললেন, এই ব্রহ্মর্ষি কোন আশিস্ এমন কি মোক্ষও আকাঙ্ক্ষা করেন না। কারণ ইনি ভগবান্ অক্ষর পরম পুরুষে পরাভক্তি লাভ করেছেন। তথাপি হে ভবানি! ইঁহার সহিত সম্ভাষণ করব, কারণ — লোকের সাধুসঙ্গই পরম লাভ। সর্বজ্ঞানের ও সর্বজীবের ঈশ্বর সাধুদিগের গতিদ ভগবান্ ঈশান মার্কণ্ডেয় সমীপে উপনীত হলেন। তখন ঋষির অন্তঃকরণ বৃত্তি রুদ্ধ

ছিল। জগদাত্মা সাক্ষাৎ ঈশ্বরমূর্তি সেই উমা মহেশ্বরের আগমন জানতে পারলেন না। ভগবান্ শঙ্কর ঋষির এই অবস্থা জানতে পেরে যোগমায়ার সাহায্যে ছিদ্রে প্রবিষ্ট বায়ুর ন্যায় তাঁর হৃদয়মধ্যে প্রবিষ্ট হলেন। ঋষি চমকিত হয়ে তাঁদিগকে দেখতে পেলেন এবং অবনত মস্তক হয়ে প্রণাম করে পাদ্য, অর্ঘ্য, গন্ধ, মাল্য, ধূপ ও দ্বীপ প্রভৃতি দ্বারা উমা ও প্রমথগণের সহিত শিবের সেবা করলেন। এবং বললেন, হে বিভু! আপনি তো আত্মভাবে পূর্ণকাম। আপনার কি এমন প্রিয়কার্য্য আছে, যা আমি করতে পারি? আপনি নির্গুণ, শান্ত, সত্ত্ব ও সুখদাতা, অথচ আপনি রজোযুক্ত ও ঘোর তমোযুক্ত ভয়ঙ্কর, আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম। ভগবান্ শঙ্কর সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, যাঁদের দর্শন ফলপ্রদ, মানব যাঁদের নিকট অমৃতত্ব লাভ করে, সেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও আমি তোমাদের বরদানে সমর্থ, অতএব বর প্রার্থনা কর।

যে সকল ব্রাহ্মণগণ আত্মসমাধি, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন ও সংযম দ্বারা সর্বভূতে দয়াবান, একান্ত ভক্ত, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবে সমদর্শী হন, লোকপালগণের সহিত ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তাঁদের সেবা পূজা করে থাকেন। আত্মায় ও সাধারণ প্রাণীতেও তাঁদের ভেদ দৃষ্টি নাই, তাঁদিগকে আমরা ভজনা করি। আর আপনারা বিপ্র তাই দর্শনমাত্রেই পবিত্র করে থাকেন। আপনার দর্শনে এমন কি শ্রবণে মহাপাতকী অন্ত্যজগণও পবিত্র হয়, তখন আপনাদের সাক্ষাৎ সম্ভাষণাদি সম্বন্ধে আর কথা কি?

মার্কণ্ডেয় ঋষি দীর্ঘকাল বিষ্ণুর মায়ায় ভ্রাম্যমাণ হয়ে কষ্টে ছিলেন শিবের অমৃতময় বাক্যে সেই দুঃখ কষ্ট বিদূরিত হল এবং আনন্দ সহকারে বললেন, অহো, ভগবান্! ঈশ্বরলীলা দুরধিগম্য কেন না যাঁরা জগতের নিয়ন্তা পরিত্রাতা তাঁদের সৃষ্টি আমার মত জীবের স্তব করেন। হে ভূমন্! সকলানন্দস্বরূপ আপনাকে দর্শন করেই ধন্য হলাম, কি আর বর চাইব? তথাপি সর্বাভীষ্ট দাতা আপনার নিকট একটি বর প্রার্থনা করি — শ্রীভগবানে ও ভগবৎ ভক্তবৃন্দে আমার ভক্তি যেন অচলা থাকে। শঙ্কর মহাদেবীর অনুমোদনে তাঁকে বললেন, হে মহর্ষে! তুমি ভগবানে ভক্তিমান, অতএব তোমার অভিলাষ পূর্ণ হউক। তুমি কল্পকাল পর্যন্ত পবিত্র যশ ও নীরোগ দেহে অমরত্ব লাভ কর এবং ভক্ত ও ভক্তিজগতের মহামঙ্গল সাধন কর। এরপর তাঁরা ঋষির মাহাত্ম্য কীর্তন করতে করতে স্বস্থানে গমন করলেন।

সেই ভৃগুবর মার্কণ্ডেয় ভগবানে একাত্মতা প্রাপ্তি পূর্বক সম্প্রতি সংসার পথে বিচরণ করছেন। মার্কণ্ডেয় বৃত্তান্ত যে ব্যক্তি শ্রবণ করে কিংবা অপরকে শ্রবণ করায়, তারা উভয়েই সমান, তাদের কামনা বাসনা জনিত সংসার নিবৃত্ত হয়।

অধ্যায় (১১)

শৌনক ঋষি জিজ্ঞাসা করলেন — হে ভক্তপ্রবর! আপনি তন্ত্র শাস্ত্রে বিশারদ, শ্রীপতি নারায়ণ ও চৈতন্য মাত্র, কিন্তু তান্ত্রিকগণ উপাসনাকালে তাঁর যে যে ভাবে উপাসনা সৌকার্য্যের জন্য নিরূপণ করেন, যে ক্রিয়া নিপুণতায় মরণশীল মানব অমৃতত্ত্ব প্রাপ্ত হয়। আমরা সেই ক্রিয়াযোগ জানতে ইচ্ছা করি। সূত বললেন, গুরুগণকে প্রণাম করে আমি শ্রীভগবানের বিভূতি আপনাদের নিকট বর্ণন করব। মায়া নির্ম্মিত চেতন অধিষ্ঠিত বিরাট পুরুষে ত্রিভুবন পরিদৃষ্ট হয়। স্বর্গলোক ইঁহার মস্তক, সূর্য্য ইঁহার চক্ষুদ্বয়, যম ইঁহার ভ্রূদ্বয়, লজ্জা ও লোভ ইঁহার অধর, জ্যোছনা ইঁহার দন্ত, বায়ু ইঁহার নাসা, দিক্ ইঁহার কর্ণ, লোকপালগণ ইঁহার বাহু, আকাশ ইঁহার নাভি, প্রজাপতি ইঁহার মেঢ্র, পৃথিবী ইঁহার পাদদ্বয়, ভ্রম ইঁহার হাস্য, বৃক্ষ সকল রোম, মেঘগণ কেশ, চন্দ্র ইঁহার মন, ইনি কৌস্তভরূপে আত্মজ্যোতি, তাঁর কৌস্তভ প্রভাব ব্যাপী সাক্ষাৎ বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন ধারণ করে থাকেন, বনমালা রূপে নানা গুণময়ী মায়া এবং পীত বসনদ্বয় ও ব্রহ্মপ্রাপ্তির সূত্র। উকার, অকার ও মকার তিন মাত্রা বিশিষ্ট প্রণব ধারণ করেন। অনন্ত ইঁহার আসন, সত্ত্বগুণ ইঁহার পদ্ম, প্রাণ তত্ত্ব ইঁহার গদা, জলতত্ত্ব ইঁহার শঙ্খ ও তেজ স্তত্ত্ব ইঁহার সুদর্শন চক্র। নির্মল আকাশ নভস্তত্ত্ব ইঁহার অসি, ইঁহার চর্ম্ম, কালরূপ শার্ঙ্গ ধনু, কর্মময়ী জ্যা, ইন্দ্রিয়গণ বাণ, ক্রিয়াশক্তি যুক্ত মন ইঁহার রথ। নানা মুদ্রা দ্বারা ইঁহার নানা অঙ্গাদির ক্রিয়াকারিতা ভাবনা করতে হয়। দেবতার পূজাযোগ্য স্থানই সূর্য্য মণ্ডল মনে করবে। গুরুদত্ত মন্ত্রদীক্ষা এই পূজার যোগ্যতা। তাঁর পূজায় আপনার পাপক্ষয় হয় বলে মনে করবে। ইনি যে লীলা কমল ধারণ করেন তা ইহার ষড়ৈশ্বর্য্যের প্রতীক। ধর্ম ও যশ ইঁহার চামর ব্যজন, বৈকুণ্ঠধাম ইঁহার ছত্র, কৈবল্য বা অভয় ইঁহার গৃহ। ঋক্ যজু ও সামবেদ ইঁহার প্রসিদ্ধ বাহন গরুড়, সেই গরুড় যজ্ঞ পুরুষকে বহন করে থাকেন। ভগবতী শ্রী ইঁহার অক্ষয়া শক্তি, এবং পঞ্চরাত্রি আগমই ইহার তন্ত্র মূর্তি, নন্দসুনন্দাদি অষ্ট দ্বারপাল ইঁহার অনিমাদি গুণ, স্বয়ং বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ইঁহার চারমূর্তি— ব্যূহ বলে কথিত হন। এই ভগবান্ বিষ্ণুই বেদের কর্তা, সর্বস্রষ্টা পাতা সংহর্তা, ইনি স্বীয়মহিমায় পরিপূর্ণ। স্বয়ং দ্রষ্টা ভগবান্ স্বীয় মায়া দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করেন বলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব নামে শাস্ত্রে নির্দিষ্ট, ইঁহার জ্ঞান অনাচ্ছন্ন হলেও ইনি বিভিন্ন রূপে প্রতিভাত, ইনি ভক্তগণ কর্তৃক আত্মজ্ঞান দ্বারা লভ্য। হে কৃষ্ণ! হে অর্জুন সখে! হে বৃষ্ণিকুলশ্রেষ্ঠ! হে পৃথিবীদ্রোহী রাজন্যবংশ ধ্বংসকারী!

তোমার বীর্য্য অক্ষুণ্ণ। হে গোবিন্দ, হে গোপবণিতা ও ভৃত্যগণ কর্তৃক তোমার পবিত্র কীর্ত্তি গান করে থাকেন। হে শ্রবণমঙ্গল! ভক্তগণকে রক্ষা করুন। প্রভাতকালে একাগ্রমনে তদ্গতচিত্তে যিনি মহাপুরুষ লক্ষণান্বিত শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি নানাভাবে নাম জপ করেন, তিনি নিজ হৃদয়গত পরমাত্মাকে দর্শন করে থাকেন।

শৌনক বললেন, — হে সূত! আমাদের নিকট সূর্য্যাত্মক ভগবান্ শ্রীহরির নাম কর্মময় সেই বিভাগ বর্ণন করুন। সূত বললেন,—বিষ্ণুর মায়ায় লোকযাত্রা নির্বাহক এই সূর্য্য নির্গত ভুবনে বিদ্যমান রয়েছেন। সূর্য্য এক হলেও ঋষিগণ কর্তৃক বহুরূপে কথিত। আর তিনিই বেদোক্ত কার্য্যের বীজ স্বরূপ। ভগবান্ মায়া দ্বারা কাল, দেশ, ক্রিয়া, করণ, কার্য্য, আগম দ্রব্য, ফল এই কয়টি প্রকটিত করেন। কালরূপী ভগবান্ লোকযাত্রা নির্বাহের জন্য দ্বাদশমাসে বিভিন্নভাবে বিচরণ করেন। ধাতা কৃতস্থলী, হেতি, বাসুকি, রথকৃৎ, পুলস্ত্য ও তুম্বুরু এই সাতজন চৈত্র মাসে। অর্য্যমা, পুলহ, ওজাঃ, প্রহেতি, পুঞ্জিকস্থলী, নারদ, কচ্ছনীর এই সাতজন বৈশাখ মাসে। মিত্র, অত্রি, পৌরুষেয়, তক্ষক, রথস্বন, মেনকা ও জাহা এই সাতজন জ্যৈষ্ঠ মাসে। বরুণ, বসিষ্ঠ, রম্ভা, সহজন্য, হুহূ, শুক্র ও চিত্রসেন এই সাতজন আষাঢ় মাসে। ইন্দ্র, অঙ্গিরা বিশ্বাবসু, শ্রোতা, এলাপত্র, প্রম্লোচা এবং রাক্ষসবর্য্য এই সাতজন শ্রাবণ মাসে। বিবস্বান, ভৃগু, উগ্রসেন, ব্যাঘ্র, আসারণ, অনুম্লোচা ও শঙ্খপাল এই সাতজন ভাদ্র মাসে। ত্বষ্টা, ঋচীক তনয়, জামদগ্নি, কম্বল, তিলোত্তমা ব্রহ্মাপেত, শতজিৎ ও ধৃতরাষ্ট্র এই সাতজন আশ্বিন মাসে। বিষ্ণু, বিশ্বামিত্র, অশ্বতর, রম্ভা, সূর্য্যবর্চ্চাঃ, সত্যজিৎ, মখাপেত এই সাতজন কার্ত্তিক মাসে। অংশু, কশ্যপ, অক্ষ্য ঋতসেন, উর্ব্বশী বিদ্যুচ্ছত্রু ও মহাশঙ্খ এই সাতজন অগ্রহায়ণ মাসে। ভগ, আয়ু, স্ফুর্জ্জো, অরিস্টনেমি, পূর্ব্বচিত্তি, উর্ণ ও কর্কোটক এই সাতজন পৌষ মাসে। পুষা, গৌতম, সুরুচি, ধনঞ্জয়, বাত ও ঘৃতাচী এই ছয়জন মাঘ মাসে। পর্জ্জন্য, ভরদ্বাজ, ঋতু, বর্চ্চাঃ, সেনজিৎ, বিশ্ব ও ঐরাবত এই সাতজন ফাল্গুন মাসে বিচরণ করেন। যে সকল মানব সায়ং, প্রাতঃকালে স্মরণ করে থাকেন, ভগবান সূর্য্য নারায়ণের এই সমস্ত বিভূতি তাদের পাপরাশি বিনষ্ট হয়ে থাকে।

ঋষিগণ সূর্য্য প্রকাশক সাম, ঋক্ ও যজুর্মন্ত্রে সূর্য্যের সম্যক্ প্রকারে স্তব করেন। গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরাগণ, নাগগণ, যক্ষগণ কেউ গান করেন, নৃত্য করেন, রথ দৃঢ়রূপে বন্ধন করেন কেউ রথ রজ্জু যোজনা করেন, আর বলবান রাক্ষসেরা পৃষ্ঠে করে রথ বহন করে থাকে। সূর্য্যদেব শ্রীভগবানের একটি শ্রেষ্ঠ মূর্তি। ইঁহা দ্বারা কাল বিভাগ হয়। ভগবান্ শ্রীহরি বিকার রহিত হয়েও প্রতিকল্পে নিজ আত্মাকে ভাগ করে লোক সকলকে কর্মমার্গে প্রবর্তিত করেন।

অধ্যায় (১২)

সূত বললেন, — হরিভক্তিলক্ষণ ধর্মকে প্রণাম, ধর্ম যা হতে প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই কৃষ্ণকে প্রণাম, ধর্মের প্রকাশক ব্যাসাদি বিপ্রগণকে প্রণাম করি। হে বিপ্রগণ! আপনারা আমাকে যা জিজ্ঞাসা করেছিলেন তা আপনাদের নিকট কীর্তন করলাম। এই ভাগবত ধর্মগ্রন্থে সর্বপাপহরহরি, সর্বজীবের আশ্রয়, ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা ও উদ্ধবাদি ভক্তগণের রক্ষক সাক্ষাৎভগবান্ বর্ণিত হয়েছেন। যা হতে বিশ্বের উৎপত্তি প্রলয় হয়, পরমগুহ্য ব্রহ্ম এবং যা দ্বারা তা জানা যায় সেই বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান প্রকৃষ্ট রূপে বর্ণিত হয়েছে। ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ নিষ্পাদিত বৈরাগ্য, পরীক্ষিতের জন্মাদি ও নারদের উপাখ্যান, মুনির শাপ হেতু রাজর্ষি পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশন এবং ব্রহ্মর্ষিপ্রবর শুক ও পরীক্ষিৎ সংবাদ এবং পরীক্ষিতের যোগধারণা দ্বারা উর্দ্ধগতি, ব্রহ্ম নারদ সংবাদ, অবতারকথা, প্রকৃতি হতে মহৎ আদি ক্রমে জগতের উৎপত্তি, বিদুর ও উদ্ধব সংবাদ, বিদুর ও মৈত্রেয়ের কথোপকথন, পুরাণ ও সংহিতা বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর, প্রলয়েও মহাপুরুষেরা তুষ্ণীভাবে অবস্থিতি কথিত হয়েছে। তারপর প্রাকৃতিক সর্গ, সপ্ত বৈকৃতিক সর্গ ও বৈকারিক সর্গ এবং যা হতে ব্রাহ্মণ্ডের উৎপত্তি, সেই বিরাটপুরুষের বিষয়, স্থূল ও সূক্ষ্মকালের স্বরূপ, পদ্মযোনি, ব্রহ্মা, সাগর হতে পৃথিবীর উদ্ধার এবং তৎকালে যে হিরণ্যাক্ষ বধ হয়েছিল,স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল সৃষ্টি, রুদ্রসৃষ্টি, অর্ধাংশে নারী ও অর্ধাংশে নরাকার বিগ্রহের সৃষ্টি এবং তা হতে সায়ম্ভূর মনুর উৎপত্তি, নারীগণের মধ্যে আদি ও উত্তমা প্রকৃতি, শতরূপা এবং প্রজাপতি কর্দ্দম হতে তার ধর্মপত্নীগণের সন্তান ধারণ, মহাত্মা ভগবান্ কপিলের অবতার, কপিল দেবহূতির কথোপকথন, মরীচি প্রভৃতি নয়জন ব্রাহ্মণের উৎপত্তি, দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস, ধ্রুবচরিত; তৎপর প্রাচীন বর্হি ও পৃথুর চরিত, প্রিয়ব্রত চরিত, এবং ঋষভ ও ভরত চরিত তারপর নারদ সংবাদ। অনন্তর দ্বীপ, সমুদ্র, অদ্রি, নদ,নদী, জ্যোতিশ্চক্র, পাতাল ও নরক বর্ণিত হয়েছে। তারপর আদি প্রজাপতি দক্ষের জন্ম, বৃত্রাসুরের উৎপত্তি ও বিনাশ, কশ্যপপত্নী দিতি হতে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষের জন্ম এবং দৈত্যকুলভূষণ মহাত্মা প্রহ্লাদের চরিত এছাড়া মন্বন্তর বৃত্তান্ত, গজেন্দ্রমোক্ষণ, মন্বন্তর অবতার, হরির হয় গ্রীব, দেবগণের সমুদ্র মন্থন, দেবাসুর যুদ্ধ, রাজ বংশানুচরিত, জনকাদি রাজর্ষিগণের উৎপত্তি, ভৃগুবংশপ্রবর পরশুরামের ক্ষিতি নিঃক্ষত্রিয় করণ এবং চন্দ্রবংশের ঐল, যযাতি নহুষের চারিত বর্ণিত হয়েছে। যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র যদুর বংশকীতর্ন এবং সেই যদু বংশে অবতীর্ণ জগদীশ্বর কৃষ্ণের বসুদেবগৃহে জন্ম ও গোকুল

বৃদ্ধির বিষয়, অসুরদ্বেষী কৃষ্ণের অপার কর্ম্মসকল বর্ণিত হয়েছে। অনন্তর গোবর্দ্ধন ধারণ, ইন্দ্রকর্তৃক সুরভির পূজা ও অভিষেক, গোপনারীগণ সহ রাত্রিতে কৃষ্ণের রাস ক্রীড়া, দুরাত্মা শঙ্খচূড়, অরিষ্ট ও কেশরীর বিনাশ, অক্রূরের আগমন, কৃষ্ণবলরামের মথুরার কংসালয়ে প্রস্থান। কংসানুচরগণের নিধন, কংস বধ, সান্দীপনি মুনির মৃতপুত্রের উদ্ধার, কালযবন নিধন, কুশস্থলীর প্রতিষ্ঠা, স্বর্গের ইন্দ্রসভা হতে পারিজাত আহরণ, রুক্মিণীহরণ, বাণের বাহুচ্ছেদন, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরপতি নরকের নিধন, বন্দিনী কন্যাগণের কারামোচন এই সকল বর্ণিত হয়েছে।

অনন্তর চৈদ্য, পৌণ্ড্রক, শাল্বাদি, দুর্ম্মতি দন্তবক্র, শম্বর, দ্বিবিদ, পীঠ, মুর পঞ্চজনাদি—এদের প্রভাব ও বধ, বারাণসী দাহন, পাণ্ডবগণকে নিমিত্ত করে ভূমি ভারহরণ, বিপ্রশাপচ্ছলে যদু বংশসংহার এবং উদ্ধব বাসুদেব সংবাদ বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া ভাগবতে বর্ণিত হয়েছে—আত্মজ্ঞান, বর্ণাশ্রমধর্ম, যোগপ্রভাবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা পরিত্যাগ, যুগসকলের লক্ষণ ও প্রবৃত্তি, কলিকালে মানবগণের প্রলয়, নিত্য নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক ও বৈকারিক এই চতুর্বিধ লয়, প্রাকৃতিক নৈমিত্তিক ও নিত্যরূপ ত্রিবিধ সৃষ্টি বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া ধীমান বিষ্ণুভক্ত পরীক্ষিতের তনুত্যাগ, বেদব্যাস কর্তৃক বেদশাখা, বিনির্ণয়, মুনি মার্কণ্ডেয় তপস্যাদি বৃত্তান্ত, মহাপুরুষ সংস্থান ও জগদাত্মা সূর্য্যের বিন্যাস বর্ণিত হয়েছে। ভাগবতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সমুদয় লীলা ও অবতারকার্য্য কীর্তিত হল।

"কূপাদিতে পতিত, সোপানাদি হতে স্খলিত, আর্ত, ক্ষুধায় কাতর হয়েও যদি কেহ উচ্চরবে 'হরয়ে নমঃ' এই বাক্য উচ্চারণ করে, তা হলে সে সর্বপাপ হতে মুক্ত হয়। সূর্য্য যেমন অন্ধকারকে বা প্রবলবায়ু যেমন মেঘকে বিদুরিত করে, সেইরূপ শ্রীহরি চিত্তমধ্যে প্রবেশ করে মানুষের সকল দুঃখ নিঃশেষে দূর করেন।"* যে কথায় শ্রীভগবানের প্রসঙ্গ নাই, তা মিথ্যা ও অসৎ। সেই কথাই সত্য, তাই মঙ্গল, তাই পুণ্য, যাতে ভগবদ্‌গুণ সকলের প্রসঙ্গ আছে। যেখানে ভগবানের কীর্ত্তিকথা অনুগীত, মানবগণের রম্য ও নিত্য নব বলে রুচিকর তাই মনের শোকসাগর- শোষণকারী অবিনাশী আনন্দ কর।

---

* পতিতঃ স্খলিতশ্চার্ত্তঃ ক্ষুত্ত্বা বা বিবশো গৃণন্।
হরয়ে নম ইত্যুচ্চৈর্মুচ্যতে সর্ব্বপাতকাৎ।।
সঙ্কীর্ত্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ শ্রুতানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাম্।
প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং যথাতমোঽর্কোঽভ্রমিবাতিবাতঃ।। ১২/১২/৪৭, ৪৮

যে বাক্য জগৎ পবিত্রকারী শ্রীহরির যশ প্রচার করে না, তা মনোহর পদবিন্যাসযুক্ত হলেও কাকতীর্থ অর্থাৎ কাকতুল্য নরগণের রতিস্থান, জ্ঞানীরা তা সেবা করেন না। অচ্যুত কথা আছে যেখানে তাই পবিত্রমনা সাধুগণও সেবা করে থাকেন। সেই বাক্যই বাক্য, যাতে জনগণের পাপ নাশ করে, যার প্রতি শ্লোকে সেই অনন্তের যশোহঙ্কিত নাম সকল অন্তর্নিহিত হয়ে আছে। তাই সাধুরা শ্রবণ কীর্তন ও গান করেন। যদি নির্মল জ্ঞান বা নির্গুণ কর্ম ভগবদ্‌ভক্তি বর্জ্জিত হয় তবে তা ফলকালে নিষ্ফলই হয়। বর্ণাশ্রম ধর্মের আচারসমূহ প্রতিপালনে বা তপস্যায় কি বেদাদি অধ্যয়নে যে পরিশ্রম, তা কেবল যশ ও সম্পদ লাভের নিমিত্ত, উহাতে পুরুষের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। "শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ শ্রবণ ও ভক্তিসহকারে কীর্তনাদি ও তাঁর পাদপদ্মে নিত্যচিন্তা দ্বারা যে ভাবের উদয় হয়, তাই জীবের পরম পুরুষার্থ। উহা সকল অশুভ নাশ করে, চিত্তশুদ্ধ করে, বিজ্ঞান, বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞান ও পরমাত্মায় ভক্তি বিস্তার করে থাকে।"* হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা পরম সৌভাগ্যবান্ আপনাদের ভক্তি অস্খলিত, যেহেতু নিত্য অন্তর্যামী সর্বনিয়ন্তা দেবদেব নারায়ণ দেবকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করে নিরন্তর আবিষ্ট থেকে তাঁর ভজনা করছেন।

রাজা পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশন সভায় ঋষিগণের সমক্ষে পরম ঋষি শুকদেবের মুখে যে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করেছিলাম, তা আমি স্মরণ করিয়ে দিলাম। হে বিপ্রগণ! যাঁর উত্তম কর্ম সদাসর্বদা কীর্তনীয়, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সর্বদা মঙ্গলময় মাহাত্ম্য বর্ণন করলাম। যে ব্যক্তি এই মাহাত্ম্য একাগ্রচিত্ত হয়ে নিষ্ঠা সহকারে সামান্যতমও শ্রবণ করেন বা করান তবে তাঁর আত্মা পবিত্র হয়ে যায়। পুষ্কর,মথুরা কিংবা দ্বারকায় সংযতভাবে থেকে ভাগবত পাঠ করেন তবে তিনি নির্ভয় হয়ে থাকেন। দেবতা, ঋষি, নৃপতি এবং পিতৃগণ তাকে তাঁর আশা পূর্ণ করে দেন। এই ভাগবত পাঠে বিপ্রগণ জ্ঞানলাভ করেন, রাজা পৃথিবী জয় করেন, বৈশ্যের ধন প্রাপ্তি ঘটে। শূদ্রগণের পাপমুক্ত ঘটে। এই ভাগবতে যেমন প্রতিপদে কলিকল্মষনাশী শ্রীহরির কথা বর্ণিত, অন্য কোন গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত নহে, শ্রীভগবান্ প্রতি পদে প্রতি কথায় পঠিত হয়ে থাকে। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের যিনি সর্বনিয়ন্তা, ব্রহ্মা, শঙ্কর ও ইন্দ্রাদি দেবগণও যাঁর স্তবে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ নহেন, স্বীয় আত্মাতেই যাঁর আলয় উপলব্ধিমাত্র

* অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি সমং তনোতি চ।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম।। ১২/১২/৫৫

যাঁর স্বরূপ, সেই অজ, অনন্ত, অচ্যুতকে প্রণাম করি। যাঁর হৃদয় ব্রহ্মানন্দে পূর্ণচিত্ত, অন্য কিছুতেই যাঁর রতি নাই; যিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলারস আস্বাদই সর্বদা আবিষ্টচিত্ত, যিনি জীবের প্রতি কৃপা পরবশ হয়ে সর্বপাপনাশন পরমার্থ তত্ত্বময় ভাগবত পুরাণ ব্যক্ত করেছেন, সেই অখিলপাপনাশন ব্যাসপুত্র শ্রীশুকদেব প্রণাম করি।

অধ্যায় (১৩)

সূত বললেন, ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁকে দিব্য স্তব দ্বারা স্তুতি করেন, বেদ ও উপনিষদ্ যাঁকে গান করেন, যোগিগণ ধ্যাননিবদ্ধ তদ্‌গত নিশ্চলমন দ্বারা যাঁকে দর্শন করেন, যার অন্ত কোথায় কেহ জানে না। সেই পরম দেবতাকে প্রণাম করি। সমুদ্রমন্থনকালে পৃষ্ঠে মন্দরগিরি ধারণ করায় পাষাণাগ্র ঘর্ষণের কণ্ডুয়নসুখে নিদ্রালু কূর্মরূপী ভগবানের শ্বাসবায়ু প্রবাহিত হয়। শ্রীভগবানের সেই নিঃশ্বসিত বায়ু আপনাদিগকে পালন করুন। হে ঋষিগণ! পুরাণ বিষয় অবগত হউন ও পুরাণ পাঠের মাহাত্ম্য জেনে তা পালন করুন।

পুরাণ সমূহের শ্লোক সংখ্যা—**ব্রহ্মপুরাণ**-দশহাজার, **পদ্ম**-পঁচান্ন হাজার **বিষ্ণু**-তেইশ হাজার, **শিব**-চব্বিশ হাজার, **নারদীয়**—পঁচিশ হাজার, **মার্কণ্ডেয়**-নয় হাজার, **অগ্নি**—পনের হাজার চারশত, **ভবিষ্য**—চৌদ্দ হাজার, পাঁচশত **ব্রহ্মবৈবর্ত্ত**—আঠার হাজার, **লিঙ্গ**—এগারো হাজার, **বরাহ**—চব্বিশ হাজার, **স্কন্দ**—একাশি হাজার একশত, **বামন**—দশহাজার, **কূর্ম্ম**—সতের হাজার, **মৎস্য**—চৌদ্দ হাজার, **গরুড়**—উনিশ হাজার, **ব্রহ্মাণ্ড**—বারো হাজার, **শ্রীমদ্‌ভাগবত**—আঠারো হাজার মোট হল —চার লক্ষ।

শ্রীমদ্‌ভাগবত ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মার নিকট প্রকাশ করেন। ব্রহ্মা নারদের নিকট, নারদ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের নিকট, বেদব্যাস যোগীন্দ্র শুকদেবের নিকট এবং শ্রীশুকদেব করুণা করে বিষ্ণুভক্ত রাজা পরীক্ষিতের নিকট ইহা কীর্তন করেছিলেন। অতএব এই শুদ্ধপবিত্র বিশোক অমৃতময় পরমসত্য ভগবানকে আমরা ধ্যান করি। এর আদি মধ্যে ও অন্তে সর্বত্র সমানভাবে বৈরাগ্য, বিজ্ঞানযুক্ত। শ্রীহরি লীলাময় অমৃতময় কথায় ভক্ত বৈষ্ণব, দেবতাগণ আনন্দিত হন। ইহাতে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব নিরূপিত হয়েছে। শ্রীমদ্‌ভাগবত সর্ববেদান্তের সার, অমৃতের সাগর। এই অমৃত যিনি পান করেছেন, তার অন্য কিছুতেই আর মতি হয় না। ইহাতে জ্ঞান

ভক্তি কর্মসকলই নিহিত আছে। অতএব ইহার দ্বিতীয় নাই। ভাদ্রমাসের পূর্ণিমায় ভাগবত দান ও পাঠ প্রভৃতি ভক্তজনের ভগবদ্ ভক্তিলাভের বিশিষ্ট উপায়। যেহেতু ভাদ্রমাসের পূর্ণিমায় শুকদেব পরীক্ষিতের প্রতি এই ভাগবত উপদেশ প্রদান পরিসমাপ্ত করেন। আর ভাদ্রমাসে গ্রহরাজ সূর্য্য সিংহরাশিতে অবস্থান করেন, তাই ভাদ্রমাসে সূর্য্যের ঐশ্বর্য্য তৎসহ যুক্ত করে ভাগবত প্রদানের ব্যবস্থা হয়েছে। ভাগবত সর্বশাস্ত্রের সার। শ্রীশুকদেব বলেছেন—ভাগবত পাঠ করলে মানুষ অনায়াসে দেহবুদ্ধি থেকে মুক্ত হয়ে পরমাত্মার দর্শন লাভ করে থাকে। নদীসমূহের মধ্যে যেমন গঙ্গা, দেবগণের মধ্যে বিষ্ণু, বৈষ্ণবগণের মধ্যে যেমন শিব প্রধান সেইরূপ পুরাণ সমূহের মধ্যে ভাগবতই প্রধান। কাশীতীর্থ যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ বলে কথিত তদ্রূপ পুরাণমধ্যে ভাগবতই শ্রেষ্ঠ। যিনি ভক্তিপূর্বক এই পবিত্র পুরাণ ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ ও অধ্যয়ন করেন তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হন। সর্বসাক্ষী ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রণাম যিনি মুক্তিকামী ভাগবত কথা ব্রহ্মার নিকট কীর্তন করেছিলেন। যিনি সংসাররূপ সর্পদষ্ট পরীক্ষিতকে মুক্ত করেছেন সেই যোগীন্দ্র শ্রী শুকদেবকে প্রণাম করি।

হে দেবেশ, জন্মে জন্মে যাতে তোমার পদে ভক্তি জন্মে কৃপা করে তাই কর। তুমি আমাদের পরমেশ্বর। যাঁর নাম কীর্তনে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়, যাকে প্রণাম করলে সর্বদুঃখের অবসান হয়, সেই দুঃখহারী পরমাত্মা শ্রীহরিকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি।*

সাধারণ মানুষের জন্য শ্রী শুকদেব পরমার্থ লাভের সহজ পন্থা নির্দেশ করে গেছেন তা হল সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গ বহুভাগ্যে লাভ হয়ে থাকে। সাধুসঙ্গে অন্তরে ভক্তির বীজ জন্ম নেয়। ভক্তিহল ঈশ্বরে একান্ত অনুরাগ। সেই অনুরাগে কৃষ্ণ কথা ছাড়া সংসারে কিছুই ভাল লাগে না। সৎগ্রন্থপাঠও এক প্রকার সাধুসঙ্গ। সৎগ্রন্থ পাঠে সাধুসঙ্গের অভীপ্সিত ফল পাওয়া যায়। শ্রমদ্ভাগবত পাঠ দেবর্ষি নারদাদি প্রভৃতি মহর্ষিগণের সাধুসঙ্গলাভে জীবন সার্থক হয়।

—ঃঃ—

---

* ভবে ভবে যথা ভক্তিঃ পাদয়োস্তব জায়তে।
তথা কুরুষ্ব দেবেশ নাথস্ত্বং নো যতঃ প্রভো।।
নাম সঙ্কীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপ প্রণাশনম্।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্।। ১২/১৩/২২, ২৩